বাল্মীকি-রামায়ণ

সপ্তকাণ্ড

১৯৫৬

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

নিবেদন

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বিভিন্ন গদ্যানুবাদই আমাদের দেশে প্রচলিত। কিন্তু বহুদিন পূর্বে ইহার একটি পদ্যানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কৃত পদ্যানুবাদই বাল্মীকি রামায়ণের উল্লিখিত পদ্যানুবাদ। সেই গ্রন্থখানার পর বাল্মীকি-রামায়ণের আর কোনও পদ্যানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নই। তাই বর্তমান গ্রন্থখানি বাল্মীকি-রামায়ণের পদ্যানুবাদ প্রকাশের দ্বিতীয় প্রয়াস বলিয়া আমরা মনে করি।

এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর অমরেশ্বর ঠাকুর এম. এ., পি-এইচ-ডি, বেদান্তশাস্ত্রী এবং তাঁহার সহকর্মী সুপণ্ডিত হেমন্ত কুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সম্পাদিত গৌড়ীয়-পাঠ রামায়ণ অবলম্বন করিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণের সমগ্র শ্লোকের অনুবাদ নয়, শুধু সারাংশের অনুবাদ। কিন্তু সারাংশের অনুবাদ হইলেও ইহাতে মূল আখ্যানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া প্রায় সব ঘটনারই এরূপ ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে যে তাহাতে ইহার ভিতরে মূল গ্রন্থের প্রায় কোন ঘটনার বিবরণই বাদ পড়ে নাই। এই অনুবাদের ছন্দেও মূল শ্লোকের ছন্দের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে লেখিকা বাল্মীকি রামায়ণের শুধু যুদ্ধকাণ্ডের সারাংশের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই

সময়ে পূজনীয় অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয় লেখিকাকে কোনও কোনও বিষয়ে আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ও সেই গ্রন্থখানির একটি ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে জন্য লেখিকা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমানে তিনি আর ইহজগতে নাই। তবুও আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়া তাঁহার লিখিত যুদ্ধকাণ্ডের ভূমিকাটি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

প্রকাশক—

ভূমিকা

বাল্মীকি-রামায়ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনার এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা মহামুনি বাল্মীকি-রচিত আদিকাব্য এবং এই কাব্য সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক সমুজ্জ্বল রত্ন। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই কবি-প্রতিভা আত্মলাভ করিয়াছিল। আদিকবির এই সুপ্রাচীন কৃতি সংস্কৃতে রূপ পরিগ্রহ করায় আজ সংস্কৃতের প্রতি অনাস্থার যুগে ইহার রস গ্রহণে সাধারণ জনগণ অপারগ হইতেছে। বাল্মীকি প্রণীত রাম-চরিত সরলতায়, ভাবপ্রবণতায় এবং রচনা-নৈপুণ্যে যে অনির্ব্বচনীয় কাব্য-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা যে কোন হিন্দুর পক্ষে লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কথা। বাস্তবিক সংস্কৃত আমাদিগকে যে গৌরবময় ঐতিহ্য দান করিয়াছে তাহা যদি আমরা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইতে দেই তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ষমা করিবে কে? আশার কথা, বহুকাল হইতেই এই বিষয়ে বিদ্বান্-বিদুষীগণের দৃষ্টি আছে এবং অনুবাদের মাধ্যমে শাস্ত্রার্থ সাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত করা অনেকেই পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তবে এখানে একটি বক্তব্য আছে, অনুবাদ সহৃদয় জনগণের সন্তোষ বিধানে তখনই সমর্থ হয়, যখন তাহা মূলানুগামী হইয়াও সরসতা বজায় রাখে। নৈপুণ্য এবং প্রতিভা সত্ত্বেও মাত্র ভাবানুবাদ তাদৃশ সন্তোষ বিধান করে না।

সুলেখিকা ও প্রসিদ্ধ সমাজ-সেবিকা শ্রীযুক্তা আশালতা সেন সম্প্রতি বাল্মীকি-রামায়ণের কিয়দংশ (আদি ও যুদ্ধকাণ্ড) বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, সুমধুর পদ্যে। তাঁহার এই পদ্যানুবাদ মূল রক্ষা করিয়াও সরলতা বিসর্জন না দেওয়ার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মূল বুঝিবার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনুবাদ বুঝিবার জন্য যেখানে মূল দেখিতে হয়, সেখানেই বুঝিতে হইবে অনুবাদে দোষ আছে। শ্রীযুক্তা সেনের অনুবাদ দোষনির্ম্মুক্ত।

তাঁহার অনুবাদে মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মূল সংস্কৃত-পদ্যস্থিত প্রত্যেক পদের সার্থকতা ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে শ্লোকস্থ সমাস-নিবিষ্ট পদসমূহের অর্থ ঠিক সমাসবদ্ধ পদের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়ায় অনুবাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে 'রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্', 'রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্' আরূঢ়-কবিতা-শাখং ইত্যাদি প্রশস্তি শ্লোকের অনুবাদ যথাক্রমে 'রাম রঘুবর যিনি লক্ষ্মণ-অগ্রজ সীতাপতি', 'রাম রাম রাম রবে কবিতা-শাখায় বসি' যাঁর মধুর কূজন,'—এতাদৃশ অনুবাদ মূল পদ্যস্থিত প্রসাদগুণের অনুবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছে। মূলার্থবোধে অপরিপন্থী অথচ সাধারণের বোধগম্য ভাষাই অনুবাদের ভাষা হওয়া উচিত। শ্রীযুক্তা সেনের গ্রন্থে ইহার যথার্থ্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-দর্শন প্রসঙ্গে বৃক্ষ লতা গুল্ম পক্ষী ও ভ্রমরাদি পরিশোভিত উপবন বর্ণনায় এবং বৃক্ষ ও পক্ষিবাচক কতিপয় অপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অনুবাদে সুখবোধ্যতার অভাব ঘটে নাই। যুদ্ধকাণ্ড-স্থিত নাগপাশবন্ধন, ধূম্রাক্ষ-বধ, বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্ত-বধ, রাবণের যুদ্ধ-সজ্জা, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু, মকরাক্ষ ও ইন্দ্রজিৎ বধ, রাবণের শোক, রাক্ষসী বিলাপ, ভরত-মিলন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ সরলতা ও সুখবোধ্যতার মাধ্যমেই অতীব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সেনের বর্ণনাশৈলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ভাষা সরল মধুর এবং প্রকাশ-ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। বইখানি পড়িয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি, ইহা ঘরে ঘরে রাখিবার বস্তু। বলা বাহুল্য সর্ব্বথা ইহার সুষ্ঠু প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অযোধ্যাকাণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

অরণ্য-কাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

যুদ্ধকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

উত্তরকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রশস্তি

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥
রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়-কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্॥

রাম রঘুবর যিনি লক্ষ্মণ-অগ্রজ সীতাপতি,
ককুৎস্থের বংশধর, কৃপাময়, সুন্দর মূরতি।
গুণনিধি, বিপ্রপ্রিয়ং, ধর্ম্মশীল সতত যে জন,
রাজেশ্বর সত্যসন্ধ, শান্তমূর্ত্তি শ্যামল-বরণ॥
বন্দি সে লোকাভিরাম দশরথ-নৃপ-তনয়েরে,
বন্দি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাবণ-অরাতি রাঘবেরে॥
রাম, রাম, রাম রবে কবিতা-শাখায় বসি' যাঁর
মধুর কূজন, সেই বাল্মীকি-কোকিলে নমস্কার॥

বাল্মীকীয়ং রামায়ণম্

আদিকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ

তপঃস্বাধ্যায়নিরতস্তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্ম্মুনিসত্তমঃ॥ ১
কো হ্যস্মিন্ প্রথিতো লোকে সদগুণৈর্গুণবত্তমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২
উদারাচার-সম্পন্নঃ সর্ব্বভূত-হিতে রতঃ।
বীর্য্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
সঞ্জাত রোষাৎ কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি॥ ৪
কঃ উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নিধির্গুণ-সম্পদাম্॥ ৫
সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।
অনিলানলসূর্য্যেন্দুশক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ॥ ৬
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো নারদ তত্ত্বতঃ।
দেবর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৭
কালত্রয়জ্ঞস্তচ্ছ ত্বা বাল্মীকের্নারদোবচঃ।
শ্রূয়তামিত্যুপামন্ত্র্য তমৃষিং প্রত্যভাষতঃ॥ ৮
বহবো দুর্ল্লভাশ্চৈব ত্বয়ৈতে কীর্ত্তিতা গুণাঃ।
একস্মিন্ হি নুলোকেঽস্মিন্ গুণা এতে সুদুর্ল্লভাঃ॥ ৯
দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তোনরচন্দ্রমাঃ॥ ১০
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রাম নাম গুণাকরঃ।
এভিরপ্যধিকৈশ্চৈব গুণৈর্যুক্তো মহাদ্যুতিঃ॥ ১১

বাল্মীকি-রামায়ণ

আদিকাণ্ড

১। বাল্মীকি ও নারদ

তপস্যা স্বাধ্যায় রত শ্রেষ্ঠতম সর্ব বেদবিদে
বাল্মীকি তাপসবর সুধালেন দেবর্ষি নারদে। ১
সদ্‌গুণেতে ভূবিখ্যাত গুণীশ্রেষ্ঠ হন কোন্ জন।
ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিনি, দৃঢ়ব্রত, সত্যপরায়ণ ॥ ২
সর্বভূত হিতে রত, সতত উদার ব্যবহার,
প্রিয়দরশন যিনি, বদান্য ও বীরত্ব আধার ॥ ৩
ক্রোধজয়ী কে মহান্, ধৈর্য্যশালী অসূয়া-রহিত,
হলে কেবা রুষ্ট রণে, দেবতাও হন ভয়ে ভীত ॥ ৪
ত্রিভুবন সংরক্ষণে কে সমর্থ, কে অতি মহান
প্রজাপালনেতে রত, সবার অধিক গুণবান্ ॥ ৫
আশ্রিতা সমগ্ররূপে কা'র লক্ষ্মী, কে নর-প্রধান,
অনল, অনিল সূর্য্য, ইন্দু, ইন্দ্র, উপেন্দ্র সমান ॥ ৬
দেবর্ষি, বাসনা মম তব পাশে শুনিতে সে কথা,
শকতি রয়েছে তব জানিবারে তাঁহার বারতা ॥ ৭
বাল্মীকির বাক্য শুনি' ত্রিকালজ্ঞ নারদ তখন,
কহিলেন প্রত্যুত্তরে বাল্মীকিরে করি সম্বোধন ॥ ৮
বহুগুণ হে বাল্মীকি, কীর্ত্তন করিলে তুমি এবে,
দুর্লভ এ নরলোকে এতগুণ একটি মানবে ॥ ৯
দেবতাগণেও নাহি এতগুণ করি নিরীক্ষণ
তবুও আছেন নর-চন্দ্রমা এহেন একজন ॥ ১০
মহাদ্যুতিময় আর এসব গুণেতে গুণবান্,
ইক্ষাকুবংশেতে জন্ম, গুণাধার রাম তাঁর নাম ॥ ১১

সংযতাত্মা মহাত্মা চ ধৃতিমান্ দ্যুতিমান বশী।
বুদ্ধিমান্বুদ্ধিমান্ বাগ্মী শ্রীমাঞ্ছত্রুনিবর্হণঃ॥ ১২
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ।
মহেষ্বাসো মহাতেজা দৃঢ়জানুররিন্দমঃ॥ ১৩
আজানুবাহুঃ সুমুখো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্॥ ১৪
বিশালাক্ষঃ পীনবক্ষা লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৫
মনস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্ব্বীর্য্যসমন্বিতঃ।
রক্ষিতা সর্ব্বলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৬
বেদবেদাঙ্গবিচ্চৈব সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো নীতিমান্ প্রথিতো ভুবি॥ ১৭
সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বহুশ্রুতঃ।
সর্ব্বদাভিপ্লুত সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ॥ ১৮
স সত্যঃ স সমঃ সৌম্যঃ স চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ।
রামঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ১৯
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥ ২০
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যেঽপ্যনুপমঃ সদা॥ ২১
রময়ত্যেব স গুণৈরুদারৈস্তৈরিমাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদতো রাম ইতি নামৈতত্তস্য বিশ্রুতম্॥ ২২
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং পিতা দশরথঃ সুতম্॥ ২৩
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমিয়েষ স মহাদ্যুতিঃ।
তস্যাভিষেকসম্ভারং দৃষ্ট্বা কেকয়বংশজা॥ ২৪
পূর্ব্বং দত্তবরা রাজ্ঞা বরাবেতাবযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ২৫

সংযতাত্মা, মহামনা, ধৃতি, দ্যুতি, বুদ্ধি, ঋদ্ধিমান্
সর্বজনবশকারী, শত্রুহন্তা, বাগ্মী, রূপবান্॥ ১২

মহাস্কন্ধ, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, সত্যপরাক্রম,
দৃঢ়জানু স্নিগ্ধবর্ণ, সুবিভক্ত অঙ্গ, বীরোত্তম॥ ১৩—১৪

পীনবক্ষ, সুলক্ষণ, লক্ষ্মীবান্, বিশাল নয়ন,
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ধর্মবেত্তা, সত্যপরায়ণ॥ ১৫

সর্ব্বলোক সংরক্ষক, সুপণ্ডিত বেদবেদাঙ্গেতে,
অর্থশাস্ত্রে সুনিপুণ, নীতিমান্ বিখ্যাত জগতে॥ ১৬—১৭

সর্বলোক প্রিয় সাধু, মহামনা বেষ্টিত সতত
সাধুজনে, যেন বহু নদীস্রোতে সমুদ্রের মত॥ ১৮

সত্যবাক্, সমদর্শী, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রিয়দরশন,
সর্বগুণাধার রাম কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন॥ ১৯

গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রসম, স্থৈর্য্যে যেন গিরি হিমবান্
বীর্য্যেতে বিষ্ণুর সম, সৌন্দর্য্যেতে চন্দ্রের সমান॥ ২০

কালাগ্নি সদৃশ ক্রোধে, পৃথিবীর তুল্য ক্ষমাগুণে,
কুবেরের সম ত্যাগে, অনুপম সত্য সংরক্ষণে॥ ২১

করি রাম মনোহর হেন বহু উদার গুণেতে
রঞ্জন প্রজার মন রাম নামে বিখ্যাত জগতে॥ ২২

হেন গুণবান বীর জ্যেষ্ঠ পুত্রে পিতা মহামনা
দশরথ, করিলেন অভিষিক্ত করিতে বাসনা
যৌবরাজ্যে, রামের সে অভিষেক তরে আয়োজন
কেকয় বংশজা রাণী করিলেন যবে নিরীক্ষণ,
পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বরে নৃপ হতে যাচিলা তখন
ভরতের অভিষেক, রামের অরণ্যে নির্ব্বাসন॥ ২৩—২৫

স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্॥ ২৬
স জগাম বনং ধীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্ব্বচন নির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ॥ ২৭
তং যান্তমনুজো ধীমান্ ভ্রাতরং রামমগ্রজম্।
লক্ষ্মণো নাম বিনয়াদনুবব্রাজ বীর্য্যবান্॥ ২৮
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না নারীণামুত্তমা সতী।
অনুবব্রাজ বৈদেহী সীতা নাম শুভব্রতা॥ ২৯
রূপ-যৌবন-মাধুর্য্য-শীলাচার-সমন্বিতা।
বভৌ সানুগতা রামং নিশাকরমিব প্রভা॥ ৩০
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ।
শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৩১
গুহমাসাদ্য ধর্ম্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্।
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া॥ ৩২
উত্তার ততো গঙ্গাং বনঞ্চৈব বিবেশ হ।
প্রবিশ্য স মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ৩৩
সোঽতীত্য বনদুর্গাণি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
চিত্রকূটং যযৌ শৈলং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৩৪
রম্যমাবসথং তত্র কৃত্বা রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
উবাস সীতয়া সার্দ্ধং বল্কলাজিনসংবৃতঃ॥ ৩৫
শ্রীমদ্ভিস্তৈস্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং চিত্রকূটো ররাজ সঃ।
অধিষ্ঠিতো যথা মেরুঃ শ্রীবৈশ্রবণশঙ্করৈঃ॥ ৩৬
চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকার্দ্দিতস্তদা।
রাজা দশরথঃ স্বর্গমগমদ্ বিলপন্ সুতম্॥ ৩৭
রাম প্রবাসনং শ্রুত্বা পিতুশ্চ নিধনং তথা।
ভরতো বিললাপার্ত্তো মাতৃকাদাগতো গৃহম্॥ ৩৮

ধর্ম্মপাশে হ'য়ে বদ্ধ, সত্যবাক্য রক্ষিবার তরে,
প্রিয় পুত্র রামে নৃপ পাঠালেন অরণ্য ভিতরে ॥ ২৬
গেলেন বনেতে রাম পিতৃবাক্যে, প্রতিজ্ঞা তাঁহার
রক্ষিবারে, কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য্য সাধিবারে আর ॥ ২৭
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুগামী হ'লেন তখন,
বিনীত অনুজ তাঁর বীর্য্যবান্ ধীমান্ লক্ষ্মণ ॥ ২৮
গেলেন সঙ্গেতে আর নারী মাঝে সর্ব্বোত্তমা সীতা,
সর্বসুলক্ষণা সতী, জনকনন্দিনী শুভব্রতা ॥ ২৯
সদাচার-রূপশীল-যৌবন-মাধুর্য্য-সমন্বিতা,
চন্দ্রমার জ্যোৎস্না সম হ'লেন রামের অনুগতা ॥ ৩০
গেলেন সঙ্গেতে পিতা দশরথ আর পৌরজন
কিছু দূর ;—করি ক্রমে শৃঙ্গবের পুরে আগমন
গঙ্গাকূলে, সারথিরে বিদায় দিলেন রঘুবর ;
ধর্ম্মাত্মা নিষাদপতি গুহ পাশে আসি' অনন্তর
প্রিয় মিত্র গুহসনে লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে,
গঙ্গা পার হ'য়ে রাম পশিলেন গহন কাননে ॥
পশি' তথা অতিক্রমি' বন্য-পথ নদী সরোবর,
গেলা চলি চিত্রকূটে ভরদ্বাজবাক্যে রঘুবর ॥ ৩১-৩৪
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে রচি' সেথা সুরম্য আবাস,
বল্কল আবৃত দেহে সীতাসহ করিলেন বাস ॥ ৩৫
সমাগমে সে সবার, চিত্রকূট হ'লো সুশোভিত,
শঙ্কর, কুবের, লক্ষ্মী সমাগমে সুমেরুর মত ॥ ৩৬
চিত্রকূটে গেলে রাম পুত্রশোকে হ'য়ে হতজ্ঞান,
করুণ বিলাপ করি দশরথ, ত্যজিলেন প্রাণ ॥ ৩৭
মাতুল আলয় হ'তে আসি গৃহে, রাম নির্ব্বাসন
মৃত্যু আর জনকের, শুনিলেন ভরত যখন,
কাতর বিলাপ বহু করিলেন দুঃখেতে তখন ॥ ৩৮

গতে তু তস্মিন্ ভরতো বশিষ্ঠ প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
প্রচোদিতোঽপি রাজ্যায় নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাযশাঃ ॥ ৩৯
মৃতে পিতরি ধর্মাত্মা রাজত্বে স পুরস্কৃতঃ।
রাজ্যলোভং পরিত্যজ্য রামং দ্রষ্টুমুপাগতঃ ॥ ৪০
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্য্যভাবপুরস্কৃতম্।
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাযশঃ ॥ ৪১
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
নিবর্ত্তয়ামাস তদা ভরতং ভরতাগ্রজঃ ॥ ৪২
স কামমনবাপ্যৈব গৃহীত্বা রামপাদুকে।
নন্দীগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৪৩
আশঙ্কমানশ্চ পুনঃ পৌরজানপদাগমম্।
রামোঽপি হিত্বা তং শৈলং প্রযযৌ দণ্ডকং বনম্ ॥ ৪৪
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ।
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্য-ভ্রাতরং তথা ॥ ৪৫
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং ধনুস্তদা।
লব্ধ্বা স পরমপ্রীতস্তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ৪৬
অতীত্য শরভঙ্গঞ্চ অগস্ত্যঞ্চ মহামুনিম্।
সোঽভিবাদ্য যযৌ শ্রীমাননসূয়াঞ্চ সুব্রতাম্ ॥ ৪৭
দেশঃ পঞ্চবটি নাম তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
বসতস্তত্র রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥ ৪৮
রক্ষোভ্য কামরূপিভ্য ঋষয়োভ্যাগমন্ ভয়াৎ।
রামং কমলপত্রাক্ষং শরণ্যং শরণৈষিণঃ ॥ ৪৯
মহেন্দ্রমিব দুর্দ্ধর্ষং বাণখড়্গাধনুর্দ্ধরম্।
তেন তত্র সহ ভ্রাত্রা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ৫০
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিনী।
ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদাগতান্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ৫১
খরঞ্চ দূষণঞ্চৈব রক্ষস্ত্রিশির এব চ।
নিজঘান রণে রামো ঘোরাংস্তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ৫২

রাজত্ব গ্রহণ তরে বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ যত
কহিলেন ভরতেরে, ভরত হ'লেন অসম্মত ॥ ৩৯
পিতৃবিয়োগেতে প্রাপ্ত রাজ্যলোভ করি বিসর্জ্জন,
ভরত হেরিতে রামে করিলেন অরণ্যে গমন ॥ ৪০
শুদ্ধমনা রামে সেথা সাধিলেন নিতে রাজ্যভার,
স্মরি' মনে পিতৃ বাক্য, রাজ্য-ইচ্ছা হ'লোনা তাঁহার ॥ ৪১
পাদুকা যুগল নিজ দিয়ে রাজ্য শাসনের তরে,
ফিরে যেতে ভরতেরে কহিলেন রাম বারে বারে ॥ ৪২
স্থাপিলেন নন্দিগ্রামে আসি রাজ্য ভরত তখন
রামের পাদুকা ল'য়ে, করি বাঞ্ছা রাম আগমন ॥ ৪৩
গেলেন দণ্ডকবনে চিত্রকূট ত্যজি অনন্তর
আসিবে সেথায় পুনঃ পৌরজন, ভাবি রঘুবর। ৪৪
দণ্ডকেতে বিরাধেরে বধি রাম হেরিলেন বনে,
অগস্ত্য, সুতীক্ষ্ণ আর শরভঙ্গ আদি মুনিগণে ॥ ৪৫
অগস্ত্য বচনে লভি অক্ষয়-সায়ক তূণ আর
ইন্দ্র দত্ত ধনু, রাম লভিলেন সন্তোষ অপার ॥ ৪৬
মুনিগণ হ'তে ল'য়ে বিদায়, বন্দিয়া অনন্তর
অনসূয়া তাপসীরে, উপনীত হয়ে রঘুবর
পঞ্চবটি বনে, সেথা করিলেন আবাস নির্ম্মাণ,
করিলেন বনে যত বনচর সহ অবস্থান ॥ ৪৭-৪৮
নিলেন সেথায় আসি রক্ষ ভয়ে ভীত ঋষিগণ,
বাণ-খড়্গ-ধনুর্দ্ধারী ইন্দ্রসম রামের শরণ ॥
ভ্রাতাসহ তথা রাম করিলেন জনস্থানে স্থিত
কামরূপা শূর্পণখা রাক্ষসীরে আকারে বিকৃত।
শূর্পণখা-বাক্য শুনি আসিল রাক্ষসকুল যত ॥ ৪৯-৫১
ত্রিশিরা, দূষণ, খর, চতুর্দ্দশ সহস্র যে আর,
রাক্ষস সেনায় রাম করিলেন সংগ্রামে সংহার ॥ ৫২-৫৩

তেষামনুবলঞ্চৈব সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রক্ষস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ৫৩
নামতো রাবণো নাম কামরূপী মহাবলঃ
রাক্ষসাধিপতিঃ শূরো রাবণোঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫৪
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্ ।
বার্য্যমাণোঽপি বহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥ ৫৫
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে ।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৫৬
জগাম সহমারীচো রামাশ্রমপদং ততঃ ।
তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥ ৫৭
রাবণোঽন্তরমাসাদ্য সীতাং সুরসুতোপমাম্ ।
জহার ভার্য্যাং রামস্য হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥ ৫৮
গৃধ্রন্তু নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং ভার্য্যাঞ্চ দুর্ল্লভাম্ ।
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৯
ততঃ স তত্র কাকুৎস্থো দগ্ধ্বা গৃধ্রং জটায়ুষম ।
কবন্ধং দদৃশে ভূয়ো দনোঃ পুত্রং মহাবলম্ ॥ ৬০
তং স তেনৈব কোপেন কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ।
নিহত্য কাষ্ঠৈরদহৎ স চ দিব্যবপুস্তদা ॥ ৬১
কথয়ামাস রামায় শ্রমণাং শবরীং ততঃ ।
শবরীং ধর্ম্মনিপুণামভিগচ্ছ রঘুদ্বহ ॥ ৬২
তস্যৈব বচনাদ্রামো লক্ষ্মণেন সহানঘঃ ।
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥ ৬৩
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যগ্‌রামো দশরথাত্মজঃ ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ ॥ ৬৪
হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।
সুগ্রীবস্য চ তৎ সর্ব্বং রামোঽশংসন্মহাবলঃ ॥ ৬৫
সুগ্রীবস্তস্য রামস্য শ্রুত্বা বাক্যং মহামনাঃ ।
চক্রে বানররাজেন বৈরানুকথনং মহৎ ॥ ৬৬

শুনি' হেনরূপ যত জ্ঞাতিকুল বধ বিবরণ
ত্রিভূবনে সুবিখ্যাত রক্ষঃবীর নামেতে রাবণ,
কামরূপী মহাবল রাক্ষস কুলের অধীশ্বর
হ'লো মহাক্রোধবশে হতজ্ঞান, আসি' অনন্তর
রাক্ষস মারীচ পাশে সহায়তা যাচিল তাহার,
মারীচ রাবণে বহু বারণ করিল বারবার ॥ ৫৩-৫৫
কহিল সে, "অনুচিত বিরোধিতা করা দশানন,
বলবান্ জন সনে," বাক্য তা'র না শুনি' রাবণ
কালবশে, লয়ে তা'রে করি রাম আশ্রমে গমন,
মায়াবলে মারীচের করিল সে দূরেতে প্রেরণ
রাম আর লক্ষ্মণেরে ; অনন্তর করি আগমন
সুরসুতা সমতুল সীতা পাশে রক্ষেন্দ্র রাবণ,
জটায়ু নিধন করি রাম-ভার্য্যা করিল হরণ ॥ ৫৬-৫৮
হেরি' হত গৃধ্ররাজে অপহৃতা নেহারি' ভার্য্যারে
করিলেন রাম বহু বিলাপ গভীর শোকভরে ॥ ৫৯
জটায়ুর দাহ কার্য্য অনন্তর করি সমাপন,
করিলেন দনুপুত্র মহাবল কবন্ধে দর্শন ॥ ৬০
করি রাম বধ তা'রে করিলেন কাষ্ঠেতে দাহন,
দিব্যদেহ অনন্তর সে কবন্ধ করিল ধারণ ॥ ৬১
তাপসী শবরী কথা শুনায়ে সে কহিল তখন,
যাও রাম ধর্ম্মশীলা শবরীরে করিতে দর্শন ॥ ৬২
কবন্ধের বাক্য শুনি' লক্ষ্মণেরে ল'য়ে অনন্তর
গেলেন আশ্রম মাঝে শবরীর, রাম রঘুবর ॥ ৬৩
শবরীর পূজাপ্রাপ্ত হ'য়ে রাম গেলেন তখন
পম্পাতীরে, হ'লো সেথা হনুমান সহ সম্মিলন ॥ ৬৪
হনুমান বাক্যে হ'য়ে সুগ্রীব সমীপে সমাগত,
কহিলেন সবিস্তারে আপনার বিবরণ যত ॥ ৬৫

রামে নিবেদিতং সর্ব্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন হ
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ ॥ ৬৭
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি।
রাঘবে বালিবীর্য্যেণ সুগ্রীবঃ শঙ্কিতোঽভবৎ ॥ ৬৮
রামোঽসংপ্রত্যয়ং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবে বানরাধিপে।
পাদেন দুন্দুভেঃ কায়ং চিক্ষেপ শতযোজনম্ ॥ ৬৯
বিভেদ সপ্তসালাংশ্চ শরেণানতপর্ব্বনা।
গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ংস্তস্য বিস্ময়ম্ ॥ ৭০
ততঃ প্রীতমনাস্তস্য কর্ম্মণা তেন সোঽভবৎ।
সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠঃ পরং হর্ষমবাপ চ ॥ ৭১
ততো বানররাজেন কৃত্বা সখ্যং মহাবলঃ।
প্রতীতিং জনয়ামাস তদান্যোঽন্যস্য বৈ মিথঃ ॥ ৭২
সময়ং তৌ ততঃ কৃত্বা নরবানরপুঙ্গবৌ।
কিষ্কিন্ধ্যাং রামসুগ্রীবৌ জগ্মতুস্তৌ গুহাং তদা ॥ ৭৩
ততোঽগর্জ্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো মেঘনিস্বনঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জ্জগাম হরীশ্বরঃ ॥ ৭৪
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ধত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবায়ৈব তদ্রাজ্যং রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭৫
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রবিবেশ হ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসানুষিত্বা সময়েন তু ॥ ৭৬
স চ সর্ব্বান্ সমানায্য বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জ্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭৭
ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান কপিঃ।
শতযোজন বিস্তীর্ণং পুপ্লুবে বরুণালয়ম্ ॥ ৭৮
ততো লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোক বনিকাগতাম্ ॥ ৭৯
নিবেদ্য চাপ্যভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
গৃহীত্বা প্রত্যভিজ্ঞানং মর্দ্দয়ামাস নৈঋ‍র্তান্ ॥ ৮০

রামের সে বাক্য শুনি' কহিলেন সুগ্রীব তখন
কপীশ্বর বালি সনে আপন শত্রুতা বিবরণ ॥ ৬৬
করি নিজ দুঃখ যত সুগ্রীব রাঘবে নিবেদন,
বালির বিক্রম যাহা করিলেন বর্ণনা তখন ॥ ৬৭
বালিরে বধিতে রাম করিলেন সঙ্কল্প গ্রহন,
সুগ্রীব হ'লেন ভাবি বালি-বীর্য্য শঙ্কান্বিত মন ॥ ৬৮
অবিশ্বাস বুঝি' তা'র করিলেন পায়েতে তখন
নিক্ষেপ দুন্দুভিদেহ দূরে রাম শতেক যোজন ॥ ৬৯
সপ্ত শাল বৃক্ষ আর করি ভেদ একমাত্র শরে,
করিলেন রঘুবর পরম বিস্মিত সুগ্রীবেরে ॥ ৭০
রাঘবের হেন রূপ হেরি' কার্য্য সুগ্রীব তখন
হ'লেন পরম প্রীত, হর্ষে অতি হলেন মগন ॥ ৭১
মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ অনন্তর হয়ে দুই জন,
একে অপরের প্রতি করিলেন বিশ্বাস স্থাপন ॥ ৭২
প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হয়ে রাম আর সুগ্রীব দোঁহায়,
গেলেন গুহার মাঝে অবস্থিত পুরী কিষ্কিন্ধ্যায় ॥ ৭৩
করিলেন মেঘ সম গর্জন সুগ্রীব অনন্তর,
হলেন নির্গত শুনি সে গর্জন বালি কপীশ্বর ॥ ৭৪
বালিরে নিধন করি সুগ্রীবের বাক্যেতে তখন,
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য রাম করিলেন সুগ্রীবে অর্পণ ॥ ৭৫
রামের সম্মতি লভি সুগ্রীব প্রবেশি কিষ্কিন্ধ্যায়
বরষার চারি মাস করিলেন যাপন সেথায় ॥ ৭৬
আহ্বানি বরষা অন্তে কপিরাজ যত কপিগণে,
পাঠালেন সে সবারে চারিদিকে সীতা অন্বেষণে ॥ ৭৭
অনন্তর পারাবার সুবিস্তীর্ণ শতেক যোজন,
সম্পাতির বাক্যে বীর হনুমান করিলা লঙ্ঘন ॥ ৭৮
লঙ্কাপুরে রাবণের পশি শেষে হেরিলা সেখানে
রামের ধ্যানেতে মগ্ন বৈদেহীরে অশোক-কাননে ॥ ৭৯

পঞ্চ মন্ত্রিসুতান্ হত্বা পঞ্চ সেনাপতীনপি।
কুমারমক্ষং নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥ ৮১
অস্ত্রাদুন্মোচ্য চাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহান্ বরান্।
মমর্ষ রক্ষসাং বীরো যন্ত্রণাং তাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৮২
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কাং হিত্বা সীতাস্তু মৈথিলীম্।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং পুনরায়ান্মহাকপিঃ ॥ ৮৩
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।
নিবেদয়ামাস তদা দৃষ্টা সীতা ময়েতি বৈ ॥ ৮৪
ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৮৫
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রো রাঘবস্য তু।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥ ৮৬
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
অভ্যষিঞ্চৎ স লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥ ৮৭
কর্ম্মণা তেন মহতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সদেবর্ষিগণাস্তুষ্টা রাঘবং প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৮৮
তথা পরমসন্তুষ্টৈঃ পূজিতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং তত্র সংসদি ॥ ৮৯
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং ততঃ।
ততো বায়ুঃ প্রাদুরাসীদ্ বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৯০
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।
স চাগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্ ॥ ৯১
অগ্রহীদমলাং রামো বচনাচ্চ গুরোস্তদা।
কৃত কৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ সমপদ্যতঃ। ৯২
দেবেভ্য স বরান্ প্রাপ্য রামঃ সীতামবাপ্য চ।
পুষ্পকঞ্চ সমারুহ্য নন্দিগ্রামমুপাগমৎ ॥ ৯৩
নন্দিগ্রামে জটাং ছিত্ত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥ ৯৪

বারতা নিবেদি' তাঁরে, অভিজ্ঞান করি প্রদর্শন,
লয়ে তাঁর অভিজ্ঞান করিলেন রাক্ষস নিধন ॥ ৮০
বধি পঞ্চ সেনাপতি, আর পুত্র অক্ষে রাবণের
হলেন আবদ্ধ শেষে নানা অস্ত্রে যত রাক্ষসের।
স্মরি ব্রহ্মাদত্ত বর অস্ত্র হতে করি আপনারে
বিমুক্ত, রাক্ষসদত্ত যন্ত্রণা সহিলা অকাতরে ॥ ৮১-৮২
দগ্ধ করি অনন্তর লঙ্কাপুরী, করি বৈদেহীরে
আশ্বাস প্রদান, পুনঃ রাম পাশে আসিলেন ফিরে ॥ ৮৩
রামের সম্মুখে আসি, করি তাঁরে প্রদক্ষিণ আর,
কহিলেন "দরশন লাভ আমি করেছি সীতার ॥" ৮৪
সুগ্রীবের সহ আসি অনন্তর সাগরের তীরে
সূর্য্যপ্রভ শরে রাম করিলেন ক্ষুব্ধ জলধিরে ॥ ৮৫
সাগর দিলেন আসি নিজরূপে দেখা রঘুবরে
সমুদ্রের বাক্যে সেথা সেতু নল বাঁধিলা সাগরে ॥ ৮৬
সেতুপথে পশি লঙ্কা করি রাম রাবণে নিধন,
বিভীষণে রঘুবর দিলেন লঙ্কার সিংহাসন ॥ ৮৭
রামের মহৎ কার্য্যে ইন্দ্র আদি দেবগণ আর
দেবর্ষিরা হয়ে তুষ্ট করিলেন অর্চ্চনা তাঁহার ॥ ৮৮
দেবগণ হতে রাম পূজা প্রাপ্ত হয়েও তখন
কহিলেন বৈদেহীরে সভামাঝে পরুষ বচন ॥ ৮৯
অসহ্য সে বাক্যে সীতা পশিলেন জ্বলন্ত অনলে
পবন বহিল বেগে, দৈববাণী হলো হেন কালে ॥ ৯০
দুন্দুভিনিনাদ আর পুষ্পবৃষ্টি হলো অবিরাম,
অগ্নির বাক্যেতে সীতা শুদ্ধা বলি জ্ঞাত হয়ে রাম
গুরুজন বাক্যে করি সুনির্ম্মলা সীতারে গ্রহণ,
সন্তাপবিহীন হয়ে আনন্দিত হলেন তখন ॥ ৯১-৯২
সকল দেবতা হতে লভি বর লভি আর রাম
বৈদেহীরে, আরোহিয়া পুষ্পকে গেলেন নন্দীগ্রাম ॥ ৯৩

ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্হত্বা তং লোককণ্টকম্ ।
সীতয়া সহিতঃ শ্রীমান্ রেমে চ মুদিতঃ সুখী ॥ ৯৫
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৯৬
হৃষ্টঃ প্রমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ ।
নিরাময়ো বিশোকশ্চ দুর্ভিক্ষায়াসবর্জ্জিতঃ ॥ ৯৭

* * * *

স সর্ব্বগুণসম্পন্নঃ শ্রীমানূর্জ্জিতশাসনঃ ।
যন্মাং পৃচ্ছসি বাল্মীকে রাম এভির্গুণৈর্যুতঃ ॥ ১০৪

আদিকাণ্ডম্

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ ।
বাল্মীকিঃ শিষ্যসহিতো বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১
মনসৈব চ রামায় পূজাং চক্রে মহামুনিঃ ।
তথাপি শিষ্যসহিতো নারদং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্ততঃ ।
তমাপৃচ্ছ্যাভ্যনুজ্ঞাতো জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৩
স মুহূর্ত্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকায় নারদে ।
জগাম তমসাতীরং বাল্মীকির্ম্মুনিসত্তমঃ ॥ ৪
স পূতং তীর্থমাসাদ্য তমসায়া মহামুনিঃ ।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দ্দমম্ ॥ ৫
নিঃশর্করমিদং তীর্থং ভারদ্বাজ নিশাময় ।
পুণ্যঞ্চৈব প্রসন্নঞ্চ সজ্জনানাং যথা মনঃ ॥ ৬

সেথায় ছেদন করি ভ্রাতাগণ সহ জটাভার
সীতা সহ রঘুবর রাজ্য প্রাপ্ত হলেন আবার ॥ ৯৪
রাবণে বিনাশ করি যজ্ঞ বহু করি সম্পাদন,
বৈদেহীর সহ রাম, রহিলেন আনন্দে তখন ॥ ৯৫
অযোধ্যা নৃপতি রাম, দশরথ নৃপতি নন্দন
করিলেন প্রজাকুলে পিতৃসম সতত পালন। ৯৬
হৃষ্ট-পুষ্ট হলো লোক, হলো তুষ্ট, হলো ধর্মপ্রাণ,
লভিল দুর্ভিক্ষ আর রোগ শোক হতে পরিত্রাণ ॥ ৯৭

যে সব গুণের কথা হে বাল্মীকি সুধালে আমারে,
সর্বগুণাধার রাম বিভূষিত তাহে একাধারে ॥ ১০৪

২। ক্রৌঞ্চ বধ—বাল্মীকি ও ব্রহ্মা

দেবর্ষি নারদ বাক্য হেনরূপ করিয়া শ্রবণ
হলেন বিস্ময় মগ্ন সশিষ্য বাল্মীকি তপোধন ॥ ১
আপন মনেতে করি মুনিবর রামের অর্চনা,
করিলেন অনন্তর নারদেরে সশিষ্যে বন্দনা ॥ ২
যথাবিধি পূজা প্রাপ্ত হয়ে সেথা দেবর্ষি তখন
সম্ভাষিয়া বাল্মীকিরে করিলেন স্বর্গেতে গমন ॥ ৩
নারদ অমর লোকে গেলে চলি, ক্ষণকাল পরে
গেলেন বাল্মীকি মুনি স্রোতস্বিনী তমসার পারে ॥ ৪
কর্দম বিহীন তথা ঘাট তার করি নিরীক্ষণ,
কহিলেন মুনিবর শিষ্যে তাঁর করি সম্বোধন। ৫
হের ভারদ্বাজ হেথা ঘাট এই শিলা বিরহিত,
পবিত্র প্রসন্ন যেন সজ্জনের অন্তরের মত ॥ ৬
সমতল ঘাট এই মনোরম সুন্দর বিমল,
হেথায় করিব স্নান তমসার জলে সুনির্মল ॥ ৭

ইদং তীর্থং সমং সৌম্যং সুজল্যং সূক্ষ্মবালুকম্।
অস্মিন্নেবাবগাহিষ্যে তীর্থেঽহং তমসাজলম্॥ ৭
বল্কলং তমিহাদায় শীঘ্রমেহ্যাশ্রমাৎ পুনঃ।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাত্তথা সাধু বিধীয়তাম্॥ ৮
স গুরোর্ব্বচনাচ্ছীঘ্রমাগম্য পুনরাশ্রমাৎ।
আনীয় বল্কলং তস্মৈ গুরবে প্রত্যবেদয়ৎ॥ ৯
স শিষ্য হস্তাদাদায় পরিধায় চ বল্কলম্।
অবগাহ্য জলং স্নাত্বা জপ্ত্বা জপ্যঞ্চবাগ্‌যতঃ॥ ১০
তর্পয়িত্বা চ বিধিবত্তোয়েন পিতৃদেবতাঃ।
নিরীক্ষমাণো ব্যচরৎ সর্ব্বতস্তমসাবনম্॥ ১১
তত স তমসাতীরে বিচরন্তমভীতবৎ।
দদর্শ ক্রৌঞ্চয়োস্তত্র মিথুনং চারুদর্শনম্॥ ১২
তস্মাচ্চ মিথুনাদেকমাগত্যানুপলক্ষিতঃ।
জঘান বদ্ধানুশয়ো নিষাদো মুনিসন্নিধৌ॥ ১৩
তং শোণিতপরিতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
দৃষ্ট্বা ক্রৌঞ্চী রুবোদার্ত্তা করুণং খে পরিভ্রমা॥ ১৪
তং তথা নিহতং দৃষ্ট্বা নিষাদেনাণ্ডজং বনে।
মুনেঃ শিষ্যসহায়স্য কারুণ্যং সমজায়ত॥ ১৫
ততঃ করুণ বেদিত্বাদ্ধর্ম্মাত্মা স দ্বিজোত্তমঃ।
নিশম্য করুণং ক্রৌঞ্চীং রুদন্তীং তং জগাদ চ॥ ১৬
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৭
তস্যেদমুক্ত্বা বচনং চিন্তাভূৎ তদনন্তরম্।
শকুনং শোচতা হ্যেবং কিমেতদ্ব্যাহৃতং ময়া॥ ১৮
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা বাক্যং তৎ প্রবিমৃশ্য চ।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে ভারদ্বাজমিদং বচঃ॥ ১৯
পাদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তমিদং বাক্যং সমাক্ষরৈঃ।
শোচতোক্তং ময়া যস্মাৎ তস্মাচ্ছ্লোকো ভবত্বিতি॥ ২০

বল্কল আশ্রম হতে লয়ে তুমি কর আগমন,
না হয় বিলম্ব যেন, গুরুবাক্যে করিয়া গমন
সত্বর আশ্রমে পুনঃ ভারদ্বাজ, করি আনয়ণ
বল্কল, গুরুর হস্তে করিলেন প্রদান তখন॥ ৮-৯
স্নান অন্তে সে বল্কল পরিধান করি অনন্তর,
ঘাটে সেথা জপমন্ত্র করিলেন জপ মুনিবর ॥ ১০
পিতৃগণে, দেবগণে করি শেষে সলিলে তর্পণ,
কাননে তমসাতীরে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ॥ ১১
হেরিলেন অনন্তর মুনিবর তমসার তীরে,
সুচারু যুগল ক্রৌঞ্চ বিচরিছে নির্ভীক অন্তরে॥ ১২
অলক্ষ্যে নিষাদ এক আসি সেথা মুনির সাক্ষাতে
সে ক্রৌঞ্চ মিথুন মাঝে ক্রৌঞ্চেরে বধিল শরাঘাতে॥ ১৩
শোণিতাক্ত দেহে তারে ভূলুণ্ঠিত নেহারি তখন,
শূন্য পথে ভ্রমি' ক্রৌঞ্চী আরম্ভিল করুণ ক্রন্দন॥১৪
নিষাদের হস্তে ক্রৌঞ্চে হত হেন নিহারি সেথায়,
শিষ্য সহ বাল্মীকির হলো প্রাণ পূর্ণ করুণায়॥ ১৫
করুণা আবিষ্ট হয়ে ক্রৌঞ্চীর সে করুণ রোদনে
কহিলেন অনন্তর মুনিবর সন্তাপিত মনে॥ ১৬
"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্॥"
যুগল এ কামমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমাঝে বধেছ একেরে
রে-নিষাদ হবে তাহে প্রতিষ্ঠা বিহীন চিরতরে॥ ১৭
ভাবিলেন মুনিবর বাক্য সেই করি উচ্চারণ
ক্রৌঞ্চ লাগি শোক ভরে একি আমি কহিনু এখন॥ ১৮
বাক্য সেই ক্ষণকাল মনে মনে ভাবিয়া তখন,
কহিলেন ভারদ্বাজে মুনিবর করি সম্বোধন॥ ১৯
পাদ চতুষ্টয়ে বদ্ধ কহিনু যে বাক্য সমাক্ষর
শোক ভরে, শ্লোক নামে খ্যাত তাহা হবে নিরন্তর॥২০

শিষ্যোহথ তস্য তচ্ছ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যমনুত্তমম্ ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ গুরোঃ প্রীতিং বিদর্শয়ন্ ॥ ২১
সম্ভাষমাণ এবাথ শিষ্যেণ সহিতস্ততঃ ।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপায়াদাশ্রমং মুনিঃ ॥ ২২
তমন্বয়াদ্ বিনীতাত্মা ভারদ্বাজো মহামুনিম্ ।
পূর্ণং কলসমাদায় শিষ্যঃ পরমসম্মতঃ ॥ ২৩
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্ম্মবিৎ ।
উপবিষ্টস্ততস্তস্মিন্ বভূব ধ্যানমাস্থিতঃ ॥ ২৪
আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ ।
স্বয়ম্ভূর্ভগবান দ্রষ্টুং স্বয়ং তমৃষিসত্তমম্ ॥ ২৫
বাল্মীকিরপি তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্ যতঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ ॥ ২৬
পূজয়ামাস চৈবৈনং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ ।
প্রণতো বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বানাময়মব্যয়ম্ ॥ ২৭
তত্রোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চ্চিতে ।
বাল্মীকয়েহপ্যাসনং স দিদেশানন্তরং ততঃ ॥ ২৮
উপবিষ্টে ততস্তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে ।
তদ্গতেনৈব মনসা বল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ ॥ ২৯
শোচন্নিব মুহুঃ ক্রৌঞ্চীং ততঃ শ্লোকমিমং পুনঃ ।
জগাদান্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ ॥ ৩০
কৃতং পাপাত্মনা কষ্টং ব্যাধেনানাপ্তবুদ্ধিনা ।
যৎ সুচারুরবং ক্রৌঞ্চমবধীৎ তমকারণাৎ ॥ ৩১
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিসত্তমম্ ।
মহর্ষে যদয়ং প্রোক্তস্ত্বয়া ক্রৌঞ্চ বধাশ্রয়ঃ ॥ ৩২
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ ।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥ ৩৩
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম ।
ধর্ম্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥ ৩৪

শুনি গুরুবাক্য সেই করি তাহে প্রীতি প্রদর্শন
হোক্ তাই' কহিলেন ভারদ্বাজ তাঁহারে তখন॥ ২১
শিষ্য সনে রহি রত সে শ্লোক প্রসঙ্গে মুনিবর
রহি আর চিন্তামগ্ন, গেলেন আশ্রমে অনন্তর॥ ২২
সুবিনীত প্রিয় শিষ্য ভারদ্বাজ করিয়া গ্রহণ
জলপূর্ণ কুম্ভ, তাঁর অনুগামী হলেন তখন॥২৩
সশিষ্যে আশ্রমে পশি উপবিষ্ট হয়ে অনন্তর
গভীর চিন্তাতে মগ্ন হলেন বাল্মীকি মুনিবর॥ ২৪
হেনকালে মুনিবরে হেরিতে হলেন উপনীত
স্বয়ং স্বয়ম্ভু সেথা, হেরি তাঁরে হয়ে সমুত্থিত
সসম্ভ্রমে মুনিবর যুক্তকরে প্রণমি' তাঁহারে
করিলেন অবস্থান অগ্রে তাঁর বিস্মিত অন্তরে॥ ২৫-২৬
যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান করি আর
পূজি তাঁরে মুনিবর সুধালেন কুশল তাঁহার॥ ২৭
আসন গ্রহণ করি ভগবান স্বয়ম্ভু তখন
কহিলেন বাল্মীকিরে করিবারে আসন গ্রহণ॥ ২৮
সম্মুখে আসীন ব্রহ্মা হয়ে তবু অধীর অন্তর
রহিলেন অন্যমনে চিন্তাতে মগন মুনিবর॥ ২৯
হয়ে শোক পরায়ণ ক্রৌঞ্চী তরে মনে মনে তাঁর
লাগিলেন মুনিবর শ্লোক সে ভাবিতে বারবার॥ ৩০
কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চে বধি পাপাত্মা সে ব্যাধ দুরাচার
করেছে দুষ্কার্য্য যেই, ভাবিলেন মনে তাই আর॥ ৩১
সহাস্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কহিলেন তাঁহারে তখন,
ক্রৌঞ্চ বধে হে মহর্ষি যে বাক্য করেছ উচ্চারণ,
শোকেতে বলেছ তাই শ্লোক বলি হবে তা' বিখ্যাত
এ বাণী ইচ্ছাতে মম হে বাল্মীকি হয়েছে নির্গত॥ ৩২-৩৩
কর এবে মুনিবর, শ্লোকে এই প্রকাশ এখন,
ধর্ম্মশীল, গুণবান, ধীমান রামের বিবরণ॥ ৩৪

বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্ ।
রহশ্চৈব প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥ ৩৫
রামস্য সসহায়স্য রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ ॥ ৩৬
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি ।
সদারেণ সরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা দশরথেন যৎ ॥ ৩৭
আসিতং ভাষিতঞ্চৈব মতং যচ্চাপ্যনুষ্ঠিতম্ ।
সর্ব্বং বিদিতমেতত্তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
ন তে বাগনৃতা কাচিদত্র কাব্যে ভবিষ্যতি ।
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩৯
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥ ৪০
যাবদ্রামায়ণকথা তৎকৃতা প্রচরিষ্যতি ।
তাবদূর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা ভগবান ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
ততঃ সশিষ্যো বাল্মীকির্ব্বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ৪২

উদার বৃত্তার্থ পদৈর্ম্মনোহরৈঃ—
স্ততঃ স রামস্য চকার কীর্ত্তিমান্ ।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো
যশস্করং কাব্যমুদারধীঃ পরম্ ॥ ৪৭
তত্নপগত সমাস সন্ধি যোগং
সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥ ৪৮

দেবর্ষি নারদ মুখে যাহা তুমি করেছ শ্রবণ
রামের বৃত্তান্ত সব, গোপন কিংবা সে অগোপন,
রামের ও বৈদেহীর রাক্ষসকুলের আর যত,
বৃত্তান্ত রয়েছ যাহা জ্ঞাত তুমি অথবা অজ্ঞাত ॥
পত্নী আর রাষ্ট্র সহ দশরথ-নৃপ-ব্যবহার,
কর্মক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যাহা কিছু আচরণ তাঁর
সে সব বৃত্তান্ত মাঝে যদি কিছু থাকে অবিদিত
মম অনুগ্রহে এবে হে বাল্মীকি হবে তা' বিদিত ॥ ৩৪-৩৮
এ কাব্যে তোমার বাক্য জেনো কভু মিথ্যা নাহি হবে,
মনোরম রাম কথা শ্লোকেতে রচনা কর এবে ॥ ৩৯
যতকাল নদীগিরি ধরাতলে রবে অবস্থিত
রামায়ণ কথা সেই ততকাল রবে প্রচারিত ॥ ৪০
যতকাল প্রচারিত রবে রাম-চরিত তোমার,
তোমারো রহিবে স্থান ততকাল জগতে আমার ॥ ৪১
কহি ইহা অকস্মাৎ স্বয়ম্ভু হলেন অন্তর্হিত,
হলেন বাল্মীকি তাহে শিষ্য সহ পরম বিস্মিত ॥ ৪২

মনোরম অর্থেপদে, প্রতিপদে সমাক্ষর,
শত শত শ্লোকে অনন্তর,
রামের আখ্যান লয়ে যশস্কর মহাকাব্য
রচিলা বাল্মীকি মুনিবর ॥ ৪৭
সম আর সুমধুর বাক্যে মুনি বাল্মীকির
রঘুবর চরিত বর্ণন
শ্রবণ করুন এবে, শ্রবণ করুন আর
দশানন বধ বিবরণ ॥ ৪৮

৩। বাল্মীকি ও কুশ-লব

রাজ্য প্রাপ্ত হলে রাম রচিলা বাল্মীকি মুনিবর,
বিচিত্র পদে ও অর্থে রামের চরিত মনোহর ॥
বিরচিত সে আখ্যান চতুর্বিংশ সহস্র শ্লোকেতে,
সর্বপাপ বিনাশন, প্রশংসিত ঋষি সমাজেতে ॥
অপূর্ব সে মহাকাব্য ধর্ম-অর্থ-কাম সমন্বিত,
শ্রবণ মননে যার হয় পুণ্য সতত অর্জিত ॥
রচি কাব্য রামায়ণ ভাবিলেন মহর্ষি তখন,
লোক মাঝে কাব্য এই কে করিবে প্রচার এখন
এহেন চিন্তাতে যবে মুনিবর ছিলেন মগন,
আসি নিকটেতে তাঁর, মুনিবেশধারী দুইজন
বালক, পরশি পদ করিলেন প্রণাম তখন ॥
শিষ্য তাঁরা বাল্মীকির, রূপবান, উদার হৃদয়,
কুশ-লব নামে খ্যাত রাম আর সীতার তনয় ॥
মস্তক আঘ্রাণ করি কহিলেন তাঁদেরে তখন
মুনিবর, মম কৃত মধুর এ কাব্য রামায়ণ
শ্রবণ কীর্ত্তনে যার হয় পুণ্য, তোমরা দুজন
কর মম নির্দ্দেশেতে কাব্য এই গ্রহণ এখন ॥
সুমধুর বীণাধ্বনি, সুমধুর আর সপ্তস্বর
সমন্বয়ে, কাব্য এই শ্রোতৃগণ শ্রুতি মনোহর ॥
শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক আর
করুণ, অদ্ভুত, শান্ত, এই নবরসের আধার
কাব্য রামায়ণ এই কহি ইহা মহর্ষি তখন
করালেন ভ্রাতা দোঁহে সে রাম চরিত অধ্যয়ন ॥
কহিলেন অনন্তর, যেখানে হবেন সম্মিলিত
ঋষিগণ, সাধুগণ, পুণ্যশীল নৃপ আর যত,
তোমরা আখ্যান এই গান সেথা করিবে সতত ॥

সে রাম তনয় দোঁহে ছিলেন সুকণ্ঠ স্বভাবতঃ,
ছিলেন রূপেতে আর হেন তাঁরা শ্রীরামের মত,
রামরূপ বিম্ব হতে প্রতিবিম্ব যেন সমুদ্ভুত ॥
বাল্মীকি আদেশে আসি ঋষিগণ সম্মুখে তখন,
গাহিলেন ভ্রাতা দোঁহে সুমধুর স্বরে রামায়ণ ॥
শ্রবণ করি সে কাব্য সর্ব সঙ্ঘবাসী ঋষিগণ,
'সাধু' 'সাধু' বলি রব করিলেন সবে উচ্চারণ,
মহা হর্ষ কোলাহল হলো সেথা উত্থিত তখন ॥
কহিলেন কুশ-লবে হৃষ্ট হয়ে মুনিগণ যত,
কি সঙ্গীত সুমধুর, কিবা কাব্য ভাব অনুগত ॥
অহো, কি মনোজ্ঞ এই শ্রীরামের মহৎ আখ্যান,
তাল মান সমন্বিত, কিবা শ্রুতি মনোহর গান ॥
এহেন প্রশংসা লভি, বহুমান লভি তাঁরা আর
গাহিলেন গান সেই, সুমধুর স্বরে আর বার ॥
দিলেন সে ভ্রাতা দোঁহে, প্রীত হয়ে যত মুনিগণ,
কেহবা কলসী আর কেহবা বল্কল মনোরম,
স্বাদু বন্য ফল নানা দোঁহারে দিলেন কোনজন ॥
কবি যাঁরা নরকুলে, তাঁদের কাব্যের মূলীভূত
অপূর্ব সে আদিকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত
হলো হেন ভাবে সেথা মুনিগণ মাঝে সমাদৃত ॥
লভি যশ ভ্রাতা দোঁহে নানা রাজ্যে করিয়া ভ্রমণ
নৃপকুল সন্নিধানে গাহিলেন কাব্য রামায়ণ ॥
অশ্বমেধ রত রাম শুনি বার্তা, সে দোঁহে তখন
আনিলেন সমাদরে যোগ্য লোক করিয়া প্রেরণ ॥
রামের নির্দেশ লভি কুশ লব অনন্তর
গাহিলেন কাব্য রামায়ণ
লয়ে যত সভাসদ নিবিষ্ট মনেতে রাম
করিলেন সে গান শ্রবণ ॥

৪। রামায়ণ গান আরম্ভ—অযোধ্যা বর্ণন

সাগর সীমান্তা মহী করিলেন বীর্য্যেতে অর্জন,
মনস্বী, অমিততেজা, সুবিখ্যাত যে রাজন্যগণ
মনু ইক্ষ্বাকুর বংশে, করিলেন জনম গ্রহণ
যাঁহাদের বংশে পূর্বে সগর নৃপতি নরোত্তম,
সাগর খননকারী বলি যিনি খ্যাত চরাচরে,
চলিত সঙ্গেতে যাঁর পুত্র ষাটি সহস্র সমরে,
কীর্ত্তিশালী সেই যত নৃপতির বংশধর রাম,
রামায়ণ বিরচিত লয়ে তাঁর পবিত্র আখ্যান ॥

কোশল নামেতে দেশ সরযূর তীরে অবস্থিত,
সমৃদ্ধ আনন্দময়, ধনধান্য পশু সমন্বিত ॥
অযোধ্যা নামেতে পুরী দেশে সেই ছিল সুবিদিত
পুরী সেই পুরাকালে মানবেন্দ্র মনু বিনির্মিত ॥
দ্বাদশ যোজন দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে তিন যোজন বিস্তৃত,
সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত পুরী, নব নব গৃহে বিমণ্ডিত ॥
পুরদ্বারে সুবিভক্ত, সুবিস্তীর্ণ পথ সমন্বিত,
ধূলি যাহে জলসিক্ত, হেন রাজপথে সুশোভিত ॥
নানা বণিকের বাস, নানা রত্নরাজি বিভূষিত,
বহু উপবন আর বিশাল ভবনে পরিবৃত ॥
সুদুর্গম সুগভীর পরিখাতে সে পুরী বেষ্টিত,
কপাট তোরণ ময়, ধনুর্দ্ধারী বীরে সুরক্ষিত
রাষ্ট্রের কল্যাণকামী দশরথ নৃপ মহাত্মন্
অমরায় ইন্দ্র সম করিতেন সে পুরী শাসন ॥
দৃঢ় পুর দ্বারে যুক্ত মহাপথে, বহু বিপণিতে
নানা যন্ত্রে, নানা অস্ত্রে, সুবিচিত্র শিল্প সম্ভারেতে,

শতঘ্নী, পরিখে বহু, ধ্বজময় বহু তোরণেতে,
সমাকুল নানা যানে, বহু হস্তী, বহু অশ্বরথে,
পথিকে, বণিকে, দূতে, সুবিশাল দেবালয়ে আর,
ছিল সে অযোধ্যাপুরী, মনোরম শোভার আধার ॥
বিশাল উদ্যান আর পানীয় ভবনে সুশোভিত,
মহা অট্টালিকা পূর্ণ, বহু নর নারী সমন্বিত,
পুরী সেই, ছিল পূর্ণ বিদ্বান পুরুষ শ্রেষ্ঠে যত,
সুরম্য আলেখ্য সম গৃহ তার সুবর্ণে অঙ্কিত ॥
সমভূমি মাঝে স্থিত ঘন গৃহ শ্রেণীতে মণ্ডিত
বেণু বীণা মৃদঙ্গের মধুর নিক্কণে নিনাদিত ॥
উৎসবে মগণ যত পৌরজনগণেতে পূরিত
ধনু নিঃস্বনেতে পূর্ণ, নিত্য বেদধ্বনি সমন্বিত ॥
শালি তণ্ডুলের অন্নে, সুপেয় পানীয়ে পূর্ণ আর
মনোরম হবি গন্ধে, ধূপে মাল্যে সৌরভ আধার
অযোধ্যা নগরী সেই, লোকপাল সমতুল্য যত
শাস্ত্রবিদ্ বীরকুল করিতেন রক্ষা অবিরত ॥
বিদ্যাহীন অশাস্ত্রজ্ঞ সেথা নাহি ছিল কোনজন,
গর্হিত পন্থায় কেহ করিতনা অর্থ উপার্জন ॥
স্বপত্নীতে অনুরক্ত ছিল নর, নারী পতিব্রতা,
ধৈর্যশীল ব্রতাচারী ছিল সদা স্ত্রী পুরুষ সেথা ॥
কুণ্ডল, মুকুট মাল্য, প্রসাধনহীন কলেবর,
দরিদ্র কদর্য্য বেশ নাহি ছিল নারী কিংবা নর ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী নারী যত অযোধ্যা ভবনে
রহিতেন আচ্ছাদিত অম্লান বস্ত্র ও আভরণে ॥
কুরূপ, অজিতেন্দ্রিয়, অলস, ঐশ্বর্য্যহীন আর
নীচমনা নাহি ছিল নর কেহ পুরী অযোধ্যার।
রক্ষা করে গিরিগুহা যথা সিংহ, অযোধ্যা তেমন
করিতেন রক্ষা সদা যুদ্ধেতে অজেয় বীরগণ ॥

কাম্বোজ, বাহ্লীক আর সিন্ধুদেশ জাত অশ্বে যত,
পূর্ণ ছিল সে অযোধ্যা, ছিল আর পূরিত সতত
বলবান হস্তিকুলে, বিন্ধ্য আর হিমগিরি জাত ॥
তোরণে, উদ্যানে নানা, শত শত গৃহে সুশোভিত
পুরী সেই, দশরথ করিতেন পালন সতত ॥

বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষিশ্রেষ্ঠ সর্ব বেদবিদ,
দশরথ নৃপতির ছিলেন মন্ত্রী ও পুরোহিত ॥
অমাত্য ছিলেন তাঁর শুদ্ধাচারী আর অষ্টজন
কল্যাণ কর্মেতে রত সদা রাজ-অনুরক্ত মন ॥
জয়ন্ত, অর্থসাধক, ধর্মপাল, সিদ্ধার্থ, বিজয়
অশোক, সুমন্ত্র, ধৃষ্টি, এই অষ্ট নাম পরিচয় ॥
বিনয়ী, বিজিতেন্দ্রিয়, রাজাদেশ পালন তৎপর,
নীতিবিদ্, জ্ঞানবান, বর্ষীয়ান, নির্লোভ অন্তর ॥
তেজ, ক্ষমা, ধৃতিবান, সহাস্যে সন্তোষশীল আর,
সত্য-নিষ্ঠ, সুবিবেকী, সর্বলোকে সম ব্যবহার ॥
স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে, মিত্র আর শত্রুদল যত
কোন্ কার্য্যে আছে রত, সব তাঁরা ছিলেন বিদিত ॥
ধর্মশীল, সদাচারী, সুবিবেক সম্পন্ন সতত,
অর্থ সংগ্রহেতে আর সৈন্যদল সংগ্রহেতে রত,
সর্বজনে সমদর্শী ছিলেন সে মন্ত্রীগণ যত ॥
পুত্রেরও পাইলে দোষ করিতেন শাস্তির বিধান,
নির্দোষে শত্রুরও নাহি করিতেন কভু অকল্যাণ ॥
রাজ্যবাসী চতুর্বর্ণে করিতেন রক্ষার বিধান,
পিতৃ-পিতামহ ক্রমে জ্ঞাত তাঁরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥
পরস্পরে প্রীতিযুক্ত, প্রিয়ভাষী, গুণী, অগর্বিত,
সুবেশ, প্রসন্নমনা, পরনিন্দা প্রচারে বিরত ॥

প্রভাবে তাঁদের ছিল সর্বলোক স্বকর্ম তৎপর,
না ছিল তস্কর সেথা, নাহি ছিল অশুদ্ধাত্মা নর
দুষ্ট পরদারস্পর্শী। সে সবার পরিচালনায়,
উদ্বেগবিহীন ছিল রাষ্ট্র সেই, ছিল প্রশংসায়
পরিপূর্ণ অবিরত। এহেন অমাত্য সমন্বিত
দশরথ, রাজ্য তাঁর করিতেন পালন সতত॥
অম্বরে আপন তেজে দীপ্তিমান ভাস্করের প্রায়,
ছিলেন অযোধ্যাপতি দশরথ বিখ্যাত ধরায়॥

৫। দশরথের যজ্ঞ-সঙ্কল্প ও ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

তনয় কামনা করি তপস্যাতে রত নিরন্তর
দশরথ নৃপতির নাহি ছিল পুত্র বংশধর।
চিন্তাকুল মহীপতি ভাবিলেন মনেতে তখন
করিব পুত্রার্থে এবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন॥
যজ্ঞের সঙ্কল্প সেই সুনিশ্চয় করি মনে মনে;
করিলেন দশরথ মন্ত্রণা অমাত্যগণ সনে॥
মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রেরে কহিলেন নৃপ অনন্তর,
বশিষ্ঠ প্রমুখ যত গুরু গণে আনিতে সত্বর॥
নরপতি দশরথে কহিলেন সুমন্ত্র তখন
জ্ঞাত আমি আছি যাহা, এবে তাহা করুন শ্রবণ
বিদ্বান মণ্ডলে পূর্বে মুনিবর সনৎকুমার
বলিলেন বিস্তারিয়া পুত্র জন্ম কথা আপনার॥
কহিলেন তিনি মুনি বিভাণ্ডক খ্যাত ধরাধামে
মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র এক হবে তাঁর ঋষ্যশৃঙ্গ নামে॥
লালিত-বর্দ্ধিত সেই ঋষ্যশৃঙ্গ কানন ভিতরে,
নাহি জানিবেন কভু পিতা ভিন্ন অন্য নারীনরে॥

অক্ষুন্ন থাকিবে তাঁর ব্রহ্মচর্য্য, সুবিখ্যাত আর
হবে এ ধরণীতলে সুকঠোর তপস্যা তাঁহার।
লোমপাদ নামে নৃপ হবেন তখন সুবিখ্যাত
অঙ্গদেশে, নৃপ সেই ধর্ম হতে হবেন বিচ্যুত॥
তাই রাজ্যমাঝে তাঁর অনাবৃষ্টি হবে ঘোরতর,
সুধাবেন বিপ্রগণে প্রতিকার পন্থা নৃপবর॥
কহিবেন বিপ্রগণ, বিভাণ্ডক মুনির নন্দন
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি দান কন্যা শান্তা করুন রাজন্॥
মন্ত্রীগণে নৃপবর কহিবেন আহ্বানি তখন।
করুন কানন হতে ঋষ্যশৃঙ্গে হেথা আনয়ন॥
অনন্তর করি নৃপ মন্ত্রণা লয়ে সে মন্ত্রীগণে,
মুনিরূপধারী যত বারনারী পাঠায়ে সেখানে
আনিবেন ঋষ্যশৃঙ্গে মুগ্ধ করি নানা প্রলোভনে॥
রাজ্যে তাঁর ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যবে আগমন।
দেবতা সে রাজ্য মাঝে করিবেন বর্ষণ তখন॥
করিবেন লোমপাদ কন্যা তাঁরে দান অনন্তর
হেনভাবে নৃপতির জামাতা হবেন মুনিবর॥
দশরথ নৃপতির আকাঙ্ক্ষিত পুত্রেরও বিধান
করিবেন মুনি সেই করি যজ্ঞে আহুতি প্রদান॥
কথা হেন পূর্বে যাহা বলেছেন সনৎকুমার
ঋষিগণে, সত্য বলি হয় তাহা মনেতে আমার॥
কহিলেন দশরথ, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বিবরণ
হে সুমন্ত্র, বাঞ্ছা মম সবিস্তারে করিতে শ্রবণ॥
কহিলেন হেনরূপে সে আখ্যান সুমন্ত্র তখন,
বলেছিলা হে রাজন্ লোমপাদে যত মন্ত্রীগণ
হলো যবে রাজ্যে তাঁর অনাবৃষ্টি, তপস্যামগন
বনচারী ঋষ্যশৃঙ্গে, হে নৃপ, করুন আনয়ন॥

নৃত্যগীতে সুনিপুণা নারীগণ করুক ধারণ
মুনিবেশ, অনন্তর আশ্রমেতে করুক গমন ॥
রহিবেন ঋষ্যশৃঙ্গ একা যবে সেথা অবস্থিত,
আনিবে তাহারা তাঁরে নানাভাবে করি প্রলোভিত ॥
নির্জন কাননে নৃপ পাঠালেন বারনারীগণে,
রহিল গোপনে তারা, বিভাণ্ডকে ভয় করি মনে ॥
হলেন আশ্রম হতে বিভাণ্ডক বহির্গত যবে
ঋষ্যশৃঙ্গ দৃষ্টিপথে তখন আসিল তারা সবে।
বায়ুবিকম্পিত বস্ত্রে, মনোহর নানা আভরণে।
মনোহর ভাবে তারা শোভান্বিত হলো সে আশ্রমে ॥
করি মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ধরাতলে জনম গ্রহণ
নাহি করিলেন কভু পিতা ভিন্ন অন্যে দরশন ॥
কৌতুহলে করি তাই সে সবার নিকটে গমন
করিলেন অবস্থান হয়ে অতি বিস্ময়ে মগন ॥
নেহারি বিস্মিত তাঁরে হাসিল সে বারনারী গণ
গাহিতে লাগিল আর সুমধুর সঙ্গীত তখন ॥
কহিল তাহারা আর, কহ তুমি কাহার নন্দন,
কেন করিতেছ একা এ নির্জন বনে বিচরণ ॥
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক নামে সুবিদিত
জনক আমার, আমি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে পরিচিত ॥
ফলমূলে পূর্ণ এই আশ্রম ভিতরে আগমন
কর এবে, তোমা সবে পূজা আমি করিব এখন
গেল তারা সঙ্গে তাঁর, ঋষ্যশৃঙ্গ অতি সমাদরে
পাদ্য-অর্ঘ্য ফল মূল করিলেন প্রদান সবারে ॥
পূজা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কহিল সে বারাঙ্গণাগণ,
মোদক আশ্রম হতে মোরাও করেছি আনয়ন ॥
হে নিষ্পাপ, সুমধুর ফলমূল এনেছি হেথায়,
করুন ভক্ষণ যদি মনে তব হয় অভিপ্রায় ॥

কহি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গে, দিল তারা ফলের আকার
মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নানা। সুমধুর মদ্য দিয়ে আর
কহিল, করুন পান তীর্থের এ সলিল এখন
হে সুব্রত, কহি ইহা তাঁহারে করিল আলিঙ্গন ॥
করি ফলাকৃতি সেই নানাবিধ মোদক ভক্ষণ,
ভাবিলেন ফল বলি ঋষ্যশৃঙ্গ মনেতে তখন ॥
সুরভিত মদ্য আর ফলাকৃতি খাদ্য অজানিত,
পানাহার করি সুখে ঋষ্যশৃঙ্গ হলেন মোহিত ॥
আপন আবাস স্থান নারীকুল করিল জ্ঞাপন
ঋষ্যশৃঙ্গে, অনন্তর গেল চলি করি সম্ভাষণ ॥
আসিলেন যবে মুনি বিভাণ্ডক, তাঁহারে তখন
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ, মনোহর সুন্দর নয়ন
তাপসকুলেরে আমি হেথায় দেখেছি ভগবন্,
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তাঁরা করেছেন মোরে আলিঙ্গন ॥
করেছেন গান তাঁরা মধুর সঙ্গীত বারবার,
অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী সহ করেছেন নানা ক্রীড়া আর।
কহিলেন বিভাণ্ডক, তপস্যার বিঘ্নের কারণ,
এসেছিল রক্ষকুল করি সেই আকৃতি ধারণ,
কোরোনা তাদের পরে কভু পুত্র বিশ্বাস স্থাপন ॥
একরাত্রি পুত্র সনে অবস্থান করি অনন্তর,
তপস্যার তরে পুনঃ অরণ্যে গেলেন মুনিবর ॥
ত্বরা করি ঋষ্যশৃঙ্গ সেই স্থানে গেলেন তখন
এসেছিল পূর্বে তাঁর দৃষ্টিপথে যথা নারীগণ ॥
দূর হতে নারীকুল ঋষ্যশৃঙ্গে করি নিরীক্ষণ,
কহিল সম্মুখে আসি, হে প্রভো, করুন আগমন ॥
মোদের সুরম্য ওই আশ্রম করুন দরশন,
লভি পূজা, পুনঃ হেথা আসিবেন ফিরি তপোধন ॥

হলেন সম্মত তাহে ঋষ্যশৃঙ্গ, লয়ে অনন্তর
সঙ্গে তাঁরে, নারীকুল সবে মিলি হলো অগ্রসর ॥
আনিল তাঁহারে ক্রমে অঙ্গদেশে, বর্ষণ তখন
করিলেন বৃষ্টিধারা লোমপাদ রাজ্যে দেবগণ ॥
যথাকালে বিভাণ্ডক আশ্রমেতে করি আগমন
আশ্রম নেহারি শূন্য, করিলেন পুত্রে আবাহন,
'কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ' বলি, করিলেন বন নিরীক্ষণ,
বাহিরেতে আসি শেষে করিলেন গ্রামে অন্বেষণ ॥
হয়ে সর্ব বিবরণ ধ্যানযোগে জ্ঞাত অনন্তর
'ইহাই নিয়তি' বলি ভাবিলেন মনে মুনিবর ॥
মেঘধ্বনি সহ আর বৃষ্টিধারা সহ আগমন
করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদ রাজ্যেতে যখন,
বারি বর্ষণেতে বুঝি আগমন তাঁর নৃপবর
করিলেন অভ্যর্থনা ত্বরা তাঁরে হয়ে অগ্রসর,
করিলেন রাখি শির ভূমিতে প্রণাম অনন্তর ॥
বহু ভোগ্য বস্তু আর করি ঋষ্যশৃঙ্গেরে প্রদান,
কন্যা শান্তা নৃপ তাঁরে ভার্য্যা রূপে করিলেন দান ॥
লভি লোমপাদ হতে হেনরূপ পূজা ও সম্মান
ভার্য্যা সহ ঋষ্যশৃঙ্গ করিলেন সুখে অবস্থান ॥
হে রাজন্, নিজ গুরু বশিষ্ঠেরে করি আবাহন,
বিভাণ্ডক-সুতে হেথা আনা তব কর্তব্য এখন।

দশরথ করি সেই সুমন্ত্রের মন্ত্রণা শ্রবণ
কহিলেন বশিষ্ঠেরে করি তাঁর নিকটে গমন
সুমন্ত্রের কথা যত। বার্তা সেই করিয়া শ্রবণ,
দিলেন সম্মতি তাঁরে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন ॥

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গে করিতে বরণ
করিলেন ত্বরা করি লোমপাদ রাজ্যেতে গমন
লয়ে মন্ত্রী পুরোহিত লয়ে আর পুরনারীগণ ॥
লোমপাদ হয়ে তাহে প্রীত অতি রাজ সমাদরে
করিলেন অভ্যর্থনা সে প্রিয় অতিথি নৃপবরে ॥
রহি সেথা দশরথ বহুভাবে হয়ে সমাদৃত
কহিলেন লোমপাদে হলো যবে সপ্তাহ অতীত ॥
যেতে হবে ভর্তাসহ এবে তব তনয়া শান্তার,
সাধিতে মহৎকার্য্য নৃপবর রাজ্যেতে আমার ॥
কহিলেন লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গে, অযোধ্যা নৃপতি
দশরথ ইনি, মম বন্ধু আর প্রিয়পাত্র অতি ॥
ছিলাম সন্তানহীন দশরথ মম প্রার্থনায়,
প্রিয় কন্যা শান্তা তাঁর পুত্রীরূপে দিলেন আমায়
ইনিও শ্বশুর তব মোর সম, পুত্র কামনায়
লইতে শরণ তব এসেছেন এখন হেথায় ॥
করিতে পুত্রার্থী এই নৃপতির যজ্ঞ সম্পাদন
ভার্য্যা শান্তা সহ এবে অযোধ্যাতে করুন গমন ॥
সম্মত হলেন মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ, লভি অনন্তর
লোমপাদ অনুমতি, আনন্দে হলেন অগ্রসর
শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গসহ, দশরথ নৃপতি সত্বর ॥
সুসজ্জিত নিজপুরে তূর্য্যধ্বনি সহ আগমন
করিলেন নৃপবর ঋষ্যশৃঙ্গে করি সংস্থাপন
পুরোভাগে। অগ্নিপ্রভ ঋষিপুত্র সহ সমাগত
হেরি নৃপ দশরথে, পৌরজন হলো আনন্দিত ॥
পূর্ণকাম দশরথ, আনি নিজ অযোধ্যা ভবনে
ঋষ্যশৃঙ্গে, ভাবিলেন নিজেরে কৃতার্থ বলি মনে ॥

শান্তারে নেহারি হলো আনন্দিত পুরনারীযত,
পতিসহ তাঁরে সবে অর্চনা করিল বিধিমত ॥

৬। দশরথের যজ্ঞ সম্পাদন ও অভীষ্ট সিদ্ধি

হিমঋতু হলে শেষ বসন্ত কালেতে অনন্তর,
যজ্ঞ অনুষ্ঠান তরে দশরথ হলেন তৎপর ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ সন্নিকটে করি নৃপ গমন তখন
পূজা প্রণিপাত অন্তে যাচিলেন পুত্রের কারণ
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁরে হোতৃপদে করিতে বরণ,
করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ নৃপবরে সম্মতি জ্ঞাপন ॥
নরপতি দশরথে কহিলেন সুমন্ত্র তখন
বেদবিদ গুরুগণে সত্বর করুন আনয়ন ॥
শুনি নৃপতির বাক্য সুমন্ত্র করিয়া সমাদর
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ গণে যত আনিলেন সেথায় সত্বর ॥
আনিলেন বশিষ্ঠেরে, বামদেবে, কশ্যপেরে আর,
সুযজ্ঞ ও জাবালিরে, সবে বেদবিদ্যার আধার ॥
কহিলেন নৃপ করি তাঁহাদের অর্চনা তখন
অভীপ্সিত পুত্র মম নাহি করে জনম গ্রহণ ॥
ইচ্ছা মম করি তাই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন,
শরণার্থী মোরে সবে অনুগ্রহ করুন এখন ॥
বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ,
প্রীতি ভরে দশরথে করিলেন প্রশংসা তখন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে অগ্রে রাখি নৃপতিরে কহিলেন সবে,
যজ্ঞদ্রব্য আনি যত করুন মোচন অশ্ব এবে ॥
পুত্রার্থে ধর্মানুসারে মতি তব হয়েছে যখন
আকাঙ্ক্ষিত পুত্ররত্ন লভিবেন নিশ্চয় তখন ॥

শুনি তাহা দশরথ কহিলেন মন্ত্রীগণে তাঁর
গুরুজন আজ্ঞামত আনা হোক যজ্ঞের সম্ভার ॥
সঙ্গেতে ঋত্বিক দিয়ে করা হোক অশ্ব বিমোচিত,
সরযূর পরপারে যজ্ঞ ভূমি হোক বিরচিত ॥
সুসম্পন্ন হয় যাহে নির্বিঘ্নে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
করুন মিলিতভাবে এবে সবে তাহার বিধান ॥
নৃপতির আজ্ঞা সেই মন্ত্রীগণ করিয়া শ্রবণ
করিলেন যথা বিধি সে আদেশ সকলে পালন ॥

সংবৎসর হলো পূর্ণ পুনরায় বসন্তে যখন
কহিলেন প্রণমিয়া বশিষ্ঠেরে নৃপতি তখন,
শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ সত্বর করুন সম্পাদন ॥
আপনি পরম গুরু স্নেহশীল সুহৃদ আমার
করুন গ্রহণ এবে এই যজ্ঞ সম্পাদন ভার ॥
কহিলেন নৃপতিরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তখন,
সকল অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিব এখন ॥
কহিলেন অনন্তর দ্বিজগণে করি আবাহন
বশিষ্ঠ, স্থপতি যত কর্মেতে করুন নিয়োজন ॥
কর্মনির্বাহক আর চিত্রকরে, লিপিকরে যত,
খনক, গণক, শিল্পী, নর্ত্তকে করুন নিয়োজিত।
করুন ব্রাহ্মণ আর পৌরজন তরে সমুচিত
আবাস নির্মাণ বহু, ভক্ষ্য আর পানীয়ে পূরিত ॥
জনপদবাসী তরে করুন ভোজ্যের আয়োজন,
সমাদৃত হয় যেন সর্ববর্ণ মাঝে সর্বজন ॥
যজ্ঞ কর্মে নিয়োজিত শিল্পী আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যত,
জ্যেষ্ঠ অনুসারে যেন সমাদৃত হয় বিধিমত ॥

কহিলেন সুমন্ত্রেরে বশিষ্ঠ করিয়া আবাহন
নরপতিগণে যত এবে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি যত নরগণ,
সর্বদেশ হতে সবে সমাদরে কর আবাহন ॥
সপুত্র কেকয়রাজে, কাশীরাজে, নৃপ জনকেরে,
অঙ্গপতি লোমপাদে আনয়ন কর সমাদরে ॥
সৌবীর, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, পূর্ব্বদেশে, দাক্ষিণাত্যে যত
আছেন নৃপতিকুল, আন সবে হয়ে ত্বরান্বিত ॥
বহুলোকে আহ্বানিয়া অবিলম্বে সুমন্ত্র তখন,
আনিতে নৃপতি কুলে করিলেন আদেশ জ্ঞাপন ॥
যথাকালে নৃপকুল আসিয়া হলেন উপনীত
লয়ে বহু উপহার, হয়ে তাহে মহা আনন্দিত,
কহিলেন দশরথে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন,
সমাগত হে রাজন্ এবে যত নরপতিগণ।
যথাবিধি সমাদরে সে সবারে করুন গ্রহণ,
যজ্ঞের সম্ভার সব সংগৃহীত হয়েছে রাজন্ ॥
আহ্বানিয়া সুমন্ত্রেরে কহিলেন বশিষ্ঠ তাঁহায়,
কর একত্রিত যত যজ্ঞদ্রব্য আনিয়া হেথায় ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আর মোর অনুজ্ঞাতে নৃপতি এখন
শুভ নক্ষত্রেতে আজ যজ্ঞভূমে করুন গমন ॥
অনন্তর যজ্ঞ তরে বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ যত,
করিলেন সবে মিলি কর্মের আরম্ভ বিধিমত ॥
নরপতি দশরথ যজ্ঞভূমে হয়ে উপনীত,
পত্নীগণ সহ যজ্ঞে যথাবিধি হলেন দীক্ষিত ॥

ধরা প্রদক্ষিণ করি হেনকালে আসিল যখন,
ফিরিয়া যজ্ঞের অশ্ব, সরযূর তীরেতে তখন

নৃপতির অশ্বমেধ-যজ্ঞভূমি হলো বিরচিত,
ঋষ্যশৃঙ্গ আদি যত যাজ্ঞিকের অভিপ্রায় মত ॥
বেদ বিধি অনুসারে বেদবিদ সে যাজকগণ
অনুষ্ঠান যোগ্য কর্ম করিলেন সম্পন্ন তখন ॥
স্খলন বিচ্যুতি কিছু নাহি ছিল কর্মে তাঁহাদের,
নিবিষ্ট হৃদয়ে সবে করিলেন কার্য্য সে যজ্ঞের ॥
মহাযজ্ঞ মাঝে সেথা বহু শত সহস্র ব্রাহ্মণ
স্বাদু অন্ন আদি যত করিলেন আনন্দে ভোজন ॥
সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজ্য সেথা সর্বজাতি লভিল সতত,
রহিলনা দীনজন, বালবৃদ্ধ কিংবা নারী যত
তৃপ্তিহীন কেহ সেথা। চারিদিকে হলো অবিরত
সে যজ্ঞে, 'ভোজন কর' 'দাও ভোজ্য', ধ্বনি হেন মত
সুস্বাদু ব্যঞ্জন নানা, অন্নরাশি আর স্তূপাকার,
সে যজ্ঞ ভূমিতে নিত্য হলো দৃষ্টিগোচর সবার ॥
'অহো কি সুস্বাদু ভক্ষ্য, তৃপ্ত মোরা হয়েছি এখন
হোক্ শুভ সকলের' কহিলেন যত দ্বিজগণ ॥
কর্ম অবসরে কভু ব্যক্যপটু ঋত্বিকেরা যত
একে অন্যে জিনিবারে হলেন বিতর্কে সবে রত ॥
শিক্ষা লব্ধ মন্ত্রবলে ঋষ্যশৃঙ্গ আদি হোতৃগণ,
করিলেন যজ্ঞে সেই ইন্দ্র আদি দেবে আবাহন ॥
মধুর আহ্বান মন্ত্রে আহুত দেবতাগণ তরে
দিলেন আহুতি হবি যোগ্যভাগে অনল ভিতরে ॥
পলাশ-খদির-বিল্ব-দেবদারু-কাষ্ঠে বিনির্মিত,
একবিংশ যূপ হলো সে যজ্ঞভূমিতে সংস্থাপিত ॥
হলো সংস্থাপিত এক যূপ অন্য সুবর্ণে গঠিত,
গরুড়ের মূর্তি এক হলো আর সেথায় নির্মিত ॥

স্থলচর, জলচর, অন্তরীক্ষচর প্রাণী যত
দেবতার উদ্দেশ্যেতে যজ্ঞে সেই করা হলো হত।
তিনশত পশু নিত্য করি যজ্ঞে হত দ্বিজ যত,
অনন্তর অশ্বশ্রেষ্ঠে দেবোদ্দেশ্যে করিলেন হত ॥
প্রদক্ষিণ করি অশ্ব, নিয়ে মাল্য গন্ধ আভরণ,
কৌশল্যা সে অশ্বে সেথা করিলেন অর্চনা তখন
রহি আর একরাত্রি অশ্বসহ কৌশল্যা সেথায়,
করিলেন যথাবিধি যত্ন তার, পুত্র কামনায়।
প্রীত হয়ে অনন্তর, অশ্বসহ সেথা অবস্থিত,
কৌশল্যায় আশীর্বাদ করিলেন মুনিগণ যত ॥
করি সেই অশ্ব হতে বহির্গত ঋত্বিক তখন,
মেদ তার, মন্ত্রপূত করি তাহা আহুতি অর্পণ
করিলেন অনলেতে, দেবগণে করি আবাহন ॥
করিলেন দশরথ কৌশল্যার সহিত তখন,
অশ্বমেধ সমুত্থিত ধূম হতে আঘ্রাণ গ্রহণ ॥
দিলেন আহুতি করি সে অশ্ব ঋত্বিকগণ যত,
খণ্ডিত বিভিন্ন ভাগে, দেবতা উদ্দেশে বিধিমত।
অবশেষে নরপতি করি সেই যজ্ঞ সমাধান,
যজ্ঞ অনুষ্ঠাতাগণে করিলেন দক্ষিণা প্রদান ॥
কাম্যবস্তু বাঞ্ছামত, সুপ্রচুর সুবর্ণ রজত,
ঋত্বিকগণেরে দান করিলেন নৃপ দশরথ ॥
দক্ষিণাতে হয়ে প্রীত দ্বিজগণ কহিলেন তাঁরে,
এবে মনোবাঞ্ছা যাহা কহ নৃপ আমা সবাকারে
আনন্দিত দশরথ কহিলেন সে ব্রাহ্মণগণে,
বীর্য্যবান চারিপুত্র অভিলাষ করি আমি মনে
কহিলেন তাঁরা সবে নৃপতিরে তথাস্তু রাজন্
আকাঙ্ক্ষিত পুত্রসব জনমিবে অচিরে রাজন ॥

কহিলেন অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ, করিব হেথায়
পুত্রপ্রদ যজ্ঞ অন্য নৃপতির পুত্র কামনায়।
পুত্রেষ্টি নামেতে যজ্ঞ করিলেন আরম্ভ তখন
ঋষ্যশৃঙ্গ, নৃপতির পুত্রবাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে যজ্ঞ সেই অনুষ্ঠিতে করি নিরীক্ষণ,
প্রজাপতি পাশে আসি কহিলেন যত দেবগণ
যুক্ত করে, তব বরে দর্পোদ্ধত রক্ষেন্দ্র রাবণ
হে ব্রহ্মন্, তপোরত ঋষিগণে করিছে পীড়ন।
করিছে সে রক্ষপতি হিংসা সবে এই ত্রিভুবনে
গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, দেবকুল, আর নরগণে ॥
সূর্যের কিরণ হয় ম্লান ভয়ে, নিশ্চল পবন,
অনল নিষ্প্রভ হয়, বাস করে যথায় রাবণ ॥
ভয়ে মহা উর্ম্মিশালী সমুদ্রও রহে অচঞ্চল,
কুবের ত্যাজিল লঙ্কা, হয়ে তার পীড়নে বিহ্বল।
সে পীড়নকারী হতে আমা সবে করিবারে ত্রাণ,
করুন তাহারে দেব, বিনাশের উপায় বিধান ॥
কহিলেন ব্রহ্মা সবে, রাবণ মাগিল এই বর,
হবে সে অবধ্য যত যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর
গন্ধর্ব ও পন্নগের। বর সেই দিয়েছি তাহায়,—
মানুষের নাম সে যে করে নাই ঘোর অবজ্ঞায় ॥
জেনো সে পাপাত্মা তাই হবে নর হস্তেতে নিহত,
শুনি তাহা আনন্দিত হলেন দেবতাগণ যত ॥

ব্রহ্মার মানস ধ্যানে অনন্তর হলেন সেখানে
অমিত প্রভাব বিষ্ণু আবির্ভূত ব্রহ্মা সন্নিধানে ॥
ব্রহ্মা আর দেবগণ কহিলেন তাঁহারে তখন,
তব শরণার্থী মোরা, আর্ত্ত ত্রাতা হে মধুসূদন ॥

মহৎ তপস্যা, আর অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
করিছেন দৃঢ় ব্রত দশরথ নৃপ গুণবান্
তনয় কামনা করি, এ প্রার্থনা আমা সবাকার
জনম গ্রহণ এবে করুন তনয়রূপে তাঁর ॥
নৃপতির লক্ষ্মীরূপা তিন ভার্য্যা গর্ভেতে এখন,
চারি অংশে পুত্র রূপে জন্ম এবে করুন গ্রহণ।
কহিলেন নারায়ণ কহ এবে মোরে দেবগণ,
জন্ম সেথা লয়ে আমি কি কর্ত্তব্য করিব সাধন,
এহেন ভয়েতে ভীত হলে সবে কিসের কারণ ॥
কহিলেন দেবগণ, হে বিষ্ণু হয়েছি ভীত সবে,
লোক নিপীড়নকারী রাক্ষস রাবণ উপদ্রবে ॥
ব্রহ্মার প্রদত্ত বরে হয়ে অতি উদ্ধত রাবণ,
দেব ঋষি গন্ধর্ব্বাদি সবারে করিছে উৎপীড়ন ॥
দেবের অবধ্য সে যে ব্রহ্মা বরে, করুন এখন,
নিহত তাহারে, করি নররূপে জনম গ্রহণ ॥
দেবগণ বাক্যে বিষ্ণু, করিলেন সঙ্কল্প তখন,
পিতৃত্বে বরিতে নৃপ দশরথে ছিলেন যখন
পুত্রেষ্টি যজ্ঞেতে রত দশরথ, পুত্রের কারণ ॥
যজ্ঞে সেই অনন্তর অগ্নি হতে হলেন উত্থিত,
বিরাট পুরুষ এক দীপ্তানল সম প্রভান্বিত ॥
জটা কৃষ্ণাজিন ধারী, দিব্য আভরণেতে ভূষিত
সিংহকটি, সিংহনেত্র, গিরিশৃঙ্গ সম সমুন্নত ॥
দিব্য পায়সেতে পূর্ণ পাত্র এক স্বর্ণে নির্মিত,
লয়ে হস্ত মাঝে তিনি সেথায় হলেন আবির্ভূত।
কহিলেন অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গে, হেথায় এখন
দ্বিজবর, করেছেন প্রজাপতি আমারে প্রেরণ,
দাও নৃপবরে তুমি করি এবে এ পাত্র গ্রহণ ॥

শুনি তাঁর কথা সেই ঋশ্যশৃঙ্গ কহিলেন তাঁরে
স্বহস্তেই দান ইহা এবে তুমি কর নৃপবরে ॥
প্রজাপতি প্রেরিত সে দ্যুতিময় পুরুষ তখন
কহিলেন দশরথে, প্রীতিভরে দিতেছি এখন
সুরস অমৃতময় এ পায়স, ইক্ষ্বাকুনন্দন
লহ ইহা আমা হতে। নতশিরে প্রণমি তখন
কহিলেন দশরথ লয়ে তাহা, এবে ভগবন্
কি করিতে হবে মোর করুন সে আদেশ জ্ঞাপন।
কহিলেন তিনি, দাও ধর্ম্মপত্নীগণেরে তোমার
ভক্ষণ করিতে ইহা, পুত্র তাহে হবে সে সবার ॥
লভি তাহা দশরথ হয়ে অতি আনন্দে মগন
কহিলেন কৌশল্যারে করি অন্তঃপুরেতে গমন
পুত্রপ্রদ এ পায়স কর দেবি, ভক্ষণ এখন ॥
কহি ইহা অনন্তর করিলেন প্রদান নৃপতি
অর্দ্ধ পায়সান্ন তাঁরে। অপরার্দ্ধ হতে নরপতি
দিলেন অর্দ্ধেক ভাগ কৈকেয়ীরে করিতে ভক্ষণ,
অনন্তর নরপতি চতুর্থাংশ করিয়া গ্রহণ
দ্বিধাভক্ত করি তাহা, একার্দ্ধ দিলেন সুমিত্রারে,
অপর অর্দ্ধও পুনঃ চিন্তা করি দিলেন তাঁহারে ॥
ভক্ষণ করিয়া সেই পায়সান্ন অনন্তর
হলেন নৃপতি পত্নীগণ,
শুভ গর্ভবতী সবে, হেরি তাহা দশরথ
হলেন আনন্দে নিমগন।

৭। দশরথের পুত্রলাভ—অযোধ্যায় বিশ্বামিত্র।

যবে সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ হলো সমাপন,
গেলেন স্বস্থানে চলি হবির্ভাগ লয়ে দেবগণ ॥
মহামনা ঋষিকুল করিলেন স্বস্থানে গমন
পূজাপ্রাপ্ত হয়ে সবে। সমাগত যত নৃপগণ
গেলেন বিভিন্ন পথে পরস্পরে করি সম্ভাষণ ॥
স্বস্থানে গেলেন চলি, কিছুকাল হলো যবে গত,
শান্তাসহ ঋষ্যশৃঙ্গ, সমাদর লভি' নানামত।
সঙ্গেতে গেলেন নৃপ। কিছুদূর, লয়ে পৌরজন,
রক্ষা তরে অবশেষে সঙ্গেতে দিলেন সৈন্যগণ ॥

যথাকালে অনন্তর জন্মিলেন অমিত বিক্রম
শ্রীরাম, ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন চারিজন ॥
তেজে বীর্য্যে জ্যেষ্ঠ রাম। বিষ্ণুতুল্য বীর্য্যে অনুপম,
পুত্ররূপে কৌশল্যার করিলেন জনম গ্রহণ ॥
কৈকেয়ীর হলো পুত্র সুবিদিত ভরত নামেতে,
ধর্মশীল, মহামনা, খ্যাত সদা বল বিক্রমেতে ॥
জনম লভিল আর তনয় যুগল সুমিত্রার
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নামে, মহোৎসাহী ভক্তিমান আর ॥
মহা ধনুর্দ্ধর তাঁরা সুযশস্বী ধর্মপরায়ণ,
করিলেন জনকের সর্বরূপ কামনা পূরণ ॥
সর্বজনে সমদর্শী, কুলশ্রেষ্ঠ, লোকহিতে রত
প্রজাকুল প্রিয় রাম, লক্ষ্মণ ভক্ত ও অনুগত
সতত ছিলেন তাঁর। শ্রীরামের ছিলেন তেমন
প্রাণের অধিক প্রিয় পরাক্রান্ত অনুজ লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা, পরস্পর ছিলেন তেমন
প্রাণের অধিক প্রিয় ভরত শত্রুঘ্ন দুইজন ॥

পরস্পর হিতে রত ভ্রাতা সব তুষ্টি সম্পাদন
করিলেন জনকের, বিনয়ে পৌরুষে অনুক্ষণ,
সে সবার মাঝে রাম ছিলেন পিতার প্রিয়তম।
বহুগুণে করি রাম প্রজাগণে রঞ্জন সতত,
লভি খ্যাতি রাম নামে ধরাতলে হলেন বিদিত
অনুষ্ঠান যথাকালে করিলেন নৃপ সে সবার,
বেদবিধি অনুযায়ী ব্রত উপনয়ন সংস্কার ॥
সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বেদবিৎ সুপণ্ডিত আর,
সর্বগুণে গুণবান্ হলেন সে চারিপুত্র তাঁর ॥
চারি ভ্রাতা মনোহর করিলেন রঞ্জন স্বগুণে
আপন বান্ধবকুলে, আর সর্ব পৌর জনগণে ॥

দশরথ পুত্ররূপে করিলেন জনম গ্রহণ
যবে বিষ্ণু, কহিলেন দেবগণে স্বয়ম্ভূ তখন,
দেবকুল হিতকামী বিষ্ণুর সহায় ধরাতলে
হতে সংগ্রামেতে সদা, কর সৃষ্টি তোমরা সকলে
বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত গুণবান বীরকুল যত,
ব্রহ্মার বাক্যেতে সেই, দেবকুল হলেন সম্মত ॥
রাবণ বিনাশ মনে অভিলাষ করি দেবগণ,
করিলেন পরাক্রান্ত বহু কপি সৃজন তখন ॥
মহাবৃক্ষ উৎপাটিতে, পর্বত করিতে উত্তোলন,
হস্তে বিদারিতে ধরা ছিল তারা সকলে সক্ষম।
মহা নদনদী তারা পারিত করিতে বিক্ষোভিত
উঠি লম্ফে ঊর্দ্ধে, মেঘ পারিত করিতে বিদারিত ॥
রামের সহায় হতে সংগ্রামেতে, হলো সমাবৃত,
বসুন্ধরা হেনরূপ মহাকায় কপিকুলে যত ॥

কালক্রমে অনন্তর আসিলেন অযোধ্যা নগরে,
বিশ্বামিত্র মুনিবর নৃপ সহ সাক্ষাতের তরে ॥
বিনাশিল যজ্ঞ তাঁর রণোন্মত্ত রক্ষকুল যত
সে সবারে ধ্বংস তরে অযোধ্যা হলেন সমাগত
মহাতেজা বিশ্বামিত্র। মুনিবরে করিতে দর্শন।
মন্ত্রী পুরোহিত লয়ে আসিলেন নৃপতি তখন ॥
প্রণিপাত পূজার্চনা নৃপবর করি মুনিবরে
কহিলেন যুক্তকরে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারে ॥
লভিনু পরমানন্দ হয়ে প্রাপ্ত তব দরশন,
কি বাসনা তব, আর কি আদেশ করিব পালন ॥
জনমি রাজর্ষিকুলে, তপস্যার বলে আপনার,
লভেছেন ব্রহ্মর্ষিত্ব, পূজ্যতম আপনি আমার ॥
যে কার্য্য সাধন তরে করেছেন হেথা আগমন
হে কৌশিক, ব্যাক্ত তাহা মম কাছে করুন এখন,
তব তরে কিছু মম অদেয় নাহিক ভগবন্ ॥
শুনি শ্রুতি-সুখকর বাক্য তাঁর বিনয় পূরিত,
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র হলেন পরম আনন্দিত ॥

৮। বিশ্বামিত্র সহ রাম-লক্ষ্মণের গমন ও তাড়কা বধ

কহিলেন অনন্তর বিশ্বামিত্র করিয়া শ্রবণ
দশরথ বাক্য সেই, যার তরে এসেছি রাজন্,
করুন শ্রবণ তাহা, করেছি ব্রতের আয়োজন,
ব্রত না সমাপ্ত হতে আসি দুই রাক্ষস দুর্জ্জন
বেদী পরিবৃত করি করেছে রুধির বরিষণ ॥
করা ক্রোধ যজ্ঞকালে নহে মম উচিত রাজন্,
শরণার্থী হয়ে তব তাই হেথা এসেছি এখন ॥

অমিত বিক্রম রামে এবে মোরে করুন প্রদান
যজ্ঞ রক্ষা তরে মম, করিব এহেন বিদ্যা দান
রামে আমি, যাহে রাম অজেয় হবেন ত্রিভুবনে
শঙ্কা কিছু রাম তরে যেন তব নাহি হয় মনে ॥
দশরাত্রি হলে গত হবে মম যজ্ঞ সমাপন
তব পুত্র রাম হস্তে হবে নৃপ রাক্ষস নিধন ॥
বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি হয়ে নৃপ বেদনাকাতর
ক্ষণকাল করি চিন্তা কহিলেন তাঁরে অনন্তর,
এখনো যে হয় নাই বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর
তনয় রামের মম, শক্তি তার নাহি মুনিবর
যুঝিতে রাক্ষস সনে, যাব আমি সঙ্গেতে আমার
লয়ে মম সুবিপুল সৈন্যদল সংগ্রামে দুর্বার ॥
তব যজ্ঞক্ষেত্রে পশি' প্রাণপণে করিব সমর
রাক্ষসকুলের সনে, যজ্ঞবিঘ্ন তব মুনিবর
দিবনা ঘটিতে আমি, এখনও বালক মম রাম
নহে অস্ত্রে সুশিক্ষিত, করিবে যে কঠোর সংগ্রাম
কূট যোদ্ধা রক্ষ সনে, এহেন যোগ্যতা নাহি তার,
রাম বিনে মুহূর্ত্তও রহিবে না জীবন আমার ॥
নবম সহস্র বর্ষ হয়েছে বয়স মম এবে,
বার্দ্ধক্যেতে কোন ক্রমে লভিয়াছি পুত্রগণ সবে।
সে সব পুত্রের মাঝে সুপ্রিয় দর্শন গুণবান্
রামেতেই মুনিবর, অবস্থিত মম এই প্রাণ ॥
নিতে যদি হয় তারে তবে এই প্রার্থনা আমার
অনুমতি দিন মোরে সসৈন্যে সঙ্গেতে যেতে তার ॥
এ মম বালক পুত্রে করুণা করুন প্রদর্শন,
আমার শকতি নাহি বাক্য তব করিতে লঙ্ঘন ॥
কহিলেন ক্রোধভরে বিশ্বামিত্র শুনি বাক্য তাঁর,
মম বাক্য রক্ষা তরে হে নৃপতি করি অঙ্গীকার,

চাহিছেন এবে তব সে প্রতিজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন,
রঘুবংশ যোগ্য নহে আপনার এই আচরণ ॥
তব উপযুক্ত যদি হয় ইহা, তা'হলে এখন
তেমনি ফিরিব নৃপ, হেথা আমি এসেছি যেমন ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি সুখে কাল করুন যাপন
পুত্রগণে লয়ে তব। রোষাবিষ্ট করি দরশন
মহাতেজা বিশ্বামিত্রে, ভয়ে অতি হয়ে বিচলিত
পৃথিবী কম্পিত হলো, দেবগণ হলেন শঙ্কিত ॥
হেরি ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রে কহিলেন বশিষ্ঠ তখন,
সত্যপরায়ণ বলি খ্যাতি তব রয়েছে রাজন্
করুন প্রতিজ্ঞা রক্ষা, রামে এবে করুন প্রেরণ
মুনি বিশ্বামিত্র সঙ্গে। অস্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত কি অজ্ঞাত
যাহাই হউন রাম, হলে বিশ্বামিত্রের রক্ষিত,
পারিবেনা কেহ তারে যুদ্ধেতে করিতে পরাজিত,
নানা দিব্য অস্ত্র নৃপ বিশ্বামিত্র আছেন বিদিত ॥
করিবেন বিশ্বামিত্র রামে তাহা প্রদান নিশ্চয়,
সেই দিব্য অস্ত্রে হবে রাম হস্তে রাক্ষস-বিজয় ॥
রামের মঙ্গল আর হিত তব করিতে সাধন
গমনে তাহার নৃপ দিতে বাধা করি নিবারণ ॥
বশিষ্ঠ কহিলে ইহা, রাম আর লক্ষ্মণে তখন,
নরপতি দশরথ করিলেন সেথা আনয়ন ॥
করি স্বস্ত্যয়ন নৃপ, করি স্নেহে মস্তক আঘ্রাণ
করিলেন পুত্র দোঁহে বিশ্বামিত্র হস্তেতে প্রদান ॥
অগ্রে মুনি বিশ্বামিত্র করিলেন গমন তখন,
চর্মের অঙ্গুলিত্রাণ পরিহিত শ্রীরামলক্ষ্মণ
লয়ে তূণ, ধনু, খড়্গ, করিলেন পশ্চাতে গমন ॥

অর্দ্ধেক যোজন পথ অনন্তর করি অতিক্রম
আসি সরযূর তীরে কহিলেন করি সম্বোধন
মধুর বচনে রামে বিশ্বামিত্র, কর দরশন
জল এই সরযূর বৎস রাম, মঙ্গল বিধান
হয় যাহে এবে সেই উপদেশ করিব প্রদান ॥
বলা অতিবলা নামে দুই বিদ্যা লহ তুমি এবে,
শ্রম, জরা, অঙ্গহানি নাহি হবে এ বিদ্যা প্রভাবে ॥
সুপ্ত যদি থাক তবু তোমারে করিতে পরাভূত
পারিবেনা রক্ষকুল। কি দেবতা কি মানব যত,
সৌভাগ্যে, ঔদার্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধিবলে, শাস্ত্রজ্ঞানে আর
কেহ তারা সমকক্ষ নাহি হবে হে রাম তোমার ॥
বলা অতিবলা এই সর্বজ্ঞান বিজ্ঞান আধার,
লভিবে অক্ষয় যশ এ বিদ্যাতে, নিপীড়িত আর
করিবেনা ক্ষুধাতৃষ্ণা। লভিবে সর্বত্র তুমি জয়
করিবে তোমার গুণ বিদ্যা এই বর্দ্ধিত নিশ্চয় ॥
করি রাম অনন্তর সরযূর জল পরশন,
নত শিরে যুক্ত করে করিলেন সে বিদ্যা গ্রহণ
বিশ্বামিত্র হতে সেথা। করিলেন বাস অনন্তর
নিশীথে সরযূতীরে ভ্রাতা দোঁহে লয়ে মুনিবর ॥
রজনী প্রভাত হলে প্রাতঃসন্ধ্যা করি সমাপন,
চলিলেন বিশ্বামিত্র করিবারে গঙ্গা দরশন
রাম লক্ষ্মণেরে লয়ে। গঙ্গাতীরে আসি অনন্তর
হেরিলেন সেথা এক সুরম্য আশ্রম মনোহর ॥
হয়ে কৌতূহল বশ রাম আর লক্ষ্মণ তখন
কহিলেন বিশ্বামিত্রে, কাহার এ আশ্রম ব্রহ্মন্,
জানিতে উৎসুক মোরা। কহিলেন তাঁদেরে তখন
বিশ্বামিত্র, সে কাহিনী কহি এবে কর তা' শ্রবণ ॥

পুরাকালে সুকঠোর তপস্যাতে ছিলেন মগন,
যবে দেব উমাপতি, তখন বিকার উৎপাদন
করিতে মনেতে তাঁর, কন্দর্প করিল আগমন,
করিলেন ভস্মীভূত ক্রোধে তাঁরে দেব ত্রিলোচন
বুঝি অভিপ্রায় তার। সে অবধি অনঙ্গ নামেতে,
অঙ্গহীন সে কন্দর্প আছে হয়ে খ্যাত এ জগতে ॥
আশ্রম এ কন্দর্পের, হলো সে যে হয়ে ভস্মীভূত
অঙ্গহীন। তারি লাগি হে রাম হয়েছে পরিচিত
এদেশ অনঙ্গদেশ নামে এবে, আছেন হেথায়
সংযত ইন্দ্রিয় যত ঋষিকুল রত তপস্যায় ॥
বিশ্বামিত্র কণ্ঠস্বর শুনি সেথা, মুনিগণ যত
করিলেন আসি তাঁরে পাদ্য অর্ঘ্য দানে সম্মানিত,
রাম আর লক্ষ্মণেরে করিলেন যত্ন সমুচিত ॥
লভি সমাদর হেন, আনন্দেতে তাঁহারা তখন
করিলেন সবে মিলি সে আশ্রমে রজনী যাপন ॥

রজনীর অবসানে বিমল প্রভাতে অনন্তর
আসিলেন নদীতীরে ভ্রাতা দোঁহে লয়ে মুনিবর ॥
করিলেন সবে মিলি সেথায় তরণী আরোহণ,
তুমুল সলিল ধ্বনি নদী মাঝে শুনিয়া তখন
কহিলেন রাম, হেথা ধ্বনি এ কিসের মুনিবর,
কহিলেন বিশ্বামিত্র, সৃজিলা মানস সরোবর
নিজের মানস হতে পূর্ব্বে ব্রহ্মা কৈলাস শিখরে,
সরযূর সমুদ্ভব সেই তো মানস সরোবরে ॥

হেথায় জাহ্নবী সনে সরযূ হয়েছে সম্মিলিত,
তরঙ্গ সংঘর্ষে তাই এ ধ্বনি হয়েছে সমুত্থিত,

প্রণাম সংযত মনে কর হেথা, ভ্রাতা দুইজন
সে দুই নদীরে সেথা করিলেন প্রণাম তখন ॥

নদীতীরে উপনীত হয়ে তাঁরা সুনিবিড় বন
হেরিলেন সেথা এক। করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
পুনঃ রাম বিশ্বামিত্রে, এ কোন্ অরণ্য মুনিবর,
নানা পশু যে অরণ্যে করিছে গর্জন ভয়ঙ্কর ॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র মলজ, করূষ নামে খ্যাত
দুই জনপদ হেথা পুরাকালে ছিল অবস্থিত ॥
দৈত্যপতি সুন্দভার্য্যা, জননী রাক্ষস মারীচের
তাড়কা নামেতে যক্ষী, শকতি সহস্র মাতঙ্গের
আছে যার দেহ মাঝে, আসি হেথা করি' আক্রমণ
করেছে নিঃশেষ এই দুইদেশ হে রাম লক্ষ্মণ ॥
নিজ বাহুবলে রাম করি তুমি তাহারে সংহার
এই দুই জনপদ নিষ্কণ্টক কর পুনর্বার ॥
ভীষণা তাড়কা হস্তে বিধ্বস্ত এ দেশেতে এখন
কাহারো নাহিক রাম শকতি করিতে আগমন ॥
স্ত্রীজাতি হয়েও শক্তি হেন রূপ কি ভাবে ধারণ
করে সে তাড়কা, তাহা কহি এবে কর তা' শ্রবণ ॥
সুকেতু নামেতে যক্ষ করেছিল সন্তানের তরে
কঠোর তপস্যা যবে, করিলেন প্রদান তাহারে
তাড়কা নামেতে কন্যা স্বয়ম্ভু, দিলেন তিনি আর
সহস্র মাতঙ্গ সম মহাবল দেহেতে তাহার।
ধুন্দু পুত্র সুন্দ সনে যৌবনেতে হলো তাড়কার
পরিণয়, হলো রাম মারীচ নামেতে পুত্র তার।
অগস্ত্যের শাপে সুন্দ হলো যবে বিগত জীবন,
তাড়কা মারীচ সহ অগস্ত্যে করিল আক্রমণ ॥

দিলেন এ অভিশাপ মাতা পুত্রে অগস্ত্য তখন
রাক্ষস রাক্ষসী রূপ কর দোঁহে ধারণ এখন ॥

এ দেশে অগস্ত্য রাম পুরাকালে করিতেন বাস,
সে দুষ্ট তাড়কা তাই এই দেশ করেছে বিনাশ ॥
গো ব্রাহ্মণ হিত তরে বধ তুমি কর তাড়কারে,
ত্রিভুবন মাঝে কেহ পারিবে না বধিতে তাহারে
তুমি ছাড়া আর কেহ। স্ত্রীবধের ভাবনা অন্তরে
হে রাম রেখোনা তুমি, প্রজাকুলে রক্ষিবার তরে
নৃশংস কি অনৃশংস, পাপ কিংবা পুণ্য আচরণ
সকলি বিহিত জেনো, রাজবংশে জনম গ্রহণ
করেছেন যাঁরা, এই তাঁহাদের ধর্ম্ম সনাতন,
প্রজাহিত রূপ ধর্ম এবে তুমি কর আচরন ॥
পৃথিবী গ্রাসিতে পূর্বে দীর্ঘ জিহ্বা রাক্ষসী যখন
হলো সমুদ্যত, ইন্দ্র বধিলেন তাহারে তখন ॥
ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত শুক্রমাতা যবে অভিলাষ
করেছিল ইন্দ্রলোক, বিষ্ণু তারে করিলা বিনাশ ॥
পুরাকালে ধর্মশীল অন্য সব নরপতি যত,
বধিলেন নারীকুলে ছিল যারা অধর্ম নিরত ॥
কহিলেন রাম তাঁরে বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ
করেছেন পিতা মোরে হে প্রভো, এ আদেশ জ্ঞাপন,
বিশ্বামিত্র মুনি বাক্য সব তুমি করিবে পালন,
করিব আদেশে তব এবে আমি তাড়কা নিধন ॥
কহি ইহা করি রাম জ্যা আরোপ ধনুতে তাঁহার
উত্তোলন করি তাহা দিলেন সে ধনুকে টঙ্কার ॥
তাড়কা শুনি সে ধ্বনি, হয়ে ত্রস্ত, হলো প্রধাবিত
সেথায়, যে স্থান হতে হয়েছিল সে ধ্বনি উত্থিত ॥

ভীমাকৃতি তাড়কারে হেরি রাম আসিতে তখন
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, হে লক্ষ্মণ কর নিরীক্ষণ
ভয়াবহ রাক্ষসীরে, হের তার বিকৃত আনন,
মম বাণে ভূমিতলে নিপতিত হবে সে এখন।
করি বাহু উত্তোলন, করি আর ভীষণ গর্জন
তাড়কা রামের পাশে সবেগেতে আসিল তখন ॥
হেরি মহা মেঘ সম ঘোররূপা সেই রাক্ষসীরে,
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণে বিদ্ধ রাম করিলেন তারে ॥
বজ্র সম বাণে সেই হয়ে বিদ্ধ, রুধির বমন
করি সে তাড়কা হলো ভূপতিত হারায়ে জীবন ॥

তাড়কারে হত হেরি করিলেন আনন্দে তখন
সাধু সাধু বলি রামে সংবর্দ্ধনা যত দেবগণ।
আকাশেতে অবস্থিত ইন্দ্রদেব হয়ে আনন্দিত
কহিলেন বিশ্বামিত্রে, মোরা সব দেবগণ যত
করেছি সন্তোষ লাভ, হেরি এই তাড়কা নিধন,
তোমার মঙ্গল হোক। কর এবে স্নেহ প্রদর্শন
রামে তুমি, ব্রহ্মাপুত্র কৃশাশ্ব নৃপতিবর হতে
লভেছ যে সব অস্ত্র, দাও তাহা রামের হস্তেতে,
যোগ্য রাম সে অস্ত্রের, স্বস্থানে গমন অনন্তর
করিলেন দেবগণ। রামের মস্তক মুনিবর
সস্নেহে আঘ্রাণ করি কহিলেন তাঁহারে তখন,
হেথায় আমরা রাম নিশি আজি করিব যাপন।

৯। রামের মারীচ বিতাড়ন, বিশ্বামিত্রের বংশ বৃত্তান্ত

মহামুনি বিশ্বামিত্র নিশি অবসানে অনন্তর
কহিলেন মিষ্টভাষে, তুষ্ট রাম আমার অন্তর
তোমার অদ্ভুত কর্মে। অস্ত্র যাহা আছি আমি জ্ঞাত
করিব তোমারে এবে প্রদান সে দিব্য অস্ত্র যত ॥
ব্রহ্মাস্ত্র, দণ্ডাস্ত্র ঘোর, বিষ্ণুচক্র, শূল মাহেশ্বর,
বজ্রাস্ত্র, বারুণ পাশ, আগ্নেয়াস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর,
বায়ব্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, অস্ত্র উন্মাদন,
গান্ধর্ব, পৈশাচ অস্ত্র, রাক্ষসাস্ত্র, স্তম্ভন, মোহন,
মূর্চ্ছন, তাপন অস্ত্র, সংবর্ত্ত, নিবর্ত্ত অস্ত্র রাম,
করিব বিবিধ আর অস্ত্র বহু, তোমারে প্রদান ॥
পূর্ব অভিমুখী হয়ে, শুচি হয়ে বসি অনন্তর
প্রদান বিবিধ মন্ত্র করিলেন রামে মুনিবর ॥
করিলেন বিশ্বামিত্র জপ যবে মন্ত্র সেই যত,
মূর্ত্তিমান হয়ে সব অস্ত্র সেথা হলো সমাগত ॥

অনন্তর যুক্তকরে রামে তারা করিয়া বেষ্টন
কহিল হে মহাবাহো, কর তব আদেশ জ্ঞাপন ॥
নেহারি তাদেরে রাম, করি সবে হস্তে পরশন
কহিলেন, এসো সবে, যবে আমি করিব স্মরণ ॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে কহিলেন রাম অনন্তর,
হয়েছি কৃপাতে তব দেবের অজেয় মুনিবর ॥
এ অস্ত্র প্রয়োগ করি কিভাবে করিব সংবরণ
সেই সব অস্ত্র পুনঃ দিন মোরে সে শিক্ষা এখন ॥
করিলেন বিশ্বামিত্র শিক্ষা রামে প্রদান তখন
যে ভাবে করিতে হবে সেইসব অস্ত্র সংবরণ ॥

অনন্তর পথে তাঁরা অগ্রসর হলেন যখন
করিলেন রাম মুনি বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসা তখন
সুবিস্তীর্ণ বন যেই দেখা যায় অদূরে এখন
পর্বত সমীপে ওই, মুনিবর কার সে কানন ॥

কহিলেন বিশ্বামিত্র পূর্বে বিষ্ণু বামন রূপেতে
হেথায় লভেন সিদ্ধি তপস্যায়, তাই এ জগতে
সিদ্ধাশ্রম নামে রাম স্থান এই হলো সুবিদিত,
হয়েছিল যজ্ঞে ব্রতী যবে বলি করি পরাভূত
দেবগণে; তারা সবে কহিলেন বিষ্ণুরে তখন
যজ্ঞরত বলি পাশে এবে বিষ্ণু করুন গমন ॥
যে যাহা চাহিছে তাই দিতেছে সে, নিকটে তাহার
বামন রূপেতে গিয়ে, করুন প্রার্থনা কাছে তার
হে বিষ্ণু ত্রিপাদ ভূমি। বলি সেই, বলেতে গর্বিত
কে আপনি না বুঝি তা, ক্ষুদ্রজ্ঞানে করিবে নিশ্চিত
হে বিষ্ণু প্রার্থনা যাহা আপনার অবশ্য পূরণ,
ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করি আপনার ত্রিপাদ তখন
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করি লভি' তাহে পূর্ণ অধিকার,
আধিপত্য দেবগণে প্রদান করুন পুনর্বার ॥
করি বলি সন্নিধানে দেবগণ বাক্যেতে গমন
বামন রূপেতে বিষ্ণু, করিলেন সেথায় তখন
প্রার্থনা ত্রিপাদ ভূমি, পূর্ণ যবে হলো অনন্তর
সে প্রার্থনা, ধরি বিষ্ণু, হে রাম অদ্ভুত কলেবর
ত্রিপাদে তাঁহার করি ব্যাপ্ত ত্বরা এই ত্রিভুবন
করিলেন দেবগণে পুনরায় ত্রিলোক অর্পণ ॥
বামনরূপী সে বিষ্ণু করিতেন হেথা অবস্থান
পুরাকালে, এবে আমি তাঁর প্রতি ভক্তিবশে রাম,

করিতেছি বাস সেথা। মম যজ্ঞ বিঘ্নকারী যত
রাক্ষসেরে তুমি রাম হেথা এবে করিবে নিহত ॥
অনন্তর দূর হতে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ
নেহারিয়া বিশ্বামিত্রে, কাছে তাঁর আসিয়া তখন
করিলেন অভ্যর্থনা যথাবিধি পাদ্যঅর্ঘ্য দানে,
করিলেন সমাদর সমুচিত রামে ও লক্ষ্মণে ॥
যুক্তকরে বিশ্বামিত্রে কহিলেন রাম অনন্তর,
অদ্যই যজ্ঞেতে দীক্ষা গ্রহণ করুন মুনিবর ॥
সিদ্ধাশ্রম নাম হোক মুনিবর সার্থক এখন
যজ্ঞের সিদ্ধিতে তব। বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ
হলেন যজ্ঞেতে সেথা বিশ্বামিত্র দীক্ষিত তখন,
অনন্তর সেথা তাঁরা করিলেন সে রাত্রি যাপন ॥
প্রভাতে উত্থান করি, বিশ্বামিত্রে করিয়া বন্দনা
কহিলেন রাম তাঁরে, করি এবে জানিতে বাসনা
কখন করিতে হবে সেই দুই রাক্ষসে দমন,
ভগবন্ যজ্ঞে তব করে যারা বিঘ্ন উৎপাদন ॥
রামের সে বাক্য শুনি সমবেত যত মুনিগণ
কহিলেন তাঁরে, রাম মৌনভাবে আছেন এখন
যজ্ঞেতে দীক্ষিত মুনি বিশ্বামিত্র, কর এইবার
আজি হতে ছয় রাত্রি একমনে যজ্ঞ রক্ষা তাঁর ॥
করিলেন অবস্থান হয়ে অতি সতর্ক তখন
লক্ষ্মণের সহ রাম, সমুদ্যত করি শরাসন ॥

অনন্তর মন্ত্রযোগে বিশ্বামিত্র সহ মুনিগণ
ষষ্ঠ দিবসেতে সবে করিলেন যজ্ঞ উদ্‌যাপন ॥
দীপ্ত ভাবে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হলো অনন্তর
যজ্ঞবেদী মাঝে সেথা। হেনকালে শব্দ ভয়ঙ্কর

হলো আকাশেতে, হলো যজ্ঞবেদী পানে প্রধাবিত
মারীচ, সুবাহু, লয়ে ভীমাকৃতি অনুচর যত
রুধির বর্ষণ করি। করি নিজ ধনু আকর্ষণ
ত্বরা রাম মানবাস্ত্র করিলেন নিক্ষেপ তখন
মারীচের বক্ষস্থলে, শরে সেই হয়ে অপসৃত
মারীচ সমুদ্র তীরে বহু দূরে হলো নিপতিত ॥
আগ্নেয়াস্ত্রে করি রাম সুবাহুরে নিধন তখন,
করিলেন বায়ব্যাস্ত্রে অন্য সব রাক্ষসে নিধন ॥
রামের কার্য্যেতে সেই, মুনিগণ হলেন বিস্মিত,
করিলেন রামে সবে জয় জয় রবে আনন্দিত ॥
সুসমাপ্ত হলো যবে যজ্ঞ সেই, রামেরে তখন
কহিলেন বিশ্বামিত্র, বাক্য তুমি করেছ পালন
হয়েছি কৃতার্থ আমি, করেছ এ সিদ্ধাশ্রম নাম
আবার সার্থক তুমি, তোমার এ কার্য্যে এবে রাম ॥
সিদ্ধাশ্রমে অনন্তর করি সেই রজনী যাপন
কহিলেন বিশ্বামিত্রে, করি অভিবাদন জ্ঞাপন
প্রভাত কালেতে রাম, আছি মোরা এ দুই কিঙ্কর
উপস্থিত হেথা এবে, কি তব আদেশ মুনিবর ॥
কহিলেন শুনি তাহা বিশ্বামিত্র আর মুনিগণ
করিবেন যজ্ঞ এক মিথিলেশ জনক এখন ॥
যাব মোরা যজ্ঞে সেই, তোমরাও কর আগমন
সঙ্গে এবে, আছে সেথা ধনু এক অদ্ভুত দর্শন ॥
সে ধনুতে জ্যা আরোপে নাহি শক্তি যক্ষ রক্ষ আর
দেবতাগণেরও রাম, ক্ষুদ্র নর কি করিবে তার
তুলিতে ও ধনু সেই হলেন অক্ষম নৃপগণ
করিবেন তবে তাঁরা জ্যা তাহে কিভাবে আরোপণ ॥
আমাদের সঙ্গে আসি কর রাম সে ধনু দর্শন,
শুনি তা' গেলেন রাম তাঁহাদের সঙ্গেতে তখন ॥

মুনিবর বিশ্বামিত্র উত্তর দিকেতে অগ্রসর
হলেন সবারে লয়ে, শোণ নদী তীরে অনন্তর
দিবাশেষে আসি তাঁরা স্নানাহ্নিক করি সমাপন,
অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, বিশ্বামিত্রে করিয়া বেষ্টন
বসিলেন সবে সেথা। সুধালেন রাম অনন্তর
বিশ্বামিত্রে, সুসমৃদ্ধ দেশ এই কার মুনিবর ॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র ছিলেন নৃপতি এক রাম
পুরাকালে এ ধরাতে সুবিখ্যাত কুশ তাঁর নাম ॥
পত্নী বৈদর্ভীর গর্ভে কুশাশ্ব ও কুশনাভ আর
অমূর্ত্তরজা ও বসু এই চারি তনয় তাঁহার
করিলেন জন্ম লাভ। পিতৃবাক্যে সেই পুত্রগণ
করিলেন চারিজনে চারিটি নগরী সংস্থাপন ॥
কুশাশ্ব কৌশাম্বী নামে স্থাপিলেন পুরী শোভাময়,
স্থাপিলেন কুশনাভ পুরী এক নামে মহোদয়।
স্থাপিলা অমূর্ত্তরজা প্রাগজ্যোতিষ নামেতে নগর,
গিরিব্রজ নামে পুরী স্থাপিলেন বসু অনন্তর ॥
এই সেই গিরিব্রজ, সুক্ষেত্র ও শস্যে মনোহর
এই গিরিব্রজে বাস করিতেন বসু নৃপবর ॥
কুশনাভ নৃপতির শতকন্যা রূপে অতুলন,
অপ্সরী ঘৃতাচী গর্ভে করেছিল জনম গ্রহণ ॥
একদিন মিলি সবে রূপবতী সেই কন্যাগণ
হলো নৃত্যগীতে রত উদ্যানেতে করি আগমন ॥
হেরি কন্যাগণে বায়ু কহিলেন আসিয়া তখন,
হও মম ভার্য্যা সবে, করি হাস্য সেই কন্যাগণ
শুনি সে অদ্ভুত বাক্য সবে মিলি কহিল তখন,
সর্বপ্রাণী অন্তরেতে আপনি করেন বিচরণ,
প্রভাব আমরা সবে জানি তব, কি হেতু এমন
অপমান আমা সবে করিছেন হেথায় এখন ॥

কুশনাভ কন্যা মোরা, আমা সবে কুলধর্ম হতে
করা ভ্রষ্ট আপনার উচিত নহেক কোন মতে ॥
সত্যবাদী জনকেরে হে মারুত, করি অতিক্রম
স্বয়ংবরা মোরা সবে হতে কভু নহিক সক্ষম ॥
পিতাই মোদের প্রভু, স্বামী এই আমা সবাকার
হবেন তিনিই, পিতা অর্পিবেন হস্তেতে যাঁহার ॥
শুনি তাহাদের কথা কটিদেশ ভগ্ন সে সবার
করিলেন ক্রোধভরে মারুত প্রভাবে আপনার ॥
ভগ্নকটি হয়ে সেই কন্যাগণ, করি আগমন
সাশ্রুনেত্রে পিতৃপাশে হলো ভূমে পতিত তখন ॥
কহিলেন কুশনাভ হেরি তাহা হয়ে ব্যাকুলিত
করেছে দুরাত্মা কোন্ তোমা সবে কুব্জ হেন মত ॥
শুনি কুশনাভ বাক্য বিস্তারিয়া কহিল তখন
কন্যাগণ মিলি সবে মারুতের সর্ব বিবরণ ॥
কহিলেন কুশনাভ বায়ুর দুষ্কার্য্য হেন মত
করেছ যে ক্ষমা তাহে করেছ মোদের কুলোচিত
কার্য্য সবে পুত্রীগণ। ক্ষমাই নারীর অলঙ্কার
তোমাদের কার্য্যে প্রীতি অন্তরেতে লভেছি আমার ॥
হিত চিন্তা তোমাদের জেনো আমি করিব এখন,
কর পুত্রীগণ এবে নিজ নিজ স্থানেতে গমন ॥
কন্যাগণে যোগ্য পাত্রে প্রদান করিতে অনন্তর
হলেন মন্ত্রণারত মন্ত্রীগণে লয়ে নৃপবর ॥
কুশনাভ কন্যাগণ পুরাকালে যে স্থানেতে রাম
হয়েছিল কুব্জ, হলো সে দেশের কন্যাকুব্জ নাম ॥
দুশ্চর তপস্যারত চুলী নামে এক মুনিবরে
সোমদা গন্ধর্বকন্যা করেছিল সংযত অন্তরে
পরিচর্য্যা একমনে। বহুকাল পরে অনন্তর
কহিলেন সোমদারে হয়ে হৃষ্ট চুলী মুনিবর

তোমার সেবাতে ভদ্রে, তুষ্ট আমি হয়েছি এখন,
করিব তোমার তরে কিবা বল। কহিল তখন
সোমদা, হে মুনিবর আপনারে পতিত্বে বরণ
করিতে বাসনা মম, মোরে এবে করুন গ্রহণ ॥
নহি অন্য পূর্বা আমি হয় নাই বিবাহ আমার,
শুনি তা' পূরণ চুলী করিলেন বাসনা তাহার ॥
হলো পুত্র তাঁহাদের ব্রহ্মদত্ত নামে সুবিদিত
ছিলেন সে মুনিবর কাম্পিল্য নগরে অবস্থিত,
তেজে ইন্দ্র সম তিনি। করি তাঁর বারতা শ্রবণ
নরপতি কুশনাভ কন্যাগণে করিতে অর্পণ
হস্তে তাঁর, করিলেন সমাদরে তাঁহারে আহ্বান,
করিলেন অনন্তর শতকন্যা তাঁরে সম্প্রদান ॥
করিলেন ব্রহ্মদত্ত পাণিস্পর্শ তাদের যখন
নিমেষেই পূর্বরূপ সবে তারা লভিল তখন ॥
নেহারিয়া হেনভাবে দোষমুক্ত কন্যাগণে যত
নরপতি কুশনাভ হলেন পরম আনন্দিত ॥

ব্রহ্মদত্ত অনন্তর করিলেন স্বস্থানে গমন
পত্নীগণ সহ যবে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন
অপুত্রক কুশনাভ করিলেন সেথায় তখন
কুশনাভ পিতা কুশ করিলেন যজ্ঞে আগমন ॥
আসি যজ্ঞস্থলে সেই, কুশনাভে পিতা কুশ তাঁর
কহিলেন গাধি নামে হবে এক তনয় তোমার
রূপে গুণে তোমা সম। অনন্তর হলো পুত্র তাঁর
গাধি নামে, ধর্মশীল গাধি সেই জনক আমার ॥
কুশবংশ জাত সবে ধরাতলে অতি সুবিদিত,
তাই সর্বজন মাঝে কৌশিক নামেতে আমি খ্যাত ॥

সত্যবতী নামে এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন আমার
মহর্ষি ঋচীক সনে হয়েছিল পরিণয় তাঁর ॥
কহিলাম আমি এই বিস্তারিত সর্ব বিবরণ
হে রাম, হয়েছে রাত্রি, হও সবে নিদ্রিত এখন

১০। সগর বংশের উপাখ্যান

কহিলেন বিশ্বামিত্র রজনী প্রভাত হলো যবে
নিশি হলো সুপ্রভাত, ওঠ রাম যাত্রা কর এবে ॥
সবে মিলি অনন্তর বহুদূর করিয়া গমন
দিবাশেষে জাহ্নবীরে হেরিলেন যত মুনিগণ ॥
পবিত্র সলিলা সেই হংস আর সারস বেষ্টিত
জাহ্নবীরে, নেহারিয়া হলেন পরম আনন্দিত
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ সমাগত মুনিগণ যত ॥
রহিতে জাহ্নবী তীরে করি তাঁরা বাসনা তখন
বসিলেন সবে সেথা বিশ্বামিত্রে করি আবেষ্টন ॥
কহিলেন অনন্তর তাঁরে রাম, এবে ভগবন্
বাসনা হয়েছে মম তব কাছে করিতে শ্রবণ,
সমুদ্রের অভিমুখে করিলেন কিভাবে গমন
ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা। কহিলেন মহর্ষি তখন
হে রাম, ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমালয় রত্নের আধার,
অনুপম রূপবতী জন্মিলেন দুই কন্যা তাঁর
জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা এই, উমা নাম কনিষ্ঠা কন্যার
করিলেন দেবগণ আত্মকার্য্য সাধনের তরে
প্রার্থনা সকলে আসি হিমালয় দুহিতা গঙ্গারে ॥
ত্রিলোক পাবনী কন্যা মহানদী গঙ্গারে তখন
করিলেন হিমালয় দেবগণ হস্তে সমর্পণ ॥

সুকঠোর তপস্যাতে রহিলেন সতত মগনা
কন্যা উমা, রুদ্রদেব করিলেন তাঁহারে প্রার্থনা,
করিলেন দান তাঁরে হিমাদ্রি, সে কন্যা অনুপমা ॥
হিমাদ্রি দুহিতা রাম দুইজনে, গঙ্গা আর উমা
নদীমাঝে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, দেবীগণে উমা সর্বোত্তমা।
এ উভয় মাঝে গঙ্গা সর্বভূত হিতে সদা রত
করিছেন নিজ তেজে লোকত্রয় পবিত্র সতত ॥

অপর আখ্যান এক কহিলেন রামে পুনরায়
বিশ্বামিত্র, পুরাকালে হে রাম ছিলেন অযোধ্যায়
অতুল সমৃদ্ধিশালী নরপতি ধর্মপরায়ণ,
সগর নামেতে খ্যাত। ভার্য্যা তাঁর ছিলেন দুজন ॥
কেশিনী প্রথমা ভার্য্যা দুহিতা বিদর্ভ নৃপতির
দ্বিতীয়া সুমতি নামে, কন্যা রাম অরিষ্টনেমির ॥
ভৃগু প্রস্রবণ নামে পর্বতে নিমগ্ন তপস্যায়
হলেন অপত্যহীন নৃপ সেই পুত্র কামনায়
পত্নীদ্বয় সহ তাঁর। বহু বর্ষ অন্তে অনন্তর
তুষ্ট হয়ে মুনিবর ভৃগু তাঁরে দিলেন এ বর
হে নৃপ লভিবে তুমি সুমহান অপত্য সত্বর ॥
বংশধর এক পুত্র পত্নী মাঝে গর্ভেতে একের
জন্মিবে তোমার, হবে পুত্র ষাটি সহস্র অন্যের ॥
করি সেই মুনিবরে প্রদক্ষিণ নৃপতি তখন
লয়ে সঙ্গে ভার্য্যা দোঁহে করিলেন স্বগৃহে গমন ॥
কাল ক্রমে হলো পুত্র অসমঞ্জা নামে নৃপতির
কেশিনী গর্ভেতে, হলো গরুড় ভগিনী সুমতির
গর্ভেতে অলাবু এক। সে অলাবু হলে বিদারিত
হলো রাম তাহা হতে পুত্র ষাটি সহস্র নির্গত ॥

ঘৃত পূর্ণ কুম্ভে রাখি বর্দ্ধিত করিল ধাত্রীগণ
সে সবারে। প্রাপ্ত তারা হলো যথাকালেতে যৌবন
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জা পৌরজন উৎপীড়নে রত
ছিল সদা, পিতা তারে করিলেন তাই নির্বাসিত ॥
ছিল অসমঞ্জা পুত্র অংশুমান নামে সুবিখ্যাত,
সর্বলোক প্রিয় আর প্রিয়ভাষী ছিল সে সতত ॥
গত হলে বহুকাল সগর নৃপতি মহামনা,
অনুষ্ঠিতে অশ্বমেধ করিলেন মনেতে বাসনা।
করি সে সঙ্কল্প মনে নরপতি সগর তখন
আরম্ভিলা যজ্ঞ সেই যজ্ঞদ্রব্য করি আহরণ ॥
যজ্ঞের সে অনুষ্ঠানে আজ্ঞা লাভ করি নৃপতির
হলেন সহায় তাঁর মহারথী অংশুমান বীর ॥
ধরাতল হতে উঠি মহানাগ অনন্ত তখন
যজ্ঞকালে তথা হতে করিলেন যজ্ঞাশ্ব হরণ ॥
যজ্ঞমাঝে অনন্তর নরপতি করি আবাহন
পুত্র ষাটি সহস্রেরে কহিলেন একথা তখন ॥
যজ্ঞাশ্ব হরণকারী যেখানে রয়েছে অবস্থিত,
সর্বত্র সন্ধান করি গিয়ে সেথা, করি তারে হত
আন সে যজ্ঞীয় অশ্ব। করি এই পৃথিবী খনন
সবে মিলি অশ্ব সেই কর অনুসন্ধান এখন ॥
যজ্ঞেতে দীক্ষিত আমি, যজ্ঞাশ্ব না হেরি যতদিন
পৌত্র ও ঋত্বিকগণ লয়ে হেথা রব ততদিন ॥
কহিলেন বাক্য সেই পুত্রগণে সগর যখন
আরম্ভিলা তাঁরা সবে প্রতিজনে করিতে খনন
দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে ভূমি একবর্গ যোজন তখন।
পরিঘ, কোদাল, শূল, শক্তি আদি অস্ত্রে বিদারণ
করিলেন ধরাতল যবে তাঁরা, পৃথিবী তখন

করিল চীৎকার ঘোর। আর্ত্তনাদ হলো সমুত্থিত
আহত মাতঙ্গ, সর্প, অসুর-রাক্ষস কুলে যত ॥
হয়ে তাহে চিন্তাকুল গন্ধর্বাদি আর দেবগণ
স্বয়ম্ভুর সন্নিকটে করিলেন সত্বর গমন ॥
কহিলেন দেবকুল, এ পৃথিবী করিছে খনন
সগর তনয় যত। খনন কালেতে ভগবন
সকলে তাহারা এবে বহু প্রাণী করিছে নিধন ॥
যজ্ঞাশ্ব হননকারী এই বটে, কহি ইহা সবে
হে ব্রহ্মন্, প্রাণী যত নিধন করিছে তারা এবে ॥
কহিলা স্বয়ম্ভু, করি কপিলের আকৃতি ধারণ
বাসুদেব স্থানান্তরে নিয়েছেন সে অশ্ব এখন ॥
পৃথিবী খনন এই হেরিছেন তিনি দেবগণ,
হেরিছেন আর হবে বিনষ্ট সগর পুত্রগণ।

অনন্তর করি সবে সকল পৃথিবী বিচরণ
আসি পিতৃ সন্নিধানে কহিলা সগর পুত্রগণ,
পৃথিবী খনন করি রাক্ষস দানব দৈত্য যত,
ভীমকায় আর বহু জলজন্তু করেছি নিহত ॥
যজ্ঞ বিঘ্নকারী জনে কোথাও না হেরিনু রাজন্
কি করিব এবে মোরা করুন সে আদেশ জ্ঞাপন ॥
কহিলেন নরপতি কর পুনঃ অশ্ব অন্বেষণ
রসাতল ভেদ করি। সে বাক্যে সগর পুত্রগণ
রসাতল অভিমুখে করিলেন গমন তখন,
সর্বস্থান সেথা আর লাগিলেন করিতে খনন ॥
মহ গজ বিরূপাক্ষে পূর্বদিকে হেরিলেন তাঁরা,
মস্তকে স্থাপিত তার সুবিশাল এই বসুন্ধরা ॥
ক্লান্তি বশে করে যদি কভু সে মস্তক সঞ্চালন,
পর্বত কানন সহ হয় ধরা কম্পিত তখন ॥

করি তারে প্রদক্ষিণ, দক্ষিণেতে, পশ্চিমে, উত্তরে
হেরিলা খননকালে তিনদিকে তিন গজ বরে,
মহাপদ্ম সৌমনস আর ভদ্র নামে পরিচিত,
করিলেন প্রদক্ষিণ সবারে তাঁহারা যথোচিত ॥
পূর্বোত্তর দিকে তাঁরা অনন্তর হয়ে উপনীত
হলেন ক্রোধেতে সবে সর্বভূমি খননেতে রত ॥
অগ্রসর হয়ে ক্রমে করিলেন তাঁহারা দর্শন
অদূরে কপিলরূপী নারায়ণ দেবে নিরীক্ষণ।
হেরিলেন সেথা আর যজ্ঞাশ্বে করিতে বিচরণ
যজ্ঞাশ্ব হরণকারী ভাবি তারে হলেন তখন
ক্রোধভরে তাঁর দিকে ধাবিত সগর পুত্রগণ ॥
অনন্তর সেথা সেই সগর তনয়গণে যত
করিলেন মহাতেজা কপিল ভস্মেতে পরিণত ॥

দীর্ঘকাল হলে গত পুত্রগণ গমনের পরে
আহ্বানিয়া অংশুমানে কহিলেন সগর তাঁহারে,
অশ্ব অপহারকের, পিতৃব্যগণের আর যত,
অন্বেষণে ধনুর্বাণ লয়ে তুমি হও বহির্গত ॥
পিতৃব্যগণেরে তুমি হয়ে প্রাপ্ত, করি হত আর
যজ্ঞ বিঘ্নকারী জনে এস ফিরি হেথায় আবার,
কৃতকর্মা বীর তুমি কর যজ্ঞ সফল আমার ॥
নৃপতি সগর বাক্যে ধনু খড়্গ লয়ে অংশুমান
গেলেন পিতৃব্যগণে অবিলম্বে করিতে সন্ধান ॥
যে পথে গেলেন পূর্বে সগর নৃপতি পুত্রগণ
হলেন পথেতে সেই তাঁদেরে করিতে অন্বেষণ
অগ্রসর অংশুমান, করিলেন আর নিরীক্ষণ,
বিভিন্ন স্থানেতে যত যক্ষ রক্ষ দেহ অগণন

সগর তনয় কুল করেছিল যাদেরে নিধন,
করিলেন ক্রমে আর চারি মহাগজে দরশন ॥
কহিল তাহারা সবে, কৃতকার্য্য হয়ে অংশুমান
ফিরিবে যজ্ঞাশ্ব লয়ে। শুনি তাহা সম্মুখে প্রয়াণ
করি দ্রুত অংশুমান, সেখানে হলেন উপনীত
হয়েছিল ভস্মীভূত যেখানে সগর পুত্র যত ॥
হেরি তাহা অংশুমান হয়ে মহা দুঃখেতে-মগন,
আর্তরবে উচ্চস্বরে করিলেন করুণ ক্রন্দন ॥
হেরিলেন অনন্তর যজ্ঞাশ্বে করিতে বিচরণ
অদূরে অরণ্য মাঝে। করিলেন বাসনা তখন
করিতে তর্পণ যত পিতৃব্যগণের অংশুমান,
নাহি লভিলেন জল করি সেথা সর্বত্র সন্ধান ॥
হেরিলেন অবশেষে দৃষ্টিপাত করি চারিধারে
পিতৃব্যগণের নিজ মাতুল গরুড় পক্ষী বরে ॥
কহিলেন তিনি তুমি শোক এবে কর সম্বরণ
অংশুমান, ত্রিলোকের মঙ্গলের হয়েছে কারণ
সগরের এই যত পুত্রকুল মৃত্যু হেন ভাবে,
হেথায় কপিলদেব করেছেন ভস্মীভূত সবে ॥
সাধারণ জলে বীর নহে করা উচিত তর্পণ
এ সবার, গঙ্গাজলে হবে সিক্ত এ ভস্ম যখন,
ইহারা তখন জেনো স্বর্গে সবে করিবে গমন ॥
থাকে যদি শক্তি তবে ধরাতলে কর আনয়ন
দেবলোক হতে গঙ্গা। করি এবে এ অশ্ব গ্রহণ
পিতামহ যজ্ঞ বীর কর তুমি সমাধা এখন ॥
অশ্বসহ অংশুমান আসি যজ্ঞভূমিতে তখন
করিলেন পিতামহে গরুড়ের বাক্য নিবেদন ॥
শুনি সে দারুণ বাক্য হয়ে মহা শোকেতে মগন
নিরানন্দ মনে নৃপ করিলেন যজ্ঞ সমাপন ॥

যজ্ঞঅন্তে নরপতি কি উপায়ে গঙ্গা আগমন
হবে ধরাতলে, তাহা নিরূপণে হলেন অক্ষম ॥
করি বহুকাল এই পৃথিবী পালন অনন্তর
হলেন কালের গ্রাসে নিপতিত নৃপতি সগর ॥

১১। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন।

স্বর্গধামে গেলে চলি সগর, করিল প্রজাগণ
ধর্মশীল অংশুমানে অভিষিক্ত রাজ্যেতে তখন ॥
ছিলেন মহান অতি অংশুমান হে রঘুনন্দন,
পুত্র সেই নৃপতির করেছিল জনম গ্রহণ
বিখ্যাত দিলীপ নামে। করি তাঁরে রাজ্য সমর্পণ
হিমালয়ে অংশুমান তপস্যাতে হলেন মগন ॥
মনেতে বাসনা করি গঙ্গা অবতরণের তরে
কঠোর তপস্যারত দীর্ঘকাল রহি নিষ্ঠাভরে
না লভিতে কাম্যবস্তু নৃপতি গেলেন লোকান্তরে ॥
গঙ্গা আনয়ন তরে নরপতি দিলীপ তখন
না করিতে মনে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ব্যাধি কবলিত হয়ে করিলেন স্বর্গেতে গমন
পুত্র ভগীরথে তাঁর রাজ্যভার করি সমর্পণ ॥
রাজ্যপ্রাপ্ত হয়ে নৃপ ভগীরথ ধর্মপরায়ণ
গোকর্ণ প্রদেশে পশি' তপস্যায় হলেন মগন ॥
উগ্র তপস্যাতে তাঁর কালক্রমে সহস্র বৎসর
অতিক্রান্ত হলো যবে, হয়ে তুষ্ট ব্রহ্মা অনন্তর
কহিলেন আসি সেথা সন্তুষ্ট হয়েছি নৃপবর,
লহ এবে আমা হতে ভগীরথ আকাঙ্ক্ষিত বর ॥

স্বয়ং ব্রহ্মারে সেথা সমাগত করি নিরীক্ষণ
কহিলেন যুক্তকরে ভগীরথ তাঁহারে তখন,
সন্তুষ্ট আমায় প্রতি হয়েছেন যদি ভগবন্
তপোবল আর যদি থাকে মম, তা হলে এখন
করুন বিধান যাহে সলিল সগর পুত্রগণ
আমা হতে হন প্রাপ্ত। গঙ্গাজলে প্লাবিত যখন
হবে ভস্ম তাঁহাদের, তাঁরা সবে হে দেব তখন
কলুষ বর্জ্জিত হয়ে করিবেন স্বর্গেতে গমন॥
অন্য এক বর করি তব কাছে প্রার্থনা এখন
বিলুপ্ত ইক্ষ্বাকু বংশ যেন নাহি হয় ভগবন্॥
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে, ইক্ষ্বাকুর বংশ জেনো হবে
অক্ষয় হে ভগীরথ, কিন্তু হলে স্বর্গচ্যুত এবে
মহা বেগবতী গঙ্গা, ধরাতলে হয়ে নিপতিত
করিবেন বেগে তাঁর সকল পৃথিবী বিদারিত॥
কর তুমি হে রাজন্ মহাদেবে প্রসন্ন এখন
শিব ভিন্ন অন্য কারো নাহি শক্তি করিতে ধারণ
গঙ্গার দুঃসহ বেগ। বাক্য হেন কহিয়া তখন
কহি আর ধরাতলে গঙ্গারে করিতে আগমন
লোক পিতামহ ব্রহ্মা করিলেন স্বর্গেতে গমন॥
করিলেন ভগীরথ কঠোর তপস্যা অনন্তর
অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অবস্থান করি নিরন্তর॥
পূর্ণ হলে সংবৎসর মহাদেব কহিলেন তাঁরে,
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি ভগীরথ তোমার উপরে
করিব তোমার কার্য্য, স্বর্গ হতে ধরাতে যখন
হবে নিপতিত গঙ্গা আমি তারে করিব ধারণ॥

কহি ইহা মহাদেব আরোহিয়া পর্বত শিখরে,
করি সেথা বিস্তারিত চারিদিকে দূর দূরান্তরে

সুবিপুল জটাজাল, কহিলেন গঙ্গারে তখন
হও নিপতিত এবে। অনন্তর হে রঘুনন্দন
সুর তরঙ্গিণী গঙ্গা মহাবেগে হলেন পতিত
মস্তকে শম্ভুর, হয়ে নভোতল হতে বহির্গত ॥
দেব মহেশ্বর শিরে নিপতিত হয়ে অনন্তর
হয়ে হতবুদ্ধি অতি ভ্রমিলেন পূর্ণ সংবৎসর ॥
বিমুক্ত করিতে গঙ্গা ভগীরথ হলেন তখন
রত পুনঃ শঙ্করের করিতে সন্তোষ সম্পাদন ॥
বাক্যে তাঁর মহাদেব করি এক জটা উৎপাটিত,
করিলেন মুক্ত গঙ্গা, করিলেন স্রোত প্রবাহিত ॥
হলেন সে স্রোতপথে বহির্গত সুর তরঙ্গিনী
জগৎ পবিত্র করি' পুণ্যময়ী ত্রিপথ গামিনী ॥
জগতে অদ্ভুত সেই গঙ্গা অবতরণ তখন
নেহারিতে দেবকুল করিলেন সেথা আগমন ॥
কোথাও কুটিল গতি, দ্রুততর কোথাও আবার
কোথাও নিম্নেতে নত, কোথাও উৎক্ষিপ্ত জলধার,
উর্দ্ধপানে, কোথাও বা প্রতিহত সলিল তাহার
আপন সলিলে, স্রোত হেন ভাবে বহিল গঙ্গার ॥
সুচঞ্চল মীনকুলে, শিশুমারে (১) বিবিধ সর্পেতে
আকাশ দেখালো যেন সমাচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত বিদ্যুতে ॥
হংস সমাকুল শুভ্র সলিল প্রবাহে অনুক্ষণ
সহস্র ধারেতে হয়ে পরিব্যাপ্ত গগন তখন
দেখালো করেছে যেন শরতের শুভ্রতা ধারণ ॥
কভু উর্দ্ধগামী হয়ে কভু আর হয়ে অধোগত
শম্ভু শিরভ্রষ্ট সেই বারিধারা হলো নিপতিত,
ধরাতলে অনন্তর। পবিত্র সে সলিলে তখন
করি স্নান হলো রাম পাপ হতে মুক্ত সর্বজন ॥

(১) শিশুমার—শুশুক

দিব্য রথে ভগীরথ করিলেন অগ্রেতে গমন
করি যেন নৃত্য গঙ্গা করিলেন পশ্চাতে গমন ॥
সগর তনয় যত করেছিলা খনন যেখানে
ভূতল, জলধি সম বৃহৎ সে খাত সন্নিধানে
আসি ক্রমে গঙ্গা সহ, পশি নৃপ পাতালে সেথায়
গেলেন রয়েছে ভস্ম পিতামহকুলের যথায় ॥
সে ভস্ম প্লাবিত সেথা হলো গঙ্গা সলিলে যখন,
সগর তনয় যত স্বর্গে সবে গেলেন তখন ।
কহিলেন ভগীরথে ব্রহ্মা তাহা করি নিরীক্ষণ
সগরের পুত্রগণে সমুদ্ধার করেছ এখন ॥
হে নৃপতি হবে এবে হেথা এ জলধি পৃথিবীতে
সগরের নাম হতে সুবিখ্যাত সাগর নামেতে ॥

পুত্রগণ সহ তাঁর রহিবেন স্বর্গে ততদিন
সগর, ধরণীতলে সাগর রহিবে যতদিন ॥
তোমার দুহিতা সমা গঙ্গা এই হবেন এখন
ভাগীরথী নামে খ্যাত। করেছেন ভূমিতে গমন
গঙ্গা নাম তাই তাঁর। করেছেন ত্রিলোক প্লাবিত
ত্রিলোক ভ্রমণ করি, ত্রিপথগা নামে অভিহিত
করেছেন তাই তাঁরে দেবগণ ঋষিগণ যত ॥
মহানদী গঙ্গা এই ভূতলে রবেন যতদিন,
তোমার অক্ষয়কীর্তি ধরণীতে রবে ততদিন ॥
তোমার বংশেতে পূর্বে যাঁহারা ছিলেন নরপতি,
নৃপতি সগর, নৃপ অংশুমান, দিলীপ নৃপতি
হলেন অক্ষম সবে যে সঙ্কল্প করিতে পূরণ
লভেছ অতুলকীর্তি করি সেই প্রতিজ্ঞা পালন ॥
হও শুদ্ধ লভ পুণ্য, করি স্নান গঙ্গাতে এখন
কর আর গঙ্গাজলে পিতামহ কুলের তর্পণ ॥

তর্পণ সমাধা করি পিতামহগণের তখন
নরপতি ভগীরথ করিলেন অযোধ্যা গমন ॥
গঙ্গা অবতরণের পবিত্র এ কাহিনী এখন
বিস্তারি তোমার কাছে কহিলাম হে রঘুনন্দন ॥

১২। সমুদ্র মন্থন—মরুদগণের আখ্যান ॥

অনন্তর ভাবি মনে বিশ্বামিত্র বর্ণিত আখ্যান
রাম আর লক্ষ্মণের হলো সেই নিশি অবসান ॥
অর্চনা করিয়া শেষে বিশ্বামিত্রে প্রভাতে তখন
কহিলেন রাম তব শ্রেষ্ঠ বাক্য করেছি শ্রবণ
রজনী বিগত এবে হব মোরা উত্তীর্ণ এখন
পবিত্র সলিলা গঙ্গা। হেথায় এসেছে ভগবন্
বিশাল তরণী এক, আপনারে নেহারি এখানে
এসেছে করিতে পার, তরী এই হয় মম মনে।
হলেন উত্তীর্ণ শুনি রামের সে বাক্য মুনিবর
লয়ে সবে, পশিলেন সুরম্য পুরীতে অনন্তর
নরপতি বিশালের। কহিলেন শ্রীরাম তখন
হেথাকার রাজবংশ পরিচয় এবে ভগবন্
শুনিতে বাসনা মম। কহিলেন বিশ্বামিত্র তাঁরে
শোন রাম, সে কাহিনী এবে আমি কহিব তোমারে।
সত্যযুগে তেজে বীর্য্যে হয়েছিলা দর্পেতে উদ্ধত
দিতি আর অদিতির মহাবল পুত্রগণ যত ॥
মহাত্মা কশ্যপ পুত্র সবে তারা, বৈমাত্রেয় আর
মাতৃভগ্নী জাত ভ্রাতা। অভিলাষ ছিল সে সবার
করিতে একেরে অন্যে জয় সদা, মনে অনন্তর
ভাবিলেন সবে তাঁরা হব মোরা অজয় অমর ॥

অমৃত লাভের তরে করিলেন সঙ্কল্প তখন
ক্ষীরোদ সাগর তাঁরা সবে মিলি করিতে মন্থন ॥
মন্থনের দণ্ড তাঁরা করি গিরি মন্দরে তখন
বাসুকিরে করি রজ্জু করিলেন সাগর মন্থন।
সে মন্থনে সমুত্থিত হলো সব বরাঙ্গণা যত
দিব্যরূপা তারা সবে দিব্য আভরণেতে ভূষিত ॥
নাহি করিলেন কেহ দেবে দৈত্যে সে সবে গ্রহণ,
সাধারণ স্ত্রী রূপেতে হলো গণ্য তাহারা তখন,
অপ্ হতে সমুদ্ভূত হয়েছিল তাহারা সকলে
অপ্সরা নামেতে তাই পরিচিত তারা ভূমণ্ডলে ॥
বারুণী (১) বরুণ কন্যা অনন্তর হলো সমুত্থিত
করিলেন প্রত্যাখ্যান তারে রাম দিতি পুত্র যত ॥
অদিতির পুত্রগণ প্রীতিভরে গ্রহণ তখন
করিলেন তারে সেথা। করিলেন সুরা সে গ্রহণ,
খ্যাত তাই দেবগণ সুর নামে। দিতি পুত্র যত
করি সুরা প্রত্যাখ্যান অসুর নামেতে হলো খ্যাত ॥
অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ সেখানে
একে একে হলো ক্রমে সমুদ্ভূত সমুদ্র মন্থনে ॥
অনন্তর সে মন্থনে হলো রাম অমৃত উদ্ভূত,
করি পূর্ণ কমণ্ডলু সে অমৃতে হলেন উত্থিত
বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরী। হলো আর উত্থিত তখন
বিবাদজনক বিষ। মিলি সবে যত নরগণ
করিল গ্রহণ সেথা বিষ সেই হে রঘুনন্দন ॥
দেবতাগণের সনে অসুর গণের অনন্তর
অমৃতের তরে হলো সংগ্রাম সেথায় ঘোরতর ॥
অমিত বিক্রমশালী অদিতির পুত্রগণ যত
দিতি পুত্রগণে যত করিলেন সংগ্রামে নিহত ॥

বারুণী—সুরা।

যবে দিতি পুত্রগণে করিলেন হত দেবগণ
কহিলেন দেবী দিতি হয়ে অতি দুঃখিত তখন
ভর্ত্তা কশ্যপেরে তাঁর, মম পুত্রগণে ভগবন
করেছে নিহত তব ইন্দ্র আদি যত পুত্রগণ,
ইন্দ্রহন্তা পুত্র এক করি আমি কামনা এখন।
কহিলা কশ্যপ তুমি শুদ্ধাচারে করিলে যাপন
সহস্র বৎসর, হবে ইন্দ্র হন্তা তনয় তখন ॥

কহি ইহা দিতি দেহ করি হস্তে স্পর্শন, মার্জন, (১)
কশ্যপ, তপস্যা তরে করিলেন অন্যত্র গমন,
সুকঠোর তপস্যাতে রত দেবী হলেন তখন ॥
বিনীত ভাবেতে ইন্দ্র সে তপস্যা কালেতে তাঁহার
আসি সেথা নিষ্ঠাভরে করিলেন বহু সেবা তাঁর ॥
ফলমূল জল পুষ্প কুশ অগ্নি সমিধ সেখানে
আনিতেন সদা ইন্দ্র আহরণ করি সযতনে ॥
করি শ্রম দূর তাঁর করি তাঁর গাত্র সংবাহন
করিতেন পরিচর্য্যা, করি সব কার্য্য সম্পাদন ॥
করি প্রীতি লাভ দিতি কহিলেন ইন্দ্রে অনন্তর
দশ বর্ষ অবশিষ্ট ছিল যবে সহস্র বৎসর
হতে পূর্ণ, হোক শুভ, প্রীত আমি হয়েছি এখন
হে ইন্দ্র তোমার প্রতি, করিবে ভ্রাতারে নিরীক্ষণ,
দশ বর্ষ কাল আর হবে অতিবাহিত যখন ॥
হে পুত্র তোমার কার্য্যে উৎসাহিত করিব তাহারে
ভ্রাতৃ ভাবে মিলি দোঁহে রাজ্য প্রাপ্ত হবে এইবারে
কহি ইহা নিদ্রাবেশে করিলেন সেথায় শয়ন,
চরণ স্থাপন স্থানে করি দিতি মস্তক স্থাপন ॥

মার্জন—হাত বুলানো

অশুদ্ধ ভাবেতে তাঁরে হেরি ইন্দ্র করিতে শয়ন,
করি হাস্য, করি তাঁর দেহ মাঝে প্রবেশ তখন
গর্ভ তাঁর সপ্ত খণ্ডে করিলেন বজ্রেতে ছেদন ॥
প্রতি খণ্ড সপ্ত খণ্ডে করিলেন ছেদন আবার,—
হলেন জাগ্রত দিতি ক্রন্দন গর্ভেতে শুনি তাঁর।
'মারুদ' 'মারুদ' (১) কহি গর্ভ সেই ইন্দ্র পুনরায়,
করিতে বিভক্ত বজ্রে সমুদ্যত হলেন সেথায় ॥
'মেরো না' 'মেরো না' ইন্দ্রে কহিলেন দিতি বারবার
মাতৃবাক্য রক্ষা তরে বাহিরিয়া দেহ হতে তাঁর
কহিলেন ইন্দ্র তাঁরে, যুক্তকরে হয়ে অবস্থিত,
চরণ স্থাপন স্থানে রাখি শির ছিলেন শায়িত
অশুচি ভাবেতে দেবি, ছিদ্র সেই করি নিরীক্ষণ
ভবিষ্যৎ হন্তা মম গর্ভে তব করেছি ছেদন ॥
বিভক্ত নেহারি গর্ভ হয়ে অতি দুঃখিত তখন
কহিলেন ইন্দ্রে দিতি, বহুভাগে বিভক্ত এমন
হয়েছে এ গর্ভ মম হে দেবেশ, দোষেতে আমার,
হয় নাই অপরাধ আত্মহিত প্রয়াসী তোমার ॥
এ সপ্ত সপ্তক হোক মারুত নামেতে খ্যাত এবে
অমৃত ভোজন করি, ধরি আর দিব্যরূপ সবে
মারুত মণ্ডলী সেই আজ্ঞাধীন হউক তোমার,
হে ইন্দ্র পালন তুমি কর এবে এ বাক্য আমার ॥
করেছিলে মানা তুমি এ সবারে করিতে রোদন,
'মারুদ' 'মারুদ' বলি, তাই হবে এদের এখন
হে ইন্দ্র মারুত নাম, যুক্তকরে বাসব তখন
কহিলেন 'হোক্ তাই'। মাতাপুত্রে স্বর্গেতে গমন
করিলেন অনন্তর। করিলেন দিতির যেখানে
সেবা ইন্দ্র, এ সে দেশ, অলম্বুষা গর্ভেতে এখানে

মারুদ—রোদন কোরনা।

বিশাল নামেতে পুত্র, ইক্ষ্বাকুর জন্মিলেন রাম,
বৈশালী নগরী তিনি করিলেন হেথায় নির্মাণ ॥
তাঁর বংশজাত নৃপ বীর্য্যবান ধর্মাত্মা প্রমতি,
বৈশালী নগরী এই করিছেন শাসন সম্প্রতি ॥
হেথায় রজনী রাম আজি মোরা করিব যাপন,
রাজর্ষি জনকে কাল প্রভাতে করিব দরশন ॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর করেছেন রাজ্যে আগমন
নৃপতি প্রমতি তাহা করিলেন শ্রবণ যখন
পুরোহিত সহ আসি পাদ্য অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
কহিলেন যুক্তকরে, মম সম নাহি পুণ্যবান
হে ব্রহ্মণ, রাজ্যে মম আপনারে হেরি সমাগত,
সফল জনম মম, পূর্ণ মম অভিলাষ যত ॥

১৩। গৌতম আশ্রম—অহল্যার শাপমুক্তি—মিথিলা।

প্রমতির বাক্য শুনি কহিলেন তাঁহারে তখন
সিদ্ধাশ্রম কথা আর রাক্ষস বধের বিবরণ
বিশ্বামিত্র, শুনি তাহা বিস্মিত প্রমতি নৃপবর
রাম আর লক্ষ্মণেরে করিলেন বহু সমাদর ॥
রজনী যাপিয়া সেথা প্রভাত কালেতে অনন্তর
মিথিলার অভিমুখে সকলে হলেন অগ্রসর ॥
মিথিলা সমীপে আসি সেথা রাম করি নিরীক্ষণ
কাননে আশ্রম এক, করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
বিশ্বামিত্রে, এই বন কেন হেরি নির্জন এমন
মুনিজন পরিত্যক্ত, ঘন ছায়া ঘেরা মনোরম
এ আশ্রম ছিল কার চাহি তা' শুনিতে ভগবন্ ॥

কহিলেন বিশ্বামিত্র ছিল পূর্বে এ আশ্রম যাঁর
শাপেতে তাঁহার রাম, শূণ্য ইহা, সেই মহাত্মার
কহি বার্ত্তা শোন এবে, বৃক্ষ পুষ্প ফল সমন্বিত
পুণ্যাশ্রম এই ছিল গৌতম নামেতে সুবিদিত
মহাত্মার, বহুবর্ষ মুনিবর গৌতম হেথায়
ছিলেন তপস্যা রত, নিয়ে সঙ্গে পত্নী অহল্যায় ॥
অনন্তর একদিন আশ্রমের বাহিরে যখন
ছিলেন গৌতম, ইন্দ্র আসি মুনিবেশেতে তখন
অহল্যা সমীপে সেথা, কহিলেন হে রাম তাঁহারে
কর অয়ি সুনিতম্বে, আলিঙ্গন প্রদান আমারে ॥
হলেও গৌতম সম মুনিবেশধারী সুরপতি
অহল্যা চিনিলা তাঁরে, হলো তাঁর তবুও দুর্মতি
কৌতূহল বশে রাম, করিবারে বাসনা পূরণ
দেবেন্দ্রের, তাই তাঁরে করিলেন সম্মতি জ্ঞাপন ॥
কহিলেন অনন্তর, সিদ্ধকাম হয়েছ এখন
সুরশ্রেষ্ঠ, কর এবে হেথা হতে সত্বর গমন
অলক্ষিতে সবাকার। রক্ষা তুমি কর আপনারে
সর্বরূপে দেবরাজ, রক্ষা আর কর তুমি মোরে ॥
কহিলেন অহল্যারে মৃদু হাসি দেবেন্দ্র তখন,
লভেছি সন্তোষ আমি, করিতেছি সত্বর গমন,
ক্ষমিও আমারে তুমি। কুটির বাহিরে অনন্তর
গৌতমের ভয়ে ভীত দেবরাজ গেলেন সত্বর ॥
হেরিলেন হেনকালে অগ্নিপ্রভ গৌতমে তখন
কুশ ও সমিধ হস্তে স্নানান্তে করিতে আগমন ॥
আশ্রমেতে হেরি তাঁরে বিষণ্ণ হলেন সুরপতি
কহিলা গৌতম ক্রোধে হেরি ইন্দ্রে, করেছ দুর্মতি
অকর্তব্য কাজ যেই মম বেশে করি আগমন,
দুষ্কার্য্যের ফলে সেই হও প্রাপ্ত ক্লীবত্ব এখন ॥

হয়ে ক্লীব সুরপতি গৌতমের ক্রোধেতে তখন
হলেন ব্যথিত অতি। ভার্য্যারেও দিলেন গৌতম
অভিশাপ অনন্তর কহি ইহা, দুষ্কার্য্যেতে রত
রে দুষ্ট চারিণি, এই বন মাঝে রহি অবিরত
সবার অদৃশ্য হয়ে, করি ভস্মশয্যায় শয়ন
সহস্র বৎসর তুমি কর অনুতাপেতে যাপন ॥
দশরথ পুত্র রাম আসিবেন হেথায় যখন
লোভ মোহ শূণ্য হয়ে করি তাঁর আতিথ্য তখন
হবে পাপ মুক্ত তুমি, অনন্তর হয়ে হর্ষান্বিত
আমার সঙ্গেতে তুমি পুনরায় হবে সম্মিলিত ॥

কহি ইহা অহল্যারে করি হিমালয়েতে গমন
সুকঠোর তপস্যায় গৌতম হলেন নিমগন ॥
কহিলেন অনন্তর অগ্নি আদি দেবগণে যত
ক্লীবত্বে বিকৃতি প্রাপ্ত সুরপতি কথা হেনমত,
ক্রোধ উৎপাদন করি গৌতমের, ঘটায়েছি তাঁর
তপস্যার বিঘ্ন, তাই লভেছি এ বিকৃত আকার ॥
করেছেন ক্লীব মোরে, অহল্যারে পরিত্যাগ আর
ক্রোধেতে গৌতম, তাহে তপোবিঘ্ন হয়েছে তাঁহার ॥
দেবকুল কার্য্য আমি এভাবে করেছি সম্পাদন
আমার বিকৃতি দূর সবে মিলি করুন এখন ॥
কহিলেন পিতৃগণে শুনি তাহা, যত দেবগণ
করুন বিকৃতি দূর মহেন্দ্রের। করি তা' শ্রবণ
পুরুষত্ব দান ইন্দ্রে করিলেন যত পিতৃগণ ॥
হে রাম, আশ্রমে এই গৌতমের প্রবেশি এখন
কর এবে শাপগ্রস্তা অহল্যার উদ্ধার সাধন ॥
মুনিবর বিশ্বামিত্রে রাখি পুরোভাগেতে তখন
লক্ষ্মণের সহ রাম করিলেন সেথায় গমন ॥

হেরিলেন পশি সেথা তপস্যা-প্রভাবে সমুজ্জ্বল
মহাভাগা অহল্যারে, যেন ধূমে আবৃত অনল
যেন মেঘাবৃত চন্দ্র, যেন আর সলিলে বিম্বিত
দীপ্ত সূর্য্যপ্রভা সম। বিধাতার সযত্ন নির্মিত
মায়াময়ী নারী যেন দিব্যরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত,
সবার অদৃশ্য হয়ে সেথায় আছেন বিরাজিত॥
রামের দর্শন লাভ না হতে অদৃশ্য ত্রিলোকের
রবেন অহল্যা, এই অভিশাপ ছিল গৌতমের॥
ছিলেন অদৃশ্য তাই অহল্যা, সেথায় অবস্থিত
হেরিলেন তাঁরে এবে সবে তাঁরা। হয়ে উপনীত
লক্ষ্মণের সহ রাম অহল্যার সমীপে তখন
করিলেন প্রণিপাত করি তাঁর চরণ গ্রহণ॥
প্রীতিভরে পাদ্যঅর্ঘ্য আসন প্রদানি অনন্তর
গৌতমের বাক্য স্মরি' অহল্যা পূজা ও সমাদর
করিলেন ভ্রাতা দোঁহে, করিলেন সে পূজা গ্রহণ
লক্ষ্মণের সহ রাম। দেববাদ্য দুন্দুভি তখন
আকাশে উঠিল বাজি, পুষ্পবৃষ্টি হলো বহু আর
হেরি রাম সমাগম উগ্র তপস্যাতে অহল্যার
'সাধু' 'সাধু' 'সাধু' রবে সম্মিলিত যত দেবগণ
সুবিশুদ্ধা অহল্যারে করিলেন সম্মান জ্ঞাপন॥
নিরীক্ষণ করি সব দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে গৌতম
আসি সেথা ভ্রাতা দোঁহে সমাদর করিয়া তখন
হলেন বিশুদ্ধা ভার্য্যা অহল্যার সহ সম্মিলিত
হলেন আশ্রমে সেই ভার্য্যা সহ তপস্যাতে রত॥ (১)
গৌতমের সমাদর করি লাভ রাম অনন্তর
হলেন আশ্রম হতে মিথিলার পানে অগ্রসর॥
বিশ্বামিত্রে লয়ে অগ্রে পূর্বোত্তর দিকেতে তখন
চলি ক্রমে ভ্রাতা দোঁহে করিলেন আসি নিরীক্ষণ

জনকের যজ্ঞশালা। করেছেন যথা আগমন
দেশ দেশান্তর হতে প্রীতিভরে বহু দ্বিজগণ ॥

বিশ্বামিত্র মুনিবর অনন্তর করি নির্বাচিত
নিরজন স্থান এক মনোজ্ঞ সলিল সমন্বিত
করিলেন অবস্থান। মিথিলেশ জনক তখন
শুনি বার্তা, পুরোহিত শতানন্দ সহ আগমন
করি সেথা, পাদ্যেঅর্ঘ্যে সম্বর্দ্ধনা করি সমাদরে
মুনিবর বিশ্বামিত্রে, যুক্তকরে কহিলেন তাঁরে
তব অনুগামী যত মুনিগণ সহ ভগবন্
মম যজ্ঞ অনুষ্ঠান এসেছেন করিতে দর্শন
হয়েছি কৃতার্থ তাহে। দ্বাদশ দিবস এবে আর
অবশিষ্ট মুনিবর আছে এই যজ্ঞের আমার ॥
এসেছে হেথায় এই ধনুর্দ্ধারী প্রিয় দরশন
যে দুটি কুমার তারা কাহার তনয় ভগবন্ ॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র দশরথ নৃপতি কুমার
এ রাম লক্ষ্মণ দোঁহে, কহিলেন বিস্তারিয়া আর
রাক্ষস বধের কথা, লভেছেন কিভাবে দর্শন
শাপ অন্তে অহল্যার, কহিলেন সেই বিবরণ ॥

১৪। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান।

গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ করিয়া শ্রবণ
বিশ্বামিত্র বাক্য সেই আনন্দিত হলেন তখন
কহিলেন তিনি আর, হয়েছেন মাতা কি আমার
পাপমুক্ত হয়ে মম পিতা সনে মিলিত আবার ॥

সুকঠোর তপস্যায় সুপবিত্রা মম জননীরে
করেছেন গ্রহণ কি পিতা মম সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
শতানন্দ মুনিবরে বিশ্বামিত্র কহিলা তখন
তব মাতা পতিসনে হয়েছেন মিলিত এখন ॥
শুনি তাহা শতানন্দ কহিলেন রামে অনন্তর
বিশ্বামিত্র সহ তুমি হেথায় এসেছ রঘুবর
সৌভাগ্য বশেতে মম। হিতকামী সতত তোমার
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, তোমা সম ধন্য কেহ আর
নাহি এই পৃথিবীতে, কর তুমি শ্রবণ এখন
ইঁহার বৃত্তান্ত যত। ছিলেন নৃপতি একজন
কুশ নামে, স্বয়ম্ভুর তনয় ছিলেন তিনি রাম,
পুত্র তাঁর কুশনাভ, মহামতি গাধি যাঁর নাম
কুশনাভ পুত্র তিনি, বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন
অযুত বৎসর ইনি করিলেন পৃথিবী পালন ॥

অনন্তর একদিন নানা দেশ করিতে ভ্রমণ
বাহির হলেন তিনি, লয়ে সঙ্গে সৈন্য অগণন
আসিলেন অবশেষে বহু স্থান করি পর্য্যটন
নানা বৃক্ষে সুশোভিত বশিষ্ঠ আশ্রমে মনোরম ॥
পশি সে আশ্রমে সেথা বশিষ্ঠের লভি দরশন
করি প্রীতিলাভ, তাঁরে করিলেন প্রণাম জ্ঞাপন ॥
জানায়ে স্বাগত করি আসন প্রদান সমাদরে
বিশ্বামিত্রে, ফলমূল মুনিবর দিলেন তাঁহারে ॥

করিলেন দোঁহে তারা কুশল জিজ্ঞাসা পরস্পর
কহিলেন অনন্তর সহাস্যে বশিষ্ঠ মুনিবর
বিশ্বামিত্রে, হে রাজন্ যথাযোগ্য আতিথ্য আমার
করুন গ্রহণ হেথা সৈন্যদল সহ আপনার।

কহিলেন বিশ্বামিত্র, ফলমূল পাদ্য ভগবন্
লভি আশ্রমেতে এই লভি আর তব দরশন
হয়েছি পূজিত আমি, আমাতে রহুক সর্বক্ষণ
স্নেহ দৃষ্টি আপনার, করি মম প্রণাম জ্ঞাপন
যাই এবে মুনিবর। পুনঃ পুনঃ তবু নিমন্ত্রণ
করিলেন বিশ্বামিত্রে সমাদরে বশিষ্ঠ তখন॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র প্রিয় যাহা হয় আপনার
মুনিবর হোক্ তাই। কামধেনু শবলারে তাঁর
আহ্বানি বশিষ্ঠ সেথা কহিলেন তাহারে তখন
শবলে, করেছি আমি মনে মনে সঙ্কল্প এখন
সৈন্যসহ বিশ্বামিত্রে যথাযোগ্য করিতে সৎকার,
পূর্ণ এবে হে শবলে কর সেই সঙ্কল্প আমার॥
ষড় রস মাঝে যাহে অভিলাষ দেখিবে যাহার
সেই বস্তু দিয়ে তারে কর পূর্ণ বাসনা তাহার॥
অন্ন ও পানীয় আর চোষ্য লেহ্য বিবিধ প্রকার
ভোজ্য দ্রব্যে নৃপতির কর তুমি উচিত সৎকার॥
বশিষ্ঠের বাক্য শুনি কামধেনু শবলা তখন
যার যাহা অভিরুচি করিল তাহারি আয়োজন॥
ইক্ষু, মধু, লাজ, যব অন্ন আর পানীয় উত্তম
মিষ্টান্ন, পিষ্টক, দধি শবলা করিল উৎপাদন॥
সহস্র সহস্র সেথা রৌপ্য ভাণ্ড হলো আবির্ভূত,
ষড় রসময় নানা স্বাদু ভোজ্য দ্রব্যেতে পূরিত॥
যার যাহা কাম্যবস্তু করি তাই প্রদান তখন
শবলা সবার সেথা করেছিল বাসনা পূরণ॥
ব্রাহ্মণ অমাত্য লয়ে, লয়ে ভৃত্য, লয়ে সৈন্যগণ,
বিশ্বামিত্র হয়ে হৃষ্ট কহিলেন বশিষ্ঠে তখন॥
লভেছি ব্রহ্মণ হেথা সমাদর বহু আপনার
করুন হে ভগবন বাক্য এক শ্রবণ আমার॥

লক্ষ ধেনু বিনিময়ে করুন প্রদান এবে মোরে
রত্ন সম এ শবলা, ভগবন্ পৃথিবী ভিতরে
সর্বরত্ন অধিকারী হন সদা নরপতিগণ
ন্যায় অনুসারে তাই মম প্রাপ্য শবলা রতন ॥
কহিলেন প্রত্যুত্তরে বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠ তখন
লক্ষ কিংবা শত কোটি গাভী আর রজতে রাজন্
রাশীকৃত, করিব না প্রদান এ শবলা আমার,
সতত সঙ্গিনী মম এ শবলা, বিহনে তাহার
হোম আদি কার্য্য মম হব্য কিংবা অগ্নিহোত্র আর
হে নৃপ, জীবনযাত্রা নাহি হবে নির্বাহ আমার ॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র, স্বর্ণময় ভূষণে ভূষিত
সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব চতুষ্টয় সমন্বিত
বহু রৌপ্যময় রথ, সহস্র সহস্র অশ্ব আর
কোটি ধেনু দিব আমি, করুন প্রদান আপনার
শবলা আমারে এবে। কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
শবলাই রত্ন মম শবলাই আমার জীবন
দিব না তাহারে, আর বাক্য ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন ॥
কামধেনু দিতে তাঁরে অসম্মত হলেন যখন
বশিষ্ঠ, সবলে করি ধেনু সেই গ্রহণ তখন
চলিলেন বিশ্বামিত্র। রাজভৃত্য দলে বিদূরিত
করি সেই কামধেনু মহাবেগে হলো উপনীত
বশিষ্ঠের সন্নিধানে, সরোদনে কহিল সে আর
শোকে অভিভূত হয়ে পড়ি পাদমূলেতে তাঁহার,
আপনার কাছ হতে কেন এই রাজ সৈন্যগণ
নিতেছে আমারে এবে, কি কারণে মোরে ভগবন্
করেছেন পরিত্যাগ। কহিলেন বশিষ্ঠ তাঁহারে
কর নাই কোন দোষ হে শবলে, আমিও তোমারে

করি নাই পরিত্যাগ, নৃপ এই তোমারে এখন
নিতেছেন হেথা হতে করি নিজ বলেতে গ্রহণ ॥
এ নৃপতি সমতুল্য বল কিছু নাহিক আমার
রাজা তিনি পৃথিবীর, অক্ষৌহিনী সেনা সঙ্গে তাঁর ॥
কহিল শবলা করি বশিষ্ঠের সে কথা শ্রবণ
ক্ষত্রবল হতে দিব্য ব্রহ্মবল প্রবল ব্রহ্মন্ ॥
তব ব্রহ্মবলে পুষ্ট আমারে করুন নিয়োজিত,
করিব এ দুরাত্মার বল আর দর্প বিচূর্ণিত ॥

শবলার বাক্য শুনি কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
শত্রু সংহারক সৈন্য কর তুমি সৃজন এখন ॥
শবলার হম্বারবে তখন পহ্লব সৈন্য যত
হয়ে সমুৎপন্ন সেথা, বহু সৈন্য করিল নিহত
বিশ্বামিত্র নৃপতির। বিশ্বামিত্র ক্রোধেতে তখন
করিলেন নানা অস্ত্রে সে পহ্লব কুলেরে নিধন ॥
শক ও যবন সৈন্য অনন্তর করিল সৃজন
শবলা, সশস্ত্র সেই সৈন্যদল করিল নিধন
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণে। হয়ে অতি সন্ত্রস্ত তখন
করিলেন বিশ্বামিত্র নানাবিধ অস্ত্র বরিষণ ॥
বিশ্বামিত্র অস্ত্রে হেরি শক আদি সৈন্যে নিপীড়িত,
কহিলেন শবলারে সৈন্য পুনঃ করিতে সৃজিত
মহর্ষি বশিষ্ঠ সেথা। তখন হুঙ্কার হতে তার
উৎপন্ন কাম্বোজ সেনা হলো সেথা, বক্ষ হতে আর
পহ্লব উদ্ভূত হলো, সৃষ্ট হলো যোনি হতে তার
যবন, উৎপন্ন হলো মলদ্বার হতে শক আর ॥
হলো সমুৎপন্ন আর লোমকূপ হতে শবলার
ম্লেচ্ছ ও কিরাত সৈন্য, সৈন্য আর নামেতে তুষার ॥

হয়ে তারা সম্মিলিত, অশ্ব, রথ, গজ সমন্বিত
বিশ্বামিত্র সৈন্যদলে সব সেথা করিল নিহত ॥
বিশ্বামিত্র নৃপতির শত পুত্র করি নিরীক্ষণ
হত যত সৈন্য দলে, লয়ে নানা আয়ুধ তখন
মহর্ষি বশিষ্ঠ পানে সবে মিলি হলো প্রধাবিত,
করিলেন সে সবারে বশিষ্ঠ হুঙ্কারে ভস্মীভূত ॥
হেরি যত সৈন্য আর পুত্রগণে নিহত তখন
বিশ্বামিত্র নৃপবর হলেন চিন্তাতে নিমগন ॥
হলেন নিষ্প্রভ যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত,
ভগ্নদন্ত সর্প যেন, সূর্য্য যেন রাহু আচ্ছাদিত ॥
হয়ে নিরুৎসাহ অতি ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গেব প্রায়,
হলেন বৈরাগ্যপ্রাপ্ত বিশ্বামিত্র নৃপতি সেথায় ॥

অনন্তর পুত্রে এক রাজ্যভার করি সমর্পণ
পশি হিমালয়ে সেথা তপস্যাতে হলেন মগন
শঙ্করে করিতে তুষ্ট। কিছুকাল গতে অনন্তর
মহাদেব আসি সেথা কহিলেন, বল নৃপবর
চাহ কোন্ বর তুমি। বিশ্বামিত্র কহিলা তখন
মম প্রতি তুষ্ট দেব হয়ে যদি থাকেন এখন
সরহস্য ধনুর্বেদ, সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্র সহ সব
প্রদান করুন মোরে। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, দানব
যক্ষ রক্ষ সবাকার অস্ত্র যত যেন ভগবন্
হয় মম করায়ত্ত। কহিলেন শঙ্কর তখন
বিশ্বামিত্রে 'হবে তাই' অনন্তর স্বস্থানে গমন
করিলেন মহাদেব। লভি অস্ত্র হয়ে নিমগন
হর্ষে অতি, বশিষ্ঠের আশ্রমে হলেন উপনীত
দর্পভরে বিশ্বামিত্র, আসি সেথা অস্ত্র রাশি যত

করিলেন বরিষণ, দগ্ধ তাহে হলো তপোবন।
হয়ে তাহে ভীত অতি করিতে লাগিল পলায়ন
আশ্রম নিবাসী সবে। কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
নাহি ভয়, নাহি ভয়, করে নাশ নীহার যেমন
দিবাকর, নাশ আমি বিশ্বামিত্রে করিব তেমন।

কহি ইহা করিলেন ক্রোধভরে বশিষ্ঠ তখন
যমদণ্ড সমতুল ব্রহ্মদণ্ড ত্বরা উত্তোলন॥
'তিষ্ঠ এবে তিষ্ঠ' বলি করিলেন আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর
সমুদ্যত বিশ্বামিত্র, করি বাক্য শ্রবণ তাঁহার
কহিলা বশিষ্ঠ তাঁরে, বল এবে কর প্রদর্শন
তোমার ক্ষত্রিয়াধম, দর্প আমি বিনাশ এখন
করিব তোমার মূঢ়, কোথা তুচ্ছ ক্ষত্রবল আর
কোথায় বা ব্রহ্মবল, কর তুমি প্রত্যক্ষ আমার
দিব্য ব্রহ্মবল এবে। আগ্নেয়াস্ত্র সেই অনন্তর
করিলেন প্রতিহত ব্রহ্মদণ্ডে বশিষ্ঠ সত্বর॥
ক্রোধভরে বিশ্বামিত্র করিলেন নিক্ষেপ তখন
রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, বারুণাস্ত্র, অস্ত্র সন্তাপন
বজ্রাস্ত্র, দণ্ডাস্ত্র আর নানাবিধ অস্ত্র তাঁর যত,
করিলেন ব্রহ্মদণ্ডে সব সেই অস্ত্র প্রতিহত
মহর্ষি বশিষ্ঠ সেথা। নিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্র অনন্তর
করিলেন বিশ্বামিত্র, হেরি তাহা শঙ্কিত অন্তর
হলেন মহর্ষি আর দেবতা গন্ধর্ব আদি যত,
করিলেন ব্রহ্মদণ্ডে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিহত
সেই ব্রহ্মাস্ত্রও তাঁর। কহিলেন বশিষ্ঠে তখন
মুনিগণ, করেছেন নিগৃহীত আপনি এখন
বিশ্বামিত্রে, সুপ্রসন্ন এবার হউন মুনিবর,
করিলেন শান্তভাব গ্রহণ বশিষ্ঠ অনন্তর॥

করি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ, হয়ে অতি বিষাদে মগন
পরাভূত বিশ্বামিত্র কহিলেন একথা তখন,
ধিক্ ক্ষত্রবলে ধিক্, যেই বল ব্রহ্মতেজোদ্ভুত
তাহাই প্রকৃত বল, ছিল মম নানা অস্ত্র যত
একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডে সব তাহা হলো প্রতিহত ॥
করিব তপস্যা হেন করি' মম ইন্দ্রিয় সংযম
লভিব ব্রহ্মত্ব যাহে। করি দূরে নিক্ষেপ তখন
অস্ত্র যত, করিলেন সেথা হতে অন্যত্র গমন ॥

১৫। ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান।

অনন্তর বিশ্বামিত্র অন্তরেতে স্মরি' অনুক্ষণ,
নিজ পরাজয় কথা, হয়ে অতি সন্তপ্ত তখন
গেলেন দক্ষিণ দিকে লয়ে সঙ্গে মহিষীরে তাঁর
তপোবন মাঝে সেথা হলেন তপস্যারত আর,
ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ তরে। কালক্রমে জনম গ্রহণ
করিল সেথায় তাঁর একে একে পুত্র চারিজন ॥
হবিস্যন্দ, মধুস্যন্দ দৃঢ়নেত্র আর মহোদর
ছিল নাম সে সবার। অনন্তর সহস্র বৎসর
হলো যবে অতিক্রান্ত, বিশ্বামিত্র তীব্র তপস্যায়
করিলেন দীপ্তিলাভ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রায়।
করি আগমন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্র সমীপে তখন
কহিলেন হে কৌশিক, তপোবনে করেছ এখন
বিজয় রাজর্ষি লোক, আমরা করিব সম্বোধন
তোমারে রাজর্ষি বলি। কহি ইহা স্বয়ম্ভু যখন

গেলেন স্বস্থানে চলি, হয়ে অতি দুঃখিত তখন
কহিলেন বিশ্বামিত্র সুকঠোর তপস্যা মগন
রহিলাম দীর্ঘকাল, তবুও রাজর্ষি সম্বোধন
করিলেন ব্রহ্মা মোরে, হয় তাই মনেতে এখন
নাহি ফল তপস্যায়। কহি ইহা তবু পুনরায়
হলেন সেথায় তিনি নিমগ্ন কঠোর তপস্যায়॥

ত্রিশঙ্কু নামেতে এক নরপতি ছিলেন তখন
ইক্ষ্বাকুর বংশ মাঝে, সশরীরে করিব গমন
স্বর্গে আমি, তার লাগি করিব যজ্ঞের আয়োজন,
ভাবি ইহা নৃপ সেই করিলেন বশিষ্ঠে জ্ঞাপন
আপনার অভিপ্রায়, কহিলেন তাহারে তখন
বশিষ্ঠ, এহেন যজ্ঞ সাধ্যায়ত্ত নহেক রাজন্॥
ত্রিশঙ্কু গেলেন চলি দক্ষিণ দিকেতে অনন্তর,
কঠোর তপস্যা রত যথায় ছিলেন নিরন্তর
শত পুত্র বশিষ্ঠের। যুক্তকরে ত্রিশঙ্কু সেথায়
কহিলেন সে সবারে মহাযজ্ঞ করি অভিপ্রায়
গুরু বশিষ্ঠের কাছে হয়েছি হে গুরু পুত্র গণ
প্রত্যাখ্যাত, পারি যাহে স্বর্গে আমি করিতে গমন
সশরীরে, তার লাগি করুন যজ্ঞেতে নিয়োজন
মোরে সবে, হয়েছেন অসম্মত বশিষ্ঠ যখন,
আপনারা ভিন্ন আর না করি উপায় নিরীক্ষণ॥

কহিলেন তাঁরা সবে সত্যবাদী গুরু সেই যবে
করেছেন প্রত্যাখ্যান, হেথায় এসেছ কেন তবে
রে দুর্বুদ্ধি এবে তুমি, বলেছেন বশিষ্ঠ যখন
অসাধ্য এহেন যজ্ঞ, হব মোরা কিভাবে এখন

করিতে সমর্থ তাহা, রে নির্বোধ স্বগৃহে গমন
কর তুমি পুনরায়। শুনি তাহা ত্রিশঙ্কু তখন
কহিলেন ক্রোধভরে, করেছেন প্রত্যাখ্যান মোরে
বশিষ্ঠ, এখন পুনঃ আপনারা হেথায় আমারে
করিলেন প্রত্যাখ্যান, করিতে যজ্ঞের আয়োজন,
অপর আশ্রয় তবে এবে আমি করিব গ্রহণ ॥
শুনি সে কর্কশ বাক্য হয়ে ক্রুদ্ধ ঋষি পুত্রগণ
'হও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত' শাপ এই দিলেন তখন ॥
রাত্রিশেষে অনন্তর হলো ক্রমে প্রভাত যখন
ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল সম কদাকার হলেন তখন ॥
পরিধানে নীলবস্ত্র, উত্তরীয় রক্তবস্ত্র আর
পিঙ্গল দেহের বর্ণ, তাম্রবর্ণ দুই চক্ষু তাঁর,
আবৃত ভল্লুক চর্মে, লৌহ আভরণেতে ভূষিত
ভীষণ দর্শন অতি। মন্ত্রী আর পৌরজন যত
চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত সেই ত্রিশঙ্কুরে করি নিরীক্ষণ,
স্বভবন পানে দ্রুত সবে মিলি করিল গমন ॥
হয়ে দুঃখে দগ্ধ অতি করিলেন ত্রিশঙ্কু তখন,
বশিষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বামিত্র সমীপে গমন,
শরণার্থী হয়ে তাঁর। বিশ্বামিত্র করি দরশন,
চণ্ডাল আকৃতি সেই ত্রিশঙ্কুরে, কহিলা তখন
হয়ে দয়াপরবশ হেথায় করেছ আগমন
কোন্ প্রয়োজনে এবে, হে বীর, হে ইক্ষ্বাকুনন্দন ॥
কহিলেন বিশ্বামিত্রে ত্রিশঙ্কু, হে সৌম্য দরশন,
করি যজ্ঞ সশরীরে স্বর্গে আমি করিব গমন
ছিল এ বাসনা মনে, হয় নাই সে বাঞ্ছা পূরণ ॥
করেছেন প্রত্যাখ্যান গুরু ও গুরুর পুত্রগণ
সবে মোরে, বিপর্য্যস্ত এবে আর হয়েছি এখন ॥

ক্ষত্রধর্ম সাক্ষী করি কহিতেছি হলেও মগন
মহা দুঃখে, কহি নাই কভু পূর্বে অসত্য বচন ॥
ধর্ম অনুসারে সদা করেছি এ পৃথিবী পালন,
করেছি বিবিধ যজ্ঞ। গুরুজন সন্তোষ সাধন
করেছি সতত আমি, তবু আমার গুরুগণ
নহেন সন্তুষ্ট এবে মোর প্রতি, মনে হয় তাই
দৈবই প্রবল সদা পৌরুষের শক্তি কিছু নাই ॥
এবে অসহায় আমি আপনার নিলাম শরণ
কৃপা করি অনুগ্রহ আমারে করুন ভগবন্।
নাহি অন্য গতি মোর, নাহি মম অপর আশ্রয়
পৌরুষেতে আপনার দৈবেরে করুন এবে জয় ॥

কহিলেন বিশ্বামিত্র বাঞ্ছা পূর্ণ করিব তোমার
করিব আহ্বান আমি মুনিগণে আশ্রমে আমার
হে রাজন্ যজ্ঞ তরে। স্বর্গে তুমি করিবে গমন
সেই আকারেতে এবে যে আকার করেছ ধারণ
শাপগ্রস্ত হয়ে তুমি, নিয়েছ যে শরণ আমার
তাতেই জানিও স্বর্গ হস্তগত হয়েছে তোমার ॥
কহিলেন অনন্তর পুত্র আর শিষ্যগণে তাঁর
বিশ্বামিত্র, যজ্ঞ দ্রব্য আন এই আশ্রমে আমার ॥
মুনিগণ সন্নিধানে যাও এবে আমার আজ্ঞায়
কর আর তাঁহাদের আনয়ন আশ্রমে হেথায় ॥
দিকে দিকে গেল চলি সে আদেশ লভি শিষ্যগণ,
আসিল আবার ফিরি মুনিগণে করি' আবাহন ॥
কহিল তাহারা আসি বিশ্বামিত্রে, তব আমন্ত্রণ
মহোদয় ব্যতিরেকে করেছেন সাদরে গ্রহণ
মুনিগণ আর যত। কহি অন্য বারতা এখন

করুন শ্রবণ তাহা, হয়ে অতি ক্রুদ্ধ ভগবন
বশিষ্ঠের শতপুত্র বলেছে এ কঠোর বচন,
যাজক ক্ষত্রিয় যার, নিজে আর চণ্ডাল যেজন,
যজ্ঞ মাঝে আসি তার করিবেন কিভাবে ভোজন
হবির্ভাগ দেবকুল, আর যত মহাত্মা ব্রাহ্মণ ॥
শুনি তাহা বিশ্বামিত্র হয়ে ক্রোধে আরক্ত লোচন
দিলেন এ অভিশাপ, করেছে বশিষ্ঠ পুত্রগণ
নির্দোষ আমার প্রতি দোষারোপ যেহেতু এমন
হয়ে তাই ভস্মীভূত যমালয়ে করুক গমন ॥
অনন্তর সপ্তবার করি সবে জনম গ্রহণ
চণ্ডাল রূপেতে সবে লোকালয়ে করুক ভ্রমণ
ভোজন কুক্কুর মাংস করি সবে। মহোদর আর
হয়ে নিষাদত্ব প্রাপ্ত মম ক্রোধে, জীবিকা তাহার
করিবে অর্জন হয়ে দীর্ঘকাল জীব হিংসা রত।
কহি বাক্য হেনরূপ বিশ্বামিত্র হলেন বিরত ॥
মুনিবর মহোদরে, বশিষ্ঠের পুত্রগণে আর
ক্রোধ বিষ উদ্গীরণে করি হেন ভাবেতে সংহার
কহিলেন বিশ্বামিত্র মুনিগণে করি সম্বোধন
ধার্মিক ত্রিশঙ্কু এই লয়ে হেথা আমার শরণ
সশরীরে স্বর্গে যেতে অভিলাষ করেছে জ্ঞাপন
সম্মতি তাহাতে এবে প্রদান করুন মুণিগণ ॥
কহিলেন পরস্পর হয়ে ভীত তাঁহারা তখন,
তপস্যা নিরত এই বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন
ক্রোধপরায়ণ অতি, নহে করা উচিত এখন
বিসম্বাদ তাঁর সনে, অভিশাপ তাহলে তখন
দিবেন ক্রোধেতে সবে, করুন যজ্ঞের আয়োজন
বিশ্বামিত্র, স্বর্গলোকে সশরীরে করুক গমন

ত্রিশঙ্কু প্রভাবে তাঁর। অনন্তর করি অনুষ্ঠান
মন্ত্রে দক্ষ বিশ্বামিত্র যজ্ঞ সেথা, সে যজ্ঞে আহ্বান
করিলেন দেবগণে যজ্ঞ ভাগ করিতে গ্রহণ
দেবগণ কেহ নাহি করিলেন সেথা আগমন॥
কহিলেন মুনিবর বিশ্বামিত্র সরোষে তখন
নরপতি ত্রিশঙ্কুরে, হে নৃপতি, কর নিরীক্ষণ
শক্তি মম তপস্যার, সুদুর্লভ স্বর্গেতে এখন
যাও তুমি সশরীরে। তপস্যাতে করেছি অর্জন
আজীবন যাহা আমি, কর তার প্রভাবে গমন
সশরীরে স্বর্গে তুমি, কহিলেন একথা যখন
বিশ্বামিত্র, মুনিগণ সমক্ষেতে ত্রিশঙ্কু তখন
প্রবেশি আকাশ পথে করিলেন স্বর্গেতে গমন॥

হেরি তাহা কহিলেন ইন্দ্র আদি দেবগণ যত
রে মূঢ় ত্রিশঙ্কু তুমি গুরু অভিশাপেতে দূষিত
নহ স্বর্গ লাভ যোগ্য, অধঃশিরে হও ভূপতিত॥
নতশির ঊর্দ্ধপদ হয়ে রাম ত্রিশঙ্কু তখন
উচ্চরবে বিশ্বামিত্রে, 'রক্ষা মোরে করুন এখন'
কহি ইহা লাগিলেন নিম্নে ক্রমে হতে নিপতিত
হয়ে ভ্রষ্ট স্বর্গ হতে। বিশ্বামিত্র হয়ে রোষান্বিত
ত্রাহিরবে ত্রিশঙ্কুর,—কহিলেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ তাঁরে,
কহি ইহা অনন্তর দক্ষিণ আকাশে একধারে
দ্বিতীয় স্বয়ম্ভু তুল্য বিশ্বামিত্র, তপোবলে তাঁর
সপ্তর্ষি মণ্ডল এক করি সৃষ্টি, নক্ষত্রও আর
করিলেন সৃষ্টি বহু, হয়ে ক্রোধে আরক্ত নয়ন
করিলেন অবশেষে বহু নব দেবতা সৃজন॥
ব্যাকুলিত হয়ে অতি দেবর্ষি সহিত দেবগণ,
করি বহু অনুনয় কহিলেন তাঁহারে তখন,

গুরু শাপ গ্রস্ত এই ত্রিশঙ্কু পারেনা মুনিবর
যেতে স্বর্গে সশরীরে। বাক্য সেই শুনি অনন্তর
কহিলেন বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কু করিবে আরোহণ
সশরীরে স্বর্গলোকে, করি এই শপথ গ্রহণ
পারিনা করিতে তাহা মিথ্যা আমি, উর্দ্ধেতে এখন
এ ত্রিশঙ্কু নরপতি সশরীরে করুক গমন॥
আকাশেতে মম সৃষ্ট এই যত নক্ষত্র এখন
হোক সব চিরস্থায়ী। শুনি তাহা ভীত দেবগণ
কহিলেন বিশ্বামিত্রে, সবে মিলি একথা তখন॥
হবে তাই মুনিবর তব সৃষ্ট এ নক্ষত্র যত
আকাশ মণ্ডলে রবে পৃথক ভাবেতে অবস্থিত
অপর জ্যোতিষ্ক রাজী হতে এবে, এ ত্রিশঙ্কু রাজ
অধঃশিরে হেন ভাবে হয়ে দীপ্ত প্রভায় তাহার
নক্ষত্র মণ্ডলে সেই অবস্থান করুন এখন
দক্ষিণ দিকেতে এই। করিলেন সম্মতি জ্ঞাপন
বাক্যে সেই বিশ্বামিত্র, অনন্তর যত দেবগণ
আর মুণিগণ যত করিলেন সস্থানে গমন।

১৬। অম্বরীষের যজ্ঞ—শুনঃশেফ

কহিলেন অনন্তর বিশ্বামিত্র করি সম্বোধন
আশ্রম নিবাসী সবে, হয়েছে বিঘ্নের সংঘটন
দক্ষিণ দিকেতে এই ত্রিশঙ্কুর কারণে এখন,
পশ্চিম দিকেতে তাই পুষ্করেতে করিব গমন॥
পুষ্কর তীর্থেতে সেই তপস্যার তরে অনন্তর
আসি মুনি বিশ্বামিত্র, আরম্ভিলা তপস্যা দুষ্কর॥

পুষ্করে তপস্যা রত বিশ্বামিত্র ছিলেন যখন
অম্বরীষ নামে নৃপ করেছিল আরম্ভ তখন
নরমেধ যজ্ঞ এক, সে যজ্ঞের সর্ব সুলক্ষণ
মন্ত্রঃপূত পশু ইন্দ্র করিলেন গোপনে হরণ ॥

নৃপতির পুরোহিত কহিলেন তাঁহারে তখন
যজ্ঞার্থে রক্ষিত পশু অপহৃত হয়েছে রাজন।
সংরক্ষণে যে নৃপতি অক্ষম, তাঁহারে দেবগণ
করেন বিনষ্ট সদা, পশু সে করুন আনয়ন
অন্বেষিয়া এবে, কিংবা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে এখন
করুন অপর পশু ক্রয় নৃপ। নৃপতি তখন
পশুরূপে প্রাপ্ত হতে করিলেন বহু অন্বেষণ
সুলক্ষণ নর এক। নানা দেশ নগর কানন
অনন্তর অম্বরীষ করি বহু দিবস ভ্রমণ
পুত্রগণ সহ এক হেরিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
ঋচীক তাঁহার নাম, করি তাঁর সম্মুখে গমন
কুশল জিজ্ঞাসি তাঁর কহিলেন নৃপতি তখন,
লক্ষধেনু বিনিময়ে নরমেধ যজ্ঞেতে আমার
পশুরূপে পুত্র এক করুন প্রদান আপনার ॥

অম্বরীষ বাক্য শুনি কহিলেন ঋচীক তখন
মম জ্যেষ্ঠ পুত্রে আমি করিবনা বিক্রয় রাজন্ ॥
কহিলেন ঋচীকের বাক্য সেই শুনি পত্নী তাঁর
কনিষ্ঠ তনয় এই অতি প্রিয় হে নৃপ আমার ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় প্রিয় জনকের, কনিষ্ঠ তনয়
হয় প্রিয় জননীর, রক্ষনীয় এ দোঁহে নিশ্চয় ॥
শুনি বাক্য তাঁহাদের কহিলেন মধ্যম তনয়
শুনঃশেফ, জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ বিক্রয় যোগ্য নয়

জনক ও জননীর, মনে হয় বিক্রীত এখন
হয়েছি মধ্যম আমি, আমারেই করুন গ্রহণ ॥
লক্ষ ধেনু বিনিময়ে যজ্ঞপশু স্বরূপে তখন
নরপতি অম্বরীষ করিলেন তাঁহারে গ্রহণ ॥
তথা হতে অনন্তর আসিলেন নৃপতি যখন
মধ্যাহ্নে পুষ্কর তীর্থে, শুনঃশেফ সেথায় তখন
নেহারিয়া বিশ্বামিত্রে কহিলেন প্রণমিয়া তাঁরে
মাতা পিতা বন্ধু মম নাহি কেহ পৃথিবী মাঝারে,
আপনি করুন ত্রাণ পরিত্যক্ত শরনার্থী মোরে ॥
করুন তাহাই যাহে নৃপতি শক্তিতে আপনার
হন কৃতকার্য্য, আর হয় রক্ষা জীবন আমার ॥
শুনি তাহা বিশ্বামিত্র করি তাঁরে আশ্বস্ত তখন,
আপন তনয়গণে কহিলেন করি সম্বোধন,
বালক এ মুনিপুত্র শরণার্থী হয়েছে আমার,
কর মম প্রিয় কার্য্য করি এবে প্রাণদান তার ॥
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির কর তৃপ্তি বিধান এখন,
যজ্ঞের পশুত্ব হতে শুনঃশেফে কর বিমোচন,
কর যাহে রাজর্ষির নাহি হয় বিঘ্ন সংঘটন ॥
পিতার আদেশ শুনি অভিমানে কহিল তখন
পুত্রগণ বিশ্বামিত্রে, চাহিছেন করিতে রক্ষণ
পরপুত্রে, করি এবে নিজ পুত্রগণে বিসর্জন,
একার্য্য কুক্কুর মাংস ভক্ষণের তুল্য ভগবন ॥
শুনি সে অপ্রিয় বাক্য, মুনিবর অতি ক্রোধ ভরে
দিলেন এ অভিশাপ, করি সবে অবজ্ঞা আমারে
কহিলে এ হেন বাক্য, লভি তাই কদর্য্য আকার
হয়ে জাতি ভ্রষ্ট, করি ভক্ষণ কুক্কুর মাংস আর
বশিষ্ঠ মুনির যত পুত্র সম, সহস্র বৎসর
তোমরা সকলে জেনো ভ্রমিবে এ পৃথিবী ভিতর ॥

কহিলেন শুনঃশেফে বিশ্বামিত্র মুনি অনন্তর,
ইন্দ্র স্তব সমন্বিত মম এই মন্ত্র নিরন্তর
হে বৎস, করিবে জপ হবে তুমি যবে নিয়োজিত
পশুরূপে, ইন্দ্র তবে করিবেন বিমুক্ত নিশ্চিত
তোমারে, হবেনা আর নৃপতির বিঘ্ন সংঘটিত॥
করিলেন শুনঃশেফ মন্ত্র সেই অভ্যাস তখন
অনন্তর পশুরূপে যূপেবদ্ধ হলেন যখন,
করিলেন উচ্চস্বরে মন্ত্রে সেই, যজ্ঞে সমাগত
হবির্ভাগ গ্রহণার্থী দেবরাজে, স্তব অবিরত॥
করিলেন দেবরাজ হয়ে প্রীত স্তবেতে তাঁহার,
প্রদান সুযশ তাঁরে, আকাঙ্ক্ষিত পরমায়ু আর॥
দেবেন্দ্র প্রসাদে সেথা নৃপ অম্বরীষও তখন
লভিলেন যজ্ঞ ফল, লভিলেন সুযশ উত্তম॥
করিলেন বিশ্বামিত্র, পুষ্কর তীর্থেতে অনন্তর
সংযত আচার হয়ে উগ্রতপ সহস্র বৎসর॥

১৭। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ

সহস্র বৎসর যবে হলো পূর্ণ দেবগণ যত
বিশ্বামিত্র তপস্যাতে হয়ে সবে পরম বিস্মিত,
আসিলেন কাছে তাঁর। কহিলেন স্বয়ম্ভু তাঁহায়
লভেছ ঋষিত্ব তুমি, ক্ষান্ত এবে হও তপস্যায়,
হোক শুভ। কহি ইহা করিলেন স্বস্থানে গমন
বিশ্বামিত্র পুনরায় তপস্যায় হলেন মগন॥
তপস্যাতে অনন্তর বহুকাল হলো যবে গত,
আসিল মেনকা সেথা তাঁহারে করিতে প্রলোভিত,
আসি আশ্রমেতে তাঁর পুষ্করেতে স্নানে হলো রত॥

অপরূপ রূপবতী জলসিক্তা বসনা তাহারে
হেরি সে নির্জন বনে বিশ্বামিত্র মোহিত অন্তরে
আসি সন্নিধানে তার, কহিলেন আহ্বানিয়া তারে
কে তুমি কাহার কন্যা, হে ভদ্রে এ কানন মাঝারে
কেন বা এসেছ তুমি, এস কর বিশ্রাম এখন
সুরম্য আশ্রমে মম। কহিল সে করি তা' শ্রবণ
অপ্সরা মেনকা আমি, হেথায় এসেছি ভগবন
প্রীতি তরে আপনার, মোরে এবে করুন গ্রহণ
হলে তব অভিরুচি। হস্তে ধরি তাহারে তখন
বিশ্বামিত্র মুনিবর করিলেন আশ্রমে গমন॥
অনন্তর হলো ক্রমে দশ বর্ষ অতীত যখন
বুদ্ধিবলে মুনিবর বুঝি আত্ম বিকৃতি তখন
কহিলেন ক্রোধ ভরে, প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন
ইন্দ্রের, মেনকা মম তপোবল করেছে হরণ,
ত্যজিব ইহারে এবে। মধুর বচনে অনন্তর
তাহারে বিদায় করি হিমাচলে গেলেন সত্বর
তেয়াগি পুষ্কর তীর্থ। সহস্র বৎসর পুনরায়
করিলেন বিশ্বামিত্র সুকঠোর তপস্যা সেথায়॥
দেবকুল হয়ে ভীত কহিলেন ব্রহ্মারে তখন
প্রদান মহর্ষি আখ্যা বিশ্বামিত্রে করুন এখন॥
আসি বিশ্বামিত্র পাশে কহিলেন স্বয়ম্ভু তাঁহারে,
শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ সম মহত্ব, হে সুব্রত তোমারে
করিতেছি দান আমি ত্যজ তুমি তপস্যা এবারে॥

কহিলেন বিশ্বামিত্র করি তাঁর সে বাক্য শ্রবণ
প্রণমিয়া যুক্ত করে, তব অনুগ্রহে ভগবন্
দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি আখ্যা, সুকঠোর তপস্যা অর্জিত
চাহি লভিবারে যদি থাকে মম তপস্যা সঞ্চিত॥

কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে নাহি করি ইন্দ্রিয় বিজয়
ব্রহ্মত্ব চাহিছ এবে, কর তুমি কাম ক্রোধ জয়,
দুর্ল্লভ ব্রহ্মত্ব তবে হে কৌশিক, লভিবে নিশ্চয় ॥
স্বয়ম্ভূ এহেন কহি করিলেন প্রস্থান তখন
বিশ্বামিত্র পুনরায় তপস্যাতে হলেন মগন ॥
হয়ে ঊর্দ্ধ বাহু আর এক পদে করি অবস্থান
রহিলেন বিশ্বামিত্র স্থির ভাবে স্থাণুর সমান ॥
সুকঠোর তপস্যায় হেনভাবে করিলে যাপন
শতবর্ষ বিশ্বামিত্র, সন্ত্রস্ত হলেন দেবগণ ॥
রম্ভা নামে অপ্সরায় করি ইন্দ্র আহ্বান তখন
কহিলেন হে সুরূপে, দেবকার্য্য করিতে সাধন
সৌন্দর্য্যে তোমার কর বিশ্বামিত্রে প্রলুব্ধ এখন ॥
কহিল তাঁহারে রম্ভা যুক্তকরে উদ্বিগ্ন অন্তরে,
কোপন স্বভাব অতি বিশ্বামিত্র, আমার উপরে
হবেন কুপিত তিনি, অনুগ্রহ যাচি আপনার
তপস্যা নাশিতে তাঁর শক্তি দেব নাহিক আমার ॥
কহিলেন ইন্দ্র তারে হয়োনা এহেন তুমি ভীত
কোকিল রূপেতে আমি কন্দর্পের সহ অবস্থিত
রহিব তোমার পাশে, কর তুমি কাননে গমন
বিমোহিতে বিশ্বামিত্রে। গেল রম্ভা সেখানে তখন ॥
কোকিল কূজন আর রম্ভার সঙ্গীত মনোহর
কাননে শ্রবণ করি, গেলেন সেথায় মুনিবর,
নেহারি রম্ভারে সেথা হলো তাঁর চঞ্চল অন্তর ॥
রম্ভা সন্দর্শনে মুগ্ধ, বিশ্বামিত্র স্মরি মনে মনে
পূর্ব্বে তাঁর তপোভ্রংশ হয়েছিল যেভাবে সেখানে
হলেন শঙ্কিত অতি, কহিলেন রম্ভারে তখন
করিতে প্রলুব্ধ মোরে হেথায় করেছ আগমন,

অযুত বৎসর থাক শিলারূপে শাপেতে আমার
তপস্বী ব্রাহ্মণ কেহ করিবেন তোমারে উদ্ধার ॥
ক্রোধেতে রম্ভারে সেথা শিলাময়ী করি অনন্তর
হলেন সন্তপ্ত অতি তীব্র অনুতাপে মুনিবর ॥
বিনষ্ট নেহারি পুনঃ হেনরূপে তপস্যা তাঁহার
জিতেন্দ্রিয় নহি আমি, কহি ইহা নিন্দা বারবার
করিলেন আপনারে। হিমালয় ত্যজি অনন্তর
হলেন তপস্যা মগ্ন পূর্বদিকে আসি' মুনিবর ॥
সুদৃঢ় সঙ্কল্প লয়ে মৌনভাবে রহি অবিরত
অটল অচল হয়ে বিশ্বামিত্র পর্বতের মত
সহস্র বৎসর কাল রহিলেন তপস্যাতে রত ॥
মৌনব্রত ধারী সেই স্থানু সম সদা অবস্থিত
বিশ্বামিত্র, কাম ক্রোধে আর না হলেন বিচলিত ॥
অকাম, অক্রোধ সেই শান্ত চিত্ত তাঁহারে তখন
সুকঠোর তপস্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হেরি দেবগণ
কহিলেন স্বয়ম্ভুরে, করিতে ক্রুদ্ধ ও প্রলোভিত
বিশ্বামিত্রে, বহু ভাবে প্রচেষ্টা হয়েছে অবিরত।
বর্দ্ধিত তবুও তিনি হয়েছেন তপস্যাতে তাঁর
অন্তরে তাঁহার এবে কিছুমাত্র পাপ নাহি আর ॥
মনোবাঞ্ছা হে ব্রহ্মণ, পূর্ণ তাঁর নাহি হলে এবে
নিজ তেজে ত্রিভুবন করিবেন ধ্বংস তিনি তবে ॥
কহিলেন আসি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্র সমীপে তখন,
হও এ তপস্যা হতে হে ব্রহ্মর্ষি বিরত এখন ॥
ব্রহ্মর্ষিত্ব সুদুর্লভ লভেছ কঠোর তপস্যায়
স্বেচ্ছামৃত্যু বর আর করিতেছি প্রদান তোমায় ॥
বিশ্বামিত্র শুনি সেই স্বয়ম্ভূর মধুর ভাষণ
কহিলেন যুক্তকরে, মম তপোবলেতে এখন

ব্রাহ্মণত্ব লাভ মম হয়ে যদি থাকে ভগবন,
ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম বিদ্যা তবে দেব করুক বরণ
সত্য সহ মোরে এবে হয় যেন অন্তর আমার
ফলাকাঙ্খা হীন, যেন আসক্তি বিহীন হয় আর,
মম মনে থাকে যেন সর্বভূতে অদ্রোহের ভাব,
যদি তপস্যাতে মম ব্রাহ্মণত্ব করে থাকি লাভ ॥
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে, সর্বোত্তম ব্রহ্মজ্ঞান আর
সর্ববেদ হবে জেনো প্রতিভাত অন্তরে তোমার ॥
সর্ব বেদবিদে আমি মুনিবর তোমারে এখন
ভাবি শ্রেষ্ঠ। কহি ইহা করিলেন স্বস্থানে গমন ॥
হয়ে সিদ্ধ মনোরথ করি লাভ ব্রহ্মণ্য তখন
করিলেন বিশ্বামিত্র এ ধরণী মাঝারে ভ্রমণ ॥
তপঃসিদ্ধ গণে ইনি অগ্রগণ্য ধর্ম মূর্ত্তিমান,
নিজ তেজে হন ইনি তেজস্বীর মাঝেতে প্রধান ॥

শুনি শতানন্দ বাক্য কহিলেন জনক তখন
যুক্ত করে, হে মহর্ষি, যজ্ঞ মম করিতে দর্শন
রাম লক্ষ্মণের সহ করেছেন হেথা আগমন
অনুগ্রহ লভি তব ধন্য আমি হয়েছি এখন ॥
শক্তি তব অপ্রমেয়, অতুল্য তপস্যা আপনার
তব এ আখ্যান শুনি তৃপ্তি প্রভো, হয়নি আমার ॥
রবি এবে অস্ত গত, প্রভাতে আসিব পুনরায়
করুন স্বস্থানে যেতে অনুমতি প্রদান আমায় ॥
বিশ্বামিত্রে প্রদক্ষিণ করি রাজা জনক তখন
গেলেন আবাসে নিজ, বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ
করিলেন অনন্তর সেথা হতে স্বস্থানে গমন ॥

১৮। রামের হরধনুর্ভঙ্গ

বিমল প্রভাতে সেথা আসিলেন নৃপ অনন্তর,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ ছিলেন যেখানে মুনিবর॥
যথাবিধি সে সবারে অর্চনা করিয়া নরপতি,
কহিলেন ভগবন্, কি তব আদেশ মোর প্রতি॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র, দশরথ নৃপ সুবিখ্যাত
এ দোঁহে তনয় তাঁর। দিব্যধনু তব সুবিদিত
চাহে এরা নিরখিতে, করুন সে ধনু নৃপবর
প্রদর্শন এ দোঁহারে, ধনু সেই হেরি অনন্তর
করিতে বাসনা যাহা সে কার্য্যেতে হবে অগ্রসর॥
কহিলেন মিথিলেশ, হে মহর্ষি করুন শ্রবণ,
সে ধনুর বিবরণ, আর হেথা থাকার কারণ॥
দেবরাত নামে খ্যাত মহীপতি নিমি বংশধর,
গচ্ছিত তাঁহার কাছে ধনু সেই রাখেন শঙ্কর।
মহাদেব প্রদত্ত সে দিব্য ধনু হয়ে সুপূজিত
মম কুলে ভগবন্ সে অবধি আছে সুরক্ষিত॥
বীর্য্যশুল্কা মুনিবর, করেছি ভূতল সমুত্থিতা,
সীতা নামে কন্যা মম, দিব্য রূপ গুণ সমন্বিতা।
করিলেন কন্যা সেই বহু নৃপ প্রার্থনা যখন,
কহিলাম বীর্য্য মূল্যে এ কন্যা করিব সমর্পণ॥
প্রকাশিতে বলবীর্য্য এ পুরীতে আসিলেন যত
কন্যাপ্রার্থী নৃপকুল, বীর্য্য আমি হতে অবগত
দিব্য ধনু সে সবারে প্রদর্শন করিনু যখন,
ধনু সেই তুলিতেও কেহ তাঁরা হননি সক্ষম॥
অল্প বীর্য্য বলি আমি করিলাম প্রত্যাখ্যান সবে,
রাম আর লক্ষ্মণেরে দেখাব সে দিব্য ধনু এবে॥

হলে এবে মুনিবর সে ধনুতে গুণ আরোপণ
করিতে সক্ষম রাম, হস্তে তাঁর করিব অর্পণ
দশরথ পুত্রবধূ রূপে সীতা, তবে তপোধন॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র করি তাঁর সে বাক্য শ্রবণ,
ধনু সেই এবে নৃপ রামেরে করুন প্রদর্শন॥
নগরে প্রবেশ করি জনক আদেশে মন্ত্রীগণ
অষ্টশত মহাবল পুরুষের সহায়ে তখন
লৌহ মঞ্জুষাতে বদ্ধ ধনু সে করিলা আনয়ন॥
কহিলেন নরপতি ধনু যেই তুলিতে অক্ষম
হলেন নৃপতি যত, যে ধনু করিতে আকর্ষণ
অসমর্থ শিব ভিন্ন ইন্দ্র আদি যত দেবগণ
যক্ষ, রক্ষ আদি আর, এই সেই ধনু তপোধন॥
এনেছি আদেশে তব এ ধনু করিতে প্রদর্শন
এ দুই কুমারে এবে, কহিলেন সহর্ষে তখন
বিশ্বামিত্র মুনিবর, কর রাম গ্রহণ এখন
এই দিব্য ধনু তুমি, কর আর ধনু আকর্ষণ॥
সে লৌহ পেটিকা রাম মুনিবাক্যে করি উন্মোচন
কহিলেন, হস্তে মোর উত্তোলন করিব এখন
এই দিব্য ধনু, আর করি তাহে গুণ আরোপন,
করিব প্রয়াস আমি এ ধনু করিতে আকর্ষণ॥
সেই দিব্য ধনু রাম অবলীলাক্রমেতে তখন
দর্শকগণের মাঝে এক হস্তে করি উত্তোলন
হাস্যভরে করি নত করিলেন গুণ আরোপণ॥
মহাবলে ধনু সেই আকর্ষণ করি অনন্তর
করিলেন দ্বিধা ভগ্ন বীর্য্যবান রাম রঘুবর॥
ধনুর্ভঙ্গ শব্দে সেই হলো ধ্বনি উত্থিত সেথায়
গিরিশৃঙ্গে নিপতিত, বজ্রের নির্ঘোষ সম প্রায়॥

ভূপতিত হলো সবে শব্দে সেই হয়ে অচেতন,
রহিলেন স্থির শুধু বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম লক্ষ্মণ
জনক নৃপতি আর। প্রকৃতিস্থ হলে জনগণ
কহিলেন বিশ্বামিত্রে যুক্ত করে জনক তখন,
পূর্বেই শুনেছি আমি রামের বারতা ভগবন্
অদ্ভুত এ কর্ম তার করিলাম এবে নিরীক্ষণ ॥
পতিরূপে লভি রামে মহাকীর্ত্তি করিবে স্থাপন
আমার দুহিতা সীতা এ জনক কুলেতে এখন ॥
দান করি বীর্য্যশুল্ক করেছেন সফল শ্রীরাম
প্রতিজ্ঞা আমার, এবে সীতা তাঁরে করিব প্রদান ॥
অনুমতি হলে তব অযোধ্যায় যত দূতগণ
সত্বর গমন করি, হেথায় করুক আনয়ন
নরপতি দশরথে। বিশ্বামিত্র আদেশ তখন
লভি নৃপ, দূতগণে করিলেন অযোধ্যা প্রেরণ ॥
ত্রিরাত্রি ভ্রমিয়া পথে দ্রুতগামী অশ্বে দূতগণ
পশি সবে অযোধ্যায়, করি রাজ ভবনে গমন
নরপতি দশরথে সেথায় করিল নিরীক্ষণ ॥
কহিল তাহারা তাঁরে যুক্তকরে হে অযোধ্যাপতি
তব পাশে বার্ত্তা এই পাঠালেন জনক নৃপতি,
"জন সভা মাঝে করি দিব্য ধনু উত্তোলন রাম
করেছেন ভগ্ন তাহা, বীর্য্যশুল্কা সীতা করি দান
এবে তাঁরে, চাহি মম প্রতিশ্রুতি করিতে পালন
তব অনুমতি মোরে দান এবে করুন রাজন্ ॥
করুন স্বজন সহ হে নৃপ মিথিলা আগমন
তব দুই পুত্রে আমি দুই কন্যা করিব অর্পণ ॥"
শুনি দূত বাক্য সেই হর্ষভরে বশিষ্ঠে তখন
কহিলেন দশরথ, করিতে এ সম্বন্ধ স্থাপন
হলে তব অভিরুচি মিথিলাতে করিব গমন ॥

কহিলেন হৃষ্ট মনে বশিষ্ঠাদি যত দ্বিজগণ
হোক তাই, যাব মোরা সবে মিলি সেখানে রাজন্।
অনন্তর কাম্য বস্তু লভি বহু যত দূতগণ
করিল সকলে মিলি অযোধ্যাতে রজনী যাপন॥

১৯। রাম প্রভৃতির বিবাহ

কহিলেন দশরথ নিশি হলো প্রভাত যখন,
ধনরত্ন সহ যত ধনাধ্যক্ষ্য, আর সৈন্য গণ
সত্বর করুক যাত্রা, বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ এবে
করুন গমন রথে আমার অগ্রেতে মিলি সবে।
চারি দিবারাত্রি অন্তে মিথিলাতে আসি নৃপবর
হেরিলেন সুসজ্জিত সুরম্য সে পুরি মনোহর॥
প্রিয় সে অতিথি বরে কহিলেন জনক তখন
প্রীতিভরে, গৃহে মম হোক তব শুভ আগমন।
লভিলাম ভাগ্য বশে আপনারে এমন আবাসে,
মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি সমাগত মম ভাগ্যবশে॥
ধন্য মম কুল করি রঘুবংশে সম্বন্ধ স্থাপন,
এখন বিবাহ কার্য্য ঋষিগণে লয়ে সম্পাদন
করুন প্রভাতে কল্য। দশরথ কহিলেন তাঁরে
দাতার অধীন হয় হে রাজন্ গ্রহীতা সংসারে।
কহিবেন এবে যাহা আমি তাহা করিব পালন,
জনক হলেন হৃষ্ট শুনি সেই মধুর বচন॥
পরস্পর সমাগমে কথার প্রসঙ্গে মনোরম
করিলেন অবস্থান আনন্দেতে যত মুনিগণ॥

নেহারিয়া বিশ্বামিত্রে করিলেন বন্দনা তাঁহারে
হর্ষ ভরে দশরথ, বিশ্বামিত্র কহিলেন তাঁরে
করিতেছি পুত্রগণে আপনারে অর্পণ রাজন্
করিলেন পুত্র দোঁহে দশরথ হর্ষে আলিঙ্গন ॥
যজ্ঞোচিত কার্য্য নৃপ জনক করিয়া সম্পাদন,
অনন্তর রাত্রি সবে করিলেন আনন্দে যাপন ॥
রজনী প্রভাত হলে কহিলেন জনক নৃপতি,
করিছেন মনোরম সাঙ্কীশ্য নগরে অবস্থিতি
ভ্রাতা কুশধ্বজ মম, তাঁহারে করিতে নিরীক্ষণ
হয়েছে বাসনা মোর, শুনি তাহা গেল দূতগণ
কুশধ্বজ সমীপেতে, মিথিলাতে আসিয়া তখন
ত্বরা করি কুশধ্বজ করিলেন জনকে দর্শন ॥
মন্ত্রী সুদামারে সেথা কহিলেন জনক তখন
নরপতি দশরথে হেথায় করুন আনয়ন
পুত্র ও বান্ধব সহ, করিলেন সেথা আগমন
নরপতি দশরথ সুদামার বাক্যেতে তখন ॥

অনন্তর দশরথ কহিলেন মিথিলা ঈশ্বরে
মহর্ষি বশিষ্ঠ সদা হন ধর্ম কার্য্যের ভিতরে
মোদের পক্ষেতে বক্তা, সব কথা তিনিই এখন
কহিবেন যথাবিধি। কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম, তাঁহা হতে ব্রহ্মা সমুদ্ভুত,
মরীচী ব্রহ্মার পুত্র, মরীচির পুত্র সুবিদিত
মহর্ষি কশ্যপ নামে। যথাক্রমে হলো বংশে তাঁর
অঙ্গিরা প্রচেতা মনু। প্রথম ভূপতি অযোধ্যার
ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, যথাক্রমে জন্মিলেন তাঁর
বংশেতে বিকুক্ষি নৃপ, বাণ, অনরণ্য, পৃথু আর

ত্রিশঙ্কু ও ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা ভূপতি,
সুসন্ধি ও ধ্রুবসন্ধি, ভরত, অসিত নরপতি ॥
অসিতের পুত্র বাহু, বাহু পুত্র নৃপতি সগর,
অসমঞ্জা, অংশুমান, দিলীপ, সগর বংশধর
যথাক্রমে। ভগীরথ, ককুৎস্থ, নৃপতি রঘু আর
প্রবৃদ্ধ, শঙ্খণ, সবে যথাক্রমে দিলীপ রাজার
বংশধব। সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ,' শীঘ্রগ নৃপতি;
মরু আর প্রশুশুক, অম্বরীষ, নহুষ, যযাতি,
শঙ্খণের বংশধর যথাক্রমে। যযাতি নন্দন
নাভাগ, নাভাগ পুত্র অজ, তাঁর পুত্র নরোত্তম
দশরথ, পুত্র তাঁর এই রাম লক্ষ্মণ দুজন ॥
তব কন্যাদ্বয় করি দোঁহা লাগি প্রার্থনা এখন,
যোগ্য দুই পাত্রে এই দুই কন্যা করুন অর্পণ ॥

কহিলেন শুনি তাহা জনক, বংশের বিবরণ
আমাদের আছে যাহা এবে তাহা করুন শ্রবণ ॥
নিমি নামে ধর্মশীল, বীর্য্যশালী ছিলেন নৃপতি,
সুবিখ্যাত ত্রিভুবনে, পুত্র তাঁর মিথি নরপতি।
জনক ও উদাবসু, নৃপ নন্দি বর্দ্ধন বিখ্যাত
সুকেতু ও দেবরাত যথাক্রমে মিথি বংশজাত ॥
জন্মিলেন অনন্তর দেবরাত বংশে যথাক্রমে
বৃহদ্রথ, মহাবীর্য্য, সুধৃতি ও ধৃষ্টকেতু নামে ॥
নৃপতি, হর্য্যশ্ব আর নৃপ মরু, নৃপ প্রসিদ্ধক,
কৃত্তি রথ, দেবমীর; বিবুধ ও নৃপতি অন্ধক,
কৃতিগত, কৃতিরোমা, স্বর্ণরোমা, হ্রস্বরোমা আর
ধৃষ্টকেতু বংশধর যথাক্রমে। আমি ও আমার
ভ্রাতা কুশধ্বজ দোঁহে হ্রস্বরোমা নৃপতি নন্দন,
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে পিতা রাজ্যভার করি সমর্পন,

অরণ্যে গেলেন চলি। কিছুকাল অন্তে অনন্তর
করিলেন অবরোধ মিথিলা, সাঙ্কাশ্য অধীশ্বর
সুধন্বা, আমারে আর করিলেন এ বার্ত্তা প্রেরণ
দূতমুখে, মোরে সেই দিব্য ধনু করুন অর্পণ
আছে যাহা গৃহে তব। রহিলাম সে ধনু প্রদানে
বিরত যখন আমি, করিলেন যুদ্ধ মম সনে
তখন সুধন্বা নৃপ। করি তারে নিহত সমরে
করিলাম কুশধ্বজে অভিষিক্ত সাঙ্কাশ্য নগরে॥
কুশধ্বজ সহ মিলি' এবে মম কন্যা দুইজন
রাম লক্ষ্মণের হস্তে হেথা আমি করিব অর্পণ॥
রাম হস্তে সীতা আর লক্ষ্মণের হস্তে উর্ম্মিলারে
করিব প্রদান আমি শুভলগ্নে প্রসন্ন অন্তরে॥
কহিলেন বিশ্বামিত্র নরপতি জনকে তখন,
ইক্ষ্বাকু জনকবংশ সুবিখ্যাত উভয় রাজন্॥
সীতার রামের সনে লক্ষ্মণের সনে উর্ম্মিলার
হয়েছে সম্বন্ধ এই যোগ্য অতি, কথা কিছু আর
বলিবার আছে মম, বলিতেছি তাহাই এখন॥
রূপে অনুপমা দুই আছে কন্যা করেছি শ্রবণ
কুশধ্বজ নৃপতির, করি আমি প্রার্থনা রাজন্
ভরত শত্রুঘ্ন তরে তাঁর সেই কন্যা দুইজন॥
বিশ্বামিত্র কথা শুনি কহিলেন জনক তখন
সুযোগ্য সম্বন্ধ এই করেছেন এবে উত্থাপন॥
ভরত শত্রুঘ্নে আমি সম্প্রদান করিব ব্রহ্মণ্
কুশধ্বজ কন্যাদ্বয়। শুভদিনে এবে তপোধন
এ রঘুনন্দন চারি মিলি হেথা করুন গ্রহণ
চারি রাজ দুহিতায় করি সবে মন্ত্র উচ্চারণ॥
অনন্তর দশরথ করি নিজ আবাসে গমন
করিলেন যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ আদি সমাপন॥

করিলেন দ্বিজগণে চারি লক্ষ ধেনু দান আর।
কল্যাণ কামনা নৃপ করি চারি পুত্রের তাঁহার॥
মাঙ্গলিক গাভী দান করিলেন নৃপতি যেদিন
ভরত মাতুল বীর যুধাজিৎ, হলেন সেদিন
উপনীত সেইখানে। দশরথ নেহারি তাঁহারে
কুশল জিজ্ঞাসি তাঁর করিলেন আলিঙ্গন তাঁরে॥
কহিলেন যুধাজিৎ ভরতেরে আর আপনায়
নেহারিতে হে রাজন গিয়াছিনু পুরী অযোধ্যায়॥
করিছেন মিথিলাতে অবস্থান শুনি সে বারতা
অভ্যুদয় কার্য্য তব হেরিতে এসেছি এবে হেথা॥
সম্মানের পাত্র সেই প্রিয় অতিথিরে অনন্তর,
নরপতি দশরথ করিলেন বহু সমাদর॥
অনন্তর হলো যবে বিবাহ সময় উপনীত,
মাঙ্গলিক সূত্রধারী বসন ভূষণে সুসজ্জিত
পুত্রগণে লয়ে সঙ্গে, বশিষ্ঠাদি মুনিগণে যত
পুরোভাগে লয়ে নিজ, নৃপতি হলেন বহির্গত॥
আসি শেষে যজ্ঞভূমে জনকেরে কহিলেন আর
হে রাজন্ উপনীত হয়েছি সভাতে আপনার
বিবাহের তরে সবে, যাহা তব আছে কুলাচার
সে ভাবে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করুন এবার॥
কহিলেন মিথিলেশ মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা প্রায়
মম কন্যা চতুষ্টয় যজ্ঞভূমে এসেছে হেথায়॥
তব প্রতীক্ষাতে আমি যজ্ঞভূমে রয়েছি রাজন
নির্বিঘ্নে করুন কার্য্য বিলম্বে কি আছে প্রয়োজন॥

জনকের বাক্য শুনি দশরথ পশিলা সেখানে
যজ্ঞভূমি অভ্যন্তরে লয়ে সঙ্গে যত দ্বিজগণে॥

অনন্তর সুভূষিতা সীতারে করিয়া আনয়ন
বেদী মাঝে, কহিলেন মিথিলেশ রামেরে তখন
এই মম কন্যা সীতা, সহধর্মচারিনী তোমার,
পাণি প্রসারিয়া রাম কর পাণি গ্রহণ সীতার॥
বেদী সমীপেতে এই হে লক্ষ্মণ করি আগমন,
কর ঊর্মিলার পাণি এবে তুমি পাণিতে গ্রহণ॥
করিলেন অনন্তর কুশধ্বজ কন্যা মাণ্ডবীরে
ভরতে অর্পণ নৃপ, শ্রুতকীর্ত্তি নামে কনিষ্ঠারে
করিলেন নরপতি সেথায় প্রদান শত্রুঘ্নেরে॥
কহিলেন আর তিনি ভার্য্যা সহ হয়ে সম্মিলিত
কুলোচিত ধর্ম কর আচরণ হয়ে সুসংযত॥
মিথিলেশ জনকের বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ,
সতানন্দ উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তখন
করিলেন চারিভ্রাতা চারি রাজ কন্যারে গ্রহণ॥
প্রদক্ষিণ সবে শেষে করিলেন অগ্নি বিধিমত,
করিলেন শান্তি পাঠ নৃপ আর ঋষিগণ যত॥
পুষ্পবৃষ্টি হলো সেথা হেনকালে নভোতল হতে
মধুর দুন্দুভি আর বীণাধ্বনি হলো আকাশেতে,
আনন্দে অপ্সরাকুল হলো মগ্ন নৃত্য আর গীতে॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি নিজ বধূ পৃথক ভাবেতে
করিলেন চারি ভ্রাতা গ্রহণ সে শুভ সময়েতে
করি শেষে নিজ রথে নিজ বধূসহ আরোহণ,
করিলেন তাঁরা সবে নিজ নিজ আবাসে গমন।
সঙ্গেতে তাঁদের নৃপ দশরথ আর ঋষিগণ,
সম্মিলিত হয়ে সবে করিলেন প্রস্থান তখন॥

২০। দশরথের রামাদিসহ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন।

নিশি অবসান হলে নৃপদ্বয়ে করি সম্ভাষণ,
করিলেন বিশ্বামিত্র হিমালয় পর্বতে গমন।
নরপতি দশরথ সম্ভাষিয়া জনকে তখন
হলেন উদ্যত নিজ পুরী মাঝে করিতে গমণ।।
করিলেন মিথিলেশ কন্যাধন স্বরূপে প্রদান
বহু বস্ত্র আভরণ, বহু রত্ন, বহুবিধ যান।।
বহু ধেনু, বহু সৈন্য, বহু দাসী, মুদ্রা বহুতর
কন্যাধন স্বরূপেতে দিলেন জনক নৃপবর।।
সঙ্গে তাঁর লয়ে সবে দশরথ নৃপ অনন্তর
অযোধ্যা গমন তরে পথেতে হলেন অগ্রসর।।
করিল এহেন কালে ভয়ের সূচনা পক্ষিগণ,
দক্ষিণ দিকেতে আর মৃগকুল করিল গমন।।
কহিলেন দশরথ অমঙ্গল যত পক্ষিগণ
করিছে সূচনা কেন, শুভ কেন করিছে জ্ঞাপন
মৃগকুল, হৃদি মম কেন হলো কম্পিত এমন।।
শুনি দশরথ বাক্য কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
ভীষণ ভয়ের বার্ত্তা পক্ষিকুল করিছে জ্ঞাপন,
হবে দূর ভয় সেই জানাইছে যত মৃগগণ।।
পৃথিবী কম্পিত করি হেনকালে হলো সমুত্থিত
প্রচণ্ড পবন, হলো চারিদিক আঁধারে আবৃত।।
ধূলিজালে হলো যেন ভস্মাচ্ছন্ন প্রায় ধরাতল,
হলো তাহে সংজ্ঞাহীন নৃপতির যত সৈন্যদল।।
হলে ধূলি প্রশমিত সকলে করিল নিরীক্ষণ
কালান্তক যম সম জটাবৃত পুরুষ ভীষণ,
স্কন্ধেতে কুঠার লয়ে করি দীপ্ত ধনুক ধারণ
যেন রুদ্র ভয়ঙ্কর করিছেন সেথা আগমন।।

জমদগ্নি সুত সেই অগ্নি সম পরশুরামেরে
হেরি সমাগত সেথা, কহিলেন মিলি পরস্পরে
বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ, করেছেন পূর্বে বহুবার
বহু ক্ষত্র বধ ইনি, মহাক্রোধ বশেতে তাঁহার,
উৎসন্ন ক্ষত্রিয় কুল করিবেন এবে কি আবার॥
ভাবি ইহা দ্বিজগণ অর্ঘ্যদান করিয়া তখন
কহিলেন হে ভার্গব, হোক তব শুভ আগমন॥
হে প্রভো, হে মুনিবর অর্ঘ্য এই করুন গ্রহণ,
করা ক্রোধ পুনঃ এবে নহে তব উচিত ব্রহ্মণ্॥

প্রত্যুত্তরে কিছু তার নাহি কহি ভার্গব তখন
দশরথ পুত্র রামে কহিলেন করি সম্বোধন,
হে রাম, শ্রবণ করি ধনুর্ভঙ্গ বারতা তোমার
লয়ে মম মহাধনু সমাগত হয়েছি এবার॥
লহ দিব্য ধনু এই, লহ আর মম দত্ত শর,
এ ধনুতে বাণ তুমি করিলে যোজনা, অনন্তর
দোঁহে মিলি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রত মোরা হব পরস্পর।
কহিলেন দশরথ যুক্ত করে বিষণ্ণ বদনে,
করিবনা যুদ্ধ বলি ঋচীকাদি মুনি সন্নিধানে
করি অস্ত্র পরিত্যাগ, পুনঃ করা সে অস্ত্র গ্রহণ
নহেক উচিত তব। কশ্যপেরে করি সমর্পন
বসুন্ধরা, পশি বনে হয়েছেন তপস্যা মগন,
কেন তবে যুদ্ধ তরে করিছেন বাসনা এখন॥
রাম হত হলে হেথা কেহ মোরা বাঁচিবনা প্রাণে,
করুন হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ রক্ষা এবে শরণার্থীজনে॥
অবহেলি বাক্য তাঁর রামে পুনঃ করি সম্বোধন,
মহাবীর জামদগ্ন্য, কহিলেন সেথায় তখন॥

দুই দিব্য মহাধনু বিশ্বকর্ম্মা হস্ত বিনির্ম্মিত,
হে রাম সুদৃঢ় অতি, ত্রিলোক মাঝারে সুবিদিত,
অল্পবীর্য্য ব্যক্তি কভু না পারে করিতে ইহা নত।
সে দুই ধনুর মাঝে যে ধনু করেছ ভগ্ন রাম,
ত্রিপুর বধের তরে দেবগণ করিলেন দান
ধনু সেই শঙ্করেরে, সে ধনুতে করেন নিধন
শঙ্কর ত্রিপুরা সুরে। অন্য দিব্য ধনু দেবগণ
বিষ্ণুরে করেন দান, বিষ্ণু আর শিব অনন্তর,
একে অন্যে জয় আশে করিলেন যুদ্ধ ঘোরতর॥
শিথিল শিবের ধনু হলো যুদ্ধে, বিষ্ণু শরাসন
মানিলেন শ্রেষ্ঠ বলি শৈবধনু হতে দেবগণ॥
শিথিল সে শৈবধনু করিলেন প্রদান শঙ্কর,
মিথিলেশ দেবরাতে। করিলেন বিষ্ণু অনন্তর
শৈবধনু হতে শ্রেষ্ঠ নিজ ধনু ঋচীকে প্রদান,
ধনু সেই মম পিতা জমদগ্নি মুনিবরে রাম
দিলেন ঋচীক মুনি। তপস্যাতে হলেন মগন
যবে পিতা অস্ত্র ত্যজি, নীচবুদ্ধি বশেতে তখন
নৃপ কার্ত্তবীর্য্যার্জুন করেছিল তাঁহারে নিধন॥
সে মৃত্যু বারতা শুনি লয়ে সেই বিষ্ণু শরাসন,
করেছি নিহত আমি বহুবার ক্ষত্র অগণন॥
করি সে ধনুর বলে ধরা জয়, করিলাম দান
মহাত্মা কশ্যপে তাহা, অনন্তর তপস্যায় রাম
ছিলাম মগন আমি করি মেরু পর্বতে গমন,
শুনি ধনুর্ভঙ্গ বার্ত্তা হেথা আমি এসেছি এখন॥
মম এই ধনু লয়ে কর তুমি শর সংযোজন,
তাহাতে সমর্থ হলে যুদ্ধ আমি করিব এখন

হে রাম তোমার সনে। কহিলেন শুনি রাম তাঁর
বাক্য সেই, বার্তা সব সে ক্রুর কার্য্যের আপনার
করেছি শ্রবণ আমি। পিতৃঋণ পরিশোধ তরে
করেছেন যে নৃশংস কর্ম, তাহে নিন্দা আপনারে
চাহিনা করিতে আমি। উচিত নহেক আপনার
করা গর্ব, করি যত অল্প বল ক্ষত্রিয়ে সংহার॥

দিব্য ধনু দিয়ে মোরে বল মম পরিক্ষা এখন,
করুন ভার্গব, আর ক্ষত্র তেজ করুন দর্শন॥

ধনু আর শর রাম অনন্তর করিয়া গ্রহণ
জমদগ্নি সুত হতে, সে দিব্য ধনুতে সংযোজন
করি শর, করিলেন সবলেতে ধনু আকর্ষণ॥

কহিলেন অতঃপর রাম মুনি ভার্গবে সেখানে,
আপনি ব্রাহ্মণ আর সম্পর্কিত বিশ্বামিত্র সনে,
পূজনীয় তাই মম। করিবনা সে হেতু এখন
সমর্থ হলেও আমি প্রাণঘাতী এ বাণ মোচন॥

সর্বস্থানে দিব্য গতি, কিংবা তব দিব্য লোকে বাস
এ দু'য়ের এক আমি এই শরে করিব বিনাশ॥

বল দর্প বিনাশক এ দিব্য বৈষ্ণব মহাশর
বৃথা পরিত্যাগে আমি সক্ষম নহিক মুনিবর॥

হেনকালে ব্রহ্মা সহ আসিলেন দেবগণ যত,
হেরি তাহা, ধ্যানে আর নারায়ণ অংশ সমুদ্ভুত
হন রাম বুঝি মনে, কহিলেন করি সম্বোধন
রামেরে পরশুরাম, কশ্যপেরে ধরা সমর্পণ
করেছিনু যবে রাম, কহিলেন কশ্যপ তখন,
মম অধিকার মাঝে বাস তুমি করিও না আর,
ধরা তলে বাস তাই নাহি করি বাক্যেতে তাঁহার॥

করিবনা ব্যর্থ তাহা করেছি যে সঙ্কল্প গ্রহণ,
তাই মম দিব্য গতি নাশ তুমি করোনা এখন ॥
পুণ্য লোক প্রাপ্তি মম কর নাশ। তুমি নারায়ণ
বুঝেছি তখনি যবে ধনু এই করিলে গ্রহণ ॥
মিই ত্রৈলোক্য নাথ, নাহি মম লজ্জার কারণ
তোমার নিকটে হয়ে পরাভূত হে রঘু নন্দন ॥
শুনি সেই বাক্য তাঁর করিলেন শ্রীরাম তখন,
পুণ্যলোক প্রাপ্তি তাঁর বিনাশিতে শর বিমোচন।
প্রদক্ষিণ করি রামে অনন্তর ভৃগুর নন্দন
আপন আশ্রম যথা করিলেন সেথায় গমন ॥
নিজ বলে প্রাপ্ত ধনু দেখালেন জনকে তখন
সেথা রাম, দশরথ করিলেন রামে আলিঙ্গন ॥
চলিলেন যাত্রা পথে পুনঃ নৃপ, করি সংযোজন
সৈন্যদল, অনন্তর করিলেন অযোধ্যা গমন ॥
কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ও রাজ পত্নীগণ
ছিলেন যাঁহারা আর, করিলেন সকলে গ্রহণ
সমাদরে সুভূষিতা লক্ষ্মী সমা সীতা ঊর্মিলায়,
মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি এই চারী বধূরে সেথায় ॥
অনন্তর পট্ট বস্ত্রে সুশোভিতা বধূগণে লয়ে,
গেলেন তাঁহারা সবে পুরী মাঝে নানা দেবালয়ে ॥
প্রণমিয়া বধূগণ পূজনীয় গুরুজন গণে,
ভর্ত্তৃহিত অনুষ্ঠানে হলো রত আনন্দিত মনে ॥
সে সবার মাঝে সীতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর সমান,
ভর্ত্তার বিশেষ রূপে করিলেন সন্তোষ বিধান ॥
রামের প্রীতির পাত্রী বৈদেহী ছিলেন স্বভাবত,
সে প্রীতি বর্দ্ধিত সীতা করিলেন স্বগুণে সতত ॥

সীতার ও ছিলেন রাম প্রাণের অধিক প্রিয়তর,
ছিলেন দোঁহার হৃদি প্রীতি যোগে জ্ঞাত পরস্পর ॥
অনুপম রূপবতী কান্তা সহ হয়ে সম্মিলিত,
লক্ষ্মী সহ বিষ্ণু সম শ্রীরাম হলেন শোভান্বিত ॥

কিছু কাল হলে গত অনন্তর আহ্বানি' ভরতে
কহিলেন দশরথ, হে ভরত, হেথা অযোধ্যাতে
করিছেন অবস্থান যুধাজিৎ মাতুল তোমার
তোমারে কেকয় রাজ্যে নিয়ে যেতে সঙ্গেতে তাঁহার ॥
হেথা হতে তাঁর সনে যাও তুমি হে বৎস এখন
মাতামহ রাজ্য আর মাতামহে করিতে দর্শন ॥
শুনি তাহা হয়ে অতি আনন্দিত কৈকেয়ী তখন
করিলেন উপক্রম পুত্রে সেথা করিতে প্রেরণ ॥
প্রণমিয়া জনকেরে, রামে আর মাতৃগণে যত
ভরত শত্রুঘ্ন সহ হয়ে বহু সৈন্য পরিবৃত
গেলেন গন্তব্য পথে। অনন্তর করি অতিক্রম
বহু নদী, বহু বন, সুরম্য পর্বত মনোরম
কেকয় নৃপতি রাজ্যে ভরত হলেন উপনীত,
বৃদ্ধ মাতামহে সেথা নেহারি হলেন আনন্দিত ॥
করিলেন সুখে বাস মাতামহ গৃহে অনন্তর
লভি বহু কাম্য বস্তু, লভি যত্ন, লভি সমাদর ॥
আচার্য্য গণের কাছে শিষ্যরূপে ভরত তখন
করিলেন বহু শাস্ত্র গুণবৃদ্ধি তরে অধ্যয়ন ॥
জ্ঞানাভ্যাসে বহুকাল হলে গত, পিতৃ সন্নিধানে
প্রেরণ করিতে দূত অভিলাষ হলো তাঁর মনে ॥
ভরতের আজ্ঞা লভি, দ্রুতগামী অশ্বে অযোধ্যায়,
উপনীত হয়ে দূত দশরথে কহিল সেথায় ॥

হে রাজেন্দ্র, কৃতবিদ্য হয়েছেন ভরত কুমার
বেদে আর ধনুর্ব্বেদে, নীতি শাস্ত্রে, অর্থ শাস্ত্রে আর ॥
লিপি বিদ্যা, হস্তী বিদ্যা, রথ বিদ্যা, আলেখ্য অঙ্কনে,
জ্যোতির্বিদ্যা, সন্তরণ, ব্যায়াম ও গিরি উল্লঙ্ঘনে
হয়েছেন সুনিপুন। আসিবেন ভরত রাজন্
তব পাশে, করি আরও হেন বহু কর্ম সংসাধন ॥
শুনি তাহা হয়ে হৃষ্ট দশরথ নৃপতি তখন
বহু কাম্য বস্তু তারে করিলেন সাদরে অর্পণ ॥
নিজ বার্ত্তা অনন্তর দূতে সেই করিয়া জ্ঞাপন,
করিলেন নৃপ তারে ভরতের নিকটে প্রেরণ ॥

আদিকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

১। দশরথের রাম অভিষেক বাসনা

সমস্নেহ দশরথ করিতেন চারি পুত্রে তাঁর,
আদৃত ছিলেন তবু বেশী তাঁর রাম গুণাধার ॥
পিতা মাতা প্রজাকুল ভ্রাতা আর সুহৃদের যত,
বহুশ্রেষ্ঠ গুণে রাম প্রীতি পাত্র ছিলেন সতত ॥
উদার হৃদয় আর প্রিয় ভাষী মেধাবী বিদ্বান্
মহাবীর্য্যবান তবু বীর্য্যে নিজ অগর্বিত রাম ॥
বয়োবৃদ্ধগণে রাম পূজারত ছিলেন সতত,
প্রজানুরঞ্জক রামে অনুরক্ত ছিল প্রজা যত ॥
কুল ক্রমাগত রাজ্য প্রাপ্তি তরে নিস্পৃহ অন্তর,
ভাবিতেন বিদ্যালাভ রাজ্যলাভ হতে শ্রেষ্ঠতর ॥
সর্বভূতে দয়াবান্, দানশীল রক্ষক সতত
সজ্জনগণের রাম, আশ্রিত বৎসল অবিরত ॥
পারিতেন বিসর্জিতে ধনৈশ্বর্য্য, বিসর্জিতে প্রাণ,
সত্যনিষ্ঠা বিসর্জিতে কভু নাহি পারিতেন রাম ॥
মহাতেজশালী রাম ক্ষমার আধার অনুপম,
শত্রুর অজেয় যুদ্ধে, চন্দ্র সম প্রিয় দরশন ॥
নিজ পুত্র রামে হেন বহুগুন হেরি একাধারে,
নরপতি দশরথ ভাবিলেন একথা অন্তরে,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা রামে সঙ্গত এখন,
রাজত্বের যোগ্য সে যে সর্বজন হৃদয় রঞ্জন।
স্বগুণে প্রজার রাম আমার অধিক প্রিয়তম ॥

বার্দ্ধক্যে আমার এবে পুত্র রামে করি নিরীক্ষণ
প্রতিষ্ঠিত মহীতলে, সুখে স্বর্গে করিব গমন ॥
নৃপতির মনোভাব বুঝি তাঁর যত মন্ত্রীগণ,
আর পুরবাসী যত, কহিলেন তাঁহারে তখন,
সমাগত তব এবে বার্দ্ধক্য হে নৃপ মহাত্মন,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত পুত্র রামে করুন এখন ॥
করিলেন যাহা নিজ বাসনা তা' যদিও শ্রবণ,
জিজ্ঞাসা সবারে তবু করিলেন নৃপতি তখন।
ধর্ম অনুসারে ধরা করিতেছি সতত শাসন,
রামে যুবরাজ কেন চাহিছেন করিতে এখন ॥
কহিলেন নৃপতিরে সমবেত সর্বজনগণ,
রয়েছে পুত্রের তব বহু শুভ গুণ হে রাজন্।
স্বভাবেতে মৃদু, বীর্য্যে দেব সম, প্রিয় ভাষী আর,
দ্বেষহীন, পিতৃসম প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত সবার ॥
পুরবাসী, গ্রামবাসী মাঝে হেন নাহি কোন জন,
সতত রামের গুণ নাহি করে যে জন কীর্তন ॥
উদার হৃদয়, আর ধর্মশীল সুবিনীত রাম,
করিছেন নিজ গুণে প্রজাকুল আনন্দ বিধান ॥
ধনুর্বেদে সুনিপুণ, দিব্য অস্ত্রে সুবিজ্ঞ সতত,
বহু দূর লক্ষ্য ভেদী, অব্যর্থ রামের অস্ত্র যত ॥
তব আজ্ঞা লভি রাম করেন গমন যুদ্ধে যথা,
আসেন সতত রাম, অরাতি বিজয় করি সেথা ॥
রথে কিংবা গজে রাম যখন করেন আগমণ,
নেহারিলে আমা সবে, করি পথে অপেক্ষা রাজন্
জিজ্ঞাসা কুশল বার্তা সবাকার করেন তখন ॥
অগ্নিহোত্র, দারাসুত, পোষ্য কিংবা শিষ্য যত আর,
অনুকম্পাশীল রাম সুধান কুশল সবাকার ॥

অন্তঃপুরে নারীগণ, বাহিরেতে জনগণ যত,
যৌবরাজ্যে অভিষেক বাঞ্ছা তাঁর করেন সতত ॥
বহু গুণে গুণবান্ সর্বলোক প্রিয় অনুপম,
পুত্র রামে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন রাজন্ ॥

সর্বলোক মিলি যবে করিল এ হেন নিবেদন
আনন্দিত দশরথ কহিলেন এ কথা তখন।
মম প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রে করেছেন অভিপ্রায় সবে
দিতে যুবরাজ পদ আজি অমি ধন্য তাহে এবে ॥
পবিত্র এ চৈত্র মাস পুষ্পিত কাননে মনোরম
করিব প্রদান রামে যৌবরাজ্য এ মাসে এখন ॥
সুমন্ত্রে আহ্বান করি কহিলেন নৃপ অনন্তর
ধর্মশীল রামে তুমি আন এবে হেথায় সত্বর ॥
রাজার আদেশ লভি সূত শ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র তখন
সে আদেশ কহি রামে করিলেন রথে আনয়ন ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম করি পিতৃ সমীপে গমন,
করিলেন প্রণিপাত, করিলেন চরণ বন্দন ॥
প্রিয় পুত্রে যুক্তকরে হেরি নৃপ প্রণত তখন,
আকর্ষণ করি তাঁরে করিলেন স্নেহে আলিঙ্গন ॥
কহিলেন অনন্তর রামে নৃপ করি সম্বোধন,
মম যোগ্যা জ্যেষ্ঠা পত্নী গর্ভে তুমি লভেছ জনম
মম অনুরূপ পুত্র, গুণে শ্রেষ্ঠ, মম প্রিয়তম ॥
তোমার আয়ত্ত যত প্রজাকুল, গুণেতে তোমার
অনুরক্ত তারা সবে, লহ তুমি যৌবরাজ্য ভার ॥
হে পুত্র বিনীত তুমি, স্বভাবতঃ গুণবান আর
তবু স্নেহবশে বাক্য হিত তরে বলিব তোমার ॥

অহঙ্কার শূণ্য হয়ে হবে শুভ কার্য্য পরায়ণ,
পুত্র সম তুমি রাম প্রজাগণে করিবে পালন ॥
অমাত্য, সৈনিক বৃন্দ, হস্তী, অশ্ব, রাজকোষ আর
মিত্র কিংবা অমিত্রেরও লয়ে পর্যবেক্ষণের ভার,
পালেন পৃথিবী রাম নৃপ যেই, হয়ে সুবেষ্টিত
অনুরক্ত প্রজাগণে, মিত্রগণ হন আনন্দিত
সদা সেই নৃপতির। হয়ে তুমি নিজে সুসংযত
শুভ কর্ম অনুষ্ঠানে রত পুত্র রহিও সতত ॥
নৃপতির বাক্য শুনি, ত্বরা করি বার্ত্যবহগণ
করিল সে প্রিয় বার্তা কৌশল্যা সমীপে নিবেদন ॥
সে প্রিয় বারতা শুনি হর্ষভরে কৌশল্যা তখন,
করিলেন সে সবারে বহু ধন রত্ন বিতরণ ॥
শুনি দশরথ বাক্য করি তাঁরে প্রণাম তখন
রথে আরোহিয়া রাম করিলেন স্বগৃহে গমন ॥
করি অনন্তর নৃপে, হর্ষে অভিবাদন জ্ঞাপন,
পৌরজন গৃহে আসি দেবকুলে করিল অর্চন ॥

গেলে চলি সর্বলোক মন্ত্রীগণ সহ অনন্তর
মন্ত্রণা করিয়া পুনঃ করিলেন স্থির নৃপবর,
করিব আগামী কল্য শুভ পুষ্যা নক্ষত্রে রামেরে
অভিষিক্ত যৌবরাজ্যে, পশি শেষে নিজ অন্তঃপুরে
কহিলেন সুমন্ত্রেরে, রামে পুনঃ কর আনয়ন
হে সুমন্ত্র হেথা তুমি। করিলেন যবে আগমন
সুমন্ত্রের সহ রাম, করি পুত্রে স্নেহে আলিঙ্গন
কহিলেন দশরথ, বৃদ্ধ আমি হয়েছি এখন
করি' ভোগ অভীপ্সিত নানা বস্তু সুদীর্ঘ জীবনে,
দিয়েছি দক্ষিণা বহু শতাধিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ॥

ধরাতে তুলনা হীন পুত্ররূপে লভেছি তোমারে,
শাস্ত্র অধ্যয়ণ আর দান বহু করেছি সংসারে॥
অভিষেক করা ভিন্ন যৌবরাজ্যে হে রাম তোমায়,
অপর কর্ত্তব্য আর কিছু মম নাহি এ ধরায়॥
চাহে প্রজারাও সবে নৃপ রূপে তোমারে লভিতে,
করিব তোমারে তাই যুবরাজ এবে অযোধ্যাতে॥
হে বৎস, অশুভ এক স্বপ্ন অদ্য করেছি দর্শন,
যেন অতি ঘোর রবে উল্কা আর অশনি পতন
হতেছে আকাশ হতে। দৈবজ্ঞেরা বলেছেন আর,
করেছে আক্রান্ত রাম এবে জন্ম নক্ষত্র আমার
মঙ্গল, রাহু ও সূর্য্য এই তিন বিরুদ্ধ গ্রহেতে,
হেন দুর্লক্ষণে হন নিপতিত মহা বিপদেতে
নৃপতি, অথবা হয় মৃত্যু তাঁর! ভেবেছি অন্তরে,
আগামী কল্যই তাই অভিষিক্ত করিব তোমারে॥
পত্নী সহ উপবাস করি' কর শয়ন নিশিতে
কুশাস্তীর্ণ ভূশয্যায় অদ্য তুমি সংযত চিত্তেতে॥
তোমারে করুন রক্ষা সর্ব ভাবে বন্ধুগণ যত,
হেনরূপ কার্য্যে হয় নানারূপ বিঘ্ন সংঘটিত॥
ভরত অযোধ্যা হতে দূরে এবে রয়েছে যখন
তোমার এ অভিষেক হবে করা উচিত তখন॥
তোমার ভরত ভ্রাতা ধর্মশীল সদাচার রত,
দয়াশীল, জিতেন্দ্রিয়, সতত তোমার অনুগত॥
তবু মম হয় মনে, হলে কোন হেতু সমাগত,
সজ্জনগণেরো হয় অন্তরে বিকার উপনীত॥
পিতা হতে অনন্তর করি রাম বিদায় গ্রহণ,
করিলেন জননীর অন্তঃপুর মাঝারে গমন॥
ছিলেন কৌশল্যা সেথা দেবতা সম্মুখে ধ্যানরতা,
পুত্র শুভ কামনায়, সুমিত্রা লক্ষ্মণ আর সীতা

ছিলেন নিকটে তাঁর। আসি কাছে প্রণমি তাঁহারে
কহিলেন রাম, পিতা করিবেন অভিষিক্ত মোরে
হে মাতঃ আগামী কাল। উপবাস করিব এখন
পিতার আদেশে আজি সীতা সহ রজনী যাপন॥
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যাহা কিছু করা প্রয়োজন
অভিষেক তবে এবে, করুন তাহার আয়োজন॥
বাষ্পাকুল কণ্ঠে হর্ষে কহিলেন কৌশল্যা তখন
হও চিরজীবী, হোক বিনষ্ট তোমার শত্রুগণ॥
রাজ্যলক্ষ্মী করি লাভ কর তুমি আনন্দ প্রদান
আমার ও সুমিত্রার বন্ধুজনে, হে বৎস, হে রাম॥
করেছ স্বগুণে তুমি তুষ্ট বহু তোমার পিতারে
ইক্ষ্বাকু রাজ্যশ্রী তাই করিছেন আশ্রয় তোমারে॥
নম্র ভাবে যুক্ত করে উপবিষ্ট লক্ষ্মণে তখন
কহিলেন মৃদু হাস্য করি রাম, হে ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ
দ্বিতীয় অন্তর আত্মা তুমি মম, আশ্রয় এখন
করিছেন রাজ্যলক্ষ্মী তোমারে ও সুমিত্রা নন্দন॥
কর ভোগ্য বস্তু আর রাজ্যফল ভোগ হে লক্ষ্মণ,
তোমার তরেই জেনো কাম্য মোর রাজ্য ও জীবন॥
মাতৃদ্বয়ে প্রণমিয়া অনন্তর সীতা সহ রাম,
করিলেন সেথা হতে নিজ গৃহ উদ্দেশে প্রয়াণ॥

দশরথ অভিপ্রায় অনুসারে বশিষ্ঠ তখন,
গেলেন রামের গৃহে রথেতে করিয়া আরোহণ॥
মহর্ষি বশিষ্ঠে রাম সম্মান করিতে প্রদর্শন,
করিলেন সসম্ভ্রমে ত্বরা তাঁর নিকটে গমন॥
মন্ত্র উচ্চারণ করি সীতা সহ রামে অনন্তর
করালেন উপবাস সঙ্কল্প গ্রহণ মুনিবর॥

রামের ভবন হতে বহির্গত হলেন যখন
বশিষ্ঠ, সকল পথ কৌতুহলী মনুষ্যে তখন
হেরিলেন পরিপূর্ণ, সমুদ্রের কোলাহল প্রায়,
হর্ষ ভরে সর্বলোক কোলাহল করিছে সেথায়।
হয়েছে সলিল সিক্ত অযোধ্যার রাজপথ যত,
গৃহদ্বার সকলের পুষ্পমাল্যে হয়েছে শোভিত॥
রাম অভিষেক বাঞ্ছা করি মনে আছে অযোধ্যায়,
বাল বৃদ্ধ নর নারী সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষায়॥
জনগণে অবরুদ্ধ পথে সেই আসি অনন্তর
মন্থর গতিতে অতি বশিষ্ঠ হলেন অগ্রসর
সে রাজ ভবন পানে যেখানে আছেন নৃপবর॥
গেলেন নৃপতি গৃহে পুরোহিত বশিষ্ঠ যখন,
নারায়ণ আরাধনা রত রাম হলেন তখন
করি স্নান সীতা সহ, প্রজ্জলিত অগ্নি মাঝে আর
আহুতি প্রদান করি, করিলেন শ্রদ্ধাতে আহার
হোম অবশিষ্ট ঘৃত, কুশের শয্যায় অনন্তর
করিলেন রাত্রি বাস সীতা সহ রাম রঘুবর॥
মৌন ও সংযত ভাবে সীতা সহ উপবাস রত
রয়েছেন রাম, শুনি বার্তা সেই পুরবাসী যত
হলো আনন্দিত সবে। হলো রাত্রি প্রভাত যখন
লাগিল করিতে তারা সুসজ্জিত অযোধ্যা তখন॥
দেবালয়ে, চতুষ্পথে, অট্টালিকা, বিপণিতে আর
সভাগৃহে, উচ্চবৃক্ষে, সমৃদ্ধ ভবনে সবাকার
হলো নানা চিহ্নময় বিবিধ পতাকা উত্তোলিত,
আরম্ভিল নৃত্য গীত নর্ত্তক গায়কগণ যত॥
অযোধ্যার রাজ পথ নানা পুষ্পে করিল শোভিত
পৌর জন, পথ আর ধূপেতে করিল সুবাসিত॥

ভাবি মনে রাজপথ নিশীথে করিবে আলোকিত,
পথের দু'পাশে তারা দীপ স্তম্ভ করিল স্থাপিত॥
সভা ও চত্বরে মিলি অযোধ্যার পুরবাসীগণ,
লাগিল করিতে সবে দশরথে প্রশংসা তখন॥
কহিতে লাগিল তারা, ধন্য মোরা, হবেন ভূপতি
এবে রাম, যিনি সদা ধর্মশীল ধীর স্থির মতি॥
নিজ ভ্রাতৃগণে রাম স্নেহ সদা করেন যেমন
আমাদের প্রতি তাঁর আছে স্নেহ সতত তেমন॥
যাঁর অনুগ্রহে রামে অভিষিক্ত হেরিব এখন,
হোন দীর্ঘজীবী সেই নিষ্পাপ ও ধর্মপরায়ণ
মহারাজ দশরথ। হেন ভাবে নরনারীগণ
কহিতে লাগিল কথা হয়ে সবে আনন্দে মগন॥
হয়ে থাকে কোলাহল বেগবাণ সমুদ্রে যেমন
পূর্ণিমাতে, কোলাহলে হলো পূর্ণ অযোধ্যা তেমন॥

২। কৈকেয়ী ও মন্থরা

অযোধ্যায় এসেছিল কৈকেয়ীর পিত্রালয় হতে
কুব্জা দাসী একজন সঙ্গে তাঁর, মন্থরা নামেতে॥
প্রাসাদ উপর হতে হেরিল সে রাজপথ যত
হয়েছে সলিল সিক্ত, উৎপল ও কমলে আবৃত॥
বহু ধ্বজ পতাকাতে প্রতি গৃহ হয়েছে শোভিত,
মাল্য ও মোদক হস্তে দ্বিজ সব কোলাহল রত॥
হতেছে মন্দির দ্বারে বাদ্য ধ্বনি বিবিধ প্রকার,
বেদ ধ্বনি মুখরিত হয়েছে মন্দির সেথা আর॥
আনন্দিত জনগণে অযোধ্যা হয়েছে সমাবৃত,
করিছে আনন্দ ধ্বনি, হস্তী, অশ্ব, বৃষ, ধেনু যত॥

মন্থরা বিস্মিত হলো হেরি তাহা, অদূরে তাহার
পট্টবস্ত্র পরিহিতা ধাত্রী এক হেরিল সে আর ॥
করিল জিজ্ঞাসা তারে মন্থরা, ধন কি বিতরণ
অর্থবতী রাম মাতা করিছেন সবারে এখন ॥
সর্ব লোক আনন্দিত কেন হেন কহ তা' আমায়
হৃষ্ট হয়ে কার্য্য কিছু করিবেন নৃপ কি হেথায় ॥
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ধাত্রী সেই কহিল তাহারে,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন নৃপতি রামেরে
পুষ্যা নক্ষত্রেতে কল্য। শুনি তাহা মন্থরা তখন
কৈকেয়ীর শয্যা গৃহে ক্রোধ ভরে করিল গমন ॥
কহিল সে কৈকেয়ীরে, আছ হয়ে কি ভাবে শায়িত
অয়ি মূঢ়ে, ভয় অতি তোমার সম্মুখে উপনীত ॥
হয়েছ আক্রান্ত দুঃখে, কিছু তবু নাহি জান তুমি
নহ প্রিয়া, সমাদর করেন বাহিরে শুধু স্বামী
তাতেই গর্বিতা তুমি, হয় স্রোত নদীর যেমন
নিদাঘে, সৌভাগ্য জেনো হবে ক্ষীণ তোমার তেমন ॥
কহিলেন মন্থরারে কৈকেয়ী, অশুভ সংঘটিত
হয়েছে কি কিছু এবে, কেন তুমি হয়েছ দুঃখিত ॥
কহিল মন্থরা, নৃপ করিবেন অভিষিক্ত রামে
যৌবরাজ্যে; দুঃখে আর ভয়ে তাই এসেছি এখানে
তোমার মঙ্গল তরে। হয়ে তুমি রাজ কন্যা আর
রাজার মহিষী, আছে রাজ ধর্মে যে উগ্র ব্যাপার
কেন বুঝিছনা তাহা, ধর্মকথা মুখেতে সতত
বলেন তোমার ভর্ত্তা, কিন্তু তিনি শঠ স্বভাবতঃ ॥
যে পতি নিকটে আসি প্রিয় বাক্য বলেন তোমারে,
করিছেন রাজৈশ্বর্য্য সে পতি প্রদান কৌশল্যারে ॥
মাতুল আলয়ে করি ভরতেরে দূরেতে প্রেরণ
দুষ্টাত্মা নৃপতি হেথা করিছেন প্রদান এখন

নিষ্কণ্টক রাজ্য রামে। হে কৈকেয়ী, পুত্রে ও তোমারে
আর মোরে রক্ষা হেতু ত্বরান্বিত হও এই বারে॥
মন্থরার কথা শুনি শরতের চন্দ্রলেখা প্রায়,
কৈকেয়ী আনন্দে উঠি শয্যা হতে, দিয়ে মন্থরায়
দিব্য আভরণ এক কহিলেন বার্তা সুখকর
শুনালে আমারে তুমি, পুরস্কার কহ অনন্তর
কি দিব তোমারে আর, প্রভেদ ভরতে আর রামে
না হেরি কিছুই আমি, আনন্দ হয়েছে মম মনে
করিবেন অভিষেক রামে নৃপ, এ বার্তা শ্রবণে॥
মন্থরা দুঃখে ও ক্রোধে কৈকেয়ী প্রদত্ত আভরণ
দূরেতে নিক্ষেপ করি কৈকেয়ীরে কহিল তখন,
দুঃখের সময়ে এই কি রূপেতে আনন্দ এমন
করিছ প্রকাশ তুমি, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম॥
তোমার দুর্মতি হেরি অনুতাপ হতেছে আমার,
কোন্ বুদ্ধিমতী নারী হয় সুখী শ্রীবৃদ্ধিতে তার
সপত্নী পুত্রের, রাজ্য সমভোগ্য সকল ভ্রাতার,
ভরত রামের তাই সর্বাধিক হেতু আশঙ্কার॥
লক্ষ্মণ রামের সদা অনুগত, শত্রুঘ্ন তেমন
অনুগত ভরতের, আশঙ্কার নাহিক কারণ
রামের তাদের হতে। উৎপত্তির ক্রম অনুসারে
ভরত লভিতে পারে রাজ্য এই, ভাবনা অন্তরে
তাই হয় এবে মম ক্ষত্র যোগ্য বীর্য্য সমন্বিত
রাম হতে ভরতের হতে পারে অনিষ্ট সাধিত॥
কৌশল্যাই ভাগ্যবতী, যুবরাজ হলে পুত্র তাঁর
তোমার করিতে হবে দাসী সম সেবা কৌশল্যার,
করিবে তোমার পুত্র রামের দাসত্ব সদা আর॥
কহিলেন শুনি তাহা কৈকেয়ী, নহ কি তুমি জ্ঞাত
ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ রাম সত্যনিষ্ঠ সর্ব গুণান্বিত॥

পুত্র মধ্যে নৃপতির জ্যেষ্ঠ রাম, যৌবরাজ্য তার
সমুচিত প্রাপ্য জেনো, পরিতাপ কেন বা তোমার
সে হেতু হতেছে এবে, শতবর্ষ পরেতে রামের
পৈত্রিক এ রাজ্য প্রাপ্তি অবশ্যই হবে ভরতের॥

রাম আর ভরতের জেনো আমি সম শুভার্থিনী,
করে থাকে সদা রাম সেবা মোর আপন জননী
কৌশল্যা হতে ও বেশী। রাজ্য প্রাপ্তি এবে সে রামের
হয় যদি, তা হলেই রাজ্য প্রাপ্তি হবে ভরতের॥
আপন কনিষ্ঠ যত ভ্রাত্রিগণে করেন সতত
আত্ম সম জ্ঞান রাম। হলো অতি দুঃখে অভিভূত
মন্থরা শুনি সে কথা কৈকেয়ীর, কহিল সে আর
ফেলি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, মূর্খতার বশেতে তোমার
বুঝিছনা স্বার্থ নিজ, অতি দুঃখ সাগরে মগন
হতেছে যে হে কৈকেয়ী। বুঝিছনা সে কথা এখন॥

রাম এবে হলে রাজা, ভবিষ্যতে পুত্রের তাঁহার
হবে রাজ্য, ভরতের থাকিবেনা রাজ্যে অধিকার॥
রাজার সকল পুত্র রাজ্য নাহি লাভ কভু করে
বিষম অনর্থ ঘটে রাজ্য মাঝে স্থাপিলে সবারে॥

জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য তাই করেন প্রদান নৃপগণ,
তোমার তনয় হবে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত তখন॥

এসেছি তোমার স্বার্থে, কিছু তুমি বুঝিছনা তার
সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে দিতে তাই চাহ অলঙ্কার॥

নিষ্কণ্টকে লভি রাজ্য, ভরতেরে রাম সুনিশ্চিত
করিবেন দেশান্তরে কিংবা লোকান্তরেতে প্রেরিত॥

রেখেছ ভরতে করি মাতুলের আলয়ে প্রেরণ
নিকটে যে থাকে হয় সেই জন স্নেহের ভাজন।

করিবেন রামে রক্ষা অনুগত সুমিত্রা নন্দন
ভ্রাতৃপ্রেম উভয়ের সুগভীর জানে সর্ব্বজন ॥
নাহি করিবেন রাম অনিষ্ট সাধন লক্ষ্মণের
অনিষ্ট নিশ্চয় জেনো করিবেন রাম ভরতের ॥
অরণ্যেতে মাতুলের রাজ গৃহ হতেই গমন
করুন ভরত এবে, ভাবি আমি তাহাই এখন
হবে হিতকর তার, হবে আর মঙ্গল সাধন
তোমারো তাহাতে এবে। রাম হতে করা সংরক্ষণ
ভরতে, তোমার জেনো হে কৈকেয়ী কর্তব্য এখন ॥
করেছ সৌভাগ্য গর্বে অবহেলা রাম জননীরে
পূর্বে তুমি, প্রতিশোধ হে কৈকেয়ী এবে তার তরে
কেন না নিবেন তিনি। রাজা রাম হবেন যখন
হবেন ভরত জেনো সুনিশ্চয় বিনষ্ট তখন।
ভরত কি ভাবে রাজ্য লভে এবে, ভাব তাই মনে
ভাব করা যায় রামে কি ভাবে প্রেরণ নির্ব্বাসনে ॥

মন্থরার কথা শুনি হয়ে ক্রোধে আরক্ত আনন
ফেলি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস কহিলেন কৈকেয়ী তখন
অদ্যই রামেরে আমি করিব প্রেরণ অরণ্যতে,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অনন্তর করিব ভরতে ॥
রাম নহে, যুবরাজ ভরত হবে এ অযোধ্যায়
কি উপায়ে, হে মন্থরে, এবে তুমি কহ তা আমায় ॥
কহিল সে। করিবে এ রাজ্য লাভ ভরত তোমার
কি ভাবে, শুনি সে কথা কর তুমি নিজেই বিচার ॥
হে কৈকেয়ী হয়েছ কি পূর্ব কথা সকলি বিস্মৃত,
শোন তবে তাহা, হবে যাহাতে উপায় নির্দ্ধারিত ॥

দেবাসুরে হলো পূর্বে যুদ্ধ মহা আরম্ভ যখন,
গেলেন তোমার পতি সহায়তা করিতে তখন
দেবরাজ ইন্দ্রে সেথা অন্য সব নৃপতির সনে,
তোমারেও হে কৈকেয়ী সঙ্গে তাঁর নিলেন সেখানে॥
দক্ষিণে দণ্ডক দেশে বৈজয়ন্ত নামেতে নগর
আছে এক, অধিপতি ছিল তার অসুর শম্বর
মায়াবী ও বলবান। করেছিল আহ্বান যুদ্ধেতে
দেবগণ সহ ইন্দ্রে সে অসুর, সেই সংগ্রামেতে
করি ঘোর যুদ্ধ নৃপ হয়ে ক্ষত বিক্ষত যখন
হারালেন সংজ্ঞা তাঁর, রক্ষা তাঁরে করিলে তখন
আনি তুমি হে কৈকেয়ী সেই মহা রণাঙ্গণ হতে,
হয়ে তাহে তুষ্ট নৃপ চাহিলেন দুই বর দিতে॥
বলিলে নিবে তা পরে বাঞ্ছা মত, জানা সেই কথা
ছিলনা আমার, মোরে বলেছিলে পরে সে বারতা॥

স্নেহেতে তোমার প্রতি সব তাহা আছে মোর মনে,
চাহ সেই দুই বর এবে তুমি পতি সন্নিধানে॥

ভরতের অভিষেক এক বরে, চাহ অন্য বরে
চতুর্দশ বর্ষ বনে নির্বাসিত করিতে রামেরে॥

ক্রোধাগারে গিয়ে তুমি কর এবে ভূতলে শয়ন,
মলিন বসন পরি করি ত্যাগ সর্ব আভরণ॥

আসিবেন যবে পতি কথা কিছু না বলি তখন
তাঁর সনে, শোকাবেগে তুমি শুধু করিও রোদন॥

প্রিয়তমা তুমি তাঁর নাহি কিছু সন্দেহ তাহাতে
পারেন ত্যজিতে প্রাণ, পারেন অনলে প্রবেশিতে
নৃপতি তোমার তরে, নাহি কভু পারিবেন তিনি
কহিবে যে কথা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে ভামিনী॥

বহু মূল্য মণি মুক্তা রত্ন আর সুবর্ণাদি যত
চাহিবেন দিতে নৃপ, নিতে তাহা না হয়ে সম্মত,
স্মরণে আনিও তাঁর সে কথা, তোমার বাঞ্ছামত
যে বর তোমারে দিতে নৃপতি ছিলেন প্রতিশ্রুত ॥
যখন ভূতল হতে তুলি নিজে নৃপতি তোমারে,
চাহিবেন দিতে বর, তখন আবদ্ধ করি তাঁরে
প্রতিজ্ঞাতে হে কৈকেয়ী, বলিও পাঠাতে রামে বনে
চতুর্দশ বর্ষ তরে. রাজা আর করিতে এখানে
ভরতে, রহিলেন রাম চতুর্দশ বর্ষ নির্বাসিত,
হবেন সক্ষম সবে ভরত করিতে বশীভূত ॥
বঞ্চিত হবেন রাম প্রীতি হতে ক্রমশঃ সবার,
শত্রুহীন রাজ্য আর হবে লাভ পুত্রের তোমার ॥
বন হতে ফিরি রাম আসিবেন যখন এখানে
বন্ধু ও প্রজার যত অন্তরে হবেন ততদিনে
ভরত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, কহি তাই এখন তোমারে
রাম অভিষেক হতে নিবৃত্ত করিতে নৃপতিরে ॥

এ হেন অনর্থ কুব্জা হিত বলি বুঝাল যখন
হলেন বিপথগামী পুত্র তরে কৈকেয়ী এখন ॥
কহিলেন অনন্তর হয়ে হৃষ্ট, বুদ্ধি যে তোমার
আছে হেন, এতদিন জানা তাহা ছিলনা আমার ॥
যত কুব্জা হে মন্থরে, আছে এই পৃথিবী ভিতরে,
বুদ্ধিতে তুমিই শ্রেষ্ঠ তাহাদের সবার মাঝারে ॥
রেখেছ আমার স্বার্থে হিতৈষিনী রূপে লক্ষ্য তুমি,
রাজার দুরভিসন্ধি কিছু মাত্র বুঝি নাই আমি ॥
সকল কুব্জার মাঝে সর্বাধিক সুদর্শনা তুমি,
মনে হয় তুমি যেন বায়ুবেগে আনত পদ্মিনী ॥

পট্টবস্ত্র পরি যবে কর মম অগ্রেতে গমন
হে মন্থরে, হয় অতি শোভা বৃদ্ধি তোমার তখন॥
যে বিরাট মাংস পিণ্ড আছে কুব্জে পৃষ্ঠেতে তোমার,
আছে বহু বুদ্ধি আর নানা মায়া অভ্যন্তরে তার॥
গেলে বন বাসে রাম, রাজ্য প্রাপ্তি হলে ভরতের,
করিব সে মাংস পিণ্ড বেষ্টিত মাল্যেতে স্বুবর্ণের॥
দিব আর হে মন্থরে, বিবিধ উত্তম আভরণ॥
শত্রুজন মাঝে তুমি গর্বেতে করিবে বিচরণ॥
পশি শেষে ক্রোধাগারে করি ত্যাগ সর্ব আভরণ
ভূতলে শয়ন করি কহিলেন কৈকেয়ী তখন,
বনে রাম যাবে কুব্জে, রাজ্য এই ভরত লভিবে,
নহিলে মরিব আমি বার্তা এই নৃপেরে কহিবে॥

৩। কৈকেয়ী ও দশরথ

পশিলেন হেন কালে কৈকেয়ীরে করিতে জ্ঞাপন
'হবে রাম অভিষিক্ত' স্থির তাহা হয়েছে এখন
এই প্রিয় বার্তা নৃপ, হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূরে শোভিত
কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে, নানা বাদ্য রবে মুখরিত॥
চম্পক, অশোক আর ফলে ফুলে ভরা বৃক্ষে যত
ছিল তাহা পরিপূর্ণ, বেদী ও আসন সংস্থাপিত
ছিল সেথা, গজদন্ত স্বুবর্ণ ও রজতে নির্মিত
লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, সরোবরে ছিল তা শোভিত॥
পশি সেথা দশরথ, শয্যাগৃহ মাঝে কৈকেয়ীরে
নাহি হেরি বার্তা তাঁর স্বধালেন দ্বার রক্ষিনীরে॥
কহিল সে যুক্ত করে হয়ে মহা সন্ত্রস্ত তখন
ক্রুদ্ধ অতি হয়ে দেবী করেছেন হে দেব গমন

ক্রোধাগার মাঝে এবে। দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল অন্তরে
শুনি তার কথা সেই, নৃপতি গেলেন ক্রোধাগারে॥

নিষ্পাপ সে বৃদ্ধ নৃপ হেরিলেন পশিয়া সেথায়,
প্রাণাধিক প্রিয়া তাঁর পাপমতি তরুনী ভার্য্যায়
শায়িতা ভূতল মাঝে, যেন ছিন্ন লতিকার মত
যেন আর স্বর্গ ভ্রষ্টা দেবী কোন ভূতলে পতিত॥

করি দেহ কৈকেয়ীর স্নেহ বশে স্বহস্তে মার্জন,
কহিলেন দশরথ, তোমার এ ক্রোধের কারণ

কিছুই জানিনা দেবী, তিরস্কার কিংবা পরাভূত
তোমারে করেছে কেবা। আছ হেথা ভূতলে শায়িত,
হেরি তাহা হে কল্যাণী, হয়েছি দুঃখেতে অভিভূত,
তোমার কল্যাণ তরে জেনো আমি ব্যগ্র অবিরত॥

হয়ে থাকে ব্যাধি যদি আমার অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ,
চিকিৎসাতে সুস্থ ত্বরা করিবেন তোমারে এখন॥

চাহ প্রিয় কর্ম কার করিতে, অপ্রিয় কার্য্য আর
করেছে তোমার কেবা, কাম্য বস্তু লভিবে তাহার
কোন্ জন, বল মহা অশুভ করিতে হবে কার
এ হেন রোদন করি দেহ ক্ষীণ কোরোনা তোমার॥

কোন্ বধ যোগ্য ব্যক্তি পাবে মুক্তি বল তা আমারে,
বধিতে এখন হবে বল কোন অবধ্য জনেরে॥

করিতে সম্পদশালী হবে এবে কোন দরিদ্রেরে
করিতে নির্ধন আর বল হবে কোন্ সে ধনীরে
দ্রাবিড়, সৌবীর, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ আর
মগধ, মৎস্য ও কাশী, বঙ্গ, অঙ্গ, কলিঙ্গ আমার
হে দেবী অধীনে জেনো, দ্রব্যবহু সে সব দেশেতে
আছে যাহা, অধিকার আছে সদা আমার তাহাতে॥

কর যাহা ইচ্ছা তাহা মম পাশে প্রার্থনা এখন
ভূমি হতে হে কৈকেয়ী কর তুমি গাত্র উত্তোলন ॥
শুনি তাহা কহিলেন নৃপতিরে কৈকেয়ী তখন
গঞ্জনা বা অপমান কেহ মোরে করেনি রাজন্ ॥
আছে এক ইচ্ছা মম, ইচ্ছা সেই করিবে পূরণ
কর যদি এ প্রতিজ্ঞা তবে তাহা কহিব এখন ॥
কহিলেন হাসি মৃদু, করি নৃপ হস্ত সঞ্চালন
কৈকেয়ীর কেশপাশে, রাম ভিন্ন অন্য কোন জন
তোমার অধিক প্রিয় হে কৈকেয়ী নাহি যে আমার
জাননা কি তুমি তাহা, কহ কিবা বাসনা তোমার ॥
প্রাণের অধিক মম যেই রাম, শপথ তাহার
করি আমি কহিতেছি হে কৈকেয়ী নিকটে তোমার
কহিবে আমারে যাহা বাক্য সেই করিব পালন
যাহা ভাল মনে কর কহ তুমি সেকথা এখন ॥
ধর্ম্মের শপথ করি এবে আমি কহিতেছি আর
তোমারে করিব তুষ্ট শঙ্কা কিছু নাহিক তোমার ॥
প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ নৃপে কহিলেন কৈকেয়ী তখন
তোমার শপথ এই ইন্দ্র আদি যত দেবগণ
করুন শ্রবণ এবে। চন্দ্র, সূর্য্য রাত্রি ও দিবস
আকাশ ও গ্রহ আদি, দশদিক, গন্ধর্ব, রাক্ষস,
পৃথিবী জগৎ এই, নিশাচর আর জীব যত,
গৃহদেবগণ যাঁরা গৃহেতে আছেন অবস্থিত
করুন শ্রবণ সবে, সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ
বিশুদ্ধ স্বভাব নৃপ চাহিছেন করিতে এখন
আমারে প্রদান বর। এ ভাবে আবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়
করি নৃপ দশরথে কহিলেন কৈকেয়ী তাঁহায়,
দেবাসুর যুদ্ধে পূর্বে ঘটেছিল যাহা হে রাজন
কর তাহা মনে এবে। গুরুতর আহত তখন

হয়েছিলে শত্রু হস্তে যুদ্ধে সেই, অতি সাবধানে
রক্ষা আর যত্ন আমি করেছিনু তোমারে সেখানে ॥
সেহেতু আমারে তুমি চেয়েছিলে দিতে দুই বর,
গচ্ছিত তোমার কাছে রেখেছিনু তাহা নৃপবর ॥
চাহিতেছি এবে আমি সেই বর, শপথ তোমার
রক্ষা যদি নাহি কর প্রাণ তবে ত্যজিব আমার ॥
পাশবদ্ধ হয় মৃগ আত্মনাশ তরে যেই ভাবে
আত্মবিনাশের তরে কৈকেয়ীর বাক্যেতে সে ভাবে
আবদ্ধ হলেন নৃপ। কহিলেন কৈকেয়ী তখন,
সেই দুটি বর আমি চাহি এবে কর তা' শ্রবণ।
রাম অভিষেক তরে সংগ্রহ করেছে যাহা সবে
ভরতের অভিষেক তা দিয়ে করিতে হবে এবে।
দ্বিতীয় বরেতে চাই, করি চীর অজিন ধারণ
দণ্ডক অরণ্যে গিয়ে হোক রাম তপস্বী এখন
চতুর্দশ বর্ষ তরে। নিষ্কণ্টক হোক ভরতের
যৌবরাজ্য একমাত্র ইচ্ছা এই মম অন্তরের ॥

নিদারুণ বাক্য সেই কৈকেয়ীর করিয়া শ্রবণ
ভাবিলেন দশরথ, একি মোর চিত্তের বিভ্রম
দিবা স্বপ্ন এ কি মম, উপদ্রব অথবা মনের
এ আমার, ভাবি ইহা অস্থিরতা বশে অন্তরের
হলেন মূর্ছিত নৃপ। সংজ্ঞা লাভ করি অনন্তর
ব্যাঘ্রী হেরি হয় মৃগ যে ভাবে বিহ্বল, নৃপবর
সে ভাবে বিহ্বল হয়ে কৈকেয়ীরে করি নিরীক্ষণ
ফেলি দীর্ঘশ্বাস, কহি 'অহো ধিক', এ কথা তখন
হলেন মূর্ছিত পুনঃ। লভি সংজ্ঞা বহুক্ষণ পরে
কহিলেন হয়ে দগ্ধ দুঃখে আর ক্রোধে কৈকেয়ীরে,

কুলবিনাশিনী আর দুষ্টা ও নৃশংসা অতি তুমি
করেছে তোমার রাম কি ক্ষতি, করেছি কি বা আমি।
সদা রাম তোমা সনে মাতৃ তুল্য করে ব্যবহার
উদ্যত হয়েছ কেন অপকার করিতে তাহার॥
আত্মবিনাশের তরে বিষধরী কালসর্পী সম
তোমারে এনেছি আমি না জেনে এ গৃহ মাঝে মম॥
করে থাকে যে রামের প্রশংসা সতত সর্বজন
সেই প্রিয় পুত্র রামে কোন দোষে ত্যজিব এখন॥
জীবন ত্যজিতে নিজ পারি মম, কিন্তু আমি তবু
পারিনা করিতে ত্যাগ পিতৃভক্ত রামে মোর কভু॥
করিতেছি স্পর্শ আমি মস্তকেতে তোমার চরণ
কৈকেয়ী, আমার প্রতি হও তুমি প্রসন্ন এখন॥
নিশ্চয় হয়েছে দেবী, বুদ্ধি এবে বিকৃত তোমার
পূর্বে তো অপ্রিয় কাজ কভু তুমি করনি আমার॥
ভরত যেরূপ প্রিয়, প্রিয় রাম সেরূপ তোমার
বলেছ এ হেন কথা পূর্বে তুমি মোরে বহুবার।
সুকুমার ধর্মশীল রামে সেই চাহিছ এখন
ভীষণ অরণ্যে তবে কেন তুমি করিতে প্রেরণ॥
ভরত হতেও বেশী করে রাম সেবা যে তোমার,
মম অন্তঃপুরে কেহ অপবাদ করেনা তাহার॥
সত্ত্বগুণে সর্বজনে, ধন দানে দ্বিজগণে যত,
শুশ্রূষায় গুরুজনে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুকে সতত
শত্রুরে সে করে জয়। প্রিয়বাক্য কহে সে সবারে
কহিব অপ্রিয় এই বাক্য আমি কি ভাবে তাহারে॥
হয়েছি কৈকেয়ী এবে বৃদ্ধ আমি, নিকটে আমার
আগত অন্তিম কাল, করিতেছি সম্মুখে তোমার
কাতর বিলাপ আমি দীনভাবে, করুণা আমারে
কর তুমি, যাহা কিছু আছে বস্তু পৃথিবী ভিতরে

করিব তোমারে আমি দান তাহা, মৃত্যুর কারণ
হয়োনা আমার তুমি হেন ভাবে কৈকেয়ী এখন ॥
তোমার চরণ আমি করিতেছি স্পর্শ যুক্ত করে,
কর রক্ষা রামে, তুমি, কোরোনা অধর্মে লিপ্ত মোরে ॥

দুঃখেতে সন্তপ্ত অতি নৃপে সেই, কৈকেয়ী এখন
কহিলেন উগ্রভাবে, দিতে বর আমারে রাজন্
প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হয়ে হও যদি অনুতপ্ত এবে,
ধার্মিক পৃথিবী মাঝে বলিবে তোমারে কেবা তবে ;
বর দান বিষয়েতে চাহিবেন যত নৃপগণ
তোমার নিকটে সবে সত্য তথ্য জানিতে যখন,
বলিবে তখন তুমি একথা কি, জীবন আমার
করেছিল রক্ষা পূর্বে যে কৈকেয়ী, নিকটে তাহার
করেছিনু যে শপথ, করেছি ভঙ্গ সে অঙ্গীকার ॥

দুর্মতির বশে এবে করি রামে রাজত্ব প্রদান
কৌশল্যার সহ তুমি চাহিছ করিতে অবস্থান ।

ধর্ম কি অধর্ম হোক সত্য কি অসত্য হোক আর,
অবশ্য করিতে হবে রক্ষা এবে প্রতিজ্ঞা তোমার ॥

কর অভিষিক্ত যদি রামে তুমি করি বিষ পান,
তোমার সম্মুখে তবে বিসর্জন করিব এ প্রাণ,
রাম জননীরে সবে করিছে প্রণাম যুক্তকরে
হেরি যদি তাহা, তবে মৃত্যু হবে শ্রেয়ঃ মোর তরে ।

শুনি সে কঠোর বাক্য কৈকেয়ীর চাহি কিছুক্ষণ
অনিমেষে তার দিকে, ছিন্নমূল তরুর মতন
হলেন পতিত নৃপ, কাতর বাক্যেতে অনন্তর
কহিলেন কৈকেয়ীরে, কে তোমারে এ অনর্থকর

কার্য্যেতে করেছে রত, এবে মোরে ভূতাবিষ্টা প্রায়
কহিছ যা, করিছনা লজ্জা বোধ কিছুই কি তা'য় ?
কেন কর ভয় রামে, চাহিছ এখন যার তরে
রামেরে পাঠাতে বনে, রাজ্য আর দিতে ভরতেরে ॥
ভরত হবেনা রাজা ত্যজি রামে, মনে করি আমি
রামের হতেও বেশী ভরত ধর্মের অনুগামী ॥
কি ভাবে কহিব রামে যাও বনে, হেরিব এখন
কি ভাবে তা বিপর্য্যস্ত করেছি যে সঙ্কল্প গ্রহণ
লয়ে যত বন্ধুগণে। শাস্ত্রদর্শী যত বৃদ্ধগণ
জিজ্ঞাসিলে কোথা রাম, কিবা আমি কহিব তখন ॥
কৈকেয়ীর নিপীড়নে করেছি প্রেরণ রামে বনে
কহি যদি, করিবেনা সে কথা বিশ্বাস কেহ মনে ॥
করি এ অপ্রিয় কার্য্য প্রিয়ম্বদা সেই কৌশল্যায়
কি কহিব, দাসী, সখী, ভার্য্যা, ভগ্নী আর মাতৃপ্রায়
মোর প্রিয় বাঞ্ছা সদা মনে যাঁর, গেলে বনে রাম
সীতার ক্রন্দন হেরি চাহিব না রাখিতে এ প্রাণ ॥
এত কাল পাপীয়সী, মূর্খ আমি রেখেছি তোমায়
অজ্ঞান বশেতে মম, কণ্ঠ লগ্ন মৃত্যু রজ্জু প্রায়।
জীবিত থেকেও হায় করিলাম পিতৃহীন এবে
রামেরে দুরাত্মা আমি, কহিবে নিশ্চয় এবে সবে
নিতান্তই কামবশ দশরথ, ভার্য্যার কথাতে
প্রিয় পুত্রে তাই এবে করিছেন প্রেরণ বনেতে ॥
'বনে যাও' কহিলে সে করে যদি বিরুদ্ধতা তার
হয় শুভ, কিন্তু রাম করিবেনা কার্য্য সে প্রকার ॥
রথে, অশ্বে, গজে, করে থাকে যে রাম গমণ
মহারণ্যে পদব্রজে কি ভাবে সে করিবে ভ্রমণ ॥
যার তরে নানা খাদ্য করে যত পাচকে রন্ধন
বন্য ফলমূল হায় কি ভাবে সে করিবে ভক্ষণ ॥

মহামূল্য বস্ত্র ত্যজি পরিধান বল্কল এখন
কি ভাবে করিবে রাম। শঠ আর স্বার্থপরায়ণ
স্ত্রীজাতিরে শত ধিক্, শুধুই ভরত জননীরে
কহিতেছি ইহা, নাহি কহিতেছি সকল নারীরে।

মহারাজ দশরথে কহিলেন কৈকেয়ী তখন
সত্যবাদী দৃঢ়ব্রত কহি তুমি নিজেরে রাজন
যে বর প্রদান মোরে করিতে হয়েছ প্রতিশ্রুত
অন্যথা করিতে তাহা কেন এবে হয়েছ উদ্যত॥
কহিলেন দশরথ, যজ্ঞ আদি করি বহু শ্রমে
কৈকেয়ী, অপুত্র আমি পুত্ররূপে লভেছি যে রামে
কি ভাবে করিব ত্যাগ তারে এবে; মহাবীর আর
কৃতবিদ্য, জিত ক্রোধ, সুদর্শন, ক্ষমার আধার
ইন্দীবর সম শ্যাম, দীর্ঘবাহু, কমল লোচন
যে রাম, কি ভাবে তারে দণ্ডকেতে করিব প্রেরণ॥
অভ্যস্ত যে সুখভোগে, দুঃখ ভোগ করেনি যে জন,
বনবাস দুঃখ তার নেহারিব কি ভাবে এখন॥
করিলেন দশরথ এ ভাবে বিলাপ বহুতর,
সূর্য্য অস্তে নিশীথিনী সমাগত হলো অনন্তর॥
ফেলি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস করি দৃষ্টি আকাশে স্থাপন,
নৃপতি দুঃখেতে অতি লাগিলেন কহিতে তখন,
নক্ষত্র ভূষিতা অয়ি নিশীথিনী, প্রভাত আবার
নাহি যেন হয় কভু একান্ত এ বাসনা আমার॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি নমস্কার জানাই তোমারে,
হে শর্ব্বরি, সুপ্রসন্ন হও তুমি আমার উপরে॥
কহি ইহা কহিলেন কৈকেয়ীরে নৃপতি আবার,
হে দেবী, প্রসন্ন হও, অনুগত একান্ত তোমার

দীন আমি, তোমা হতে রাজ্য প্রাপ্ত হোক রাম এবে,
লভিবে পরম যশ সর্বজন হতে তুমি তবে॥
ভর্ত্তার করুণ হেন বিলাপেও কৈকেয়ী তাঁহারে
নাহি কহিলেন কিছু, হলো নিশি ভোর ধীরে ধীরে।
আরম্ভ করিল আসি স্তুতি যত বৈতালিকগণ,
করিলেন সে সবারে দশরথ নিষেধ তখন॥
কহিলেন অনন্তর শোকেতে কাতর নৃপতিরে
কৈকেয়ী, ভাবিছ কেন বর তুমি দিতে চেয়ে মোরে
করেছ কি যেন পাপ। সত্য করা উচিত পালন
তোমার হে মহারাজ, বলেন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ
সত্যই পরম ধর্ম্ম। নিজ দেহ শৈব্য নরপতি
করেছিলা শ্যেনেদান, রাখিতে আপন প্রতিশ্রুতি।
নৃপতি অলর্ব করি উৎপাটিত প্রসন্ন অন্তরে,
নিজ চক্ষুদ্বয় দান করেছিলা ব্রাহ্মণ প্রার্থীরে।
সমুদ্র প্রতিজ্ঞা করি করিবনা সীমা অতিক্রম,
সত্য রক্ষা তরে নিজ না করেন তীর উল্লঙ্ঘন।
সত্যেই সংস্থিত ধর্ম, সত্যই অক্ষয় বেদ আর
কর সত্যরক্ষা, যদি থাকে আস্থা ধর্ম্মেতে তোমার॥
করি অঙ্গীকার তাহা রক্ষা যদি নাহি কর তুমি
তোমার সম্মুখে তবে ত্যজিব জীবন এবে আমি॥
বামন দেবের কাছে সত্যে বদ্ধ বলির মতন,
কৈকেয়ীর কাছে নৃপ সত্যে বদ্ধ হলেন তখন॥
কহিলেন করি তিনি কষ্টে অতি চিত্ত স্থির তাঁর,
করেছি গ্রহণ করি' অগ্নি সাক্ষী যে হস্ত তোমার
মন্ত্র সহ পাপীয়সী, এবে তা' ত্যজিনু চিরতরে।
করিলাম ত্যাগ আর তোমার তনয় ভরতেরে॥

হেরি এবে সূর্য্যোদয় পুরবাসী সবে সুনিশ্চিত,
রাম অভিষেক তরে আমারে করিবে ত্বরান্বিত ॥
অভিষেক দ্রব্য যত সংগৃহীত হয়েছে এখন,
তা' দিয়ে অন্ত্যেষ্টি মম রাম যেন করে সমাপন
করেনা ভরত যেন। কহিলেন কৈকেয়ী তাঁহারে
বিষতুল্য বাক্য হেন কেন তুমি কহিছ আমারে ॥
মম পুত্রে দিয়ে রাজ্য, করি রামে অরণ্যে প্রেরণ
নিষ্কণ্টক করি মোরে কর সত্য পালন এখন ॥
তীক্ষ্ম কশাঘাতে অশ্ব হয়ে থাকে আহত যেমন,
কৈকেয়ীর বাক্যে সেই, দশরথ হলেন তেমন ॥
কহিলেন অনন্তর, জ্ঞান হারা হয়েছি এখন
সত্যে বদ্ধ হয়ে আমি, চাহি রামে করিতে দর্শন ॥
হলেন অরুণোদয়ে এ হেন সময়ে সমাগত
সশিষ্যে বশিষ্ঠ, লয়ে অভিষেক তরে দ্রব্য যত
রাজপুরী মাঝে ত্বরা শুভক্ষণে, সুমন্ত্রে সেথায়
কহিলেন তিনি আর, এবে আমি এসেছি হেথায়
জানাও বারতা এই নৃপতিরে, সুমন্ত্র তখন
করিলেন যুক্ত করে দশরথ ভবনে গমন ॥
রাজ অন্তঃপুরে ছিল সদা তাঁর অবারিত গতি,
কহিলেন নৃপতিরে সেথা তিনি করি তাঁর স্তুতি,
ভাস্কর উদিত হয়ে সমুদ্রে করেন আনন্দিত
যে ভাবে, করুন সবে হে রাজন হয়ে সমুত্থিত
সে ভাবে আনন্দ দান, নিশি এবে হয়েছে অতীত,
হয়েছে আদেশে তব অভিষেক দ্রব্য সংগৃহীত ॥
পুরবাসী, গ্রামবাসী, সব সহ যত দ্বিজগণ,
মহর্ষি বশিষ্ঠ আর করিছেন প্রতীক্ষা এখন ॥
শোকেতে আরক্ত নেত্রে দশরথ কহিলেন তাঁরে,
মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ তুমি বাক্যে এই করিছ আমারে ॥

সে কাতর বাক্য শুনি সেথা হতে সরিলেন দূরে
সুমন্ত্র, আহ্বান করি কহিলেন কৈকেয়ী তাঁহারে,
অভিষেক হর্ষে নৃপ জাগি রাত্রি, পরিশ্রান্ত আর
হয়েছেন নিদ্রাতুর, আন রামে নিকটে তাঁহার॥
কৈকেয়ীর বাক্য শুনি কহিলেন সুমন্ত্র তাঁহারে
না লভি রাজাজ্ঞা আমি কি ভাবেতে আনিব রামেরে॥
শুনি তাহা দশরথ কহিলেন, হেথায় এখন
সুদর্শন রামে মম হে সুমন্ত্র, কর আনয়ন,
দেখিতে তাহারে এবে চাহি আমি। সুমন্ত্র তখন
অন্তঃপুর হতে সেই করিলেন বাহিরে গমন॥
উদিত হয়েছে সূর্য্য সমাগত শুভ লগ্ন এবে,
হেরি তা' বেদজ্ঞ দ্বিজ আর রাজ পুরোহিত সবে
অভিষেক দ্রব্য লয়ে আসিলেন ত্বরা রাজ দ্বারে
আনন্দে, রামের সেথা অভিষেক দরশন তরে॥
মধু, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, লাজ, কুশ, পুষ্পরাজি আর
রজত কাঞ্চন ঘট, পরিপূর্ণ গঙ্গা যমুনার
পবিত্র সঙ্গম জলে। রূপবতী কন্যা অষ্টজন,
নানা বাদ্য যন্ত্র সহ স্তুতি ও বন্দনাকারীগণ,
রথ, অশ্ব, হস্তী, বৃষ, প্রয়োজন অভিষেক তরে
যাহা কিছু মাঙ্গলিক, আনীত হয়েছে রাজ দ্বারে॥
চন্দ্রের কিরণ সম শ্বেতবর্ণ, রত্ন বিভূষিত
ছত্র ও চামর সেথা রাম তরে হয়েছে আনীত॥
কিন্তু নৃপে নাহি হেরি কহিলেন সকলে তখন
আমরা এসেছি হেথা এ কথা করিবে নিবেদন
কেবা এবে মহারাজে। কহিলেন সুমন্ত্র-তখন
রাজ আজ্ঞা লভি আমি রাম পাশে যেতেছি এখন॥
কিন্তু পূজ্য আপনারা নৃপতির, তাই নৃপতিরে
জিজ্ঞাসিতে যাব তাই, আসিছেন কেন না বাহিরে॥

নৃপতির শয্যাগৃহে অনন্তর করিয়া গমন
যবনিকা অন্তরালে রহি সেথা সুমন্ত্র তখন
কহিলেন করি স্তুতি, দ্বারদেশে আসি সর্বজন
আপনার প্রতীক্ষাতে মহারাজ, আছেন এখন,
হউন জাগ্রত এবে। কহিলেন নৃপতি তাঁহারে
আনিতে রামেরে হেথা হে সুমন্ত্র বলেছি তোমারে।
আমার সে বাক্য তুমি কেন নাহি করিছ পালন,
নহি আমি সুপ্ত এবে, কর তুমি রামে আনয়ন॥
নৃপতির বাক্য শুনি ধ্বজ আর পতাকা শোভিত
রাজপথ মাঝে আসি সুমন্ত্র হলেন উপনীত॥
অগ্রসর হয়ে দ্রুত পশিলেন আসি অনন্তর
ইন্দ্রের আলয় সম রামের ভবনে মনোহর॥
বৃহৎ কপাট আর বেদী নানা সেথা অবস্থিত।
কাঞ্চন নির্মিত নানা প্রতিমাতে যে পুরী শোভিত।
মণিমাল্যে অলঙ্কৃত অগুরু চন্দনে সুবাসিত,
মধুর কূজন কারী নানা পক্ষী রবে মুখরিত॥
উপহার লয়ে নানা, যুক্তকরে রয়েছে সেথায়
বহু লোক ঊর্দ্ধমুখে রামের দর্শন প্রতীক্ষায়॥

৪। দশরথ সমীপে রাম

সুমন্ত্র রথেতে নিজ আনন্দিত করি সে সবারে
পশিলেন অনন্তর অবারিত ভাবে অন্তঃপুরে,
পশি অন্তঃপুরে সেই হেরিলেন যুবাগণ যত,
প্রাস ও কার্ম্মুক হস্তে সেথায় রয়েছে অবস্থিত।
বেত্র হস্তে বৃদ্ধাগণ কাষায় বসন পরিহিতা,
আছে দ্বারে, স্ত্রীগণের প্রহরিনী রূপে অবস্থিতা॥

সুমন্ত্রে নেহারি সবে সসম্ভ্রমে হলো সমুত্থিত,
আদেশে তাঁহার শেষে রাম পাশে হয়ে উপনীত
আগমন বার্তা তাঁর রামেরে করিল নিবেদন,
রাম বাক্যে অনন্তর সুমন্ত্রে করিল আনয়ন॥
সুমন্ত্র সেথায় আসি হেরিলেন চন্দনে চর্চিত
ভূষণে ভূষিত রামে সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে অবস্থিত।
আছেন চামর হস্তে বসি সীতা পাশেতে তাঁহার
হয়েছে মিলন যেন চন্দ্র সনে নক্ষত্র চিত্রার॥
কহিলেন অনন্তর রামে তিনি, চাহেন তোমারে
হেরিতে তোমার পিতা, নিয়ে তাঁর সঙ্গে কৈকেয়ীরে॥
শুনি সে বারতা রাম কহিলেন সীতারে তখন
অয়ি সীতে, হিতৈষিনী মাতা মম কৈকেয়ী এখন
জনকের অভিপ্রায় হয়ে জ্ঞাত, করিছেন তাঁরে
নিশ্চয় প্রেরণা দান মম রাজ্য অভিষেক তরে॥
প্রিয়া মহিষীর সহ রহি নৃপ, সুমন্ত্রে এখন
মম ভাগ্যবশে তাই করেছেন হেথায় প্রেরণ।
নেহারিতে মহারাজে এবে আমি করিব গমন,
কর অবস্থান হেথা লয়ে তুমি প্রিয় পরিজন॥
রামের সঙ্গেতে আসি দ্বারদেশে, করি উচ্চারণ
মাঙ্গলিক বাক্য সীতা, কহিলেন একথা তখন,
ব্রাহ্মণ সেবিত রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এখন
তোমারে নৃপতি, করি রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন॥
করিব ভজনা আমি, অজিন, কুরঙ্গ শৃঙ্গধারী
দীক্ষিত ও ব্রতচারী সুপবিত্র তোমারে নেহারি॥
করুন তোমার পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তরের
দিক সব রক্ষা এবে, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের॥
সুমন্ত্রের সহ ত্বরা অনন্তর হয়ে বহির্গত,
ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে রাম হেরিলেন সেথা অবস্থিত।

সমাগত বন্ধুগণে প্রীতি ভরে করি সম্ভাষণ
লক্ষ্মণেরে লয়ে সাথে করিলেন রথে আরোহন

অগ্রসর হয়ে রথে সর্বজনে করি আনন্দিত,
করিলেন নিরীক্ষণ ধ্বজ আর পতাকা শোভিত
অযোধ্যা নগরী রাম, শুনি আর প্রশংসা আপন,
সর্বলোকমুখে সেথা লাগিলেন করিতে গমন
রাজপথ মাঝে দ্রুত, নির্বিকার রহি অন্তরেতে
হলেন আসিয়া শেষে উপনীত রাজ ভবনেতে ॥
পশি সেথা হেরিলেন আসি ক্রমে পিতৃ সন্নিধানে,
উপবিষ্ট তাঁরে রাম দীন ভাবে বিষণ্ণ বদনে ॥
চরণ বন্দনা করি জনকেরে প্রণমিয়া রাম
করিলেন অনন্তর কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম ॥
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে 'রাম' শব্দ করি উচ্চারণ
কহিতে অপর কিছু নরপতি হলেন অক্ষম
পদস্পৃষ্ট সর্প সম রূপ তাঁর হেরি ভয়ঙ্কর
হলেন শঙ্কিত রাম। শোকে অতি ব্যথিত অন্তর
দশরথ, করিছেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ অবিরত,
মর্মান্তিক বেদনায় চিত্ত তাঁর ব্যাকুল সতত ॥
ভাবিলেন রাম হেরি শোকে হেন নিমগ্ন পিতারে,
কেন নাহি করিছেন সম্ভাষণ নৃপতি আমারে ॥
রহিলেও ক্রুদ্ধ পিতা সুপ্রসন্ন হন অন্য দিন
হেরি মোরে, অদ্য কেন রয়েছেন বিষাদে মলিন ॥
ভাবি ইহা, ম্লান মুখে, দীনভাবে কহিলেন শেষে
কৈকেয়ীরে, করেছি কি অপরাধ অজ্ঞানতাবশে
পিতার নিকটে কিছু, শারীরিক ব্যাধি, কিংবা আর
মনেতে সন্তাপ কোন, উপস্থিত হয়েছে কি তাঁর ॥

কুমার ভরত কিংবা শত্রুঘ্নের, অথবা সকল
মাতৃগণ মাঝে মম হয়নিতো কারো অমঙ্গল ॥
অভিমান বশে দেবী, ক্রোধে কিছু পরুষ বচন
বলেছেন তাঁহারে কি, হয়েছেন বিষণ্ণ বদন
যার তরে পিতা মোর, জ্ঞাত হতে ইহার কারণ
করি বাঞ্ছা, সত্য যাহা প্রকাশ তা করুন এখন ॥
কহিলেন লজ্জাহীনা কৈকেয়ী শুনি সে বাক্য তাঁর
হন নাই ক্রুদ্ধ তিনি, বিপদ হয়নি কিছু আর
নৃপতির এবে রাম, কথা মনে আছে যা তাঁহার
নাহি পারিছেন তিনি বলিতে তা' ভয়েতে তোমার ॥
প্রিয় অতি তুমি তাঁর তাই কিছু অপ্রিয় তোমারে
কহিতে অক্ষম তিনি। কিন্তু নৃপ করেছেন মোরে
প্রদান যে প্রতিশ্রুতি, এবে সেই প্রতিশ্রুতি তাঁর
করা রক্ষা এবে রাম অবশ্যই কর্ত্তব্য তোমার ॥
পূর্বে মোরে মহারাজ সমাদরে করি বরদান
হয়েছেন অনুতপ্ত এবে ক্ষুদ্র জনের সমান ॥
সত্যই ধর্মের মূল, তোমার কারণে মোর প্রতি
হয়ে ক্রুদ্ধ, সত্য যেন না করেন বর্জন নৃপতি।
শুভ কি অশুভ যাহা বলিবেন নৃপ, তাহা তুমি
করিবে পালন, যদি কর এ প্রতিজ্ঞা, তবে আমি
বলিব নিজেই সব, নাহি রাম হবেন এখন
তোমারে সে সব কথা, মহারাজ বলিতে সক্ষম ॥
ব্যথিত কৈকেয়ী বাক্যে হয়ে রাম, কহিলেন তাঁরে
অহো ধিক, মোরে দেবী অনুচিত বলা হেন মোরে।
অনলে পশিতে আর তীক্ষ্ম বিষ করিতে ভক্ষণ
পারি আমি রাজ বাক্যে, পারি হতে সমুদ্রে মগন ॥
পিতা, গুরু, হিতাকাঙ্খী যিনি মোর আদেশ পালন
করিব অবশ্য তাঁর, মোরে দেবী, বলুন এখন

কি তাঁহার অভিলাষ, নাহি বলে কথা দুই ভাবে
কভু রাম, কহি তাই করুন বিশ্বাস মোরে এবে ॥
সরল স্বভাব আর সত্যবাদী রামেরে তখন
কহিলেন লজ্জাহীনা কৈকেয়ী এ নিষ্ঠুর বচন।
দেবাসুর যুদ্ধে পূর্বে, অস্ত্রাহত তোমার পিতারে
করেছিনু রক্ষা আমি, চেয়েছিলা দিতে তাই মোরে ,
দুই বর তিনি রাম, বরে সেই চেয়েছি এখন
ভরতের অভিষেক, বনে অদ্য তোমার গমন ॥
পিতৃ সত্য, নিজ সত্য, চাহ যদি করিতে পালন
জটা চীর ধারী হয়ে কর তবে দণ্ডকে গমন
চতুর্দশ বর্ষ তরে। হেথা রাম করুক এখন
ভরত বিবিধ রত্নে সুসমৃদ্ধ এ রাজ্য শাসন ॥
হয়েছেন শোকে আর্ত্ত বর এই দান করি মোরে
নরপতি, হয়েছেন দেখিতে ও অক্ষম তোমারে।
অভিপ্রেত কার্য্য তাঁর কর এবে হে রঘুনন্দন,
কর পরিত্রাণ তাঁরে করি তাঁর এ সত্য পালন ॥

কৈকেয়ীর সে অপ্রিয় বাক্য রাম করিয়া শ্রবণ
না হয়ে ব্যথিত কিছু, কহিলেন তাঁহারে তখন
হবে তাই, যাব আমি বনবাসে করিতে পালন
রাজার প্রতিজ্ঞা এই, করি জটা বল্কল ধারণ।
কিন্তু জানিবারে চাহি নরপতি আমারে এখন
সম্বর্দ্ধনা কেন নাহি করিছেন আগের মতন।
রুষ্ট নাহি হয়ে দেবী সুপ্রসন্ন হউন এখন
কহিতেছি আপনারে বনে আমি করিব গমন ॥
আমার শুধুই এই দুঃখ এবে হতেছে অন্তরে
ভরতের অভিষেক কথা নৃপ কেন তা আমারে
নাহি কহিলেন নিজে। পারি দিতে ভ্রাতা ভরতেরে

শুধু রাজাজ্ঞায় কেন, করিতেও তুষ্ট আপনারে
সীতা, রাজ্য, ধন, প্রাণ। কেন হয়ে লজ্জিত এমন
ভূমি পানে চাহি নৃপ করিছেন অশ্রু বিসর্জন॥
করুন আশ্বস্ত তাঁরে, দূতগণ করুক গমন
মাতুল আলয় হতে ভরতে করিতে আনয়ন॥
যাব আমি পিতৃবাক্য পালন করিতে নির্বিচারে,
দণ্ডক মাঝেতে ত্বরা, চতুর্দ্দশ বৎসরের তরে॥
রাম বাক্যে হয়ে হৃষ্ট কহিলেন কৈকেয়ী তখন
বলিতেছ যাহা তুমি হবে তাই, যাবে দূতগণ
ভরতে আনিতে হেথা। তোমারেও হেরিতেছি এবে
উৎসুক অরণ্যে যেতে, যাও ত্বরা বনে এবে তবে।
নাহি কহিছেন কথা হয়ে নৃপ লজ্জিত এখন,
কর তাঁর ক্ষোভ দূর, হেথা হতে অরণ্যে গমন
যাবৎ না কর তুমি, জনক তোমার এতক্ষণ
নাহি করিবেন জেনো স্নান রাম অথবা ভোজন॥

শুনি' তাহা 'অহো কষ্ট ধিক মোরে' কহি শোক ভরে
হলেন মূর্চ্ছিত, হয়ে নিপতিত পর্য্যঙ্ক উপরে
মহারাজ দশরথ। করিলেন উত্থিত তাঁহারে
ত্বরা রাম, কিন্তু শুনি কৈকেয়ীর বাক্য সেই রূপ,
কশাহত অশ্ব সম বনে যেতে হলেন উৎসুক॥
কহিলেন তাই তিনি কৈকেয়ীরে, চাহিনা করিতে
বাস আমি হয়ে দেবী স্বার্থপর এই পৃথিবীতে।
ঋষিকুল সমতুল মনে মোরে করুন এখন,
করেছি আশ্রয় আমি শুদ্ধ ধর্ম্ম তাঁদেরি মতন॥
পিতৃসেবা হতে কিংবা আদেশ পালন হতে তাঁর,
নাহি জানি আমি কভু আছে কিছু শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর॥

নাহি বলিলেও পিতা আপনারি কথা অনুসারে,
যাব বনে এবে আমি চতুর্দশ বৎসরের তরে ॥
হেন গুণ কিছুই কি দেখেননি আমার মাঝারে
যার তরে বলেছেন নৃপে ইহা, না বলি আমারে ॥
কহি বার্ত্তা জননীরে, বৈদেহীরে করি অনুনয়
করিব অদ্যই আমি দণ্ডকেতে গমন নিশ্চয় ॥
রামের সে কথা শুনি লাগিলেন করিতে রোদন
উচ্চরবে দশরথ, করি রাম চরণ বন্দন
জনকের, বন্দি আর চরণ অনার্য্যা কৈকেয়ীর
প্রদক্ষিণ করি দোঁহে সেথা হতে হলেন বাহির ॥
বাষ্পাকুল নয়নেতে হয়ে অতি ক্রোধান্বিত আর
লক্ষ্মণ অধীর ভাবে অনুগামী হলেন তাঁহার ॥
অভিষেক দ্রব্য যত প্রদক্ষিণ করি যাত্রাপথে
চলিলেন ধীরে ধীরে দৃষ্টিপাত না করি তাহাতে ।
রাজ্য অপ্রাপ্তি তাঁর কান্তি কিছু হলোনা মলিন
যেতে হবে বনে, তবু রহিলেন বিকার বিহীন
সর্বলোক শ্রেষ্ঠ রাম, পশিলেন ছত্র ও চামর
রথ ও স্বজন ত্যজি, মাতৃ অন্তঃপুরে অনন্তর ।

৫ । রাম ও কৌশল্যা

কৈকেয়ী ভবন হতে যুক্তকরে হলেন বাহির
যবে রাম, সেই কালে অন্য যত পত্নী নৃপতির
করিলেন আর্ত্তনাদ, বৎসহীনা ধেনু সম সবে
কাঁদিলেন মিলি তাঁরা পতি নিন্দা করি উচ্চরবে ।
শুনি সে ক্রন্দন ধ্বনি দেহ নিজ করি সঙ্কুচিত
পুত্র শোকে নরপতি শয্যাতে হলেন বিলুণ্ঠিত ॥

নিঃশ্বাস স্বজন দুঃখে হস্তী সম ফেলি বারবার,
মাতৃ গৃহদ্বারে রাম গেলেন অনুজ সহ তাঁর।
সমাগত হেরি রামে দ্বারাধ্যক্ষ সহ সর্বজন
নিকটেতে আসি তাঁর, সম্বর্দ্ধনা করিল জ্ঞাপন॥
কক্ষ হতে কক্ষান্তর একে একে করি অতিক্রম
করিলেন ক্রমে রাম জননীর প্রকোষ্ঠে গমন॥
পুত্র হিত কামনায় বিষ্ণু পূজায় নিরত তখন
ছিলেন কৌশল্যা সেথা, অনলেতে আহুতি অর্পণ
হতেছিল মন্ত্রসহ, হেনকালে করি দরশন
পুত্র রামে, করিলেন হর্ষে তাঁর নিকটে গমন॥
করিলেন নত শিরে রাম তাঁর চরণ বন্দন,
করিলেন মাতা তাঁরে বাহুপাশে স্নেহে আলিঙ্গন॥
কহিলেন অনন্তর, লভ বৎস দীর্ঘ আয়ু আর
কুলোচিত ধর্ম সহ লভ কীর্ত্তি, জনক তোমার
ধর্মাত্মা ও সত্যনিষ্ঠ, হের তাই আজিকে তোমারে
করিবেন অভিষিক্ত যৌবরাজ্যে অযোধ্যা মাঝারে॥
কহি ইহা করি রামে আসন প্রদান মাতা তাঁর
কহিলেন ভোজ্য দ্রব্য কিছু তাঁরে করিতে আহার॥
স্বভাব বিনীত রাম, মাতার গৌরব রক্ষা তরে
আসন করিয়া স্পর্শ যুক্ত করে কহিলেন তাঁরে
নত শিরে, উপনীত যে বিপদ আপনার আর
বৈদেহী ও লক্ষ্মণের, জানা তব কিছু নাহি তার॥
হে দেবী, আসনে এই আমার নাহিক প্রয়োজন,
দণ্ডক অরণ্যে দেবী, আজি আমি করিব গমন॥
বসি কুশাসনে করি মুনিগণ সমান আহার
ফলমূল কন্দ আদি, আমিষ বর্জন করি আর
চতুর্দশ বর্ষ আমি বন মাঝে করিব যাপন,
যৌবরাজ্য দান নৃপ করিছেন ভরতে এখন॥

করিছেন তিনি আর দণ্ডক অরণ্যে নির্বাসিত
তপস্বীর বেশে মোরে। সহসা হলেন ভূপতিত
কৌশল্যা মূর্চ্ছিতা হয়ে শুনি তাহা, কুঠার আঘাতে
ছিন্নমূল শাল তরু হয় যথা পতিত ভূমিতে॥
মনে হলো যেন কোন দেবতা হলেন নিপতিত
স্বর্গ হতে, সর্ব অঙ্গ হলো তাঁর ধূলি ধূসরিত॥
সমুত্থিত করি রাম ধূলি হতে তাঁহারে তখন
অঙ্গ হতে ধূলি তাঁর করিলেন স্বহস্তে মোচন॥
কহিলেন হয়ে আর্ত্ত দুঃখে অতি কৌশল্যা তখন
যদি না জন্মিত পুত্র, থাকিতাম বন্ধ্যা আজীবন
হত না এ হেন দুঃখ তবে মোর, পুত্র নাহি তার
এই এক দুঃখ ভিন্ন অন্য দুঃখ নাহিক বন্ধ্যার॥
বঞ্চিত ছিলাম আমি সদা পতি অনুরাগ হতে,
পুত্র হতে হব সুখী হেনরূপ ছিলাম আশাতে॥
কিন্তু এবে কহিবে যা' মর্মভেদী বাক্য অনিবার
কনিষ্ঠা সপত্নী যত, সর্ব জ্যেষ্ঠা হয়েও আমার
হবে তা শুনিতে রাম, ইহা হতে দুঃখ বেশী আর
কি আছে নারীর বৎস, শেষ কভু হবে না ইহার॥
আছ কাছে তুমি মোর, হয়ে আছি তবু অনাদৃত,
গেলে তুমি বনে রাম, মৃত্যু মোর হবে সুনিশ্চিত॥
পতি উপেক্ষিতা আমি নিগৃহীতা হয়ে আছি এবে
কৈকেয়ীর দাসী কিংবা তাহার চেয়েও হীন ভাবে॥
করে থাকে যারা মোর সেবা কিংবা আদেশ পালন,
হেরিলে কৈকেয়ী পুত্রে কথা আর বলেনা তখন
আমার সঙ্গেতে তারা। সদা ক্রুদ্ধ কর্কশভাষিনী
কৈকেয়ীর মুখ বৎস, কি ভাবে হেরিব এবে আমি॥
গত সপ্তদশ বর্ষ, উপবীত অন্তেতে তোমার,
হবে দুঃখ দূর এবে ছিল রাম এ আশা আমার॥

অসীম এ মহা দুঃখ, সপত্নীগণের দুর্ব্যবহার
জরাজীর্ণ দেহে রাম সহ্য মোর নাহি হবে আর॥
পূর্ণ চন্দ্র সম মুখ নাহি হেরি তোমার এখন
কি ভাবে করিব এই দুঃখময় জীবন ধারণ॥
উপবাস, দেবার্চনা সহ আমি করেছি পালন
তোমারে কতনা শ্রমে, হলো সব বৃথাই এখন,
নিশ্চয় হৃদয় মোর সুকঠিন লৌহেতে নির্মিত,
না হলে হলোনা কেন বিদীর্ণ হয়েও ভূপতিত॥
অকালে স্বেচ্ছায় কেহ মৃত্যু যদি পারিত লভিতে
অদ্যই যেতাম আমি চলে তবে কৃতান্ত পুরীতে॥
দুর্বল হলেও রাম যে ভাবে বৎসের অনুগামী
হয় ধেনু, যাব বনে সে ভাবে তোমার সঙ্গে আমি॥

শুনি সে বিলাপ তাঁর কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
রাজ্য ত্যজি হবে আর্য্যে, করিবেন অরণ্যে গমন
রাঘব নারীর বাক্যে। আমিও তা' নাহি চাহি এবে
হয়েছে রাজার বুদ্ধি বিপরীত বার্দ্ধক্য প্রভাবে॥
বিষয় আসক্ত নৃপ কিবা নাহি পারেন কহিতে
কামনার হয়ে বশ। ধর্ম্ম জ্ঞান এই পৃথিবীতে
আছে যার, পারে সে কি কোনকালে করিতে বর্জন
অকারণে জিতেন্দ্রিত দেবতুল্য পুত্রেরে আপন॥
কেহ কিছু না জানিতে করুন অধীন আপনার
রাজ্য এই হে রাঘব, শীঘ্র এবে সহায়ে আমার॥
ধনুর্বাণ হস্তে যদি থাকি আমি সঙ্গে আপনার,
প্রদান করিতে বাধা হবে হেথা শক্তি তবে কার।
বিরোধিতা আপনার করিলে মনুষ্য অযোধ্যার
করিব মনুষ্য হীন এ অযোধ্যা বাণেতে আমার।

হবে ভরতের পক্ষে যারা হেথা করিব নিহত
সে সবারে এবে আমি, হয় তারা সদা পরাভূত
স্বভাবেতে মৃদু যারা, কৈকেয়ীর বাক্যেতে এখন
হলে পিতা শত্রু এবে তাঁরে আমি করিব বন্ধন ॥
কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান হীন হয়ে যদি করেন গমন
বিপথে গুরুও কভু, করা তাঁরে উচিত দমন ॥
ন্যায্য প্রাপ্য আপনার কোন যুক্তি বলেতে নরোত্তম,
চাহেন করিতে নৃপ কৈকেয়ীরে প্রদান এখন ॥
তব সঙ্গে, মম সঙ্গে, শত্রু সম করি ব্যবহার
ভরতেরে রাজ্য দান করিতে শকতি আছে কার ॥
প্রবেশ করেন রাম যদ্যপি অনলে কিংবা বনে
আমিও পশিব তবে সুনিশ্চয় পূর্ব্বেই সেখানে।
বীর্য্যেতে নাশিব দুঃখ, সূর্য্য যথা নাশে অন্ধকার,
হে দেবী দেখুন এবে পরাক্রম আছে যা আমার,
দেখুন রাঘব আর, কৈকেয়ীর হয়ে অনুগত
বার্দ্ধক্যে আসক্তি বশে হয়েছেন বালকের মত
করিতে গর্হিত কাজ, অকরুণ ভাবে সমুদ্যত
এবে যিনি, বৃদ্ধ সেই পিতারে করিব অপসৃত ॥
কৌশল্যা শুনি সে কথা কহিলেন রামেরে তখন,
লক্ষ্মণ কহিল যাহা করিলেতো হে বৎস শ্রবণ।
কর ইহা, রুচিকর হয় যদি একথা তোমার,
হে পুত্র যেওনা তুমি সপত্নীর বাক্যেতে আমার
শোকার্তা মাতারে ত্যজি। চাহ যদি করিতে পালন
ধর্ম্ম তুমি, রহি হেথা কর মম শুশ্রূষা এখন,
তোমার তাহাই জেনো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। থাকি স্বভবনে
রহি মাতৃ সেবারূপ তপস্যায় রত এক মনে
হয়েছিল স্বর্গ প্রাপ্তি কশ্যপের, নৃপতি যেমন
তোমার পূজার যোগ্য, পূজা যোগ্য আমিও তেমন ॥

বনে যেতে অনুমতি নাহি দিব তোমারে এখন
তবু মোরে গেলে ত্যজি, দেহে মোর রবে না জীবন ॥

কহিলেন রাম, করি জননীর বিলাপ শ্রবণ,
শক্তি কিছু নাহি মম পিতৃ বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
বনে যেতে চাহি আমি প্রণিপাত করি আপনারে,
মুনিবর কণ্ডু ঋষি পিতৃ বাক্য পালনের তরে
ধর্ম্মজ্ঞ হয়েও অতি করেছিলা গোহত্যা সাধন,
মোদেরি বংশেতে পূর্বে, সগরের যত পুত্রগণ,
হলেন বিনষ্ট করি পিতৃবাক্যে পৃথিবী খনন॥
নাহি করিতেছি শুধু পিতৃবাক্য আমি পালন,
করেছেন তাহা দেবী, মম যত পূর্ব্ববর্ত্তীগণ
কহিনু যাঁদের কথা। কর্ত্তব্য যা' চাহি তা' করিতে
ধর্ম হানি নাহি হয় পিতার আদেশ পালনেতে॥
হে লক্ষ্মণ, মম প্রতি প্রীতি আর বিক্রম তোমার
আছে যাহা, জানি সব, কিন্তু জেনো আদেশ পিতার
রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পিতা মাতা কিংবা ব্রাহ্মণেরে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাহা, কভু নাহি পারে লঙ্ঘিবারে
ধর্ম অনুগামী জন, এবে তুমি করি পরিহার,
এ অনার্য্য বুদ্ধি, হও অনুগামী বুদ্ধির আমার॥
কহি ইহা লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম পুনরায়
নত শিরে যুক্ত করে প্রণিপাত করি কৌশল্যায়,
বনে যেতে মোরে দেবী, অনুমতি করেন প্রদান
করুন আমার তরে মাঙ্গলিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়ে পূর্বে নরপতি যযাতি যেমন
স্বর্গেতে গেলেন পুনঃ। অযোধ্যায় আমিও তেমন
আবার আসিব ফিরি বন হতে, প্রতিজ্ঞাপালন
করি মম, শোক তব হে মাতঃ করুন সংবরণ।

আমার ও লক্ষ্মণের, সুমিত্রা সীতা ও আপনার
স্বনাতন ধর্ম্ম দেবী, করা আজ্ঞা পালন পিতার ॥

অরণ্যে গমনে রামে হেরি হেন উদ্যত লক্ষ্মণ
দুঃখে অতি সর্বাধিক বিচলিত হলেন তখন ॥
হলো আর ক্রোধে তাঁর নয়ন যুগল বিস্ফারিত,
দেখা গেল তাঁরে যেন ক্রুদ্ধ মহামাতঙ্গের মত ॥
কহিলেন রাম করি চিত্ত নিজ সংযত তখন,
অপমান বোধ আর ক্রোধ শোক তেয়াগি লক্ষ্মণ,
অভিষেক তরে মম হয়ে ছিলে উদ্যত যেমন
অভিষেক নিবৃত্তিতে হও এবে নিরত তেমন ॥
মম অভিষেক বার্ত্তা পরিতপ্ত করেছে যাঁহারে
কর শঙ্কাহীন তুমি এবে সেই মাতা কৈকেয়ীরে ॥
নির্ভয় হউন আর পিতা মম, হই আমি যদি
অভিষিক্ত, পিতা তবে হবেন সন্তপ্ত নিরবধি
ভাবি মনে নিরন্তর সত্যরক্ষা হলোনা তাঁহার,
আমিও সন্তপ্ত হব হে লক্ষ্মণ সে সন্তাপে তাঁর ॥
প্রাপ্ত প্রায় রাজ্য হতে হয়ে আমি বিচ্যুত এখন
হলাম যে নির্বাসিত, জেনো তার দৈবই কারণ ॥
জান তুমি হে লক্ষ্মণ মম সর্ব মাতার ভিতরে
করি নাই আমি কভু বিভেদ আমার ব্যবহারে ॥
মাতা কৈকেয়ী ও সদা নিজ পুত্র ভরতে ও মোরে
দেখেছেন সম ভাবে, তবু তিনি যে ভাবে আমারে
অভিষেক চ্যুত আর অরণ্যে করিতে নির্বাসিত
বলেছেন উগ্র বাক্য, হেতু তার দৈবই নিশ্চিত।
তাই যদি নাহি হবে কেন রাজার নন্দিনী
বহু গুণবতী আর সুচরিতা কৈকেয়ী জননী

সামান্যা নারীর সম কহিলেন রূঢ় বাক্য মোরে
পতি সন্নিধানে তাঁর। ঘটে যাহা সংসার ভিতরে,
সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি, উৎপত্তি বিনাশ আদি আর
দৈবই নিশ্চিত জেনো থাকে সদা মূলেতে তাহার।
কঠোর তপস্যারত ঋষি যাঁরা দৈব প্রভাবেতে
কাম ক্রোধ বশে হন ভ্রষ্ট তাঁরা নিজ ব্রত হতে ॥
করেছি ইহাই ভাবি মন মম সংযত এখন,
হে ভ্রাতঃ, তুমিও কর মম সম সন্তাপ বর্জন ॥
অভিষেক তরে আছে জলপূর্ণ যে ঘট এখন
তাপস ব্রতের স্নান তা দিয়ে করিব সমাপন ॥
কোরোনা পিতা ও আর কৈকেয়ীরে দোষী হে লক্ষ্মণ,
করেছেন তাঁরা যাহা জেনো তার দৈবই কারণ ॥
রামের সে কথা শুনি নীরবেতে রহি কিছুক্ষণ
ক্রুদ্ধ মহাসর্প সম ত্যজি দীর্ঘ নিঃশ্বাস লক্ষ্মণ
কহিলেন বক্রভাবে রামে সেথা করি নিরীক্ষণ
ধর্ম হানি হবে ভাবি কহিছেন কেন বা এমন
অসঙ্গত কথা মোরে, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর হয়ে কেন
করিছেন শক্তি হীন দৈবের প্রশংসা এবে হেন ॥
হতেছে যে পাপ কার্য্য শঙ্কা তব নাহি কি তাহাতে,
কেন নাহি বুঝিছেন এ ছলনা ধর্মের নামেতে ॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি তরে, করি এই শঠতা এখন
সুচরিত্র আপনারে করা হলো এ ভাবে বর্জন।
পূর্বে কোন অভিপ্রায় না থাকিলে হতো সুনিশ্চিত
বহু পূর্বে বরদান, হতো আর তাহাই সঙ্গত ॥
আপনারে অভিষিক্ত নাহি করি করিবে অপরে,
পারিবনা সহিতে তা', চাহি আমি ক্ষমা তার তরে ॥
বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত করি মোহান্ধ করেছে আপনারে
ধর্ম যেই, করি আমি দ্বেষ অতি সে হেন ধর্মেরে ॥

কৈকেয়ীর বশীভূত পিতার গর্হিত বাক্য হেন,
থাকিতেও কর্মশক্তি করিবেন রক্ষা এবে কেন।
লোক নিন্দা যোগ্য যাহা, ভাবিছেন ধর্ম তা' মনেতে,
শুধুই নামেতে পিতা, শক্র তিনি বস্তুতঃ কার্য্যেতে ॥
দৈবেই ঘটেছে সব হয়ে থাকে যদি আপনার,
এ ধারণা, বলি আমি নাহি আস্থা সে ধর্মে আমার।
দৈব অনুগামী হয় দুর্বল ও বীর্য্য হীন জন,
উপাসনা নাহি করে দৈবে বীর, হে রঘুনন্দন !
দৈব আর পুরুষের পৌরুষ দেখিবে আজি সবে
শক্তির পরীক্ষা হবে দৈব আর মানুষের এবে।
তব অভিষেক যারা দৈবেতে করেছে প্রতিহত,
আমার পৌরুষে তারা দৈবে সেই দেখিবে ব্যাহত ॥
হোক তব অভিষেক মাঙ্গলিক দ্রব্যে বিধিমত,
পারিব সবারে আমি একাই করিতে পরাভূত
এ বাহু শোভার্থে নহে, ধনু মম নহে অলঙ্কার,
তূণ লাগি নহে শর, নহে অসি কটি তরে আর।
লক্ষ্মণের কথা শুনি করি অশ্রু মার্জন তাঁহার
করিলেন রাম তাঁরে সান্ত্বনা প্রদান বারবার।
কহিলেন অনন্তর পিতৃবাক্য করিব পালন
এ মোর সঙ্কল্প দৃঢ়, সুসঙ্গত তাহাই এখন।

হেরি রামে দৃঢ় অতি পিতৃবাক্য করিতে পালন
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরে কহিলেন কৌশল্যা তখন।
দশরথ আর মম পুত্ররূপে জনম গ্রহণ
করেছে যে, দুঃখ ভোগ কিছু কভু করেনি যেজন
ধর্মশীল প্রিয় ভাষী রাম সেই কি ভাবে এখন
করিবে জীবন তার উঞ্ছবৃত্তি সহায়ে ধারণ।

হে পুত্র আসিবে কবে ফিরে পুনঃ তাই ভাবি মনে
শোকাগ্নিতে হব দগ্ধ অনুক্ষণ তোমার বিহনে॥
অনুগামী হয় ধেনু সদা তার বৎসের যেমন
তোমার সঙ্গেতে আমি সে ভাবেতে করিব গমন॥
শুনি দুঃখে অভিভূতা জননীর সে বাক্য তখন
কহিলেন রাম তাঁরে, করেছেন হে দেবী, এখন
কৈকেয়ী বঞ্চিত নৃপে, করিতেছি আমিও গমন
বনবাসে, আপনিও এবে নৃপে করিলে বর্জ্জন
জীবন ধারণে তিনি কভু নাহি হবেন সক্ষম।
পতি পরিত্যাগ চিন্তা মনেতেও করা বিগর্হিত
স্ত্রীর দেবী, পিতা মম যতদিন রহেন জীবিত
করুন তাঁহার সেবা, ধর্ম তব তাহাই এখন,
আমার কল্যাণ তরে দেবগণে করুন অর্চ্চন॥
জীবিত রহিলে নৃপ, ফিরে যবে আসিব আবার,
সর্ব ভাবে হবে সিদ্ধি যা কিছু অভিষ্ট আপনার।
কহিলে এ হেন রাম কহিলেন কৌশল্যা তখন
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে, তোমারে করিতে নিবারণ
অক্ষম হলেম আমি, চাহিছ যে করিতে গমন
কর তাই, হোক পুত্র সর্ব শুভ তোমার এখন॥
অনন্তর করি নানা মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন
রাম তরে, রাম মাতা কহিলেন করি সম্বোধন
পুত্র রামে, ধর্ম যেই রক্ষা তুমি করিতেছ এবে
সুরক্ষিত হও তুমি সদা বনে সে ধর্ম প্রভাবে।
যাও যথা অভিরুচি, করি নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
সুস্থ দেহে পুনরায় অযোধ্যায় করি আগমন
হবে রাজ কার্য্যে তুমি রত যবে, করি নিরীক্ষণ
তোমারে হে বৎস হবে দুঃখ মম বিনষ্ট তখন।

বনবাস হতে ফিরি হয়ে বস্ত্রে ভূষণে সজ্জিত,
মম বধূ জানকীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে সতত॥
করি বাষ্পাকুল নেত্রে স্বস্ত্যয়ণ সম্পন্ন তখন
হেরি রামে বারবার, করিলেন স্নেহে আলিঙ্গন॥
মাতার চরণে রাম প্রণিপাত করি অনন্তর,
হলেন আলয় পানে সীতার উদ্দেশে অগ্রসর॥

৬। রাম ও সীতা

দেবার্চ্চনা করি সীতা হৃষ্ট চিত্তে ছিলেন যখন,
রামের প্রতিক্ষা করি, গিয়ে নিজ গৃহেতে তখন
ঈষৎ আনত মুখে গেলেন নিকটে রাম তাঁর,
চিন্তামগ্ন হেরি রামে, বিবর্ণ বদন হেরি আর
দুঃখেতে সন্তপ্ত হয়ে কহিলেন বৈদেহী তাঁহারে,
আজি শুভদিনে এই, কেন হেরি বিষণ্ণ তোমারে।
শোভিত কেন না হেরি শ্বেত ছত্রে তোমারে এখন
মাঙ্গলিক স্তুতিগান কেন না করিছে বন্দিগণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত, পৌরজন, প্রজাগণ আর,
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁরা সব নাহি কেন সঙ্গেতে তোমার॥
চারি অশ্ব যুক্ত রথ, মেঘবর্ণ হস্তী সুলক্ষণ,
কেন না আসিল হেথা, কেনই বা যত ভৃত্যগণ
হেথায় তোমার তরে আনিলনা কাঞ্চন আসন,
অভিষেক দিনে কেন নিরানন্দ হয়েছ এমন॥
কহিলেন রাম সীতে, করেছেন নির্বাসিত মোরে
অরণ্যেতে এবে পিতা, ঘটেছে যা' কহি তা' তোমারে॥
সত্যনিষ্ঠ পিতা মোর চেয়েছিলা কৈকেয়ীরে
প্রদান করিতে পূর্বে দুই বর, এবে নৃপতিরে

অভিষেক তরে মোরে নেহারি করিতে আয়োজন,
চেয়েছেন তাঁর কাছে বর সেই কৈকেয়ী এখন
ধর্মবশ করি তাঁরে। পিতৃবাক্যে যাব তাই এবে
চতুর্দশ বর্ষ তরে বনে আমি, হেথা এবে হবে
ভরতের অভিষেক। হয়ে বন গমনে উদ্যত,
তোমারে দেখিতে সীতে হেথায় হয়েছি সমাগত॥
প্রশংসা আমার তুমি কোরোনা নিকটে ভরতের,
সহিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তি না পারেন স্তুতি অপরের॥
সতত নিষ্পাপ তুমি থেকো ব্রত উপবাসে রত
গেলে বনবাসে আমি হে কল্যাণী, করিও সতত
দেবার্চনা যথা বিধি। পূজা শেষে পিতারে আমার
করিও বন্দনা তুমি, কোরো মম শোকার্ত্ত মাতার
সতত সম্মান রক্ষা, অন্য মাতৃগণেও আমার
করিও বন্দনা তুমি, স্নেহ আমি লভেছি সবার॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে প্রাণ হতে প্রিয়তর মম,
দেখিও তাদের তুমি নিজ ভ্রাতা, নিজ পুত্র সম॥
কোরোনা অপ্রিয় কার্য্য ভরতের হে বৈদেহী তুমি,
কর হেথা অবস্থান। রহি সদা ধর্ম অনুগামী।

হেনরূপ বাক্য রাম কহিলেন যবে বৈদেহীরে
প্রণয় মিশ্রিত কোপ প্রকাশিয়া তখন তাঁহারে
কহিলেন সীতা হেন লঘুবাক্য আমারে এখন
কেন কহিতেছ তুমি, শুনি ইহা হতেছি অক্ষম
করিতে হে নরশ্রেষ্ঠ এবে আমি হাস্য সংবরণ॥
অস্ত্রেতে নিপুণ বীর রাজপুত্রগণের সতত
অযোগ্য অকীর্ত্তিকর বাক্য এই, শুনিবার মত
নহে কভু ইহা জেনো। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র আর
পুত্রবধূ করে থাকে কর্মফল ভোগ যে যাহার।

পত্নী শুধু হয়ে থাকে ভাগ্য প্রাপ্ত পতির আপন,
বনবাসে যেতে তাই আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি এখন
আমিও তোমার সনে। করা বাস প্রাসাদ মাঝেতে
হে বীর, অথবা করা আকাশ ভ্রমণ বিমানেতে,
নহে কভু সমতুল্য পতি সহ থাকার মতন
যাব আমি এবে তাই জনহীন বনেতে দুর্গম
মৃগ ও শার্দূল যথা করে বাস, ছিলাম যেমন
পিতৃগৃহে, বনে সুখে সে ভাবেতে থাকিব এখন ॥
পাতিব্রত্য ধর্ম স্মরি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যেও আর
করিব উপেক্ষা আমি, করি সেবা সেথায় তোমার ॥
ব্রহ্মচারিণীর মত থাকি আমি সতত সংযত
মধুগন্ধী বন মাঝে আনন্দে রহিব অবিরত
তোমার সঙ্গেতে থাকি। এবে আমি হে রঘুনন্দন
না চাহি তোমারে ছাড়ি স্বর্গেতে ও করিতে গমন ॥

ধর্মশীলা বৈদেহীর বাক্য রাম করিয়া শ্রবণ
বনবাস দুঃখ ভাবি নিতে বনে সঙ্গেতে আপন
নাহি চাহিলেন তাঁরে। কহিলেন সীতারে তখন
তাই তিনি, করি তুমি শ্রেষ্ঠকুলে জনম গ্রহণ
করেছ সতত সীতে, ধর্ম অনুযায়ী আচরণ,
থাকি এই স্থানে তুমি কর সদা তাহাই এখন ॥
দোষের আকর অতি অয়ি সীতে, গহন কানন,
নাহি কিছু সুখ সেথা, নিত্য তাহা দুঃখের কারণ ॥
করে হিংস্র পশু যত ক্রীড়া সেথা নির্ভয়ে সতত,
মনুষ্য হেরিলে হয় আক্রমণ করিতে ধাবিত ॥
লতা ও কণ্টকে পূর্ণ বন পথে করা বিচরণ
কষ্টকর অতি সীতে, বন তাই দুঃখের কারণ ॥

বহে বায়ু বেগে সেথা, অন্ধকারে থাকে তা' আবৃত
করে নানা সরীসৃপ, বিচরণ সেথায় সতত॥
পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, মক্ষিকা, মশক আদি যত
হয় যন্ত্রণার হেতু, হয় সেথা সদা আন্দোলিত
কণ্টক আবৃত বৃক্ষ, দেহ কষ্ট হয় অগণন
অরণ্যবাসীর সেথা, বন তাই দুঃখের কারণ॥
নেহারি এ হেন দোষ বনে বহু, এবে বারেবারে
করিতেছি বনে যেতে অয়ি সীতে, নিষেধ তোমারে॥

রামের সে কথা শুনি হয়ে অশ্রুধারাতে প্লাবিত,
কহিলেন সীতা তাঁরে, অরণ্য বাসেতে দোষ যত
কহিলে এখন তুমি, গুণ বলে মনে অবিরত
করিব তা, হয়ে আমি স্নেহধন্যা তোমার সতত॥
বন্য পশু আছে যত, তোমার ভয়েতে পলায়ন
করিবে তাহারা সবে, আজ্ঞা গুরুজনের গ্রহণ
করি আমি, হে রাঘব যাব বনে সঙ্গেতে তোমার,
তোমার বিহনে দেহে প্রাণ কভু রবে না আমার॥
রহিলে তোমার কাছে সুরপতি ইন্দ্রও অক্ষম
হবেন করিতে কিছু ক্ষতি মম, হে রঘুনন্দন॥
যেতে হবে বনে মোর, কথা এই করেছি শ্রবণ,
ব্রাহ্মণগণের কাছে, পিতৃগৃহে ছিলাম যখন॥
বলেছেন যাহা তাঁরা হেরি মম বিবিধ লক্ষণ
হে প্রিয়, তাহার কিছু নাহি হবে অন্যথা এখন॥
জানি আমি বনবাসে উপস্থিত হয় দুঃখ যাহা,
হে বীর, অজিতেন্দ্রিয় নর শুধু ভোগ করে তাহা॥
পিতৃগৃহে মাতৃপাশে, তপস্বিনী নারী একজন
বলেছিলা বনবাস কথা যা' তা' করেছি শ্রবণ॥

হে প্রভু, করেছি আমি তোমারে প্রসন্ন বহুবার
যাব বনে তোমা সহ এবে এই আকাঙ্খা আমার।
যেতে বনে অনুমতি কর তুমি প্রদান আমারে,
বনবাসী বীর শ্রেষ্ঠ, চাহি সেবা করিতে তোমারে।
হে শুদ্ধাত্মা প্রেম বশে হব অনুগামিণী তোমার,
কেন চাহিছনা তাহা বল তুমি কারণ তাহার।
সুখে দুঃখে সদা আমি পতিব্রতা সেবিকা তোমার,
তোমার সুখেতে সুখী, দুঃখেতে দুঃখিতা আমি আর।
তবু যদি নাহি চাহ নিতে বনে, করি বিষপান,
অথবা অগ্নি কি জলে পশি আমি ত্যজিব এ প্রাণ।
কহিলেও রামে সীতা বহু ভাবে কথা হেন মত,
হলেন বিজন বনে রাম তাঁরে নিতে অসম্মত।
অশ্রুজলে অভিষিক্তা শোকাতুরা বৈদেহীরে রাম,
সান্ত্বনা বিবিধ রূপে লাগিলেন করিতে প্রদান।

রামের সান্ত্বনা বাক্য শুনি সব কহিলেন তাঁরে
মৈথিলী বিদ্রূপ করি প্রণয় ও অভিমান ভরে
মম পিতা মিথিলেশ জামাতার রূপে কি তোমারে
করেছিলা লাভ, যেন নারী এক পুরুষ আকারে॥
হতেছ বিষণ্ণ কেন ভীত কেন হতেছ এমন,
অনুরাগবতী মোরে কেন চাহ ত্যজিতে এখন॥
দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের যেমন
সাবিত্রী ছিলেন সদা অনুগতা, বশেতে তেমন
থাকিব তোমার আমি। ভার্য্যা আমি হয়েছি তোমার
কুমারী বয়সে মম, থেকেছি সুদীর্ঘকাল আর
তোমার সঙ্গেতে আমি, তবে কেন নটের মতন
পর হস্তে দিতে মোরে ইচ্ছা তুমি করিছ এমন॥

যার তরে অভিষেক হলো এবে স্থগিত তোমার
হও হিতকারী আর বশবর্তী তুমিই তাহার।
পারিবেনা যেতে বনে মোরে ছাড়ি, তপস্যা বা আর
অরণ্য কি স্বর্গবাস হবে মম সঙ্গেতে তোমার
তোমার সঙ্গেতে গেলে কুশ, কাশ, কণ্টকাদি মম
হবে মনে সুখস্পর্শ তূলা কিংবা মৃগচর্ম সম।
নানা ফল পুষ্প করি উপভোগ বিভিন্ন ঋতুতে,
মাতা, পিতা, গৃহ মোর কিছুই না আসিবে মনেতে॥
তোমার সঙ্গই স্বর্গ, নরক যে বিরহ তোমার,
লহ মোরে সঙ্গে এবে, জানি গাঢ় প্রণয় আমার।
তুমি চলে গেলে, দুঃখে মৃত্যু মোর হবেই যখন
থাকিতেই তুমি হেথা প্রাণ আমি ত্যজিব এখন।
শোকেতে সন্তপ্ত সীতা করি হেন বিলাপ তখন,
আলিঙ্গন করি রামে লাগিলেন করিতে রোদন॥
দুঃখে অচেতন প্রায় হেরি সেথা সীতারে তেমন
কহিলেন রাম তারে বাহুপাশে করি আবেষ্টন
আশ্বাস প্রদান করি, দুঃখ দিয়ে হে দেবী, তোমারে
স্বর্গেও চাহিনা আমি যেতে কভু, আমার অন্তরে
কিছুই নাহিক ভয়। শক্তি মম রক্ষিতে তোমারে
আছে জেনো, তবু আমি না জানি তোমার অভিপ্রায়,
চাহি নাই সঙ্গে মম নিতে বনবাসেতে তোমায়।
লভেছ আমার সনে বনবাস তরেই জনম,
হে সীতে, সজ্জন যত পুরাকালে ধর্ম আচরণ
করিতেন যে ভাবেতে, সে ভাবেই করিব পালন
ধর্ম আমি তোমা সহ, এস মম সঙ্গেতে এখন।
করেছেন যে আদেশ পিতা মোরে, তাহাই পালন
করিব এখন আমি, জেনো তাই ধর্ম সনাতন॥

মম সহ বনে যেতে হেন দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ
করেছ যখন, হও সহধর্মচারিনী এখন।
বনবাস পূর্বে এবে কর নানা কার্য্য অনুষ্ঠান,
ব্রাহ্মণগণেরে ধন, ভিক্ষুকগণেরে ভোজ্য দান
কর এবে তুমি সীতে। মূল্যবান নানা অলঙ্কার,
উত্তম বসন যত, শয্যা, যান, ক্রীড়া দ্রব্য আর
অন্য সব আছে যাহা, ব্রাহ্মণগণেরে করি দান
কর সীতে, ভৃত্যগণে নানারূপ দ্রব্যাদি প্রদান॥
নিজ বন গমনেতে ভর্ত্তার সম্মতি লভি সীতা,
হলেন প্রবৃত্ত দানে শীঘ্র অতি, হয়ে আনন্দিতা।

৭। লক্ষ্মণের সঙ্কল্প—রামের ধন দান

রাম আর বৈদেহীর কথা সব করিয়া শ্রবণ
রামের চরণ ধরি কহিলেন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
বাষ্পাকুল নয়নেতে, করিবেন অরণ্যে গমন
করেছেন স্থির যদি এবে ইহা, ধনুক ধারণ
করি হস্তে তবে আমি তব অগ্রে করিব গমন,
করিবেন মম সঙ্গে অরণ্য মাঝারে বিচরণ॥
আপনারে ছাড়ি এবে, দেবলোক অমরত্ব আর,
ঐশ্বর্য্য যা ত্রিলোকের, নহে কাম্য কিছুই আমার॥
কহিলেন রাম তাঁরে, ধীর আর ধর্মপরায়ণ
প্রাণ সম প্রিয় সখা তুমি মম হে ভ্রাতা লক্ষ্মণ॥
সদা তুমি বশ মোর, কিন্তু তুমি গেলে এবে বনে,
কৌশল্যা ও সুমিত্রারে সেবা কেবা করিবে এখানে॥
কৈকেয়ীর বশীভূত মহাতেজা ভূপতি এখন,
সপত্নী গণের সনে কৈকেয়ী সঙ্গত আচরণ

নাহি করিবেন এবে। লভি রাজ্য ভরত ও তাঁহার
হয়ে বশ, করিবে না কৌশল্যা অথবা সুমিত্রার
ভরণ পোষণ এবে, কর তাই পালন দু'জনে
রাজ অনুগ্রহে, কিংবা নিজে তুমি, থাকি এই খানে॥
কহিলেন রামে, শুনি বাক্য সেই লক্ষ্মণ তাঁহার,
ভরত স্মরণ করি তেজ আর বীর্য্য আপনার
কৌশল্যা ও সুমিত্রারে করিবেন সতত যতন,
দুর্মতি বশেতে তাহা না করিলে করিব নিধন
ভরতে, করিব হত হবে যারা সপক্ষ তাহার
সে সবারে, কিন্তু নাহি প্রয়োজন সে সব চিন্তার॥
ভরণ পোষণ আর্য্যা কৌশল্যা করিতে নিরন্তর
সক্ষম মোদের সম সহস্রজনের রঘুবর॥
হয়েছেন প্রাপ্ত তিনি আশ্রিত পোষণ তরে তাঁর
হে ভ্রাতঃ, সহস্র গ্রাম। নিজেরে ও মাতারে আমার
ভরণ পোষণ তরে আছে শক্তি সতত তাঁহার,
হবে না অধর্ম তব সঙ্গে মোরে নিলে আপনার॥
খনিত্র, পেটক, ধনু, লয়ে সঙ্গে করিব গমন
আপনার সঙ্গে আমি, করি সদা পথ প্রদর্শন॥
ফলমূল বন্য দ্রব্য বিবিধ করিব আহরণ,
পর্বতের সানুদেশে করিবেন সুখে বিচরণ
আপনি বৈদেহী সহ। থাকুন সুপ্ত কি জাগরিত,
সর্ব কার্য্য আপনার করিব সতত সম্পাদিত॥
কহিলেন প্রীতি লাভ করি তাঁর বাক্যেতে তখন
রঘুবর, করি যত সুহৃদের সম্মতি গ্রহণ
হে সৌমিত্রি এস তুমি। আসি মহাযজ্ঞের ভিতরে
নরপতি জনকের, মহাত্মা বরুণদেব তাঁরে
ভীমাকৃতি দুই ধনু, অচ্ছেদ্য কবচ দুই আর
অক্ষয় বাণের সহ দুই তূণ, দুই খরধার

সুবর্ণ খচিত খড়্গ করেছিলা সাদরে প্রদান,
জনক যৌতুক রূপে মোরে তাহা করেছিলা দান॥
রেখেছি আচার্য্য গৃহে সব তাহা, সে সব এখন
সত্বর হেথায় তুমি হে লক্ষ্মণ, কর আনয়ন॥
গৃহ হতে বশিষ্ঠের আনি সেই মাল্যেতে ভূষিত
অস্ত্র রাজি, রাম পাশে লক্ষ্মণ হলেন সমাগত॥
কহিলেন রাম তাঁরে, তোমা সহ হয়ে সম্মিলিত
হে লক্ষ্মণ, বিতরিতে চাহি মম ধন রত্ন যত
ব্রাহ্মণ গণেরে এবে, আর যত তপস্বীগণেরে
আন তুমি এবে হেথা বশিষ্ঠ তনয় সুযজ্ঞেরে॥

লক্ষ্মণ গেলেন চলি সুযজ্ঞের গৃহেতে তখন,
করিলেন রাম পাশে লক্ষ্মণের সঙ্গে আগমন
সুযজ্ঞ, বেদজ্ঞ সেই সুযজ্ঞেরে অতি সমাদরে
করি অভ্যর্থনা রাম সীতা সহ, দিলেন তাঁহারে
নানা স্বর্ণ অলঙ্কার, সীতার বাসনা অনুসারে
কহিলেন অনন্তর মোর সঙ্গে বনবাস তরে
যাবেন তোমার সখী সীতা সখে, সে হেতু এখন
দিতেছেন হার কাঞ্চী, কেয়ূরাদি বিবিধ ভূষণ
তোমার ভার্য্যারে তিনি, দিতেছেন রত্নে বিভূষিত
আস্তরণ সমাবৃত এ পর্য্যঙ্ক, হস্তী সুবিখ্যাত
শত্রুঞ্জয় নামে মোরে দিয়েছিলা মাতুল আমার,
করিতেছি হস্তী সেই হস্তে আমি প্রদান তোমার
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহ এবে। সুযজ্ঞ তখন
সে সব গ্রহণ করি করিলেন আশীষ জ্ঞাপন
রাম, সীতা, লক্ষ্মণেরে। রামের বাক্যেতে অনন্তর
অগস্ত্য, কৌশিক আর মন্ত্রী চিত্ররথেরে সত্বর

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সহ আনি সেথা, সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
করিলেন বহু ধেনু, ধন, বস্ত্র, যান বিতরণ॥
রামের আশ্রয়ে থাকি দণ্ডধারী ব্রাহ্মণ যাঁহারা
বেদ অধ্যয়ন রত ছিলেন সতত, কভু তাঁরা
নাহি করিতেন কার্য্য অন্য কিছু, ছিলেন তাঁহারা
অলস, সুখাদ্য লোভী। তথাপি মহৎ ব্যক্তি যাঁরা
ছিলেন সদয় তাঁরা, সে সবার প্রতি অনুক্ষণ,
রাম বাক্যে সে সবারে করিলেন প্রদান লক্ষ্মণ
ধান্য বাহী বহু বৃষ, ধেনু বহু দধি দুগ্ধ তরে,
নানা রত্ন, নানারূপ খাদ্যদ্রব্য দিলেন তাদেরে॥
যে সব মেখলাধারী ব্রহ্মচারী কৌশল্যা মাতার,
এসেছিলা সন্নিধানে, সন্তোষের তরে কৌশল্যার
বহু স্বর্ণ মুদ্রা রাম তাদের করিতে বিতরণ
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, করিলেন তাহাই লক্ষ্মণ॥
বাষ্পাকুল ভৃত্যগণে অনন্তর করিলেন রাম
জীবিকা নির্বাহ তরে বহুধন করিয়া প্রদান,
বনবাস হতে ফিরে যতদিন না আসি আমরা,
আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে সদা রহিও তোমরা
ততদিন মিলি সবে। অনন্তর করিলেন রাম
বালবৃদ্ধ আর বহু দুঃখীগণে বহু ধন দান॥

গর্গ গোত্র জাত এক বৃদ্ধ দ্বিজ পিঙ্গল বরণ,
ত্রিজট নামেতে, বনে করিতেন মৃত্তিকা খনন
জীবিকা অর্জন তরে, লাঙ্গল, কোদাল নিয়ে হাতে,
করিছেন ধন দান রাম শুনি লোকের মুখেতে
বৃদ্ধের সে দ্বিজের পাশে গেলেন তরুণী ভার্য্যা তাঁর
শিশু পুত্র গণে যত লয়ে ত্বরা সঙ্গেতে তাঁহার॥

কহিলেন তিনি আর, এ লাঙ্গল, কোদাল তোমার
করি পরিত্যাগ এবে কর কথা শ্রবণ আমার ॥
ধার্মিক রামের পাশে গিয়ে তুমি কর নিবেদন
তোমার অবস্থা যাহা, হবে লাভ তাহাতে এখন ॥
করি দেহ আচ্ছাদিত জীর্ণ এক বস্ত্রেতে তখন
ত্রিজট রামের পাশে করিলেন সত্বর গমন ॥
কহিলেন রামে তিনি, হে বীর, নির্ধন আমি অতি,
কিন্তু পুত্র বহু মম করুন করুণা মোর প্রতি ॥
করি পরিহাস রাম কহিলেন তাঁহারে তখন,
ধেনু মম আছে বহু, নিয়ে দণ্ড হস্তেতে এখন
করিবেন নিক্ষেপ তা' যত দূরে, রবে ধেনু যত
তা'র মাঝে, সব তাহা আপনারে দিব সুনিশ্চিত ॥
জীর্ণ বস্ত্র দৃঢ় ভাবে করি কটিদেশেতে বন্ধন
ত্রিজট সবলে দণ্ড করিলেন নিক্ষেপ তখন ॥
হলো তাহা নিপতিত সরযূ নদীর পরপারে,
বহু ধেনু, বহু আর বৃষপূর্ণ গোষ্ঠের মাঝারে ॥
সে সব ধেনু ও বৃষ ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ
করি রাম, কহিলেন বৃদ্ধ সেই ত্রিজটে তখন,
করেছি এ উপহাস শক্তি তব পরীক্ষার তরে
না হন আপনি যেন ক্রুদ্ধ এবে আমার উপরে ॥
রাম হতে বহু ধেনু হয়ে প্রাপ্ত ত্রিজট তখন
হয়ে অতি আনন্দিত, বারবার আশীষ জ্ঞাপন
করি রামে, যশ, বল, সুখ আদি বৃদ্ধি তরে তাঁর,
করিলেন সেথা হতে গৃহেতে গমন আপনার ॥

৮। দশরথ ভবনে রাম

করি ধন বিতরণ চলিলেন পিতৃ সন্দর্শনে
গৃহ হতে বাহিরিয়া, লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে
অস্ত্র আদি সহ রাম, রাজপথে যবে উপনীত
হলেন তাঁহারা সবে, অযোধ্যার নারীগণ যত
ভবন শিখরে করি চারিদিক হতে আরোহণ
পথচারী তাঁহাদের লাগিল করিতে নিরীক্ষণ ॥
রাম অনুগামী যত জনগণে হয়ে অযোধ্যার
পরিপূর্ণ রাজপথ, স্থান সেথা রহিলনা আর ॥
হেরি পথে পদব্রজে রামেরে করিতে আগমন
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ, হয়ে অতি দুঃখেতে মগন
কহিতে লাগিল তারা, যে রামের সঙ্গেতে গমন
করে চতুরঙ্গ বল, করিছেন গমন এখন
শুধুই লক্ষ্মণ আর সীতা এবে সঙ্গেতে তাঁহার,
অক্ষম আকাশবাসী দেবগণ ছিলেন যাঁহার
লভিতে দর্শন, সেই জানকীরে রাজ পথে এবে
করিতেছে দরশন পথগামী জনগণ সবে।
হয়েছেন দশরথ পিশাচ আবিষ্ট সুনিশ্চিত,
প্রিয় পুত্রে অকারণে করেছেন তাই নির্বাসিত ॥
নির্গুণ হলেও পুত্র ত্যাগ নাহি করে পিতা তার
রাম সম গুণী পুত্রে কিবা আর আছে বলিবার ॥
শাস্ত্রজ্ঞান, সুশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, পরাক্রম,
নৃশংসতা বিহীনতা এই ছয় গুণেতে উত্তম
অলঙ্কৃত সদা রাম। হয় মগ্ন জল চর গণ
জল বিনে দুঃখে যথা, রাম নির্বাসনেতে তেমন
হয়েছি আমরা এবে, লক্ষ্মণের মত মোরা সবে
ভোগ্য বস্তু করি ত্যাগ হব রাম অনুগামী এবে ॥

গৃহ ও উদ্যান আর সর্ব দ্রব্য করিব বর্জন,
দুঃখ ভাগী হয়ে মোরা রাম সহ করিব গমন ॥
পরিত্যক্ত, অমার্জিত, লক্ষ্মীহীন, শোভাহীন আর
মোদের ভবন যত, কৈকেয়ী করুন অধিকার ॥
সর্ব পরিত্যক্ত এই অযোধ্যা, কাননে পরিণত
হোক্ এবে, হোক আর বন সেই নগরীর মত
করিবেন বাস রাম যথা এবে। করিয়া শ্রবণ
জনগণ মুখে হেন বাক্য যত শ্রীরাম তখন
অযোধ্যার রাজপথে লাগিলেন করিতে গমন ॥
অনন্তর হয়ে রাম পিতৃ ভবনেতে উপনীত
হেরিলেন সুমন্ত্রেরে দ্বার সন্নিধানে অবস্থিত ॥
গৃহ অভ্যন্তরে সেথা দশরথ নৃপতি তখন
দুঃখে অভিভূত হয়ে বিলাপেতে ছিলেন মগন
কহি ইহা, মম শত্রু রে অনার্য্যা কৈকেয়ী এখন
হবে পূর্ণকাম তুমি, যবে মম ঘটিবে মরণ
গেলে রাম বনবাসে। তোমারে ও ভরতে বর্জন
করিতেছি আমি, আর করিতেছি বর্জন জীবন,
এ রাজ্য বিধবা হয়ে কর তুমি শাসন এখন ॥
কি কহিবে লোকে মোরে পাপাচারী যে আমি এখন,
করিতেছি স্ত্রীর বাক্যে দোষহীন তনয়ে বর্জন ॥
মন্ত্রণা কাহার সাথে অয়ি মূঢ়ে করেছ এমন,
কাহার এ অভিপ্রায় নাশিবারে আমার জীবন ॥
যাক রাম বনবাসে, ভরত এ রাজ্যে হোক আর
অধিপতি, পাপ বুদ্ধি হলো হেন কোন্ দুরাত্মার ॥
জ্যেষ্ঠ রাম বর্তমানে, কি ভাবে বা করিবে এখন,
কনিষ্ঠ ভরত এই অযোধ্যার রাজত্ব গ্রহণ ॥
হত ভাল যদি রাম মম আজ্ঞা অবহেলি' এবে
নিত রাজ্য, কিন্তু সে যে তাহা নাহি নিবে এই ভাবে।

যে আমি স্ত্রীবশ হয়ে করিতেছি এভাবে বর্জন
সেবা রত প্রিয় পুত্রে, শতধিক সে মোরে এখন ॥
শুনি ইহা বশিষ্ঠাদি বেদবিৎ যত মুনিগণ
আর রাজগণ যত, বলিবেন কি মোরে এখন ॥
চপল ইন্দ্রিয় আমি কৈকেয়ীর হয়ে বশীভূত,
হলেম যে দগ্ধ হায়, হলেম বিনষ্ট আর হত ॥
ছিলেন বিলাপে রত হেন ভাবে নৃপতি যখন,
রাম আগমন বার্ত্তা জানালেন সুমন্ত্র তখন ॥
কহিলেন দশরথ হে সুমন্ত্র কর আনয়ন
হেথা মোর পত্নীগণে, রামে আমি করিব দর্শন
সে সবার সহ এবে। সুমন্ত্রের নিকটে তখন
পতি আজ্ঞা শুনি সেথা আসিলেন নৃপপত্নীগণ ॥
পঞ্চাশোর্দ্ধ তিনশত রূপবতী পত্নী তাঁর যত
পতি সন্দর্শন তরে সেথায় হলেন সমাগত ॥
নেহারিয়া পত্নীগণে কহিলেন সুমন্ত্রে তখন
দশরথ, হে সুমন্ত্র, রামে হেথা কর আনয়ন ॥
শুনি তাহা আনিলেন নৃপতির গৃহে অনন্তর
রাম লক্ষ্মণেরে আর মৈথিলীরে সুমন্ত্র সত্বর ॥

যুক্ত করে রামে নৃপ নেহারি করিতে আগমন,
পত্নী পরিবৃত হয়ে ত্যজিলেন আপন আসন ॥
বৎস রাম, 'এস, এস, বলি' ইহা দিতে আলিঙ্গন
হলেন উদ্যত যবে দশরথ, হলেন তখন
পতিত মূর্ছিত হয়ে। ত্বরা তাঁরে করিয়া গ্রহণ
করিলেন পুনঃ রাম স্বস্থানেতে পুনঃ সংস্থাপন ॥
অনন্তর যবে রাম লাগিলেন করিতে ব্যজন
তাঁরে সেথা, করিলেন নৃপ পত্নী সকলে তখন

আর্ত্তনাদ উচ্চরবে। লভিলেন শোকেতে মগন
নরপতি সংজ্ঞা যবে, কহিলেন তাঁহারে তখন
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম, মহারাজ করুন এখন
আদেশ জ্ঞাপন মোরে বনবাসে করিতে গমন॥
শুভ দৃষ্টি পাত আর মম প্রতি করুন এখন,
সীতা আর লক্ষ্মণেরে আজ্ঞা তব করুন জ্ঞাপন
যেতে মম সঙ্গে এবে। বহু ভাবে করেছি বারণ
এ দোঁহারে, তবু তারা কথা মম করেনি পালন॥
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে কহিলেন নৃপতি তাঁহারে
প্রতারিত আমি রাম, বরদান করি কৈকেয়ীরে॥
হিতাহিত জ্ঞান হীন মোরে এবে করি নিগৃহীত
হলে তুমি রাজা এবে তাই জেনো হবে সুসঙ্গত॥
প্রণিপাত করি তাঁরে কহিলেন রাম অনন্তর,
পিতা, গুরু, ভর্ত্তা, পূজ্য: প্রভু ও দেবতা নৃপবর
আপনি আমার সদা। লভি আয়ু সহস্র বৎসর
করুন শাসন রাজ্য, যেন কভু আমার অন্তর
ত্রিভুবনও রাজ্যরূপে নাহি চাহে লভিতে কখন
আপনারে মিথ্যাবাদী করি লোক মাঝারে রাজন॥
সকরুণ বাক্যে রামে কহিলেন নৃপতি তখন
আমার বাক্যের তরে কর যদি বনেতে গমন
তুমি এবে, সঙ্গে তবে লহ রাম মোরেও এখন,
পারিবনা তোমা বিনে করিতে এ জীবন ধারণ॥
তোমা আমা বিরহিত এই পুরী মাঝে অনন্তর
হে রাম, ভরত আসি একক হউক রাজ্যেশ্বর॥
কহিলেন রাম, প্রভো, মম সনে অরণ্যে গমন,
নহেক উচিত তব, ধর্ম্মেতে করুন নিয়োজন
আমা সবাকারে পিতঃ, সুপ্রসন্ন হৃদয়ে এখন॥

কহিলেন দশরথ, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধর্ম, আয়ু আর
অবিনাশী কীর্তি প্রাপ্তি হোক রাম সতত তোমার।
মম সত্য পালনেতে রত তুমি, কুশলে গমন
কর এবে, লভি যশ পুনঃ হেথা কর আগমন।
কিন্তু রাম কর হেথা বাস তুমি একরাত্রি আর,
কর ভোগ্য বস্তু ভোগ অদ্য তুমি সঙ্গেতে আমার।
আশ্বাস প্রদান করি দুঃখে মগ্ন মাতারে তোমার
করিও গমন কল্য। কথা সেই করিয়া শ্রবণ
শোকার্ত সে নৃপতিরে কহিলেন শ্রীরাম তখন,
ভোগ্য বস্তু আজি হেথা লভিব যা কল্য কোন্‌জন
প্রদানিবে মোরে তাহা। চাহি তাই করিতে গমন
অদ্যই অরণ্যে আমি, ক্ষান্ত তাহে হব না এখন।
ঐশ্বর্য্য ত্যজিতে পারি, পারি আমি ত্যজিতে জীবন
তবু নাহি করি ইচ্ছা মিথ্যাবাদী করিতে রাজন
আপনারে আমি কভু, তব সত্য করিতে পালন
করি শুধু বাঞ্ছা আমি, আজ্ঞা মোরে করুন রাজন্।

উষ্ণশ্বাস ফেলি নিজ সত্যে বদ্ধ নৃপবর
কহিলেন সুমন্ত্রেরে, কর তুমি সজ্জিত সত্বর
সশস্ত্র সৈনিক দল রাম সঙ্গে করিতে গমন,
রূপসী রমণী কুল করিবারে প্রীতি সম্পাদন
যাক সঙ্গে, যাক আর রামের হিতার্থী বন্ধুগণ,
লয়ে সব ধন রাশি যাক মম কোষাধ্যক্ষগণ।
দশরথ বাক্য শুনি হয়ে ভীত কৈকেয়ী তখন
কহিলেন ক্রোধভরে, অশ্রদ্ধাতে এই হৃত ধন
রাজ্য মোরে দিলে পরে, মিথ্যাবাদী তাহেও নৃপতি
হবে তুমি সুনিশ্চয়। হয়ে নৃপ মর্মাহত অতি

বাক্যে তাঁর কহিলেন, অশেষ দুঃখেতে নিমজ্জিত
আমারে, করিছ কেন পুনঃ পুনঃ হেন নিপীড়িত
বাক্যবাণে হে নৃশংসে। কহিলেন কর্কশ বচনে
কৈকেয়ী, সগর এই রঘুবংশে অবিচল মনে
অসমঞ্জ পুত্রে তাঁর করিলেন যে ভাবে বর্জন,
সে ভাবে রামেও তুমি কর নৃপ বর্জন এখন।
নৃপতির বৃদ্ধ মন্ত্রী অতি মান্য সিদ্ধার্থ তখন
কহিলেন কৈকেয়ীরে, করিলেন কি হেতু বর্জন
সগর নৃপতি পূর্বে অসমঞ্জে, সেই বিবরণ
কহিতেছি আমি দেবী, এবে তাহা করুন শ্রবণ।
দুষ্ট বুদ্ধি অসমঞ্জ নিক্ষেপিত সরযূর নীরে,
পুরবাসীদের যত পুত্রগণে, তাই নৃপতিরে
কহিল তাহারা আসি, অসমঞ্জে করুন এখন
বর্জন হে নৃপ, নয় আমা সবে করুন বর্জন।
তব পুত্র দুরাচার অসমঞ্জ আমাদের যত
পুত্রগণে করে নৃপ, সরযূতে নিক্ষেপ সতত।
প্রজাগণ অভিযোগ শুনি নৃপ বর্জন তখন
করিলেন অসমঞ্জে। কিন্তু এই নৃপতি এখন
গুণবান পুত্র রামে করিবেন কি হেতু বর্জন।
কহিলেন দশরথ বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ,
নিজেই এখন আমি রাম সহ করিব গমন
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি সুখ, ভরতের সহিত এখন
রে অনার্য্যে, রাজ্য লয়ে কর এবে সুখেতে যাপন।
পিতা আর কৈকেয়ীর বাক্য সব করিয়া শ্রবণ
কহিলেন রাম, ত্যজি সর্বভোগ্য বস্তু হে রাজন,
যে আমি বনজ যত খাদ্য এবে করিব গ্রহণ
সে আমার, অরণ্যেতে অনুচরে কোন্ প্রয়োজন।

গজ শ্রেষ্ঠ করি ত্যাগ, বহন বন্ধন রজ্জু তার
করে যে, কি ফল লাভ হয় তাহে হে নৃপ তাহার।
সকলি দিয়াছি আমি ভরতেরে, কেবল এখন
খনিত্র, পেটিকা আর চীর বাসে মম প্রয়োজন।

চীর বাস আনি নিজে লজ্জাহীনা কৈকেয়ী তখন
কর পরিধান বলি করিলেন রামেরে অর্পণ।
লয়ে সেই চীরবাস, সূক্ষ্মবস্ত্র ত্যজিয়া তখন,
করিলেন পরিধান রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
পীতবর্ণ মনোরম বসনেতে সুসজ্জিতা সীতা,
কৈকেয়ী প্রদত্ত চীর নেহারি হলেন চিন্তান্বিতা।
সজল নয়নে তাহা অনন্তর করিয়া গ্রহণ
কহিলেন রামে, কহ কিরূপেতে করিব ধারণ
এই চীরবাস এবে, কহি ইহা স্কন্ধেতে স্থাপন
করিলেন একখানি, অন্যখানি হস্তেতে ধারণ।
সীতারে এ হেন ভাবে হেরি সেথা যত নারীগণ,
'ধিক' 'ধিক' করি সবে আরম্ভিল করিতে রোদন।
কহিলেন কৈকেয়ীরে দশরথ নৃপতি তখন,
রে নৃশংসে, চেয়েছিলে বনে রাম করিবে গমন
শুধু এই বর তুমি, যাবে বনে সীতা ও লক্ষ্মণ
চাহ নাই এই বর, তবে কেন দিতেছ এখন
চীরবাস এ দোঁহারে, হয়নি কি রাম নির্বাসনে
বাঞ্ছা পূর্ণ, হলো এই ইচ্ছা পুনঃ কোন্ বা কারণে।
চীর পরিধান করি বৈদেহী যাবেন অরণ্যেতে
করি নাই এ প্রতিজ্ঞা, সুসজ্জিতা সর্ব ভূষণেতে
হয়ে সীতা হেথা হতে করিবেন গমন বনেতে।
অরণ্য যাত্রার তরে সমুদ্যত রাম অনন্তর
কহিলেন দশরথে, বৃদ্ধা মাতা মম নৃপবর.

উদার স্বভাব আর চির অনুগতা আপনার,
বিচ্ছেদে আমার তিনি মগ্ন এবে শোকেতে অপার।
অনুগ্রহ দৃষ্টি যেন আপনার রহে তাঁর প্রতি,
আমার অরণ্য বাসে হয়ে শোকে নিপীড়িতা অতি
জীবন তাঁহার যেন অন্ত নাহি হয় নরপতি।

রামের সে বাক্যে নৃপ, আর তাঁর যত পত্নীগণ
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে লাগিলেন করিতে রোদন।
চাহিতে ও রাম পানে শোকে দুঃখে লজ্জাতে তখন
হলেন অক্ষম নৃপ, নিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ
করি চিন্তা, অনন্তর কহিলেন কাতর অন্তরে,
পুত্র বিরহিত পূর্বে বহু পুত্র বৎসল পিতারে
নিশ্চয় করেছি আমি, তাই এবে তোমা বিরহিত
হতেছি দুর্ভাগ্য আমি। হেরি হায় চীর পরিহিত
প্রিয় পুত্রে মম এবে, বনবাস তরে সমুদ্যত
কঠিন হৃদয় মম এখনো হলোনা বিদারিত,
কহি ইহা, দশরথ শোকাবেগে হলেন মূর্ছিত।
লভি সংজ্ঞা ক্ষণপরে কহিলেন সুমন্ত্রে নৃপতি,
অশ্বসহ মম রথ হেথা তুমি আন শীঘ্র গতি।
মুনিজন প্রিয় কোন বন মাঝে লহ অনন্তর
পুত্রে মম, আনিলেন রথ সেথা সুমন্ত্র সত্বর।
কহিলেন কোষাধ্যক্ষে দশরথ বসন ভূষণ
চতুর্দশ বৎসরের লাগিবে যা, করি আনয়ন
দেহ তাহা বৈদেহীরে। নৃপ আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ
কোষাধ্যক্ষ আনি তাহা বৈদেহীরে করিল অর্পণ।
বসন ভূষণে সেই সুসজ্জিতা হলেন যখন
মৈথিলী, কৌশল্যা তাঁরে স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন

আপন দুহিতা সম, মস্তক আঘ্রাণ করি আর,
কহিলেন অয়ি বৎসে, লভিলেও প্রিয় ব্যবহার
দরিদ্র স্বামীরে করে অবজ্ঞা সামান্যা নারীগণ,
সাধ্বী নারীগণ নাহি করেন সে হেন আচরণ।
কোরোনা অবজ্ঞা বৎসে, ধনহীন পতিরে তোমার,
নারীর দেবতা পতি, ধনী কি নির্ধন হোন্ আর।
কৃতাঞ্জলি হয়ে সীতা কহিলেন তাঁহারে তখন
তব সব আজ্ঞা আর্য্যে, সদা আমি করিব পালন।
জানি আমি সাধ্বী যত রমণীগণের আচরণ,
হে আর্য্যে নহি যে আমি সাধারণ নারীর মতন।
তন্ত্রী হীন বীণা কভু নাহি বাজে, নাহি চলে আর
চক্রহীন রথ কভু, থাকিলেও সুপুত্র তাহার
কখনো লভেনা সুখ নারী সেই, পতি নাহি যার।
পিতা, মাতা, পুত্র করে নারীগণে পরিমিত দান,
পতিই অপরিমিত দাতা শুধু, দেবতা সমান
সে পতিরে অবজ্ঞা কি পারি আমি করিতে কখন,
পতি প্রীতি হেতু পারি জীবন ও করিতে বিসর্জ্জন।
মম সেই ভাব আর্য্যে, দেব অনুগ্রহেতে নিশ্চিত,
করিলেন এবে মোরে উপদেশ দানেতে বর্দ্ধিত।
সীতার মনোজ্ঞ সেই বাক্য শুনি কৌশল্যা তখন,
আলিঙ্গন করি তাঁরে করিলেন অশ্রু বিসর্জ্জন।
কহিলেন আর, বৎসে, মহামতি জনক রাজার
সুযোগ্যা দুহিতা তুমি, এসেছ এ গৃহেতে আমার,
গুণবতী, যশস্বিনী, ধর্মশীলা বধূরূপে তুমি
ধন্যা আর যশস্বিনী হে বৎসে, হয়েছি তাহে আমি।
যুক্ত করে কৌশল্যারে কহিলেন রাম অনন্তর,
দুঃখ সংবরণ করি মম পিতৃ সেবা নিরন্তর

করুন হে মাতঃ এবে, পুণ্যবলে দেবী আপনার,
হেরিবেন প্রত্যাগত অযোধ্যাতে মোরে পুনর্বার।
পঞ্চাশোর্দ্ধ তিনশত মাতৃগণ পাশে যুক্তকরে
আসি রাম অনন্তর, কহিলেন সেথায় সবারে
সবিনয়ে, করে থাকি কভু যদি অজ্ঞানতাবশে
একত্র বাসের কালে, অপরাধ সবাকার পাশে,
চাহি ক্ষমা তার তরে। বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ
রাজপত্নীগণ যত করিলেন শোকেতে ক্রন্দন।
বেণু, বীণা রবে পূর্বে গৃহ যেই ছিল মুখরিত
নৃপতির, হলো এবে ক্রন্দনের রবে তা' পূরিত।

৯। রামের বন যাত্রা

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ করিলেন সেথা অনন্তর
দশরথ কৌশল্যারে প্রণিপাত রাম রঘুবর।
প্রণিপাত যুক্তকরে করিলেন লক্ষ্মণ যখন
সুমিত্রারে, কহিলেন লক্ষ্মণেরে সুমিত্রা তখন
মস্তক আঘ্রাণ করি, স্নেহভরে করি আলিঙ্গন,
রাম সহ অরণ্যেতে যাও এবে নির্বিঘ্নে লক্ষ্মণ।
যে তুমি তেয়াগি মোরে, আর প্রিয় পত্নীরে তোমার
হলে রাম অনুগামী, বন্ধুজন সহিত আমার
লভিলাম পরিত্রাণ, সে সুপুত্র তোমা হতে এবে
লোকের অযশ হতে। সেবাতে তৎপর তুমি রবে
অগ্রজ রামের সদা, আর তুমি হে বৎস লক্ষ্মণ
অরণ্য মাঝারে রামে স্থির চিত্তে করিও রক্ষণ।
দশরথ সম রামে, জানকীরে আমা সম আর
অরণ্য অযোধ্যা ভাবি, সুখে বৎস হও আগুসার।

কহি ইহা পুত্রে, শেষে কহিলেন সুমিত্রা রামেরে
হে রাম, করিও রক্ষা অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে।
শুনি তাহা সবিনয়ে করি অভিবাদন তাঁহারে,
রক্ষিব এ বাক্য আমি, কহিলেন রাম যুক্ত করে।

অনন্তর আসি সেথা সুমন্ত্র রামের সন্নিধানে
কহিলেন তাঁরে আমি রথ লয়ে এসেছি এখানে।
হে রাজকুমার এবে অভিলাষ করিতে গমন
যথা তব যাব সেথা। চতুর্দশ বৎসর এখন
করিতে অরণ্যবাস হবে তব, রাজ্য লাভ আশে
যাচিলেন কৈকেয়ী যা আপনার জনকের পাশে।
সুমন্ত্রের বাক্য সেই করি রাম শ্রবণ তখন,
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ করিলেন রথে আরোহণ।
রামের আদেশ লভি, অনন্তর সুমন্ত্র সত্বর
করিলেন সংস্থাপিত একে একে রথের উপর।
শ্বশুর প্রদত্ত যত সীতার বসন আভরণ,
করিলেন আনি আর একে একে রথেতে স্থাপন
অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ, তূণ ও কবচ আদি যত,
খনিত্র, পেটিকা আর, অনন্তর হয়ে অবস্থিত
সুমন্ত্র রথেতে আসি যথাস্থানে, সকাতর প্রাণে
রাম বাক্যে করিলেন চালিত রথের অশ্বগণে।
রামের প্রস্থানে সেথা চারিদিকে যত জনগণ,
'হা রাম' বলিয়া সবে উচ্চরবে করিল ক্রন্দন।
গ্রীষ্ম সন্তাপিত লোক সলিলের পানেতে ধাবিত
হয় যথা, অযোধ্যার বাল বৃদ্ধ নরনারী যত
শ্রীরামের অভিমুখে হলো সবে ধাবিত তেমন,
কহিতে লাগিল আর বাহু তারা করি উত্তোলন

হে সারথি, ধীরে চল, নেহারিব রামে একবার
এবে মোরা, নাহি জানি কবে তাঁরে হেরিব আবার।
বৈদেহীই পুণ্যবতী, হয়েছেন ছায়ার মতন
পতি অনুগতা তিনি, পুণ্যশীল তুমিও লক্ষ্মণ,
যে তুমি অগ্রজ সনে বনবাসে করিছ গমন।
আমা সবে ত্যজি রাম, এবে তুমি যেতেছ কোথায়,
তোমার সঙ্গেতে লও মোদেরেও হে রাম সেথায়।
এ হেন সময়ে রামে নেহারিতে, লয়ে সঙ্গে যত
পত্নীগণে, গৃহ হতে নৃপতি হলেন বহির্গত।
নরপতি দশরথে বহির্গত করি নিরীক্ষণ,
জনগণ মাঝে হলো হাহা রব উত্থিত তখন,
হা রাজন্, হা রাম বলি, সবে তাঁরে করিল বেষ্টন।
পদব্রজে সমাগত শোকে আর্ত্ত, পিতামাতা পানে
হলেন দুঃখেতে রাম চাহিতেও অক্ষম সেখানে।
করুন গমন ত্বরা, সুমন্ত্রেরে কহিলেন রাম
অঙ্কুশ আহত যেন গজ সম ব্যাকুলিত প্রাণ।
হা রাম, হা সীতে, হায় লক্ষ্মণ বারেক মম প্রতি
কর দৃষ্টিপাত, কহি হলেন ধাবিত দ্রুতগতি,
কৌশল্যা ও দশরথ, কহিলেন সুমন্ত্রেরে আর
নৃপতি, থামাও রথ, কহিলেন রাম ও আবার
করুন গমন ত্বরা। দ্বিধাগ্রস্ত হলেন তখন
সুমন্ত্র, ভাবিয়া কার করিবেন আদেশ পালন।
কহিলেন রাম তাঁরে, লভিবেন রাজার দর্শন
যবে পুনঃ হে সুমন্ত্র, কহিবেন তাঁহারে তখন,
আপনার আজ্ঞা আমি পাই নাই শুনিতে রাজন্।

রাম অভিপ্রায় বুঝি করিলেন চালিত তখন
সুমন্ত্র বেগেতে অশ্ব। বশিষ্ঠাদি যত বিপ্রগণ

কহিলেন অনন্তর, অভিলাষ করিতে দর্শন
থাকে যারে পুনরায়, করা তার সঙ্গেতে গমন
বহুদূর হে নৃপতি, অনুচিত। করি তা' শ্রবণ
পুত্র পানে দৃষ্টি রাখি দাঁড়ালেন নৃপতি তখন।
পথে দ্রুত অগ্রসর হতে রামে করি নিরীক্ষণ,
করিল রমণী কুল উচ্চরবে আকুল ক্রন্দন।
কহিলেন তাঁরা যিনি ছিলেন রক্ষক অনুক্ষণ
সবাকার, রাম সেই যেতেছেন কোথায় এখন।
মাতা কৌশল্যার সহ করেন যেরূপ আচরণ
সেরূপ মোদের সনে আচরণ করেন যেজন
সে রাম এখন হায় করিছেন কোথায় গমন,
বিলাপ এ ভাবে সেথা করিলেন রাজপত্নীগণ।
রামের প্রয়াণে হলো আকুল পবনে উদ্বেলি
বিশাল সমুদ্র সম, অযোধ্যা নগরী বিচলিত।
অশ্রুতে আকুল আর সুগভীর শোকপরায়ণ
হলো সেথা রাজপথে অযোধ্যার যত জনগণ।
নৃপতিরে করি নিন্দা, কৈকেয়ীরে করি তিরস্কার,
নিজ নিজ ভাগ্যে তারা দোষারোপ করিল অপার।
গমনেতে রত রামে দেখা সেথা গেল যতক্ষণ
চাহিয়া তাহার পানে রহিলেন নৃপ ততক্ষণ।
হেরিতে গমন রত রামে নৃপ ছিলেন যখন
হতেছিল ব্যবধান সৃষ্টি সেথা ক্রমেই তখন।
রথ চক্র সমুত্থিত শেষ ধূলি কণাও যখন
নাহি গেল দেখা আর, ভূপতিত হলেন তখন
নৃপতি বিবর্ণ হয়ে। সমাগত দক্ষিণেতে তাঁর
হলেন কৌশল্যা ত্বরা, বাম দিকে কৈকেয়ী তাঁহার।
হেরি কৈকেয়ীরে নৃপ কহিলেন করিওনা মোরে
রে কৈকেয়ী দুশ্চারিণী, স্পর্শ এবে, হেরিতে তোমারে

নাহি আর চাহি আমি, করি না তোমারে আমি মনে
ভার্য্যা বলি, চিরতরে তোমারে ত্যজিনু এইক্ষণে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করেছিনু হস্ত যে গ্রহণ
তোমার, সম্বন্ধ সেই এবে আমি করিনু ছেদন।
লভি এই রাজ্য যদি হয় হৃষ্ট ভরতের মন,
তার দত্ত পিণ্ড তবে নাহি আমি করিব গ্রহণ।
ধূলি ধূসরিত দেহ নৃপে সেই করি অনন্তর
সমুত্থিত, শোকে মগ্না কৌশল্যা হলেন অগ্রসর।
সঙ্গে তাঁর নরপতি অযোধ্যায় হয়ে সমাগত
হলেন স্মরিয়া মনে প্রিয় পুত্রে বিলাপেতে রত।
কহিলেন আর, হেরি পদ চিহ্ন ভূমিতে এখন
সে সব অশ্বের যারা পুত্রে মম করেছে বহন,
না হেরি তাহারে আমি, বৃক্ষমূলে ভূতলে শয়ন
করিবে সে আজি, করি শিলাখণ্ডে মস্তক স্থাপন।
দীর্ঘশ্বাস ফেলি হায়, ধূলি ধূসরিত দেহে রাম,
ভূমিতল হতে সেথা দীন ভাবে করিবে উত্থান।
এ রাজ্যে বিধবা হয়ে কর বাস কৈকেয়ী এখন,
রবেনা পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম বিনে মম এ জীবন।
অনন্তর হয় লোক মৃত তরে শোকার্ত্ত যেমন,
সে ভাবে পশিলা নৃপ পুরী মাঝে, করিয়া ক্রন্দন।
অযোধ্যাতে গেল দেখা রাজপথ জন বিরহিত,
ছিল আর অবরুদ্ধ সেথায় বিপনি শ্রেণী যত।
প্রবেশিয়া নরপতি রাম সীতা লক্ষ্মণ বিহনে
শূণ্য ভবনের মাঝে, কহিলেন অনুচরগণে,
রাম মাতা কৌশল্যার গৃহে লহ আমারে এখন
সবে মিলি নিল তারা নৃপতিরে সে গৃহে তখন।
কৌশল্যার গৃহে পশি, করি নৃপ শয্যায় শয়ন
কহিলেন সরোদনে করি নিজ বাহু উত্তোলন,
হা রাম, আমারে তুমি পরিত্যাগ করিলে এখন।

হেরিবে জীবিত রহি যারা পুনঃ আসিতে হেথায়
পিতৃসত্য পালি রামে, সুখী শুধু তারাই ধরায়।
কৌশল্যা, দেখিতে আর এবে আমি পাইনা তোমারে,
তোমার হস্তেতে স্পর্শ কর তুমি হে সাধ্বী আমারে।
রাম অনুগামী হয়ে গেছে চলি যে দৃষ্টি আমার,
মম পাশে দৃষ্টি সেই এখনো আসেনি ফিরে আর।
মূর্ত্তিমতী দুঃখ সম নৃপ পাশে করিয়া গমন
কৌশল্যা বসিয়া সেথা করিলেন কাতর ক্রন্দন।
কহিলেন তিনি আর, হে নৃপতি কৈকেয়ী এখন,
করি ভুজঙ্গের সম রাম প্রতি বিষ উদ্গীরণ,
লভি যত কাম্য বস্তু সুখেতে করিবে বিচরণ।
করি রামে নির্বাসিত রহি গৃহে দুষ্ট সর্প প্রায়,
গর্বিতা কৈকেয়ী সদা সন্ত্রাসিত করিবে আমায়।
লয়ে মহাবাহু রাম সঙ্গে তার ভার্য্যা ও লক্ষ্মণে,
পশিছে নিশ্চয় আজি হে নৃপতি গহন কাননে।
কৈকেয়ীর বাক্যে এবে যে সবারে করেছ বর্জন,
বনবাস দুঃখে হবে সে সবার কি দশা এখন।
আর কি আসিবে মম দিন সেই শোক অবসানে,
ভার্য্যা ও লক্ষ্মণ সহ রামে যবে হেরিব এখানে।
লোক মনোহর মম প্রিয় পুত্রে না হেরি এখন
হবনা সক্ষম আমি করিতে এ জীবন ধারণ।

১০। রাম ও পৌরজন

রাম অনুগত যত জনগণ পুরী অযোধ্যার
পশ্চাতে চলিল সেই বন অভিমুখী মহাত্মার।
নিল গৃহে নৃপতিরে ফিরায়ে সকল বন্ধুজন,
ফিরিলনা রাম রথ অনুগামী পৌর জনগণ।

তাহাদের পানে রাম সস্নেহেতে করি নিরীক্ষণ,
কহিলেন সে সবারে, করিছেন মোরে প্রদর্শন
প্রীতি ও সম্মান যেই অযোধ্যার পুরবাসীগণ
প্রীতি এবে সেই সবে ভরতে করুন সমর্পণ।
সর্ব রাজ গুণান্বিত ভরতের আদেশ পালনে
তৎপর হউন সবে। বয়সে নবীন, তবু জ্ঞানে
প্রবীণ ভরত সদা, বন্ধুজন প্রিয় অবিরত,
স্বভাবেতে নম্র, তবু প্রতিভা ও বীর্য্য সমন্বিত।
বনবাসে গেলে আমি নরপতি সন্তাপে মগন
নাহি হন যাহে, সবে করুন সে বিধান এখন।
কহিলেন যত রাম বাক্য হেন ধর্ম অনুগত
প্রজাকুল হলো তাঁর ততই অধিক বশীভূত।
তপস্যা ও তেজোদীপ্ত বয়োবৃদ্ধ দ্বিজগণ যত,
বার্দ্ধক্যে কম্পিত শিরে কহিলেন বাক্য হেন মত
দূর হতে, দ্রুতগামী হে সুজাত তুরঙ্গমগণ,
যেওনা যেওনা আর করি সবে রামেরে বহন।
কর ভর্ত্তৃহিত এবে, শোনে কর্ণে যত প্রাণিগণ
বিশেষতঃ অশ্বকুল, ফিরে লহ পুরীতে এখন
আমাদের ভর্ত্তা রামে। পুরী হতে বনেতে গমন
কোরোনা তাঁহারে লয়ে, হও সবে নিবৃত্ত এখন।

তাঁহাদের আর্ত্তবাক্য হেনরূপ করিয়া শ্রবণ
রথ হতে নিম্নে রাম অবতীর্ণ হলেন তখন,
বন অভিমুখী রাম লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে
চলিলেন ধীরে ধীরে পদব্রজে সম্মুখের পানে।
পদব্রজে দ্বিজকুলে নেহারি করিতে আগমন,
রথে আরোহিয়া রাম যেতে নাহি হলেন সক্ষম।

হেরি তাহা দুঃখ ভরে কহিলেন যত দ্বিজগণ
তোমার সঙ্গেতে রাম, আমরাও যেতেছি এখন,
চলিছে যজ্ঞাগ্নি এবে দ্বিজস্কন্ধে হয়ে অবস্থিত,
চলিতেছে বাজপেয় যজ্ঞ লব্ধ ছত্র এই যত
হংস পংক্তি সম রাম, ছায়া তাহা করিবে প্রদান
রবি রশ্মি সন্তাপিত ছত্রহীন তোমারে হে রাম।
বেদ অনুগামী বুদ্ধি আমাদের করেছে এখন
তোমার সঙ্গেতে রাম বনবাসে করিতে গমন।
হংস শুভ্র কেশে পূর্ণ, ভূপতনে ধূলি ধূসরিত
মস্তকেতে, যাচি মোরা হও তুমি গমনে বিরত।
সে বিলাপ বাক্য রাম তাঁহাদের করেও শ্রবণ,
নীরবে সম্মুখ পানে লাগিলেন করিতে গমন।
চলিতে চলিতে পথ করিল সহসা অনন্তর
বারণ তমসা নদী তাঁরে আর হতে অগ্রসর।
হেরি তমসায়, তার তীরেতে করিতে অবস্থান।
অভিলাষ করি মনে, কহিলেন লক্ষ্মণেরে রাম,
অরণ্য বাসের এই প্রথম রজনী সমাগত
হয়েছে হেথায় এবে, হে লক্ষ্মণ মৃগ পক্ষী যত
নিজ নিজ আবাসেতে সুপ্তিমগ্ন হয়েছে এখন,
শূণ্য এ অরণ্য তাই এবে যেন করিছে রোদন।
মম পিতৃ রাজধানী অযোধ্যাতে, বালবৃদ্ধ এবে
করিছে মোদের তরে শোকেতে বিলাপ মিলি সবে।
পিতা ও মাতার তরে শোকে আর্ত্ত এবে মম মন,
অন্ধ যেন নাহি হন করি তাঁরা সতত ক্রন্দন।
করেছ উত্তম কাজ হে লক্ষ্মণ, আসি মম সনে,
লভিব তোমার আমি সহায়তা, সীতা সংরক্ষণে।
আছে বন্য ফল নানা, তবু মম বাসনা এখন
শুধু জল করি পান করিব এ রজনী যাপন।

সূর্য্যাস্তে সেথায় করি অশ্বগণে বন্ধন তখন,
সুমন্ত্র প্রচুর তৃণ দিলা সবে করিতে ভক্ষণ।
সান্ধ্য উপাসনা অন্তে লয়ে সঙ্গে সৌমিত্রি লক্ষ্মণে
রাম তরে তৃণ শয্যা বিরচিলা সুমন্ত্র সেখানে।
বৃক্ষপত্রে বিরচিত সে শয্যাতে তমসার তীরে,
হলেন শায়িত রাম সঙ্গে তাঁর লয়ে জানকীরে।
হেরি দোঁহে নিদ্রামগ্ন, সুমন্ত্রের সমীপে লক্ষ্মণ,
রামের বিবিধ গুণ লাগিলেন করিতে কীর্তন।
প্রজাকুল সহ রাম করিলেন সেথা অবস্থান
হেন ভাবে সে নিশিতে, অনন্তর করিয়া উত্থান
অর্দ্ধ রাত্রে, হেরি রাম প্রজাগণে নিদ্রায় মগন
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, হের এবে হে ভ্রাত লক্ষ্মণ,
আমাদের তরে হেথা করিছে অপেক্ষা পৌরজন,
গৃহ ত্যজি, তরু মূলে আছে সবে সুপ্তিতে মগন।
ফিরাতে মোদের তারা যত্ন এবে করিছে যে ভাবে
মনে হয় তাহে, পারে দেহও করিতে পাত সবে।
বৃক্ষমূলে হেন আর যেন তারা না রহে এমন,
থাকিতে নিদ্রিত তাই, এস করি রথে আরোহণ।
অনুগত প্রজাদের দুঃখ হতে মুক্তির বিধান
রাজার কর্ত্তব্য করা, অকর্ত্তব্য দুঃখ করা দান
রথে আরোহিয়া করি হে সুমন্ত্র, দ্রুত অশ্বগণে
চালিত উত্তর দিকে কিছুক্ষণ, করুন এখানে
আনয়ন পুনরায়, যাহে এই পৌরজনগণ,
কোথায় যেতেছি আমি নাহি হয় বুঝিতে সক্ষম
সুমন্ত্র রামের বাক্যে করিলেন তাহাই তখন।
সর্ব্বদ্রব্য সহ রাম আরোহিয়া রথেতে সত্বর,
হলেন আবর্ত্তময়ী তমসা উত্তীর্ণ অনন্তর।

নিশিশেষে নিদ্রাভঙ্গে, রথ চিহ্ন করি নিরীক্ষণ
উত্তরে অযোধ্যা পানে, ভাবি মনে যত পৌরজন
ফিরেছেন সেথা রাম, সেই দিকে করিল গমন।
রাম অনুগামী সেই পৌরজন আসি অযোধ্যায়,
হলো হতজ্ঞান সবে রামে নাহি নেহারি সেথায়।
গৃহে আগমন করি পত্নী পুত্রে হয়ে পরিবৃত,
শোকার্ত্ত তাহারা হলো উচ্চরবে ক্রন্দনেতে রত।
গৃহাগত পতিগণে, পত্নীগণ যত সে সবার,
কহিতে লাগিল দুঃখে বাক্য এই, করি তিরস্কার।
হেরিছেনা রামে যারা সে সবার রয়েছে এখন
গৃহ, পত্নী, ধনে আর জীবনেতে কিবা প্রয়োজন।
জগৎ মাঝারে এই সাধু নর শুধুই লক্ষ্মণ,
রাম অনুগামী এবে সীতা সহ হলেন যে জন।
ত্যজিলেন ভর্ত্তা আর রামে যিনি ঐশ্বর্য্যের তরে,
করিবেন সে কৈকেয়ী কি ভাবেতে রক্ষণ সবারে।
থাকিতে জীবিত মোরা, কৈকেয়ীর জীবন কালেতে
করিবনা বাস আর হেথা এই অযোধ্যা মাঝেতে।
রাম বনবাসে নৃপ করিবেন প্রাণ বিসর্জন,
নরপতি বিহনেতে হবে রাজ্য বিনষ্ট তখন।
হও রাম অনুগামী মিলি এবে তোমরা সকলে,
নহে যাও দূরে চলি আমাদের চক্ষু অন্তরালে
করিল বিলাপ হেন নারীকুল ভাসি অশ্রুজলে॥

১১। শৃঙ্গবের পুর ও গুহ

পিতৃ আজ্ঞা মনে রাখি করিলেন অতিক্রম রাম
বহুদূর, নাহি হতে সে প্রথম নিশি অবসান।
রজনী প্রভাত হলে উপাসনা করি অনন্তর,
রথে আরোহণ করি, সমুত্তীর্ণ হলেন সত্বর

শ্রীমতী নামেতে নদী। লভিলেন পরপারে তার
সুদৃশ্য প্রশস্ত পথ, হেরিলেন সেইখানে আর
সুকর্ষিত গ্রাম বহু, পুষ্পে পুষ্পে শোভিত কানন,
জনগণ মুখে আর করিলেন এ বাক্য শ্রবণ
ধিক কামবশ নৃপ দশরথে, ধিক কৈকেয়ীরে,
করেছেন বনে যিনি নির্বাসিত ধার্মিক রামেরে।
বেদশ্রুতি নামে নদী, অনন্তর হয়ে রাম পার,
বহুদূর অতিক্রমি সমুত্তীর্ণ হলেন আবার
গোমতী নামেতে নদী, গোমতীর পরে অনন্তর
হলেন সর্পিলা নদী সমুত্তীর্ণ রাম রঘুবর।
আসি তার পরপারে, চাহি রাম পিছনেতে ফিরে,
সমৃদ্ধ কোশল রাজ্য, দেখালেন প্রিয়া বৈদেহীরে।
কহিলেন সূতে আর, হে সুমন্ত্র কবে অযোধ্যায়
ফিরিব আবার আমি, হব কবে মিলিত সেথায়
পিতা মাতা সনে পুনঃ, সরযূর তীরে কবে আর,
যাব মৃগয়ার তরে পুষ্পিত বনেতে পুনর্বার।
নানা কথা ভাবি মনে, কহি আর কথা নানামত
সৃঙ্গবের পুরে রাম সন্ধ্যাতে হলেন সমাগত॥
হেরিলেন আসি সেথা, হংস ও সারস সমাকুলা
হিমগিরি জাত গঙ্গা, দিব্য নদী পবিত্র সলিলা।
তরঙ্গিত নদী সেই নেহারিয়া সুমন্ত্রে তখন
কহিলেন রাম, আজি হেথা মোরা করিব যাপন।
বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ, পুষ্প ও পল্লব সমন্বিত,
রয়েছে অদূরে ওই, সেথা রথ করুন চালিত।
ইঙ্গুদী বৃক্ষের পানে করিলেন সুমন্ত্র তখন
চালিত রথের অশ্ব, রাম আর সীতা ও লক্ষ্মণ
নামিলেন রথ হতে, সুমন্ত্র নামিয়া অনন্তর,
রথ হতে অশ্বগণে করিলেন বিমুক্ত সত্বর।

রামের সুহৃদ প্রিয় ধর্মাত্মা নিষাদ অধিপতি
গুহ নামে মহাবীর, করিতেন সেখানে বসতি।
রাম আগমন শুনি, লয়ে মন্ত্রী, লয়ে জ্ঞাতিগণ,
আসিলেন গুহ, রাম দূর হতে নেহারি তখন
সখা গুহে, করিলেন কাছে তাঁর সত্বর গমন,
দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে গুহ করিলেন রামে আলিঙ্গন।
কহিলেন রামে তিনি, কহ কিবা করিব এখন,
এনেছি বিবিধ ভোজ্য, লেহ্য, পেয় এনেছি উত্তম,
এনেছি অশ্বের খাদ্য; কর তুমি শুভ আগমন,
এ রাজ্য তোমারি রাম, তুমি প্রভু অনুগত জন
আমরা তোমার, কর নির্বিচারে আদেশ এখন
অযোধ্যা তোমার যথা, পুরী এই তোমার তেমন।
তখন যুগল ভুজে করি তাঁরে গাঢ় আলিঙ্গন
কহিলেন রাম, মোরা তোমা হতে লভেছি এখন
বহু সমাদর আর বহু মান, ভাগ্যক্রমে এবে
লভেছি তোমার দেখা, কুশলে আছতো সর্বভাবে।
মম প্রীতি তরে তুমি যাহা কিছু এনেছ এখানে,
সকলি তা মোর বলি জানি আমি, কিন্তু তা গ্রহণে
ক্ষমতা নাহিক মম, এবে তুমি জানিও সতত
আমারে তাপস বলি, ফল ভোজী চীর পরিহিত।
শুধু অশ্বগণ তরে খাদ্য আমি করিব গ্রহণ,
পিতার আমার অতি প্রিয় তারা, হবে মম মন
তাদের তৃপ্তিতে তৃপ্ত, গুহের আদেশে ভৃত্যগণ
অশ্বগণ তরে খাদ্য ত্বরা করি আনিল তখন।
সন্ধ্যা উপাসনা অন্তে করি রাম শুধুই গ্রহণ
লক্ষ্মণ আনীত জল, করিলেন ভূতলে শয়ন।
সীতা সহ, রক্ষিবারে সে দোঁহারে জাগ্রত তখন
রহিলেন ধনু হস্তে সূত সহ গুহ ও লক্ষ্মণ।

সুখেতে অভ্যস্ত রাম করিলেও ভূতলে শয়ন,
সেথায় রজনী সেই করিলেন সুখেই যাপন।
ভ্রাতৃ অনুরাগ বশে হেরি সেথা জাগ্রত লক্ষ্মণে
কহিলেন গুহ তাঁরে, আছে শয্যা প্রস্তুত এখানে
লক্ষ্মণ তোমার তরে, কর তুমি বিশ্রাম সেখানে,
রহিব জাগ্রত আমি লয়ে মম অনুচরগণে।
রামেরে রক্ষিব আমি, রাম হতে প্রিয় কেহ আর
নাহি মম এ ভুবনে, লভিব প্রসাদে আমি তাঁর
ধর্ম, অর্থ, যশ বহু। কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
নাহি ভয়, রক্ষা ভার নিয়েছেন আপনি যখন।
নহে ভয়ে, চিন্তা বশে আছি আমি জাগ্রত এখন,
কি ভাবে নিদ্রিত আমি হব এবে, করি নিরীক্ষণ
ভূতলে শায়িত রামে সীতা সহ, দেবাসুরগণ
পারেনা করিতে যারে যুদ্ধে জয়, তৃণেতে শয়ন
করেছেন তিনি এবে, হে গুহ করুন দরশন।
রামের এ বনবাসে না হবেন বাঁচিতে সক্ষম
নরপতি দশরথ, নেহারিয়া শত্রুঘ্নে এখন
যদিও রহেন বাঁচি মাতা মোর, রবেনা জীবন
কভু এবে কৌশল্যার। করি হেন বিলাপ তখন
লক্ষ্মণ বিনিদ্র রহি করিলেন রজনী যাপন।
শুনি সে বিলাপ গুহ সৌহৃত্তের বশেতে তখন
কহিলেন রামে। মোরা হব পার জাহ্নবী এখন।
তূণীর ও খড়্গ আদি অনন্তর করিয়া ধারণ
গেলেন জাহ্নবী তীরে ত্বরা করি ভ্রাতা দুইজন
লয়ে সঙ্গে বৈদেহীরে, করজোড়ে সুমন্ত্র তখন
কহিলেন রামে, আমি কোন্ কার্য্য করিব এখন।
কহিলেন রাম, এবে হোন্ ক্ষান্ত, নাহি প্রয়োজন,
রথে আর, বনে মোরা পদব্রজে করিব গমন।

শুনি তাহা হয়ে আর্ত্ত কহিলেন সুমন্ত্র তাঁহারে,
ভাবে নাই কেহ কভু, হেরিবে এভাবে আপনারে
ভ্রাতা আর পত্নী সহ বনবাসে করিতে গমন,
তব পরিত্যক্ত মোরা বিনষ্ট যে হলেম এখন।
সুমন্ত্র কহিয়া ইহা করিলেন কাতর ক্রন্দন
চাহিয়া রামের পানে, অবস্থিত করি নিরীক্ষণ
সে ভাবে তাহারে রাম, কহিলেন একথা তখন
ইক্ষ্বাকু বংশের নাহি তব তুল্য সুহৃদ এমন।
মোর তরে শোক যাহে হে সুমন্ত্র. না করেন আর
নৃপতি, করুন তাহা। হয়েছেন বিচ্ছেদে আমার
সন্তাপে অধীর তিনি, প্রণাম জানায়ে মম তাঁরে
কহিবেন বাক্য এই, কহিতেছি যাহা আপনারে'
হে রাজন্ মম তরে সীতা কি লক্ষ্মণ তরে আর
শোক ও বিষাদ তব এখন করুন পরিহার।
লক্ষ্মণ, সীতা ও মোরে চতুর্দ্দশ বর্ষ হলে গত
আপনার সমীপেতে হেরিবেন পুনঃ সমাগত।
মম মাতা কৌশল্যায়, মম অন্য মাতৃগণে আর
হে সুমন্ত্র, করিবেন নিবেদন প্রণাম আমার।
আমার প্রণাম সবে হে সুমন্ত্র, করি নিবেদন
কহিবেন নৃপতিরে অভিষিক্ত করিতে এখন
আনি শীঘ্র ভরতেরে, কহিবেন ভরতেরে আর
এ কথা আমার হয়ে, হন মাতা কৈকেয়ী তোমার
যেরূপ, সুমিত্রা আর মম মাতা কৌশল্যা তেমন
রেখো এই কথা মনে হে ভরত, প্রীতি সম্পাদন
করিতে পিতার, করি যৌবরাজ্য গ্রহণ এখন,
জগতে সবার তুমি হও সুখ বিধানে সক্ষম।
কহিলেন সুমন্ত্রেরে ক্রোধ ভরে লক্ষ্মণ তখন,
প্রণাম সহিত মম বাক্য এই করিতে জ্ঞাপন

নৃপতিরে হে সুমন্ত্র, অনুরোধ করি আপনারে,
কোন্ অপরাধে মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধার্মিক রামেরে
করেছেন ত্যাগ নৃপ, এ নৃশংস দুষ্কার্য্য এখন
কৈকেয়ীর তরে শুধু করেছেন সম্পন্ন রাজন্।
রক্ষিতে ধর্ম্ম ও যশ কর্ত্তব্য যা, হলেও দুস্কর
করেছেন সম্পাদন সে কর্ত্তব্য, রাম রঘুবর।
রক্ষিতে ধর্ম্ম ও যশ পিতার যা কর্ত্তব্য সতত,
আপনার আচরণে হয় নাই তাহা অনুষ্ঠিত।

শুনি সে কঠোর বাক্য লক্ষ্মণের, করি নিবারণ
রাম তাঁরে, অধোমুখে উপবিষ্ট সুমন্ত্রে তখন
কহিলেন বাক্য এই, অতি ক্রোধে লক্ষ্মণ এখন
বলেছে যে সব কথা, যেন তাহা শ্রবণ গোচর
নাহি হয় নৃপতির, মম তরে দুঃখিত অন্তর
নরপতি, শুনি তাহা হে সূত হয়ত প্রাণ তাঁর
করিবেন বিসর্জ্জন। স্নেহহীন হয়নি তাঁহার
হৃদয় মোদের প্রতি, সত্যে নিজ কৈকেয়ীর পাশে
হয়ে বদ্ধ নরপতি, পাঠালেন মোরে বনবাসে।

অসহিষ্ণু হয়ে এবে বনবাস কারণে লক্ষ্মণ
না পারে বলিতে কিবা, বাক্য তার উপেক্ষা এখন
করাই কর্ত্তব্য তব। আমাদের কুশল জ্ঞাপন
প্রিয় বাক্যে নৃপতিরে করিবেন আপনি এখন।
কহিলেন শুনি তাহা সুমন্ত্র, ত্যজিয়া আপনারে,
কি ভাবেতে এবে আমি যাব ফিরে অযোধ্যা নগরে।
হলে হত বীরগণ যুদ্ধ মাঝে, হেরি সারথিরে
শূন্য রথ সহ হয় সৈন্য যথা, হবে রাজপুরে
সে ভাবেতে আর্ত্ত সবে। বনেতে এনেছি পুত্রে যাঁর
দেবী কৌশল্যারে সেই, কহিব কি, পুত্রে আপনার

এসেছি মাতুল গৃহে রাখি আমি, করুন বর্জন
দুঃখ তব। রামহীন শূন্য রথ করিবে বহন
কি ভাবে এ অশ্ব যত, অনুগামী হতে আপনার
করেছি বাসনা আমি, করিবে এ অশ্বগণ আর
অবস্থান বন মাঝে। বনবাস অন্তে পুনরায়,
এ রথেই পুনঃ আমি আপনারে নিব অযোধ্যায়।
কহিলেন রাম, জানি মম প্রতি আছে আপনার
সুগভীর অনুরাগ, অযোধ্যাতে প্রেরণ আবার
করিতেছি আপনারে কেন তবু করুন শ্রবণ,
ফিরিলে আপনি সেথা বুঝিবেন কৈকেয়ী তখন,
বনেতে এসেছি আমি, ধর্মশীল জনকে আমার,
মিথ্যাবাদী বলি তবে শঙ্কা আর রবেনা তাঁহার।
অযোধ্যা গমন করি, যা আমি বলেছি আপনারে
সেই সব কথা মম কহিবেন সেথায় সবারে।

সুমন্ত্রে সান্ত্বনা দান হেন ভাবে করি বারবার
কহিলেন গুহে রাম, বটবৃক্ষ হতে রস তার
দাও মোরে আনি এবে শিরে জটা করিতে ধারণ,
দিলেন রামেরে গুহ, সেথা তাহা করি আনয়ন।
নিয়ে তাহা মস্তকেতে করি জটা প্রস্তুত তখন,
শোভিলেন ঋষি সম দীর্ঘ বাহু ভ্রাতা দুইজন।
লক্ষ্মণ বৈদেহী সহ গঙ্গা তীরে আসি অনন্তর
করিলেন আরোহণ তরণীতে, রাম রঘুবর।
বাহিতে তরণী সেই, করিলেন আদেশ প্রদান
নিজ আত্মজনে গুহ, চাহিয়া লক্ষ্মণ আর রাম
তখন তীরের পানে, গুহে আর সুমন্ত্রে সেখানে
হেরিলেন অবস্থিত অশ্রুধারা অপ্লুত নয়নে।
জাহ্নবীর মধ্য ভাগে তরী সেই আসিল যখন
নাবিক বাহিত হয়ে, কহিলেন বৈদেহী তখন

যুক্তকরে জাহ্নবীরে, সুরক্ষিত হে গঙ্গে এখন
হয়ে তব কৃপাবশে নৃপতির আদেশ পালন
করুন এ পুত্র তাঁর। চতুর্দশ বর্ষ হলে পার
লক্ষ্মণে ও মোরে লয়ে অযোধ্যাতে যেন পুনর্বার
করেন প্রবেশ রাম। পশি সেই অযোধ্যা ভিতরে
হে দেবী জাহ্নবী আমি হর্ষেতে পূজিব আপনারে।

হে চারুগামিনী গঙ্গে, হে শোভনে, করি নমস্কার
করি আর স্তব আমি, রাঘব লভিলে রাজ্যভার
তব প্রীতি কামনায়, দান আমি করিব তখন
লক্ষ ধেনু দ্বিজগণে, বহু আর বস্ত্র আভরণ।

নাবিক বাহিত হয়ে তরী সে আসিলে অনন্তর,
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ হয়ে রঘুবর
তীরে সেথা, করিলেন জাহ্নবী দেবীরে নমস্কার,
কহিলেন অনন্তর লক্ষ্মণেরে আহ্বানিয়া আর,
হে লক্ষ্মণ যাও তুমি অগ্রে এবে, পশ্চাতে তোমার
করুন গমন সীতা, যাব আমি পশ্চাতে তাঁহার।

রক্ষিব এ ভাবে তাঁরে, বুঝিবেন বৈদেহী এখন
বনবাস দুঃখ আজি, শুনি বন্য পশুর গর্জন।

চলি পথ অনন্তর, নেহারি লক্ষ্মণ আর রাম,
বটবৃক্ষ সুবিশাল, করিলেন সেথা অবস্থান।

সুদর্শনা নামে নদী হেরিলেন সন্নিকটে তার,
হেরিলেন দূর স্থিত গিরিবর চিত্রকূটে আর।

অনন্তর করি হত মৃগ এক, জ্বালি হুতাশন,
করি মাংস অগ্নিপক্ক করিলেন সকলে ভক্ষণ।

বটবৃক্ষ মূলে রাম নিশি সেই করিতে যাপন,
সীতা ও লক্ষ্মণে লয়ে করিলেন সিদ্ধান্ত তখন।

গঙ্গার অপর তীরে গুহ ও সুমন্ত্র দুইজন,
দূরত্ব বশেতে যবে নেহারিতে হলেন অক্ষম
বন অভিমুখী রামে, লাগিলেন করিতে তখন
ব্যথিত হৃদয়ে অতি, অবিরল অশ্রু বিমোচন।

১২। স্বজনহীন রজনী—ভরদ্বাজ আশ্রম, চিত্রকূট

সান্ধ্য উপাসনা রাম সায়াহ্নেতে করি সমাপিত
কহিলেন লক্ষ্মণেরে প্রথম রজনী সমাগত
স্বজন বিহীন ভাবে হলো আজি মোদের লক্ষ্মণ,
হবে এবে সাবধানে সীতারে করিতে সংরক্ষণ।
মোর তরে তৃণ শয্যা কর এবে প্রস্তুত লক্ষ্মণ,
প্রস্তুত তোমার শয্যা কর তার নিকটে এখন।
লক্ষ্মণ করিলে তাহা, করিতেন মহার্ঘ শয্যায়
যে রাম শয়ন সদা সেই তৃণ শয্যাতে সেথায়
হলেন শায়িত তিনি, কহিলেন করি সম্বোধন
লক্ষ্মণেরে অনন্তর, হে লক্ষ্মণ নিশ্চয় এখন
হয়েছেন নিদ্রামগ্ন বৃদ্ধ আর অক্ষম নৃপতি
আমা বিরহিত হয়ে হেরি এবে কামবশে অতি
বিপদ ঘটিতে এবে হেন ভাবে পিতার আমার,
মনে হয় হে সৌমিত্রি, অর্থ হতে ধর্ম হতে আর
জগৎ মাঝারে এই হয় কাম প্রবল সতত,
নহিলে নারীর বশ হয়ে কে বা পারে অনুগত
তনয়ে ত্যজিতে তার। ভাগ্যবান কৈকেয়ী নন্দন
ভরত, কোশল রাজ্য করিবেন একাকী এখন
ভোগ যিনি। করিবেন দ্বেষবশে নিশ্চয় লক্ষ্মণ
কৈকেয়ী, কৌশল্যা আর সুমিত্রারে এবে নিপীড়ন।

যাও তুমি অযোধ্যায়, সীতা সহ করিব গমন
একাই বনেতে আমি। এবে তুমি কর সংরক্ষণ
রক্ষক বিহীন মম মাতা দোঁহে, কৌশল্যা এখন
লালন পালন দুঃখ করি ভোগ বঞ্চিত লক্ষ্মণ
হলেন সেবাতে মম। ধিক মোরে, জনম গ্রহণ
করেছি সৌমিত্রি আমি হতে শুধু দুঃখের কারণ
মম মাতা কৌশল্যার, মম সম পুত্রে প্রয়োজন
কিবা আর আছে বল, উপকার করিতে অক্ষম
যেই জন জননীর, ভাগ্যহীনা জননী আমার
দুঃখের ভাগিনী শুধু, নাহি সুখ অদৃষ্টে তাঁহার।
করিতে সক্ষম আমি বসুন্ধরা নিজ বশীভূত
বীর্য্যে মম, তবু তাহা প্রকাশিতে রয়েছি বিরত।
লোক অপবাদ আর অধর্মের ভয়েতে এখন,
সাধারণ লোক সম সহিতেছি এ দুঃখ লক্ষ্মণ।
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে করি হেন বিলাপ তখন
ধৈর্য্যহীন হয়ে রাম করিলেন কাতর রোদন।
অনন্তর বিলাপেতে ক্ষান্ত রাম হলেন যখন
সান্ত্বনা প্রদান করি, কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
শোকের বশেতে তব আসা হেন যোগ্য নহে কভু
তব সম লোক নাহি করেন প্রকাশ শোক প্রভু
নিদারুণ বিপদেতে। আযোধ্যার পৌরজনগণ
অনুরাগ আপনারে যে ভাবে করেছে প্রদর্শন
তাহাতে বিপদ বলি এ বিপদে না করি গণন,
করি মনে অভ্যুদয় লাভ তব হয়েছে এখন।
পাপীরে ও করে লোক স্তব সদা রহে সে যখন
উচ্চপদে, বিপদেতে নাহি তাহা করে কোনজন।
বিপদেও লোক যত বশীভূত রহে গুণে যাঁর
মনে করি অভ্যুদয় উপস্থিত হয়েছে তাঁহার।

আসেনি বিপদ তব, স্থির আর্য্য করুন এখন
নিজেই নিজেরে এবে, নাহি রহি শোকেতে মগন
অবসন্ন শোকে হেন আপনারে করি নিরীক্ষণ,
আমি ও বৈদেহী দোঁহে কি ভাবেতে করিব ধারণ
জীবন মোদের এবে, আপনারে তেয়াগি' এখন
নাহি চাহি পিতা কিংবা মাতারে ও করিতে দর্শন।
শুনি লক্ষ্মণের কথা স্নেহে তাঁরে করি আলিঙ্গন,
শোক সংবরণ করি কহিলেন রাঘব তখন,
শোক হেতু ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল আমার লক্ষ্মণ।

বটবৃক্ষমূলে তাঁরা করি সেই রজনী যাপন
সন্ধ্যা উপাসনা সেথা যথোচিত করি সমাপন
সূর্য্যোদয়ে সম্মুখেতে করিলেন যাত্রা পুনর্বার
চলিলেন লক্ষ্য করি সঙ্গম গঙ্গা ও যমুনার।
বেলা অবসানে রাম কহিলেন কর নিরীক্ষণ,
প্রয়াগের কাছে ধূম সমুত্থিত হতেছে এখন।
মনে হয় মোর যেন মুনি কোন আছেন সেথায়,
জলের সংঘর্ষ ধ্বনি হে লক্ষ্মণ, ওই শোনা যায়।
সঙ্গম স্থলের কাছে মহানদী গঙ্গা যমুনার
নিশ্চয় এসেছি মোরা। কহি ইহা কিছু দূর আর
করি পথ অতিক্রম হয়ে অতি শ্রমে নিপীড়িত
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে আসিয়া হলেন উপনীত।
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ প্রণমিয়া রাম অনন্তর
মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজে, কহিলেন হেথা মুনিবর
এসেছি বৈদেহী সহ, করেছেন জনক আমার
নির্বাসিত বনে মোরে, অনুগামী স্বইচ্ছাতে তাঁর
হয়েছেন ভ্রাতা মোর, দৃঢ়ব্রত সৌমিত্রি, লক্ষ্মণ
করিব প্রবেশ আমি, অরণ্যেতে এবে ভগবন্।

শুনি তাহা ভরদ্বাজ করি সবে সাদরে গ্রহণ
অর্ঘ্য ও সলিল আর ফলমূল করি আনয়ন,
আসন আনিয়া আর করিলেন প্রদান সবারে,
কহিলেন অনন্তর, নির্বাসন হে রাম তোমারে
করেছেন দশরথ, পূর্বেই তা' করেছি শ্রবণ,
গঙ্গা যমুনার এই সঙ্গমের স্থানে মনোরম
কর বাস মোর সনে, তপোবন বাসীদের যত
সাধারণ বাসস্থান এ আশ্রম হে রাম সতত।
কহিলেন রাম তাঁরে, নিকটে ইহার ভগবন
অবস্থিত দেশ মম, যত মোর বান্ধব স্বজন
আসিবেন সুনিশ্চয় হেথা মোরে করিতে দর্শন।
বলুন আমারে আছে কোথা হেন নিরজন স্থান
যেখানে অজ্ঞাতে রহি পারিব করিতে অবস্থান
সীতা আর লক্ষ্মণের সহ আমি এবে ভগবন্
সুখে আর নিরুদ্বেগে। কহিলেন রামেরে তখন
ভরদ্বাজ, গিরিবর চিত্রকূট আছে অবস্থিত,
হেথা হতে দূরে রাম, আসে সেথা গোলাঙ্গুল যত,
বানর, ভল্লুক আর, হয় শুভ করিলে দর্শন
শিখর এ পর্বতের, হয় আর ধর্মে রত মন।
বহু মুনি তপস্যাতে করি সেই পর্বতে যাপন,
শতবর্ষ কাল, সবে করেছেন স্বর্গেতে গমন।
সে স্থান পবিত্র অতি, কর বাস হে রঘুনন্দন
সেথায়, না হয় রহ মোর সঙ্গে হেথায় এখন।
সে আশ্রমে অনন্তর করি রাম রজনী যাপন,
করিলেন হলে ভোর ভরদ্বাজ সমীপে গমন।
প্রস্থান উদ্যত রামে ভরদ্বাজ করি নিরীক্ষণ,
পথের নির্দেশ তাঁরে করিলেন প্রদান তখন

চিত্রকূট পর্বতের কহি ইহা, এই স্থান হতে
গিয়ে রাম কিছুক্ষণ, করিবে দর্শন অদূরেতে
হে রাম যমুনা নদী, করি ভেলা প্রস্তুত তখন
হবে পার নদী সেই, নেহারিবে হে রঘুনন্দন
পরপারে সে নদীর, শ্যামল পত্রেতে আচ্ছাদিত
শ্যাম নামে সুবিখ্যাত বটবৃক্ষ আছে অবস্থিত।
বিফল না হয় কভু করিলে প্রার্থনা কাছে তার,
বৈদেহী অর্চনা সেথা করি তারে, করি নমস্কার
করেন প্রার্থনা যেন বাঞ্ছা যাহা, করিলে গমন
কিছুদূর পথ আর হে রাম, করিবে নিরীক্ষণ
নানা বৃক্ষে পূর্ণ এক নীলবর্ণ সুন্দর কানন,
বিপদ বিহীন এই পথে আমি করেছি গমন
চিত্রকূটে বহুবার। অনন্তর করিয়া প্রণাম
ভরদ্বাজ মুনিবরে, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম
যমুনা নদীর তীরে আসিয়া হলেন উপনীত,
করি সেথা ভেলা এক কাষ্ঠে আর বেণুতে নির্মিত,
কম্পমানা প্রিয় ভার্য্যা বৈদেহীরে করিয়া ধারণ
হস্তে রাম, করালেন সে ভেলা মাঝারে আরোহণ।
অনন্তর সে ভেলাতে আরোহিয়া ভ্রাতা দুইজন
হলেন যমুনা পার, যমুনারে প্রণাম তখন
করিলেন তাঁরা সবে। শ্যাম নামে বটবৃক্ষ মূলে
চলি পথ, ক্রমে তাঁরা উপনীত হলেন সকলে।
করিয়া অর্চনা সেথা বৃক্ষে সেই, করি নমস্কার
করিলেন এ প্রার্থনা, যেন বৃদ্ধ শ্বশুর আমার
হন দীর্ঘজীবী, হন ভর্ত্তামম ভরতাদি আর
দেবর আমার যেন দীর্ঘজীবী, যেন কৌশল্যার
দরশন লভি পুনঃ। অনন্তর করিয়া গমন
কিছুদূর, করিলেন নীল বর্ণ বন নিরীক্ষণ।

হনন করিয়া মৃগ বনে সেই, করি তা' ভোজন,
বৃক্ষমূলে বাস তরে নদী তীরে গেলেন তখন।

রজনীর অবসানে শয্যা হতে হয়ে সমুত্থিত,
সন্ধ্যা বন্দনাদি তাঁরা যথাবিধি করি সমাপিত,
চিত্রকূট অভিমুখে অগ্রসর হলেন সত্বর,
আসিলেন তাঁরা সবে চিত্রকূট বনে অনন্তর।
আসি সে কানন মাঝে, বৈদেহীরে করি সম্বোধন
কহিলেন রাম, সীতে হের ওই শোভিছে কেমন
মন্দাকিনী তীরে দীপ্ত পুষ্পিত কিংশুক তরু যত,
পাশে তার স্বর্ণ বর্ণ পুষ্পেতে রয়েছে সুশোভিত
কর্ণিকার বন ওই, শোন আর ডাকিছে কেমন
ডাহুক ময়ূর যত, করি বন মাঝারে শ্রবণ
কোকিল কূজন সুখে, ভ্রমর করিছে বিচরণ,
মধুপান করি আর করিতেছে মধুর গুঞ্জন।
হের প্রিয়ে, বৃক্ষে বৃক্ষে মন্দাকিনী তীরেতে কেমন,
রচিত হয়েছে শয্যা পুষ্পে পুষ্পে অতি সুশোভন।
ফলভারে অবনত হের নানা বৃক্ষ অগণন,
পারিব করিতে মোরা এখানেই জীবন ধারণ।
অয়ি সীতে, হেথা মোরা সুখেতে করিব বিচরণ
রহিবে আনন্দে তুমি মম সহ হেথায় এখন।
সুরম্য কাননে পূর্ণ চিত্রকূট ওই দেখা যায়,
লতায় আবৃত যত শিলারাজি রয়েছে সেথায়।
মন্দাকিনী নদী তাঁরা দেখিতে দেখিতে অনন্তর
আসিলেন চিত্রকূটে, পূর্ণ নানা বৃক্ষে মনোহর।
সেথায় সলিল পূর্ণ পাদদেশে তাহার তখন,
করিলেন পর্ণশালা মিলি দোঁহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

সন্নিহিত বন হতে কাষ্ঠ বহু করি আহরণ,
পৃথক কুটির দুই লতা জালে করিয়া বন্ধন
করিলেন নিরমাণ। অনন্তর করি আনয়ন
বহু বৃক্ষ পত্র সেথা, করিলেন তাহা আচ্ছাদন।
করিলেন পরিষ্কৃত সেই দুই কুটির লক্ষ্মণ,
মৃত্তিকাতে সীতা তাহা করিলেন লেপন তখন।
লক্ষ্মণে আহ্বান করি কহিলেন রাম অনন্তর,
মৃগ এক করি হত, করি তাহা সুপক্ক সত্বর,
হে লক্ষ্মণ দেহ মোরে, নিয়ে তাহা করিব এখন
আশ্রম দেবতাগণে হেথা আমি অর্চনা লক্ষ্মণ।
করি কৃষ্ণ মৃগ এক বনে সেথা নিহত তখন
করি পক্ক মাংস তার রামে আনি দিলেন লক্ষ্মণ।
করি স্নান, করি জপ, করি রাম মন্ত্র উচ্চারণ
দেবতা উদ্দেশ্যে তাহা করিলেন অগ্নিতে অর্পণ।
অনন্তর ছিল যাহা মৃগ মাংস, করি সমর্পণ
দেবগণে, লয়ে তাহা করি পরিবেশন তখন
রাম আর লক্ষ্মণেরে, করি সীতা একান্তে গমন
অবশিষ্ট অংশ তার করিলেন আপনি গ্রহণ।

সুবিচিত্র মনোহর পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত
মুখরিত বিহগ কূজনে,
গিরিবর চিত্রকূটে, বাসস্থান লভি তাঁরা
করিলেন প্রীতিলাভ মনে।

সুরম্য সে চিত্রকূট, নদী সেই মন্দাকিনী,
তটভূমি যার মনোরম
ফলে পুষ্পে, লভি তাঁরা করিলেন মন হতে
নির্বাসন দুঃখ বিসর্জন।

১৩। সুমন্ত্র, দশরথ ও কৌশল্যা

গঙ্গার অপর পারে গেলে রাম, রহি বহুক্ষণ
সুমন্ত্রের সহ গুহ শোকে মগ্ন, স্বপুরে গমন
করিলেন অনন্তর, করি তাঁর অনুজ্ঞা গ্রহণ
চলিলেন অযোধ্যায় দুঃখে আর্ত্ত সুমন্ত্র তখন।
নিরানন্দ অযোধ্যায় আসিয়া হলেন অবশেষে
উপনীত লয়ে রথ, সায়াহ্নেতে দ্বিতীয় দিবসে।
প্রত্যাগত হেরি তারে সহস্র সহস্র পৌরজন,
কোথা রাম, কোথা রাম, বলি সবে ধাবিত তখন
হলো সে রথের পানে। কহিলেন সুমন্ত্র সবারে,
গঙ্গাতীর হতে রাম করিলেন আদেশ আমারে
অযোধ্যা অসিতে ফিরে, অনন্তর উত্তীর্ন যখন
হলেন জাহ্নবী তাঁরা, ফিরে আমি এসেছি তখন,
শুনি তাহা 'অহো ধিক' বলি সবে করিল রোদন।
সুমন্ত্র লোকের মুখে শুনিলেন একথাও আর,
নির্লজ্জ সুমন্ত্র এই ফিরে হেথা এসেছে আবার
ত্যজি রামে বনবাসে! কহি কথা তাহাদেরি মত
করিল বিলাপ আসি অযোধ্যার নারীরাও যত
বাতায়ন সন্নিধানে। চলি পথ সুমন্ত্র তখন
করিলেন অযোধ্যার রাজপুরী সমীপে গমন।
রথ হতে নামি ত্বরা পশিলেন সে রাজ ভবনে,
অনন্তর শুনি বহু কাতর বিলাপ সেইখানে
যত রাজ মহিষীর, শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে অতি
গেলেন সেথায় যথা হতবল শোকার্ত্ত নৃপতি
অবস্থিত দীন ভাবে। প্রণমিয়া সুমন্ত্র তখন
নৃপতিরে যুক্তকরে করিলেন বার্ত্তা নিবেদন।
শুনি সেই বার্ত্তা যত হয়ে নৃপ সংজ্ঞা বিরহিত,
আপন আসন হতে ভূতলে হলেন নিপতিত।

কৌশল্যা সুমিত্রা সহ, করি তাঁরে উত্থিত সত্বর
কহিলেন কথা এই, করি এবে কর্ম সুদুষ্কর
এসেছে রামের দূত, কি হেতু তাঁহারে মহারাজ
জিজ্ঞাসা রামের বার্ত্তা, কিছু তুমি করিছনা আজ।
হয়ে যদি থাক তুমি স্তব্ধ এবে লজ্জাতে এখন
আচরি' নিষ্ঠুর কর্ম, কর তবে সে লজ্জা বর্জন।
কৈকেয়ী নাহিক হেথা, হয়ে তুমি নিঃশঙ্ক অন্তর,
কর এবে বার্ত্তা যত সুমন্ত্রে জিজ্ঞাসা নৃপবর।
বাষ্পাকুল বাক্যে নৃপে, কহি ইহা কৌশল্যা তখন
হলেন অধীর, যত নারীগণ করিল রোদন।

কহিলেন সুমন্ত্রেরে বাষ্পাকুল নয়নে তখন
দশরথ, হে সুমন্ত্র, কোথা রাম করেছে গমন।
কোথা সে থাকিবে এবে, বিদায় সে দিয়েছে তোমারে
কোথা হতে, সবিস্তারে বল তুমি সে কথা আমারে।
সুখেতে বর্দ্ধিত সেই পুত্র মম কি ভাবে এখন
করিবে আহার সেথা, ভূমিতলে করিবে শয়ন
ভূমিপতি পুত্র হয়ে কি ভাবে সে, কি ভাবে এখন
সুকুমারী সীতা সহ বনেতে করিবে বিচরণ।
প্রবেশি দুর্গম বনে, বল তুমি বলেছে আমারে
কিবা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাই বা কি বলেছে মোরে।
পূর্বাপর সব কথা কহিলেন সুমন্ত্র তখন
দশরথে, কহিলেন করেছেন কি ভাবে গমন
লয়ে রামে, কি ভাবে বা এসেছেন ফিরিয়া এখন,
কহিলেন বলেছেন যাহা কিছু রাম ও লক্ষ্মণ।
কহিলেন আর, সীতা অশ্রুধারা আপ্লুত নয়নে
করিলেন নীরবেতে দৃষ্টিপাত চারিদিক পানে।
অযোধ্যায় পুনরায় ফিরিতে উদ্যত অনন্তর
হেরি মোরে, করিলেন রাম পানে চাহি নৃপবর

অশ্রু বিসর্জন সীতা। আপনার উদ্দেশেতে রাম
করিলেন শোক ভরে যুক্তকরে যখন প্রণাম,
অবনত করি শির করিলেন সীতাও তখন
আপনার উদ্দেশেতে হে নৃপতি প্রণাম জ্ঞাপন।
অনন্তর হে রাজন করি জটা শিরেতে ধারণ
চীরধারী ভ্রাতা দোঁহে গঙ্গা নদী করি উত্তরণ
প্রয়াগের অভিমুখে লাগিলেন করিতে গমন।
গমনে বিরত মোরে হেরি মোর যত অশ্বগণ
রাম পানে চাহি উচ্চে হ্রেষারব করিল তখন।
তাঁদের উদ্দেশে আমি করিলাম অঞ্জলি বন্ধন।
রহি গঙ্গাকূলে আমি গুহ সহ সারাদিন মান
লয়ে আশা রাম যদি ফিরে মোরে করেন আহ্বান
ফিরিলাম অনন্তর। সেথা হতে ফিরি অযোধ্যায়
হেরিলাম জনমাঝে হেন কেহ নাহিক হেথায়
নহে যে শোকেতে মগ্ন রাম তরে। পৌরজন যত
করিল আমারে সবে তিরস্কার হেরি প্রত্যাগত
রাম বিরহিত হয়ে। হেরি মোরে করিল ক্রন্দন
প্রাসাদে গবাক্ষে স্থিত অযোধ্যার যত নারীগণ।
কহিল তাহারা সবে, হে নৃশংস এসেছ এখন
কোথা তুমি রাখি রামে। রাম বনবাসেতে রাজন,
হয়েছে অযোধ্যা এবে ক্রন্দনের ধ্বনিতে পূরিত,
নিরানন্দ, শ্রীবিহীন, সর্ব শুভকার্য্য বিবর্জিত।
শুনি সে করুণ বাক্য সুমন্ত্রের, কহিলেন তাঁরে
দশরথ, হয়ে আমি কৈকেয়ীর কথা অনুসারে
মতি ভ্রষ্ট, নাহি করি মন্ত্রণা অমাত্যগণ সনে
করেছি দুষ্কার্য্য এই। হে সুমন্ত্র, রামে এইখানে
আন তুমি পুনরায়, রাম বিনে জীবন ধারণে
হব না সক্ষম আমি, অথবা গমনে আগমনে

হবে দীর্ঘ কাল গত, করায়ে রথেতে আরোহন
তাই তুমি নিয়ে মোরে রামেরে করাও দরশন।
প্রিয় পুত্র বিরহেতে ক্ষীণ আয়ু, আমি যে এখন,
এ শোক সাগরে ত্রাণ না লভিব থাকিতে জীবন।
হায় রাম, হা লক্ষ্মণ, হা বৈদেহী, অনাথের মত
মরণ উন্মুখ আমি, কেহ তাহা নাহি আছ জ্ঞাত।
আমা হতে পাপকর্মা কেবা আছে, যে আমি এখন
হলেও জীবন অন্ত, রামে না করিব দরশন।
সকরুণ ভাবে হেন করিলেন বিলাপ যখন
নৃপতি, কৌশল্যা বহু করিলেন বিলাপ তখন।
কহিলেন তিনি আর, হে সুমন্ত্র রাম সন্নিধানে
নিয়ে যাও ত্বরা মোরে, রাম বিনে জীবন ধারনে
নহিক শকতি মম, করি তুমি রথ আনয়ন
লহ মোরে বন মাঝে, তা' না হলে ঘটিবে মরণ
নিশ্চয় আমার জেনো। কহিলেন সুমন্ত্র তখন
করজোড়ে, পুত্র তরে শোক তব করুন বর্জন।
সুখে রাম করিছেন অরণ্যের মাঝারে যাপন
এবে দেবী, সেবা তাঁরে করিছেন সতত লক্ষ্মণ।
রমণীয় উপবনে অযোধ্যার, আনন্দ যেমন
লভিতেন সীতা, তাহা লভিছেন বনেও তেমন।
রামগত প্রাণা সীতা, রাম বিরহিত অযোধ্যায়,
রহিলেও মনে তাঁর হত তাহা অরণ্যের প্রায়।
পথে নদী সরোবর, গ্রাম ও নগর নিরীক্ষণ
করি সীতা, জানিছেন তাদের সকল বিবরণ
রামেরে জিজ্ঞাসা করি, পথ শ্রমে সূর্য্য তাপে আর
মলিন দেহের কান্তি হয় নাই সেথায় সীতার।

চরণ যুগল তাঁর পদ্মকান্তি রক্তিম বরণ,
রক্ত অলক্তক রস বিবর্জিত হয়েও এখন
শোভিছে পূর্বের সম, নূপুর শিঞ্জিত চরণেতে,
চলিছেন লীলাচ্ছলে সীতা এবে রামের সঙ্গেতে।
রামের বলে ও বীর্য্যে, সিংহ ব্যাঘ্র হেরিও এখন
অরণ্য মাঝারে তাঁর নাহি হয় শঙ্কান্বিত মন।
অবসাদ প্রাপ্ত কিছু হন নাই রাম বা লক্ষ্মণ,
পরস্পর হিতে রত তাঁরা দোঁহে আছেন এখন।
হে দেবী, তাদের তরে শোক তব করুন বর্জন
স্থির মনে বনে রাম তপস্যাতে আছেন মগন।

হিত বাক্য সুমন্ত্রের সেইরূপ করেও শ্রবণ
রহিলেন সকাতরে, কৌশল্যা বিলাপে নিমগন।
কহিলেন তিনি আর দশরথে একথা তখন
হে নৃপতি; ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত সুযশ এখন
তোমার হয়েছে নাশ করি বনে পুত্রে নির্বাসন।
কৈকেয়ীরে বরদান অভিপ্রেত থাকিলে তোমার,
রাম অভিষেক হেতু বাক্য কেন প্রদান আবার
করেছিলে হে রাজন্, অসত্যের ভয়ে নির্বাসিত
করে যদি থাক রামে, অভিষিক্ত করিব নিশ্চিত
হে রাম তোমারে কল্য, করেছিলে এ শপথও আর
হের এবে করি এই উভয়ের মাঝারে বিচার,
স্ত্রীর হেতু কামবশে এক সত্য করেছ পালন
হয়েছ অসত্য বাদী অন্য এক বাক্যেতে এখন।
সত্যবাদী বলি খ্যাত এ ইক্ষ্বাকু বংশ ধরণীতে
করেছ সে বাক্যে তুমি যৌবরাজ্য দান বিষয়েতে
মিথ্যাচার, পৌরানিক শ্লোক এই আছে লোক মাঝে
সত্যের তুলনা করি পূর্বে ব্রহ্মা কহিলেন নিজে

তুলাদণ্ডে রাখি সত্য, অশ্বমেধ সহস্রেক আর
রাখি সেথা, তুলনাতে হেরিনু সত্যই বেশী ভার।
সত্যবাদী নৃপ যত এবংশের, তোমার রাজন
গমন তাদের পথে করা ছিল উচিত এখন।
ছুটি পথ প্রদর্শন করেছেন সাধুগণ যত,
অহিংসা ও সত্য তাহা, ধর্ম তাহে আছে প্রতিষ্ঠিত।
করেছ বিনষ্ট তুমি সত্য সেই সাধু সংরক্ষিত,
করেছ এখন আর নিজের সুযশ উন্মূলিত।
কিবা এবে হবে আর রূঢ় বাক্যে ভৎসনা তোমারে
করি হেন, কিবা হবে করি ক্রোধ অন্যের উপরে
নিজ ভাগ্য হলে মন্দ। অনুনয় করি বারবার
বলেছে আমারে রাম গমনের কালেতে তাহার
হে মাতঃ, আমার তরে রূঢ়বাক্য পিতারে আমার
নাহি বলিবেন কভু! পুত্রস্নেহ বশেতে এখন
তবুও এ হেন বাক্য কহিতেছি তোমারে রাজন্।
তোমা হতে নির্বাসন প্রাপ্ত নাহি হয়েও যে জন
হলো রাম অনুগামী, ভ্রাতৃপ্রেম বশেতে রাজন্
ত্যজি জননীরে নিজ, সে লক্ষ্মণ তরে মম মন,
শোকেতে আকুল অতি হে নৃপতি, হতেছে এখন।
অনিন্দ্য সুন্দরী সীতা, মহামতি জনক তুহিতা,
চিন্তায় আকুল আমি তার তরে, হলো যেই সীতা
সর্ব সুখ করি ত্যাগ বন মাঝে পতি অনুগতা,
সুকুমারী সীতা সেই, চিরদিন সুখেতে পালিতা।
কি ভাবে সে আছে এবে, কি ভাবে বা করিবে যাপন,
শীত, গ্রীষ্ম, বরষায় অরণ্যের মাঝেতে এখন।
না জানি কি ভাবে এবে আছে রাম, করিব দর্শন,
কবে আমি চন্দ্র সম প্রভাময় রামের আনন।

কঠিন প্রস্তরে ধাতা করেছেন গঠন নিশ্চিত
হৃদয় আমার, তাই সহস্র খণ্ডেতে বিদারিত
হয়নি সে রাম বিনে। রাজ্যদান করি কৈকেয়ীরে
হয়েছ নিহত নিজে, রাষ্ট্র আর এই নগরীরে
করেছ নিহত আর, হে রাজন্, সপুত্র আমারে
পৌরজনগণ সহ নিহত করেছ একেবারে।
কম্পিত শরীরে নৃপ, রহি অধোবদনেতে আর
কহিলেন যুক্তকরে, দুঃখ বৃদ্ধি করোনা আমার
হে কৌশল্যে, হেন ভাবে কহি মোরে অপ্রিয় বচন,
শত্রুরেও তুমি জানি করে থাক স্নেহ প্রদর্শন।
শুনি সে করুণ বাক্য নৃপতির কৌশল্যা তখন,
পদ্মহস্ত দুটি তাঁর করি নিজ মস্তকে স্থাপন,
প্রণমিয়া নৃপতিরে, করি আর অঞ্জলি বন্ধন
পুত্রশোক করি দূর, কহিলেন একথা তখন।
জ্ঞান হীন হয়ে আমি পুত্রশোকে বলেছি তোমারে
অবক্তব্য কথা এবে হেনরূপ, ক্ষমা তুমি মোরে
কর এবে হে রাজন্, রাম আর মোর নৃপবর
উভয়েরি প্রভু তুমি, হয়ে অতি শোকেতে কাতর
বলেছি এ হেন কথা, করে শোক ধৈর্য্য নাশ আর
করে নাশ শাস্ত্র জ্ঞান, নাহি শত্রু সমান তাহার।
সহ্য হয় অস্ত্রাঘাত, সহ্য হয় অগ্নিতে দহন,
শোক হতে প্রাপ্ত দুঃখ সর্বাধিক দুঃসহ রাজন্।
কৌশল্যার বাক্য শেষে সূর্য্য অস্তে করিল গমন
হলেন নৃপতি ক্রমে ক্লান্ত দেহে নিদ্রাতে মগন।
ধৈর্য্য যুক্ত বাক্য এই, কহিলেন সুমিত্রা তখন
কৌশল্যারে, পিতৃ আজ্ঞা করিছেন পালন যেজন
তব সেই পুত্র তরে নহেক উচিত আপনার
করা এবে শোক হেন, ত্যজি রাজ্য, ত্যজি সুখ আর

পুত্র আপনার আর্য্যে করেছেন বনেতে গমন,
মহৎ কল্যাণ তাহে প্রাপ্ত তিনি হবেন এখন।
যশস্কর পথে আর ধর্ম পথে যিনি অবস্থিত,
ধার্মিক সে পুত্র তরে করা আর্য্যে, শোক হেন মত
নহেক উচিত তব, চির ভ্রাতৃ বৎসল যেজন
সেই লক্ষ্মণের তরে নহে করা উচিত এখন
শোক তব। বনবাসে দুঃখ যাহা বুঝেও যেজন
ত্যজি গৃহ ভর্তৃসহ করেছেন বনেতে গমন,
ধর্মপরায়ণা সেই যশস্বিনী সীতার কারণ
করা শোক তব দেবী, নহে কভু উচিত এখন।
চতুর্দশ বর্ষ অন্তে করিবেন পৃথিবী আবার
ভোগ পুনঃ, লভি বহু যশ দেবী পুত্র আপনার।
শ্রবণ করিয়া সেই লক্ষ্মণ জননী বাক্য যত
শোক রাম জননীর ধীরে ধীরে হলো প্রশমিত।

১৪। মুনিকুমার বধ কাহিনী—দশরথের মৃত্যু

বনবাসে গেলে রাম অর্দ্ধ রাত্রে ষষ্ঠ দিবসেতে,
জাগরিত হয়ে নৃপ করিলেন স্মরণ মনেতে
অতীত কালের এক নিদারুণ দুষ্কার্য্য তাঁহার,
কৌশল্যারে সম্বোধন করি তিনি কহিলেন আর,
জাগ্রত থাকিলে তুমি করি মন নিবিষ্ট এখন,
কহিতেছি যাহা এবে হে কৌশল্যে, কর তা শ্রবণ।
শুভ বা অশুভ কার্য্য হে কল্যাণী, করে সম্পাদন
যাহা লোক, ফল তার অবশ্যই লভে সেই জন।
কৌমার কালেতে মম শব্দভেদী বিদ্যার গৌরবে
করেছিনু যে দুষ্কার্য্য, তোমারে তা কহিতেছি এবে।

ভক্ষিত বিষেতে হয় পরিণামে প্রাণের সংহার,
সেই কর্মফলে এবে হেন দশা হয়েছে আমার।
অজ্ঞানতা বশে যথা করে কেহ গরল ভক্ষণ,
অজানিত ভাবে আমি করেছিনু সে পাপ তেমন।
মম সনে যবে দেবী, হয় নাই বিবাহ তোমার,
মনে মোর আনি হর্ষ তখন বরষা একবার
এসেছিল যবে করি, স্নিগ্ধ মেঘে গগন আবৃত,
ভ্রমিল আনন্দে যবে হরিণ ময়ূর আদি যত।
হলো যবে নদী যত পরিপূর্ণ আকুল সলিলে,
সবুজ বরণ ক্ষেত্র হলো তৃপ্ত নব মেঘ জলে।
হেন কালে একদিন করি পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ,
করিলাম ধনু হস্তে সরযূর তীরেতে গমন।
নিশাকালে ভাবিলাম শব্দ শুনি করিব হনন,
জলপান তরে যদি বন্য পশু করে আগমন।
জলকুম্ভ পূরণের ধ্বনি সেথা শুনিনু তখন
চক্ষুর অদৃশ্য স্থানে, ভাবিনু তা' হস্তীর বৃংহণ
শব্দ সেই লক্ষ্য করি, করিলাম নিক্ষেপ সত্বর
শর আমি, শুনিলাম এ করুণ বাক্য অনন্তর
মনুষ্য কণ্ঠেতে সেথা, হায়, হায়, হলেম এখন
হত আমি, আমা সম তপস্বীরে করিল এমন
সুতীক্ষ্ণ বাণেতে বিদ্ধ, না জানি নৃশংস কোন জন।
এসেছি নিশাতে আমি এ নদীতে, জল নিতে তার
কে করিল বাণে বিদ্ধ, করেছি কাহার অপকার।
নিজ প্রাণ নাশ তরে শোক মম হয়নি তেমন
অন্ধ বৃদ্ধ পিতা মাতা তরে শোক এবে হয়েছে যেমন।
বৃদ্ধ দোঁহে দীর্ঘকাল করিতেছি ভরণ পোষণ,
কিরূপে মৃত্যুতে মম রবে এবে তাঁদের জীবন।

শুনি সে করুণ বাক্য হলো হৃদি কম্পিত আমার,
হলো অধর্মের ভয়ে শরাসন হস্তচ্যুত আর।
নদী তীরে গিয়ে ত্বরা হেরিলাম বিদ্ধ হয়ে বাণে,
তাপস বালক এক ভূপতিত আছেন সেখানে।
মর্মস্থলে নিদারুণ আহত সে তাপস কুমার,
চাহি মোর পানে যেন দহি মোরে তেজেতে তাঁহার
কহিলেন কথা এই, করেছি তোমার অপকার
কিবা আমি, যার তরে বিদ্ধ তুমি বাণেতে তোমার
করেছ আমারে এবে। রয়েছেন মোর প্রতীক্ষায়
বৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতা, বিজন কানন মাঝে হায়।
সেই মম পিতা মাতা আর মোরে, এই তিন জনে,
করিলে নিহত তুমি এবে এই একমাত্র বাণে।
জানাতে পিতারে মম এ বারতা, আশ্রমে তাঁহার
সঙ্কীর্ণ পথেতে ওই যাও এবে, কর সেথা আর
প্রসন্ন তাঁহারে তুমি, হয়ে ক্ষুব্ধ কুপিত অন্তরে
না করেন যেন তিনি অভিশাপ প্রদান তোমারে।
এই শল্য হতে মোরে কর শীঘ্র বিমুক্ত এখন,
বজ্রাগ্নির স্পর্শ সম মোরে তাহা করিছে দহন।
নহিক ব্রাহ্মণ আমি, ব্রহ্ম হত্যা ভয় পরিহার
কর তুমি, পিতা বৈশ্য, শূদ্র কন্যা জননী আমার।
শায়িত সরযূতীরে শরাঘাতে ক্লিষ্ট নিদারুণ
জলার্দ্র শরীরে সেই বালকের বিলাপে করুণ
গভীর বিষাদে পূর্ণ হলো মম অন্তর তখন,
করি আশা রবে প্রাণ, করিলাম শর উৎপাটন
বক্ষ হতে তার আমি, কিন্তু হায় সে শর যখন
করিলাম উন্মূলিত, কিছুক্ষণ কষ্টেতে তখন
ফেলি শ্বাস ঘন ঘন করিলেন প্রাণ বিসর্জন
তাপস কুমার, আমি দুঃখে অতি হলেম মগন।

অনন্তর জল কুম্ভ করি আমি হস্তেতে ধারণ,
গেলাম আশ্রমে সেই জনক জননী দুইজন
সে মুনি পুত্রের যথা রয়েছেন পুত্র প্রতীক্ষায়,
অন্ধ বৃদ্ধ দোঁহে তাঁরা ছিন্ন পক্ষ বিহঙ্গের প্রায়
হেরিনু আছেন বসি। পদশব্দ শুনি অনন্তর
সেথা মম, কহিলেন পুত্র ভ্রমে মোরে মুনিবর,
করেছ বিলম্ব বল কেন তুমি হে বৎস এমন
দাও শীঘ্র জল এবে। ছিলে জল ক্রীড়াতে মগন
আজি বহুক্ষণ তুমি, উৎকণ্ঠিত আমরা দুজন
ছিলাম তোমার তরে, তুমি বৎস অন্ধের নয়ন
অগতির গতি পুত্র তুমি মোর, তুমিই জীবন,
বলিছনা মম সনে কথা তুমি কেনবা এখন।

শুনি সে করুণ বাক্য, ভীত আমি, গিয়ে কাছে তাঁর
কহিলাম পুত্র আমি মুনিবর নহি আপনার,
এসেছি নিকটে তব করি এক ঘোর পাপাচার।
অনন্তর কহি আমি পূর্বাপর সর্ব বিবরণ
মুনিবরে, কহিলাম করেছি অজ্ঞতা নিবন্ধন
হত প্রিয় পুত্রে তব, তেজ তব করি প্রদর্শন
যাহা তব অভিপ্রায় তাই মোরে করুন এখন।
শুনি মম কথা সেই মূর্চ্ছিত হলেন মুনিবর,
লভিলেন সংজ্ঞা তিনি পুনরায় ক্ষণকাল পর।
কহিলেন অনন্তর, এ পাপ কার্য্যের বিবরণ
নিজে না কহিলে তুমি করিতাম শাপেতে দহন।
করেছ তনয়ে মম অজ্ঞানতা বশেতে নিধন,
সেই হেতু জেনো তুমি জীবিত রয়েছ এতক্ষণ।
আছে যথা পুত্র মম, এবে সেথা লয়ে চল মোরে
হে নিষ্ঠুর, স্পর্শ আমি ভার্য্যা সহ করিব তাহারে।

করিলাম অনন্তর সরযূর তীরেতে গমন
ভার্য্যা সহ লয়ে তাঁরে। করি স্পর্শ তনয়ে তখন
করি আর্ত্তনাদ সেথা, পুত্র শোকাতুরা দুইজনে
দেহের উপরে তার নিপতিত হলেন সেখানে।

মৃত পুত্র মুখে করি নিজ মুখ সংস্থাপিত আর
করুণ বিলাপ বহু করিলেন জননী তাহার।

কহিলেন বারবার প্রিয় অতি আমি যে তোমার,
কহিছনা কথা এবে তুমি সঙ্গেতে আমার।

শোকাতুর পিতা তার করি পুত্র অঙ্গ পরশন,
জীবিত বোধেই যেন মৃত পুত্রে করি সম্বোধন
কহিলেন কথা এই, হে পুত্র, করেছি আগমন
তোমার জননী সহ, আমা দোঁহে কর আলিঙ্গন
হয়ে সমুত্থিত তুমি, রাত্রি শেষে আমরা এখন
মধুর স্বরেতে কার শাস্ত্র পাঠ করিব শ্রবণ।

দিবে আনি অন্ধ দোঁহে ফল মূল করি আহরণ
কে আর, তোমার শোকে দিব মোরা প্রাণ বিসর্জন।

নিষ্পাপ তোমারে বৎস, পাপকর্ম্মা করেছে নিধন,
কর তুমি সেই হেতু বীরলভ্য লোকেতে গমন।

বেদ বিদ মুনিগণ, রাজর্ষিগণেরা আর যত,
অন্ন, ভূমি, গাভী, স্বর্ণ দাতা যাঁরা, সদা সত্যব্রত
যাঁরা আর, সব তাঁরা করেছেন যে লোকে গমন
সে শাশ্বত লোকে বৎস, কর তুমি গমন এখন।

যে কুলে জন্মেছ তুমি, অসাধুর গতি কোন জন
লভেনি সে কুলে কেহ, কর তুমি স্বর্গেতে গমন।

এ হেন বিলাপ করি, করিলেন সেথায় তখন
পুত্রের উদ্দেশে তিনি ভার্য্যাসহ সলিল তর্পণ।

হলে সে তর্পণ শেষ করি দিব্য শরীর ধারণ,
করি আর অবস্থান দিব্যরথে কহিলা তখন
মুনিপুত্র, করি সেবা মাতা আর পিতা দুজনার
লভেছি পবিত্র গতি, মম মাতা সহ আপনার
হবে দিব্যলোকে তব গতি পিতঃ, করুন বর্জন
শোক এবে, কহি ইহা করিলেন স্বর্গেতে গমন।

কহিলেন অনন্তর অন্ধ মুনি, সুনীতি পালন
নাহি করি সমুচিত, অজ্ঞানতা বশেতে নিধন
করেছ তনয়ে মম, করিতেছি প্রদান এখন
এই অভিশাপ তাই, এবে আমি ত্যজিব জীবন
যে ভাবেতে পুত্র শোকে, বার্দ্ধক্যেতে তুমিও তেমন
পুত্র শোকাতুর হয়ে করিবে জীবন বিসর্জন।

অনন্তর অবিলম্বে প্রাণ তিনি ত্যজিলেন তাঁর,
শাপগ্রস্ত হয়ে আমি ফিরিলাম স্বগৃহে আমার
মম সন্নিকটে সেই ব্রহ্ম শাপ এসেছে এখন
তাই পুত্র শোকে হায়, শেষ মম হবে এ জীবন।

হে দেবী, কিছুই এবে নাহি হেরি চোখে মম আর
ক্রমে ক্রমে স্মৃতি যেন অবলুপ্ত হতেছে আমার।
রাম যদি আসি মোরে করে স্পর্শ, করে সম্ভাষণ
অমৃত সিঞ্চনে সেই তবে মম রহিবে জীবন।

না দেখেই মুখ তার যায় যদি জীবন আমার
তাহার অধিক দুঃখ কিবা হায় হতে পারে আর।
বন হতে অযোধ্যাতে ফিরে রাম আসিবে যখন
সুখী তারা তারে যারা তখন করিবে দরশন।
পূর্ণ চন্দ্র সম রাম কান্তি পূর্ণ কমল লোচন,
তারাই সৌভাগ্যশালী তারে যারা করিবে দর্শন।

এ হেন ভাবেতে রামে করি নৃপ সতত স্মরণ
নিশাশেষে চন্দ্র সম অস্তগামী হলেন তখন।
হায় পুত্র, হায় রাম, কহি ইহা নিরন্তর
রহি সেথা শয্যায় শায়িত,
কাতর হৃদয়ে নৃপ ত্যজিলেন প্রাণ তাঁর
অৰ্দ্ধ রাত্রি হলো যবে গত।

১৫। ভরতকে অযোধ্যায় আনয়ন

হলেন বিলাপ অন্তে নরপতি নীরব যখন,
কৌশল্যা মনেতে ভাবি নৃপতিরে নিদ্রিত তখন,
অবসন্ন দেহে সেথা করিলেন শয্যাতে শয়ন
অনন্তর রাত্রি যবে হলো গত, বন্দীগণ যত
সূত ও মাগধ আর আসি সবে হলো উপনীত।
বন্দীদের বন্দনায় একে একে হলো জাগরিত
রাজপুরনারী সবে। সুবাসিত জলেতে পূরিত
জলকুম্ভ লয়ে, হলো নৃপতি সমীপে উপনীত
সে সব পুরুষ যারা স্নান তাঁরে করায় সতত।
পরিচর্য্যাকারী যারা মাঙ্গলিক দ্রব্য নানা মত
আসিল সেথায় লয়ে, সেবায় নিপুণ নারী যত
শয্যায় শায়িত নৃপে আসিল করিতে জাগরিত
জাগাতে তাঁহারে হলো বিফল তাদের যত্ন যত।
জীবন বিষয়ে তাঁর হয়ে অতি শঙ্কিত তখন,
স্রোত মুখে তৃণ সম কম্পিত হলো সে নারীগণ।
হেরি ভীত সে সবারে, নৃপতিরে পত্নী তাঁর যত
করি স্পর্শ, মৃত বলি তাঁহারে হলেন অবগত।

হায় নাথ, বলি তাঁরা উচ্চরবে ক্রন্দনেতে রত
হলেন তখন সবে। দুঃখে আর্ত্ত ভাবেতে নিদ্রিত
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে শুনি তা হলেন জাগরিত।
হায়, হায়, কি ঘটিল বলি তাঁরা করি দরশন,
করি আর স্পর্শ নৃপে, হেরিলেন বিগত জীবন।
কৌশল্যা, সুমিত্রা দোঁহে হায় ভর্ত্তা বলিয়া তখন
ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে করিলেন আকুল ক্রন্দন।
বেষ্টন করি সে দোঁহে, চারিদিকে নারীগণ যত
অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে করুণ বিলাপে হলো রত।

নির্বাপিত অগ্নি সম, পরিশুষ্ক সাগরের প্রায়,
অস্তগত রবি [সম নৃপে সেথা নেহারি সেথায়,
অসহ দুঃখেতে অতি হয়ে আর্ত্ত অতি কৌশল্যা তখন,
গ্রহণ করিয়া হস্তে নৃপতির যুগল চরণ,
করুণ বিলাপ অতি করিলেন কথা হেন ভাবে
কহি নানা, ত্যজি প্রাণ রাম শোকে নিপীড়িত এবে
হতেছ না তুমি আর, যেই শোক করেছে তোমারে
প্রাণেতে সংহার নৃপ, শোক সেই অনার্য্যা আমারে
করে নাই প্রাণহীন। সত্য সন্ধ তুমি নরপতি
করুণ হৃদয় আর অতি তুমি, তাই হেন গতি
হয়েছে তোমারি যোগ্য, সৌহৃদ্য বিহীন মন প্রাণ,
তোমা হারা হয়ে তাই হলোনা তাহার অবসান।
কত না পরুষ বাক্য, হয়ে পুত্র শোকেতে কাতর,
বারবার আমি হায়, তোমারে বলেছি নৃপবর,
হতেছে সে পাপকর্মে দগ্ধ এবে হৃদয় আমার,
করিতেছি তার তরে ক্ষমা আমি প্রার্থনা তোমার,
নীচমতি হে কৈকেয়ী, রাজ্য লোভে সবার নিন্দিত
অনর্থ ঘটালে তুমি। অকণ্টকে রাজ্য ভোগে রত

হে ধিক্কৃতা থাক এবে, হোক পূর্ণ বাসনা তোমার,
পতির জীবন নাশি হও এবে সুখী তুমি আর।
বুদ্ধিহীনা যেই তুমি রামেরে করেছ নির্বাসিত,
ধর্মাত্মা ভরত পাশে সেই তুমি হবে তিরস্কৃত।
রে পাপিষ্ঠা, কেন তুমি যে ভরত অতি অনুগত
রামের, নিষ্পাপ সেই ভরতেরে করিলে দূষিত।
সদা রাম অনুগত ভরত আসি এ অযোধ্যায়,
হবেনা তোমার বশ, নিন্দাই সে করিবে তোমায়।
হয়েছি ভর্ত্তার তরে, রাম, সীতা, লক্ষ্মণের তরে,
নিজেরো তরে যে আমি শোকেতে বিকল একেবারে।
গেল রাম বনে, পতি করিলেন স্বর্গেতে গমন,
নিঃসঙ্গ পথিক সম দুর্গম পথেতে বিচরণ
করিতেছি আমি এবে, কর মোরে হায় মহারাজ,
দুর্গত বৎসল তুমি এ শোকেতে রক্ষা আসি আজ।
তোমার দেহের সনে পারিতাম যদি আমি এবে
হতে দগ্ধ, সমুচিত কার্য্য মোর হত তাই তবে।
হা রাম, কোথায় তুমি, কোথা সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ,
তোমরা আমারে আসি কেহ নাহি দেখিছ এখন।
পতিব্রতা হে মৈথিলী, ধন্যা তুমি, করেছ গমন
সুখ দুঃখ ভাগী হয়ে পতি সহ তুমি যে এখন।
হেন ভাবে পতি আর পুত্রতরে ক্রন্দন নিরত
ভূপতিত কৌশল্যারে, অন্যত্র করিল অপসৃত
রাজপুর নারীগণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ অনন্তর
করালেন সংস্থাপিত তৈল পূর্ণ পাত্রের ভিতর
নৃপ দশরথ দেহ। অযোধ্যা করিতে আনয়ন
ভরত শত্রুঘ্নে সবে করিলেন মন্ত্রণা তখন।
রাজ পুত্রগণ বিনে করা নহে উচিত সৎকার
নৃপতির, সবে তাই করিলেন দেহ রক্ষা তাঁর

তৈলপূর্ণ পাত্র মাঝে নৃপতিরে হেরি অবস্থিত,
করিল চীৎকার উচ্চে রাজপুর নারীগণ যত।
হলো পুরবাসীদের হাহাকার ধ্বনিতে পূরিত
অযোধ্যা, হলো যে আর হয়ে দশরথ বিরহিত
ভাস্কর বিহনে যেন দীপ্তিহীন আকাশের প্রায়,
চন্দ্রমা বিহনে যেন নিষ্প্রভ রজনী সহ হায়।
নৃপতির হেন ভাবে মৃত্যুতে নিন্দাতে হলো রত
কৈকেয়ীর, অযোধ্যার আর্ত্তপ্রাণ নরনারী যত।
রাত্রিশেষে অনন্তর হলো যবে অরুণ উদিত,
বামদেব, মার্কণ্ডেয়, জাবালি, কশ্যপ আদি যত
দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হয়ে সবে মন্ত্রিগণ সহ সমবেত
কহিলেন বশিষ্ঠেরে, রাত্রি সেই হয়েছে বিগত,
যে রাত্রি হয়েছে মনে দীর্ঘ যেন শত বর্ষ প্রায়
করি শোক, নরপতি গিয়েছেন এবে অমরায়।
গিয়েছেন বনবাসে সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
ভরত, শত্রুঘ্ন দোঁহে করেছেন পূর্বেই গমন
গিরিব্রজে। হবে নানা বিশৃঙ্খলা এ রাজ্যে এখন
এ ইক্ষ্বাকু বংশ হতে নৃপতি করুন নির্বাচন।
সারথি বিহীন রথ হয়ে থাকে বিনষ্ট যেমন,
উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব যত করে তারে চালিত যখন,
অরাজক রাজ্য হয় হে বশিষ্ঠ বিনষ্ট তেমন।
করে সুবৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যে ভক্ষণ যেমন
দুর্বলেরে নিপীড়ণ করে সদা সবল তেমন
অরাজক রাজ্য মাঝে। করা তাই উচিত সতত
আত্মহিতাকাঙ্ক্ষীদের রাজ্য মাঝে রাজা নির্বাচিত
শ্রবণ করি সে বাক্য কহিলেন বশিষ্ঠ তখন,
ভরত শত্রুঘ্ন সহ মাতামহ গৃহেতে এখন
করিছেন অবস্থান, দ্রুতগামী অশ্বে দূতগণ

গিয়ে সেথা অবিলম্বে, 'নৃপতির অতি প্রয়োজন
আছে এবে' কহি ইহা তাহারে করুক আনয়ন।
শুনি তাহা 'হোক তাই' কহিলেন সকলে তখন।
আহ্বানিয়া অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সেইখানে
জয়ন্ত, সিদ্ধার্থ আর অশোক নামেতে দূতগণে
কহিলেন সে সবারে, রাজগৃহ নগরে এখন
কর সবে অবিলম্বে দ্রুতগামী অশ্বেতে গমন।
গিয়ে সেথা ভরতেরে কহ ইহা, মন্ত্রিগণ আর
পিতা তব করেছেন কুশল জিজ্ঞাসা আপনার।
বলেছেন আর ত্বরা অযোধ্যায় করিতে গমন
আছে প্রয়োজন অতি, রাম বনবাস বিবরণ
রাজমৃত্যু বার্ত্তা আর করিওনা তাহারে জ্ঞাপন।
কেকয় নৃপতি আর ভরতের তরেতে এখন
রাজ যোগ্য অলঙ্কার নিয়ে কর সত্বর গমন।
অনন্তর দূতগণ যাত্রা পথে হয়ে অগ্রসর
উত্তরিল গঙ্গা নদী, দ্রুত তারা গেল তারপর
হস্তিনাপুরেতে আর পাঞ্চালেতে, হয়ে সেথা পার
বারুণী নামেতে নদী, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী আর
হয়ে পার, উপনীত হলো সবে কুরু জাঙ্গালেতে,
অনন্তর ক্রমে তারা অগ্রসর হয়ে সেথা হতে,
নানা দেশ, নানা নদী, অতিক্রমি বাহ্লীক দেশেতে
গেল সবে, সেথা হতে গেল তারা সুদাস পর্বতে।
উত্তরে সে পর্বতের ক্রমে তারা আসিয়া তখন
শাল্মলী নদীর তীরে সবে মিলি করিল গমন।
তীরে তীরে বহুদূর চলি তারা ক্লান্ত কলেবরে
উপনীত অনন্তর হলো সবে গিরিব্রজ পুরে।
প্রবেশিল গিরিব্রজে যে নিশিতে যত দূতগণ
ভয়াবহ স্বপ্ন এক করিলেন সে রাত্রে দর্শন

ভরত, হলেন আর উৎকণ্ঠিত করিয়া স্মরণ
বৃদ্ধ জনকেরে তার। বন্ধুগণ করি নিরীক্ষণ
সে হেন উদ্বিগ্ন তাঁরে, প্রফুল্ল করিতে তাঁর মন
নানা কথা মনোহর কহিলেন আসিয়া তখন।

করিলেন আয়োজন আমোদ ও প্রমোদের আর
নানা ভাবে, তবু মন নাহি হলো প্রসন্ন তাঁহার।

অনন্তর ভরতেরে কহিলেন বন্ধু একজন,
কেন না হতেছ তুমি হৃষ্ট সখে বল তা' এখন।

সুখে দুঃখে সম ভাগী মোরা সবে সতত তোমার,
তোমার দুঃখের যাহা, দুঃখের তা' আমা সবাকার।

কহ প্রকাশিয়া সব, কহিলেন ভরত তখন,
উদ্বিগ্ন হয়েছি অতি করি এক দুঃস্বপ্ন দর্শন।

দেখেছি স্বপ্নেতে আমি চন্দ্রমায় পতিত ভূতলে,
সাগরে দেখেছি শুষ্ক, দিবাকরে রাহুর কবলে।

দেখেছি স্বপ্নেতে আর মুক্তকেশে গিরিশৃঙ্গ হতে
হয়েছেন পিতা মম নিপতিত গোময় হ্রদেতে।

তথা হতে উঠি পুনঃ, লয়ে তেল নিজ অঞ্জলিতে
করিছেন বারবার পান তাহা হাসিতে হাসিতে।

অধঃশির হয়ে শেষে তেলসিক্ত দেহেতে তাঁহার,
করিলেন তেলেতেই আসি অবগাহন আবার।

কৃষ্ণবর্ণ পরিহিত, কৃষ্ণবর্ণ লৌহাসনে আর
উপবিষ্ট নৃপতিরে, হেরিলাম করিছে প্রহার
অসিত বরণ যত নারীকুল। কিছু পরে আর
হেরিনু ধারণ করি রাজ্যেশ্বর জনক আমার
রক্ত মাল্য, রক্ত বস্ত্র, চলেছেন দক্ষিণ দিকেতে,
করি আরোহণ ত্বরা গর্দভ বাহিত এক রথে।

দেখেছি স্বপ্নেতে আমি সলিলে হয়েছে নির্বাপিত,
দীপ্ত অগ্নি, মহাগজ পঙ্কমাঝে হয়েছে পতিত।
বিধ্বস্ত দেখেছি আর হিমালয়ে, মহাবৃক্ষ যত
দেখেছি হয়েছে ভগ্ন, রাজ ধ্বজ ভূমে নিপতিত।
দেখেছি অশুভ হেন স্বপ্ন আমি, এবে সুনিশ্চিত,
রাম কিংবা নরপতি হয়েছেন পরলোক গত।
গর্দভ বাহিত রথে দেখা যায় করিতে গমন
স্বপ্নে যারে; সুনিশ্চিত হয় তার বিনষ্ট জীবন
বিহ্বল হয়েছি আমি করি চিন্তা এ দুঃস্বপ্ন যত,
নিশ্চয় অনিষ্ট ঘোর অবিলম্বে হবে সমাগত।

স্বপ্নের বৃত্তান্ত হেন কহিছেন ভরত যখন,
রম্য রাজপুরী মাঝে দূতগণ পশিল তখন।
কেকয় নৃপতি পাশে অনন্তর করিয়া গমন
করিল প্রণাম তাঁরে চরণ করিয়া পরশন।
ভরত সমীপে শেষে পশি সবে কহিল তাঁহারে,
বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ কুশল সংবাদ আপনারে,
করিতে জ্ঞাপন হেথা, বলেছেন আমা সবাকারে,
বলেছেন যেতে শীঘ্র আপনারে অযোধ্যা নগরে।
আছে প্রয়োজন অতি। করিল প্রদান তারা আর
নৃপ ও ভরত তরে এনেছিল যাহা উপহার।
সমাদর করি সবে কহিলেন ভরত তখন,
মম পিতা দশরথ, মম ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
আছেনতো কুশলেতে, আছেনতো কুশলেতে আর
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে, আছেনতো কুশলে আমার,
জননী কৈকেয়ী, যিনি নিজকার্য্য সাধন নিরতা,
ক্রোধপরায়ণা যিনি, আত্ম গর্বে সতত গর্বিতা।

ভরতের কথা শুনি, হৃষ্ট ভাব করিয়া ধারণ
গোপন রাখিয়া কথা দূতগণ কহিল তখন,
আছেন কুশলে তাঁরা যাঁদের কুশল আপনার
কাম্য সদা, বলেছেন পিতা তব এই কথা আর
এস শীঘ্র অযোধ্যায়, কহি তাই হে রঘুনন্দন
না করি বিলম্ব আর অযোধ্যায় করুন গমন।

মাতামহ সন্নিধানে অনন্তর করিয়া গমন,
অনুমতি তাঁর পাশে যাচিলেন ভরত তখন।

স্নেহেতে কেকয় রাজ করি তাঁর মস্তক আঘ্রাণ,
অনুমতি দিয়ে তাঁরে, করিলেন সমাদরে দান
রাজ যোগ্য বস্তু নানা, বিবিধ বসন মূল্যবান,
করিলেন বহু আর স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহারে প্রদান।
দিলেন কেকয় নৃপ, বহু অশ্ব, বহু হস্তী আর
সুপুষ্ট কুক্কুর যত তীক্ষ্ণ দন্ত, সঙ্গেতে তাঁহার।
প্রণমিয়া মাতামহে, প্রণমি মাতুল যুধাজিতে
করিলেন অনন্তর আরোহণ ভরত রথেতে।

করি রথে অতিক্রম, বহু দেশ নদী ও কানন,
করিলেন সপ্ত দিবা, সপ্ত নিশি পথেতে যাপন।

পশি অনন্তর তিনি নিরানন্দ পুরী অযোধ্যাতে
কহিলেন সারথিরে, চিন্তাভরে উৎকণ্ঠিত চিতে।

জন কোলাহল কেন অযোধ্যাতে না করি শ্রবণ
উদ্যানে কেন বা সবে ক্রীড়া নাহি করিছে এখন।

গজে, অশ্বে, রথে আর, লোক যত করি আরোহণ,
করিছেনা কেন এবে, পুরী মাঝে আনন্দে ভ্রমণ।
হয়েছি ব্যথিত অতি, এবে আমি করি দরশন
সর্বত্র অশুভ চিহ্ন। হে সারথি, কেন বা এখন

হয়েছে সে হেন ভাব, আজি এই পুরী অযোধ্যার
রাজ্যের মাঝারে হয় যেই ভাব বিনাশে রাজার।
হেরিতেছি স্ত্রীপুরুষে সবে হেথা মলিন বদন,
অশ্রু সমাকুল আঁখি, দীনভাবে চিন্তাতে মগন।
কহি ইহা সারথিরে ধৈর্য্য ধরি আনত বদনে
ভরত প্রবেশ আসি করিলেন পিতার ভবনে।

১৬। ভরতের শোক ও রাজ্য প্রত্যাখ্যান

মহেন্দ্র ভবন সম জনকের ভবন মাঝারে
ভরত প্রবেশ করি, গৃহ মাঝে না হেরি পিতারে,
সেথা হতে ত্বরা করি বহির্গত হয়ে অনন্তর
আপন জননী গৃহে করিলেন প্রবেশ সত্বর।
কৈকেয়ী নেহারি তাঁরে হর্ষ ভরে হলেন উত্থিত
আপন আসন হতে, করি নিজ মস্তক আনত,
ভরত প্রণাম তাঁরে করিলেন পরশি চরণ,
নিলেন স্নেহেতে ক্রোড়ে পুত্রে তিনি করি আলিঙ্গন।
কহিলেন অনন্তর, করেছতো সুখে আগমন
হওনিতো শ্রান্ত পথে, হে বৎস, কুশল বিবরণ
মাতামহ, মাতুলের কহ মোরে! ভরত তখন
করিলেন জননীরে সে সবার কুশল জ্ঞাপন।
কহিলেন তিনি আর, কেন আজি অযোধ্যা মাঝারে,
হেরিনু বিষণ্ণ সবে, কেন আর সম্ভাষণ মোরে
করিলনা রাজপথে পৌরজন, কেননা করিনু নিরীক্ষণ,
হে মাতঃ জনকে মোর গৃহে তাঁর। করেছেন তিনি কি গমন
মাতা কৌশল্যার গৃহে, এ তোমার শয়ন আগার
কেন পরিত্যাগ আজি করেছেন জনক আমার।

যেখানে আছেন নৃপ, চাহি সেথা করিতে গমন,
না হেরি তাঁহারে মাতঃ, শান্তি আমি পাইনা এখন।
নির্লজ্জা কৈকেয়ী তাঁরে কহিলেন একথা তখন,
নিজ পুণ্য পুঞ্জ বলে করেছেন স্বর্গেতে গমন
জনক তোমার এবে হে ভরত। করিয়া শ্রবণ
নিদারুণ বাক্য সেই ভূপতিত হলেন তখন
ছিন্নমূল বৃক্ষ সম ভরত, বিলাপ সকাতরে
করিলেন তিনি বহু হয়ে আর্ত্ত জনকের তরে।
সমুত্থিত করি তাঁরে কহিলেন কৈকেয়ী তখন,
তোমার এ হেন শোক করা নহে উচিত এখন।
জনক তোমার করি মহীতল সমুচিত ভাবে
পালন, যজ্ঞ ও দান করি আর হয়েছেন এবে
নিপতিত কালগ্রাসে, করিওনা শোক তাঁর তরে
হে বৎস, এ ভাবে তুমি। ভরত তখন কৈকেয়ীরে
কহিলেন শুনি তাহা, করেছেন স্বর্গেতে গমন
জনক আমার হায় কি ভাবেতে কিসের কারণ।
করিবেন রামে তিনি অভিষিক্ত, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত
করিবেন অনন্তর, এ আশাতে হয়ে উৎসাহিত,
ত্বরা করি এবে আমি করেছি অযোধ্যা আগমন,
সেই সব আশা মম হল হায়, বিফল এখন।
অনুপস্থিতিতে মোর কোন্ বা ব্যাধিতে মৃত্যু তাঁর
হে মাতঃ হয়েছে এবে, করেছে শুশ্রূষা তাঁহার
যেই রাম, যে লক্ষ্মণ, ধন্য তাঁরা এসেছি হেথায়,
এবে আমি, পিতা মম জ্ঞাত তাহা না হলেন হায়।
জানিলে সে কথা মোরে করিতেন স্নেহে আলিঙ্গন
বারবার পিতা মোর, করিতেন যে হস্তে মার্জন
মোরে পিতা, সুখস্পর্শ হস্ত সেই কোথায় এখন।

যে রাম পিতার সম, যিনি মোর বন্ধু সম আর,
আমি যাঁর দাস, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোথায় আমার।
পিতৃ শোকাতুর আমি হব শান্তি লভিতে সক্ষম
যাঁরে হেরি, সে ধার্মিক ভ্রাতা মম কোথায় এখন,
করিব তাঁহারি পায়ে এবে আমি আশ্রয় গ্রহণ।
পিতা নৃপ দশরথ, অন্তকালে মম হিত তরে
কহিলা কি কোন কথা তোমা পাশে, বলিতে আমারে।
যথাযথ ভাবে মাতঃ বিস্তারিত সর্ব বিবরণ
বাসনা মনেতে মম হয় এবে করিতে শ্রবণ।
শুনি ভরতের বাক্য কহিলেন কৈকেয়ী তাঁহারে,
সব কথা এবে আমি কহিতেছি হে বৎস তোমারে।
পিতার আদেশে রাম গিয়াছেন বন অভ্যন্তরে
করি চীর পরিধান, সঙ্গে তাঁর লয়ে বৈদেহীরে,
লয়ে আর লক্ষ্মণেরে, করি রামে বনেতে প্রেরণ
পুত্রশোকে নরপতি করেছেন স্বর্গেতে গমন।
পাপের আশঙ্কা করি কহিলেন তাঁহারে তখন
ভরত, হে মাতঃ, রাম করেছেন ধন কি হরণ,
ব্রাহ্মণের, কিংবা কোন ধনাঢ্য কি দরিদ্র জনেরে
করেছেন হিংসা রাম, নরপতি এবে যার তরে
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে করেছেন অরণ্যে প্রেরণ,
করেছেন অথবা কি কভু রাম পরস্ত্রী হরণ
হয়েছেন নির্বাসিত যার তরে এ ভাবে এখন।
শুনি তাহা স্ত্রী সুলভ চপলতা বশে অনন্তর
পাণ্ডিত্যের অভিমানী মূর্খ সম, অমঙ্গলকর
ভাবনাতে পূর্ণ প্রাণ কৈকেয়ী, কহিলা ভরতেরে,
করেননি হেন কিছু দোষ রাম, নরপতি তাঁরে
করিবেন অভিষিক্ত যৌবরাজ্যে, একথা শ্রবণ
করি আমি, করিলাম নৃপ পাশে প্রার্থনা তখন

যৌবরাজ্যে অভিষেক তোমার, রামের বনমাঝে
নির্বাসন আমি আর যাচিলাম নৃপতির কাছে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে। করেছেন নির্বাসিত তারে
তাই নৃপ, অনন্তর লক্ষ্মণেরে আর বৈদেহীরে
লয়ে রাম, পিতৃ বাক্যে করেছেন বনেতে গমন,
প্রিয় পুত্র অদর্শনে হয়ে শোকপীড়িত তখন
গেলেন স্বর্গেতে চলি, নৃপবর ত্যজিয়া জীবন।
কার্য্য সম্পাদন হেন শুধু প্রীতি সাধনের তরে
তোমার, করেছি আমি, কর তুমি আনন্দিত মোরে,
সফল আমার শ্রম কর আর এ রাজ্য গ্রহণ
করি এবে, কর পুত্র পিতার সংকার সমাপন
লয়ে বশিষ্ঠাদি যত বিপ্রগণে, হও তুমি আর
অভিষিক্ত যথাবিধি এবে নিজ রাজ্যেতে তোমার।
শুনি কৈকেয়ীর বাক্য, কহিলেন ভরত তখন
দুঃখে অভিভূত হয়ে, রাজ্য লোভে করেছ এখন
বিনষ্ট আমারে হায়, পিতা ভ্রাতা বিহনে আমার
জীবনে কি প্রয়োজন, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন আর।
দিলে পাপমতি তুমি শিরে মম গুরু পাপ ভার
ধ্বংসের কারণ তুমি হলে হায়, নির্দোষ আমার।
পতিরে নিহত করি, করি আর রামে নির্বাসিত
করেছ নিক্ষিপ্ত ক্ষার ক্ষতে মম, করি বিবর্দ্ধিত
দুঃখ মোর, পিতা মম নিজকুল বিনাশের তরে
করেছিলা আনয়ন কালরাত্রি স্বরূপা তোমারে।
নিজ মাতৃ তুল্য রাম করেন সতত ব্যবহার
তোমা সনে, কি ভাবেতে ঘটায়েছ নির্বাসন তাঁর।
না হেরি পুরুষ ব্যাঘ্র রামে আর লক্ষ্মণেরে এবে,
করিব রক্ষণ এই রাজ্য আমি কি শক্তি প্রভাবে।

করি আমি বনে এবে রে দুঃশীলা, নিজেই গমন,
হেথায় ফিরায়ে পুনঃ রামেরে করিব আনয়ন।
করিব আমিই বনে চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন,
অযোধ্যায় মম ভ্রাতা রাম রাজা হবেন এখন।
অতি ক্রোধে হেন ভাবে তিরস্কার করি জননীরে,
করিলেন শোকে আর্ত্ত ভরত, রোদন উচ্চস্বরে।
কহিলেন পুনরায়, হয়ে অতি দুঃখে সন্তাপিত,
তোমার এ অপরাধ হবে লোক মাঝেতে নিন্দিত।
মহাত্মা জনক মম করিলেন ক্ষমা কি ভাবেতে,
নাহি করিলেন দগ্ধ কেন বা তোমারে শাপাগ্নিতে।
তোমার দোষেতে দোষী আমারেও কেনইবা আর,
নাহি করিলেন দগ্ধ শাপাগ্নিতে জনক আমার।
মাতৃরূপে শত্রু মম, রাজ্য লুব্ধা রে পতি ঘাতিনী
পুত্র রূপে আর মোরে সম্বোধন করিওনা তুমি।
রে নিষ্ঠুরে, মহামতি কেকয় রাজের কন্যা তুমি
নহ কভু, কোন এক রাক্ষসী দুহিতা স্বরূপিনী
তুমি তাঁর, নাহি জান প্রিয় পুত্র বিয়োগ জনিত
দুঃখ কভু, কৌশল্যারে প্রিয়তম পুত্র বিরহিত
করেছ এ ভাবে তাই। করি আমি সৎকার পিতার,
করিব প্রদানি' রাজ্য সমুচিত অর্চনা ভ্রাতার,
এ জগতে অপযশ হেন ভাবে ঘুচাব আমার।
কহি ইহা অরণ্যেতে পাশবদ্ধ মাতঙ্গের মত,
ভরত হলেন ত্যজি উষ্ণশ্বাস, রোদন নিরত।
ত্যজি সর্ব আভরণ, ত্যজি মাল্য, পতিত ধরায়
হলেন তখন তিনি উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজা প্রায়।

শত্রুঘ্ন এ হেন কালে সে স্থানেতে হয়ে উপনীত,
করিলেন ভরতেরে ধরাতল হতে সমুত্থিত।

কৈকেয়ী কুব্জার বাক্যে করেছেন রামে নির্বাসিত
হলেন সে কথা শুনি লক্ষ্মণ দুঃখেতে সন্তাপিত।
কহিলেন অনন্তর কি ভাবেতে নারীর বুদ্ধিতে
সর্বহিতকারী রাম হলেন প্রেরিত অরণ্যেতে।
কেন নাহি করিলেন অভিষিক্ত রামেরে লক্ষ্মণ
পিতারে নিগ্রহ করি। মূঢ় আর কাম পরায়ণ
জনকেরে লক্ষ্মণের করা ছিল উচিত দমন।
ছিলেন শত্রুঘ্ন সেথা হেন বাক্য কহিতে যখন,
মহার্ঘ বসন পরি দেহে লেপি অগুরু চন্দন,
নানা আভরণ আর অঙ্গে নিজ করিয়া ধারণ
স্থূলাঙ্গী হস্তিনী সম হলো আসি মন্থরা তখন,
উপনীত পুরদ্বারে, ভরত করিয়া নিরীক্ষণ
মন্থরারে, কহিলেন শত্রুঘ্নেরে একথা তখন।
গেলেন যাহার তরে বনে রাম, হলো যার তরে
দেহান্ত পিতার মম, এই সে নৃশংসা মন্থরারে
কর সমুচিত যাহা। করিলেন শত্রুঘ্ন তখন,
ভূতলে নিক্ষেপি তারে কণ্ঠে ধরি বলে আকর্ষণ।
কহিলেন অনন্তর, পিতার ও আমা সবাকার
দুঃখের কারণ এই মন্থরারে পাঠাব এবার
কৃতান্ত আলয়ে আমি। কহি ইহা করি আনয়ন
কৈকেয়ী সমীপে তারে, কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন,
করেছে যে পাপীয়সী এ অশুভ কর্ম সম্পাদন
দেখিব কৈকেয়ী তারে করিবেন কি ভাবে রক্ষণ।
পুত্র ও নৃপতি পানে, নিজের সুযশ পানে আর
নাহি চাহি যে কৈকেয়ী করেছেন হেন ব্যবহার,
পাপফল পরলোকে হবে ভোগ করিতে তাঁহার।
অনন্তর নিপাতিত করি সেথা ভূতল উপরে
করিলেন নিপীড়িত চীৎকার নিরত মন্থরারে।

শত্রুঘ্নের আকর্ষণে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত তখন,
হলো সেথা মন্থরার সুবিচিত্র যত আভরণ।
ক্রোধাবিষ্ট শত্রুঘ্নেরে কহিলেন ভরত তখন
স্ত্রী জাতি অবধ্য সদা, কর তাই ইহারে এখন
ক্ষমা তুমি, করিতাম হে শত্রুঘ্ন এই কৈকেয়ীরে
বধ আমি, যদি তাহে ত্যাগ নাহি করিতেন মোরে
মাতৃঘাতী বলি রাম। ক্রোধ তুমি কর সংবরণ
শত্রুঘ্ন, অসৎ কুব্জা হলেও, সে স্ত্রী জাতি যখন
তখন বধিলে তারে করিবেন নিশ্চয় বর্জন
আমা দোঁহাকারে রাম, করিলেন কুব্জারে তখন
শত্রুঘ্ন নিক্ষেপ দূরে, করি নিজ ক্রোধ সংবরণ।

১৭। ভরত ও কৌশল্যা

জননীরে তিরস্কার করি দুঃখে ভরত তখন,
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে, হয় মনে আমার এখন
মানুষ স্বাতন্ত্র্যহীন, হে শত্রুঘ্ন দৈবই সতত
করে থাকে মানুষেরে সুখে আর দুঃখে উপনীত।
সবল দৈবই সেই যে দৈব করেছে নিপাতিত
সর্বগুণশালী রামে দুঃখের মাঝারে হেন মত।
হে শত্রুঘ্ন মম সঙ্গে এবে তুমি কর আগমন
পতি পুত্র শোকে ম্লান কৌশল্যারে করিতে দর্শন।
কিবা স্ত্রী, পুরুষ কিবা, কি বিদ্বান, না হয় সক্ষম
দৈববলে মুগ্ধ হয়ে, হিতাহিত বুঝিতে আপন।
হে শত্রুঘ্ন, মাতা মোর দৈববলে হয়ে বিমোহিত,
করেছেন হেনরূপ পাপ কার্য্য লোক বিগর্হিত।

মাতৃ দোষে দোষী আমি কি এবে বলিব কৌশল্যারে
ভাবি ইহা ক্লেশ অতি আজি মম হতেছে অন্তরে।
কহি ইহা শত্রুঘ্নের সহ মিলি ভরত তখন
কাতর রবেতে উচ্চে লাগিলেন করিতে রোদন।
শুনি আর্ত্ত স্বর তার কহিলেন কৌশল্যা তখন
সুমিত্রারে, জ্ঞানবান ভরত করেছে আগমন,
যাব আমি এবে সেথা তাহারে করিতে দরশন।
চলিলেন অনন্তর ভরতেরে করিতে দর্শন
সুমিত্রারে লয়ে সঙ্গে, কৌশল্যারে হেরিতে তখন
ভরত, শত্রুঘ্ন সহ ছিলেন করিতে আগমন।
অনন্তর কৌশল্যারে হেরিলেন তাঁহারা যখন,
প্রণাম করিয়া তাঁরে ভূপতিত হলেন তখন।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে ত্বরা সেথা করিল আলিঙ্গন,
কৌশল্যা শোকেতে অতি করিলেন আকু ক্রন্দন।
কহিলেন ভরতেরে কৌশল্যা এ হেন বাক্য আর,
ভাগ্যবশে নিষ্কণ্টকে যে রাজত্ব প্রার্থিত তোমার,
কৈকেয়ীর ছলনাতে প্রাপ্ত তাহা হয়েছ এখন,
কি ফল হয়েছে লাভ কৈকেয়ীর বনেতে প্রেরণ
করি মম পুত্র রামে, যে অরণ্যে করেছে গমন
লক্ষ্মণ বৈদেহী সহ পুত্র মম, আমিও এখন
লয়ে সঙ্গে সুমিত্রারে সে অরণ্যে করিব গমন।
অথবা তুমিই বৎস, এবে সেথা পাঠাও আমায়,
পিতার আজ্ঞাতে রাম রত যথা আছে তপস্যায়।

রাম মাতা কৌশল্যার বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ
অশ্রু অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন ভরত তখন,
নাহি জানি সব কথা, বিনা অপরাধে মোরে এবে,
করিছেন তিরস্কার হে আর্য্যে কেন বা হেন ভাবে।

আছে যে রামের তরে এ হৃদয় মাঝারে আমার
সুগভীর দৃঢ় প্রীতি, জানা তাহা আছে আপনার।
রাম বনবাসে আর্য্যে, আছে অনুমোদন যাহার
শাস্ত্র অনুগামী বুদ্ধি কভু যেন নাহি হয় তার।
সুসুপ্তা গাভীরে করে পদাঘাত, গুরুনিন্দা আর
করে যেই জন, করে মিত্র পত্নী, গুরুপত্নী তার
অভিলাষ ব্যক্তি যেই, যে ভৃত্য করেছে সম্পাদন
কর্ম তার, প্রাপ্য অর্থ নাহি দেয় তাহারে যেজন,
সে সবার সম যেন পাপভাগী হতে হয় তার,
রামের অরণ্য বাসে আছে অনুমোদন যাহার।
পুত্র সম যে নৃপতি প্রজাগণে করেন পালন,
বিরুদ্ধে তাহার করে বিদ্রোহ পাপাত্মা যেইজন,
করি যেই নরপতি কর রূপে ষষ্ঠাংশ গ্রহণ
প্রজা হতে, নাহি করে যথাবিধি প্রজা সংরক্ষণ,
তপস্বী কুলেরে যজ্ঞে নাহি দেয় দক্ষিণা যে জন,
যুদ্ধে বীরোচিত কার্য্য যে জন না করে সংসাধন।
পায়স বা ছাগ মাংস বৃথা ভাবে যে করে ভোজন,
দেবগণ উদ্দেশেতে অগ্রে নাহি করি নিবেদন,
অবজ্ঞা যে জন করে গুরু আর আচার্য্য ব্রাহ্মণে
করে অপমান বৃদ্ধ পিতা মাতা আদি গুরুজনে,
সে সবার সম যেন পাপ ভাগী হতে হয় তার,
রাম বন গমনেতে আছে অনুমোদন যাহার।
ব্রহ্ম হত্যা, গাভী হত্যা, গুরু হত্যা করেছে যেজন,
মিত্রদ্রোহ, গৃহদাহ, করেছে যে, করেছে লুণ্ঠন
গ্রাম যেবা, হয় যেন সে সবার সম পাপ তার
রামের এ বনবাসে আছে অনুমোদন যাহার।
কঠিন শপথ সেই ভরতের করিয়া শ্রবণ,
দুঃখ সন্তাপিত তারে কহিলেন কৌশল্যা তখন,

তোমার শপথ বাক্যে দুঃখে অতি এ প্রাণ আমার
হতেছে পীড়িত বৎস, জানি দোষ নাহিক তোমার।
জানি ধর্ম ভ্রষ্ট কভু হও নাই তুমি ধর্মাত্মন,
রাম সহ হে ভরত, লভ তুমি সুদীর্ঘ জীবন।
রাম সীতা লক্ষ্মণেরে চতুর্দশ বর্ষ হলে গত,
অযোধ্যা মাঝারে তুমি নেহারিবে পুনঃ সমাগত।
কর ধর্ম অনুসারে এবে তুমি প্রজা সংরক্ষণ,
সকলের ভার হেথা কর তুমি হে বৎস বহন।
শুনিয়াও কৌশল্যার হেনরূপ আশ্বাস বচন,
পিতা আর ভ্রাতা রামে নিরন্তর করিয়া স্মরণ,
করুণ বিলাপ পুনঃ করিলেন ভরত তখন।
অস্ত গত হেনকালে হলো রবি, শোকেতে মগন
ভরত কষ্টেতে অতি করিলেন রজনী যাপন।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি, দুঃখ পূর্ণ রাত্রি সেই আর
শতবর্ষ সম যেন দীর্ঘ বলি মনে হলো তাঁর।
দুঃখের রজনী সেই হলো ক্রমে অবসান যবে,
সৈন্যাধ্যক্ষগণ যত, আর যত মন্ত্রীগণ সবে
ব্রাহ্মণগণের সহ এক সাথে হয়ে সম্মিলিত,
হলেন নৃপতি হীন সে রাজ ভবনে উপনীত।
শোকে আর্ত্ত ভরতেরে অনন্তর করি নিরীক্ষণ
বসিলেন সবে তাঁরে চারিদিকে করিয়া বেষ্টন।

১৮। দশরথের অন্ত্যেষ্টি, ভরতের রাজ্য প্রত্যাখ্যান।

নতশিরে অবস্থিত ভরতেরে বশিষ্ঠ তখন
কহিলেন বাক্য এই, হে বৎস করেন সম্পাদন
ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি যত, বিপদেতে না হয়ে অধীর
অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য যাহা তাঁর, হয়ে এবে স্থির

করি দূর বিহ্বলতা ধৈর্য্য ধরি কর সম্পাদন
হে ভরত যথাবিধি, পিতৃক্রিয়া সমূহ এখন।
গেলে রাম বনবাসে, পুত্রশোকে জনক তোমার,
গেলেন স্বর্গেতে যবে ত্যজি প্রাণ, সৎকার তাঁহার,
অনাথের সম হবে হে বৎস, কি ভাবে তোমা বিনে,
সে কথা আমরা সবে মিলি হেথা ভাবি মনে মনে
তৈলপূর্ণ পাত্র মাঝে, লোকনাথ পিতারে তোমার
করেছি রক্ষিত দেহ, কর এবে দাহ কার্য্য তাঁর।
সান্ত্বনা প্রদান এবে কর মাতৃগণেরে তোমার
কর মন হতে তুমি এবে আর শোক পরিহার
বলবান কাল চক্র হতে কেহ নাহি লভে ত্রাণ,
আমা সবাকারই জেনো অস্তিত্বের হবে অবসান
হে ভরত একদিন, নহে করা উচিত তোমার
গভীর দুঃখেতে মগ্ন, ক্লান্তিতে, ক্ষুধাতে ম্লান আর,
হেথায় পিতার এই পত্নীগণে, প্রভুত্বে যখন
সবাকার তুমি বৎস, অধিষ্ঠিত রয়েছ এখন।
পিতার অন্তিম কার্য্য, করি ধৈর্য্য মনেতে ধারণ
দ্বিজগণ নির্দেশিত বিধিমত কর সম্পাদন।
শুনি বশিষ্ঠের কথা কহিলেন ভরত তখন
হতেছে হৃদয় মম শুনি তব এ বাক্য এখন
বিদীর্ণ মহর্ষি এবে, লোক পাল রাম বর্ত্তমানে
প্রভুত্ব আমার হবে কি ভাবেতে সম্ভব এখানে।
তবুও আছেন পিতা যে স্থানেতে, সে স্থানে গমন
করি এবে তাঁর আমি সৎকার করিব সম্পাদন।
করুন ব্যাবস্থা মোরে নিতে সেথা, বিগত জীবন
পিতা মম অবস্থিত যে স্থানেতে আছেন এখন।
বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী যত ভরতেরে লয়ে অনন্তর
গেলেন সেথায় যথা নৃপতির ছিল কলেবর।

কৌশল্যা ভবনে পশি, লয়ে সঙ্গে নৃপ পত্নীগণে
ভরত পিতার দেহ করিলেন দর্শন সেখানে।
নেহারি বিগত দীপ্তি গত প্রাণ পিতারে তখন
হলেন ভরত সেথা ভূপাতিত হয়ে অচেতন।
অনন্তর লভি সংজ্ঞা ভাবি তাঁরে জীবিতের প্রায়,
কহিলেন, কেন হেন রয়েছেন শায়িত হেথায়।
উত্থান করুন এবে হে রাজন্, আমি যে এখন
এসেছি শত্রুঘ্ন সহ করি তব আদেশ শ্রবণ।
তব পাশে পূর্বে আমি যখন করেছি আগমন
স্নেহেতে তখন মোরে করেছেন ক্রোড়ে সংস্থাপন।
সমাগত মোরে এবে প্রীতিভরে কেন সম্ভাষণ,
নাহি করিছেন পিতঃ, কিছুইতো অনিষ্ট সাধন
করি নাই আমি তব, সুপ্রসন্ন হউন রাজন
মোর প্রতি, হয়ে থাকি যদি তব অপ্রীতি ভাজন
মম মাতৃদোষে আমি, শত্রুঘ্নে করুন সম্ভাষণ।
কেন করি স্ত্রীর হেতু চীর ধারী আর নির্বাসিত,
রাম আর লক্ষ্মণেরে ত্যজিলেন প্রাণ এবে পিতঃ
কহিলেন ভরতেরে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তখন
তোমার এ ভাবে শোক করা নহে উচিত এখন।
বিহ্বল না হয়ে শোকে, শেষকৃত্য কর সমাপন
তোমার পিতার তুমি, স্নেহশীল বান্ধব স্বজন
করিলে এ হেন সদা অশ্রুপাত, স্বর্গগত জন
হন অধঃ নিপতিত। ধর্মশীল মহা পরাক্রম
রাম ও তোমরা যাঁর হও পুত্র, মৃত সেই জন
নহেন জানিও তুমি, শোক এবে কর সংবরণ।
কহিলেন বশিষ্ঠেরে ভরত, এ বাক্য আপনার
সুসঙ্গত মুনিবর, কিন্তু এই হৃদয় আমার

অভিভূত পিতৃস্নেহে, তবুও করিব সম্পাদন
পিতৃ কার্য্য এবে আমি, শোক মম করি সংবরণ।
মন্ত্রীগণ নির্দেশেতে হেথায় হউক সমাপীত
কার্য্য সমাধান তরে, সংস্কারের দ্রব্য সমুচিত।
সবে মিলি হেন নানা বাক্যালাপে দিবস তখন
হলো শেষ, ক্রমে আর রজনী করিল আগমন।
নিশি সেই অবসান হলো যবে আসি বন্দীগণ,
আরম্ভিল ভরতের স্তুতি গান করিতে তখন।
হলো পূর্ণ রাজপুরী, শঙ্খ, তূর্য্য, দুন্দুভির রবে,
ভরত শুনিয়া তাহা করিলেন নিবারণ সবে।
'নহি আমি রাজা' কহি, কহিলেন সেথা শত্রুঘ্নেরে
এ গর্হিত কার্য্য করি করেছেন কৈকেয়ী আমারে
দোষী এবে, হে শত্রুঘ্ন করিছেন ভ্রমণ হেথায়
নৃপহীন রাজ লক্ষ্মী, নাবিক বিহীন তরী প্রায়।
ভরতেরে লয়ে সঙ্গে গেলেন বশিষ্ঠ অনন্তর,
মণি রত্ন বিভূষিত রাজ সভা মাঝে মনোহর।
আবাহন করি আর আনিলেন বশিষ্ঠ সেখানে,
বেদ বিদ গণে যত, মন্ত্রী আর পৌর জনগণে।
ভরত শত্রুঘ্নে সেই সভা মাঝে হেরিতে তখন,
চারিদিক হতে হলো উপনীত নানা জনগণ।
সভা পানে প্রধাবিত সে সবার উচ্চ কোলাহলে
হলো পূর্ণ চারিদিক, হলো আর তাহারা সকলে
আনন্দিত, সভামাঝে ভরতেরে করি দরশন
হোত আনন্দিত তারা দশরথে নেহারি যেমন।

কহিলেন ভরতেরে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন
হে ভরত, প্রজাকুল আর শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ

রাজ উপযোগী যত সংকারের দ্রব্য লয়ে সবে
হেথায় এসেছে হের, না করি বিলম্ব আর এবে,
শিবিকা মাঝারে তুমি নৃপতিরে করাও শয়ন
অনন্তর লয়ে তাহা কর তুমি বাহিরে গমন।
জনকের মৃতদেহ পাশে আসি, ভরত তখন
শোকাবেগ কষ্টে অতি করি নিজ হৃদয়ে ধারণ
করিলেন পিতৃ দেহ সম্যক রূপেতে নিরীক্ষণ।
অনন্তর লয়ে সঙ্গে শত্রুঘ্নেরে, কম্পিত শরীরে
করিলেন সংস্থাপিত নৃপ দেহ শিবিকা ভিতরে।
বশিষ্ঠ নেহারি সেথা ভরতেরে করিতে রোদন,
কহিলেন ভৃত্যগণে সে শিবিকা করিতে বহন
লভি আজ্ঞা সবে তারা লয়ে তাহা চলিল তখন।
ধন বিতরণ তরে দীন ও অনাথ জনে যত
ধন রত্নে পূর্ণ করি হলো বহু শকট প্রেরিত।
নৃপতির স্তুতি আর গুণ গান করি বন্দীগণ
শিবিকার অগ্রে অগ্রে সবে মিলি করিল গমন।

ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে চলিলেন করিয়া ধারণ
শিবিকা শোকার্ত্ত মনে। সঙ্গে যত রাজ পত্নীগণ
চলিলেন সবে মিলি উচ্চরবে করিয়া রোদন।

অনন্তর আসি সবে সরযূর তীরে নিরজন,
অগুরু চন্দন কাষ্ঠে করি সেথা চিতা বিরচন
পট্টবস্ত্র পরিহিত নৃপ দেহ করিল স্থাপন
চিতার মাঝারে সেই, করিলেন যত হোতৃগণ
মন্ত্র জপ সবে মিলি। ভরত করিয়া বরষিত
ঘৃত তৈল আদি সেথা করিলেন চিতা প্রজ্জ্বালিত।

অনন্তর চিতা বহ্নি দীপ্ত ভাবে হয়ে সমুত্থিত,
লাগিল করিতে দগ্ধ নৃপদেহ, চিতায় স্থাপিত।

প্রদীপ্ত সধূম অগ্নি আরম্ভিল করিতে দহন
দেহ যবে নৃপতির, চিতাগ্নি সে করি নিরীক্ষণ,
করিলেন আর্ত্তনাদ নারীগণ সকলে তখন।
ভরত শত্রুঘ্ন আর পৌরজন বন্ধুজন যত
হা রাজন্, বলি সেথা হলেন বিলাপে সবে রত।
অনন্তর করি মাল্য চিতা মাঝে প্রদান সেখানে,
করিলেন প্রদক্ষিণ চিতা সেই স্খলিত চরণে
ভরত স্বজন সহ। প্রজ্জ্বলিত দীপ্ত হুতাশন
পিতার সর্বাঙ্গ ঘেরি ভরত করিয়া নিরীক্ষণ
বিহ্বল হৃদয়ে অতি দীর্ঘশ্বাষ ফেলি সকাতরে,
হলেন কম্পিত দেহে নিপতিত ধরণীর পরে।
সেথা হতে সমুত্থিত করি তাঁরে বশিষ্ঠ তখন
কহিলেন, হে ভরত, নানা দ্বন্দ্বে রহে সর্বক্ষণ
সন্তাপিত এ জগৎ, ঘটে থাকে অনিশ্চিত ভাবে
সদা যাহা, শোক তুমি করোনা তাহার তরে এবে।
জনমিলে হয় মৃত্যু, হয় জন্ম মৃত্যু হলে পরে,
হয়োনা শোকার্ত্ত তুমি, এ অলঙ্ঘ্য বিধানের তরে।
বশিষ্ঠ কহিলে ইহা জল ক্রিয়া করিতে তখন
করিলেন মন্ত্রীগণ ভরত শত্রুঘ্নে আবাহন।
গেলেন সরয়ূ তীরে জল ক্রিয়া করিতে তখন
ভরত স্বজন সহ, অনন্তর করিয়া গাহন
নদী মাঝে, করিলেন জনকের সলিল তর্পণ।
করিলেন পুরোহিত মন্ত্রী আর পৌরজন যত,
নৃপতির উদ্দেশেতে তর্পণ সেথায় বিধিমত।
ভরতে সান্ত্বনা দান করি শেষে চলিলেন সবে
অযোধ্যার অভিমুখে, দূর হতে হেরিলেন যবে
ভরত নগরী সেই, কহিলেন একথা তখন
পৌর জন গণে যত, নৃপতির স্বর্গ আরোহণ

রাম বনবাসে আর, শ্মশানের সম হয় মনে
এ অযোধ্যা পুরী মোর, এবে আমি প্রায়োপবেশনে
ত্যজি এ জীবন হব অনুগামী পিতার আমার,
পিতৃহীন হয়ে মোর জীবনে কি প্রয়োজন আর।
দশরথ নৃপতির ছিলেন অমাত্য একজন
ধর্মপাল নামে খ্যাত, শুনি তিনি বিলাপ বচন
সেই হেন ভরতের, কহিলেন তাহারে তখন
শোকেতে মোহেতে তুমি হও যদি অধীর এমন,
বৃথাই তোমার তবে শাস্ত্র জ্ঞান হে রঘুনন্দন।
মোদের প্রবোধ বাক্য নাহি মানি তোমার এখন
করা শোক অনুচিত। শোকে অতি আত্মীয় স্বজন
যদি কভু পুনরায় হে ভরত, লভিব জীবন
করিতাম সবে মিলি শোক মোরা তা হলে এখন।
যায় জীব পরলোকে, মৃত্যুকাল করে আগমন
যবে তার, শোক তাহা না পারে করিতে নিবারণ।
মোদের সঙ্গেতে এবে কর তুমি অযোধ্যা গমন,
নৃপতির শ্রাদ্ধ কার্য্য সেথা তুমি কর সমাপন।
প্রজা অধীশ্বর আর স্বজন ও আমা সবাকার
প্রভু তুমি, শোক হেন করা নহে উচিত তোমার।
ধর্মপাল বাক্য শুনি, পশিলেন ভরত তখন
নিরানন্দ অযোধ্যাতে, অনন্তর করিয়া গমন
নিষ্প্রভ ভবন মাঝে জনকের, তৃণ শয্যা পরে,
করিলেন অবস্থান দশ দিন কাতর অন্তরে।
দশাহ অতীত হলে, হয়ে শুচি একাদশ দিনে
দ্বাদশ দিবসে শেষে পিতৃ শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদনে
ভরত হলেন রত, করিলেন কার্য্যে সেই আর
দান তিনি নরপতি জনকের উদ্দেশে তাঁহার,

দ্বিজগণে ধন বহু, আর বহু যান ও বাহন,
বাস গৃহ, দাস দাসী মূল্যবান বসন ভূষণ।
ত্রয়োদশ দিবসেতে করিলেন অস্থি সঞ্চয়ন
ভরত পিতার তাঁর। চতুর্দশ দিনে মন্ত্রীগণ
কহিলেন আসি তাঁরে, করেছেন স্বর্গেতে গমন
মোদের ভর্ত্তা ও গুরু, ধর্ম অনুসারেতে এখন,
এ রাজ্যে হে রাজ পুত্র, হউন নৃপতি সবাকার,
উপনীত মন্ত্রীগণ অভিষেক তরে আপনার।

যথাবিধি ভাবে এবে অভিষিক্ত হউন এখন
রাজ্যে এই, সবে আর সতত করুন সংরক্ষণ।
মাঙ্গলিক অভিষেক দ্রব্য যত করি পরশন
সমাগত মন্ত্রীগণে কহিলেন ভরত তখন,
বংশেতে মোদের এই চিরদিন রয়েছে নিয়ম,
জ্যেষ্ঠ যিনি করিবেন রাজ্য সদা তিনিই গ্রহণ।
সঙ্গত নহেক তাহা বলিলেন যে কথা এখন,
মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম করিবেন এ রাজ্য গ্রহণ।

আজ্ঞাবহ ভৃত্য শুধু আমি তাঁর, করুন সজ্জিত
চতুরঙ্গ সেনা এবে, অভিষেক দ্রব্য এই যত
নিয়ে আমি, নিয়ে আর এসেছেন যাঁহারা হেথায়
সঙ্গে মোর সে সবারে, যাব সেই বনেতে যথায়
রয়েছেন রাম এবে, করি সেথা অভিষিক্ত তাঁরে
ফিরায়ে আনিব পুনঃ আমি এই অযোধ্যা নগরে।
রাজ্য কামী জননীর করিবনা বাসনা পূরণ,
আমিই করিব এবে চতুর্দশ বৎসর যাপন
বন মাঝে, অযোধ্যাতে রাজা রাম হবেন এখন।

কহিলেন হর্ষ ভরে মন্ত্রীগণ শুনি কথা তাঁর,
অবস্থান সদা লক্ষ্মী করুন নিকটে আপনার।
যে আপনি চাহিছেন রাজলক্ষ্মী করিতে এখন
প্রদান অগ্রজে তব হেন ভাবে, হে রঘুনন্দন।

১৯। ভরতের বন গমনোদ্যোগ

অনন্তর নানা কার্য্যে কুশল যে সব পৌরজন
হলো অগ্রসর তারা করিতে তা' যাহা প্রয়োজন।
সম্মিলিত হয়ে সবে সম্মুখেতে করিল গমন,
করি ভূমি সমতল, বৃক্ষ আদি করিয়া ছেদন।
লতা গুল্ম কাশ আর দৃঢ়মূল তৃণ গুচ্ছ যত,
করিল তাহারা সবে কোদালে কুঠারে উন্মূলিত।
করিল বন্ধন সেতু, অপসৃত করিল প্রস্তর,
কূপ আর নানা স্থানে খনন করিল বহুতর।
পক্ষী কুলে সমাকীর্ণ, পুষ্পিত বৃক্ষেতে সুশোভিত,
চন্দন সলিলে সিক্ত, পতাকা রাজিতে বিভূষিত
স্বর্গ পথ সম তূল্য, নিরুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত,
সুবিস্তীর্ণ পথ সেথা সৈন্য তরে হলো নিরমিত।
শুভক্ষণ অনুসারে বাস্তু বিদ্যা বিশারদ গণ,
করিলেন ভরতের বহু সৈন্য শিবির স্থাপন।

শ্রেষ্ঠ পৌরজনে পূর্ণ সভার মাঝারে অনন্তর
কহিলেন ভরতেরে সুবিজ্ঞ বশিষ্ঠ মুনিবর
হে ভরত, করেছেন এবে স্বর্গ লোকেতে গমন
ধর্ম্মশীল নরপতি দশরথ, করি সমর্পণ

তোমারে সমৃদ্ধ এই রাজ্য তাঁর, না করি লঙ্ঘন
পিতৃ আজ্ঞা, করেছেন হেথা হতে বনেতে গমন
চির সত্যপ্রিয় রাম, করেছেন নিষ্কণ্টক ভাবে
যে রাজ্য তোমারে দান পিতা ভ্রাতা, সেই রাজ্য এবে
কর ভোগ তুমি বৎস, আনন্দিত করি মন্ত্রীগণে,
অযোধ্যা রাজ্যেতে এই অভিষিক্ত হও শুভক্ষণে।
উত্তরের, পশ্চিমের, দক্ষিণের, কেরলের আর
নৃপ যত, নানা রত্ন তোমারে দিবেন উপহার।
শুনি বশিষ্ঠের বাক্য, রামে মনে করিয়া স্মরণ,
বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরে কহিলেন ভরত তখন,
নৃপ দশরথ পুত্র হবে অপহারক রাজ্যের
সম্ভব নহে তা' কভু, রাজ্য এই শুধুই রামের।
আমিও তাঁহারি আর, বলা তব কর্ত্তব্য এখন
ধর্ম অনুগত বাক্য, করি আমি জনম গ্রহণ
ইক্ষ্বাকু বংশেতে এই, হই যদি অনার্য্যের মত,
স্বর্গভ্রষ্টকারী এই পাপ কর্ম অনুষ্ঠানে রত,
কুলাঙ্গার বলি তবে হব গণ্য সবার ভিতরে,
বন স্থিত রামে আমি নমস্কার করি যুক্ত করে।
করেছেন মাতা মোর পাপ কর্ম যাহা আচরণ,
নহে তা বাঞ্ছিত মম, এবে আমি করিব গমন
রাম সন্নিধানে বনে, তিনিই রাজা এ অযোধ্যার
আছে জানি ত্রিলোকেও হতে রাজা যোগ্যতা তাঁহার।
বন হতে যদি রামে না পারি করিতে আনয়ন,
লক্ষ্মণের সহ তবে রব বনে আমিও তখন।
করেছি সঙ্কল্প রামে বন হতে ফিরাতে হেথায়,
সে সঙ্কল্প চ্যুত কেহ পারিবেনা করিতে আমায়।
শুনি ভরতের কথা করিলেন প্রশংসা তখন
'সাধু', 'সাধু', রবে তাঁরে সমবেত সভাসদগণ।

কহিলেন হর্ষ ভরে ভরতেরে বশিষ্ঠ তখন,
ধন্য মোরা সবে, আর ধন্য রাম, তোমা সম জন
যাঁহার বান্ধব বৎস, তোমা সম গুণী পুত্র হতে,
স্বর্গ গত নরপতি লভিলেন প্রতিষ্ঠা জগতে।
যে তুমি উদ্যত রামে হেথায় করিতে আনয়ন,
সেই তোমা হতে এবে সন্তোষ লভিল সর্বজন।

কহিলেন সুমন্ত্রেরে আহ্বানিয়া ভরত তখন
সৈন্যগণে হে সুমন্ত্র, সমবেত করুন এখন
সুমন্ত্র আদেশ তাঁর করিলেন আনন্দে পালন।
হয়েছে আদেশ যেতে আনয়ন করিতে রামেরে
শুনি তাহা পৌরজন উচ্ছ্বসিত হলো হর্ষ ভরে
নিজ নিজ পতিগণে, বীর জায়াগণে ঘরে ঘরে,
কহিতে লাগিল সবে ত্বরা করি গমনের তরে।
অশ্ব, রথ, গোশকট সহ যবে হলো সৈন্যগণ
সুসজ্জিত, সুমন্ত্রেরে কহিলেন ভরত তখন
রথ আনয়ন তরে। সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব সংযোজন
করি রথে, করিলেন সুমন্ত্র সত্বর আনয়ন।
রাম দরশন আশে আরোহণ করি অনন্তর
রথে সেই, যাত্রা পথে ভরত হলেন অগ্রসর।
গেলেন অগ্রেতে তাঁর মন্ত্রী আর পুরোহিতগণ
আরোহণ করি রথে, সঙ্গে আর করিল গমন
সুসজ্জিত হস্তী যত। কেহ অশ্বে করি আরোহণ,
কেহ আরোহিয়া রথে, গেল যত ধনুর্দ্ধারীগণ,
কৌশল্যা, সুমিত্রা আর কৈকেয়ী করিয়া আরোহণ
সমুজ্জ্বল যান মাঝে, করিলেন সঙ্গেতে গমন।
রাম দর্শনের আশে, অযোধ্যার পৌরজন যত,
হৃষ্ট মনে সবে মিলি পুরী হতে হলো বহির্গত।

মণিকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, লৌহকার আর
গন্ধদ্রব্যজীবী যত, মাল্যকার আর ছত্রকার,
বন্দীগণ, নট, নটী, ফলজীবী, পুষ্পজীবী আর
রজক ও তন্তুবায়, গ্রহবিপ্র, শিল্পী, চর্মকার,
বৈদ্য, শিশু চিকিৎসক, ধান্যজীবী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ
দধি ও মোদককার, পাচক ও চিত্রকরগণ,
গোপশ্রেষ্ঠগণ যত, মৎস্যজীবী, মাংসজীবী যারা,
বণিক, শৌণ্ডিক আর নানা পণ্য বিক্রেতা যাহারা,
কেহ গোশকটে, কেহ অন্য যানে করি আরোহণ
চলিল সঙ্গেতে সবে। সর্বলোক আর সৈন্যগণ
ভরতের সহ সবে করি বহু পথ অতিক্রম
গেল জাহ্নবীর কূলে। কহিলেন ভরত তখন
মন্ত্রীগণে, সৈন্যদল হেথায় করুন সংস্থাপন।
হয়ে সমুত্তীর্ণ নদী, বিশ্রাম করিব কিছুক্ষণ
সবে মোরা, জলাঞ্জলি জনকের উদ্দেশে এখন
করিব প্রদান আর হেথা আমি। যত মন্ত্রীগণ
করিলেন অনন্তর সবে মিলি সৈন্য সংস্থাপন।

পট মণ্ডপেতে বহু, বিশাল সে সৈন্যদল
হলো ক্রমে স্থাপিত যখন
ব্যাপি' দীর্ঘ গঙ্গাতীর, ভরত তখন সেথা
করিলেন রজনী যাপন।

২০। ভরত ও গুহ

গঙ্গাতীরে অবস্থিত সৈন্য সেই নেহারি তখন,
নিজ জ্ঞাতিগণে গুহ কহিলেন করি আবাহন,
সৈন্য সমাবেশ এই চারিদিকে দেখি যে এখন,
সুবৃহৎ এ সেনার অন্ত নাহি করি নিরীক্ষণ।
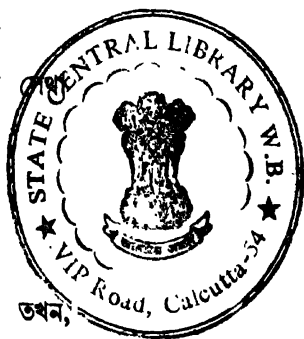
কোবিদার ধ্বজ হের রথ মাঝে ওই দেখা যায়,
ইক্ষ্বাকু বংশের সৈন্য সব ইহা, সন্দেহ তাহায়
কিছু নাহিক মোর। এসেছে কি মৃগয়ার তরে
এই সব সৈন্য যত, অথবা কি আমা সবাকারে
এসেছে করিতে হত্যা, অথবা কি ভরত এখন
এসেছেন রাজ্য লোভে রামে এবে করিতে নিধন।
করেন যে রাজলক্ষ্মী সৌহৃদ্যের বন্ধন ছেদন
ভ্রাতৃগণ মাঝে সদা, তাই আমি শঙ্কিত এখন।
শরাসন লয়ে এবে সৈন্যগণ করি সুসজ্জিত,
সুশৃঙ্খল ভাবে সবে নদী তীরে হও অবস্থিত।
পঞ্চশন নৌকা আনি, প্রতি নৌকা মাঝে শত জন
শরাসন ধারী যুবা, অবস্থান করুক এখন।
রহিলে রামের প্রতি শত্রুভাব মনে এ সবার,
পারিবেনা কভু তারা এ গঙ্গা কুশলে হতে পার।
রাম গুণে বশ আমি নিশ্চয় করিব নিবারিত,
তুরঙ্গ মাতঙ্গ সহ এ বৃহৎ সৈন্যদল যত।

মৎস্য মাংস মধু আদি উপহার লয়ে অনন্তর,
ভরতে নিষাদ রাজ হেরিতে হলেন অগ্রসর।
হেরি তাঁরে ভরতেরে কহিলেন সুমন্ত্র তখন,
রাম সখা গুহ ওই করিছেন হেথা আগমন
লয়ে জ্ঞাতিগণে তাঁর, নিশ্চয় আছেন ইনি জ্ঞাত
রাম ও লক্ষ্মণ এবে কোথায় আছেন অবস্থিত।
শুনি ইহা সুমন্ত্রেরে কহিলেন ভরত তখন,
মম সন্নিধানে গুহ আগমন করুন এখন।
ভরতের অনুমতি করি লাভ, আসি পাশে তাঁর
কহিলেন গুহ তাঁরে, আছে গৃহ দাসের তোমার

হে রঘুনন্দন হেথা, অবস্থান কর কিছুক্ষণ
আসি দাস গৃহে সেই, আনয়ন করেছে এখন
সেথায় নিষাদ কুল, ফল মূল মাংস আদি আর
ভক্ষ্য নানা, লভি সেথা সমাদর আমা সবাকার
যেও কাল উষাকালে, কহিলেন করি তা' শ্রবণ
ভরত, হে সখে তুমি করেছ যে বাসনা জ্ঞাপন
আতিথ্য করিতে দান মম সৈন্য গণেরে এখন,
সর্ব অভিলাষ মম তাহাতেই হয়েছে পূরণ।
কহ মোরে এবে আমি কোন্ পথে করিব গমন
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে, কহিলেন তাঁহারে তখন
কৃতাঞ্জলি হয়ে গুহ, ধনুর্দ্ধারী যত দাসগণ
যাবে সঙ্গে, যাব আর হে ভরত আমিও এখন।
কিন্তু কহ রাম প্রতি দ্বেষ কিছু নাহিতো তোমার,
নেহারি এ সৈন্য দল হয় মনে আশঙ্কা আমার।
কহিলেন শুনি তাহা, হৃদি যাঁর আকাশের মত
সুনির্মল, সে ভরত, হা ধিক্, যাতনা এই যত
আমার হে গুহ, এবে শঙ্কা হেন করিওনা তুমি,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামে সদা পিতৃ সম ভাবি মনে আমি।
ফিরায়ে আনিতে তাঁরে বনে এবে করিব গমন,
কহিতেছি সত্য বাক্য আমি এই তোমারে এখন।
কহিলেন হর্ষে গুহ, ধন্য তুমি ভূতলে এমন
কোন জন নাহি হেরি তোমা সম, অক্লেশে যে জন
লভি রাজ্য, হেন ভাবে চাহে তাহা করিতে বর্জন,
তোমার এ কীর্ত্তি হবে চিরস্থায়ী জগতে এখন।
কহি ইহা, সুখে যাহে ভরত করেন অবস্থান,
অতিথি বৎসল গুহ, করিলেন তাহার বিধান।
করি সম্বোধন গুহে কহিলেন ভরত তখন,
হে গুহ, তোমার কাছে, চাহি এবে করিতে শ্রবণ,

কোথায় কি ভাবে রাম সীতা সহ ছিলেন হেথায়,
লক্ষ্মণ ছিলেন আর কি ভাবেতে, কহ তা' আমায়।
তখন তাঁহারে গুহ কহিলেন সর্ব বিবরণ,
কহিলেন সারা নিশি জাগরিত রহিয়া লক্ষ্মণ,
কি ভাবে রামের লাগি বিলাপেতে ছিলেন মগন।
কহিলেন গুহ আর, করি জটা শিরেতে ধারণ,
রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে করিলেন কি ভাবে গমন
গঙ্গাতীরে সীতা সহ, হলেন কি ভাবে গঙ্গা পার,
কি ভাবে সুমন্ত্র আর গুহ পানে চাহি বারবার,
লয়ে বৈদেহীরে সঙ্গে, লয়ে বাণ, খড়্গ, শরাসন,
জটা চীরধারী দোঁহে করিলেন অরণ্যে গমন।
গুহের সে সব কথা করিলেন শ্রবণ যখন,
সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে দুঃখে অতি ভরত তখন
ছিন্নমূল বৃক্ষ সম ভূতলে হলেন নিপতিত,
বিষণ্ণ বদন গুহ হেরি তা হলেন বিচলিত।
হত জ্ঞান ভূপতিত ভরতেরে করি আলিঙ্গন,
শত্রুঘ্ন শোকার্ত্ত হয়ে লাগিলেন করিতে রোদন।
করিলেন সংজ্ঞা লাভ অনন্তর ভরত যখন,
ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূলে করিলেন গমন তখন।
কহিলেন তৃণ শয্যা সেথা তিনি করি দরশন
রামের, আমিও এবে জটাচীর করিব ধারণ,
করিব আমিও আর তৃণ শয্যা মাঝেতে শয়ন।
আজি হতে শুধু আমি ফল মূল করিব আহার,
করিব প্রণমি রামে প্রসন্নতা বিধান তাঁহার।
যদিবা তাহেও রাম না করেন অযোধ্যা গমন
বনেতেই তবে আমি তাঁর সঙ্গে করিব যাপন।
অনন্তর নিশাকাল আসি ক্রমে হলো উপনীত
আশ্রয় কুলায়ে নিজ নিল আসি বিহঙ্গম যত।

বিদায় লভিয়া গুহ ভরতের নিকটে তখন
অনুচরগণ করিলেন স্বগৃহে গমন।
ভরত জাহ্নবী তীরে রাত্রি সেই করিয়া যাপন,
প্রভাতে উত্থান করি কহিলেন করি আবাহন
শত্রুঘ্নেরে, হে শত্রুঘ্ন রজনী হয়েছে এবে গত,
উদিত হয়েছে সূর্য্য, এবে তুমি হও সমুত্থিত।
শৃঙ্গবের পুরপতি গুহেরে করাও আনয়ন,
আমাদেরে গঙ্গাপার করাবেন তিনিই এখন।

এ হেন সময়ে গুহ আসিলেন নিজেই তখন,
কহিলেন তিনি আর সত্বর করিতে আনয়ন
নৌকা সেথা জ্ঞাতিগণে, অনন্তর হয়ে ত্বরান্বিত
পাঁচশত নৌকা সহ সবে তারা হলো উপনীত।
ছিল তার মাঝে কিছু উন্নত মাস্তুল সমন্বিত
স্বস্তিকা চিহ্নিত তরী, পতাকা মালাতে সুশোভিত।
তাহা হতে তরী এক সুশুভ্র কম্বলে আচ্ছাদিত,
আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণ, নানা শুভ লক্ষণ সংযুত
আনিলেন গুহ ত্বরা। করিলেন রাজপত্নীগণ,
ভরত, শত্রুঘ্ন আর সে তরণী মাঝে আরোহণ।
হলেন পৃথক ভাবে নৌকারূঢ় পুরোহিত আর
অন্য দ্বিজগণ যত। লয়ে যত পণ্যের সম্ভার
ভৃত্যগণ গেল সবে। ধাবমান জনগণ যত
করিল নদীর তীর মহা কোলাহলেতে পূরিত।
শ্রেণীবদ্ধ তরী মাঝে সে সবারে করিয়া বহন
নিষাদ নাবিক যত পর পারে করিল গমন।
ধনপূর্ণ বহু যান, বহু অশ্ব, বিবিধ বাহন,
নারীগণে যত আর, তরী শ্রেণী করিল বহন।

মাহুত চালিত হয়ে, ধ্বজেতে ভূষিত গজগণ
একে একে হলো পার, গঙ্গা সবে করি সন্তরণ।
কেহ নৌকা, কেহ আর ভেলা যোগে নদী হলো পার,
কেহ সন্তরণ করি, কলস সহায়ে কেহ আর।
চলিল প্রয়াগ পানে অনন্তর সৈন্যদল সবে,
সূর্য্য উদয়ের পরে চারি দণ্ড বেলা হলো যবে।
অনন্তর গুহে সেথা ভরত করিয়া আলিঙ্গন
কহিলেন যাও ফিরে লয়ে সবে হে সৌম্য এখন।
করেছ আমার তুমি নানা ভাবে নানা উপকার
হে সখে, লভেছি আমি পরিতোষ গুণেতে তোমার।
রামের বাক্যেতে সেই করি গুহ নৌকা আরোহণ,
স্বজনগণের সহ করিলেন স্বস্থানে গমন।
সৈন্যদল সহ তাঁর চলি পথ ভরত তখন
গেলেন প্রয়াগ মাঝে, করিলেন প্রদক্ষিণ আর
সেখানে প্রয়াগ তীর্থ, করিলেন দেব নমস্কার।
সেথা হতে অনন্তর চলি পথ অর্দ্ধেক যোজন,
হেরিলেন তাঁরা সবে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম।

২১। ভরদ্বাজ আশ্রম

নেহারি আশ্রম সেই ভরত করিয়া সংস্থাপিত
কিছু দূরে সৈন্য তাঁর, মন্ত্রী আর পুরোহিতে যত
লয়ে সঙ্গে ত্যজি অস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র করি পরিধান
চলিলেন পদব্রজে। যেন স্বর্গলোকের সমান
শোভায় মণ্ডিত সেই আশ্রম মাঝারে মনোহর,
করিলেন লয়ে সবে প্রবেশ ভরত অনন্তর।

পশ্চাতে অমাত্যগণে রাখি সেথা, ভরত তখন
করিলেন মুনিবর ভরদ্বাজ সমীপে গমন
বশিষ্ঠেরে লয়ে অগ্রে, বশিষ্ঠে নেহারি মুনিবর,
আপন আসন হতে সমুত্থিত হলেন সত্বর।
করিলেন অগ্রসর হয়ে অভিবাদন তাঁহারে,
ভরত, বশিষ্ঠ আর ভরদ্বাজ একে অপরেরে
করিলেন অভ্যর্থনা। পাদ্য অর্ঘ্য ফল আনি আর
প্রদানিয়া ভরদ্বাজ সে দোঁহে, কুশল সমাচার
সুধালেন যথাবিধি, করিলেন তাঁরাও দুজন
জিজ্ঞাসা কুশল তাঁর। রাম প্রতি স্নেহ নিবন্ধন
ভরদ্বাজ মুনিবর কহিলেন ভরতে তখন,
রাজ্য ত্যজি কেন এবে হেথায় করেছ আগমন
বল তাহা মোরে তুমি, সীতা সহ যে রাম এখন
চীর পরিধান করি করেছেন বনেতে গমন,
পত্নীর কারণে বনে করেছেন প্রেরণ যাঁহারে
জনক তাঁহার তুমি শত্রু ভাবে সে রামের তরে
করি কি পোষণ মনে হেন ভাবে এসেছ এখন,
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ বাঞ্ছা করি, অনিষ্ট সাধন
নিষ্পাপ রামের সেই করা নহে উচিত তোমার
হে ভরত। কহিলেন বাক্য সেই শুনিয়া তাঁহার
ভরত বিবর্ণ মুখে, আপনিও যদি মুনিবর,
কহেন আমারে ইহা, নাহি বুঝি আমার অন্তর
হোক্ তবে মৃত্যু মোর, করেছেন কার্য্য এই যত
জননী আমার, তাহা নহে কভু মম অভিপ্রেত।
অজ্ঞাত ছিলাম আমি এ সব কার্য্যের বিবরণ,
রাজ্যে ও জীবনে মম রাম বিনে নাহি প্রয়োজন।
রামে সুপ্রসন্ন করি ফিরায়ে আনিতে অযোধ্যায়
এসেছি হেথায় আমি, রাম এবে আছেন কোথায়

বলুন করুণা করি। কহি ইহা ভরত তখন
কাতর হৃদয়ে অতি করিলেন অশ্রু বিসর্জন।

শ্রবণ করিয়া তাহা করুণায় পূরিত অন্তরে,
মুনিবর ভরদ্বাজ কহিলেন এ কথা তাঁহারে।

হয়েছে তোমারি যোগ্য হে রঘুনন্দন বাক্য যত
তোমার এ হেন এবে, আমি সদা আছি অবগত
তোমার সকল গুণ, প্রিয় বাক্য করিতে শ্রবণ
তোমা হতে, কথা আমি হেনরূপ বলেছি এখন।

হে ভরত, চিত্রকূটে বিরচিয়া সুরম্য আশ্রম
করিছেন বাস সেথা রাম সীতা সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।

অমাত্য সুহৃদ সহ কর আজি হেথায় যাপন,
কল্য তুমি অনন্তর হে ভরত, করিও গমন।

আতিথ্যের অভিপ্রায়ে হেন ভাবে যবে আমন্ত্রণ
করিলেন ভরদ্বাজ, কহিলেন ভরত তখন
আছে যা বনেতে এই, করেছেন অতিথি সৎকার
যথোচিত মুনিবর, দিয়ে তা' সকলি এবে তার।

কহিলেন ভরদ্বাজ, মম প্রীতি সাধনের তরে,
সামান্য যা' কিছু তাই জানি আমি প্রসন্ন অন্তরে
করেছ গ্রহণ তুমি, কিন্তু আমি করাতে ভোজন
তোমার সৈনিক দলে চাহি এবে, তৃপ্ত মোর মন
হবে তাহে হে ভরত, কেন সৈন্য দলেরে তোমার,
রেখেছ দূরেতে হেন, নাহি আনি নিকটে আমার।

কহিলেন যুক্তকরে ভরত, এসেছে ভগবন্
সঙ্গে মম বহু সৈন্য, বহু হস্তী, বহু তুরঙ্গম।

বিনষ্ট তাহারা যদি করে আসি পর্ণশালা আর,
আশ্রম ভূমি ও বৃক্ষ, পানীয় সলিল হেথাকার,

সে কথা মনেতে ভাবি করেছি এ আশ্রমে এখন
রাখি দূরে সে সবারে গুরুগণ সহ আগমন।
আন সেই সৈন্যগণে, কহিলেন মহর্ষি তখন,
করিলেন বাক্যে তাঁর ভরত সবারে আনয়ন।

অনন্তর ভরদ্বাজ করি অগ্নিশালাতে গমন,
মার্জন করিয়া ওষ্ঠ, করিলেন জলে আচমন
কহিলেন অনন্তর করি বিশ্বকর্মারে আহ্বান
করিব আতিথ্য আমি কর এবে তাহার বিধান।
পূর্বে ও পশ্চিমে যত আছে নদী, আসুক এখানে,
দেবতা গন্ধর্ব আদি আসুন আমার আবাহনে।
আসুক অপ্সরা যত। পূর্ব মুখে বসি অনন্তর,
যুক্ত করে মনে মনে করিলেন ধ্যান মুনিবর।
সে হেন সময়ে সেথা একে একে দেবগণ যত,
পৃথক পৃথক ভাবে আসিয়া হলেন উপনীত।
বহিল তখন সেথা শীতল পবন সুরভিত,
হলো পুষ্পবৃষ্টি আর আসিয়া অপ্সরাকুল যত
আরম্ভিল নৃত্য সবে, গন্ধর্বেরা হয়ে সমাগত
সঙ্গীতে ও বীণা রবে সর্ব লোকে করিল মোহিত।
ভরতের সৈন্য যত হেরিল সেথায় অনন্তর
বিশ্বকর্মা বিরচিত অপরূপ সৃষ্টি মনোহর।
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারিদিকে ভূমি পঞ্চ যোজন সেখানে
হলো সমতল, হলো আচ্ছাদিত সুকোমল তৃণে।
নানা নদী, নানা বৃক্ষে, ভূমি সেই হলো সুশোভিত,
হলো অশ্ব-হস্তী-শালা, প্রাসাদে, তোরণে সুসজ্জিত।
সুগন্ধ সলিল সিক্ত, শুভ্রবর্ণ মাল্যে বিভূষিত
শয়ন, ভোজন গৃহ, আর পান গৃহ সমন্বিত।

দিব্য রসে পরিপূর্ণ, নানা ভোজ্য দ্রব্যেতে পূরিত
সুমার্জিত ভোজ্য পাত্রে, সুবিচিত্র আসনে সজ্জিত,
বিবিধ বসন আর, নানা গৃহ সামগ্রী শোভিত
রাজার প্রাসাদ এক সেথা আর হলো আবির্ভূত।
ভরদ্বাজ বাক্যে আসি পশিলেন সে রাজ ভবনে,
ভরত, সঙ্গেতে লয়ে মন্ত্রী আর পুরোহিতগণে।
ছিল যেই রাজাসন, ছত্র আর ব্যজন সেখানে,
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি তাহা রামে ভাবি মনে
ভরত পার্শ্বেতে তার উপবিষ্ট হলেন যখন
হস্তেতে চামর লয়ে, মন্ত্রী আর পুরোহিতগণ
একে একে যথা ক্রমে উপবিষ্ট হলেন তখন।
করিলেন অগ্রে রাখি বশিষ্ঠে, ভরত অনন্তর
গ্রহণ বিবিধ ভোজ্য, রূপে, রসে, গন্ধে মনোহর।

কুবের প্রেরিত হয়ে স্ত্রী বিংশ সহস্র অনুপম
নানা দিব্য আভরণ, করি সবে অঙ্গেতে ধারণ,
আসিল এ হেন কালে, করে যেই পুরুষে গ্রহণ
আসি তারা, হয় সে যে উন্মত্তের মত উচাটন।
ভরদ্বাজ আদেশেতে নানা বৃক্ষ সেই আশ্রমেতে
বাজালো মৃদঙ্গ কেহ, কেহ তাল রাখিল তাহাতে
কেহ বা করিল নৃত্য, নারীরূপ করিয়া ধারণ
নানা বৃক্ষ লতা আর সেথায় করিল আগমন।
কহিল তাহারা আসি কর পান সুরাপায়ীগণ
কর ক্ষুধাতুর যারা আসি সবে পায়স ভক্ষণ,
ভক্ষণ উত্তম মাংস কর আর মাংস প্রিয় জন।
আসিয়া রমণী কুল, সৈনিক পুরুষগণে যত
করাইল স্নান, আর হলো গাত্র সংবাহনে রত
সে সবার। অনন্তর হয়ে রক্ত চন্দনে চর্চিত
লভি কাম্য বস্তু নানা, অপ্সরা কুলের সেই যত

লভি সঙ্গ, হলো অতি হৃষ্ট সে ভরত সৈন্যগণ,
কহিল তাহারা মিলি বাক্য এই, সকলে এখন
যাবনা অরণ্যে মোরা, অযোধ্যাতে যাবনা আবার,
সুখেতে থাকুন রাম, ভরতের শুভ হোক আর।
সহর্ষে, ইহাই স্বর্গ, এ কথা কহিল উচ্চরবে
বারবার, ভরতের অনুগামী জনগণ সবে।
অমৃত সদৃশ নানা ভোজ্য তারা করিল ভক্ষণ,
করিল সকলে আর পরিধান নূতন বসন।
শূল-পক্ক, পাত্রে পক্ক, ছাগ, মৃগ, বরাহের যত
তপ্ত মাংস, শুভ্র অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন নানামত,
মৈরেয় নামেতে মদ্য, দধি, দুগ্ধ মধু আদি আর,
সুপ্রচুর, ছিল সেথা ভোজনের তরে সবাকার।
দন্ত মার্জনের দ্রব্য, স্নান দ্রব্য, দর্পণ নির্মল,
কজ্জল, চিরুনী আর সুশীতল চন্দন তরল,
ছত্র ও পাদুকা বহু, নানাবিধ শয্যা ও আসন,
ছিল সবাকার তরে, ছিল নানা মাল্য মনোরম।
দেখিল তাহারা আর পশুগণে ভক্ষণেতে রত
বৈদূর্য্যের সম নীল সুকোমল তৃণরাশি যত।
অপূর্ব সে স্বপ্ন তুল্য আতিথ্য করিয়া দরশন,
সমাগত সর্বলোক হলো অতি বিস্ময়ে মগন।
চঞ্চলতা বশে সেথা, রহিয়া বিনিদ্র সৈন্য যত,
রজনী শেষেও হলো মত্ত ভাবে মদ্য পানে রত।
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে আমোদ প্রমোদে অনুক্ষণ,
নন্দনে দেবতা সম নিশি তারা করিল যাপন।
লভি ভরদ্বাজ আজ্ঞা অনন্তর গেল পুনরায়
গন্ধর্ব অপ্সরাকুল, পূর্বে সবে ছিল যে যথায়।
প্রভাত সময়ে করি ভরদ্বাজ পাশেতে গমন
প্রণমিয়া যুক্তকরে কহিলেন ভরত তখন,

সৈন্য ও বাহ আর মন্ত্রীগণ সহ ভগবন্,
গত রজনীতে হেথা সুখে আমি করেছি যাপন।
সর্ব কাম্য বস্তু দানে করেছেন তৃপ্তি সম্পাদিত
মোদের হে ভগবন্, সর্বভাবে ক্লান্তি বিদূরিত
হয়েছে সবার এবে, ভ্রাতৃপাশে করিতে গমন
করুন হে ভগবন্ আজ্ঞা মোরে প্রদান এখন।
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ এবে রাম আছেন কোথায়,
কতদূর হেথা হতে স্থান সেই, বলুন আমায়।
কহিলেন ভরদ্বাজ, হে ভরত, আছে হেথা হতে
চিত্রকূট নামে গিরি, সার্দ্ধ দুই যোজন দূরেতে।
নিরজন বন মাঝে, মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত
উত্তর পার্শ্বেতে তার। এ উভয় মাঝে অবস্থিত
কুটির রামের আমি কথা এই করেছি শ্রবণ,
কর এই আশ্রমের দক্ষিণের দিকেতে গমন।
রাজ মহিষীরা সবে ভরদ্বাজ সমীপে তখন
করিলেন সেথা হতে প্রস্থানের পূর্বে আগমন।
বিকম্পিত শরীরেতে কৌশল্যা, সুমিত্রা, দুইজন,
করিলেন করযুগে মহর্ষির চরণ গ্রহণ।
নিন্দিতা বিফলকামা কৈকেয়ী ও সলজ্জ অন্তরে,
পদস্পর্শ করি তার করিলেন প্রণাম তাঁহারে।
কহিলেন ভরদ্বাজ, এই তিন মাতার তোমার
দেহ পরিচয় মোরে, হে ভরত, শুনিয়া তাঁহার
কথা সেই, কহিলেন মুনিবরে ভরত তখন
অশ্রুপূর্ণ চোখে, হেথা দীন ভাবে আছেন যেজন
কৌশল্যা তাঁহার নাম, সাধুশীলা রাম মাতা তিনি,
বাম বাহু ধরি তাঁর অবস্থিত রয়েছেন যিনি,
বন মাঝে শীর্ণ পুষ্প কর্ণিকার শাখার মতন,
সুমিত্রা তাঁহার নাম, পুত্র তাঁর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।

রাজার কুমার দোঁহে করেছেন অরণ্য ভিতরে
গমন হে ভগবন্, অযোধ্যা তেয়াগি যাঁর তরে
ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী, পতি হন্ত্রী, কুল বিনাশিনী
অনার্য্যা কৈকেয়ী এই মুনিবর আমার জননী।

এ মহা বিপদ মম সংঘটিত হয়েছে এখন
ইঁহারি কারণে শুধু। কথা সেই করিয়া শ্রবণ
ভরতের, কহিলেন প্রজ্ঞাবান ভরদ্বাজ তাঁরে
অর্থযুক্ত বাক্য এই, ভেবোনা মনেতে কৈকেয়ীরে
দুষ্কর্মকারিনী বলি, জেনো তুমি হবে সুনিশ্চিত
রাম বনবাস এই হে ভরত, শুভ ফলপ্রদ।

প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ভরদ্বাজে করি অনন্তর,
ভরত আশ্রম হতে সসৈন্যে হলেন অগ্রসর।

করি পথ অতিক্রম আসিলেন তাঁহারা যখন
বহুদূর, কহিলেন শত্রুঘ্নেরে ভরত তখন
হেরিতেছি যাহা হেথা মনে হয় তাহাতে এখন
এসেছি সেথায় এবে বলেছেন যার বিবরণ
ভরদ্বাজ মুনিবর, চিত্রকূট ওই দেখা যায়
মন্দাকিনী নদী আর বন ওই নীল মেঘ প্রায়
দেখা যায় হে শত্রুঘ্ন, গ্রীষ্ম শেষে করে বরিষণ
বৃষ্টি ধারা যথা মেঘ, পুষ্প হের করিছে বর্ষণ
সে ভাবেতে বৃক্ষকুল, মৃগ সব হতেছে ধাবিত
দ্রুত বেগে, করে বাস হেথায় কিন্নরকুল যত
দাক্ষিণাত্য বাসী সম মস্তকেতে করেছে ধারণ
যোদ্ধৃগণ সবে ওই, সুরভিত কুসুম ভূষণ।

তুরঙ্গ যোজিত রথ হের দ্রুত হতেছে ধাবিত
সারথি চালিত হয়ে, সে রথ ধ্বনিতে সন্ত্রাসিত

ময়ূর কুলেরে ওই হে শত্রুঘ্ন, কর নিরীক্ষণ,
করিছে পর্বতে হের মৃগকুল আশ্রয় গ্রহণ।
সৌন্দর্য্যেতে মনোহর দেশ এই, হেথা সুনিশ্চিত
করেন তাপসকুল হে শত্রুঘ্ন, নিবাস সতত।
সংযত ভাবেতে পশি বনমাঝে, যত সৈন্যগণ
রাম আর লক্ষ্মণেরে অন্বেষণ করুক এখন।
শুনি তাহা পশি বনে অস্ত্রধারী সৈন্যগণ যত,
নেহারিল দূরে সেথা ধূম্রশিখা হতেছে উত্থিত।
করিল তাহারা আসি ভরতেরে সে বার্ত্তা জ্ঞাপন,
কহিল তাহারা আর, কভু নাহি থাকে হুতাশন
মনুষ্য বিহীন স্থানে, রয়েছেন রাম ও লক্ষ্মণ
সেথায়, অথবা সেথা আছেন তাপস কোন জন।
শুনি তাহা, সৈন্যদলে রাখি সেথা ভরত তখন,
ধৃষ্টি ও সুমন্ত্র সহ করিলেন সম্মুখে গমন,
ধূম্র শিখা অভিমুখে করি নিজ দৃষ্টি সংস্থাপন।

২২। চিত্রকূটে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ

চিত্রকূটে করি রাম বৈদেহীর প্রীতি সম্পাদন
লভিয়া নিজেও আর মনে তাঁর সন্তোষ পরম,
ছিলেন করিতে বাস, অনন্তর লয়ে বৈদেহীরে
সঙ্গে রাম একদিন, লাগিলেন দেখাতে তাঁহারে
চিত্রকূট শোভা সেথা। কহিলেন হের অয়ি সীতে,
সুদূর আকাশ ভেদী শৃঙ্গ যার উঠেছে উর্দ্ধেতে,
গিরি চিত্রকূট সেই, আম্র, বিল্ব, পনস, চন্দন,
আমলক, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব, দাড়িম্ব, অগণন,

বদরী, পিয়াল, বেণু, লোধ্র আদি ছায়া সমন্বিত,
ফল আর পুষ্পে পূর্ণ বৃক্ষেতে এ গিরি সুশোভিত।
গিরি নির্ঝরেতে আর ভূমিতল মাঝে প্রবাহিত
সলিল ধারায় সীতে, চিত্রকূট হের শোভান্বিত।
লক্ষ্মণ ও তোমা সহ করি যদি বাস এইখানে
দীর্ঘকাল, তবু কিছু দুঃখ মম থাকিবেনা মনে।
নীল, পীত, শ্বেত আর অরুণ বরণ শত শত,
শিলাখণ্ড সুবিশাল হের সীতে হেথা অবস্থিত।
হের আর প্রভাময়, বিচিত্র ওষধি নানা মত,
রয়েছে হেথায় হয়ে বহ্নি শিখা সম উদ্ভাসিত।
হের মন্দাকিনী নদী, বিচিত্র পুলিনে সুশোভিতা,
কুমুদ পুষ্পেতে পূর্ণ, হংস ও সারস সমন্বিতা।
সলিলে তাহার সবে করি অবগাহন এখন,
করিছেন সূর্য্য স্তুতি, হের সীতে যত ঋষিগণ।
করিছে কম্পিত হয়ে বায়ু ভরে পুষ্প বরিষণ
বৃক্ষ যত, স্রোতে তাহা দ্রুতবেগে করিছে ভ্রমণ।
এই গিরি, এই নদী, আর সীতে তোমার দর্শনে,
পুরবাস হতে আমি সুখ বেশী লভিতেছি মনে।
মনঃশিলাময় এক গুহা রাম হেরি অনন্তর
কহিলেন বৈদেহীরে, এই স্থান মাঝে মনোহর
বিশ্রামের তরে সীতে কর উপবেশন এখন,
সম্মুখে তোমার ওই শিলাখণ্ড কর নিরীক্ষণ।
যেন তা' তোমারি তরে সুবিন্যস্ত রয়েছে এখানে,
বকুল বর্ষিছে হেথা পুষ্প যেন তোমারি কারণে।
প্রণয় মধুর বাক্যে কহিলেন বৈদেহী তখন
পুষ্পিত এ বৃক্ষ আমি হেরিতেছি হে রঘুনন্দন
দেখালে যা' তুমি মোরে। কহিলেন রাম পুনরায়,
সুমধুর রবে অতি করিতেন আহ্বান আমায়।

যে ভাবে জননী মম, বৃক্ষ মাঝে তেমনি এখন
করি 'পুত্র' 'পুত্র' রব ডাকিতেছে ওই বিহঙ্গম।
আবেষ্টন কর তুমি হয়ে শ্রান্ত আমারে যেমন
করেছে পুষ্পিতা লতা বৃক্ষে ওই বেষ্টন তেমন।
মনঃশিলা মাঝে করি অনন্তর অঙ্গুলি ঘর্ষণ
পত্নীর ললাটে রাম করিলেন তিলক রচন।
রক্তিম সে গিরি-ধাতু তিলকেতে হয়ে সুচিত্রিত,
আনন সীতার হলো পূর্ণচন্দ্র সম শোভান্বিত।
প্রীতি সহকারে রাম করিলেন সজ্জিত তখণ
সীতার অলকরাশি পুষ্পরাজি করি আনয়ন।
বিশাল বানর এক হেন কালে করি নিরীক্ষণ
ভীত অতি হয়ে সীতা, করিলেন রামে আবেষ্টন।
বিতাড়িত করি রাম সে বানরে, আশ্বস্ত তখন
করিলেন বৈদেহীরে, করিলেন স্নেহে আলিঙ্গন।
রামের বক্ষের মাঝে নিরীক্ষণ করি অনন্তর
নিজ তিলকের সীতা সুরক্তিম ছাপ মনোহর
করিলেন হাস্য মৃদু, সুপুষ্পিত অশোক কানন
হেরি এক অনন্তর পশিলেন সেখানে দু'জন।
করিলেন সেথা আর অশোক পুষ্পেতে মনোরম
প্রণয়ী যুগল সেই, একে অন্যে ভূষিত তখন,
পরি কণ্ঠে বনমালা, করি পুষ্প শিরেতে ধারণ
পুষ্পের ভূষণ তাঁরা পরিলেন কর্ণেতে দু'জন।
হেন ভাবে প্রিয়া সহ নানাদিকে করিয়া ভ্রমণ,
করিলেন রাম নিজ আশ্রম মাঝারে আগমন।
অভ্যর্থনা করি দোঁহে দেখালেন লক্ষ্মণ তখন,
বনেতে যে সব মৃগ করেছেন বাণেতে নিধন।
রৌদ্রেতে করিতে শুষ্ক, সেই মৃগ মাংস হতে যাহা
হয়েছিল সংস্থাপিত, কাক হতে রক্ষিবারে তাহা

হলেন নিরত সীতা, বারবার হয়েও তাড়িত
দুষ্ট এক কাক আসি সীতারে করিল উৎপীড়িত।
কাকের পীড়নে সেই হেরি রাম বিব্রত সীতারে
করিলেন উপহাস, হয়ে তাহে পতির উপরে
প্রণয় গর্বিতা সীতা ক্রুদ্ধ অতি, সে দুষ্ট কাকেরে
করিলেন বিতাড়িত বারবার, তবুও সে আসি পুনরায়,
পক্ষে, নখে, ওষ্ঠে আর নিপীড়িত করিল সীতায়।
ভ্রূকুটি কুটিল মুখে, স্ফুরিত অধরে অবস্থিত
সীতারে তখন রাম নেহারিয়া হলেন উদ্যত
তাড়িত করিতে কাকে, কিন্তু সেই ধৃষ্ট বিহঙ্গম
রামেরে উপেক্ষা করি সীতারে করিল আক্রমণ।
মন্ত্রপূত করি এক ইষীকাস্ত্র, নিক্ষেপ তখন
করিলেন ক্রোধে রাম তার প্রতি, করি পলায়ন
দৈব বর প্রভাবেতে করিল ত্রিলোক পর্য্যটন
কাক সেই, ইষীকাস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে করিল গমন
সর্বত্র পশ্চাতে তার, আসি সেই বায়স তখন
রাম পাশে পুনরায়, নিল তাঁর চরণে শরণ।
কহিল রামেরে আর কথা এই মানবী ভাষায়
হে রাম প্রসন্ন হয়ে প্রাণ দান করুন আমায়।
দয়াবশ হয়ে রাম কহিলেন পদানত তারে,
সতত কর্ত্তব্য জানি করা রক্ষা শরণাগতরে।
কিন্তু কর অস্ত্র মম হে বায়স, অব্যর্থ এখন,
করিবে তোমার বল কোন অঙ্গ এ অস্ত্র ছেদন।
থাক যদি তুমি এবে অঙ্গহীন হয়েও জীবিত,
মৃত্যু হতে শ্রেয়স্কর হবে তাহা জেনো সুনিশ্চিত।
কহিল সে কাক রামে, এক চক্ষু ত্যজিব আমার,
তাতেও হে নরাধিপ বাঁচিব প্রসাদে আপনার।

রামের আদেশে তার চক্ষু এক বিনষ্ট সেখানে
করিল ইষীকা অস্ত্র, প্রণমিয়া রামের চরণে
গেল চলি কাক সেই। শ্রবণ করিয়া অনন্তর
মহা কোলাহল, চাহি লক্ষ্মণের পানে রঘুবর,
কহিলেন শোনা যায় কোলাহল কিসের এমন,
রাম বাক্যে সেথা হতে সমুত্থিত হলেন লক্ষ্মণ।
শাল বৃক্ষ মাঝে এক অনন্তর করি আরোহণ,
সুবিশাল সৈন্যদল নেহারিয়া লক্ষ্মণ তখন
কহিলেন রামে তব বর্ম আর ধনুক ধারণ
হে রাম করুন এবে, গুহা মাঝে সত্বর এখন
প্রবেশ করুন সীতা, আমা সবে করিতে নিধন
রাজ্য অভিলাষী পুত্র কৈকেয়ীর এসেছে এখন।
হেরি কোবিদার ধ্বজ ইক্ষ্বাকু বংশের অবস্থিত
গজস্কন্ধে, হেরি আর আসিতেছে সৈন্যদল যত
শরাসন লয়ে করে, ত্বরা করি হউন সজ্জিত।
হয়েছেন রাজ্যচ্যুত হে রাঘব যাহার কারণে,
সে শত্রু ভরত আজি সমাগত হয়েছে এখানে।
একবার যদি আমি পাই সেই ভরতে দেখিতে
মহাদুঃখ আমাদের যার তরে হতেছে সহিতে,
বংশগত রাজ্য হতে যার তরে হলেন বঞ্চিত,
বাণের সম্মুখে মোর সে ভরত এবে উপনীত।
দোষ আমি নাহি হেরি বধ এবে করিলে তাহারে
করুন পালন ধরা ভরত নিহত হলে পরে।
সবান্ধবে কৈকেয়ীরে বাণে মম করিব নিহত,
করিব ভরত সহ হত তার সৈন্যদল যত।
ক্রোধাবিষ্ট লক্ষ্মণেরে শান্ত রাম করিয়া তখন
কহিলেন বাক্য এই, করেছে কি অপ্রিয় সাধন
ভরত তোমার কভু, যাহে তারে চাহিছ এখন

নিহত করিতে তুমি। করে থাকে যদি আগমন
ভরত নিজেই হেথা, অস্ত্রে তবে কিবা প্রয়োজন।
করেছে বাসনা মনে আমা সবে দেখিতে এখন
ভরত, অপ্রিয় বাক্য কিছু তারে বলোনা লক্ষ্মণ,
তা'হলে মোরেই হবে বলা সেই অপ্রিয় বচন।
বলে থাক যদি ইহা হে লক্ষ্মণ রাজ্য লাভ তরে
বলিব ভরতে তবে রাজ্য দান করিতে তোমারে।
বলি যদি আমি তারে হে ভরত, কর রাজ্য দান
লক্ষ্মণেরে, রাজ্য তবে করিবে সে তোমারে প্রদান।
হিতার্থী রামের সেই কথা শুনি লজ্জাতে লক্ষ্মণ
হলেন প্রবিষ্ট যেন নিজ অঙ্গ মাঝেতে তখন।
কহিলেন তিনি রামে, এসেছেন লভিতে দর্শন
ভরত হেথায় তব, মনে হয় তাহাই এখন।

২৩। রাম ও ভরত

সন্নিবিষ্ট হলো যবে যথাস্থানে সৈন্যদল যত,
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে চলিলেন হয়ে উৎকণ্ঠিত
রাম দর্শনের তরে, চলিলেন তাদের সঙ্গেতে
সুমন্ত্র, ভরত সম হয়ে ব্যগ্র রামে নেহারিতে।
কিছু দূর গিয়ে তাঁরা হেরিলেন অরণ্য মাঝারে
মনোরম পর্ণশালা, হেরিলেন তাহার ভিতরে
ইন্দ্র ধনু সম দুই কার্ম্মুক রয়েছে অবস্থিত,
রয়েছে তূণীর সেথা দীপ্ত শর রাজিতে পূরিত।
সমুজ্জ্বল অসিদ্বয় ছিল সেথা সুবর্ণ কোষেতে,
কনক ভূষিত চর্ম ছিল আর সে পর্ণশালাতে।
হেরি তাহা অনন্তর হেরিলেন অগ্নি সমন্বিত
সুপবিত্র বেদী এক, সে পর্ণশালাতে অবস্থিত।

সে পর্ণ কুটিরে আর করিলেন ভরত তখন
জটা ও বল্কলধারী মহাবীর্য্য রামে নিরীক্ষণ।
হেরিলেন ধর্মশীল মহাবাহু কমলাক্ষ রামে
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অবস্থিত কুটিরে সেখানে।
শোকার্ত্ত ভরত সেথা অগ্রজেরে করি নিরীক্ষণ
দ্রুতবেগে তাঁর পানে প্রধাবিত হলেন তখন।
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আর্ত্তস্বরে কহিলেন আর
দলে দলে জনগণ আসিত দর্শন তরে যাঁর
হস্তী, অশ্ব, রথে যিনি রহিতেন সদা পরিবৃত্ত
রয়েছেন এবে তিনি বন্য মৃগগণেতে বেষ্টিত।
অঙ্গ যাঁর হত সদা অনুলিপ্ত সুরভি চন্দনে,
এবে হায় ধূলিম্লান অঙ্গ তাঁর হয়েছে এখানে।
করিতেন পরিধান সদা যিনি মহার্ঘ বসন
করেন অজিন পরি এবে তিনি ভূতলে শয়ন।
আমারি কারণে রাম দুঃখে হেন হলেন পতিত
ধিক এ জীবন মম যে জীবন সবার নিন্দিত।
কহি ইহা নিপতিত হয়ে সেথা রামের চরণে,
'আর্য্য' এই কথা শুধু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠেতে সেখানে
কহিলেন দীন ভাবে ভরত, করিয়া আলিঙ্গন
ভরত শত্রুঘ্নে রাম, করিলেন অশ্রু বিমোচন।
অনন্তর লয়ে ক্রোড়ে ভরতেরে, করিয়া আঘ্রাণ
সস্নেহে মস্তক তাঁর, কথা এই কহিলেন রাম
হে বৎস, করেছ তুমি কেন এ বনেতে আগমন,
জীবিত থাকিতে পিতা, হয় নাই উচিত এখন
হেথায় তোমার আসা, কুশলেতো আছেন ভরত
নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠাতা, সত্য সন্ধ রাজা দশরথ।
জিজ্ঞাসা তাহারে রাম করিলেন একথা যখন
কাতর হৃদয়ে অতি কহিলেন ভরত তখন,

বিরহেতে আপনার শোকেতে কাতর হয়ে অতি,
হয়েছেন স্বর্গগামী মোদের জনক নরপতি।
জিজ্ঞাসি কুশল রাম জনকের, করিয়া শ্রবণ
বাক্য সেই, রহিলেন কিছুক্ষণ নীরব তখন।
কহিলেন অনন্তর, একি কথা কহিলে এখন,
কেন বা এসেছ হেথা, করি জটা অজিন ধারণ
ত্যজি রাজ্য, যথাযথ কহ এবে সে কথা আমারে,
যুক্তকরে অনন্তর কহিলেন ভরত তাঁহারে।
হে আর্য্য, দুষ্কর কর্ম্ম নরপতি করি সম্পাদন,
হয়ে আর্ত্ত পুত্রশোকে করেছেন স্বর্গেতে গমন।
করেছেন রাজ্য লোভে পাপকার্য্য জননী আমার,
নাহি লভি রাজ্যফল, পতিহীনা শোকার্ত্তা তাঁহার
নরক মাঝারে এবে হবে গতি। তব চিরদাস
মম প্রতি হে রাঘব, প্রসন্নতা করুন প্রকাশ।
রাজ্য মাঝে অযোধ্যার অধিষ্ঠিত হউন এখন,
এসেছেন আপনার নিকটে বিধবা মাতৃগণ
প্রজাকুল সহ এবে, করুন সফলকাম যত
সুহৃদগণেরে তব, কহি ইহা হলেন পতিত
রামের চরণে তিনি। ভরতেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন রাম, এবে হেনরূপ পাপ আচরণ
কি ভাবে করিব আমি হয়ে মহাকুল সমুদ্ভূত,
হয়ে তেজশালী, আর হয়ে ব্রত আচরণে রত।
নাহিক কিছুই দোষ তোমার, নিন্দাও তুমি আর
করিওনা হেন ভাবে হে ভরত, মাতারে তোমার।
জনকের তরে মম, জননী কৈকেয়ী প্রতি আর,
রয়েছে সম্মান বোধ সম ভাবে সতত আমার।
হবে রাজ্য প্রাপ্ত তুমি, করি আমি বল্কল ধারণ
যাব বনে, করি পিতা হেনরূপ আদেশ জ্ঞাপন

হয়েছেন স্বর্গ গামী, করা ভোগ উচিত তোমার
পিতৃদত্ত রাজ্য এবে, করিব অরণ্য বাস আর
চতুর্দশ বর্ষ আমি, পিতৃ রাজ্য ভোগ অনন্তর
হে সৌম্য করিব জেনো। ভাবি আমি মম হিতকর
মহাত্মা পিতার মোর আজ্ঞা সেই, পরিবর্ত্তে তার
সর্বলোকে প্রভুত্বও সমাদৃত হবে না আমার।

রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন ভরত তাঁহারে,
কুল ক্রমাগত ধর্ম আছে যাহা, সেই অনুসারে
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে নাহি পারে করিতে গ্রহণ
রাজত্ব অনুজ কভু, করি এবে অযোধ্যা গমন
হে রাঘব রাজ্যে সেথা অভিষিক্ত হউন এখন,
আপনিই প্রভু রাম এ কুলের। ছিলাম যখন
কেকয় রাজ্যেতে আমি, বনবাসী হলেন তখন
আপনি, নৃপতি আর করিলেন স্বর্গেতে গমন।
সমুত্থিত হয়ে এবে করুন তর্পণ সম্পাদন
পিতার, করেছি লয়ে শত্রুঘ্নেরে পিতার তর্পণ
পূর্বেই সম্পন্ন আমি, প্রিয়জন করেন যে সব
বস্তুদান, পিতৃলোকে হয় তাহা অক্ষয় রাঘব
জনকের চিরদিন। শুনি তাহা হয়ে নিমগন
শোকেতে, হলেন রাম ভূপতিত, হয়ে অচেতন।
সীতা সহ ভ্রাতৃবৃন্দ লাগিলেন করিতে রোদন
বেষ্টন করিয়া রামে, লভিলেন চেতনা যখন
পুনরায়, কহিলেন করি রাম অশ্রু বিমোচন
বৃথা এই জন্ম মোর, করেছেন প্রাণ বিসর্জন
জনক শোকেতে মম। হে ভরত পারি নাই আর
করিতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এখনও যে পিতার আমার।

নাহি আর বাঞ্ছা মম বনবাস অন্তেও এখন
ফিরে যেতে অযোধ্যায়। ধরি হস্তে সুমন্ত্র তখন
গেলেন নদীর তীরে লয়ে রামে, করিয়া গাহন
মন্দাকিনী নীরে সেথা, করি হস্তে সলিল গ্রহণ
দক্ষিণাস্য হয়ে রাম কহিলেন করিয়া রোদন,
হে নৃপ শার্দুল হোক পিতৃলোক মাঝেতে এখন
মম দত্ত সুনির্মল সলিল এ হোক উপনীত
পানীয় রূপেতে তব। অনন্তর হয়ে সমুত্থিত
মন্দাকিনী নদী তীরে সর্ব ভ্রাতৃগণ সহ রাম,
পিতৃ উদ্দেশেতে পিণ্ড যথাবিধি করিলেন দান।
পিণ্ড সে বদরী আর ইঙ্গুদী ফলেতে বিনির্মিত
করি দান, কহিলেন হয়ে রাম শোকে বিচলিত
মম দত্ত পিণ্ড এই প্রীত হয়ে করুন ভক্ষণ
মহারাজ, যাহা এবে করি মোরা সকলে ভোজন।
করে থাকে নরগণ ভক্ষ্যরূপে যে দ্রব্য গ্রহণ,
করেন তাদের যত পিতৃগণ তাহাই ভক্ষণ।
পর্ণ কুটিরেতে নিজ অনন্তর করি আগমন
ভরত ও লক্ষ্মণেরে করিলেন হস্তে আবেষ্টন।
রাম দরশন আশে, হেনকালে হলো উপনীত
ভরতের সৈন্যদল, আর সব পৌরজন যত।
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে অবস্থিত তাদের তখন
সমাদর করি রাম, করিলেন প্রীতি সম্ভাষণ।
বশিষ্ঠের অনুগামী হয়ে সবে রাজ পত্নীগণ,
রাম দরশন তরে চলিলেন সকলে তখন।

কৌশল্যা নেহারি ঘাট মন্দাকিনী তীরে অনন্তর
কহিলেন সুমিত্রারে, হে সুমিত্রা, করে নিরন্তর
কতনা দুষ্কর কার্য্য রাম তরে তনয় লক্ষ্মণ

তোমার, এ নদী হতে জল সদা করে সে বহন
আমার পুত্রের লাগি, রহি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সকাশে,
আছে তার সেবারত সতত সে অনুরাগ বশে।
হেথায় ইঙ্গুদী পিণ্ড রাম হের করেছে অর্পণ
জনকের উদ্দেশেতে, করেছেন সতত গ্রহণ
মনোরম ভোগ্য বস্তু যিনি নানা, কি ভাবে এখন
করিবেন হায় তিনি হে সুমিত্রা, ইঙ্গুদী ভক্ষণ।
এ তাপস ভোজ্য রাম জনকের উদ্দেশে তাহার
করেছে প্রদান, দুঃখ এর চেয়ে কিবা আছে আর।

রামের আশ্রমে আসি অনন্তর রাজ পত্নীগণ
ভোগ বিবর্জিত রামে করিলেন সবে নিরীক্ষণ
স্বর্গচ্যুত দেব সম, হেরি তাহা সকলে তখন
শোক ভরে উচ্চরবে লাগিলেন করিতে রোদন।

আসি সন্নিকটে রাম, আসি আর বৈদেহী লক্ষ্মণ
করিলেন মাতৃগণে একে একে প্রণাম তখন
চরণ করিয়া স্পর্শ, আশীর্বাদ যত মাতৃগণ
করিলেন সে সবারে, করি সবে অশ্রু বিসর্জন।
বনবাসে কৃশা আর অশ্রুপূর্ণ নয়না সীতারে,
আলিঙ্গিয়া কন্যা সম কহিলেন কৌশল্যা তাঁহারে।

বিদেহ নৃপতি সুতা, দশরথ পুত্রবধূ হায়,
হয়ে রাম পত্নী আর সুদুর্গম অরণ্যে হেথায়
কি ভাবে এসেছ তুমি, রৌদ্রদগ্ধ পঙ্কজের মত
ধূলিময় স্বর্ণ সম, দিবাভাগে প্রভা বিরহিত
চন্দ্রমার সম ম্লান, মুখ সীতা নেহারি ...ম
শোকাগ্নিতে দগ্ধ এবে হতেছে এ হৃদয় আমার।

করি রাম অনন্তর বশিষ্ঠ সমীপে আগমন,
প্রণমি চরণে তাঁর উপবিষ্ট হলেন তখন

লয়ে তাঁরে। উপবিষ্ট হলেন ভরত আসি আর
দোঁহার পশ্চাতে সেথা, মন্ত্রীগণে লয়ে সাথে তাঁর,
লয়ে সৈন্যগণে, লয়ে শ্রেষ্ঠ পৌরজনগণে যত,
রাম সন্নিধানে আসি সকলে হলেন সম্মিলিত।
কহেন ভরত রামে বাক্য কিবা হলো। সর্বজন
উৎসুক তাহাই সেথা সবে মিলি করিতে শ্রবণ।

চিন্তামগ্ন রামে সেথা কহিলেন ভরত তখন
প্রবাসে থাকিতে আমি, করেছেন আমার কারণ
যে পাপ জননী মম, ছিলনা তা' বাঞ্ছিত আমার,
করি আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা এখন আপনার।
ধর্মের বন্ধন তরে দণ্ড যোগ্যা মাতারে আমার
না পারি করিতে হত। চাহিনা করিতে আমি আর
মৃত বৃদ্ধ নৃপতিরে, যিনি পিতা, যিনি গুরুজন
নিন্দা হেথা এ সভাতে, সর্বজন মাঝারে এখন।
এ হেন গর্হিত কাজ, স্ত্রীর প্রিয় অনুষ্ঠান তরে,
কোন্ ধর্মশীল জন করেছেন পৃথিবী ভিতরে।
অন্তকালে মতিভ্রষ্ট হয় লোক, কহে সর্ব জন,
সে কথা যথার্থ হলো, নৃপতির এ কার্য্যে এখন।
হেনরূপ মতি ভ্রংশ হয়েছে যা' অন্তিমে পিতার,
সে মতি ভ্রংশের এবে আপনি করুন প্রতিকার।
কোথায় ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথা আর অরণ্যে যাপন
কোথায় পালন রাজ্য, কোথা জটা শিরেতে ধারণ,
এ নহে উচিত তব। জ্ঞান বুদ্ধি বয়সেতে আর
যে আমি কনিষ্ঠ তব। লব রাজ্য পালনের ভার
কি ভাবে সে আমি এবে, জীবনও যে করিতে ধারণ
তব বিহনেতে আমি কোন ক্রমে হবনা সক্ষম।

বশিষ্ঠের সহ মিলি, দ্বিজগণ আর পৌরজন,
সবে হেথা অভিষিক্ত আপনারে করুন এখন।
মম জননীর এবে অপবাদ করুন ক্ষালন,
করুন হে নরবর, জনকের পাপ বিমোচন।
নতশির হয়ে আমি করিতেছি প্রার্থনা এখন
করুন আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন।
অবহেলি মোরে যদি করেন এ অরণ্যে যাপন,
আমিও তা হলে এবে অরণ্যেই রহিব এখন।
ভরতের বাক্য শুনি করিলেন প্রশংসা তাঁহার
মিলি সর্বজন সেথা, করিলেন তাঁরা সবে আর
ফিরে যেতে আযোধ্যায় অনুরোধ রামে বারবার।

সে সভার মাঝে রাম কহিলেন ভরতে তখন,
কর তুমি নরশ্রেষ্ঠ তোমার এ শোক সংবরণ।
কর সেই কাজ, পিতা করেছেন আদেশ জ্ঞাপন
করিতে তোমারে যাহা, জনকের আদেশ পালন
আমিও করিব এবে, করা আজ্ঞা লঙ্ঘন তাঁহার
উচিত নহেক মোর, তোমারও উচিত নহে আর।
কহিলেন শুনি তাহা ভরত, সংসারে কোন্‌জন
আছেন হে শত্রুজয়ী, তব সম উদার এমন।
দুঃখ কভু আপনারে না পারে করিতে বিচলিত,
সুখ আপনারে আর না পারে করিতে হরষিত।
কিন্তু আমি হে মহান বাণাহত মৃগের মতন
আপনার বিহনেতে নাহি হব বাঁচিতে সক্ষম।
কহিলেন রাম তাঁরে কথা এই শুনেছি ভরত,
করেন বিবাহ যবে পূর্বকালে নৃপ দশরথ
মাতারে তোমার, তিনি মাতামহ নিকটে তোমার
হলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শুল্করূপে রাজ্য অযোধ্যার

দিতে-তাঁরে হেন ভাবে, হলে পুত্র কন্যার তাঁহার,
করিবেন দশরথ সে পুত্রে প্রদান রাজ্যভার।
শুনেছি ইহাও আর, দেবাসুর যুদ্ধ অবসানে
সে যুদ্ধে আহত নৃপে করেন শুশ্রূষা সযতনে
জননী তোমার, তাহে নৃপতি করেন অঙ্গীকার
হে ভরত প্রদানিতে দুই বর মাতারে তোমার।
প্রতিশ্রুত বরে সেই, চাহিলেন তিনি নৃপ পাশে,
রাজত্ব লভিবে তুমি, আমি আর যাব বনবাসে।
এসেছি এ বনবাসে পিতৃসত্য রক্ষা তরে আমি,
রাজ্য ভার নিয়ে এবে পিতৃসত্য রক্ষা কর তুমি।
পৌরজন অধিপতি হে ভরত, হও অযোধ্যাতে
মৃগকুল অধিপতি হব আমি এই অরণ্যেতে।

২৪। রাম ও জাবালি

শ্রেষ্ঠ রাজনৈয়ায়িক দ্বিজবর জাবালি তখন
আশ্বাস প্রদান করি ভরতেরে, করি সম্বোধন
রামে সেথা কহিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধ বাক্য যাহা
হে রাম, তোমার বুদ্ধি সার্থক না করে যেন তাহা
সাধারণ জন সম। পিতৃবাক্য সাধ্য অনুসারে
করেছ পালন তুমি, করি রাজ্য প্রদান তোমারে
পূর্বে নৃপ, পরে তাহা করেছেন দান ভরতেরে,
নিজেই তা দান এবে করিছেন ভরত তোমারে।
করেছেন যাঁর তরে পাপ নৃপ, রাজত্ব প্রদান
তোমারে করিতে এবে সে কৈকেয়ী চাহিছেন রাম।

স্বজন গণেরে রাম, কর সুখী লয়ে রাজ্য ভার
লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর দুঃখ তুমি দূর কর আর।
কে কাহার বন্ধু হেথা, হয় সিদ্ধ কিবা প্রয়োজন
কোন্‌জন দিয়ে কার, করে একা জনম গ্রহণ
হেথা জীব, একাই সে করে মৃত্যু লোকেতে গমন
সেজন উন্মত্ত তুল্য পিতৃ মাতৃ আসক্ত যেজন।
এক গ্রাম হতে রাম যবে কেহ যায় গ্রামান্তরে,
এক গৃহ ছাড়ি পুনঃ অন্য গৃহ আশ্রয় সে করে।
পিতা, মাতা, গৃহ আর বাসস্থান হয় যে তেমন
ক্ষণিকের, তার তরে চিন্তার নাহিক প্রয়োজন।
কণ্টক আকীর্ণ পথে হে রাম করোনা বিচরণ,
অযোধ্যাতে রাজ ভোগ কর তুমি সম্ভোগ এখন।
তোমার নহেন কেহ দশরথ, তুমিও তাঁহার
নহ রাম, ভিন্ন তিনি, হও তুমি ভিন্ন ব্যক্তি আর।
প্রাণীর যা' স্বাভাবিক করেছেন সে ভাবে গমন
যথাস্থানে নরপতি, দুঃখ বৃথা করিছ এখন।
ইহলোকে করি ভোগ নানা দুঃখ ধর্মশীল যত
মৃত্যুতে বিনষ্ট হয় পুনঃ সবে, অপরেরি মত।
পিতৃ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করে লোক, হয় অপচয়
শুধুই অন্নের তাহে, অবশিষ্ট কিছু নাহি রয়
মরণের পরে রাম। হও সবে তপঃ পরায়ণ,
কর দান, কর যজ্ঞ, কর ত্যাগ, শাস্ত্র প্রণয়ন
করেছেন হেন ভাবে সুচতুর পণ্ডিতেরা যত,
নানারূপ দান কার্য্যে জনগণে করিতে নিরত।
পরলোক নাহি বলি কর রাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
পরোক্ষ ত্যজিয়া কর প্রত্যক্ষেতে বিশ্বাস স্থাপন।
চাহেন করিতে দান রাজ্য যেই ভরত এখন
তোমারে হে রঘুবর, কর তুমি সে রাজ্য গ্রহণ।

ইক্ষ্বাকু, কাকুৎস্থ, রঘু, বহু আর নৃপ শ্রেষ্ঠ যত,
ত্যজি সব হয়েছেন মৃত্যুর কবলে নিপতিত।
গিয়াছেন কোথা তাঁরা নাহি জানি সন্ধান তাহার
আছে হয়ে মোহগ্রস্ত হেন ভাবে সকল সংসার।
নাম শুধু শোনা যায় সে সবার, করে সে সবায়
বিভিন্ন স্থানেতে লোক সংস্থাপিত নিজ কল্পনায়।
জগতে কোথায় সবে কি ভাবেতে করে অবস্থান
ব্যবস্থা বিষয়ে তার সুনির্দ্দিষ্ট নাহি কিছু রাম।
কহি তাই নরশ্রেষ্ঠ, সমাগত লক্ষ্মীরে এখন,
না করি উপেক্ষা হেন কর তুমি এ রাজ্য গ্রহণ।
সে নাস্তিক্য বাদী বাক্য জাবালির করিয়া শ্রবণ
মৃদু কোপ ভরে রাম কহিলেন তাঁহারে তখন।
জীবিত থাকিতে পিতা করি বাক্য রক্ষণ তাঁহার
সে বাক্য অন্যথা আমি করিলে মৃত্যুর পরে তাঁর
কাপুরুষ বলি আমি হব সর্ব্বলোকেতে নিন্দিত,
বলা অনুচিত তব হেনরূপ বাক্য বিগর্হিত।
করুন শাসন রাজ্য ভরত, পিতার আজ্ঞা মত,
নৃপতি নিষিদ্ধ রাজ্য নহে কভু আমার বাঞ্ছিত।
মনুষ্যত্ব আছে কার, মনুষ্যত্ব বিহীন কে আর,
ব্যক্ত তাহা করে শুধু অনুষ্ঠিত আচরণ তার।
শুভ কর্ম ত্যজি আমি করিলে অশুভ অনুষ্ঠান,
এ জগৎ মাঝে মোরে কে করিবে সম্মান প্রদান।
রাজ্য অধিপতি নৃপ করেন যে রূপ আচরণ,
করে থাকে সেই রূপ আচরণ যত প্রজাগণ।
সনাতন রাজধর্ম আর রাজ্য, সত্যে প্রতিষ্ঠিত,
ত্রিলোক সতত এই সত্যেই রয়েছে অবস্থিত।
সত্যই সতত মূল দান ধর্ম পূজা তপস্যার,
সত্যই ঈশ্বর চির এ জগত মাঝে সবাকার।

সত্য বশীভূত আমি কেন নাহি করিব পালন
পিতার আদেশ এবে। বলেছেন অহিত বচন
যাহা মোরে বাক্য সেই অকল্যাণকারী চিরন্তন।
যাব বনে, পিতৃ পাশে করেছি এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ,
ভরতের বাক্য তবে করি এবে কি ভাবে পালন।
পিতৃগণে, দেবগণে, শুদ্ধ চিত্তে করি নিবেদন
বন্য ফল মূল আমি, অরণ্যেই করিব যাপন।

রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন বশিষ্ঠ তখন
পরলোক গামী হয়ে ইহলোকে পুনঃ আগমন
যে ভাবেতে করে জীব, জাবালি আছেন অবগত
সর্ব বিবরণ তার। হও যাহে ফিরিতে সম্মত
অযোধ্যায়, তারি লাগি বলেছেন বাক্য হেন মত।
ইক্ষ্বাকু বংশেতে সদা হয় রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ,
তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম, কর এবে এ রাজ্য গ্রহণ।
সনাতন কুলধর্ম আছে যাহা করোনা লঙ্ঘণ
তাহা তুমি, কর এই রত্ন পূর্ণ পৃথিবী পালন।
আচার্য্য, পিতা ও মাতা হে কাকুৎস্থ এই তিনজন,
গুরু শ্রেষ্ঠ মানুষের এ জগৎ মাঝে সর্বক্ষণ।
তোমার পিতার আমি আচার্য্য, তোমারো হই আর
আচার্য্য আমিই রাম, কর বাক্য পালন আমার।
সজ্জনের রীতি তাহা করিবেনা কিছু ব্যতিক্রম,
ভরতে মর্য্যাদা দাও করি তার বাক্য সংরক্ষণ।
গুরু বশিষ্ঠের বাক্য শুনি রাম কহিলেন তাঁরে
নানারূপে পিতা মাতা করেন পালন সন্তানেরে
যে ভাবেতে, প্রিয় বাক্যে যে ভাবে করেন সম্বোধন,
করিতে তা পরিশোধ কেহ কভু না হয় সক্ষম।

নরপতি দশরথ হে মহর্ষি, জনক আমার,
আমার উচিত নহে করা আজ্ঞা লঙ্ঘন তাঁহার।
শুনি তাহা দুঃখে অতি কহিলেন ভরত তখন,
রহি অনাহারে আমি হেথা এবে করিব শয়ন
যতক্ষণ ফিরে রাম না করেন অযোধ্যা গমন,
কহি ইহা করিলেন কুশ শয্যা মাঝেতে শয়ন।
কহিলেন রাম, বৎস কিবা আমি করেছি এমন
প্রায়োপবেশন তুমি যার লাগি করিছ এখন।
ব্রাহ্মণের কার্য্য ইহা, করা হেন প্রায়োপবেশন
নহে বিধি ক্ষত্রিয়ের, হও তুমি উত্থিত এখন।
নিদারুণ ব্রত এই করি ত্যাগ, অযোধ্যা গমন
করি এবে, জনকের বাক্য তুমি কর সংরক্ষণ।
সমবেত জনগণে কহিলেন ভরত তখন,
তোমরা কেন বা এবে করিছনা প্রার্থনা জ্ঞাপন
আর্য্য রামে, শুনি তাহা জনপদবাসী জনগণ,
পৌরজন আর যত, ভরতেরে কহিল তখন।
সত্য ধর্ম পরায়ণ রাম প্রতি শ্রদ্ধা বসে এবে
কহিতে তাঁহারে কিছু সক্ষম নহিক মোরা সবে।
পিতৃ আজ্ঞা পালনেতে রত রাম বাক্য আপনার
নাহি করিবেন রক্ষা, কিংবা বাক্য অপরের আর
নাহি শুনিবেন তিনি, ধর্মশীল সত্যে অবস্থিত
রামে মোরা নাহি হব সক্ষম করিতে বিচলিত।

২৫। ভরতের প্রত্যাবর্ত্তন

সে সবার বাক্যে রাম কহিলেন হয়ে আনন্দিত
হে বৎস, বলেছে এই জনগণ বাক্য সুসঙ্গত।
লঙ্ঘন করিতে আমি পারিবনা আদেশ পিতার,
এ মোর শপথ জানি কর স্থির কর্ত্তব্য তোমার।
বিবর্ণ বদনে হয়ে সমুত্থিত ভরত তখন,
কুশ শয্যা হতে তাঁর সলিল করিয়া পরশন,
কহিলেন সমবেত সর্বলোকে করি সম্বোধন।
দ্বিজগণ, মন্ত্রীগণ, মাতৃগণ, আর সর্বজন
কহিতেছি এবে যাহা, সবে তাহা করুন শ্রবণ।
যাচি নাই রাজ্য আমি পিতৃপাশে, মাতারে আমার
করি নাই প্ররোচিত, অবহেলা কভু আমি আর
করি নাই আর্য্য রামে, অবশ্যই করিতে পালন
হয় যদি পিতৃবাক্য, রব বনে আমিই এখন
চতুর্দশ বর্ষ তরে। শুনি তাহা বিস্ময়ে তখন
কহিলেন রাম করি' সর্বলোক পানে নিরীক্ষণ,
জীবিত থাকিতে পিতা, গচ্ছিত, বিক্রয়, কিংবা দান
করেছেন যাহা, তার ব্যতিক্রম করিতে বিধান,
আমি বা ভরত কেহ নহি কভু সক্ষম এখন,
অরণ্য বাসের মম প্রতিনিধি করিতে গ্রহণ
পারিবনা কভু আমি, গুরুজনে সেবা পরায়ণ
ভরত, কল্যাণ যাহা জানি তাহা করিবে সাধন।
বন হতে ফিরে আমি ধর্মশীল এ ভ্রাতার সনে
সম্মিলিত হয়ে পুনঃ, রব রত পৃথিবী পালনে।
কৈকেয়ীর বাক্য আমি প্রীতি ভরে করেছি গ্রহণ,
পিতারে অসত্য মুক্ত কর তুমি ভরত এখন।

মহর্ষি, দেবর্ষি আর গন্ধর্ব ও যত সিদ্ধগণ,
সে দুই ভ্রাতার বহু করিলেন প্রশংসা তখন।
আকাশেতে অবস্থিত রহি তাঁরা, রাবণ নিধন
করি অভিলাষ মনে, কহিলেন করি সম্বোধন
ভরতেরে, জ্ঞানী তুমি, সৎকুল সম্ভূত তুমি আর
হে যশস্বী, রাম বাক্য করা রক্ষা কর্ত্তব্য তোমার।
ভাবি জনকের কথা, ঋণ মুক্ত হন পিতৃপাশে
যাহে রাম, সত্য রক্ষা হয় যাহে কৈকেয়ীর পাশে
পিতার তোমার, মোরা করি ইচ্ছা তাহাই এখন,
কহি ইহা সবে তাঁরা করিলেন স্বস্থানে গমন।
সেই শুভবাক্যে রাম আনন্দিত হলেন অন্তরে,
স্খলিত বাক্যেতে আর কহিলেন ভরত তাঁহারে
যুক্তকরে পুনরায়, বিস্তীর্ণ এ রাজ্য সংরক্ষণে
নাহি শক্তি একা মম, কৃষক বাসনা করে মনে
যে ভাবে মেঘের তরে, সুহৃদ, মিত্র ও যোদ্ধৃগণ
আপনারে সেই ভাবে করিছেন কামনা এখন।
প্রজা পালনের শক্তি রয়েছে শুধুই আপনার,
করুন গ্রহণ এবে হে ধর্মজ্ঞ এই রাজ্যভার।
কহিলেন রাম তাঁরে, করি নিজ ক্রোড়ে সংস্থাপন,
বুদ্ধিতে তোমার তুমি ত্রৈলোক্য ও রক্ষিতে সক্ষম।
অমাত্য, বান্ধব আর বুদ্ধিমান মন্ত্রীগণে যত
লয়ে তুমি হে ভরত, রাজ কার্য্য কর সম্পাদিত।
হয় যদি শোভালুপ্ত চন্দ্রের, হিমাদ্রি বিচলিত,
লঙ্ঘিবনা পিতৃসত্য তবু আমি জানিও নিশ্চিত।
তোমা প্রতি স্নেহ বশে, রাজ্যলোভ বশে কিংবা আর,
করেছেন হে ভরত, কার্য্য যেই জননী তোমার,
মনে তা রেখোনা তুমি, প্রাপ্য যাহা সতত মাতার
হে ভরত, তাঁর সনে করিও সেরূপ ব্যবহার।

রামের যুগল পদ্ম করি স্পর্শ ভরত তখন,
ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে করিলেন কাতর ক্রন্দন।

করি রাম ভরতেরে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন,
বাষ্পাকুল নয়নেতে কহিলেন একথা তখন।

চাহিতে তোমার পানে শক্তি মম নাহি এবে আর,
হয়েছে শোকেতে অতি অবসন্ন হৃদয় আমার।

আমার, সীতার আর লক্ষ্মণের শপথ তোমারে
দিতেছি হে বীর, তুমি অযোধ্যায় যাও এবে ফিরে।

রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন ভরত তখন,

দুঃখ যদি হয় হেন তব প্রভো, তাহলে এখন
যাব আমি ফিরে পুনঃ, করি দান জীবন আমার,
করিব সাধন আমি প্রিয় কার্য্য এবে আপনার।

ইক্ষ্বাকুর রাজলক্ষ্মী গচ্ছিত রূপেতে সংরক্ষণ
করিব এখন আমি, করিবেন পুনঃ তা গ্রহণ
অযোধ্যায় ফিরি তাহা, হবে তাই, কহিলেন রাম
করি ভরতেরে সেথা নানা বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান।

কহিলেন ভরতেরে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন,
রামের চরণ হতে কর তাঁর পাদুকা গ্রহণ
হে ভরত এবে তুমি, পাদুকা যুগল এই তাঁর
করিবে সতত এবে রক্ষার বিধান সবাকার।

আপন চরণ হতে পাদুকা করিয়া উন্মোচন,
করিলেন ভরতেরে রাম তাহা অর্পণ তখন।

ভরত গ্রহণ করি রামের পাদুকা অনন্তর,
প্রদক্ষিণ করি রামে, স্থাপিলেন হয়ে অগ্রসর
প্রধান হস্তীর শিরে রামের সে পাদুকা যুগল,
বিদায় দিলেন রাম সর্ব্বজনে, রহি অবিচল।

হলেন অক্ষম যত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ মাতৃগণ
কহিতে তাঁহারে কিছু, করি অভিবাদন তখন
আপনি আসিয়া রাম মাতৃগণে, করিয়া রোদন
করিলেন পুনরায় আপনার কুটিরে গমন।

সৈন্যদল লয়ে, হয়ে ভরত পথেতে অগ্রসর,
হেরিলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অনন্তর।
পশি আশ্রমেতে সেই ভরত প্রণমি মুনিবরে,
সর্ব বিবরণ সেথা করিলেন জ্ঞাপন তাঁহারে।
করিলেন অনন্তর শৃঙ্গবের পুরে আগমন,
সেথা হতে পুনরায় করিলেন অযোধ্যা গমন।
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর রবে ভরতেরে লয়ে পুনরায়,
করিল প্রবেশ আসি ভরতের রথ অযোধ্যায়।
কৃষ্ণপক্ষে অতি ঘোর অন্ধকার নিশির মতন
প্রভাহীন পুরী সেই হেরিলেন ভরত তখন।
করি সেথা অনন্তর, পিতৃহীন ভবনে গমন
করি আর মাতৃগণে ভরত সেথায় সংস্থাপন
কহিলেন গুরুগণে, নন্দীগ্রামে করিব গমন
এবে আমি, যেতে সেথা সর্বজনে করি আবাহন।
রামের বিপুল দুঃখ ভোগ আমি করিব সেথায়,
করিব পালন রাজ্য রহি আমি তাঁর প্রতীক্ষায়।
কহিলেন ভরতেরে বশিষ্ঠ ও যত মন্ত্রীগণ,
তোমারি যোগ্য এ কথা, এবে ভ্রাতৃ স্নেহ নিবন্ধন,
শ্লাঘা যোগ্য বাক্য এই যাহা তুমি কহিলে এখন,
করিতেছি তাহে মোরা হে ভরত, সম্মতি জ্ঞাপন।
ভরত শত্রুঘ্নে লয়ে রথেতে করিয়া আরোহণ,
নন্দীগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হলেন তখন।

বশিষ্ঠ ও দ্বিজকুল, মন্ত্রীগণ, পৌরজন আর
সৈন্যগণ মিলি যত, গেল সবে সঙ্গেতে তাঁহার।
পশিলেন অনন্তর নন্দীগ্রামে ভরত যখন,
রামের পাদুকা করি মস্তকেতে ধারণ তখন
করিলেন তিনি তাহা নন্দীগ্রামে আনি সংস্থাপন,
কহিলেন আর, যত প্রজাগণে করি সম্বোধন,
তোমরা সকলে এবে রাজছত্র কর আনয়ন,
পাদুকা যুগলে এই কর সবে সে ছত্র ধারণ।
ইহাই জানিও এবে রাজ্য এই করিবে শাসন,
করেছেন ভ্রাতৃ স্নেহে রাম এই পাদুকা অর্পণ।
প্রতিনিধিরূপে তাঁর এবে ইহা করিব রক্ষণ
যতদিন ফিরে রাম হেথা না করেন আগমন।
ফিরিলে হেথায় রাম হবে মোর পাপ বিমোচন,
করি তাঁরে রাজ্য আর এ যুগল পাদুকা অর্পণ।
দীন ভাবে কহি ইহা, নন্দীগ্রামে ভরত তখন
মন্ত্রীগণ সহ রাজ্য লাগিলেন করিতে পালন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

১। দণ্ডকারণ্যে রাম

রাম সন্নিধান হতে করিলেন যখন প্রয়াণ
ভরত, সে হেন কালে তপোবনে বাস করি রাম
হেরিলেন ঋষিগণে উদ্বেগেতে ব্যাকুল অন্তর
অন্যত্র গমন তরে হয়েছেন সকলে তৎপর।
শঙ্কিত সে ঋষিগণ বারবার চাহি রাম পানে,
বলিছেন মৃদুস্বরে নানা কথা অতি সংগোপনে।
উৎকণ্ঠিত হয়ে রাম কহিলেন একথা তখন
কুলপতি ঋষিবরে, আমার কোনও আচরণ
হয়েছে কি দোষ দুষ্ট বলুন আমারে ভগবন্।
করেছেন অন্যায় কি কোন ভাবে অনুজ লক্ষ্মণ,
তপস্বিনীগণে সীতা শুশ্রূষা কি আগের মতন
নাহি করিছেন এবে। কহিলেন তাঁহারে তখন
জরাজীর্ণ ঋষিবর, করনি অন্যায় আচরণ
তুমি কিংবা সীতাদেবী, ভ্রাতা আর তোমার লক্ষ্মণ
লক্ষ্মণের সদাচারে তুষ্ট হেথা যত ঋষিগণ,
ভাবি ঋষিগণে তুমি গুরু সম কর আচরণ।
মহাকুলে সমুদ্ভুতা কল্যাণী সীতার মাঝে রাম,
বিন্দুমাত্র চপলতা কভু নাহি করে অবস্থান।
হে বৎস, রাক্ষসগণ করিতেছে বিঘ্ন উৎপাদন
নানা ভাবে এই স্থানে, সেহেতু উদ্বিগ্ন ঋষিগণ।
খর নামে রাবণের ভ্রাতা এক রয়েছে এখানে,
করে সে পীড়ন যত জনস্থান বাসী ঋষিগণে।

তোমার উপরে আছে বিশেষ আক্রোশ তার রাম,
চাহেনা সে কর তুমি হে বৎস, হেথায় অবস্থান।
যে অবধি বাস তুমি করিতেছ আসি এ আশ্রমে,
সে অবধি করিছে সে উৎপীড়িত যত ঋষিগণে।
করে সে অশুচি সব যজ্ঞ দ্রব্য, যত রক্ষগণ
করে থাকে ঋষিগণে নানা রূপে ভীতি প্রদর্শন।
ফলে পূর্ণ বনে এক কিছু দূরে, যেতে হেথা হতে
করেছি বাসনা তাই, তোমরাও এস এবে সাথে।
কহি ইহা কুলপতি, সঙ্গে লয়ে ঋষিগণে যত,
হলেন আশ্রম সেই পরিত্যাগ করি বহির্গত।

আশ্রম তপস্বীগণ করি ত্যাগ গেলেন যখন,
নাহি চাহিলেন রাম বাস সেথা করিতে তখন।
ভাবিলেন তিনি, যত পুরবাসী আর মাতৃগণে,
ভরতের সহ আমি দর্শন করেছি এই স্থানে,
তাঁহাদের তরে আমি শোকাচ্ছন্ন আছি মনে মনে।
ভাবি ইহা লয়ে রাম, সীতা, আর লক্ষ্মণেরে সাথে,
গেলেন সে স্থান ত্যজি মহামুনি অত্রি আশ্রমেতে।
অত্রির আশ্রমে তাঁরা উপস্থিত হলেন যখন,
গ্রহণ তাঁদেরে তিনি করিলেন সাদরে তখন।
অনসূয়া নামে তাঁর তাপসী পত্নীরে অনন্তর
কহিলেন আহ্বানিয়া কথা এই অত্রি মুনিবর।
রাম পত্নী বৈদেহীরে ভোজ্য বস্তু প্রদান এখন
কর তুমি সমাদরে, করি তাঁরে হেথায় গ্রহণ।
কহিলেন অনন্তর রামে অত্রি পত্নীর বারতা,
হে রাম, হেরিবে এঁরে হের তুমি জননীরে যথা।
করেছেন দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা নিরন্তর
সদা ইনি, দশবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়ে রঘুবর

হয়েছিল দগ্ধ যবে ধরা এই, নিজ তপোবলে
করেন তখন ইনি ধরণীরে পূর্ণ ফলে মূলে।
এ ব্রহ্মচারিণী শুদ্ধা তপস্বিনী হে রঘুনন্দন,
করেছিলা জাহ্নবীরে নিজের নিকটে আনয়ন,
পূজ্যা এ তাপসী পাশে এবে সীতা করুন গমন।
বার্দ্ধক্যেতে শিথিলাঙ্গী, শুভ্রকেশ, শীর্ণ কলেবর
অনসূয়া পাশে হয়ে উপনীত তখন সত্বর
করিলেন সীতা দেবী শ্রদ্ধাভরে তাঁহারে প্রণাম,
কহিলেন তাঁরে আর, হে দেবী, মৈথিলী মম নাম।
অনসূয়া করি সেথা মহাভাগা সীতারে দর্শন,
কহিলেন, ভাগ্যবশে ধর্ম তুমি করিছ পালন।
হে মৈথিলী করি ত্যাগ, সর্ব সুখ সর্ব পরিজন,
প্রীতিবশে পতি সনে বনেতে করেছ আগমন।
ভাগ্যবান হোন কিংবা হোন পতি ভাগ্যহীন অতি,
সাধ্বী স্ত্রীগণের সীতা, পরম দেবতা জেনো পতি।
স্বামীর অধিক বন্ধু নাহি আর কুলস্ত্রীগণের,
পতিই ভর্ত্তা ও গতি, পতিই যে গুরু তাহাদের।
পতিব্রতা নারী সম পতিব্রত্যে রহি সদা স্থির
এ অরণ্যে হও তুমি সহধর্মচারিণী পতির।
বলিলেন সীতা তাঁরে, কহিলেন আপনার মত
পূজনীয়া যাহা মোরে কথা সেই অতি সুসঙ্গত,
পতি যে নারীর গতি আমিও তা আছি সুবিদিত।
সদাচার বিবর্জিত পতি আর্য্যে, হলেও আমার,
বিচলিত নাহি হয়ে করিব সতত সেবা তাঁর।
নানা গুণে গুণবান প্রিয় সদা পিতা ও মাতার
দয়াবান্, শ্লাঘ্য অতি, অনুরাগ সদা স্থায়ী যাঁর,
জিতেন্দ্রিয়, ধর্মশীল পতি যিনি, করিব তাঁহার
সেবা আমি, বিশেষত্ব তার মাঝে কিবা আছে আর।

কৌশল্যা মাতারে নিজ সদা রাম দেখেন যে ভাবে
দেখেন যে ভাবে তিনি নৃপতির অন্য পত্নী সবে।
বনে আগমন কালে দিয়েছিলা উপদেশ যাহা
শ্বশ্রূ মোর, মনে মম বিরাজিত আছে দেবী, তাহা।
বলেছেন মাতা মম পূর্বে যাহা বিবাহ কালেতে,
সেই সব কথা তাঁর আছে সদা মম অন্তরেতে।
আপনার কথা শুনি মনে তা' পড়িছে বারবার,
পতির শুশ্রূষা ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর।
সাবিত্রী ও অরুন্ধতী পতি সেবা করি অনুক্ষণ,
সকলের পূজ্যা হয়ে করেছেন স্বর্গেতে গমন।
কহিলেন হয়ে হৃষ্ট মস্তক আঘ্রাণ করি তাঁর
অনসূয়া, প্রিয় কার্য্য বল কিবা করিব তোমার।
দীর্ঘকাল সুকঠোর তপস্যা করেছি আমি সীতে,
সেই তপোবলে আমি তোমারে চাহি যে বর দিতে।
কহিলেন সীতা তাঁরে করেছেন সব তো আপনি
যা' কিছু করার মোরে। বৈদেহীর কথা সেই শুনি
করি অতি প্রীতিলাভ কহিলেন অনসূয়া তাঁরে
নানা অঙ্গরাগে আমি বিভূষিতা করিব তোমারে।
চিরস্থায়ী হবে জেনো মাঙ্গলিক সেই আভরণ,
পতির পরম প্রীতি তাহে তুমি করিবে সাধন।
অনসূয়া দত্ত বহু অঙ্গরাগ, বস্ত্র ও ভূষণ,
প্রসন্ন হৃদয়ে সীতা করিলেন গ্রহণ তখন।
প্রীতিদান সেই সব করি সীতা গ্রহণ সাদরে
অনসূয়া পাশে আসি বসিলেন প্রহৃষ্ট অন্তরে।
কহিলেন অনসূয়া, স্বয়ম্বর বারতা তোমার
জানি আমি, বল তবু পুনঃ তাহা নিকটে আমার।
বিস্তারিত ভাবে তুমি। কহিলেন জানকী তাঁহারে
একদিন মম পিতা জনক, লাঙ্গল সহকারে

কর্ষণ করিতে তাঁর যজ্ঞ ভূমি গেলেন যখন
ঊর্দ্ধে সেথা আকাশেতে করিলেন দর্শন তখন
অপ্সরা স্বরূপা অতি মেনকারে, নেহারি তাঁহারে
ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পিতা ভাবিলেন একথা অন্তরে
এ অপ্সরা হতে যদি হত এক সন্তান আমার
অপত্য বিহীন মোর হত তবে মহা উপকার।
দৈববানী হেনকালে হলো এই, এ মেনকা হতে
লভিবে অপত্য তুমি, ইহারি সদৃশ সৌন্দর্য্যেতে।
অনন্তর যজ্ঞ ভূমি লাগিলেন করিতে কর্ষণ
যবে পিতা, ধরা ভেদি সমুত্থিত হলাম তখন
ধূলি সমাচ্ছন্ন আমি, করি ক্ষুদ্র মুষ্টি সঞ্চালিত,
করিলেন স্নেহে মোরে পিতা তাঁর ক্রোড়ে সংস্থাপিত।
দৈববানী সে সময়ে শোনা গেল এ হেন আবার,
অপ্সরা মেনকা হতে এ তোমার মানসী কন্যার
উৎপত্তি হয়েছে জেনো, হে জনক, সৌন্দর্য্যশালিনী
তোমার এ কন্যা হবে ত্রিলোকেতে অতি যশস্বিনী।
সীতা (১) হতে সমুদ্ভূত কন্যা এই হবে সীতা নামে
সুবিখ্যাত। নিয়ে মোরে আসি পিতা আপন ভবনে
জ্যেষ্ঠা পত্নী হস্তে তাঁর করিলেন আমারে অর্পণ,
মোরে তিনি মাতৃসম করিলেন সস্নেহে পালন।
হলাম বিবাহযোগ্যা যবে আমি, হলেন তখন
চিন্তান্বিত পিতা মোর, যোগ্য পাত্র আমার মতন।
অযোনিজা কন্যা তরে কোথাও না করি দরশন
হলেন জনক মোর চিন্তাভারে ব্যাকুলিত মন।
চিন্তা করি মনে পিতা ভাবিলেন একথা তখন,
দুহিতা সীতারে আমি স্বয়ংবরা করার এখন।

---

(১) সীতা— হলরেখা

পুরাকালে জনকেরে করেন শঙ্কর ভগবান
অক্ষয় তূণীর সহ সুবিশাল ধনু এক দান।
শত বলবান যুবা করিতে সে ধনুক বহন,
একা কারো নাহি ছিল শক্তি তাহা করিতে ধারণ।
কহিলেন পিতা তাঁর মন্ত্রীগণে করি আবাহন
করিবেন জ্যা (১) আরোপ এ ধনুতে একাকী যে জন,
করিব তাঁহার হস্তে আমি মম সীতা সমর্পণ।
আনিলেন বহু নৃপে করি পিতা আহ্বান সাদরে,
অসমর্থ হয়ে তাঁরা জ্যা আরোপে, বিষণ্ণ অন্তরে
গেলেন স্বস্থানে ফিরি। অনন্তর বহুদিন পরে
বিশ্বামিত্র সহ রাম আসিলেন মিথিলা নগরে।
চাহিলেন অনন্তর করি অভিবাদন পিতারে
দর্শন করিতে ধনু, পিতা তাহা দেখালেন তাঁরে।
তুলি একা ধনু সেই, জ্যা তাহাতে করি আরোপণ,
করিলেন ভগ্ন রাম সে ধনুক, বজ্রের মতন
হলো শব্দ তাহে সেথা, সংজ্ঞাহীন হলো সর্বজন,
রহিলেন স্থির শুধু পিতা আর রাম ও লক্ষ্মণ।
চাহিলেন পিতা মোরে রাম হস্তে করিতে অর্পণ,
দশরথ অভিপ্রায় নাহি জানি, সম্মতি জ্ঞাপন
নাহি করিলেন রাম। অনন্তর করি আবাহন
নৃপতি শ্বশুরে মম, পিতা মোরে করিলা অর্পণ
রাম হস্তে, লক্ষ্মণেরে করিলেন সমর্পণ আর
কনিষ্ঠা ঊর্মিলা নামে রূপবতী ভগ্নীরে আমার।
ধনুর্ভঙ্গকারী রামে যবে পিতা করিলেন দান
পতি অনুরক্তা আমি সে অবধি আছি অবিরাম।

মৈথিলীর সুমধুর বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ
বাহু যুগলেতে তাঁরে করিলেন স্নেহে আলিঙ্গন

জ্যা—ধনুকের ছিলা

অত্রিপত্নী অনসূয়া। কহিলেন অনন্তর তাঁরে,
মধুর ভাষিণী সীতা, যাহা তুমি কহিলে আমারে
পরিতুষ্ট তাহে অতি এবে আমি হয়েছি অন্তরে।
হের এবে অস্তাচলে করেছেন গমন তপন,
গ্রহ নক্ষত্রাদি লয়ে রজনী করেছে আগমন।
আহার সংগ্রহ তরে সারাদিন করি বিচরণ
ফিরি নীড়ে, শব্দ নানা করিছে বিবিধ পক্ষীগণ।
সান্ধ্য স্নান করি হের জলসিক্ত বল্কলে এখন
কলস হস্তেতে লয়ে ফিরিছেন যত মুনিগণ।
কপোত কণ্ঠের সম রক্তবর্ণ ধূম বিনির্গত
হতেছে হোমাগ্নি হতে, চারিদিকে বৃক্ষ সব যত
ঘনীভূত হয়ে যেন শোভিতেছে পর্বতের মত
নিশাচর প্রাণী যত করিছে সর্বত্র সঞ্চরণ
তপোবন মৃগ যত বেদী মাঝে করেছে শয়ন।
নক্ষত্র মণ্ডিতা নিশা এখন হয়েছে সমাগত
জ্যোৎস্নাময় চন্দ্র হের আকাশেতে এবে বিরাজিত।
গমন এখন তুমি কর সীতা রাম সন্নিধানে,
বিভূষিত হও তুমি মম দত্ত বসন ভূষণে।
সুসজ্জিতা হয়ে সীতা সে প্রীতির দানে অনন্তর
প্রণমিয়া তাপসীরে রাম পাশে গেলেন সত্বর।
অনসূয়া দত্ত দানে বৈদেহীরে করি দরশন
সজ্জিত, হলেন অতি আনন্দিত রাম ও লক্ষ্মণ।
সেই দিন রাত্রি সেথা যাপন করিয়া অনন্তর,
প্রভাতে উত্থান করি জ্ঞাপন করিলা রঘুবর
বনান্তরে গমনের ইচ্ছা তাঁর অত্রি মুনিবরে,
রামের সে কথা শুনি মুনিবর কহিলেন তাঁরে,
করে এ অরণ্যে বাস রাক্ষস ও হিংস্র জন্তু যত,
তপস্বীগণেরে তারা হত্যা রাম করে অবিরত।

সে সবারে কর তুমি রক্ষা এবে, যত মুনিগণ,
ফল আহরণ তরে এই পথে করেন গমন।
এ পথ দিয়েই তুমি কর এবে গমন বনেতে,
করি আশা যথাকালে পাব পুনঃ তোমারে দেখিতে।
ভার্য্যা আর ভ্রাতা সহ করিলেন গমন তখন
বনে রাম, পশে সূর্য্য মেঘপুঞ্জ মাঝারে যেমন।
দণ্ডক অরণ্য মাঝে অনন্তর করিয়া গমন
করিলেন রাম নানা তাপস আশ্রম দরশন।
কুশ আর বল্কলেতে সে সব আশ্রম পরিবৃত,
নির্মল পবিত্র অতি যজ্ঞশালা সমূহে শোভিত।
স্বাদু ফল বৃক্ষ আর রম্য পুষ্পতরু সমন্বিত
সে সব আশ্রম ছিল নানা সরোবরে সুশোভিত।
ফলমূল ভোজী যত জিতেন্দ্রিয় মুনি ঋষিগণ,
ছিলেন সেথায়, করি পরিধান বল্কল বসন।
হোম সমন্বিত আর শুভ বেদধ্বনি নিনাদিত
আশ্রমে, ছিলেন সব সূর্য্য প্রভ মুনিগণ যত।
নেহারি সে মুনিগণে জ্যা রাঘব করি উন্মোচন
ধনু হতে, করিলেন তাঁহাদের নিকটে গমন।
রাম সীতা লক্ষ্মণেরে মুনিগণ করি দরশন,
মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে করিলেন সাদরে গ্রহণ।
রামের সৌন্দর্য্য তাঁরা লাগিলেন করিতে দর্শন
বিস্ময়ে, লক্ষ্মন আর সীতারেও যত মুনিগণ
লাগিলেন নিরখিতে। অনন্তর বসবাস তরে
পর্ণশালা মাঝে এক মুনিগণ নিলেন সবারে।
বন্য ফল মূল পুষ্প বহু তাঁরা করি আনয়ন,
করিলেন সমাদরে রঘুবরে প্রদান তখন।
কহিলেন অনন্তর, পিতৃতুল্য তুমি যে সবার,
ধর্ম তুমি, সখা তুমি, দণ্ডধর রাজা তুমি আর।

ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ স্বরূপেতে, করেন সতত
রক্ষা রাজা প্রজাগণে, তাই শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু যত
নৃপতি করেন ভোগ। থাক রাজ্যে, অথবা কাননে,
তুমিই মোদের রাজা কর রক্ষা সবারে এখানে।
তোমার কর্ত্তব্য জেনো করা রক্ষা মোদের সতত,
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ মোরা নাহি হতে পারি রত।
প্রাণী নিগ্রহেতে কভু, তাই তপঃ সর্বস্ব মোদের
কর রক্ষা তুমি রাম। কথা এই কহিয়া রামেরে
করিলেন যথাবিধি অর্চনা তাঁহারে মুনিগণ,
করিলেন রাত্রিবাস সেথা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ।

২। বিরাধ নিধন

মুনিগণ হতে করি সূর্য্যোদয়ে বিদায় গ্রহণ
করিলেন পুনঃ রাম সুগভীর অরণ্যে গমন।
ব্যাঘ্র মৃগ আদি বহু পশুতে পূরিত সেই বন,
ছিল সেথা নানা প্রাণী, হংস আদি নানা পক্ষীগণ।
জলাশয় সুবিশাল করিলেন সেথা দরশন,
ঝিল্লী রবে নিনাদিত ছিল সেই বিশাল কানন।
ভীষণ দর্শন এক গিরিশৃঙ্গ সম কলেবর,
পশু হন্তা রাক্ষসেরে হেরিলেন সেথা রঘুবর,
নয়ন বিকৃত তার, বক্র নাসা, লম্বিত উদর।
শূলাগ্রেতে ছিল তার অষ্ট সিংহ, গজ মুণ্ড আর,
বদন বিস্তৃত অতি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানে তার।
রাম সীতা লক্ষ্মণেরে নেহারি সে হলো প্রধাবিত
নিকটে তাঁদের, করি চীৎকারে ধরনী প্রকম্পিত।

অনন্তর সীতারে সে নিয়ে ক্রোড়ে. গিয়ে কিছু দূরে,
কহিল, স্ত্রীলোক সহ এ দণ্ডক অরণ্য ভিতরে
করেছ প্রবেশ এবে কে তোমরা, জটাচীর ধারী
ক্ষীণজীবী তুইজন লয়ে সঙ্গে একমাত্র নারী।
তপস্বীগণের মাঝে মুনিবৃত্তি করিতে দূষিত
কি ভাবে এসেছ হেথা, বিরাধ নামেতে পরিচিত
ভীষণ রাক্ষস আমি অস্ত্র সহ করি বিচরণ
বনে এই, ঋষিমাংস করি আমি সতত ভক্ষণ,
কে তোমরা কহ মোরে। শুনি তাহা তাহারে তখন
কহিলেন রাম, মোরা দশরথ পুত্র তুইজন,
রাম ও লক্ষ্মণ নামে, ক্ষত্র মোরা উচ্চবংশ জাত,
বনবাসী এবে মোরা, কে তুমি তা হতে সুবিদিত
চাহি মোরা, করি হেন সুবিশাল আকার ধারণ,
পাপাচার তরে কেন দণ্ডকে করিছ বিচরণ।
কহিল সে, কাল নামে রাক্ষসের পুত্র আমি রাম,
আমার জননী যিনি, শতহ্রদা জেনো তাঁর নাম।
ত্যজি এই প্রমদারে হেথা হতে কর পলায়ন,
করিবনা তবে আমি তোমাদের বিনাশ জীবন।
হবে এ সুন্দরী নারী ভার্য্যা মম, যদি দোঁহে এবে
নাহি কর পলায়ন, রুধির করিব পান তবে
হেথা আমি তোমাদের। শুনি তার সেই কথা সীতা,
কদলী বৃক্ষের সম ভয়ে অতি হলেন কম্পিতা।

বিরাধের অঙ্কস্থিতা হেরি রাম ভীতা বৈদেহীরে
পরিশুষ্ক মুখে অতি কহিলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে।
দশরথ পুত্রবধূ, মম ভার্য্যা, জনক তুহিতা,
সুখে সংবর্দ্ধিতা অতি, যশস্বিনী, মনস্বিনী সীতা,

বিরাধের ক্রোড়ে এবে অবস্থিত কর দরশন,
মাতা কৈকেয়ীর যাহা অভিপ্রেত হলো তা পূরণ।
হন নাই তুষ্ট তিনি শুধু রাজ্য লভি পুত্র তরে,
করেছেন অবশেষে বনেতেও প্রেরণ আমারে।

কনিষ্ঠা মাতার মম বাঞ্ছা পূর্ণ হউক এখন,
সীতা এবে পরস্পৃষ্টা, তার চেয়ে কিছুই লক্ষ্মণ
দুঃখ বেশী নাহি মোর, পিতৃ মৃত্যু, রাজ্য নাশ আর
সীতার এ অবস্থাতে, মন অতি ব্যাকুল আমার।

বাষ্পাকুল হয়ে রাম কহিলেণ একথা যখন,
ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সম কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
থাকিতে আমার মত আপনার আজ্ঞাবহ জন,
অনাথের সম কেন হতেছেন ব্যাকুল এমন।

মম বাণে হত এই রাক্ষসের রুধির এখন
করিবেন পান ধরা যুদ্ধে অন্ত, করুন দর্শন।

কহি ইহা রঘুবরে, করিলেন নিক্ষেপ তখন
স্বর্ণপুঙ্খ সপ্তশর বিরাধের দেহেতে লক্ষ্মণ।

ভীষণ চীৎকার করি, শূল এক করিয়া গ্রহণ
লক্ষ্মণেরে করি লক্ষ্য নিক্ষেপিল বিরাধ তখন।

বজ্রতূল্য শূল সেই দুই বাণ করি বরিষণ,
অস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ রাম করিলেন সত্বর ছেদন।

বিরাধের বক্ষ রাম তৃতীয় শরেতে অনন্তর
করিলেন বিদ্ধ, হলো নিপতিত ধরণী উপর
বিরাধ রাক্ষস তাহে। সীতারে নিক্ষেপ করি দূরে,
রুধির বমন করি অনন্তর কহিল রামেরে।

করেছেন যবে রাম, এ অরণ্য মাঝে আগমন,
জেনেছি তখনি আমি আপনার সর্ব বিবরণ।

হে রাম, করিতে আমি আপনার ক্রোধ উৎপাদন,
করেছি হেথায় এবে হেন ভাবে সীতারে হরণ।

হে রাম, গন্ধর্ব আমি পরিচিত চমরু নামেতে,
লভেছি রাক্ষসদেহ হেন রূপ কুবের শাপেতে।

অভিশাপ দিয়ে মোরে কহিলেন কুবের আমারে,
রাম হস্তে হলে হত স্বস্থানে আসিবে পুনঃ ফিরে।

রম্ভাতে আসক্ত হয়ে করি নাই সেবা আমি তাঁরে,
সে হেতু দিলেন তিনি অভিশাপ এহেন আমারে।

আপনার প্রসাদেতে শাপমুক্ত হলাম এখন,
হোক তব শুভ, এবে স্বস্থানেতে করিব গমন।

অর্দ্ধেক যোজন দূরে হেথা হতে রয়েছে আশ্রম
শরভঙ্গ মহর্ষির, তাঁর কাছে করুন এখন
গমন এ স্থান হতে, করিবেন মঙ্গল বিধান
তিনি তব, গর্ত্তে এক নিক্ষেপ করুন এবে রাম
মম এই কলেবর। কহি ইহা করিয়া ধারণ
দিব্যরূপ সে বিরাধ, স্বর্গলোকে করিল গমন।

খনন গভীর গর্ত্ত করি সেথা লক্ষ্মণ তখন,
বিরাধের কলেবর করিলেন তাহাতে স্থাপন।

সীতারে আশ্বস্ত করি কহিলেন লক্ষ্মণে তখন
রঘুবর, হে লক্ষ্মণ বন এই অতি সুদুর্গম।

বলেছে বিরাধ যাহা, সেই কথা অনুসারে এবে
শরভঙ্গ আশ্রমেতে গমন করিব মোরা সবে।

৩। শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ম ঋষির আশ্রম

শরভঙ্গ মহর্ষির আশ্রম সমীপে অনন্তর,
গেলেন লক্ষ্মন আর বৈদেহীরে লয়ে রঘুবর।
হেরিলেন গিয়ে সেথা বিশুদ্ধাত্মা শরভঙ্গ পাশে,
দিব্য প্রভাময় এক পুরুষেরে তাঁহার সকাশে।
আছেন না করি তিনি ভূমিস্পর্শ সেথা অবস্থিত,
আছেন পুরুষ আরো করি সবে তাঁহারে বেষ্টিত।
হরিৎবরণ অশ্ব সমন্বিত রথ আকাশেতে
অবস্থিত আছে এক, রঘুবর পেলেন দেখিতে।
কহিলেন রাম, আমি কথা এই শুনেছি লক্ষ্মণ,
দেবেন্দ্রের অশ্ব যত, সব তারা হরিৎ বরণ।
কুণ্ডল ধারণ করি খড়্গ হস্তে যে পুরুষগণ
রথের পাশেতে ওই করিছেন এবে বিচরণ,
পঞ্চবিংশ বর্ষ সম মনে হয় বয়স লক্ষ্মণ
তাঁহাদের, এ বয়সে থাকেন সতত দেবগণ
শুনেছি এ হেন আমি। সীতাসহ রহ অবস্থিত
হেথা তুমি, কে ইনি তা' আসি আমি হয়ে অবগত।
হেরিলেন ইন্দ্র যবে রামেরে করিতে আগমন
দেবতাগণেরে যত কহিলেন এ কথা তখন,
রাম হেথা না আসিতে প্রস্থান করিব হেথা হতে,
দুষ্কর মহৎ কার্য্য হবে এঁর সাধন করিতে।
সে দুষ্কর কার্য্য রাম করিবেন সাধন যখন
করিব তাঁহারে আমি দরশন প্রদান তখন।
কহি ইহা, শরভঙ্গে সম্মান করিয়া প্রদর্শন,
হরিৎবরণ অশ্ব সমন্বিত রথে আরোহণ
করি ইন্দ্র, সেথা হতে করিলেন সদলে গমন।

গেলেন সে স্থান হতে যবে ইন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণে
তখন সঙ্গেতে লয়ে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে
প্রবেশ করিয়া রাম, চরণ গ্রহণ করি তাঁর
অভ্যর্থনা করি লাভ, বসিলেন নিকটে তাঁহার।
কহিলেন শরভঙ্গ, হে রাম, কঠোর তপস্যায়,
লভেছি দুর্লভ লোক যাহা আমি, আমারে সেথায়
নিয়ে যেতে দেবরাজ করেছিলা হেথা আগমন,
কিন্তু জানিতাম আমি হেথা তুমি আসিবে এখন।
তোমা সম প্রিয়জনে নাহি হেরি করিতে গমন
চাহি নাই আমি রাম, তপোবলে করেছি অর্জ্জন
যে দুর্লভ লোক আমি, এবে তুমি কর তা' গ্রহণ।
কহিলেন রাম তাঁরে, হে মহর্ষি নিজ প্রচেষ্টাতে
লভিব যা, চাহি আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিতে।
কিন্তু বন মাঝে এই আমাদের তরে ভগবন্
করুন নির্দ্দিষ্ট স্থান, চাহি শুধু ইহাই এখন।
কহিলেন শরভঙ্গ, হে রাম সুতীক্ষ্ণ তপোধন,
রয়েছেন যথা, এবে কর তুমি সেথায় গমন,
তাঁহার আশ্রমে যেতে পথ ওই কর দরশন।
যতক্ষণ বিসর্জন নাহি করি অনলেতে আমি
দেহ মম, ততক্ষণ অবস্থান কর হেথা তুমি।
মন্ত্র সহ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করি অনন্তর,
করিলেন সে অগ্নিতে প্রবেশ সেথায় মুনিবর।
অস্থি, রোম, নখ, ত্বক, মাংস, মেদ, রুধিরাদি আর,
অনল মাঝারে সেই হলো দগ্ধ তখন তাঁহার।
করি শেষে ঋষিবর সে অনল হতে সমুত্থান,
নবীন কুমার সম করিলেন সেথা অবস্থান।
দেবলোক অতিক্রমি, ব্রহ্মলোক মাঝেতে তখন,
মহাঋষি শরভঙ্গ করিলেন আনন্দে গমন।

ব্রহ্মলোকে শরভঙ্গ করিলেন গমন যখন,
আসিলেন নানা মুনি রাম পাশে সেথায় তখন।
বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট আর
অন্য নানা ঋষিগণ আসিলেন সম্মুখে তাঁহার।
কহিলেন রামে তাঁরা, প্রভু তুমি সর্ব মানবের
পিতার আদেশে এবে এসেছ দুর্গম কাননের
অভ্যন্তর মাঝে তুমি। প্রজা হতে নৃপতি যেমন
গ্রহণ করেন কর, রক্ষা তাঁরে করেন তেমন।
দুর্বুদ্ধি নৃপতি যেই, না করেন রক্ষা প্রজাগণে,
সর্বজন মাঝে সদা হয় তাঁর নিন্দা এ ভুবনে।
যে নৃপতি প্রজাগণে পুত্র সম করেন রক্ষন,
থাকি সুখে, অনন্তর ইন্দ্রলোকে করেন গমন।
সুরক্ষিত হয়ে সবে নৃপ হতে, ধর্ম আচরণ
করি সদা, করে তাঁরে করদান যত প্রজাগণ।
এ বনে রাক্ষসকুল সতত করিছে উৎপীড়ন
মুনিগণে, তাই তাঁরা চাহিছেন করিতে গ্রহণ
তোমার শরণ রাম। রক্ষকুল করেছে নিধন
যেই সব মুনিগণে, কর দেহ তাঁদের দর্শন।
চিত্রকূট, পম্পা আর মন্দাকিনী তীরে অবস্থিত
মুনিগণে. রক্ষকুল সতত করিছে উৎপীড়িত।
হয়েছি এখন মোরা সহ্য তাহা করিতে অক্ষম,
নিতেছি সে হেতু রাম তাই সবে তোমার শরণ।
নিজ ভুজবলে তুমি হও এবে রক্ষক মোদের,
শূরত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ জেনো নৃপতিগণের।
কহিলেন রাম, নহে একথা সঙ্গত মুনিগণ,
আমরাই হেথা এবে মুনিদের নিয়েছি শরণ।
দৈবক্রমে তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি তরে সমাগত
হয়েছি দণ্ডকে এই, করি যত রাক্ষসে নিহত,

রক্ষা যদি পারি আমি করিতে সকল মুনিগণে,
তবেই সফল হবে আসা মোর দণ্ডক কাননে।
এ হেন ভাবেতে করি মুনিগণে অভয় প্রদান,
করিলেন যাত্রা শেষে সুতীক্ষ্ন আশ্রম পানে রাম।
বহুদূর পথ তাঁরা অনন্তর করি অতিক্রম,
পর্বতে অরণ্যে এক হেরিলেন সুতীক্ষ্ন আশ্রম।
পশি সে আশ্রমে রাম করিলেন প্রণাম যখন
সুতীক্ষ্নেরে, করিলেন স্নেহ ভরে গাঢ় আলিঙ্গন
সুতীক্ষ্ন তখন রামে। কহিলেন তাঁরে অনন্তর,
হয়েছ যে রাজ্যভ্রষ্ট সে কথা শুনেছি রঘুবর'

তোমারি প্রতীক্ষা করি জরাজীর্ণ এ মম শরীর
এখনো করিনি ত্যাগ, তপস্যার বলেতে হে বীর
করেছি সকল লোক জয় আমি, তোমরা এখন
কর সেই সব স্থানে যথা সুখে সদা বিচরণ।

উগ্রতপা সে ঋষিরে কহিলেন রাঘব তখন,
করুন আপনি এবে সেই সব স্থানেতে গমন
ঋষিবর, আমি শুধু আপনার নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে
চাহি যে করিতে বাস। শুনি তাহা কহিলেন রামে
হয়ে হৃষ্ট মুনিবর, ফলে ফুলে পূর্ণ মনোরম
আমার এ আশ্রমেই থাক তুমি হে রাম এখন।

এ আশ্রমে চারিদিকে মৃগগণ করে বিচরণ
নির্ভয়ে সতত রাম, সে সবারে করিলে নিধন
শাপগ্রস্ত হবে জেনো। দিবা অবসানে অনন্তর
করিলেন সবাকারে আহার্য্য প্রদান মুনিবর'

সৎকার সুতীক্ষ্ন হতে লভি রাম, রজনী যাপন
করিলেন সে আশ্রমে, অনন্তর উদিত যখন
হলো সূর্য্য, সীতা সহ জাগরিত হলেন তখন

রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে। প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন
যথাবিধি সেথা তাঁরা, করিলেন প্রণাম জ্ঞাপন
সুতীক্ষ্মেরে সবে মিলি, করি তাঁর নিকটে গমন।
প্রণমি তাঁহারে রাম, কহিলেন এই কথা তাঁরে,
করেছি রজনী বাস সুখে তব আশ্রম ভিতরে,
করুন সম্মতি দান হেথা হতে যেতে আমাদেরে।
দণ্ডক অরণ্যবাসী পুণ্যশীল যত ঋষিদের,
আশ্রম হেরিতে এবে অভিলাষ হয়েছে মোদের।
রাম ও লক্ষ্মণে করি স্নেহ ভরে গাঢ় আলিঙ্গন
কহিলেন মুনিবর, কর যাত্রা নির্বিঘ্নে এখন
এ আশ্রম হতে রাম, করি নানা আশ্রম দর্শন,
তোমরা হেথায় সবে আবার করিও আগমন।

৪। রামের প্রতি সীতার অহিংসার বাণী

অনন্তর ধনু হস্তে রাম আর লক্ষ্মণ যখন
হলেন উদ্যত যেতে, কহিলেন বৈদেহী তখন,
করেন সজ্জনগণ অহিংসাতে ধর্ম লাভ রাম
কামজ ব্যসন কিন্তু করে তাহা নাশ অবিরাম।
কামজ ব্যসন মাঝে মিথ্যাবাক্য করেন বর্জন
সকল সজ্জন সদা। করা আর পরস্ত্রী গমন,
কিংবা করা পরহিংসা শত্রুতা বিহনে রঘুবর
অতি গুরুতর দোষ, পরিত্যজ্য জেনো নিরন্তর
ত্রিবিধ ব্যসন এই কামজাত, জিতেন্দ্রিয়গণ
এ তিন ব্যসন হতে বিমুক্ত রহেন সর্বক্ষণ।
মিথ্যা কথনের পাপ কিছুমাত্র নাহিক তোমার,
পরস্ত্রীতে আকর্ষণ তোমার কিছুই নাহি আর।

কেন তবে অকারণে করি তুমি শত্রুতা সাধন
রাক্ষসগণের সনে, লিপ্ত হতে চাহিছ এখন
তৃতীয় ব্যসনে রাম, হয়েছ যে বদ্ধ পরিকর
শত্রুতা সাধিতে এবে, কভু তাহা নহে হিতকর।
ঋষিগণে রক্ষা তরে রক্ষকুলে করিতে নিধন
হয়ে তুমি প্রতিশ্রুত, ধনু সহ করিছ গমন।
মন মোর চিন্তান্বিত ভাবি সদা কুশল তোমার,
দণ্ডক অরণ্যে যেতে হতেছেনা বাসনা আমার।
ধনুর্বাণ হস্তে লয়ে ভ্রাতা সহ করিছ গমন,
বনচরগণে হেরি করিবে কি তাদেরে নিধন।
বহ্নিতে ইন্ধন সম, ক্ষত্রিয়ের হস্তে ধনুর্বাণ
সদা উদ্দীপন কারী। করিছে বনেতে অবস্থান
বনচরগণ যেই, হয়ে তারা অতি সশঙ্কিত
তোমারে নীধন তরে নির্জনে রহিবে অবস্থিত।
করিতেন পুরাকালে বনবাস মুনি একজন,
ন্যাস রূপে তাঁর কাছে খড়্গ এক করেন অর্পণ
আসি অন্য লোক এক, সে প্রদত্ত খড়্গ তরে রাম,
উৎকণ্ঠিত অন্তরেতে থাকিতেন তিনি অবিরাম।
সে খড়্গ হরণ পাছে করে কেহ, ভাবি তাহা মনে,
সঙ্গে সদা নিয়ে তাহা সে মুনি যেতেন সর্বস্থানে।
হলেন নিষ্ঠুর ক্রমে করি তিনি সে খড়্গ বহন,
নিষ্ঠুর বুদ্ধিতে শেষে করিলেন নরকে গমন।
সুযুক্তি সঙ্গত নহে কভু রাম, শত্রুতা বিহনে
নির্দোষী রাক্ষসগণে করা বধ এই তপোবনে।
উচিত কেবল যত স্বধর্ম নিরত ক্ষত্রিয়ের
আর্ত্তগণে করা রক্ষা, সহায়তা নিয়ে ধনুকের।
কোথায় বা শস্ত্র আর কোথায় বা বনেতে যাপন,
কোথা বা তপস্যা আর কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধরম।

অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে ক্ষাত্র ধর্ম কোরো অনুষ্ঠান
হেথায় উচিত থাকা সুসংযত, মুনির সমান।
অহিংসা নিরত হয়ে হও ধর্মপরায়ণ তুমি,
জান তুমি সব রাম, তবু ইহা কহিলাম আমি।
কহিলেন রাম দেবী, নিজ কুল ধর্ম অনুসারে
বলেছ এখন তুমি সমুচিত বাক্যই আমারে
বলেছ ইহাও তুমি আর্ত্ত যদি থাকে কোনজন,
কর্ত্তব্য তাহারি তরে ক্ষত্রিয়ের ধনুক ধারণ।
রাক্ষস পীড়িত হয়ে ফল মূল ভোজী মুনিগণ
নাহি লভিছেন শান্তি, করিতেছে তাঁদেরে ভক্ষণ
ভীষণ রাক্ষস যত। করি মম পাশে আগমন,
মম সহায়তা প্রার্থী হয়েছেন যত মুনিগণ।
করিব তাঁদেরে রক্ষা দিয়েছি এ প্রতিশ্রুতি সবে
জীবিত থাকিতে আমি লঙ্ঘিতে তা পারিবনা এবে।
সত্যই সতত মম প্রিয় সীতা, নিজের জীবন
তোমারে বা লক্ষ্মণেরে পারি জেনো করিতে বর্জন
সত্য রক্ষা তরে আমি। মুনিগণে সংরক্ষণ ভার
নিয়েছি যখন তাহা করা এবে কর্ত্তব্য আমার।
হিতকর বাক্য তুমি প্রীতি বশে বলেছ আমারে
সন্তুষ্ট হয়েছি সীতা, তাহে আমি তোমার উপরে,
উপদেশ কেহ কভু নাহি দেয় অপ্রিয় জনেরে।

অনন্তর অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ,
এ ভাবে সম্মুখে তাঁরা লাগিলেন করিতে গমন
ভ্রমি ক্রমে বহু গিরি, নদী আর বন মনোহর,
সারস ও চক্র বাকে পূর্ণ নানা রম্য সরোবর
হেরিলেন তাঁরা সবে। মাতঙ্গ, মহিষ, মৃগগণ
হেরিলেন বনমাঝে সতত করিছে বিচরণ

সূর্য্যাস্ত কালেতে এক যোজন বিস্তৃত সরোবর
হেরিলেন তাঁরা, বহু পদ্মে পূর্ণ অতি মনোহর।
গীতবাদ্য সমুত্থিত হতেছে সে সরোবর হতে,
কিন্তু জন প্রাণী কোন কেহ নাহি পেলেন দেখিতে।
ধর্মভৃত নামে এক মুনি পাশে গিয়ে অনন্তর
সুধালেন ভ্রাতা দোঁহে, মোদেরে বলুন মুনিবর,
আশ্চর্য্য ঘটনা এই ঘটিতেছে কি ভাবে এমন,
জানিতে তা কৌতূহল আমাদের হতেছে এখন।
কহিলেন ধর্মভৃত, হেথা দশ সহস্র বৎসর
জলাশয় মাঝে রহি, মন্দকর্নি নামে মুনিবর
করেন তপস্যা ঘোর। তপস্যাতে বিঘ্ন উৎপাদন
করিতে তাঁহার ইন্দ্র, রূপসী অপ্সরা পঞ্চজন
পাঠালেন তাঁর কাছে। হয়ে মুগ্ধ সে মুনি তখন
করিলেন পত্নীরূপে সে অপ্সরাগণেরে গ্রহণ।
সরোবর অভ্যন্তরে করি গুপ্ত ভবন নির্মিত
রাখিলেন সে সবারে, সেই সব অপ্সরার যত
গীতবাদ্য মনোহর শোনা যায় হেথা অবিরত,
শুনি সেই কথা তাঁর রঘুবর হলেন বিস্মিত।
অনন্তর করি তাঁরা সে অরণ্য মাঝে বিচরণ,
আশ্রম মণ্ডলে বহু লাগিলেন করিতে যাপন।
কোথাও বা চারিমাস, কোথাও বা পঞ্চ ষষ্ঠ মাস,
রহি তাঁরা করিলেন বিভিন্ন আশ্রম মাঝে বাস।
হেন ভাবে দশবর্ষ একে একে হলে ক্রমে গত,
হলেন তাঁহারা পুনঃ সুতীক্ষ্ম আশ্রমে উপনীত।
কিছু কাল করি বাস সে আশ্রমে, কহিলেন রাম
সুতীক্ষ্মেরে, ভগবন্ কোথায় করেন অবস্থান
মহর্ষি অগস্ত্য এই সুবিস্তীর অরণ্য মাঝারে,
বিশদ ভাবেতে এবে সে বারতা বলুন আমারে।

পারি মোরা যেতে সেথা অনুগ্রহ হলে আপনার,
হেরিতে সে মুনিবরে বাঞ্ছা অতি হয়েছে আমার।
শুনি তাহা হয়ে প্রীত কহিলেন সুতীক্ষ্ম রামেরে
আমারো বাসনা ছিল যেতে সেথা কহিতে তোমারে।
দক্ষিণে যোজন চারি পথ রাম করি অতিক্রম,
অগস্ত্য ভ্রাতার এক নেহারিবে সুরম্য আশ্রম।
করি সেথা অবস্থান, গিয়ে পুনঃ দক্ষিণ দিকেতে
অগস্ত্য আশ্রম রাম, তোমরা পারিবে নেহারিতে।

৫। অগস্ত্য-আশ্রমে গমন

শুনি সুতীক্ষ্মের কথা করি অভিবাদন তাঁহারে,
অগস্ত্য উদ্দেশে লয়ে সীতা আর ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে,
করিলেন যাত্রা রাম। অনন্তর করি অতিক্রম
বহু গিরি, নদী, বন, করি এক স্থানেতে গমন
কহিলেন রাম, যেন মনে হয় এসেছি এখানে
অগস্ত্য ভ্রাতার সেই রমনীয় পবিত্র আশ্রমে।
ফল ভারে বৃক্ষ যত নত হেথা, কর নিরীক্ষণ
অগ্নি হতে ধূম শিখা সমুত্থিত হতেছে এখন।
করি স্নান পুষ্প হস্তে হে লক্ষ্মণ দ্বিজগণ যত,
দেবগণ উদ্দেশেতে করিছেন মালিকা নির্মিত।
মহর্ষি সুতীক্ষ্ম মুনি করেছেন যেরূপ বর্ণন।
হেরিতেছি এই স্থানে এবে মোরা সেরূপ আশ্রম।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ মুনির করি দুই অসুরে নিহত,
দক্ষিণ প্রদেশ এই করেছেন প্রাণীদের যত
বাস উপযোগী ভূমি। বাতাপি ও ইল্বল নামেতে
দুজন অসুর ভ্রাতা হে লক্ষ্মণ, ছিল এ দেশেতে।

নিষ্ঠুর ইল্বল করি ব্রাহ্মণের আকৃতি ধারণ,
করিত সংস্কৃত কহি ব্রাহ্মণগণেরে নিমন্ত্রণ
শ্রাদ্ধের ছলনা করি। মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপিরে
করি পাক, দিত শেষে ভোজন করিতে বিপ্রদেরে।
ভোজন সমাপ্ত হলে, হে বাতাপি হও বহির্গত,
কহিত সে, অনন্তর দ্রুত অতি হত সে নির্গত
বিপ্রদের দেহ ভেদি, করি মেষ রবেতে চীৎকার,
বহু ব্রাহ্মণেরে তারা এ ভাবেতে করেছে সংহার।
অগস্ত্য শুনি সে কথা করিলেন একদা গমন
সে ভ্রাতৃদ্বয়ের পাশে। দিল তাঁরে করিতে ভোজন
মেষরূপী বাতাপিরে ইল্বল, গঙ্গারে আবাহন
করি সেই মুনিবর, কমণ্ডলু মাঝেতে স্থাপন
করিলেন জল তার। অনন্তর জপ, আচমন,
করি গঙ্গাজলে সেই, করিলেন সে মেষ ভোজন।
অতি উচ্চ স্বরে করি বাতাপিরে আহ্বান তখন,
কহিল ইল্বল, হও হে বাতাপি নির্গত এখন।
কহিলেন হাস্য করি মুনিবর অগস্ত্য তাহারে,
হবেনা নির্গত আর সে এখন, ভোজন যাহারে
করেছি ইল্বল আমি, ক্রোধ ভরে ইল্বল তখন
মুনিবর অগস্ত্যেরে সেথায় করিল আক্রমণ।
তীব্র দৃষ্টিপাত করি ইল্বলের পানে অনন্তর,
করিলেন ভস্মীভূত সত্বর তাঁহারে মুনিবর।
করি সেই ভ্রাতা দোঁহে মুনিবর এ ভাবে নিহত,
উত্তম আশ্রম এক করিলেন সেথা সংস্থাপিত।
সে ধার্মিক অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম মনোরম,
সম্মুখেতে এবে মোরা করিতেছি দর্শন লক্ষ্মণ।
কহি ইহা, অনন্তর অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রমে
পশিলেন রঘুবর, লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে।

সমাদরে মুনিবর করিলেন সবারে গ্রহণ,
সে আশ্রম মাঝে তাঁরা করিলেন রজনী যাপন।
সূর্যোদয় হলে তাঁরা প্রণমিয়া অগস্ত্য ভ্রাতারে,
বাহির হলেন পুনঃ যাত্রা তরে পথের মাঝারে।
সুতীক্ষ্ণ নির্দ্দিষ্ট পথে ক্রমে তাঁরা করিয়া গমন,
হেরিলেন নানাবিধ নৈসর্গিক দৃশ্য মনোরম।
কহিলেন অনন্তর লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন
রঘুবর, এবে আর নহে দূর অগস্ত্য আশ্রম।
এ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবলে হলো নিগৃহীত
ইল্বল বাতাপি দোঁহে, হলো বাস ভূমে পরিণত
এ দক্ষিণ দিক তাই সকলের। আদেশেতে যাঁর
বিন্ধ্য গিরি অতি উচ্চে পারেনি বর্দ্ধিত হতে আর,
মুনিগণ নিষেধিত ওই সেই অগস্ত্য আশ্রম,
করিবেন তিনি এবে আমাদের মঙ্গল সাধন।
অগস্ত্যের গুণ রাম হেন ভাবে করিয়া বর্ণন
আশ্রম দ্বারেতে আসি উপনীত হলেন তখন।
আসি সেথা রঘুবর কহিলেন, প্রবেশ এখন
করি অগ্রে হে লক্ষ্মণ আশ্রমেতে, কর নিবেদন
মহর্ষি অগস্ত্যে এবে, মোরা যে করেছি আগমন।
লক্ষ্মণ আশ্রমে পশি, হেরি সেথা শিষ্য একজনে,
কহিলেন লয়ে সঙ্গে ভার্য্যা আর অনুজ লক্ষ্মণে
এসেছেন রাম এই আশ্রমের মাঝারে এখন,
বাঞ্ছা তাঁর মুনিবর অগস্ত্যেরে করিতে দর্শন।
শিষ্য হতে শুনি তাহা মুনিবর কহিলেন তাঁরে,
হেরিতে তাঁদের ছিল অভিলাষ আমারো অন্তরে।
আন ত্বরা তাঁহাদেরে। তখন অগস্ত্য সন্নিধানে
আনিলেন শিষ্য সেই রাম আর সীতা ও লক্ষ্মণে।

শান্ত মৃগ সমাকুল সে আশ্রম মাঝে উপনীত
হলেন যখন তাঁরা, মুনিবর হয়ে বহির্গত
করিলেন তাঁহাদেরে সম্বর্দ্ধনা অতি সমাদরে,
প্রণমি তাঁহারে তাঁরা রহিলেন সেথা যুক্তকরে।
আসন প্রদান করি মুনিবর তাঁদেরে তখন,
দিলেন পবিত্র ভোজ্য আনি সেথা করিতে ভোজন।
কহিলেন অনন্তর, প্রিয় সব অতিথি আমার
তোমরা, করিব আমি তোমা সবে উচিত সৎকার।
সমাগত জনে রাম নাহি করে সৎকার যে জন
দুষ্ট সাক্ষী সম করে নিজ মাংস ভোজন সে জন।
ফল মূল পুষ্প বহু অনন্তর দিয়ে রঘুবরে,
কহিলেন মুনিবর, দিয়েছিলা দেবেন্দ্র আমারে,
উত্তম বৈষ্ণব ধনু, বিশ্বকর্মা হস্তেতে নির্মিত
ভূষিত হীরকে স্বর্ণে। তীক্ষ্ণ নানা বাণেতে পূরিত
তূণীর ও মহা খড়্গ দিয়েছিলা আর ইন্দ্র মোরে,
সে সব হে রাম আমি করিতেছি প্রদান তোমারে।
কহিলেন শর সহ মহর্ষি প্রদান করি রামে
মহাধনু, এ ধনুতে হবে তুমি বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলেন পুনঃ তিনি, সীতা সহ হে রাম লক্ষ্মণ,
এসেছ যে হেথা, তাহে আনন্দিত এবে মম মন।
সুখেতে পালিতা সীতা, ভর্ত্তৃস্নেহে করি আগমন
বন মাঝে, করেছেন সুদুষ্কর কর্ম সম্পাদন।
হয়ে থাকে নারি জাতি অনুরক্ত সৌভাগ্যবানের,
যায় আর কাছ হতে দূরে সরে বিপন্ন জনের।
চঞ্চল বিদ্যুৎ সম, তীক্ষ্ণ আর তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রায়,
বায়ু সম তারা আর শীঘ্রগামী হঠকারিতায়।
কিন্তু সেই সব দোষ বিবর্জ্জিতা এ পত্নী তোমার,
সীতা সহ কর বাস এ আশ্রম মাঝারে আমার

তুমি ও লক্ষ্মণ এবে। শুনি তাহা কহিলেন তাঁরে
বীর শ্রেষ্ঠ রঘুবর, বিনীত বচনে যুক্তকরে
হয়েছি যে ধন্য আর অতি অনুগৃহীত এখন
আমরা, সক্ষম হয়ে করিতে সন্তোষ উৎপাদন
তব মনে মুনিবর, কিন্তু মোরে বলুন এখন
পারিব থাকিতে সুখে করি কোথা নির্মাণ আশ্রম।
শুনি তাহা কহিলেন মুনিবর অগস্ত্য তখন
হেথা হতে দ্বিযোজন দূরে আছে স্থান মনোরম
পঞ্চবটি নামে রাম, স্বাদু ফল মূলেতে পূরিত,
নির্মল সলিলে পূর্ণ আর নানা মৃগ সমন্বিত।
সেথায় গমন করি কর রাম নির্মাণ আশ্রম,
লক্ষ্মণের সহ আর কর পিতৃ আদেশ পালন।
গোদাবরী তীরে স্থিত স্থান সেই অতি মনোরম
করিবে তা রঘুবর বৈদেহীর চিত্ত বিনোদন।
পারিবে তপস্বীগণে রক্ষা তুমি করিতে সেখানে,
যাও এই বন হতে হে রাম উত্তর দিক পানে।
ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কাছে সেথায় পর্বত সন্নিধানে
পুষ্পে পরিপূর্ণ স্থান অবস্থিত পঞ্চবটি নামে।
অনন্তর মুনিবরে প্রণমিয়া রাম ও লক্ষ্মণ
সীতা সহ করিলেন পঞ্চবটি উদ্দেশে গমন।

৬। জটায়ু ও পঞ্চবটি

পঞ্চবটি অভিমুখে সীতা সহ রাম ও লক্ষ্মণ
যখন ছিলেন যেতে, গৃধ্র এক বিশাল তখন
জটায়ু নামেতে খ্যাত, সেথায় তাঁদের সম্মুখেতে
করি ত্বরা আগমন, কহিলেন মধুর বাক্যেতে,

তোমার পিতার সখা আমি রাম, সমাদর তাঁরে
করি রাম, করিলেন পরিচয় জিজ্ঞাসা তাঁহারে।
কহিলেন পক্ষীবর, ছিলেন যে সব প্রজাপতি
সৃষ্টিকালে বর্ত্তমান, ছিলেন কর্দম মহামতি
তাদের সবার অগ্রে। তাঁর পরে প্রজাপতি আর
ছিলেন যাঁহারা রাম, কহিতেছি নাম সে সবার।
বিক্রীত, সুব্রত, শেষ, বহুপুত্র অতি বীর্য্যবান,
স্থাণু ও মরীচি, অত্রি, মহাবল ক্রতু আর রাম,
পুলস্ত্য, পুলহ, আর প্রচেতা দক্ষ ও বিবস্বান্।
কনিষ্ঠ অরিষ্ট নেমি হে রাম, ছিলেন সে সবার,
তাঁহারো কনিষ্ঠ যিনি নাম ছিল কশ্যপ তাঁহার
ষাটিটি দুহিতা ছিল দক্ষের, তা'হতে কশ্যপেরে
করেন প্রদান দক্ষ ভার্য্যারূপে অষ্ট দুহিতারে।
অদিতি, দিতি ও দনু, কালকা ও ক্রোধবশা আর,
তাম্রা ও অনলা, মনু, ছিল নাম সে অষ্ট কন্যার।
জন্মিলা অদিতি গর্ভে তেত্রিশ তনয় অনুপম,
বসু, রুদ্র, আদিত্যাদি, অশ্বিনী যুগল মনোরম।
করেন প্রসব দিতি হে রাম, যশস্বী দৈত্যগণে,
পুরাকালে এ পৃথিবী ছিল সদা তাঁদের অধীনে।
দনু পুত্র অশ্বগ্রীব, নরক ও কালঞ্জক আর
এই দুই পুত্র রাম জন্মেন গর্ভেতে কালকার।
ক্রৌঞ্চী আর শ্যেনী আদি পঞ্চ কন্যা লভেন জনম
তাম্রা গর্ভে, ক্রোধবশা প্রসবিলা কন্যা নয়জন।
তাম্রা আর ক্রোধবশা গর্ভজাত যত কন্যাগণ,
পশু পক্ষী আদি নানা প্রাণীগণে দিলেন জনম।
করেন প্রসব মনু, মনুষ্যগণেরে রঘুবর,
নারিকেল খর্জুরাদি সপ্ত তরু জন্মে অনন্তর

গর্ভ হতে অনলার। তাম্রা গর্ভে লভেন জনম
শ্যেনী যেই, গর্ভে তাঁর করেছিলা জনম গ্রহণ
শ্যেন আর গৃধ্র যত, ছিল এক দুহিতাও তাঁর
বিনতা নামেতে রাম, জন্মিলেন গর্ভে বিনতার
দুই পুত্র মহাবল গরুড় ও অরুণ নামেতে,
জনম গ্রহণ আমি করেছি গরুড় ঔরসেতে।
সম্পাতি অগ্রজ মম, নাম রাম জটায়ু আমার,
যদি ইচ্ছা কর তুমি হব তবে সহায় তোমার।
লক্ষ্মণের সহ তুমি করিলে গমন স্থানান্তরে,
অরণ্য মাঝারে বৎস, রক্ষা আমি করিব সীতারে।
সমাদরে জটায়ুরে করি রাম গ্রহণ তখন
সীতারে রক্ষার ভার করিলেন তাঁহারে অর্পণ।
অনন্তর জটায়ুরে লয়ে সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ,
পঞ্চবটি অভিমুখে লাগিলেন করিতে গমন।
পঞ্চবটি বনে শেষে উপনীত হলেন যখন
অনুজ লক্ষ্মণে রাম কহিলেন একথা তখন,
মুনিগণ নিরূপিত স্থানে মোরা এসেছি এখন,
নানা ফল মূল পুষ্পে বন এই অতি মনোরম।
এ সুরম্য স্থানে তুমি কর এবে আশ্রম নির্মিত
গোদাবরী নদী হের হেথায় হতেছে প্রবাহিত।
হংস কারণ্ডব আর চক্রবাকে এ নদী শোভিত,
নহে তা নিকটে অতি, নহে অতি দূরে অবস্থিত।
হে সৌমিত্রি, সুবেষ্টিত পুষ্পিত তরুতে মনোরম,
নানা মৃগ সমন্বিত গিরি এই কর নিরীক্ষণ।
রজত কাঞ্চন আর তাম্র লৌহ আদি ধাতু যত,
গুহার মাঝারে এই পর্বতের আছে অবস্থিত।
সুবিশাল সমতল ভূমি আর আছে বিদ্যমান
এ পর্বত সন্নিকটে, সর্বরূপে উত্তম এ স্থান।

খর্জুর, তমাল, তাল, অশ্বকর্ণ, বকুল, চন্দন,
পিয়াল, কিংশুক আদি বৃক্ষ হেথা হের অগণন।
সুপবিত্র বন এই, হে লক্ষ্মণ, অতি মনোরম,
জটায়ুর সহ মোরা বাস হেথা করিব এখন,
লক্ষ্মণ রামের তরে মনোহর সুরম্য দর্শন,
বিশাল কুটির এক, করিলেন নির্মাণ তখন।
গোদাবরী নদী তীরে অনন্তর করিয়া গমন,
করি স্নান, সেথা হতে করিলেন পদ্ম আহরণ।
উপহার রূপে করি কুটিরেতে সে পদ্ম স্থাপন,
করিলেন অনন্তর হুতাশনে আহুতি অর্পণ।
বৈদেহীর সহ রাম করি সে কুটির নিরীক্ষণ,
কহিলেন হর্ষ ভরে লক্ষ্মণেরে করি আলিঙ্গন।
করেছ মহৎ কার্য্য যাহা এবে, প্রতিদানে তার
প্রীতি আলিঙ্গন এই কর তুমি গ্রহণ আমার।
সুপুত্র লক্ষ্মণ তুমি কৃতজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, গুণবান্
মম পিতৃগণে যত তুমিই করিলে পরিত্রাণ।
কহি ইহা করিলেন কুটির মাঝেতে অবস্থান
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ধর্মশীল রঘুবর রাম।
শরতের অবসানে হেমন্ত কালেতে অনন্তর,
স্নান তরে একদিন প্রভাতে গেলেন রঘুবর
গোদাবরী নদী তীরে, করি হস্তে কলস গ্রহণ
বৈদেহীর সহ তাঁর অনুগামী হলেন লক্ষ্মণ।
করি রামে সম্বোধন কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
তব প্রিয় কাল এবে হে প্রভো, করেছে আগমন।
এ কাল প্রভাবে যেন সর্বদিক হয়ে অলঙ্কৃত
হয়েছে শোভিত এবে, শস্যে ধরা হয়েছে পূর্ণিত।
সুখস্পর্শ নহে জল, সুখভোগ্য এবে হুতাশন,
লভি শস্য সুপ্রচুর, আনন্দিত যত জনগণ।

অগস্ত্য সেবিত এই দক্ষিণ দিকেতে দিবাকর
হয়েছেন সমাগত, শোভাহীন হয়েছে উত্তর
তিলক বিহীনা সম। হয়ে থাকে শীতল সতত
পশ্চিমের বায়ু যেই, সে বায়ু হতেছে প্রবাহিত
হেমন্ত কালেতে এই, হয়ে হিমে দ্বিগুণ শীতল,
যব ও গোধূমে পূর্ণ বাষ্পাচ্ছন্ন কানন সকল
নবারুণ উদয়েতে এখন হয়েছে সুশোভিত,
ক্রৌঞ্চ আর সারসের কলরবে হয়েছে পূরিত।
খর্জুর পুষ্পের সম ওই যত ঈষৎ আনত,
স্বর্ণ বর্ণ শীর্ষ ভারে শালিধান্য হয়েছে শোভিত।
তৃণরাজি এবে ওই হিমসিক্ত হয়েছে কাননে,
হয়েছে তা শোভাময় নবোদিত অরুণ কিরণে।
নদী মাঝে জল এবে কুয়াসাতে হয়েছে আবৃত,
হিমেতে বিবর্ণ যত পদ্ম এবে শোভা বিরহিত।
তব প্রতি ভক্তি বশে এহেন কালেতে রঘুবর,
করিছেন ধর্মশীল ভরত তপস্যা সুদুষ্কর।
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি ভোগ, করি সদা আহার সংযম,
এহেন শীতল দিনে করিছেন ভূতলে শয়ন।
স্নান তরে ভক্তি বশে, করিছেন কি ভাবে গাহন,
এ শীতে অমাত্য সহ সরযূতে ভরত এখন।
'মাতৃকুল সম সদা হয়ে থাকে যত জনগণ'
করেছেন ভরত এ প্রবাদ বাক্যের ব্যতিক্রম।
স্বামী যাঁর দশরথ, ধর্মাত্মা ভরত পুত্র যাঁর,
কি ভাবে কৈকেয়ী সেই করিলেন ক্রূর ব্যবহার।
নিন্দায় বিমুখ রাম শুনি তাহা কহিলেন তাঁরে,
করিওনা নিন্দা হেন মম কাছে মধ্যমা মাতারে।

ইক্ষ্বাকু বংশের শ্রেষ্ঠ ভরতের কথাই এখন
বল শুধু মোর কাছে, ব্যাকুল হয়েছে মম মন
তার তরে স্নেহ বশে। কহি ইহা করিয়া গমন
গোদাবরী নদী তীরে, করিলেন স্নান সমাপন।

৭। শূর্পণখা, খর ও দূষণ

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ স্নান অন্তে আসি পুনরায়
আশ্রম মাঝারে রাম, উপবিষ্ট হলেন সেথায়।
বসি সেথা রঘুবর নানাবিধ কথা মনোরম,
ভ্রাতা লক্ষ্মণের সনে লাগিলেন কহিতে তখন।
এ হেন কালেতে করি দৈব বশে সেথা আগমন,
বিকটা রাক্ষসী এক করিল রামেরে দরশন।
কর্কশ ভাষিনী আর কদাকারা, বিকৃত নয়না,
তাম্র কেশী সে রাক্ষসী, মনে মনে করিল কামনা
রূপেতে দেবতা সম মনোহর কমল লোচন,
তরুণ, সুন্দর রামে, দেহে যাঁর নৃপতি লক্ষণ।
ভাবিল সে, এবে আমি করি অন্য আকৃতি ধারণ,
করিব ইঁহার মনে মম প্রতি প্রীতি উৎপাদন।
হব আমি স্বর্গ হতে ভূপতিত দেবশ্রীর প্রায়,
করিব উন্মত্ত মম সেই মায়া রূপেতে ইঁহায়।
মায়াময় মনোহর রূপে আসি রাম সন্নিধানে,
কহিল সে অনন্তর হাসি মৃদু, এসেছ এখানে
কে তুমি তপস্বী বেশে ভার্য্যা সহ, এই সুদুর্গম
রাক্ষস আবাসে, করি ধনুর্বাণ হস্তেতে ধারণ।

কহিলেন রাম তাঁরে, দশরথ নৃপতি নন্দন
রাম আমি, এই মম ভার্য্যা সীতা, অনুজ লক্ষ্মণ
ওই মোর, জনকের নির্দেশে করেছি আগমন
করিতে অরণ্যে বাস। কহ মোরে এভাবে এখন
লক্ষ্মী সমা রূপবতী কে তুমি করিছ বিচরণ,
একা এ দণ্ডক বনে। কহিল সে রাক্ষসী তখন
শূর্পণখা নাম মম, আমি কাম রূপিনী রাক্ষসী,
করি একা বিচরণ অরণ্য মাঝারে এই আসি।

এ কাননে সদা আমি সকলের ভয়ের কারণ,
ভ্রাতা মম লঙ্কেশ্বর বীর শ্রেষ্ঠ রক্ষেন্দ্র রাবণ,
মহাবল কুম্ভকর্ণ, আর ধর্মনিষ্ঠ বিভীষণ,
ভ্রাতা আর হয় মম মহাবীর খর ও দূষণ।

মোহিত হয়েছি রাম, হেরি আমি তোমারে এখন,
দিব্যরূপা সুভূষিতা মোরে তুমি কর নিরীক্ষণ।

তোমার ভার্য্যার যোগ্যা আমি রাম, বিকৃত দর্শন
কুরূপা অসতী এই সীতা আর লক্ষ্মণে এখন
করিব ভক্ষণ আমি, অনন্তর মোরা দুইজন,
দণ্ডক অরণ্যে এই সুখেতে করিব বিচরণ।

করি মৃদু হাস্য রাম কহিলেন তাহারে তখন
বিবাহিত আমি ভদ্রে, সঙ্গে মোর আছেন এখন
প্রিয় ভার্য্যা এই মম, নাহি হয় সহিতে সক্ষম
সপত্নী তোমার সম নারী কভু, প্রিয় দরশন,
সুরূপ অকৃতদার এই মম অনুজ লক্ষ্মণ,
কর তুমি বিশালাক্ষী, পতিরূপে তাহারে গ্রহণ।

রামে পরিত্যাগ করি লক্ষ্মণেরে কহিল তখন
শূর্পণখা, হে লক্ষ্মণ, তোমার রূপের অনুপম

যোগ্যা আমি রূপে মম, করি ভার্য্যা রূপেতে গ্রহণ
মোরে এবে, কর সুখে দণ্ডক অরণ্যে বিচরণ।
চাহি শূর্পণখা পানে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
অগ্রজের দাস আমি, দাস ভার্য্যা রূপেতে এখন
কেন হতে চাও দাসী, রামের কনিষ্ঠা পত্নী তুমি
হও এবে, করি ত্যাগ অসতী ও কদর্য্য রূপিনী
কৃশাদরী, উচ্চদণ্ডা, বৃদ্ধা এই ভার্য্যারে এখন,
করিবেন রাম জেনো তোমারেই নিশ্চয় গ্রহণ।
পরিহাস বাক্য তার সত্য ভাবি কহিল তখন,
শূর্পণখা রাম পাশে পুনরায় করিয়া গমন,
তোমারেই পূর্বে আমি করেছি যে গ্রহণ অন্তরে
উপেক্ষা করিছ মোরে কুরূপা এ বৃদ্ধা ভার্য্যা তরে।
তোমার সম্মুখে আমি এবে এরে করিব ভক্ষণ,
অনন্তর তোমা সহ সুখেতে করিব বিচরণ।
কহি ইহা বৈদেহীর দিকেতে সে হলো প্রধাবিত,
হেরি তা' লক্ষ্মণে রাম কহিলেন হয়ে ক্রোধান্বিত,
দুর্বৃত্তা এ রাক্ষসীরে এবে তুমি কর নিবারণ,
শুনি তাহা সবলেতে করি তারে ধারণ লক্ষ্মণ,
করিলেন খড়্গে তার কর্ণ আর নাসিকা ছেদন।
ঘোররূপা সে রাক্ষসী করি তাহে বিকট গর্জন,
এসেছিল যথা হতে সে বনেতে করিল গমন।
অনন্তর জনস্থানে সগর্জনে হয়ে উপনীত,
ভ্রাতা খর পাশে আসি, ভূমিতলে হলো সে পতিত।
বিকলা রুধির সিক্তা ভগিনীরে করি দরশন,
ক্রোধেতে কহিল খর, হেন ভাবে বিরূপা এখন
তোমারে করেছে কেবা, শরে মম নাশিব জীবন
কার এবে কহ তাহা। শূর্পণখা কহিল তখন

তোমার এ বনে আসি ধনুর্দ্ধারী ভ্রাতা দুইজন,
নারী এক লয়ে সঙ্গে আশ্রমেতে করিছে যাপন।
উদ্যত হলাম যবে সে সবারে করিতে ভক্ষণ,
আমারে বিরূপ হেন তারা দোঁহে করিল তখন।
সে দুই পুরুষ আর সে নারীর শোণিত এখন
চাহি যে করিতে পান, কর মম বাসনা পূরণ।
চতুর্দ্দশ রক্ষবীরে ক্রোধে খর কহিল তখন,
নারী সহ দুই নর এ বনে করেছে আগমন,
করি বধ সে সবারে মম এই ভগ্নীরে এখন
করাও শোণিত পান। করি সে আদেশ শ্রবণ,
শূর্পণখা সহ তারা শূল হস্তে সত্বর তখন
রামের আশ্রম মাঝে যুদ্ধ তরে করিল গমন।
হেরী সে সবারে রাম কহিলেন অনুজ লক্ষ্মণে,
বৈদেহীরে হে লক্ষ্মণ সংরক্ষণ কর এইখানে।
ক্ষণেকেই এবে আমি এ সবারে করিব নিধন,
বৈদেহীর সমীপেতে রহিলেন লক্ষ্মণ তখন।
রাক্ষসগণেরে সেই কহিলেন রাম অনন্তর,
জীবনের সাধ যদি থাকে তবে এখনি সত্বর
যাও চলি হেথা হতে। শুনি তাহা হয়ে ক্রোধান্বিত,
অস্ত্র হস্তে লয়ে সবে রাম পানে হলো প্রধাবিত।
পট্টিশ, মুদ্গর শূল বহু তারা করিল ক্ষেপণ,
করিলেন সব তাহা রাম তাঁর অস্ত্রেতে ছেদন।
অনন্তর নিক্ষেপিয়া চতুর্দ্দশ রাক্ষসের পানে
চতুর্দ্দশ বাণ রাম করিলেন নিধন সেখানে
সে সবারে। হেরি তাহা উচ্চস্বরে করিয়া চীৎকার,
শূর্পণখা গেল দ্রুত ভ্রাতা খর সমীপে তাহার।
কহিল তাহারে খর রক্ষকুলে করেছি প্রেরণ
সাধিতে তোমার কার্য্য, পুনঃ তবে করিছ রোদন

কেন তুমি হেন ভাবে। অশ্রু তার করি সম্মার্জন
দুঃখে অভিভূতা সেই শূর্পণখা, কহিল তখন,
যে সব রাক্ষসবীরে করেছিলে সংগ্রামে প্রেরণ,
তীক্ষ্ম শরাঘাতে রাম করেছে সে সবারে নিধন।
হেরি আমি সে সবারে ভূমিতলে পতিত এখন,
তোমার কাছেতে এবে হে রাক্ষস নিতেছি শরণ।
মম শত্রু রামে সেই, যদি তুমি না কর নিধন,
তোমার সমীপে তবে এবে আমি ত্যজিব জীবন।
নাহি চাহি আমি আর এ ভাবেতে থাকিতে জীবিত
ছিন্ন নাসাকর্ণ হয়ে, নিতান্তই নির্লজ্জার মত।
বীর বলি মূঢ় তুমি মনে মনে কর অহঙ্কার,
কিন্তু তুমি নহ বীর, গর্ব জেনো মিথ্যাই তোমার।
গেলেও করিতে যুদ্ধ সৈন্যদলে হয়ে পরিবৃত,
পারিবেনা কভু তুমি রামেরে করিতে পরাজিত।
হে কুলকলঙ্ক কর জনস্থান হতে পলায়ন
সবান্ধবে, কিংবা কর রাম আর লক্ষ্মণে নিধন।

কহিল কঠোর বাক্যে খর ভারে, শুনি আমি এবে
অপমান জনক এ বাক্য যত তোমার এভাবে,
ক্রোধ সংবরণে মম নিতান্তই হতেছি অক্ষম,
ক্ষীণ প্রাণ নর রামে তুচ্ছ আমি ভাবি অনুক্ষন।
করেছ দুষ্কার্য্য হেন যেই রাম, করিব নিধন
তারে ও লক্ষ্মণে আমি, বাণে মম নিহত যখন
হবে রাম, রক্ত তার পান তুমি করিবে তখন।
কহিল সে সেনাপতি দূষণে আহ্বানি অনন্তর,
নীল কান্তি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে ভয়ঙ্কর
কর তুমি সুসজ্জিত যুদ্ধ তরে, আন তুমি আর
রথ মম, আন এবে ধনুর্বাণ, খড়্গ তীক্ষ্মধার।

দূষণ বিবিধ অস্ত্রে পূর্ণরথ আনিল তখন
করিল সত্বর খর সে রথ মাঝারে আরোহণ।
অস্ত্রধারী রক্ষকুলে খর ও দূষণ অনন্তর
কহিল যুদ্ধের তরে সম্মুখেতে হতে অগ্রসর।
যুদ্ধ তরে অগ্রসর হলে তারা হলো মেঘ হতে
রক্তবৃষ্টি. হলো অশ্ব রথ হতে নিপতিত পথে।
বসিল রথের ধ্বজে আসি এক গৃধ্র ভয়ঙ্কর
করিল শৃগাল আসি মহাশব্দ অমঙ্গলকর।
হলো সূর্য্য প্রভাহীন, হলো উল্কা ভূতলে পতিত,
হলো ভূমিকম্প আর। অনুগামী রক্ষকুলে যত
কহিল তখন খর, করি এই উৎপাত দর্শন
নহিক চিন্তিত আমি, ফিরিবনা না করি নিধন
রাম আর লক্ষ্মণেরে যুদ্ধে এবে। রক্ষ সৈন্যগণ
হলো সবে আনন্দিত করি তার সে কথা শ্রবণ।
পুণ্য কর্মা ঋষিকুল, দেবতা, গন্ধর্ব আদি যত,
যুদ্ধ সন্দর্শন তরে হলেন সেখানে সমাগত।
কহিলেন তাঁরা সবে, গো, ব্রাহ্মণ আর সবাকার
হোক শুভ, যুদ্ধে রাম রক্ষকুলে করুন সংহার।
হলো বীর্য্যবান খর আশ্রমের নিকটে যখন
উপনীত, রঘুবর কহিলেন লক্ষ্মণে তখন,
করিছে রুধির বৃষ্টি ঘোর রবে মেঘদল যত,
মম শর রাজি হতে ধূম ওই হতেছে নির্গত।
সুবর্ণ মণ্ডিত ধনু প্রকম্পিত হতেছে আমার,
স্পন্দিত হতেছে হের, বাহু মম এবে বারবার।
করিছে সূচনা ইহা হবে যুদ্ধ, হবে সুনিশ্চিত
সে যুদ্ধে মোদের জয়, হবে যত শত্রু পরাজিত।
রাক্ষস কুলের যত শোনা যায় ভীষণ গর্জন,
শোনা যায় আর ওই ভেরী ধ্বনি তাদের লক্ষ্মণ।

ধনুর্বাণ লয়ে হস্তে, পর্বত গুহাতে সুদুর্গম
কর অবিলম্বে তুমি সীতা সহ আশ্রয় গ্রহণ।
কোরোনা অন্যথা মম এবাক্যের, করিতে সংহার
পার তুমি রক্ষকুলে, কিন্তু এই বাসনা আমার
আমিই করিব বধ সে সবারে, লক্ষ্মণ তখন
করিলেন সীতা সহ গুহা মাঝে আশ্রয় গ্রহণ।
অনন্তর হয়ে রাম সমুজ্জ্বল কবচে শোভিত
করিলেন সর্বদিক ধনুর নির্ঘোষে নিনাদিত।
সৈন্যদল সহ খর আশ্রমেতে আসিয়া তখন,
শত্রু হন্তা ধনুর্ধারী ক্রুদ্ধ রামে করিল দর্শন।
সারথি খরের রথ সে দিকেতে নিল অনন্তর
যেদিকে ছিলেন রাম, বাণ বহু নিক্ষেপিয়া খর
নিপীড়িত করি রামে, ঘোর রবে করিল গর্জন,
করিল বর্ষণ আর নানা অস্ত্র রক্ষ সৈন্যগণ
ক্রোধেতে রামের প্রতি। কিছু নাহি হলেন ব্যথিত
রঘুবর, সে সবার অস্ত্রে সেই হয়েও আহত।
রহি স্থির যুদ্ধে রাম, করি নিজ ধনুক ধারণ,
করিলেন অবিরত বহু তীক্ষ্ম বাণ বরিষণ।
কৃতান্তের অস্ত্র সম রামের সে বাণ অগণন,
রক্ষ সৈন্যদলে বহু রাক্ষসেরে করিল নিধন।
আরোহীর সহ যত হস্তী, অশ্ব, রথ ও সারথি,
হলো ধ্বংস, হলো বাণে দলে দলে নিহত পদাতি।
রক্ষসৈন্য মাঝে সেই রহিল জীবিত যুদ্ধে যারা,
আশ্রয় লভিতে সবে খরের নিকটে গেল তারা।
আশ্বাস প্রদান বহু করি সেথা তাদেরে তখন,
ধনু হস্তে রাম পানে হলো ক্রোধে ধাবিত দূষণ।
রক্ষসৈন্য দল যত আশ্বাস লভিয়া দূষণের,
অস্ত্র হস্তে সঙ্গে তার গেল পুনঃ নিকটে রামের।

করিল তাহারা সবে যুদ্ধ সেথা আরম্ভ আবার
রামের সম্মুখে আসি। গান্ধর্ব নামেতে অস্ত্র তাঁর
করিলেন রঘুবর ধনুকেতে যোজনা তখন,
হলো সেই অস্ত্র হতে বহির্গত বাণ অগণন।

সুতীক্ষ্ম সে বাণাঘাতে হয়ে হত, হলো নিপতিত,
যুদ্ধক্ষেত্র মাঝে সেথা দলে দলে রক্ষসৈন্য যত।

হেরি নিজ সৈন্যগণে হেন ভাবে নিহত দূষণ,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস পঞ্চ সহস্রেরে কহিল তখন
অগ্রসর হতে যুদ্ধে, করি তারা রামে আক্রমণ,
চতুর্দিক হতে সবে নানা অস্ত্র করিল বর্ষণ।

তাদের সে অস্ত্র যত করিলেন বাণে নিবারিত
রঘুবর, সেনাপতি দূষণ ক্রোধেতে অভিভূত
হয়ে তাহে, আসি দ্রুত করিল বিবিধ তীক্ষ্ম বাণ
বর্ষণ রামের প্রতি, করিলেন ধনু তার রাম
ছেদন সুতীক্ষ্ম অস্ত্রে, করিলেন চারি অশ্ব আর
সারথিরে দূষণের, হত রাম বাণেতে তাঁহার।

করিলেন তিন বাণে বক্ষ রাম বিদ্ধ অনন্তর
দূষণের, লয়ে হস্তে পরিঘ নামেতে ভয়ঙ্কর
অস্ত্র এক বজ্র সম, দ্রুত বেগে দূষণ তখন
গেল রাম সন্নিধানে, দুই বাণে দু'বাহু ছেদন
করিলেন রাম তার, হয়ে তাহে ভূতলে পতিত
যুদ্ধক্ষেত্র মাঝে সেই, হলো তার প্রাণ বহির্গত।

স্থূলাক্ষ, প্রমাথী নামে, আর মহাকপাল নামেতে,
রক্ষবীর তিন জন, দূষণেরে সে হেন ভাবেতে
হেরি হত, রাম পানে হলো ক্রোধে ধাবিত তখন,
করিল তাঁহারে আর নানা অস্ত্র লয়ে আক্রমণ।

একে একে সে সবারে করিলেন হত রঘুবর
সুতীক্ষ্ণ বাণেতে বহু, করিলেন হত অনন্তর
দূষণের অনুগামী রক্ষ সৈন্য পঞ্চ সহস্রেরে
নিক্ষেপি অসংখ্য বাণ, সেথা যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝারে।
দূষণ হয়েছে হত, আর তার অনুগামী যত
রক্ষ সেনা, রাম হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয়েছে নিহত,
শুনি তাহা ক্রুদ্ধ খর সেনাপতি দ্বাদশ জনেরে
কহিল, তোমরা এবে কর যুদ্ধে নিহত রামেরে
অস্ত্রেতে সজ্জিত হয়ে, নিয়ে সর্ব রক্ষ সৈন্যগণে,
খরের সে কথা শুনি গেল তারা রাম সন্নিধানে
করিল তাহারা সবে বহু তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণ,
করিলেন অগ্নিতুল্য অগণিত বাণেতে নিধন
সে সবারে যুদ্ধে রাম, হেন ভাবে করিয়া সংগ্রাম,
করিলেন রক্ষসৈন্য চতুর্দশ সহস্রেরে রাম
একাকী নিধন সেথা। অবশিষ্ট রহিল তখন
মহারথ খর আর ত্রিশিরা নামেতে একজন
রক্ষবীর শুধু সেথা। সর্ব সৈন্য নেহারি নিহত
রাম হস্তে, হলো খর সংগ্রামের তরে সমুদ্যত।

৮। ত্রিশিরা ও খরের যুদ্ধ ও মৃত্যু

রাম সনে যুদ্ধ তরে সমুদ্যত খর সন্নিধানে
ত্রিশিরা কহিল আসি, নাহি করি গমন সংগ্রামে
নিজে এবে, মোরে বীর সংগ্রামেতে করুন প্রেরণ,
করি অস্ত্র স্পর্শ আমি করিতেছি প্রতিজ্ঞা এখন
করিব নিধন রামে, করিবেন সহর্ষে গমন
জনস্থানে, হবে রাম সংগ্রামেতে নিহত যখন।

অথবা নিহত যদি হই আমি, আপনি তখন
নিজেই সংগ্রামে পশি, করিবেন রামেরে নিধন।
সম্মত বাক্যেতে তার হলো খর, লয়ে শরাসন
সহর্ষে ত্রিশিরা দ্রুত রাম পাশে করিল গমন,
রামের ললাটে আর তিন শর করিল ক্ষেপণ।
কহিলেন রাম অহো, এই বীর রাক্ষসের বাণ
করিল আঘাত মোরে যেন এবে পুষ্পের সমান।
কহি ইহা, করি রাম চতুর্দশ বাণেতে তখন
বিদ্ধ তারে, করিলেন ধ্বজ, রথ, তুরঙ্গ ছেদন।
করিলেন হত আর সারথিরে, তীক্ষ্ম অসি হাতে
ত্রিশিরা তখন হলো রাম পানে ধাবিত ক্রোধেতে।
ত্রিশিরার তিন শির, তীক্ষ্ম তিন শরেতে ছেদন
করি রাম, করিলেন যুদ্ধে তারে নিধন তখন।
একক রামের হস্তে হেরি সর্ব সৈন্য সহ হত
দূষণ ও ত্রিশিরারে হলো খর ভীত ও চিন্তিত।
মহাবীর্য্য শালী খর ধৈর্য্য মনে ধরি অনন্তর
ইন্দ্র পাশে বৃত্র সম রাম পাশে আসিল সত্বর।
ক্রুদ্ধ সর্প সম খর মহাধনু করি আকর্ষণ
সুতীক্ষ্ম নারাচ বহু রাম প্রতি করিল বর্ষণ।
করিল বাণেতে আর সর্বদিক পরিপূর্ণ খর,
করিলেন রাম তাহা তীক্ষ্ম বাণে ছেদন সত্বর।
খরের নিক্ষিপ্ত বাণে, আর রাম বাণেতে সেথায়,
আকাশ মণ্ডল যেন গেল দেখা মেঘাচ্ছন্ন প্রায়।
ছেদন খরের ধনু করিলেন রাম অনন্তর
অন্য ধনু নিয়ে খর তীক্ষ্ম বাণ বর্ষিল সত্বর।
রামের কবচ হয়ে বিদীর্ণ সে বাণেতে তাহার,
হলো ভূপতিত সেথা, বিদ্ধ করি বাণে বারবার

কবচ বিহীন রামে, খরবীর করিল গর্জন,
করিল শরেতে তার রাম ধনু সহাস্তে ছেদন।

তখন অগস্ত্যদত্ত বৈষ্ণব ধনুতে রঘুবর,
করি শর সংযোজন, করিলেন নিহত সত্বর
অশ্ব ও সারথি তার। ক্রোধে আর, বাণেতে তখন
করিলেন রঘুবর ছেদন খরের শরাসন,
করিলেন রথ ভগ্ন। হস্তে গদা করিয়া গ্রহণ
সলম্ফে ভূতলে খর রথ হতে নামিল তখন।

কহিলেন রাম তারে প্রাণীগণে করে উৎপীড়ন
যে নৃশংস পাপাচারী, হয় নিন্দা ভাজন সেজন
হলেও ত্রিলোক পতি। এ দণ্ডক অরণ্য মাঝারে
করেছ নিহত তুমি মুনিগণে, কর এই বারে
সে পাপের ফল ভোগ, বাণে মম করিব এখন
তোমার হে নিশাচর আজি আমি মস্তক ছেদন।

কহিল রামেরে খর, পরাক্রান্ত বীর শ্রেষ্ঠ যারা
স্বগুণ কীর্ত্তন কভু সংগ্রামেতে নাহি করে তারা।

আত্মশ্লাঘা করি তুমি করেছ নীচত্ব প্রদর্শন,
বিনষ্ট করিব আমি তোমার সকল পরাক্রম।

বলিবার বহু কথা আছে তবু বলিবনা এবে,
সূর্য্য অস্ত যায় যদি সংগ্রামেতে বিঘ্ন হবে তবে,
যে রাক্ষস চতুর্দ্দশ সহস্রেরে করেছ নিধন,
তোমারে নিহত করি অশ্রু আমি করিব মার্জ্জন
স্বজনগণের যত সে সবার। কহি ইহা খর
প্রদীপ্ত অশনি সম গদা তার করিল সত্বর
নিক্ষেপ রামের প্রতি, করি রাম নিক্ষেপ তখন
আগ্নেয়াস্ত্র, করিলেন প্রজ্জলিত সে গদা ছেদন।

মহা সাল বৃক্ষ এক উৎপাটিত করিয়া তখন,
দংশন করিয়া ওষ্ঠ, রাম প্রতি করিল ক্ষেপণ
মহাবল নিশাচর, করিলেন সে বৃক্ষ ছেদন
বাণ বরষিয়া রাম, অনন্তর করিয়া গ্রহণ
ইন্দ্র দত্ত বাণ রাম, করিলেন নিক্ষেপ সত্বর,
ভেদিল খরের বক্ষ, মহাবেগে আসি সেই শর।
হয়ে খর রামের সে প্রজ্জ্বলিত বাণেতে নিহত,
বজ্রাঘাতে বৃত্র সম, ভূমিতলে হলো নিপতিত।
আকাশে তখন হলো দুন্দুভির ধ্বনি সমুত্থিত
রামের মস্তকে আর, পুষ্পরাজি হলো বরষিত।
ঋষিকুল সমবেত হয়ে সেথা সহর্ষে তখন,
কহিলেন রামে সবে, ভাগ্য ক্রমে হয়েছে এখন
নিহত তোমার হস্তে এ পাপাত্মা, এবে মুনিগণ
রহিবেন নির্ভয়েতে। করেছিলা ইন্দ্র আগমন
এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি তরে শরভঙ্গ আশ্রম মাঝারে,
এরি তরে মুনিগণ এনেছেন এদেশে তোমারে।
ক্রুর আর পাপকর্মা রক্ষকুলে করেছ নিহত,
এ অরণ্যে সুখে এবে রহিবেন মুনিগণ যত।
তখন অর্চনা করি সমাগত যত মুনিগণে,
গেলেন আশ্রমে রাম, লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে।

৯। রাবণ ও শূর্পণখা

একা রাম করি বধ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে,
দূষণ, ত্রিশিরা, খরে করেছেন হত অবশেষে,
হেরি আহা শূর্পণখা হয়ে মহা উদ্বিগ্ন তখন,
রাবণের লঙ্কাপুরে অতি ত্বরা করিল গমন।

হেরিল সেথায় আসি মন্ত্রীগণে হয়ে সুবেষ্টিত,
স্বর্ণময় আসনেতে রাবণ আছেন অবস্থিত।
দশ মুখ, বিংশ ভুজ, পরিচ্ছদ সুদৃশ্য তাঁহার,
বক্ষ সুবিশাল অতি, রক্ত চক্ষু, শুভ্রদন্ত আর।
স্নিগ্ধ মেঘ সম কান্তি, দেহমাঝে নৃপতি লক্ষণ,
ভূষণ সুবর্ণ ময়, মহাভুজ, বৃহৎ আনন।
সংগ্রামে অজেয় সদা দেবতা গন্ধর্ব সবাকার,
নানা অস্ত্রে, বিষ্ণুচক্রে, আছে দেহ মাঝেতে তাঁহার
বিবিধ ক্ষতের চিহ্ন। ভোগবতী করিয়া গমন
তক্ষকের প্রিয় ভার্য্যা করেছিলা বলেতে হরণ
বাসুকিরে পরাজয় করি সেথা, করি জয় আর
কুবেরেরে সংগ্রামেতে এনেছিলা পুষ্পক তাঁহার।
কঠোর তপস্যা অতি করি বহু সহস্র বৎসর
গোকর্ণ তীর্থেতে তিনি ব্রহ্মা হতে প্রাপ্ত হন বর।
ব্রাহ্মণ নিধন কারী, যজ্ঞের বিনাশ কারী আর,
নর ভিন্ন অন্য হতে মৃত্যুভয় ছিলনা তাঁহার।
ক্রোধাবিষ্টা শূর্পণখা, মহাবল রাক্ষস ভ্রাতারে,
করি দরশন সেথা, গিয়ে কাছে কহিল তাঁহারে।
কাম উপভোগে সদা মত্ত তুমি, স্বেচ্ছাচারী আর,
উপস্থিত মহাভয়, কিছুই জাননা তুমি তার।
রাখ নাই চর, আছ হীন মন্ত্রীগণেতে বেষ্টিত
বিনষ্ট যে জনস্থান কিছুই তা নহ অবগত।
একা রাম করি হত চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে,
দূষণে ও খরে আর নিহত করেছে অবশেষে।
রাবণ, দুর্বুদ্ধি তুমি, রক্ষকুল নিধন ব্যাপার
ঘটেছে যে হেন ভাবে, জাননা কিছুই তুমি তার।
শূর্পণখা বাক্য শুনি, ক্রুদ্ধ হয়ে কহিলা রাবণ,
কাহার তনয় রাম, কেন সে করেছে আগমন

দণ্ডক অরণ্য মাঝে, অস্ত্রবল কিরূপ তাহার,
নিহত করেছে সব রাক্ষসে সে সহায়ে কাহার।
রাবণের কথা শুনি, শূর্পণখা কহিল তখন,
দশরথ পুত্র রাম, দীর্ঘ বাহু, বিশাল নয়ন।
চীর ও অজিন ধারী, রূপেতে সে কন্দর্পের মত,
ইন্দ্রধনু তুল্য তার ধনু হতে করে সে সতত
নিক্ষেপ নারাচ তীক্ষ্ন, মহাবিষ সর্পের মতন,
কখন সে নেয় শর, কখন সে করে তা মোচন,
কিছু নাহি যায় দেখা, চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে
করি হত একা রাম, দূষণ, ত্রিশিরা, খরে শেষে
করেছে নিহত যুদ্ধে, নিজে আমি দেখেছি নয়নে।
আমারে স্ত্রীজাতি বলি বধ রাম করে নাই প্রাণে,
করেছে বিরূপ হেন। বীর্য্যবান লক্ষ্মণ নামেতে,
অনুচর ভ্রাতা আর আছে এক রামের সঙ্গেতে।
ক্ষীণকটি, বিশালাক্ষী, সীতা নামে আছে পত্নী তার,
রূপবতী তার সম হেরি নাই নয়নে আমার
গন্ধর্বী, কিন্নরী, দেবী কারো মাঝে, প্রণয়িণী যার
হবে সে, করিবে আর আলিঙ্গন প্রদান তাহার
যাহারে সে, দেব মাঝে ইন্দ্র সম রাজিবে সেজন,
তোমারি সে যোগ্য ভার্য্যা, পারে সে যে করিতে হরণ
আমারো হৃদয় জেনো। পূর্ণ চন্দ্র নিভাননা তারে
হেরিলে নিশ্চয় তুমি হবে বিদ্ধ কন্দর্পের শরে।
কর যদি বাঞ্ছা তুমি ভার্য্যা তারে করিতে এখন
যাত্রা তরে তবে তুমি হও এবে প্রস্তুত রাবণ।

১০। রাবণ ও মারীচ

শূর্পণখা বাক্য সেই দশানন করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন সারথিরে, সংগোপনে করিয়া গমন
যান গৃহ মাঝে ত্বরা, কর মম রথ সংযোজন,
করিল প্রস্তুত রথ সারথি তা করিয়া শ্রবণ।
কামচারী রথ সেই, পতাকা ও কাঞ্চনে ভূষিত,
পিশাচ বদন খর ছিল সেই রথে সংযোজিত।
নানা উপচারে পূর্ণ রথে সেই করি আরোহণ
সাগরের অভিমুখে করিলেন গমন রাবন।
তটভূমি সাগরের হেরিলেন রয়েছে শোভিত,
সাল, তাল, নারিকেল, হিন্তাল, অর্জুন বৃক্ষে যত।
বিশাল আশ্রমে বহু করিছেন বাস ঋষিগণ,
শীতল সলিল পূর্ণ নদী সেথা আছে মনোরম।
গন্ধর্ব, কিন্নর আর দিব্য আভরণেতে ভূষিত
অপ্সরা কুলেতে, সেই তটভূমি আছে সমাবৃত।
মুকুতা, প্রবাল, শঙ্খ, আর নানা রত্ন রাজি যত,
রত্ন উপজীবীগণ রেখেছে করিয়া স্তূপীকৃত।
আছে রম্য বন বহু, অগুরু, তমালে সুশোভিত,
রৌপ্য ও সুবর্ণময় গিরি বহু আছে বিরাজিত।
সমুদ্রের পরপারে অনন্তর করিয়া গমন,
সুরম্য আশ্রম এক হেরিলেন সেথায় রাবণ।
হেরিলেন সে আশ্রমে জটাজুট ধারী মারীচেরে,
সমাদর লভি তার কহিলেন রক্ষেন্দ্র তাহারে।
হে মারীচ, বাক্য মম কর তুমি শ্রবণ এখন,
করিতেছি যে প্রার্থনা কর সেই প্রার্থনা পূরণ।
আছে দেশ জনস্থান, জান তুমি তার বিবরণ,
করিত সেথায় বাস ভ্রাতা মোর খর ও দূষণ,

আর ভগ্নী শূর্পণখা। ত্রিশিরা নামেতে বীরবর,
আর বীর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিরন্তর
খরের অধীনে রহি করিত নিবাস সেথা আর,
করেছে মানুষ রাম সে সবারে সংগ্রামে সংহার।
শূর্পণখা নাসা কর্ণ রাম সেই করেছে ছেদন,
তাই তার রূপবতী পত্নী সীতা করিব হরণ।
মম এই কার্য্যে এবে হও তুমি সহায় আমার,
কি ভাবে করিবে তাহা কহিতেছি উপায় তাহার।
সুরম্য সুবর্ণ মৃগ হও তুমি, হও সুশোভিত
রজত বিন্দুতে নানা, অনন্তর হয়ে উপনীত
রামের আশ্রমে কর সীতার সম্মুখে বিচরণ,
তোমারে নেহারি সীতা সুনিশ্চয় কহিবে তখন
রাম আর লক্ষ্মণেরে, করি এবে বাহিরে গমন
গৃহ হতে, মৃগ এই ধরি' কর হেথা আনয়ন।
লক্ষ্মণের সহ রাম মৃগ তরে করিলে গমন,
শূণ্য সে আশ্রম হতে সীতা আমি করিব হরণ।
অতি দ্রুত গতি তুমি হবে পলায়নেতে সক্ষম,
মহাবলশালী তুমি, প্রকাশিতে পারিবে বিক্রম,
হয় যদি প্রয়োজন। শূর্পণখা প্রীতি সম্পাদন
করিতে পারিব আমি, বৈদেহীরে করিলে হরণ।
ভার্য্যা হরণের দুঃখে হবে রাম নিস্তেজ যখন,
কৃতার্থ হৃদয়ে আমি আনন্দেতে রহিব তখন।

মারীচ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাক্যে তার, কহিল তাঁহারে
প্রিয়বাদী ব্যক্তি সদা হে রাজন্ সুলভ সংসারে।
দুর্লভ সে হেন জন, হিত বাক্য কহেন যেজন
হলেও অপ্রিয় অতি, শ্রোতা ও দুর্লভ দশানন·

সে বাক্যের। করেননি কখনো যে নিয়োজিত চর
চপল স্বভাব বশে, নহেন সে হেতু রক্ষেশ্বর,
জ্ঞাত এবে ইন্দ্র সম রামের আছে যা পরাক্রম,
চাহিছেন সেই হেতু তাহারে করিতে আক্রমন।

কহি ইহা পুনরায় মারিচ কহিল রক্ষেশ্বরে,
বিশ্বামিত্র সহ আসি করেছিলা পূর্বে মারীচেরে,
ষোড়শ বর্ষীয় রাম শর ধারা করি বরিষণ
কি ভাবেতে বিতাড়িত। বিস্তারিয়া সেই বিবরণ
কহি রাবণেরে, শেষে কহিল সে সম্প্রতি রাজন,
ঘটেছে যা কহিব তা এবে আমি, করুন শ্রবণ।

দুজন রাক্ষস সহ করি মৃগ আকৃতি ধারণ,
দণ্ডক অরণ্য মাঝে ছিলাম করিতে বিচরণ;
ছিলাম আমরা আর ঋষি মাংস করিতে ভক্ষণ
সে সবারে করি হত্যা। অনন্তর করিনু দর্শন
তাপসের বেশ ধারী রামে সেথা, সীতা ও লক্ষ্মণে
হেরিনু সঙ্গেতে তার, পূর্বের শত্রুতা করি মনে
তীক্ষ্ম শৃঙ্গ মৃগ রূপধারী আমি হলাম ধাবিত,
মহাক্রোধে ভীম বেগে রামে সেথা করিতে নিহত।
হেরি তাহা করিলেন তীক্ষ্ম তিন বাণ বরিষণ
রঘুবর, করিলাম নিজে আমি দ্রুত পলায়ন।
কিন্তু তাঁর বাণে হলে হত অন্য রাক্ষস দুজন,
মহা ভয়ে ভীত আমি কোনরূপে বাঁচায়ে জীবন
আসিলাম লঙ্কাপুরে, হেন ভাবে লভি' পরাজয়
নর হস্তে, বৈরাগ্যেতে হলো পূর্ণ আমার হৃদয়।
অনন্তর করি ত্যাগ লঙ্কাপুরী, গৃহ ও স্বজন
করিতেছি বাস হেথা কাননেতে করি আগমন।

ভয়াকুল আমি হেরি রামময় এবে এ কানন,
চীর ও অজিন ধারী ধনুর্দ্ধর রামে দরশন
করি আমি বৃক্ষে বৃক্ষে, পাশ হস্তে কৃতান্তের প্রায়
চমকিয়া উঠি আমি স্বপ্ন মাঝে নেহারি তাহায়।
রত্ন ও রমনী আদি রকারাদ্য শব্দ ও এখন,
করে রাম হতে ভীত মনে মম ত্রাস উৎপাদন।
রামের প্রভাব যত ভালরূপে আছি আমি জ্ঞাত,
আপনার তার সনে করা যুদ্ধ নহে সুসঙ্গত।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করেছেন যুদ্ধে পরাজয়,
কিন্তু নাহি পারিবেন রাঘবেরে করিতে বিজয়।
শ্রেয় তরে আপনারে কহিলাম এ কথা এখন,
না শুনিলে তাহা, হবে রাম হস্তে হারাতে জীবন।

মৃত্যু কামী জন যথা নাহি করে ঔষধ সেবন,
সেরূপ সে হীতবাক্য নাহি করি গ্রহণ রাবণ,
কহিলেন মারীচেরে কর্কশ ভাবেতে অসঙ্গত
বাক্য এই, হে মারীচ, মরুভূমি মাঝে নিপতিত
বীজ সম, নিতান্তই নিষ্ফল এ বচন তোমার
মানুষ রামের সনে যুদ্ধে ভয় নাস্তিক আমার।
অসার স্ত্রীবাক্য শুনি যেই রাম এসেছে কাননে,
ত্যজি মাতা পিতা আর ত্যজি রাজ্য, ত্যজি বন্ধু জনে,
সে রামের প্রাণ সমা প্রিয়া ভার্য্যা সীতারে এখন
তোমারি সম্মুখে আমি সুনিশ্চয় করিব হরণ।
দৃঢ় এ সঙ্কল্প আমি অন্তরেতে করেছি গ্রহণ,
করিতে নিবৃত্ত মোরে ইন্দ্রাদিও হবেনা সক্ষম।
তোমারে কার্য্যের মম দোষগুণ করিতে বিচার
কহি নাই আমি, শুধু সহায়তা চেয়েছি তোমার।

কার্য্য এই সুসম্পন্ন হলে পরে, কৃতজ্ঞ অন্তরে
করিব অর্দ্ধেক রাজ্য হে মারীচ, প্রদান তোমারে'
করিব আকাশ পথে সীতা সহ যেস্থানে গমন
পারিবেনা যেতে সেথা রাম কিংবা অন্য কোন জন।
করি মায়া বলে তুমি মোহগ্রস্ত রামে ও লক্ষ্মণে
আনি দূরে, হবে বেগে সত্বর সক্ষম পলায়নে।
মম সনে বিরোধেতে হবে মৃত্যু নিশ্চয় তোমার,
কি করিবে এবে তাহা কর তুমি মনেতে বিচার।
কহিল মারীচ তাঁরে, বিনাশের উপায় এমন
কোন্ পাপী আপনারে প্রদর্শন করিল রাজন।
ঔষধ সেবন যথা নাহি করে মুমূর্ষ যেজন,
নাহি করিলেন মোহে বাক্য মম তেমনি শ্রবণ।
হরিলে সীতারে এবে লয়ে মোরে, রবনা জীবিত
মোরা দোঁহে ধ্বংস লঙ্কা সহ নিশাচর যত।
কৃতান্ত স্বরূপ রাম নিশ্চয় হবেন আপনার
হে রাজন্, প্রিয়তমা পত্নী এবে হরিলে তাঁহার।
বলিতেছি বারবার, বাক্য মম তবুও গ্রহণ
নাহি করিছেন এবে, পারি আমি করিতে এখন
কিবা আর, কার্য্য তাই আপনার করিব সাধন।
কহিলেন মারীচেরে হয়ে হৃষ্ট রাবণ তখন,
হৃত রাজ্য যেই রাম, হৃতধন, বনচারী আর
হলেও সে ইন্দ্র তুল্য কি পারিবে করিতে আমার।
আকাশ পথেতে আমি সীতা লয়ে করিব গমন,
সমুদ্রের পরপারে গেলে চলি, করিবে তখন
কিবা আর মূর্খ রাম। বৈদেহীরে করি প্রলোভিত,
করি আর হে মারীচ, রামে ও লক্ষ্মণে বিমোহিত।

কর অনন্তর ত্বরা আমার সমীপে আগমন,
করিব দুজনে মোরা লঙ্কাপুরে গমন তখন।
বৈদেহীরে করি লাভ, করি আর বঞ্চিত রামেরে,
আমরা দুজনে মিলি যাব চলি কৃতার্থ অন্তরে।

১১। সীতা ও স্বর্ণ মৃগ

অনন্তর আরোহণ করি রথে তাহারা দুজন,
করিলেন বহুদেশ, বহু গিরি নদী অতিক্রম।
পশি শেষে দণ্ডকেতে, নেহারিয়া রামের আশ্রম,
রথ হতে নামি সেথা, কহিলেন মারীচে রাবণ,
রামের আশ্রম ওই দূরে এবে কর নিরীক্ষণ,
যেহেতু এসেছি মোরা, কর সখা, তাহা সম্পাদন।
রাক্ষস আকৃতি নিজ করি ত্যাগ মারীচ তখন,
স্বর্ণময় মৃগরূপ নিমেষেই করিল ধারণ।
রৌপ্য বিন্দু বিচিত্রিত, পদ্মাকার চিহ্নে অলঙ্কৃত,
নীল ও স্ফটিক মণি সমতুল্য চিত্রে সুশোভিত,
মণি বিমণ্ডিত চারি স্বর্ণময় শৃঙ্গ সমন্বিত
মৃগরূপে, আসি হলো রামের আশ্রমে উপনীত।
আসি সেথা অদূরেতে সীতারে সে করিল দর্শন,
অপরূপ মৃগে সেই হেরিলেন সীতা ও তখন।
স্বর্ণপ্রভাময় আর নানা রত্ন জালে অলঙ্কৃত,
মৃগে সেই হেরি সীতা অরণ্যেতে, হলেন বিস্মিত।
কহিলেন অনন্তর রামে সীতা করি সম্বোধন,
হে কাকুৎস্থ, স্বর্ণময় মৃগ এই কর নিরীক্ষণ।
এ সুবর্ণ মৃগে হেথা হেরি এই অরণ্য মাঝারে,
লভিতে ইহারে এবে স্পৃহা মম হয়েছে অন্তরে।

স্বর্ণময় চর্ম এর শয্যামাঝে করি প্রসারিত,
বসিব তাহাতে, মনে এ বাসনা হতেছে উদিত।
স্ত্রী জাতির অনুচিত বলা হেন নিষ্ঠুর বচন,
হেরি এরে, কহিতেছি তবু তাহা লোভ নিবন্ধন।
শুনি সেই কথা রাম কহিলেন লক্ষ্মণে তখন,
হয়েছে সীতার অতি এই মৃগ চর্মে আকর্ষণ।
হেথা হতে অন্য কোথা এবে তুমি যেওনা লক্ষ্মণ,
বধি এরে লয়ে চর্ম, শীঘ্র আমি আসিব এখন।
কহিলেন হয়ে ভীত মৃগে সেই নেহারি লক্ষ্মণ,
হে বীর, পূর্বেতে যাহা বলেছেন যত ঋষিগণ,
মনে হয় তাহে, ইহা মায়াবী মারীচ নিশাচর,
মৃগরূপে নিহত সে করেছে এ অরণ্য ভিতর।
মৃগয়াতে সমাগত বহু ধনুর্দ্ধারী রাজগণে,
মৃগ কিনা ইহা, তাহা বিচার করুন এবে মনে।
সুবর্ণ সংযুক্ত মৃগ হতে পারে কি ভাবে জগতে,
মৃগ নহে, কামরূপী রাক্ষস এ মৃগ আকারেতে।
মৃগরূপে মুগ্ধা সীতা কহিলেন করি সম্বোধন
রামে সেথা, হে বীরেন্দ্র, মৃগ এই করেছে হরণ
মন মম, ক্রীড়া তরে এবে তারে কর আনয়ন।
সুন্দর চমর আর বহু মৃগ করে বিচরণ
এ আশ্রমে, কিন্তু হেন দিব্য কান্তি মৃগ মনোরম
হেরি নাই পূর্বে কভু, পার যদি আনিতে এখন
জীবিত ভাবেতে এরে, করিবে বিস্ময় উৎপাদন
তবে সবাকার ইহা। বনবাস অন্তে অবস্থিত
হব যবে রাজ্যে মোরা, অন্তঃপুর শোভা সম্পাদিত।
করিবে তখন এই মৃগ সেথা, যদি বা জীবিত
ধরা নাহি যায় এরে, তবে ইহা হলে পরে হত,

স্বর্ণময় চর্ম এর প্রসারিত করি তৃণাসনে
হব উপবিষ্ট তাহে। কহিলেন তখন লক্ষ্মণে
সে বাক্য শুনিয়া রাম, মৃগ এ হলেও মায়াময়,
লোভনীয় মৃগ এই হত আমি করিব নিশ্চয়।
নাহিক নন্দনে কিংবা কুবেরের চৈত্ররথ বনে
হেন মৃগ, হেরি এবে, কার নাহি লোভ হয় মনে।
নানা রত্নে বিচিত্রিত, স্বর্ণ প্রভাময় মনোরম,
মৃগ এই, মন মম আমারো যে করেছে হরণ।
এ মৃগের স্বর্ণ চর্মে আমা সহ বসিবেন সীতা,
মনে হয় মোর নাহি এ চর্মের সম কমলতা
অপর কিছুতে আর। হবে এ মারীচ নিশাচর
আমারো তা হয় মনে, মৃগরূপে অরণ্য ভিতর
করেছে নিহত সে যে মৃগয়া নিরত রাজগণে,
বধ যোগ্য সে আমার। হে লক্ষ্মণ রহি এইস্থানে
কর রক্ষা বৈদেহীরে, মহাবল জটায়ুর সনে
সম্মিলিত হয়ে তুমি সীতা সহ রহ সাবধানে।

কহি ইহা করি রাম ধনু, অসি, তূনীর গ্রহণ,
মৃগের উদ্দেশে বনে করিলেন সত্বর গমন।
রাম ভয়ে হলো দ্রুত মারীচ অরণ্যে অন্তর্হিত
ক্ষণেকেই দৃষ্টিপথে পুনরায় হলো সে উদিত।
এই দেখা যায় মৃগে, আসিতেছে এই সে এখন,
ভাবি ইহা দ্রুত রাম লাগিলেন করিতে গমন।
কখনো সে দিল দেখা, কখনো সে হলো অন্তর্হিত,
মারীচ এ হেন ভাবে, হলো বন মাঝারে ধাবিত।
কভু দেখা দিয়ে কাছে, কভু করি দূরেতে গমন,
বন মাঝে বহু দূরে করিল সে রামে আকর্ষণ।

অনন্তর কিছুক্ষণ অরণ্য মাঝারে রহি রাম,
হেরিলেন অদূরেতে সে মৃগ করিছে অবস্থান
সন্ত্রস্ত ভাবেতে, হয়ে অন্য মৃগগণে পরিবৃত,
হেরি তাহা তীক্ষ্ণবাণ ধনুকেতে করি' সংযোজিত,
সেই মৃগ প্রতি রাম করিলেন নিক্ষেপ তখন,
করিল সে তীক্ষ্ণবাণ মারীচের বক্ষ বিদারণ।
সেই শর বেগে হয়ে আকাশে সে ঊর্দ্ধে সমুত্থিত,
হলো আসি পুনরায় ভূতল মাঝারে নিপতিত।
মারীচ ধারণ করি রাক্ষসের আকৃতি তখন,
লাগিল করিতে অতি উচ্চরবে চীৎকার ভীষণ।
মৃত্যু সমাগত হেরি প্রভু কার্য্য করিতে সাধন
করি সে রামের সম কণ্ঠস্বর কহিল তখন,
চীৎকার করিয়া উচ্চে, বারবার 'কোথা হা লক্ষ্মণ,
কর মোরে পরিত্রাণ।' ভাবিল সে করিয়া শ্রবণ
রামের স্বরের তুল্য স্বর সেই, হয়ে উৎকণ্ঠিতা
লক্ষ্মণে রামের তরে করেন প্রেরণ যদি সীতা,
লক্ষ্মণ বিহীনা হলে অনায়াসে তখন রাবণ
পারিবেন সুনিশ্চয়, বৈদেহীরে করিতে হরণ।
মৃত্যু কালে ভাবি ইহ', প্রিয় কার্য্য করিতে সাধন
রাবণের, করেছিল ধ্বনি হেন মারীচ তখন।
হেরি অনন্তর রাম রাক্ষস আকৃতি ভয়ঙ্কর
নিহত সে মারীচের, পথেতে হলেন অগ্রসর।
করি বধ বনমাঝে মৃগ কিছু, করি তা গ্রহণ
আশ্রমের অভিমুখে লাগিলেন করিতে গমন।

১২। সীতার বুদ্ধিভ্রংশ

স্বামীর স্বরের তুল্য স্বর সেই অরণ্য ভিতরে
শুনি সীতা, কহিলেন সম্বোধন করি লক্ষ্মণেরে,
হে সৌমিত্রি, যাও ত্বরা জানিতে রামের বিবরণ,
শুনি তাঁর আর্ত্তস্বর, ব্যাকুল হয়েছে মম মন।
রাক্ষসের হস্তে পড়ি' মাগিছেন শরণ তোমার
ভ্রাতা যেই, যাও তুমি দ্রুত এবে উদ্দেশে তাঁহার॥
কহিলেন শুনি তাহা, ভয়াকুলা সীতারে লক্ষ্মণ,
নাহিক এ হেন কেহ পরাজিতে হবে যে সক্ষম
ভ্রাতা রামে, কেন দেবী, হতেছেন বিষণ্ণ এমন।
কহি ইহা, মনে নিজ রাম আজ্ঞা করিয়া স্মরণ,
সেথা হতে গমনেতে রহিলেন বিরত লক্ষ্মণ।
কহিলেন ক্রোধে সীতা, মিত্ররূপে ভ্রাতার তোমার
শত্রু তুমি, তাই এবে যেতেছনা নিকটে তাঁহার
এ হেন কালেও তুমি, মনে হয় বিপদ তাঁহার
চাহ তুমি, ভ্রাতৃস্নেহ নাহি কিছু অন্তরে তোমার
সে হেতু এখনো তুমি আছ হেথা, বুঝি অভিলাষ
করেছ আমারে মনে, চাহ তাই রামের বিনাশ।
রামের বিহনে মম মুহূর্ত্তও রবেনা জীবন,
শোন মোর কথা, কর ভ্রাতৃপাশে সত্বর গমন।
রামের জীবন নাশে রহিবেনা যাহার জীবন,
তোমার তাহারে দিয়ে সিদ্ধ হবে কোন্ প্রয়োজন,
কেন তুমি তার পাশে বল তবে যাবেনা এখন।
অশ্রুতে আপ্লুতা আর ভয়ে ভীতা বৈদেহী তখন
কহিলে এহেন কথা, কহিলেন তাঁহারে লক্ষ্মণ,
যুঝিতে রামের সনে দেবতা গন্ধর্ব নিশাচর,
কাহারো শকতি নাহি, সংগ্রামে অবধ্য রঘুবর।

নহেক উচিত দেবী, বলা তব এ হেন বচন,
রেখেছেন রঘুবর আপনারে গচ্ছিত এখন,
মম পাশে হে বৈদেহী, জনশূণ্য এ বন মাঝারে,
একা কভু রেখে যেতে নাহি আমি পারি আপনারে।
করে বনে রক্ষকুল হেন নানা বাক্য উচ্চারণ,
যে বিকৃত স্বর দেবী, করেছেন শ্রবণ এখন,
সে বাক্য রামের নহে। হেন কথা কহিলে লক্ষ্মণ,
ক্রোধেতে আরক্ত নেত্রে কহিলেন বৈদেহী তখন,
তোমার প্রীতির পাত্রী আমি, তাই বলিছ এমন
রে অনার্য্য, মম তরে মনোভাব করি সংগোপন
এসেছ হেথায়, কিংবা হয়ে তুমি ভরত প্রেরিত,
রামের পশ্চাতে এবে ভ্রমিতেছ এ বনে নিশ্চিত।
করি লাভ পতিরূপে, শ্যামকান্তি, কমল লোচন
রামে আমি, কি ভাবেতে অভিলাষ করিব এখন
অন্যজনে, তার চেয়ে পশিব প্রদীপ্ত হুতাশনে,
তবু রাম ভিন্ন কভু করিবনা স্পর্শ অন্যজনে।
সে হেন পরুষ বাক্য বৈদেহীর করিয়া শ্রবণ,
কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁরে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
করিতে উত্তর দান এহেন বাক্যের আপনার
নহিক সক্ষম আমি, হে মৈথিলী, আপনি আমার
দেবতার সমতুল্য। স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বভাবতঃ
নহেক বিচিত্র বলা অনুচিত বাক্য হেন মত।
চপল স্বভাব আর, ধর্ম্মজ্ঞান হীন নারীগণ,
ভ্রাতৃগণ মাঝে তারা বিরোধ ঘটায় অনুক্ষণ।
ন্যায় বাক্য কহি আমি শুনেছি যে পরুষ বচন,
করুন শ্রবণ তাহা সাক্ষীরূপে বনচরগণ।
দুষ্ট স্ত্রীস্বভাব বশে হতেছে সন্দেহ তব মোরে,
যে আমি গুরুর বাক্যে আছি হেথা, ধিক আপনারে।

রাঘব আছেন যথা, এবে আমি যেতেছি সেথায়,
রক্ষা বন দেবগণ আপনারে করুন হেথায়।
লক্ষ্মণ কহিলে ইহা, কহিলেন তাহারে তখন
অশ্রুজলে ভাসি সীতা হয়ে রাম বিহীনা লক্ষ্মণ,
গোদাবরী মাঝে পশি, উদ্বন্ধনে কিংবা বিষপানে,
অথবা প্রবেশ করি প্রজ্জ্বলিত দীপ্ত হুতাশনে,
করিব এ দেহ ত্যাগ, রাম ভিন্ন তবু অন্য জনে
করিবনা স্পর্শ কভু। কথা এই কহি সরোদনে
দুঃখে অভিভূতা হয়ে লাগিলেন করিতে তাঁহার
বক্ষমাঝে, দুই হস্তে বৈদেহী আঘাত বারবার।
হেরি তা আশ্বাস দান করিলেন লক্ষ্মণ সীতারে,
বৈদেহী কিছুই কথা আর নাহি বলিলেন তাঁরে।
লক্ষ্মণ সংক্ষেপে করি বৈদেহীরে প্রণাম তখন,
রামের উদ্দেশে বনে লাগিলেন করিতে গমন।

১৩। সীতা সন্নিধানে রাবণ

মারীচ এ হেন ভাবে নিলে দূরে রামে ও লক্ষ্মণে,
নিজেরে কৃতার্থ বলি রক্ষেশ্বর ভাবিলেন মনে।
পরিব্রাজকের রূপ ধারণ করিয়া অনন্তর,
বৈদেহীর অভিমুখে রাবণ হলেন অগ্রসর।
আসে গাঢ় অন্ধকার চন্দ্র সূর্য্য বিহীনা সন্ধ্যার
সন্নিধানে যে ভাবেতে, ভ্রাতৃদ্বয় বিহীনা সীতার
নিকটেতে সেই ভাবে রাবণ করিলা আগমন
পরিব্রাজকের সম ছদ্মবেশ করিয়া ধারণ।
হস্তে ছত্র, শিরে শিখা, কাষায় বসন পরিধানে,
ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু বাম স্কন্ধে, পাদুকা চরণে।

হেরি তারে বৃক্ষ লতা পক্ষী আর প্রাণিকুল যত,
রহিল নিস্তব্ধ হয়ে, পবন হলোনা প্রবাহিত।
খরস্রোতা গোদাবরী ধীরে অতি বহিল তখন
তপোবন মৃগ যত সভয়ে করিল পলায়ন।
সীতার নিকটে আসি, অনন্তর করিলা রাবণ
পর্ণকুটিরের মাঝে, অশ্রুমুখী সীতারে দর্শন।
মনোহর রূপে তার হয়ে অতি বিমুগ্ধ রাবণ,
বেদ বাক্য উচ্চারিয়া কথা এই কহিল তখন।
প্রদীপ্ত কাঞ্চন বর্ণা, কেবা তুমি হে প্রিয় দর্শনা,
শোভিতা কমল মাল্যে, পীতবর্ণ কৌষেয় বসনা।
শ্রী, হ্রী, অথবা কীর্ত্তি লক্ষ্মী কিংবা স্বেচ্ছা বিহারিনী
রতি তুমি, বল মোরে হে অপূর্ব সৌন্দর্য্যশালিনী?
সম ভাবে সন্নিবিষ্ট শুভ্র বর্ণ তোমার দশন,
আননে ভূষণ সম তোমার ভ্রূযুগ মনোরম।
হে সুন্দরি, মনোহর সুকোমল কপোল তোমার,
উন্নত যুগল স্তন, সুগঠিত, সুন্দর আকার।
অরুণাভ করদ্বয়, সুবিশাল জঘন তোমার,
ক্ষীণাকৃতি কটিদেশ, করি শুণ্ড সম উরু আর।
বিশাল বিমল আঁখি, শোভিত সুকৃষ্ণ তারকায়,
সুকেশী ও সুমধ্যমা, পদযুগ কমলের প্রায়।
দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর অথবা নরগণে,
হেন রূপবতী আমি হেরি নাই কখনো নয়নে।
আছ এ অরণ্য মাঝে চিন্তা তাহে হতেছে আমার,
হেন ভাবে থাকা হেথা নহে কভু উচিত তোমার।
রাক্ষসের বাস ভূমি এ অরণ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র আর,
আছে হেথা, ভয় তাহে কিছুই কি নাহিক তোমার।
কে তুমি কাহার পত্নী, একাকিনী এভাবে এখন,
এ ঘোর দণ্ডক বনে কি হেতু করেছ আগমন।

দুষ্ট সেই রাবণের হেনরূপ কথা শুনি সীতা,
অবিশ্বাস করি তারে অন্তরে হলেন সশঙ্কিতা।
ব্রাহ্মণ জ্ঞানেতে মনে করি পুনঃ বিশ্বাস স্থাপন,
না করি ভাবনা তার অসঙ্গত বাক্যে মনোরম,
আসন আনিয়া আর ফলমূল করি আনয়ন,
অতিথি সৎকার তরে করিলেন যোগ্য আয়োজন।
নিজ নাম পরিচয় প্রদান করিয়া তার পরে,
কহিলেন সব কথা বিস্তারিত ভাবে রাবণেরে।
কহিলেন আর সীতা, করুন হেথায় অবস্থান
যদি ইচ্ছা হয় তব। করিবেন আগমন রাম
লয়ে ফলমূল আদি, যথাযথ ভাবেতে সৎকার
করিবেন তিনি তব, যতিগণ অতি প্রিয় তাঁর।
হে দ্বিজ, কি নাম তব কিবা গোত্র বলুন এখন,
করিছেন কেন হেন এ দণ্ডক বনে বিচরণ।
কহিলা রাবণ তাঁরে, লভিতে তোমার দরশন
ছদ্মবেশ ধরি এবে, হেথায় করেছি আগমন।
করেছে যে নিপীড়িত সর্বলোকে, করেছে যেজন,
বিতাড়িত দেবগণে, আমি সেই রক্ষেন্দ্র রাবণ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্যের পৌত্র আমি সীতা,
বিশ্রবার পুত্র আমি, কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
প্রদীপ্ত কাঞ্চন বর্ণা তোমারে ভাবনা করি মনে
অনুরাগ কিছু আর নাহি মম অন্য পত্নীগণে।
হও মম ভার্য্যা তুমি, হে মৈথিলী হও তুমি আর,
প্রধানা মহিষী এবে পত্নীগণ মাঝারে আমার :
আছে শ্রেষ্ঠ পুরী মম লঙ্কা নামে সাগর বেষ্টিত,
ইন্দ্রের অলকা সম পুরী সেই ত্রিলোক বিদিত।
কাননেতে আমা সহ সেথায় করিবে বিচরণ,
করিবে তোমার সেবা পঞ্চশত দাসী অনুক্ষণ।

রাক্ষস কুলের আমি অধীশ্বর, রয়েছে আমার
বহু রূপবতী ভার্য্যা, হও তুমি প্রধানা সবার।

কহিলেন ক্রোধে অতি, শুনি সীতা সেই বাক্য তাঁর
স্থির যিনি গিরি সম, গাম্ভীর্য্য সমুদ্র সম যাঁর
সে মহেন্দ্র তুল্য স্বামী রামের, সতত অনুগতা
প্রিয়তমা ভার্য্যা আমি, জেনো মম পতিই দেবতা।
অগ্নি প্রতি যথা স্বাহা, বশিষ্ঠের প্রতি অরুন্ধতী,
বীর শ্রেষ্ঠ রাম প্রতি সেইরূপ আমি ভক্তিমতী।
চাহিছ শৃগাল হয়ে ব্যাঘ্রী সমা সুদুর্লভা মোরে,
করিতে ও স্পর্শ তুমি নাহি হবে সক্ষম আমারে।
সিংহ মুখ হতে মাংস চাহিছ করিতে আহরণ,
চাহিছ জিহ্বাতে আর ক্ষুর তুমি করিতে লেহন।
হরিতে রামের ভার্য্যা অভিলাষ হয়েছে তোমার,
কণ্ঠে যেন বাঁধি শিলা, চাহিছ সাগর হতে পার।
পার্থক্য শৃগালে সিংহে, কাকে আর গরুড়ে যেমন,
তোমার রামের সঙ্গে হেরি আমি পার্থক্য তেমন।
মক্ষিকা খেলেও ঘৃত, জীর্ণ তাহা না হয় যেমন
হবনা তেমনি জীর্ণ, করিলেও আমারে হরণ
রাম বিদ্যমানে জেনো, রাবণেরে কহি ইহা সীতা,
হলেন মাতঙ্গ স্পর্শে রম্ভা তরু সম প্রকম্পিতা।
কহিলা ভ্রূকুটি করি বৈদেহীরে রাবণ তখন,
কুবেরের ভ্রাতা আমি, প্রতাপেতে অতুল রাবণ।
দেবতা, গন্ধর্ব আদি মম ভয়ে করে পলায়ন,
করি মম পরাক্রমে কুবেরের পুষ্পক হরণ
ভ্রমি তাহে আকাশেতে। রাজ্যভ্রষ্ট হত বুদ্ধি রাম
কি করিবে নিয়ে তারে, মোরে এবে কর প্রত্যাখ্যান

নহেক উচিত জেনো। হতে হবে অনুতপ্ত অতি,
এহেন ভাবেতে তুমি কর মোরে প্রত্যাখ্যান যদি।
কহিলেন সীতা, হয়ে ভ্রাতা পূজ্য দেব কুবেরের,
করিছ কি ভাবে তুমি অভিলাষ এ পাপ কার্য্যের।
দুর্বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি যাদের রাবণ,
সে সব রাক্ষস হবে সুনিশ্চয় বিনষ্ট এখন।
বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যজি, যমলোকে করিবে গমন,
রামের বাণেতে তুমি, কর যদি আমারে হরণ।
সীতার সে কথা শুনি, হস্তে হস্ত করি নিপীড়ন,
বিশাল আকৃতি নিজ করিলেন ধারণ রাবণ।
রক্তবর্ণ পরিহিত, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তিম নয়ন,
সুবিশাল বক্ষ সেই মহাভুজ রাক্ষস রাবণ
কহিলা সীতারে সেথা, যদি মোরে না কর গ্রহণ
স্বইচ্ছায় পতিরূপে, বলে মম তা হলে এখন
তোমারে করিব বশ, যদি চাহ ত্রিলোক বিখ্যাত
পতি তুমি, হও তবে এবে মম ভজনাতে রত।
আমারে রাক্ষস বলি শঙ্কা তুমি কোরোনা অন্তরে,
রব আমি হে বৈদেহী, তোমারি বশেতে চিরতরে।
বিচ্যুত যে রাজ্য হতে, অয়ি মূঢ়ে, অল্প আয়ু আর
যেই রাম, বল তুমি কোন্ গুনে অনুরক্ত তার।

১৪। রাবণের সীতা হরণ ও জটায়ু বধ

কহি ইহা, বাম হস্তে কেশ পাশে ধরি সে সীতার,
করিল দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় গ্রহণ তাঁহার।
রাক্ষস হস্তেতে সীতা লাগিলেন করিতে চীৎকার,
হায় আর্য্যপুত্র, হায় লক্ষ্মণ, বলিয়া বারবার।

করি মহাবলশালী রাবণেরে সেথা নিরীক্ষণ,
বনদেবগণ সবে করিলেন ভয়ে পলায়ন।
রাবণ গ্রহণ করি মুক্তি তরে চেষ্টা পরায়ণ
সীতারে, হলেন ঊর্দ্ধে আকাশেতে উত্থিত তখন।
রাবণের দিব্য রথ সেথায় করিল আগমন,
সীতারে ক্রোড়েতে লয়ে রথে সেই উঠিলা রাবণ।
উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেতে সীতা লাগিলেন কহিতে তখন,
হা লক্ষ্মণ, মহাবল, জানিছনা করিছে হরণ
আমারে রাক্ষস এবে, দুর্বলের রক্ষক সতত
ধর্মশীল রাম তুমি, করিছে যে অনাথার মত
হরণ রাক্ষস মোরে, দেখিছনা তাহা কি এখন,
পাপাত্মা রাবণে তবে কেন নাহি করিছ শাসন।
পুষ্পিত কর্ণিকা তরু, উচ্চ গিরি আর প্রস্রবণ,
স্রোতস্বতী গোদাবরী, যত সব বন দেবগণ
করি সবে নমস্কার, মম পতি রামেরে এখন
জানাও তোমরা সবে সীতা তাঁর হরিল রাবণ।
যত জীব মৃগ পক্ষী আছ হেথা নিতেছি শরণ,
সে সবার, কহ রামে নিল করি হরণ রাবণ
প্রাণাধিকা সীতা তাঁর, রাম তাহা করিলে শ্রবণ
বিক্রম প্রকাশ করি করিবেন মোরে আনয়ন।
মনোরম বন মাঝে নিদ্রিত জটায়ু পক্ষীবর
হলেন জাগ্রত শুনি সীতার সে ক্রন্দনের স্বর।
চাহি আকাশের পানে, হেরিলেন নিতে দশাননে
সীতারে হরণ করি, হয়ে দ্রুত উত্থিত সেখানে
কহিলা তখন তারে, অবরোধ করি রথ তাঁর,
জটায়ু আমার নাম, জগতের হিতকামী আর
সকলের রাজা রাম, সীতা এই ধর্ম পত্নী তাঁর।

রাজার উচিত সদা পরদার করা সংরক্ষণ,
এই হীন কার্য্য হতে হও তুমি নিবৃত্ত রাবণ।
সতত নিজের পত্নী রক্ষা করা কর্ত্তব্য যেমন,
সমুচিত রক্ষা করা অপরের পত্নীও তেমন।
তোমার রাজ্যের রাম করেননি অনিষ্ট সাধন,
করিছ অনিষ্ট তবে কোন হেতু তাহার এখন।
সদাচার অতিক্রম করি শূর্পণখার কারণে,
হয়েছে পাপাত্মা খর হে রাবণ হত জনস্থানে,
করেছিল আক্রমণ মিলি সব রাক্ষসেরা যত
রাম আর লক্ষ্মণেরে। তাই তারা হয়েছে নিহত
কি দোষ রামের তাহে, কর ত্যাগ সীতারে এখন.
বুঝিছনা কাল সর্প বস্ত্রে তুমি করেছ বন্ধন।
হয়েছে বয়স মম এবে ষাটি সহস্র বৎসর,
বৃদ্ধ আমি, তুমি যুবা, অবস্থিত রথের উপর
বাণ হস্তে, তবু কভু পারিবেনা করিতে হরণ;
আমার সমক্ষে তুমি বৈদেহীরে, জানিও রাবণ।
জটায়ুর বাক্য শুনি হয়ে ক্রোধে আরক্ত নয়ন,
হলেন ধাবিত দ্রুত তাঁর দিকে রক্ষেন্দ্র রাবণ।
পরস্পরে মহা যুদ্ধ হলো সেথা আরম্ভ তখন,
নখেতে জটায়ু, আর অস্ত্রে যুদ্ধ করিলা রাবণ।
করিলেন দশানন তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ জটায়ুরে,
ক্ষত ও বিক্ষত তাঁর পৃষ্ঠদেশ নখের প্রহারে
করিলেন পক্ষীরাজ, করিলে তাঁহারে তখন
বজ্রতুল্য বহু বাণে পুনরায় বিদ্ধ দশানন।
করিয়া উপেক্ষা তাহা করিলেন জটায়ু তখন,
পক্ষ আর পদাঘাতে রাবণের ভগ্ন শরাসন।
চঞ্চু আর নখাঘাতে করিলেন রথ ভগ্ন তার,
করিলেন সে রথের সারথি ও অশ্ব হত আর।

ধনু, রথ, অশ্ব আর সারথি বিহীন দশানন,
হলেন পতিত ভূমে লয়ে ক্রোড়ে সীতারে তখন।
কহিলেন পক্ষীরাজ, করি হেন ভাবেতে গ্রহণ,
সীতারে তস্কর সম, পশু তুল্য হয়েছ এখন।
বীর যে, বিপক্ষে করি বিজিত সে, লহে কাম্য ধন,
নহে হয়ে শরাহত ভূমিতলে করে সে শয়ন।
বীরযোগ্য নহে ইহা, তস্করের যোগ্য আচরণ,
হও যদি বীর তবে কর তুমি সংগ্রাম এখন।
কহি ইহা পৃষ্ঠে তাঁর জটায়ু হলেন নিপতিত,
নখে ও চঞ্চুতে আর করিলেন পৃষ্ঠ বিদারিত।
রাখি নিম্নে বৈদেহীরে, লয়ে খড়্গ রাবণ তখন,
জটায়ুর পক্ষ আর পদদ্বয় করিলা ছেদন।
ছিন্ন পক্ষ হয়ে ভূমে জটায়ু হলেন নিপতিত,
হেরি তাহা তাঁর পাশে দ্রুত সীতা হলেন ধাবিত।
কহিলেন অনন্তর সরোদনে, আমার কারণ
হে পক্ষীন্দ্র, হেন ভাবে এবে তুমি হারালে জীবন।
আমার বারতা যিনি করিবেন রামেরে জ্ঞাপন,
তিনিও হলেন হত, শ্রেয় এবে আমার মরণ।
নাহি জানিছেন রাম কি মহা বিপদ উপনীত,
নাহি জানিছেন হেথা রাবণ রয়েছে অবস্থিত।
উদ্দেশ করিয়া রামে, লক্ষ্মণে উদ্দেশ করি আর,
করিলেন ভয়ে অতি, বৈদেহী রোদন বারবার।
বিবর্ণ বদনা সেই সীতা পাশে হলেন তখন
প্রধাবিত দশানন, বৃক্ষ এক করি আলিঙ্গন
ত্যজ মোরে বলি সীতা লাগিলেন করিতে চীৎকার,
রাবণ করিলা আসি কেশপাশ গ্রহণ তাঁহার
রাবণের হস্তে হেরি সীতারে এভাবে নিগৃহীত,
দণ্ডক অরণ্যবাসী ঋষিগণ হলেন ব্যথিত।

এহেন ভাবেতে সীতা নিপীড়িতা হলেন যখন,
ঘোর অন্ধকারে হলো চরাচর আবৃত তখন।
দিব্য নেত্রে হেরি ব্রহ্মা, সীতারে এভাবে নিপীড়িত,
কহিলেন কার্য্য যাহা, এবে তাহা হলো সম্পাদিত।
হা রাম, লক্ষ্মণ, বলি লাগিলেন করিতে রোদন
বৈদেহী, তাঁহারে লয়ে উঠিলেন আকাশে রাবণ।
বৈদেহীর পীত বস্ত্রে বায়ু ভরে হয়ে আচ্ছাদিত
শোভিলেন দশানন অগ্নিদীপ্ত পর্বতের মত।
শোভাপ্রাপ্ত হয় হস্তী স্বর্ণ আচ্ছাদনেতে যেমন
কৃষ্ণকান্তি রক্ষেশ্বর সুশোভিত হলেন তেমন
স্বর্ণকান্তি সীতা সহ। সীতার বিবিধ অলঙ্কার
ভূতলে পতিত হলো অঙ্গ হতে ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর।
বায়ু ভরে আন্দোলিত পক্ষী সমাকুল তরু যত,
শির সঞ্চালিয়া যেন কহিল হয়োনা তুমি ভীত
হে বৈদেহী। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী আদি অরণ্যেতে,
হলো প্রধাবিত সবে বৈদেহীর ছায়ার পশ্চাতে।
বৈদেহীরে হেন ভাবে অপহৃত করি নিরীক্ষণ,
দীপ্তিহীন, পাণ্ডুবর্ণ, দুঃখে অতি হলেন তপন।
হলেন উত্থিত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত রাবণ যখন,
রোদন বিবশা সীতা কহিলেন তাঁহারে তখন,
রে পাপাত্মা, কাপুরুষ, মোরে তুমি করিতে হরণ,
করিতে পতিরে মম ছলনায় অন্যত্র প্রেরণ,
এইতো তোমার বীর্য্য, রামে তুমি করায়ে শ্রবণ
নিজ নাম, যুদ্ধে জয় করেছ কি আমারে রাবণ।
রাম আর লক্ষ্মণের নেত্র পথে আসিবে যখন,
সসৈন্য হলেও তুমি পারিবে না রক্ষিতে জীবন।
করেছিলা চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে যুদ্ধে হত
যে রাম একাকী, তিনি করিবেন তোমারে নিহত

শোকার্ত্তা সীতারে সেই লয়ে দ্রুত পাপাত্মা রাবণ,
আকাশ পথেতে ঊর্দ্ধে চলিলেন বেগেতে তখন
পর্বত শৃঙ্গেতে এক হেরিলেন সীতা অনন্তর,
রহিয়াছে এক সাথে অবস্থিত পঞ্চ কপিবর।
মনে করি আশা সীতা হয়তো বা পারিবে বলিতে
রামেরে সংবাদ তারা, লয়ে ত্বরা নিজ অঙ্গ হতে
স্বর্ণপ্রভ উত্তরীয়, আর নানা স্বর্ণ আভরণ,
করিলেন সে সবার মাঝে তাহা নিক্ষেপ তখন।
অজ্ঞাত রহিল তাহা রাবণের, যত কপিগণ
অনিমেষ নেত্রে সবে সীতারে করিল নিরীক্ষণ।

১৫। লঙ্কাপুরীতে সীতা

বহু নদী, গিরি, বন অনন্তর করিয়া লঙ্ঘন
রাবণ আকাশ পথে সাগর করিলা অতিক্রম।
লঙ্কা মাঝে সীতা সহ রক্ষেশ্বর পশিয়া তখন,
পুরী অভ্যন্তরে সেথা করিলেন সীতারে স্থাপন।
কহিলেন তিনি আর ভীমরূপা রাক্ষসীরে যত,
তোমরা সীতারে এবে সাবধানে রাখিবে সতত ;
স্ত্রী পুরুষ কেহ যেন নাহি করে সীতারে দর্শন,
ইহারে প্রদান কর মণি, মুক্তা, বসন, ভূষণ।
কখনো কেহবা যদি কহে এঁরে অপ্রিয় বচন
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, তবে তার রবেনা জীবন ;
কহি ইহা বাহিরিয়া অন্তঃপুর হতে দশানন
অষ্ট মহাবলশালী রাক্ষসে করিলা আবাহন।
কহিলেন অনন্তর সে সবারে, জনস্থানে এবে,
অস্ত্রেতে সজ্জিত হয়ে তোমরা গমন কর সবে।

রহি সেথা হয়ে জ্ঞাত কিবা রাম করিছে এখন,
জানাও আমারে আসি যথাযথ সর্ব বিবরণ।
শুনি রাবণের বাক্য, করি অভিবাদন তাঁহারে,
গেল তারা চলি সবে জনস্থানে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
রাবণ তখন পশি অন্তঃপুরে হেরিলা সেথায়,
কুক্কুরী বেষ্টিতা যেন যূথ ভ্রষ্টা কুরঙ্গীর প্রায়
সীতারে রাক্ষসী মাঝে। অনন্তর লয়ে বৈদেহীরে
কাঞ্চন সোপানে করি আরোহণ, দেখালেন তাঁরে
উত্তম ভবন নিজ; হীরক ও বৈদূর্য্যে খচিত
স্তম্ভ তার, স্বর্ণময় জালে যত গবাক্ষ আবৃত।
কাঞ্চন তোরণ আর বিবিধ উদ্যানে অলঙ্কৃত,
প্রমোদ ভবন আর সভাগৃহ রাজিতে শোভিত।
চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, কমল পূরিত সরোবর,
দেখালেন দুঃখ মগ্না বিবশা সীতারে রক্ষেশ্বর।
কহিলেন অনন্তর বৈদেহীরে, এ লঙ্কা ভিতর
হে সীতা, বত্রিশ কোটি রাক্ষসের আমি অধীশ্বর।
মনোহর এই লঙ্কা, রাজধানী হে সীতা, আমার
আছে বহুধন হেথা, আছে বহু রত্ন রাজি আর।
আমার জীবন সহ এ রাজ্যের সকলি তোমার,
প্রাণের অধিক প্রিয় হে বৈদেহী, তুমি যে আমার।
আছে বহু ভার্য্যা মম, হও তুমি ঈশ্বরী সবার,
হও এবে অয়ি সীতা, আমারো ঈশ্বরী তুমি আর।
রাজ্য ভ্রষ্ট অল্প বীর্য্য রামে নিয়ে কি হবে তোমার,
যৌবন অনিত্য সীতা, কর মম সঙ্গেতে বিহার,
আমারে ভজনা করি যোগ্য পতি স্বরূপে তোমার।
এ হেন পুরুষ সীতা, নাহি কেহ এই ত্রিভুবনে,
হেথা হতে তোমারে যে পারে নিতে নিজ পরাক্রমে।

করি লাভ হে বৈদেহী, এই লঙ্কাপুরী মনোরম
হয়ে অভিষিক্তা কর মম সনে সুখে বিচরণ।
তোমার যা ছিল পাপ বনবাসে হয়েছে তা ক্ষয়,
পুণ্যফলে লভ এবে রাজরাণী পদ সুখময়।
করেছি কুবের হতে বলে আমি পুষ্পক গ্রহণ
সে বিমানে মম সনে কর তুমি সুখে বিচরণ।
ধর্ম ভয়ে হে বৈদেহী, লজ্জার নাহিক প্রয়োজন,
তোমার চরণে আমি করিতেছি মস্তক স্থাপন।
কর অনুগ্রহ মোরে, বশীভূত ভৃত্য যে তোমার
আমি সীতা, ব্যর্থ তুমি বাক্য এই কোরোনা আমার।
শুনি রাবণের বাক্য শোক তপ্তা বৈদেহী তখন
কহিলেন নির্ভয়েতে, করি এক তৃণ সংস্থাপন
নিজের ও রাবণের মাঝে সেথা, বিশাল নয়ন,
দীর্ঘ বাহু, ধর্মশীল রাম মম পতি দেবোপম।
রামের সম্মুখে তুমি গেলে মোরে করিতে হরণ,
তোমার করিতে হত যুদ্ধে তবে প্রাণ বিসর্জন।
রে পাপাত্মা, জেনো তুমি, মৃত্যু আমি করিব বরণ,
তবুও তোমার বশে কভু নাহি আসিব রাবণ।
যে তুমি এহেন রূপে আমারে করেছ অপমান,
সে তোমার মৃত্যুরূপে শীঘ্র হেথা আসিবেন রাম।
তোমার সকল মান, তোমার সকল পরাক্রম,
করিবেন দূরীভূত করি রাম বাণ বরিষণ।
চাহিনা রক্ষিতে আমি মম এই দেহ ও জীবন,
মম অপবাদ আমি কভু নাহি সহিব রাবণ।
সীতার সে বাক্য শুনি হয়ে ক্রুদ্ধ রাবণ তখন
কহিলা রাক্ষসীগণে, যাও নিয়ে তোমরা এখন
সীতারে অশোক বনে, করি কভু তর্জন গর্জন
কভু বা সান্ত্বনা দিয়ে, কর এরে বশে আনয়ন

বন্য গজ বধূ সম। শুনি তাহা লয়ে বৈদেহীরে,
পশিল রাক্ষসীকুল অশোক কানন অভ্যন্তরে।

লঙ্কাপুরী মাঝে যবে আনিলেন সীতারে রাবণ,
আনন্দিত হয়ে ব্রহ্মা কহিলেন দেবেন্দ্রে তখন।
ত্রিলোকের হিত আর রক্ষকুল অহিতের তরে,
রাবণ সীতারে আনি রাখিয়াছে লঙ্কার ভিতরে।
পতিব্রতা সীতা সেথা স্বামীরে না করি নিরীক্ষণ,
শোকেতে মগনা হয়ে ভাবিছেন মনেতে এখন।
সমুদ্র মাঝারে এই লঙ্কাদ্বীপ, আছি অবস্থিত
ধর্মপরায়ণা আমি, সে কথা হবেন অবগত
কি ভাবেতে এবে রাম। ভাবি ইহা রক্ষিতে জীবন
না করি প্রয়াস সীতা, করিবেন প্রাণ বিসর্জন।
তাহারে সান্ত্বনা দিতে কর তুমি সত্বর গমন
হে ইন্দ্র লঙ্কাতে এবে। কহিলেন নিদ্রারে তখন
দেবরাজ, কর যত রাক্ষসী কুলেরে সম্মোহন
লঙ্কাপুরে গিয়ে তুমি। সেথা ত্বরা গিয়ে সে তখন
রাক্ষসী কুলেরে যত করিল নিদ্রাতে অভিভূত,
অশোক বনেতে ইন্দ্র অনন্তর হয়ে উপনীত
কহিলেন বৈদেহীরে, হোক ভদ্রে মঙ্গল তোমার,
দেবরাজ ইন্দ্র আমি, হে বৈদেহী, ভ্রাতা সহ তাঁর
কুশলে আছেন রাম, সসৈন্যেতে আসি এ লঙ্কায়,
রাবণেরে বধ করি তোমারে নিবেন অযোধ্যায়।
শোকার্ত্ত হয়োনা তুমি, মম অনুগ্রহে পারাবার
হবেন উত্তীর্ণ তিনি। হয়ে ভীতা শুনি বাক্য তাঁর
কহিলেন সীতা তাঁরে, কি ভাবেতে বুঝিব এখন
আপনি যে দেবরাজ, মোরে তা করুন প্রদর্শন
দেবতার চিহ্ন যাহা। দেখালেন দেবেন্দ্র তখন

চিহ্ন যত দেবতার, করিলনা ভূমি পরশন
চরণ যুগল তাঁর, অনিমেষ রহিল নয়ন।
হেরি তাহা হয়ে হৃষ্ট কহিলেন বৈদেহী তখন,
মম পূজ্য পিতা আর মম পূজ্য শ্বশুরের প্রায়,
পূজনীয় আপনারে হেরিতেছি এখন হেথায়।
আপনি রক্ষক, তাই সৌভাগ্য বশেতে দেবরাজ,
আছেন জীবিত রাম, শুনিলাম ভাগ্যবশে আজ
রাম লক্ষ্মণের বার্তা তব কাছে, দেবেন্দ্র তখন
হৃষ্ট মনে সেথা হতে করিলেন স্বস্থানে গমন।

১৬। আশ্রম অভিমুখে রাম

করি রাম বন মাঝে মৃগরূপী মারীচে নিধন,
আশ্রমের অভিমুখে লাগিলেন করিতে গমন।
এহেন কালেতে এক শৃগাল পশ্চাতে আসি তাঁর
কর্কশ ভাবেতে অতি উচ্চরবে করিল চীৎকার।
ভাবিলেন রাম তাহে করি শঙ্কা, চীৎকার ভীষণ
হেথা শৃগালের এই, অমঙ্গল করিছে জ্ঞাপন।
মম স্বর সম করি নিজ স্বর করেছে চীৎকার
মারীচ, লক্ষ্মণ হেথা হয়তো আসিবে শুনি তার
স্বর সেই, কিংবা সীতা মারীচের সে স্বর শ্রবণে
হয়ে ভীত, লক্ষ্মণেরে পাঠাবেন মোরে অন্বেষণে।
মারীচ স্বরেতে মম যে ভাবেতে করেছে চীৎকার,
মনে হয় তাহে যত রাক্ষসেরা জীবন সীতার
গোপনে নাশিতে চাহে। জনস্থানে করি বাস বনে,
শত্রুতা হয়েছে মম হেথা বহু রাক্ষসের সনে।
আছেন তো নিরাপদে এবে সীতা, চিন্তা করি মনে
হেন নানা কথা রাম আসিলেন দ্রুত জনস্থানে।

মৃগ পক্ষীগণ যত, হেরি রামে নিকটে তাঁহার
আসি সবে ঘোর রবে আরম্ভিল করিতে চীৎকার।
অশুভ লক্ষণ যত হেরি সেই, রাঘব তখন,
হেরিলেন ম্লান মুখে লক্ষ্মণে করিতে আগমন।
কহিলেন রাম তাঁরে, রাক্ষসেতে পরিপূর্ণ বনে
রাখি একা বৈদেহীরে হে লক্ষ্মণ আসি এই স্থানে
করেছ অন্যায় অতি। রাক্ষসেরা হয়তো এখন
করেছে হরণ তাঁরে, কিংবা তাঁরে করেছে ভক্ষণ।
হেরিতেছি দুর্লক্ষণ বহু হেথা, হতেছে আমার
স্পন্দিত এ রাম চক্ষু, নিশ্চয় নাহিক সীতা আর।
প্রাণের অধিক মম প্রিয় যিনি, সে সীতা এখন
আছেন কি বাঁচি প্রাণে, হবেনা তো মিথ্যা হে লক্ষ্মণ
আমার এ বনবাস। সীতা মম থাকিলে জীবিত
যাব পুনঃ অযোধ্যায়, নহিলে জানিও সুনিশ্চিত
রবেনা জীবন মম। আশ্রমেতে করিলে গমন,
সহাস্যে বৈদেহী যদি আমারে করেন সম্ভাষণ।
তবেই বাঁচিব আমি, রাখি বনে সীতারে এখন
আসি হেথা অনুচিত কার্য্য তুমি করেছ লক্ষ্মণ।
তোমার উপরে যবে করি আমি বিশ্বাস স্থাপন,
গচ্ছিত ধনের সম রেখেছিনু সীতারে লক্ষ্মণ
রাক্ষস পূরিত সেই বনমাঝে, নিকটে তোমার,
তবে কেন ত্যজি তাঁরে, সন্নিধানে এসেছ আমার।
রামের সে কথা শুনি কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
সীতারে স্বেচ্ছায় ত্যজি করি নাই হেথা আগমন।
'হা লক্ষ্মণ' বলি তব আর্ত্ত স্বর শ্রবন যখন
করিলে সীতা সেথা, হয়ে ভয়ে বিহ্বল তখন
কহিলেন সরোদনে, হে লক্ষ্মণ সত্বর এখন
যাও তুমি বনমাঝে রামেরে করিতে অন্বেষণ।

কহিলাম আমি তাঁরে ধৈর্য্য দেবী, করুন গ্রহণ
এ বাক্য অপর কেহ নিশ্চয় করেছে উচ্চারণ
মম ভ্রাতৃ সম স্বরে, নাহি কেহ ত্রিলোকে এমন,
সংগ্রাম মাঝারে পারে জয় রামে করিতে যেজন।
কঠোর বাক্যেতে অতি কহিলেন বৈদেহী তখন,
অনুরক্ত মম প্রতি এবে তুমি হয়েছ লক্ষ্মণ,
তোমার অন্তর মাঝে আছে গুপ্ত পাপ অভিপ্রায়,
বিনষ্ট হলেও স্বামী, জেনো তুমি পাবেনা আমায়।
ভরত প্রেরিত হয়ে রাম সনে এসেছ হেথায়,
যেতেছনা তাই তাঁর আর্ত্তরব শুনে ও সেথায়।
ভাবিছ মনেতে, ভ্রাতা হলে মৃত আসিবে আমার
আশ্রয়েতে সীতা এবে, রে পাপাত্মা সে আশা তোমার
করিবনা পূর্ণ আমি, ছদ্মবেশে এসেছ ভ্রাতার
ছিদ্রান্বেষী হয়ে তুমি, তাই কাছে যেতেছনা তাঁর।
বৈদেহী সে হেন কথা কহিলেন আমারে যখন,
ক্রোধেতে আশ্রম ত্যজি বহির্গত হলাম তখন।
কহিলেন রাম তাঁরে, অনুচিত করেছ লক্ষ্মণ,
রাক্ষস বধিতে মম আছে শক্তি, জেনেও এখন
কেন হলে বহির্গত, এসেছ যে পরুষ বচনে
ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকের তুমি, ত্যজি তাঁরে এভাবে এখানে,
তার লাগি অসন্তুষ্ট এবে আমি হয়েছি লক্ষ্মণ,
ক্রোধবশ হয়ে তুমি মম বাক্য করেছ লঙ্ঘন।
মৃগরূপে যে রাক্ষস, দূরে হেথা আনিল আমায়,
মম শরে হত হয়ে, পতিত সে হয়েছে ধরায়।
শরেতে আহত হয়ে আর্ত্তস্বরে করিল চীৎকার
মম অনুরূপ বাক্যে, শুনেছিলে সে চীৎকার তার।
আছেন কি ভাল প্রিয়া, একথা ভাবিয়া অনন্তর,
ত্বরান্বিত হয়ে রাম সম্মুখে হলেন অগ্রসর।

হেরিলেন আসি শেষে পর্ণশালা, সীতা বিরহিত,
শ্রীবিহীন হয়েছে তা হেমন্তের পদ্মিনীর মত।
করিছে রোদন যেন বৃক্ষরাজি, ম্লান পক্ষীগণ,
বন দেবতারা যেন করেছেন ত্যাগ সে আশ্রম।
বন মাঝে অন্বেষিয়া না লভি সীতার দরশন,
হলেন উন্মত্ত প্রায়, হয়ে রাম শোকেতে মগন।
দিকে দিকে অনন্তর দ্রুত পদে করিয়া গমন,
কহিলেন রাম, যত বৃক্ষকুলে করি সম্বোধন।
হে কদম্ব, কহ মোরে কদম্ব কুসুম প্রিয় যাঁর,
দরশন লভেছ কি বল তুমি সীতার আমার।
হে অর্জুন, কহ মোরে জানকী কি আছেন জীবিত,
বার্তা তাঁর হে তিলক জ্ঞাত তুমি আছ সুনিশ্চিত।
হে অশোক কর কশোক দূরীভূত এখন আমার,
কহ মোরে কৃপা করি লভেছ কি দর্শন সীতার।
কোথায় আমার প্রিয়া, সীতা হায় কোথায় আমার,
লাগিলেন উচ্চে রাম একথা কহিতে বারবার।
জনস্থানে যত বন, যত গিরি, যত প্রস্রবণ,
এ হেন ভাবেতে রাম করিলেন সর্বত্র ভ্রমণ।
কহিলেন তিনি আর বৃক্ষের আড়ালে অগোচরে,
আছ কি লুকায়ে সীতা, পরিহাস করিতে আমারে।
দুঃখে অতি অভিভূত হেরি মোরে এ ভাবে এখন,
পরিহাস হে বৈদেহী, আর তুমি কোরোনা এমন।
মনে হয় হে লক্ষ্মণ কামরূপী নিশাচরগণ
আসি হেথা সবে মিলি বৈদেহীরে করেছে ভক্ষণ।
প্রতিশোধ রক্ষকুল পূর্ব কৃত মম শত্রুতার
নিশ্চয় নিয়েছে এবে, মৃত্যু তাহে ঘটিবে আমার।
সীতার শোকেতে মৃত মোরে, পিতা করি নিরীক্ষণ
পরলোকে, কহিবেন সুনিশ্চয় একথা তখন

ধিক্কার প্রদান করি, বনবাস প্রতিজ্ঞা পালন
না করি এসেছ কেন কাল পূর্ণ না হতে এখন।
অস্তগামী সূর্য্যে প্রভা করে ত্যাগ যে ভাবে লক্ষ্মণ,
ত্যজি মোরে সেই ভাবে কোথা সীতা গেলেন এখন।
শোকেতে অধীর রামে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
বিষণ্ণ না হয়ে হেন মোরে সহ সীতারে এখন
করুন সন্ধান বীর, অরণ্যে করিতে বিচরণ
জানকী বাসেন ভাল, করিছেন হয়তো ভ্রমণ
বন মাঝে, কিংবা কোন পদ্মপূর্ণ সরসীর ধারে,
অথবা মৎস্যেতে পূর্ণ কোন এক তটিনীর তীরে।
অথবা করিতে এবে আমা দোঁহে ভীতি প্রদর্শন,
কোথাও কানন মাঝে রয়েছেন গোপনে এখন।
শুনি লক্ষ্মণের বাক্য লয়ে তাঁরে পুনরায় রাম,
নদী গিরি বন মাঝে লাগিলেন করিতে সন্ধান।

১৭। রামের সীতা অন্বেষণ

গোদাবরী তটিনীরে অনন্তর নিকটে তাঁহার
হেরি রাম, সুধালেন বল কোথা জানকী আমার।
গোদাবরী নদী সেই হয়ে ভীত ভয়ে রাবণের,
কহিলনা কথা কোন, কথা সেই শুনেও রামের।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে হয়ে রাম হতাশ তখন,
হে লক্ষ্মণ হেথা হতে যাব ফিরে আমরা যখন,
নরপতি জনকেরে, আর মম মাতা কৌশল্যারে
কি আমি কহিব বল। রাজ্যহীন বনবাসী মোরে
ছিলেন সক্ষম যিনি করিতে সন্তাপ বিরহিত
কোথা তিনি হে লক্ষ্মণ হয়েছেন এবে অন্তর্হিত।

কহি ইহা অনন্তর হেরিলেন রয়েছে অদূরে,
পুষ্প মাল্য এক গাছি নিপতিত ভূতল উপরে।
কহিলেন রাম, আমি বনমাঝে দেখেছি লক্ষ্মণ,
এই সব পুষ্পরাজী বৈদেহীরে করিতে ধারণ।
অদূরে পর্বত এক হেরি রাম কহিলেন তারে,
হে গিরি, দেখাও এবে স্বর্ণকান্তি মম বৈদেহীরে।
নহিলে করিব ধ্বংস তোমারে এ বাণেতে এখন,
গোদাবরী নদীরেও বাণে মম করিব শোষণ,
না যদি কহে সে এবে আমারে সীতার বিবরণ।
এ হেন সময়ে রাম হেরিলেন রয়েছে অদূরে,
বিশাল চরণ চিহ্ন রাক্ষসের, ভূতল উপরে।
কহিলেন চিহ্ন সেই হেরি রাম, হে ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ,
বিশাল চরণ চিহ্ন রাক্ষসের কর নিরীক্ষণ।
কঠোর ভৎসনা আমি বৃথাই করেছি গিরিবরে,
নাহিক হেথায় সীতা পর্বত গুহার অভ্যন্তরে।
মনে হয় নিয়ে তাঁরে অন্তরীক্ষ পথেতে গমন
করেছে রাক্ষস কোন, গমন অথবা আগমন
চিহ্ন তার হেথা আর নাহি দেখা যেতেছে এখন'
করিব জিজ্ঞাসা সব কারে আমি, কে কহিবে মোরে,
কে নিয়েছে কোন দিকে করি এবে হরণ সীতারে।
পরিত্যাগ করি রাজ্য, করি ত্যাগ দীনা জননীরে,
যে আমি এসেছি বনে পিতৃ বাক্য পালনের তরে
ধর্ম অনুগামী হয়ে, সে আমার ভার্যা বৈদেহীরে,
নাহি করিলেন রক্ষা ধর্ম এই বন অভ্যন্তরে।
রক্ষা না করিলে ধর্ম এ সংসারে ধর্মনিষ্ঠজনে,
উদিত নাস্তিক্য বুদ্ধি হে লক্ষ্মণ, হয় তার মনে।
লোক সৃষ্টিকারী যিনি, শুধুই করুণা বশ হলে,
তাঁরেও নির্বীর্য্য ভাবি, করে থাকে অবজ্ঞা সকলে।

লোক হিতে রত আর কৃপাশীল আমারে এখন,
নিশ্চয় নির্বীর্য্য বলি ভাবিছেন যত দেবগণ।
কিন্তু মম হস্তে এবে না করেন সীতা সমর্পণ
যদি তাঁরা, হেরিবেন তবে মম বিক্রম এখন।
দেবতা গন্ধর্ব আর যক্ষ কিংবা রক্ষকুল যত,
মম ক্রোধে হে লক্ষণ কেহ নাহি রহিবে জীবিত;
যদি নাহি হেরি মম সহধর্মচারিনী ভার্য্যারে
যক্ষ, রক্ষ, নর সহ বিপর্য্যস্ত করিব ধরারে।

দক্ষযজ্ঞ মাঝে ক্রুদ্ধ রুদ্র সম রামেরে তখন,
কহিলেন যুক্ত করে, শুষ্ক মুখে সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
করেছেন সদা পূর্বে সর্বজীব কল্যাণ সাধন,
সে স্বভাব ক্রোধ বশে নহে করা উচিত বর্জন।
চন্দ্রে শোভা; সূর্য্যে প্রভা, অনিলেতে গতি, ক্ষমা আর
ধরনীতে বর্ত্তমান, কিন্তু আছে সকলি তাহার,
সম্মিলিত ভাবে সদা অভ্যন্তর মাঝে আপনার।
একের দোষেতে এবে করা সর্বলোকেরে নিহত
হবেনা উচিত তব, হে রাঘব নরপতি যত
কভু মৃদু, কভু শান্ত, কভু আর ন্যায় অনুসারে,
হন দণ্ডদানকারী চিরদিন, পৃথিবী মাঝারে।
আশ্বস্ত হউন এবে, বিপদ পবন সম করে
স্পর্শ সবে এ জগতে, হয় পুনঃ দূরীভূত পরে।
এ দুঃখ আপনি যদি সহ্য নাহি করেন এখন,
কি ভাবে সহিবে তবে দুঃখ যত সাধারণ জন।
বুদ্ধিতে বিচার করি তব সম তত্ত্বদর্শী যাঁরা,
না করেন শোক কভু অতি গুরু বিপদেও তাঁরা।
নহে ইহা উপদেশ, শুধু মনে স্মরণের তরে
কহিতেছি ইহা আমি, বৃহস্পতি তুল্য আপনারে

কেহ নাহি পারে তব বুদ্ধিরে করিতে অতিক্রম,
শোকার্ত্ত আপনি, তাই করিতেছি উদ্বুদ্ধ এখন।
সর্বলোক বিনাশের কিছু এবে নাহি প্রয়োজন,
হবে সমুচিত করা খুঁজি শত্রু, তারেই নিধন।
শুনি তাহা কহিলেন করি রাম ক্রোধ সংবরণ,
বল কোথা যাব এবে, লভিব সীতার দরশন
কোন্ উপায়েতে আমি। কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
বহু বৃক্ষ লতা পূর্ণ জনস্থানে এই অন্বেষণ
করুন আপনি পুনঃ। শিলা পূর্ণ নির্ঝরিনী আর
বহু গিরি, বহু গুহা অভ্যন্তরে রয়েছে ইহার।
করুন সন্ধান সব আমা সহ হয়ে সম্মিলিত,
তব সম নর শ্রেষ্ঠ নাহি হন দুঃখে বিচলিত।

১৮। রাম ও জটায়ু

লক্ষ্মণের সহ রাম সে অরণ্য মাঝারে তখন,
নানা স্থানে পুনরায় লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।
ভ্রমি সেথা অনন্তর হেরিলেন শোণিতে আপ্লুত
ছিন্ন পক্ষ জটায়ুরে গিরি শৃঙ্গ সম ভূপতিত।
পক্ষীবর জটায়ুরে সেথা রাম করি দরশন,
কহিলেন গৃধ্ররূপী এ রাক্ষস করেছে ভক্ষণ
নিশ্চয় সীতারে মম, হে লক্ষ্মণ ইহারে এখন,
তীক্ষ্ম শরজালে মোর এবে আমি করিব নিধন।
ধনু হস্তে অনন্তর করিলেন সেথায় গমন
দ্রুত রাম, গৃধ্ররাজ কহিলেন কাতরে তখন,
হে রাম, অরণ্যে এই যাহারে করিছ অন্বেষণ,
রাবণ সে সীতা আর মম প্রাণ করেছে হরণ।

তুমি ও লক্ষ্মণ যবে করেছিলে দূরেতে গমন,
সীতারে হরণ রাম করেছিল রাবণ তখন।
হেরি তাহা, হয়ে আমি সীতার সমীপে উপনীত,
করিলাম রাবণের রথ আর ছত্র নিপাতিত
করি যুদ্ধ তার সনে, হের ওই ধনুক তাহার
করেছি যা ভগ্ন আমি, হের রথ, হের ছত্র আর,
করেছি যা' বিচূর্ণিত, পক্ষ, চঞ্চু, নখেতে আমার
করেছি বিক্ষত আমি রাবণেরে যুদ্ধে বারবার।
যুদ্ধে পরিশ্রান্ত মোর পক্ষদ্বয় করি সে ছেদন,
আকাশ পথেতে ঊর্দ্ধে সীতা সহ করিল গমন।
জটায়ু আমার নাম, সখা আমি পিতার তোমার,
তোমা তরে করি যুদ্ধ হলো শেষ জীবন আমার।
শুনি সেই কথা রাম জটায়ুরে চিনিয়া তখন,
আলিঙ্গন করি তাঁরে করিলেন অশ্রু বিসর্জ্জন।
কহিলেন অনন্তর লক্ষ্মণেরে, রাজ্য ভ্রংশ আর
বনবাস, মৃত্যু মম জনকের, হরণ সীতার,
হলো সংঘটিত সব হে লক্ষ্মণ, দুর্ভাগ্যে আমার,
এ জগতে আমা সম ভাগ্য হীন কেহ নাহি আর।
এবে মম পিতৃ বন্ধু গৃধ্ররাজ হয়ে মৃত প্রায়,
আমার দুর্ভাগ্য বশে হয়েছেন শায়িত ধরায়।
কহি ইহা, জটায়ুরে করি রাম স্নেহ প্রদর্শন,
করিলেন ধীরে ধীরে দেহে তাঁর হস্ত সঞ্চালন।
রক্তাপ্লুত দেহ তাঁর অনন্তর করি আলিঙ্গন,
কহিলেন প্রাণ সমা সীতা মম কোথায় এখন।
কহিতে আমারে সব শক্তি যদি থাকে আপনার
হে জটায়ু, তবে পুনঃ বিবরণ বলুন সীতার।
যুদ্ধে ক্ষত আপনারে, চাহি সুস্থ করিতে এখন,
বাঞ্ছা আমি করি এবে আপনার সুদীর্ঘ জীবন।

কি করেছি ক্ষতি তার যাহে সীতা হরিল রাবণ,
কি ভাবেতে কোথায় সে লভিল সীতার দরশন।
যখন রাক্ষস সেই, করেছিল সীতারে হরণ,
সীতার সুন্দর মুখ দেখা গেল কিরূপ তখন।
হে তাত, বলুন মোরে কিবা বীর্য্য, কিরূপ আকার,
সে দুরাত্মা রাবণের, বাসস্থান কোথায় তাহার
কষ্টেতে অস্ফুট বাক্যে কহিলেন, রাবণ তখন
মায়াতে ঝটিকা সৃজি, সীতারে সে করেছে হরণ।
করি যুদ্ধ শ্রান্ত মোর পক্ষদ্বয় ছেদন রাবণ,
দক্ষিণে সীতারে নিয়ে হেথা হতে করেছে গমন।
প্রাণ এবে কণ্ঠাগত হে রাঘব হয়েছে আমার,
উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি হতেছে ঘূর্ণিত মম আর।
করেছে হরণ সীতা বিন্দু নামে সময়ে রাবণ,
হয় প্রাপ্ত ধন স্বামী সে সময়ে অপহৃত ধন।
হে রাম, কোরোনা তুমি দুঃখ এবে, করি যুদ্ধে হত
রাবণেরে, হবে পুনঃ সীতার সহিত সম্মিলিত।
কহিতে কহিতে কথা মুখ হতে রুধির নির্গত
হলো তাঁর, কহিলেন কষ্টে করি দৃষ্টি সঞ্চারিত,
দক্ষিণ দিকেতে দ্বীপে অধিপতি সমৃদ্ধ লঙ্কার,
ধনপতি কুবেরের ভ্রাতা সে, তনয় বিশ্রবার।
কহি ইহা ক্ষীণবল পক্ষীরাজ ত্যজিলেন প্রাণ
করি পদ প্রসারিত। হেরি তাহা দুঃখে অতি রাম
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, হয়েছেন রক্ষিতে সীতায়,
রাবণ হস্তেতে হত পক্ষীবর জটায়ু হেথায়।
সুবিশাল গৃধ্ররাজ্য মোর তরে ত্যজিয়া লক্ষ্মণ,
করিলেন হেন ভাবে হেথায় জীবন বিসর্জন।
মম পিতৃবন্ধু ইনি, কৃপাবশে প্রকাশি বিক্রম,
আমার কারণে এবে করেছেন স্বর্গে আরোহণ।

রাজা দশরথ যথা পূজ্য মম. হে ভ্রাত লক্ষ্মণ,
বিহঙ্গম পতি ইনি পূজনীয় আমার তেমন।
কর কাষ্ঠ আহরণ, করি এবে চিতাতে স্থাপন,
করিব সৎকার এঁর। করি আমি অগ্নিতে দাহন।
করি অনন্তর রাম পক্ষীরাজে দাহ হুতাশনে,
খণ্ডিত হরিণ মাংস করালেন যত পক্ষীগণে
ভোজন, সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত প্রান্তর মাঝারে,
করিলেন মন্ত্র জপ জটায়ুর স্বর্গ লাভ তরে।
ভ্রাতা সহ অনন্তর করি গোদাবরীতে গমন,
জটায়ুর উদ্দেশেতে করিলেন সলিল তর্পণ।

১৯। কবন্ধ নিধন

জনস্থান অনন্তর করি ত্যাগ ভ্রাতা দুইজন
সীতা অন্বেষণ তরে করিলেন পশ্চিমে গমন।
ভ্রমি তাঁরা কিছু দূর, হেরিলেন অতি সুদুর্গম
বিশাল অরণ্য এক, করি তাহা বেগে অতিক্রম
আসিলেন তিন ক্রোশ দূরে তাঁরা জনস্থান হতে
ক্রৌঞ্চারণ্য নামে বনে। রমনীয় বিবিধ বৃক্ষেতে
মৃগ আর পক্ষীকুলে, পূর্ণ সে অরণ্যে মনোরম,
সীতার সন্ধানে দোঁহে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা কহিলেন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
বিষণ্ণ ভাবেতে রামে, হেরিতেছি নানা দুর্লক্ষণ
এবে আমি, বাম বাহু এবে মোর হতেছে স্পন্দিত,
উদ্বিগ্ন হতেছে চিত্ত, মনে হয় যুদ্ধ সমাগত।
হে বীর, যেতেছে এবে বঞ্জুলক বিহঙ্গ ভীষণ
মোদের দক্ষিণ ভাগে, করি মহা আশঙ্কা জ্ঞাপন।

হেরিলেন অনন্তর দোঁহে তাঁরা, অতি ভয়ঙ্কর
মুণ্ড গ্রীবাহীন এক কবন্ধ বিশাল কলেবর।
উদরেতে মুখ তার, তীক্ষ্ম রোমে দেহ আচ্ছাদিত,
কৃষ্ণ মেঘ সম বর্ণ, ধ্বনি মেঘ গর্জ্জনের মত।
এক মাত্র চক্ষু তার, দীর্ঘ আর পিঙ্গল বরণ,
বক্ষ মাঝে অবস্থিত, দন্তরাজি দেখিতে ভীষণ।
যোজন বিস্তৃত দীর্ঘ ভুজদ্বয় করি সে বিস্তার,
মৃগ আর পক্ষী নানা নিকটেতে নিতেছে তাহার।
মহাবল কবন্ধ সে করে সর্ব জীবেরে নিধন,
হস্তী ও ভল্লুক যত ভীমাকৃতি, করে সে ভক্ষণ।

হেরি রাম লক্ষ্মণেরে, সবলে সে করি আকর্ষণ
নিল সে নিকটে তার। করি খড়্গ ধনুক ধারণ
রহিলেন ভ্রাতা দোঁহে দৃঢ়ভাবে সেথা অবস্থিত,
পারিলনা সে কবন্ধ মহাতেজ বীর্য্য সমন্বিত
বীর ভ্রাতা দুইজনে ভুজদ্বয় সহায়ে তাহার,
নিক্ষেপ করিয়া নিজ মুখ মাঝে, করিতে আহার।

কহিল সে অনন্তর, খড়্গ আর ধনু লয়ে করে,
বৃষস্কন্ধ কে তোমরা এসেছ এ অরণ্য ভিতরে।

কি হেতু এসেছ বল সন্নিকটে ক্ষুধার্ত্ত আমার,
কি ইচ্ছা, কি প্রয়োজন, বল এবে বিবরণ তার।

হে ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় হেরি মোরে ক্ষুধার্ত্ত এখন,
মম ভক্ষ্য হয়ে এবে করেছ কি হেথা আগমন।

বিক্রম প্রকাশ তরে হয়ে কৃত সংকল্প তখন,
রামে সম্বোধন করি কহিলেন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
হে রাঘব আমা দোঁহে যে ভাবে করিছে আকর্ষণ
এ কবন্ধ, নাহি করি কিছু আর বিলম্ব এখন;

হবে করা সমুচিত ইহার এ দুবাহু ছেদন
খড়্গাঘাতে ক্ষিপ্র হস্তে। করি রাম সে কথা শ্রবণ,
খড়্গেতে দক্ষিণ হস্ত করিলেন ছেদন তাহার,
লক্ষ্মণ ছেদন ত্বরা করিলেন বাম বাহু তার।
তখন পৃথিবী আর চারিদিক করি নিনাদিত
গরজিয়া মেঘ সম, সে কবন্ধ হলো নিপতিত।
করিল জিজ্ঞাসা সেই শোণিতাক্ত দানব তখন,
কে তোমরা কহ মোরে, কহিলেন তাহারে লক্ষ্মণ,
সুযশস্বী রাম ইনি, নাম জেনো লক্ষ্মণ আমার,
অনুজ ইঁহার আমি বনে এক রাক্ষস ইঁহার
করেছেন হরণ ভার্য্যা। অন্বেষণ করিতে তাঁহারে,
আমরা এসেছি হেথা, কে তুমি তা কহ এবে মোরে।
হে কবন্ধ, ভগ্ন জানু হয়ে কেন রয়েছ এমন,
বক্ষ মাঝে কেন বল সংস্থাপিত তোমার আনন।
কহিল কবন্ধ সেই, তোমরা করেছ আগমন,
আমার সৌভাগ্য বশে হেথা এবে, হে রাম লক্ষ্মণ।
ছিল মনোহর রূপ কন্দর্পের সমান আমার,
হয়েছি আপন দোষে প্রাপ্ত হেন বিকৃত আকার।
বনবাসী ঋষিদের করিতে সন্ত্রাস উৎপাদন
করিতাম পূর্বে আমি ভয়াবহ আকৃতি ধারণ।
বিকৃত রূপেতে আমি একদিন পশিনু আশ্রমে
স্থূল শিরা মহর্ষির, সঞ্চারিতে ভয় তাঁর মনে।
ক্রোধে অভিশাপ তিনি করিলেন প্রদান আমারে,
তোমার থাকিতে হবে হেন ভাবে বিকৃত আকারে।
করিলাম শাপমুক্তি প্রার্থনা নিকটে আমি তাঁর,
কহিলেন তিনি মোরে, করি বাহু ছেদন তোমার,
করিবেন যবে রাম দগ্ধ হেথা অরণ্যে তোমারে,
মনোহর নিজ রূপ তখন আবার পাবে ফিরে।

নাম জেনো দনু মম, হয়ে মম উগ্র তপস্যায়,
পরিতুষ্ট, দীর্ঘ আয়ু দান ব্রহ্মা করেন আমায়।
ভাবিলাম মনে আমি দীর্ঘ আয়ু লভেছি যখন,
পারিবেন তবে ইন্দ্র, কি করিতে আমার এখন।
ভাবি ইহা ইন্দ্র সনে রত আমি হলাম যুদ্ধেতে,
করিলেন ইন্দ্র তাঁর সুকঠোর বজ্রের আঘাতে
উরু ও মস্তক মম প্রবিষ্ট এ দেহেতে আমার
কহিলেন তিনি আর, দীর্ঘ আয়ু হউক তোমার
হোক্ সত্য ব্রহ্মা বাক্য। কহিলাম দীন ভাবে তাঁরে
উরু, শির, মুখ বিনে কি ভাবে বাঁচিব অনাহারে!
যোজন বিস্তৃত দুই বাহু ইন্দ্র প্রদান তখন
করি মোরে, করিলেন তীক্ষ্ণদন্ত বিশাল বদন
সংস্থাপিত বক্ষে মম, কহিলেন একথা ও আর,
রাম ও লক্ষ্মণ আসি বাহু ছিন্ন করিলে তোমার
করিবে গমন স্বর্গে। মৃগ, হস্তী, ব্যাঘ্রাদি ভক্ষণ
করি আমি সে অবধি, দুই ভুজে করি আকর্ষণ।
কহিলেন রাম তারে, দূরে মোরা ছিলাম যখন,
করেছে হরণ মম ভার্য্যা সীতা, রাবণ তখন।
নাম শুধু জানি তার, নাহি জানি বাসস্থান তার,
জান যদি কিছু তুমি কহি তবে কর উপকার।
কহিল কবন্ধ সেই, কিছু মোর নাহিক এখন
দিব্যজ্ঞান, নাহি জানি সীতার কোনই বিবরণ।
দগ্ধ হয়ে নিজ রূপ হলে প্রাপ্ত, পারিব জানিতে
তাঁর কথা, কোথা সীতা পারিবেন যিনি তা বলিতে,
নিজ কর্ম দোষে হেন অভিশাপ গ্রস্ত আমি রাম,
শাপের ফলেতে মম হয়েছে বিলুপ্ত দিব্য জ্ঞান।
সূর্য্যাস্ত না হতে মোরে কর দাহ। লয়ে লক্ষ্মণেরে
প্রজ্জ্বলিত চিতা মাঝে করিলেন দগ্ধ রাম তারে।

সর্বাঙ্গ শোভিত হয়ে, করি দিব্য বসন ধারণ,
হলো সে কবন্ধ দনু, চিতা হতে উত্থিত তখন ॥

কহিলেন অনন্তর অন্তরীক্ষে করি অবস্থান,
হংস যুক্ত রথে দনু, পারিবে জানিতে এবে রাম,
যাঁহার নিকট হতে সীতার সকল বিবরণ,
কহিব তাঁহার কথা সব আমি, কর তা শ্রবণ।
পম্পা নামে সরোবর সম্মুখেতে আছে অবস্থিত,
আছে সন্নিকটে তার ঋষ্যমূক গিরি সুবিখ্যাত।
মহাবল কপিবর সুগ্রীব, করেন অবস্থান
সে পর্বতে, কর এবে গমন তাঁহার কাছে রাম।
ইন্দ্র পুত্র ভ্রাতা বালী করেছেন বিতাড়িত তাঁরে
চারি বানরের সহ ঋষ্যমূক মাঝে পম্পাতীরে
করিছেন বাস তিনি করি সেই পর্বতে গমন
সুগ্রীবের সাথে সেথা কর রাম মিত্রতা স্থাপন।
ভেবোনা বানর বলি কভু তাঁরে পাত্র অবজ্ঞার,
আছে তাঁর শক্তি জেনো কার্য্য সিদ্ধি করিতে তোমার
কৃতজ্ঞ ও কামরূপী সূর্য্য পুত্র সে সুগ্রীব এবে,
ভ্রমিছেন বালী ভয়ে পম্পা তীরে সশঙ্কিত ভাবে
শপথ আবদ্ধ হয়ে কর রাম মিত্র তুমি তাঁরে,
নাহি কিছু সুগ্রীবের অবিদিত পৃথিবী মাঝারে।
বলবান কপিগণে করিবেন সর্বত্র প্রেরণ
কপীন্দ্র সুগ্রীব সেই, সীতারে করিতে অন্বেষণ।
অনন্তর সংগ্রামেতে করি যত রাক্ষসে নিধন,
তোমার হস্তেতে রাম করিবেন সীতা সমর্পণ।
দেখা যায় ওই রাম পথ যেই পশ্চিম দিকেতে,
নানাবিধ বৃক্ষরাজি নেহারিবে গেলে সেই পথে।

অমৃত সমান স্বাদু নানা ফল করি আহরণ
সে সকল বৃক্ষ হতে, ভ্রাতা দোঁহে করিও ভক্ষণ।
পর্বতে পর্বতে আর বনে বনে করি বিচরণ,
পম্পা সরোবর তীরে অনন্তর করিও গমন।
শৈবাল কঙ্কর হীন পম্পা সেই কমলে শোভিত,
হংস, ক্রৌঞ্চ সারসের কলরবে সদা মুখরিত।
সেই সব পক্ষী আর নানা মৎস্য বিদ্ধ করি শরে
লক্ষ্মণ, সুপক্ক করি দিবেন অ ভোজনের তরে।
হস্তেতে তোমার আর করিবেন অর্পণ লক্ষ্মণ,
পম্পার নির্মল জল, পদ্মপত্রে করি আনয়ন।

মতঙ্গ মুনির শিষ্য ঋষিগণ নিকটে পম্পার
করিতেন বাস পূর্বে, পরিশ্রমে ক্লান্ত সে সবার
দেহ হতে ঘর্ম বিন্দু নিপতিত হয়ে ভূমিতলে,
হয়েছিল পরিণত মনোরম নানা পুষ্প দলে।

ঘর্ম বিন্দু জাত সেই পুষ্পরাশি আছে বর্ত্তমান
হে রাম, আজিও সেথা। করিছেন এবে অবস্থান
শ্রবণা নামেতে এক তপস্বিনী শবরী সেখানে,
করিতেন পূর্বে তিনি সেবা সদা যত ঋষিগণে।

তোমারে দর্শন করি করিবেন স্বর্গেতে গমন
শবর দুহিতা সেই। অনন্তর করিবে দর্শন
পম্পার পশ্চিম তীরে রম্য এক নির্জন আশ্রম।

নাহি পারে হস্তীগণ হে রাম, করিতে আক্রমণ,
মতঙ্গ মুনির সেই কাননেতে বেষ্টিত আশ্রম।

ঋষ্যমূক নামে গিরি নেহারিবে সেথা তুমি রাম,
সে গিরির গুহা মাঝে সুগ্রীব করেন অবস্থান
চারিজন মন্ত্রীসহ। ঋষ্যমূক পর্বত শিখরে
দেখা যায় মাঝে মাঝে আগমন করিতে তাঁহারে।

কহিলেন শুনি তাহা রাম আর লক্ষ্মণ তখন,
তোমার কল্যাণ হোক, কর তুমি গমন এখন।
কহিলেন দনু, কর তোমরাও স্বকার্য্য সাধন
কপীন্দ্র সুগ্রীব সহ করি এবে মিত্রতা স্থাপন।

২০। শবরী সন্নিধানে রাম

অগ্রসর অনন্তর হলেন পম্পার উদ্দেশেতে,
রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে, কবন্ধের প্রদর্শিত পথে।
পম্পার পশ্চিম তীরে গিয়ে শেষে রাম ও লক্ষ্মণ
নেহারিয়া অদূরেতে শবরীর সুরম্য আশ্রম
পশিলেন সে আশ্রমে। সিদ্ধা সেই শবরী তখন
করিলেন যুক্ত করে সে দোঁহার চরণ বন্দন।
কহিলেন রাম তাঁরে, বিঘ্ন দূর, তপস্যা বর্দ্ধিত,
হয়েছে তো আপনার, হয়েছো তো সাফল্য মণ্ডিত
হে গুরু বৎসলে তব গুরু সেবা, হয়েছে তো মন
নম্র ভাবে পরিপূর্ণ, হয়েছেতো ইন্দ্রিয় সংযম।
করেছেন সেবা পূর্বে যাঁহাদের সে মহর্ষিগণ
কোথা এবে, ইচ্ছা মম জানিতে তাঁদের বিবরণ।
সিদ্ধজন সমাদৃতা সে শবরী কহিলেন তাঁরে,
করেছি যাঁদের আমি সেবা এই আশ্রম মাঝারে,
করেছেন তাঁরা সবে আরোহণ স্বর্গেতে তখন
আসিলেন পূর্বে রাম চিত্রকূটে আপনি যখন।
স্বর্গ আরোহণ কালে কহিলেন তাঁহারা আমারে,
আসিবেন রাম এই সুপবিত্র আশ্রম মাঝারে।
করিও সাদরে তুমি রাম আর লক্ষ্মণে গ্রহণ,
তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে লাভ জানিও তখন।

তব তরে আমি রাম পম্পাতীরে করি বিচরণ,
করেছি সঞ্চিত নানা বন্য ফল করি আহরণ।
কহিলেন রাম, আমি প্রভাব সে সব মহাত্মার
শুনেছি দনুর মুখে, প্রত্যক্ষ তা দেখিতে আমার
হতেছে বাসনা মনে। রাম আর লক্ষ্মণে তখন
তাপসী শবরী সেই দেখালেন সে বিশাল বন।
কহিলেন তিনি আর, বিখ্যাত মতঙ্গ বন নামে
এ অরণ্য, হে রাঘব, করিতেন বেদীতে এখানে
পুষ্প উপহার নিয়ে দেবার্চনা মম গুরুগণ,
তাঁহাদের তপোবলে শুষ্ক কিংবা মলিন বরণ
হয় নাই আজও হেথা কুশ ও কুসুম রাশি যত,
এ বেদী প্রত্যকস্থলী নামে রাম সর্বত্র বিখ্যাত।
রহিতেন ঋষিগণ উপবাসে ক্লান্ত অবিরত,
তাঁহাদের তরে তাই হেথায় হয়েছে সম্মিলিত
সপ্ত সমুদ্রের জল। স্নান হেথা করি তাঁরা সবে
রেখেছেন বৃক্ষ মাঝে জলে সিক্ত বল্কল যে ভাবে,
আজিও না হয়ে শুষ্ক, সে ভাবেই রয়েছে এখন,
সে সব বল্কল রাজি, হে রাম করুন নিরীক্ষণ।
শবরীর সেই সব বাক্য যত করিয়া শ্রবণ,
কথা এই কি আশ্চর্য্য, কহিলেন রাঘব তখন।
শবরী কহিলা পুনঃ, দেখা তব শেষ হলো রাম,
দেহ ত্যাগ তরে মোরে আজ্ঞা এবে করুন প্রদান।
করেছি তপস্যারত যে মুনিগণেরে অনুক্ষণ
সেবা আমি, চাহি যেতে তাঁহাদের নিকটে এখন।
কহিলেন রাম শুনি ধর্ম যুক্ত সে বাক্য তাঁহার
করুন গমন এবে অভীষ্ট লোকেতে আপনার।
অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিজ দেহ শবরী তখন
সমুজ্জ্বল দীপ্তি লভি করিলেন স্বর্গেতে গমন।

ছিলেন মহর্ষিগণ যে পুণ্য লোকেতে অবস্থিত,
শবরী সমাধি যোগে সে লোকে হলেন উপনীত।

স্বর্গেতে শবরী সেই করিলেন গমন যখন,
ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে রাম কহিলেন একথা তখন,
বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আর নানা বিহঙ্গে পূরিত
আশ্রম মাঝারে যেই ঋষিদের, আছে অবস্থিত
আশ্চর্য্য বিবিধ বস্তু, সে আশ্রম করেছি দর্শন,
সপ্ত সমুদ্রের জলে করি স্নান করেছি লক্ষ্মণ,
বিধি অনুসারে মোরা পূজ্য পিতৃগণেরে তর্পণ,
তাতেই হয়েছে দূর অশুভ, হয়েছে হৃষ্ট মন।
পম্পাতীরে আছে যথা ঋষ্যমূক পর্বত লক্ষ্মণ,
এ আশ্রম হতে চল যাই মোরা সেথায় এখন।
কপীন্দ্র সুগ্রীব সেথা চারিজন মন্ত্রীসহ তাঁর
করিছেন অবস্থান, যাব এবে নিকটে তাঁহার।
হয়ে সে আশ্রম হতে ভ্রাতা দোঁহে নির্গত তখন,
পম্পা সন্নিকটে গিয়ে করিলেন পম্পা নিরীক্ষণ।

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

১। পম্পা তীরে

পদ্ম ও কুমুদ পূর্ণ, নানা মৎস্য কূলেতে পূরিত,
পম্পা সরোবর তীরে ভ্রাতা সহ হয়ে উপনীত
কহিলেন রঘুবর হে লক্ষ্মণ, কর দরশন,
কমল উৎপল ময় পম্পার সলিল মনোরম।
কর নিরীক্ষণ আর পম্পাতীরে সুরম্য কানন
হে লক্ষ্মণ, করি সদা অপহৃতা সীতারে স্মরণ,
ভাবি দুঃখ ভরতের, শোকে আমি রয়েছি মগন
তবু এ পম্পার শোভা মনে হয় অতি মনোরম।
বায়ু এবে সুখ সেব্য, করিছে পুষ্পিত বৃক্ষগণ,
পুষ্প বৃষ্টি, করে মেঘ যে ভাবেতে বারি বরিষণ।
কিন্তু এ বসন্ত কাল নানা পক্ষীরবে মুখরিত,
সীতা বিরহিত মোরে শোকেতে করিছে অভিভূত।
বন নির্ঝরের পাশে দাত্যুহের এ ধ্বনি লক্ষ্মন,
আমার হৃদয় মাঝে শোক এবে করিছে বর্দ্ধন।
আশ্রমে শুনি এ ধ্বনি করি অনুকরণ তাহারে
করিতেন আনন্দিত প্রিয়া মোর আহ্বানি আমারে।
নাচিছে ময়ূর কূল, হয়ে এবে ময়ূরী বেষ্টিত,
শোভিছে তাদের পক্ষ বায়ু ভরে হয়ে বিকম্পিত।
প্রিয়াসহ নৃত্য তারা করিছে এ সুরম্য কাননে,
হয়েছে দুঃসহ মম এ বসন্ত সীতার বিহনে।

সীতা সহ রহি আমি ভেবেছি যা অতি মনোরম,
শোভাহীন এবে তাহা মনে মম হতেছে এখন।
পম্পার দক্ষিণে ওই হে সৌমিত্রি, কর নিরীক্ষণ,
সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ ওই শোভিছে কেমন।
মালতী, মল্লিকা আর করবী, কেতকী, নাগেশ্বর,
মাধবী, বকুল হের চম্পক, অশোক, তরুবর।
শিরীষ, শিংশপা, আম্র, অর্জুন, চন্দন, লোধ্র আর,
করঞ্জ, হিন্তাল, আদি বিরাজিত তীরেতে পম্পার।
বরাঙ্গণা হয় যথা পতি অনুগামিনী লক্ষ্মণ,
করিছে লতিকা রাজি বৃক্ষকুলে তেমনি বেষ্টন।
হয়েছে বসন্তে যত তরুরাজি পুষ্পিত এখন,
হয়েছে পম্পার শোভা মন্দাকিনী সম মনোরম।
হেরিলে সীতারে এবে, করিলে সঙ্গেতে বাস তাঁর,
স্বর্গ কিংবা অযোধ্যাও কাম্য তবে হবেনা আমার।
আসিলেন সঙ্গে যিনি, পাঠালেন বনেতে আমায়
যবে পিতা, সেই মোর প্রিয়া এবে আছেন কোথায়;
গেলে আমি অযোধ্যাতে, সুধাবেন যখন আমারে
মাতা মম, কোথা বধূ, কি তখন কহিব তাঁহারে।
হে লক্ষ্মণ গিয়ে সেথা হের ভ্রাতৃবৎসল ভরতে,
রবেনা জীবন মম জেনো এবে সীতা বিহনেতে।

এ হেন ভাবেতে রাম করিলেন বিলাপ যখন,
যুক্তি যুক্ত বাক্য এই কহিলেন লক্ষ্মণ তখন।
করুন হে নরশ্রেষ্ঠ শোক তব সংবরণ এবে,
অতি স্নেহ করে থাকে সন্তাপে বিহ্বল অতি সবে।
পশে যদি পাতালেতে কিংবা তার নিম্নেতেও আর
রাবণ, নিশ্চয় তবু হবে প্রাণ বিনষ্ট তাহার

চিত্ত স্থির করি এবে, বাসস্থান সন্ধান এখন
করুন তাহার আর্য্য, দীন ভাব করুন বর্জন।
উৎসাহ পরম বল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বল আর
নাহি কিছু, এ জগতে দুর্লভ থাকেনা কিছু তার
যে হয় উৎসাহশীল, উৎসাহ বিশিষ্ট যেইজন,
কার্য্য ক্ষেত্রে অবসাদে কভু নাহি হয় সে মগন।
করিব উৎসাহ বলে এবে মোরা সীতারে উদ্ধার,
অনুরাগ হতে মাত্র শোক এ করুন পরিহার।
আপনি বিশুদ্ধ চিত্ত, আপনি পুরুষ মহত্তম,
সে কথা কেন বা নাহি পারিছেন বুঝিতে এখন।
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি করি চিত্ত সংযত তখন
ধৈর্য্যশীল হয়ে রাম করিলেন শোক সংবরণ।
পম্পাতীর হতে রাম লক্ষ্মণের সহ অনন্তর
ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে হলেন অগ্রসর।

২। রাম লক্ষ্মণ সমীপে হনুমান।

ঋষ্যমূক হতে করি রাম আর লক্ষ্মণে দর্শন,
সুগ্রীব বানর পতি ভীত অতি হলেন তখন।
কহিলেন করি তিনি প্রদর্শন নিজ মন্ত্রীগণে,
রাম আর লক্ষ্মণেরে, করেছেন ওই দুইজনে
বালীই নিশ্চয় এবে এ অগম্য কাননে প্রেরণ,
চীরধারী হয়ে এরা ছদ্মবেশে এসেছে এখন।
কহিলেন বুদ্ধিমান হনুমান সুগ্রীবে তখন,
ভয় তব কপি শ্রেষ্ঠ পরিত্যাগ করুন এখন।
বানর স্বভাব নিজ করিছেন এবে প্রদর্শন,
চিত্ত চাঞ্চল্যের বশে হয়েছেন অস্থির এমন।

কার্য্য এবে ইঙ্গিত ও বুদ্ধিতে করুন সম্পাদন,
বুদ্ধিহীন রাজা হন প্রজাগণে শাসনে অক্ষম।
শুনি তাহা কহিলেন সুগ্রীব, হেরি এ দুইজন,
দেবকুমারের তুল্য দীর্ঘ বাহু বীর নরোত্তম,
ধনুর্ব্বাণ অসিধারী, শঙ্কাকার না হয় অন্তরে,
মনে হয় বালী হেথা করেছেন প্রেরণ দোঁহারে।
বহুজন সহ থাকে রাজাদের মিত্রতা সতত
এ দোঁহে বিশ্বাস তাই করা এবে নহে সুসঙ্গত।
বিশ্বাসের যোগ্য নহে ছদ্মবেশধারী রিপুগণ,
ছিদ্র লভি বিশ্বাসীর করে তারা তাদেরে নিধন।
বালী অতি বুদ্ধিমান, বহুদর্শী যত রাজগণ
নানা উপায়েতে সদা শত্রুকুলে করেন নিধন।
সাধারণ জন সম করি তাই সেথায় গমন,
আকারে ইঙ্গিতে তুমি হও জ্ঞাত সর্ব বিবরণ।
লক্ষ্য করি তাঁহাদের মনোভাব, প্রশংসাতে আর
বিশ্বাস উৎপন্ন করি, হয় যদি মনেতে তোমার
হয়েছেন হৃষ্ট তাঁরা, জিজ্ঞাসা করিও দুইজনে
তবে তুমি, এসেছেন হেথা তাঁরা কোন্ প্রয়োজনে।
নির্দেশ প্রদান হেন করিলেন সুগ্রীব যখন,
রাম লক্ষ্মণের পাশে হনুমান গেলেন তখন।
ধূর্ত্ত বুদ্ধি সহকারে বানর আকৃতি আপনার,
করি ত্যাগ হনুমান, ধরিলেন ভিক্ষুর আকার।
অনন্তর আসি তিনি রাম ও লক্ষ্মণ সন্নিধানে,
প্রণমিয়া তাঁহাদের কহিলেন মধুর বচনে।
তপস্বী, সংযতাচারী রাজর্ষি ও দেবতার প্রায়,
দেহ কান্তি উভয়ের, এসেছেন কি হেতু হেথায়।
সিংহ সম মহাবল আপনারা কেবা দুইজন
চীরবাসধারী যুবা, শত্রু নাশ করিতে সক্ষম

ইন্দ্রধনু সম ধনু, উভয়ের হস্তে বিরাজিত,
বন্য পশুগণে হেথা করিছেন কেন সন্ত্রাসিত।
রূপবান দোঁহে অতি, বৃষশ্রেষ্ঠ সম বিক্রমেতে,
হস্তীশুণ্ড সম ভুজ, শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য কুলেতে।
শিরে জটা উভয়ের, মনোহর কমল নয়ন
একে অপরের তুল্য, উভয়েই বীর অতুলন।
সুবিশাল বক্ষস্থল, সিংহ স্কন্ধ সম স্কন্ধ আর,
মনুষ্য হয়েও দোঁহে সমতুল্য রূপে দেবতার।
সর্বভূষণের যোগ্য হয়েও কেন বা দোঁহে এবে,
আভরণ হীন হয়ে এসেছেন হেথায় এ ভাবে।
আছে শক্তি উভয়ের সসাগরা পৃথিবী রক্ষিতে,
সুবিশাল খড়্গদ্বয় স্বর্ণাঙ্কিত রয়েছে হস্তেতে।
করিতেছি পরিচয় জিজ্ঞাসা দোঁহারে বারে বারে,
তবু নাহি কহিছেন কথা কোন, কেন বা আমারে।
হেথায় ধর্মাত্মা এক কপিবর সুগ্রীব নামেতে,
দুঃখিত অন্তরে অতি ঘূরিছেন ভ্রমি অরণ্যেতে।
করেছেন রাজ্য হতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিতাড়িত তাঁরে,
তিনিই হেথায় এবে করেছেন প্রেরণ আমারে।
হনুমান নাম মম, হই আমি পবন নন্দন,
মন্ত্রী আমি সুগ্রীবের, এখানে করেছি আগমন
তাঁহারি আদেশে আমি। বাসনা হয়েছে তাঁর মনে,
করিতে আবদ্ধ দোঁহে, তাঁর সনে মিত্রতা বন্ধনে।
শুনি তাঁর কথা রাম কহিলেন অনুজ লক্ষ্মণে,
দর্শন আকাঙ্ক্ষা যাঁর করি মোরা এসেছি এখানে,
মন্ত্রী ইনি সে কপীন্দ্র সুগ্রীবের, হে ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ,
উত্তর মধুর বাক্যে কর তাঁরে প্রদান এখন।

বলেছেন কথা ইনি যে ভাবেতে, নাহি জ্ঞাত যাঁর
ঋক, যজু, সামবেদ, শুদ্ধ ভাবে ব্যাকরণ আর,
সে ভাবে বলিতে কথা নাহি হয় শকতি তাঁহার।
বিকার যায় নি দেখা মুখে এঁর, বাক্য প্রয়োগেতে,
বলেছেন কথা ইনি সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবেতে।
পদ বিন্যাসের ক্রম কিছু নাহি করি অতিক্রম,
বলেছেন বাক্য ইনি কল্যাণ জনক মনোরম।
হেন গুণবান্ দূত হে লক্ষ্মণ আছেন যাঁহার
দূত বাক্যে সর্ব কার্য্য হয়ে থাকে সুসম্পন্ন তাঁর।
কহিলেন হনুমানে বাক্য এই লক্ষ্মণ তখন,
হে বিদ্বান্, সুগ্রীবের গুণ মোরা করেছি শ্রবণ।
তাঁহারেই অন্বেষণ করিতেছি আমরা দুজন,
করিব আদেশে তাঁর বলেছ যা, সে কথা পালন।

শুনি তাহা, হয়ে হৃষ্ট কহিলেন পবন নন্দন,
মৃগ ও শ্বাপদে পূর্ণ বনে হেথা কেন আগমন
করেছেন এবে দোঁহে। কহিলেন লক্ষ্মণ তাঁহারে,
দশরথ নামে নৃপ করিতেন ধর্ম অনুসারে
সতত পালন প্রজা, ছিলেন বিখ্যাত তিনি আর
গুণে নানা, রাম নামে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ইনি তাঁর।
পুত্রে জ্যেষ্ঠ, গুণে শ্রেষ্ঠ, নৃপতি লক্ষ্মণ সমন্বিত,
রাজ্য প্রাপ্তি কালে তবু রাজ্য লাভে হলেন বঞ্চিত।
রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে তিনি, ভার্য্যা সীতা, আর ভ্রাতা মোরে,
লয়ে সঙ্গে, করিলেন আগমন অরণ্য মাঝারে।
আছি আমি এই মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বহু গুণবান
রামের সেবাতে সদা নিরত, লক্ষ্মণ মম নাম।
রাক্ষস রাবণ আসি রাম ও আমার অগোচরে,
নিয়েছে হরণ করি বন হতে ইঁহার ভার্য্যারে।

নাহি জানি সবিশেষ মোরা সেই রাক্ষসের কথা,
দিতি পুত্র দনু হতে জ্ঞাত কিছু হয়েছি বারতা।
বলেছে সে, কপীশ্বর সুগ্রীব হবেন আমাদের
জানাতে সক্ষম বার্ত্তা, কামরূপী সেই রাক্ষসের।
এবে তাই শরণার্থী মোরা তাঁর, করি বিত্ত দান
লভেছেন যশ যিনি, করেছেন আশ্রয় প্রদান
বহু জনে, ছিল প্রজা তুষ্ট যাঁর প্রসাদে সতত,
দশরথ নৃপতির পুত্র সেই ত্রিলোক বিখ্যাত,
শরণার্থী সুগ্রীবের। অশ্রুপূর্ণ নয়নে লক্ষ্মণ
কহিলে এ হেন বাক্য, কহিলেন মারুতি তখন,
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, বুদ্ধিমান ভ্রাতা দুইজন
আপনারা, এসেছেন সুগ্রীবের সৌভাগ্যে এখন।
তাঁরেও অগ্রজ বালী করেছেন দূরে বিতাড়িত,
অপহৃত তাঁরো ভার্য্যা, হয়েছেন বনে সমাগত
তাই তিনি, তাঁর সঙ্গে মিলি মোরা, সীতা অন্বেষণে
অবশ্যই হব রত, কাছে তাঁর চলুন দুজনে।
মারুতির কথা শুনি কহিলেন রামেরে লক্ষ্মণ,
হনুমান বাক্যে এই মনে হয় হে রঘুনন্দন,
সুগ্রীবেরো নিজ কার্য্যে আপনারে আছে প্রয়োজন,
মনে হয় কৃতকার্য্য আপনিও হবেন এখন।
নেহারি ইঁহার ভাব মনে আর্য্য, হতেছে আমার,
বলেছেন যাহা ইনি মিথ্যা নহে সে কথা তাঁহার।
রামের সম্মতি লভি, ভিক্ষুবেশ ত্যজিয়া তখন,
নিজ রূপ হনুমান করিলেন সহর্ষে ধারণ।
রাম আর লক্ষ্মণেরে লয়ে নিজ পৃষ্ঠে অনন্তর,
করিলেন আরোহণ ঋষ্যমূক পর্বতে সত্বর।

৬। রাম ও সুগ্রীব

আরোহি পর্বতে, করি সুগ্রীবের সমীপে গমন,
কহিলেন হনুমান, আপনার নিকটে এখন
এসেছেন হেথা রাম, সঙ্গে তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ,
বীর কুলশ্রেষ্ঠ তিনি, দশরথ নৃপতি নন্দন।
গভীর অরণ্য মাঝে বাস কালে রাক্ষস রাবণ
মহাত্মা রামের ভার্য্যা সেথা হতে করেছে হরণ।
হেথা শরণার্থী তব তিনি তাই, মিত্রতা স্থাপন
চাহেন করিতে এবে তব সনে ভ্রাতা দুইজন।
পূজা যোগ্য দোঁহে এঁরা, সসম্মানে করুন গ্রহণ
এ দুই ভ্রাতারে এবে। কহিলেন সুগ্রীব তখন
প্রীতি সহকারে রামে, সব কথা করেছি শ্রবণ
হে রাম, তোমার আমি মারুতির নিকটে এখন।
বানর আমার সাথে চাহিছ যে করিতে স্থাপন
মৈত্রী তুমি, সম্মানিত তাহে আমি হয়েছি এখন।
করিতেছি আমি এবে আমার এ হস্ত প্রসারণ,
মম সখ্য চাহ যদি কর তবে এ হস্ত গ্রহণ।
সুভাষিত বাক্য তাঁর করি রাম শ্রবণ তখন,
প্রসারিত হস্ত সেই, করি হর্ষে স্বহস্তে ধারণ,
সুগ্রীবের সহ রাম করিলেন সৌহৃদ্য স্থাপন,
প্রীতিভরে তাঁরে আর করিলেন গাঢ় আলিঙ্গন।
অনন্তর কাষ্ঠে এক অন্য কাষ্ঠ করি সংঘর্ষণ
করিলেন অগ্নি সেথা প্রজ্জ্বালিত পবন নন্দন।
পুষ্পেতে অর্চনা করি অগ্নি সেই মারুতি তখন,
সে দোঁহার মাঝখানে করিলেন আনন্দে স্থাপন।
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সেই প্রদক্ষিণ করি দুইজনে,
হলেন সুগ্রীব রাম বদ্ধ দোঁহে মিত্রতা বন্ধনে।

অনন্তর একে অন্যে লাগিলেন হেরিতে তখন,
হলোনা তাঁদের তৃপ্তি বারবার করেও দর্শন।
নরশ্রেষ্ঠ রঘুবরে সম্বোধন করি অনন্তর,
কহিলেন ধীর ভাবে কপীন্দ্র সুগ্রীব বীরবর।
হে রাম, নির্জন বনে কেন যে করেছ আগমন,
সুমন্ত্রণা দাতা মম মন্ত্রী এই পবন নন্দন
বলেছেন মোরে তাহা। ছিলে যবে তুমি ও লক্ষ্মণ
বনবাসে, আসি সেথা একদিন রাক্ষস রাবণ
তোমার ভার্য্যার পাশে, নাহি ছিলে তোমরা যখন,
একাকিনী হেরি তাঁরে, সে সুযোগে করেছে হরণ।
ভার্য্যা বিয়োগের দুঃখ হবে দূর তোমার অচিরে
করিব প্রদান আমি আনি তাঁরে হে রাম তোমারে।
মনে হয় অনুমানে করেছিল হরণ যখন,
সীতারে রাক্ষস সেই, আমি তাঁরে দেখেছি তখন।
করুণ ভাবেতে কহি কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
করিতেছিলেন তিনি রাক্ষসের ক্রোড়েতে ক্রন্দন।
আমরা পর্বতে এই ছিলাম তখন পঞ্চজন,
হেরি তাহা করিলেন নিক্ষেপ সুন্দর আভরণ,
উত্তরীয় আর তিনি। আছে তাহা আনিব এখন
হয়তো চিনিবে তুমি সে সব করিলে নিরীক্ষণ।
কহিলেন রাম তাঁরে, আন শীঘ্র নিকটে আমার,
সে সব সত্বর সখে, করিছ বিলম্ব কেন আর।
পর্বত গুহায় পশি, সেথা হতে আনিয়া তখন,
দিলেন সুগ্রীব রামে উত্তরীয় আর আভরণ।
হেরি তাহা, স্নেহবশে হয়ে অশ্রুজলেতে প্লাবিত,
হায় প্রিয়ে বলি রাম ভূমিতলে হলেন পতিত।
ভূষণ সীতার সেই করি নিজ হৃদয়ে স্থাপন
কহিলেন লক্ষ্মণেরে হয়ে অতি দুঃখেতে মগন।

পীত উত্তরীয় আর পরিত্যক্ত বিবিধ ভূষণ,
অপহৃতা বৈদেহীর হে লক্ষ্মণ, কর নিরীক্ষণ।
হয়েছিল সুনিশ্চয় সুকোমল তৃণে আচ্ছাদিত
ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ইহা, তাই হেন আছে অবিকৃত।
হে সুগ্রীব বল মোরে, কোথা সে রাক্ষস দুরাচার,
নিয়েছে হরণ করি প্রাণ সমা প্রিয়ারে আমার।
সীতারে হরণ করি করেছে যে নিজ মৃত্যুদ্বার
উন্মুক্ত, আবাস বল কোথা মম সে দুঃখদাতার।

জলসিক্ত হস্তে নিজ করি তাঁর আনন মার্জন
সুগ্রীব, স্নেহেতে রামে বাহুপাশে করি আলিঙ্গন
কহিলেন রঘুবরে, পাপাচারী দুষ্কুলে উদ্ভূত
রাক্ষসের সেই রাম, বাসস্থান নহি আমি জ্ঞাত।
করিতেছি এ প্রতিজ্ঞা তবু আমি ভার্য্যারে তোমার,
যাহাতে লভিতে পার করিব সে চেষ্টা অনিবার।
আপন পৌরুষ বলে সুনিশ্চয় করিব সমরে
হে রাম নিহত আমি স্বজন সহিত রাবণেরে।
ধর ধৈর্য্য অন্তরেতে, বিহ্বলতা কর পরিহার,
হেন ধৈর্য্যচ্যুতি রাম যোগ্য কভু নহেক তোমার।
ভার্য্যা হরণের দুঃখে আমিও হয়েছি সন্তাপিত,
তবু ধৈর্য্য ধরি তাহা করিতেছি সহ্য অবিরত।
সামান্য বানর আমি তবু ধৈর্য্য করেছি ধারণ,
তোমা সম পুরুষের ধৈর্য্য ধরা কর্ত্তব্য এখন।
কহিতেছি যুক্ত করে, পৌরুষ আশ্রয় কর এবে,
কোরোনা প্রশ্রয় দান শোকে তুমি আর এই ভাবে।
দিতেছিনা উপদেশ কথা এই কহিতেছি এবে,
হিতকামী হয়ে আমি হে রাম, তোমারে মিত্র ভাবে।
প্রকৃতিস্থ হয়ে রাম সুগ্রীবের সে বাক্যে তখন,
কহিলেন করি তাঁরে নিজ বাহু পাশে আলিঙ্গন।

হে সুগ্রীব কর্ত্তব্য যা স্নেহশীল হিতার্থী মিত্রের,
করেছ তাহাই তুমি, তোমা সম সুহৃদ জনের
সমাগম সুদুর্লভ হেনরূপ বিপদ কালেতে,
চিত্ত মোর হলো স্থির এবে সখে তোমার কথাতে।
কিন্তু এবে মৈথিলীর আর সে রাবণ দুরাত্মার,
সযতনে অন্বেষণ করা হবে কর্ত্তব্য তোমার।
বিশ্বস্ত ভাবেতে আর কহ তুমি আমারে এখন
মোরেও করিতে হবে তোমার কি অভীষ্ট সাধন।
কহি নাই কভু পূর্ব্বে অসত্য, জানিও কভু আর
কহিবনা তাহা আমি, এই সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।

৪। বালী ও সুগ্রীবের বিরোধ বৃত্তান্ত

রাম বাক্যে হয়ে হৃষ্ট কহিলেন সুগ্রীব তাঁহারে
দেবগণ অনুগ্রহে সখারূপে লভেছি তোমারে।
নিজ রাজ্য নহে শুধু, দেবরাজ্য লভিতেও আমি
হে রাম, সক্ষম হব, আমার সহায় হলে তুমি।
মম বন্ধু জন মাঝে সর্বাধিক আমি ভাগ্যবান্
অগ্নি সাক্ষী করি তাই তোমারে লভেছি সখা রাম।
তোমারো যে অনুরূপ বন্ধু আমি, বুঝিতে সক্ষম
হবে তাহা ক্রমে রাম, সুখ ত্যাগ, ত্যাগ ধন জন,
স্নেহশীল বন্ধু তরে করে তাঁর বন্ধু সর্বক্ষণ।
পুষ্পে পত্রে সুশোভিত শালবৃক্ষ হতে অনন্তর,
ভগ্ন করি শাখা এক সুগ্রীব, সে শাখার উপর
বসিলেন রাম সহ, লক্ষ্মণেরে বসিতে তখন
দিলেন চন্দন শাখা আনি এক পবন নন্দন।

কহিলেন কপিবর সুগ্রীব রামেরে অনন্তর,
রাজ্য বহিস্কৃত আর হৃতদার হয়ে রঘুবর
করিতেছি ঋষ্যমূক পর্বত মাঝারে অবস্থান,
বলবান বালী ভয়ে সদা মম সশঙ্কিত প্রাণ,
রক্ষক বিহীন মোরে এবে তুমি রক্ষা কর রাম ॥
সুগ্রীবের বাক্য শুনি কহিলেন রাঘব তখন,
অদ্যই করিব বধ তারে আমি, করেছে যে জন
হরণ তোমার ভার্য্যা, মম তীক্ষ্ণ বাণেতে নিহত
বালীরে অদ্যই তুমি নেহারিবে ভূতলে পতিত।
বন্ধুবাক্য হেনরূপ করিলেন শ্রবণ যখন,
প্রশংসা করিয়া তাঁরে কহিলেন সুগ্রীব তখন
প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ যত শরেতে তোমার,
প্রলয় কালের দীপ্ত সূর্য্য সম করিতে সংহার
পার তুমি সর্বলোক, বালীর বিক্রম তবু রাম,
কহিব তোমারে আমি। করি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান
পশ্চিম সমুদ্র হতে পূর্ব ও দক্ষিণ সমুদ্রেতে
গিয়ে ক্রমে যান বালী, হে রাম সমুদ্রে উত্তরেতে,
নাহি করি ক্লান্তি বোধ। গিরিশৃঙ্গ লযে হস্তে তাঁর
ঊর্দ্ধেতে নিক্ষেপ করি, করেন তা গ্রহণ আবার
বলবান বালী সেই করেছেন মোরে বিতাড়িত
রাজ্য হতে রঘুবর, কহি নানা রূঢ় বাক্য যত।
করি আর প্রাণাধিকা ভার্য্যা মোর হে রাম গ্রহণ,
করেছেন মম সব বন্ধুগণে ক্রোধেতে বন্ধন।
হনুমান আদি এই হেথায় বানর কয়জন,
সহায় সতত মম, তাই মোর রয়েছে জীবন।
সুগ্রীবের বাক্য শুনি কহিলেন শ্রীরাম তখন
হে সুগ্রীব, হয়েছিল বালী সনে কিসের কারণ

শত্রুতা তোমার, কহ বিস্তারিয়া মোরে তা এখন,
করিব উচিত যাহা করি আমি সে কথা শ্রবণ।
শুনি তাহা কহিলেন সুগ্রীব রামেরে অনন্তর,
শত্রু সংহারক বালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মম রঘুবর,
ছিলেন পিতার প্রিয়, আমারো ছিলেন প্রিয় আর
জনকের হলে মৃত্যু, সবে মিলি রাজা কিষ্কিন্ধ্যার
করিল তাঁহারে, আমি রহিলাম অনুগত তাঁর।
মায়াবী নামেতে ছিল তেজস্বী দানব একজন,
রমনী বিষয় নিয়ে হয়েছিল শত্রুতা ভীষণ
বালীর তাহার সনে হে রাম, করি সে আগমন
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে ক্রোধে, করিল ভীষণ গরজন
রজনীতে একদিন, করিল বালীরে সে যে আর
আহ্বান যুদ্ধের তরে। শুনি সেই গর্জন তাহার
অসহিষ্ণু হয়ে বালী গুহা হতে হলেন নির্গত,
করিল নিষেধ তাঁরে মিলি তাঁর পত্নীগণ যত।
করিনু নিষেধ আমি, গেলেন বাহিরে তবু তিনি,
সৌহৃদ্য বশেতে রাম, হলাম তাঁহার অনুগামী।
অদূরে বালীরে হেরি আমাসহ, ভয়েতে তখন,
সেথা হতে দ্রুতবেগে মায়াবী করিল পলায়ন।
লক্ষ্য করি তারে মোরা পশ্চাতে হলাম প্রধাবিত,
চন্দ্রের উদয়ে পথ সে সময়ে হলো প্রকাশিত।
বিশাল বিবর এক ভূমিতলে নেহারি তখন
মায়াবী পশিল সেথা। আমরাও ভ্রাতা দুইজন
আসিলাম সেই স্থানে, নেহারি পশিতে মায়াবীরে
ভূগর্ভ মাঝারে বালী ক্রুদ্ধ হয়ে কহিলেন মোরে,
হে সুগ্রীব, রহ তুমি এ বিবর দ্বারে অবস্থিত,
প্রবেশি ইহার মাঝে করি এই অসুরে নিহত

যাবৎ না ফিরি আমি, বারণ করিনু বারবার
তাঁরে আমি, তবু বালী নাহি শুনি নিষেধ আমার
পশিলেন সে বিবরে। সম্বৎসর হলো ক্রমে গত,
সেথা হতে বালী রাম না হলেন তবু বহির্গত,
অনিষ্ট আশঙ্কা তাঁর করি আমি হলাম চিন্তিত।
দীর্ঘকাল হেন ভাবে হলে গত, একদিন রাম
হেরিনু বাহির হলো সফেন শোণিত অবিরাম
সে বিবর মাঝ হতে, ভীষণ গর্জন আর যত
শুনিলাম অসুরের, শুনিলাম হয়ে পরাভূত
করিছে বিলাপ কেহ, ভাবি তাহে হয়েছেন হত
ভ্রাতা মোর, শোকে অতি হে রাম হলাম নিমগন.
শিলাখণ্ডে অনন্তর বিবর করিনু আচ্ছাদন।
শোকার্ত্ত হৃদয়ে শেষে করি মম ভ্রাতার তর্পণ,
ফিরিলাম কিষ্কিন্ধ্যায়, ঘটনা সে করিতে গোপন
হলাম সচেষ্ট আমি, তবুও প্রয়াস মন্ত্রীগণ
করি বহু, অবশেষে শুনিলেন সর্ব বিবরণ।
মন্ত্রীগণ সবে মোরে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যে অনন্তর,
করিলেন অভিষিক্ত। ধর্ম অনুসারে রঘুবর,
রাজ্য শাসনেতে আমি রহিলাম নিরত সতত,
হলে গত কিছুকাল, করি বালী শত্রু তাঁর হত
আসিলেন কিষ্কিন্ধ্যায়, অনন্তর করি নিরীক্ষণ
রাজ্যে অভিষিক্ত মোরে হয়ে ক্রোধে আরক্ত লোচন
বন্ধন অমাত্যগণে করি মম, পরুষ বচন
কহিলেন বহু তিনি। ছিল মোর শকতি তখন
নিগ্রহ করিতে তাঁরে, সুসংযত করি তবু মন
সান্ত্বনা দিলাম তাঁরে, করি অভিবাদন জ্ঞাপন।
করিলেও হেন ভাবে তাঁহারে সম্মান প্রদর্শন,
কলুষিত মন তাঁর করিলনা কিছুই গ্রহণ।

ক্রোধেতে আরক্ত সেই ভ্রাতার সন্তুষ্টি কামনায়,
হলাম প্রবৃত্ত পুনঃ সুপ্রসন্ন করিতে তাঁহায়।
কহিলাম ভাগ্যবশে হেথায় করেছ আগমন,
হে ভ্রাতঃ, করেছ আর ভাগ্যবশে শত্রুরে নিধন।
অনাথ আমার তুমি একমাত্র প্রভু কপীশ্বর
তোমার চামর আর চন্দ্র সম ছত্র মনোহর
দিতেছি তোমারে আমি, তুমি রাজা আমা সবাকার,
আদেশ পালনকারী জেনো হেথা আমরা তোমার।
করিতেছি মোর কাছে গচ্ছিত এ রাজ্য প্রত্যর্পণ
তোমারে এখন আমি, করি আর অঞ্জলি বন্ধন
করিতেছি এ প্রার্থনা, করিওনা আমার উপরে,
ক্রোধ তুমি, করেছেন মন্ত্রীগণ অনিচ্ছুক মোরে
বলেতে নিযুক্ত সবে তোমাহীন এ রাজ্য মাঝারে,
রাজ্য তরে স্পৃহা কিছু নাহি জেনো আমার অন্তরে।
কহিলেও হেন বাক্য, দিয়ে বালী ক্রোধেতে ধিক্কার
মোরে রাম, করিলেন রূঢ় বাক্যে বহু তিরস্কার।
কহিলেন বালী আর প্রজা ও বান্ধবগণে যত
জান সবে রাত্রে এক যুদ্ধ তরে হয়ে সমুদ্যত।
অসুর মায়াবী মোরে করেছিল যুদ্ধে আবাহন,
হয়েছিনু বহির্গত গুহা হতে ভীষণ গর্জন
শুনি তার, ভ্রাতৃরূপী শত্রু এই করিল তখন
গমন পশ্চাতে মোর। মায়াবী করিল পলায়ন
হেরি মোরে সঙ্গী সহ, করিল প্রবেশ দ্রুত আর
ভূবিবর মাঝে এক, আমি এই ভ্রাতারে আমার
কহিনু তখন, যুদ্ধে নাহি করি নিহত ইহারে
ফিরিবনা আমি জেনো, অপেক্ষা এ গহ্বর দুয়ারে
কর তুমি, করিনু সে গহ্বরে প্রবেশ অনন্তর,
শত্রু অন্বেষণে মোর গত সেথা হলো সংবৎসর।

অবশেষে হেরি তারে সবান্ধবে করিনু নিহত,
ভূগর্ভ দুর্গম হলো হয়ে তার শোণিতে পূরিত।
গহ্বর দ্বারেতে যবে আসিলাম হতে বহির্গত
হেরিলাম রুদ্ধ তাহা। সুগ্রীবে আহ্বানি অবিরত
না লভিনু প্রত্যুত্তর, করি শেষে ক্রোধে বিদারিত
পদাঘাতে রুদ্ধদ্বার, সেথা হতে হয়ে বহির্গত
আসিনু হেথায় আমি। রাজ্যলোভে করি বিসর্জন
ভ্রাতৃ স্নেহ, করেছিল অবরুদ্ধ আমারে তখন
নৃশংস সুগ্রীব এই, করিলেন মোরে বহিস্কার
কহি ইহা এক বস্ত্রে। হৃতধন আর হৃতদার
হয়ে আমি ভয়ে তাঁর করি সর্ব পৃথিবী ভ্রমন,
অবশেষে ঋষ্যমূকে হে রাম করেছি আগমন।
করেছেন বালী ইহা কোন এক কারণে বর্জন,
কর মোরে অনুগ্রহ করি তাঁরে নিগ্রহ এখন।
অসুর দুন্দুভি নামে পূর্বে রাম ছিল একজন,
সহস্র হস্তীর বল করিত সে শরীরে ধারণ।

বল গর্বে মত্ত হয়ে সমুদ্রের নিকটে গমন
করিল সে একদিন, অনন্তর করি আবাহন
মহার্ণবে কহিল সে, কর যুদ্ধ সমুদ্রে এখন।
সমুদ্র উত্থিত হয়ে কহিলেন তাহারে তখন,
হে সংগ্রাম বিশারদ, নহি আমি করিতে সক্ষম
সংগ্রাম তোমার সনে। শিবের শ্বশুর খ্যাতিমান্
আছেন পর্বত শ্রেষ্ঠ হে দুন্দুভি, নামে হিমবান্,
যুদ্ধেতে তোমারে তিনি প্রীতিদান করিতে সক্ষম,
হিমালয়ে গেল চলি ত্বরা করি দুন্দুভি তখন।

অনন্তর পর্বতের শ্বেত শিলারাজি বারবার
ভূতলে নিক্ষেপ করি লাগিল সে করিতে চীৎকার।

কহি ইহা, ত্বরা তুমি কর মোর সঙ্গেতে সংগ্রাম
হে গিরীন্দ্র মহাবল। ধীর সৌম্য গিরি হিমবান্
কহিলেন শুনি তাহা দুন্দুভিরে, বিদারিত মোরে
হে বীর কোরোনা তুমি, নাহিক আমার যুদ্ধ তরে
উৎসাহ কিছুই জেনো, তপোরত মুনিদের যত
আশ্রয় সতত আমি। শুনি তাহা হয়ে ক্রোধান্বিত
কহিল দুন্দুভি, যুদ্ধে অসমর্থ কিংবা নিরুদ্যম
হয়ে থাক যদি, তবে দাও তার সন্ধান এখন,
যুদ্ধ অভিলাষী মোরে অবিলম্বে অদ্যই যেজন
করিবে প্রদান যুদ্ধ। কহিলেন তাহারে তখন
হিমবান্, হে দুন্দুভি কিষ্কিন্ধ্যায় করে অবস্থান
বালী নামে কপিবর, পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান।
রাখে শক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রদান সে করিতে তোমারে,
যাও সেথা, ব্যগ্র যদি হয়ে থাক মরণের তরে।
করিবে সে দূর জেনো এই যুদ্ধ পিপাসা তোমার,
তার সনে করি যুদ্ধ, প্রাণে বাঁচি ফিরিবেনা আর।
শুনি তাহা করিল সে ত্বরা করি কিষ্কিন্ধ্যা গমন,
করি তীক্ষ্ম শৃঙ্গ এক মহিষের আকার ধারণ।
আসি সেথা সিংহদ্বার শৃঙ্গাঘাতে করি নিপীড়িত,
বৃক্ষ বহু ভগ্ন করি, ভূমিতল করি বিদারিত
ক্ষুরে তার, দর্প ভরে করিল সে ভীষণ চীৎকার,
আসিলেন বাহিরেতে শুনি বালী সে চীৎকার তার
স্ত্রীগণে বেষ্টিত হয়ে, কহিলেন আর দুন্দুভিরে,
এসেছি দুন্দুভি আমি, কর চেষ্টা প্রাণ রক্ষা তরে।
কহিল দুন্দুভি, তাঁরে স্ত্রীগণের সমক্ষে এভাবে
কহিওনা কথা তুমি, যুদ্ধ তুমি কর আসি এবে।

অথবা করিব আমি অদ্য রাত্রে ক্রোধ সংবরণ,
থাক ভোগ সুখে রত এবে তুমি, সূর্য্য যতক্ষণ
নাহি হয় সমুদিত। প্রমত্ত বা প্রসুপ্ত যেজন,
কিংবা যে সম্ভোগে রত, না হয় উচিত কদাচন,
প্রাণে বধ করা তারে। তারা আদি স্ত্রীগণে তখন
বিদায় প্রদান করি, কহিলেন করি সম্বোধন
তাহারে সহাস্যে বালী, রে দুর্বৃত্ত আমারে এখন
মোহবশে মত্ত বলি করিতেছ অবজ্ঞা এমন।
মোর সনে যুদ্ধ তরে অভিলাষ থাকিলে অন্তরে
অদ্যই পৌরুষ নিজ হে দুন্দুভি দেখাও আমারে।
কহি এই কথা বালী দুন্দুভির সঙ্গে অনন্তর,
করিলেন মহাক্রোধে আরম্ভ সংগ্রাম ঘোরতর।
দুন্দুভির শৃঙ্গাঘাতে হয়ে বালী ক্ষত ও বিক্ষত,
ধরি দুই শৃঙ্গে তারে করিলেন বলে নিষ্পেতিত
নিক্ষেপি ভূতলে সেথা। হলো তাহে প্রাণ বহির্গত
মহাবল দুন্দুভির, দুই হস্তে করি উত্তোলিত
গত প্রাণ দুন্দুভিরে পদাঘাতে বালী অনন্তর
করিলেন ক্রোশাধিক দূরেতে নিক্ষেপ রঘুবর।
নিক্ষিপ্ত সে দুন্দুভির মুখ হতে রক্ত বিন্দু যত
আসি বায়ুবেগে, হলো মতঙ্গ আশ্রমে নিপতিত।
সে সব শোণিত বিন্দু হেরিলেন মতঙ্গ যখন
হয়ে ক্রোধান্বিত অতি শাপ এই দিলেন তখন।
করেছে এ দানবেরে হেন ভাবে নিক্ষেপ যে জন,
রবেনা জীবন তার হেথা সে করিলে আগমন।
শুনি সেই শাপবার্তা করেছিলা প্রার্থনা তখন
কর জোড়ে শাপ মুক্তি বালী রাম, ক্রোধ উপশম
হলোনা মুনির তবু। কহিলেন তিনি আরবার,
হে কপি, এসোনা হেথা, দেহে প্রাণ রবেনা তোমার

আসিলে এ ঋষ্যমুকে। তাই নাহি আসেন এখন
হেথা বালী শাপ ভয়ে, করি আমি আশঙ্কা বর্জন
মন্ত্রীগণ সহ তাই করিতেছি হেথা অবস্থান,
হের ওই দুন্দুভির অস্থিরাশি পর্বত প্রমাণ।
হের ওই সুবিশাল সপ্ত শাল বৃক্ষ রাম আর,
করেছিলা বিদ্ধ বালী এক বাণে তিনটিরে তার।
সুগ্রীব কহিলে তেন, পদাঙ্গুষ্ঠে করি উত্তোলন
দুন্দুভির দেহ সেই, করিলেন শতেক যোজন
দূরেতে নিক্ষেপ রাম। কহিলেন সুগ্রীব রাঘবে
দুন্দুভির দেহ ছিল রক্তে মাংসে পরিপূর্ণ যবে,
যুদ্ধ শ্রান্ত বালী তারে করেছিলা নিক্ষেপ তখন,
মাংসহীন শুষ্ক তনু দুন্দুভির এ দেহ এখন।
অধিক কাহার বল, বালী কিংবা তোমার হে রাম,
বুঝিতে পারিনা তাই। সুবিখ্যাত মহা বলবান,
সংগ্রামে অপরাজিত তেজস্বী পৌরুষ সমন্বিত
বালী সেই, তাই রাম আছি আমি সতত চিন্তিত।
মন্ত্রীগণ সহ তাই ঋষ্যমুকে করি বিচরণ
শঙ্কিত উদভ্রান্ত প্রাণে, একমাত্র বাণেতে এখন
সপ্ত শাল বিদ্ধ যদি হও তুমি করিতে সক্ষম,
বালীরে বধিতে তুমি রাখ শক্তি বুঝিব তখন।
নাহি করিতেছি আমি তার সনে তুলনা তোমার,
অপমান তোমারে যে নাহি আমি করিতেছি আর।
বালীর ভীষণ যত কর্মে আমি রয়েছি কাতর,
ভ্রাতৃরূপী শত্রুর সে বল যাহা আছে রঘুবর।
জ্ঞাত তাহা আছি আমি, কিন্তু আছে কি শক্তি তোমার
সংগ্রামেতে, হে রাঘব আছে তাহা অজ্ঞাত আমার।

করিতেছি আমি যে এ তুলনা তোমার সনে তার
ক্ষমা তাহা কর তুমি। বল যাহা তোমা দোঁহাকার
হে রাঘব, জানা তাহা অবশ্যই উচিত আমার।
করিছে প্রকাশ তেজ, দৈর্ঘ্য আর আকৃতি তোমার
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি সম, আমি তাহা করি যে স্বীকার।
তোমার নিকটে তবু এ প্রার্থনা করি রঘুবর
কর শর বরিষণ, অবশ্যই করিবে সে শর
বিদীর্ণ এ সপ্ত শাল, নাহি কাজ বিচারের আর
কর প্রিয় কার্য্য এই, রাখ সখে প্রার্থনা আমার।
কহি ইহা, করি চিন্তা কহিলেন সুগ্রীব আবার,
করেছে হরণ সীতা যে রাবণ, সেই দুরাচার
বীর্য্য নিজ নানা ভাবে প্রদর্শন করি সদা রাম,
দেবতা, দানব, যক্ষ আর যত মহাবলবান
নর কুল জাত নৃপে, সংগ্রামে করেছে পরাজিত
ভাবি সবে তুচ্ছ, হয়ে ব্রহ্মাদত্ত বলেতে গর্বিত।
পূর্ব ও দক্ষিণ আর পশ্চিম ও উত্তর সাগরে,
করেন গমন বালী নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিকের তরে।
পূর্ব সমুদ্রেতে তিনি উপস্থিত ছিলেন যখন,
আসি সেথা একদিন, কর যুদ্ধ কহিল রাবণ।
কহিলেন তারে বালী সন্ধ্যা মম দুর্বুদ্ধি রাবণ
যাবৎ না হয় শেষ ধৈর্য্য তুমি ধর ততক্ষণ।
কহিল রাবণ ক্রোধে, অনাদর করি প্রদর্শন
মোরে তুমি রে নির্বোধ, কার পূজা করিছ এখন।
দেবতা, দানবে যুদ্ধে যে আমি করেছি পরাজিত
বিক্রমে আমার, কর নাম সেই আমারি ঘোষিত।
নারদ তোমার বার্তা করেছেন আমারে জ্ঞাপন,
জেনেছি তোমারে তাই, কর তুমি সংগ্রাম এখন।

যুদ্ধ তরে সমুত্থত হয়ে বালী কহিলা তখন
থাকে যদি শক্তি, কর মোর সঙ্গে সংগ্রাম রাবণ।
শুনি তাহা তাঁর পানে করি নিজ মুষ্টি উত্তোলন
প্রহার করিতে তারে অগ্রসর হলো দশানন।
অক্লেশে গ্রহণ করি মহাকায় রাবণে তখন,
করিলেন বালী তারে নিজ কক্ষ মাঝে সংস্থাপন।
পূর্ব সমুদ্রেতে করি সন্ধ্যা তাঁর শেষ অনন্তর
আকাশে রাবণ সহ উত্থিত হলেন কপীশ্বর।
বৃক্ষে পাশবদ্ধ হয়ে মহাগজ রহে যেই ভাবে
বালী কক্ষে দশানন আবদ্ধ রহিল সেই ভাবে
দক্ষিণ পশ্চিম আর উত্তর সমুদ্রে উপনীত
হয়ে শেষে, করি বালী সর্বস্থানে সন্ধ্যা যথোচিত,
আসি পুরী কিষ্কিন্ধ্যায়, রাবণে করিলা মুক্তিদান
কক্ষ মধ্য হতে তাঁর, অনন্তর কহিলেন রাম,
আদিত্য পূজাতে আমি এতক্ষণ ছিলাম মগন,
হয়েছে সকল কাজ শেষ এবে আমার রাবণ।
এখন আমার সনে কর যুদ্ধ। কহিল তখন

মাঝে নিপীড়িত বিশুষ্ক বদন দশানন
লজ্জা ভরে কষ্টে অতি, বল আর বীর্য্য সমন্বিত
যে আমি, ছিলাম সদা অজেয়, হয়েছি পরাজিত
সে আমি তোমার কাছে, হেথা হতে করিতে গমন
অনুমতি কপীশ্বর চাহিতেছি তোমার এখন।
গমনের অনুমতি দিয়ে তারে পশিলা তখন
কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে বালী। আছে যাঁর প্রভাব এমন
সে বালীরে পার যদি এক বাণে করিতে নিহত,
তবেই তাঁহার সনে করা যুদ্ধ হবে সুসঙ্গত।

৫। বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ

সুগ্রীবের কথা শুনি রঘুবর কহিলেন তাঁরে,
করিতে বিশ্বাস যদি এবে তুমি না পার আমারে,
করিতেছি তবে আমি তোমার বিশ্বাস উৎপাদন
বীর্য্যে মম, কহি ইহা ধনু রাম করিয়া গ্রহণ
সপ্তশাল লক্ষ্য করি করিলেন শর বিমোচন।
ভেদি শাল বৃক্ষ সপ্ত, ভেদী আর পর্বত তখন,
সে স্বর্ণ ভূষিত শর রসাতলে করিল গমন।
রসাতল হতে পুনঃ সমুত্থিত হয়ে সেই শর,
রামের তূণীর মাঝে দ্রুতবেগে পশিল সত্বর।
বিস্মিত হলেন অতি হেরি তাহা সুগ্রীব তখন,
করিলেন তাঁরে আর হর্ষ ভরে প্রশংসা জ্ঞাপন।
ভূতলে মস্তক রাখি সুগ্রীব প্রণমি রঘুবরে
কহিলেন অনন্তর, ইন্দ্র সহ সর্ব দেবতারে,
নিহত করিতে যুদ্ধে, আছে রাম শকতি তোমার,
করিবে যে বধ বালী, সংশয় নাহিক তাহে আর।
হে রাঘব, কহি তাই ভ্রাতৃরূপী শত্রুরে আমার
অদ্যই নিহত তুমি কর রাম। প্রত্যুত্তরে তার
কহিলেন সুগ্রীবেরে রঘুবর, করি আলিঙ্গন,
হে সুগ্রীব এস এবে করি মোরা কিষ্কিন্ধ্যা গমন।
কর তুমি গিয়ে সেথা সংগ্রামে বালীরে আবাহন,
আসিলে সে যুদ্ধে, তারে এক বাণে করিব নিধন।
কহিলে এ হেন রাম, যুক্তকরে সুগ্রীব তখন
করি নমস্কার রামে, করিলেন হর্ষে আলিঙ্গন।
গমন তাঁহারা আর ত্বরা করি পুরী কিষ্কিন্ধ্যায়,
গহন বনেতে পশি রহিলেন গোপনে সেথায়।
কহিলেন অনন্তর কপিবর সুগ্রীবেরে রাম,
কর তুমি উচ্চনাদ গুহা দ্বারে করি অবস্থান।

গুহার বাহিরে যাতে আসে বালী সে ভাবে আহ্বান
কর তারে, তীক্ষ্ম বাণে তখন নাশিব তার প্রাণ।
পরিধেয় বস্ত্র করি দৃঢ়বদ্ধ সুগ্রীব তখন,
কিষ্কিন্ধ্যার গুহাদ্বারে করিলেন সত্বর গমন।
আকাশ বিদীর্ণ করি ঘোর রবে বালীরে আহ্বান
করিলেন আসি সেথা। কপীশ্বর বালী বীর্য্যবান
শুনি তাহা গুহা হতে ক্রোধেতে হলেন বহির্গত,
মেঘ অন্তরাল হতে দীপ্তিমান ভাস্করের মত।
আরম্ভ তুমুল যুদ্ধ বালী আর সুগ্রীবে তখন
হলো সেথা, করিলেন বজ্র সম মুষ্টিতে ভীষণ
গিরিজাত বৃক্ষে আর, প্রচণ্ড আঘাত পরস্পর,
দোঁহে তাঁরা। লয়ে ধনু হস্তেতে তখন রঘুবর,
করি ঘোর যুদ্ধে রত সে দুই ভ্রাতারে নিরীক্ষণ
কে বালী, সুগ্রীব কেবা বুঝিতে তা হলেন অক্ষম।
আকৃতিতে তুল্য তাঁরা, তুল্য আর বল ও বিক্রম,
সে দোঁহার, তুল্য যথা অশ্বিনী কুমার দুইজন।
করি নিরীক্ষণ তাহা নিক্ষেপ করিতে তাঁর শর
রহিলেন ক্ষান্ত রাম। পরাজিত হয়ে অনন্তর
সুগ্রীব বালীর হস্তে, করিলেন দ্রুত পলায়ন
ঋষ্যমূকে, মতঙ্গের শাপ ভয়ে হলেন অক্ষম
পশিতে সেথায় বালী। সুগ্রীবের সমীপে তখন
গেলেন সঙ্গেতে লয়ে মন্ত্রীগণে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লজ্জাতে আনত মুখে কহিলেন করি সম্বোধন
সুগ্রীব রামেরে সেথা, হে রাঘব, করি প্রদর্শন
বীর্য্য নিজ, কহি আর বালীরে করিতে আবাহন,
করিলে শত্রুর হাতে কেন মোরে লাঞ্ছিত এমন।
কহিলেন কেন তুমি করিবেনা বালীরে নিহত
পূর্ব্বেই আমারে তাহা। হতো মোর কি কার্য্য সাধিত

রাজ্যে আর বন্ধুজনে, বালী যদি করিত নিধন
সংগ্রামেতে মোরে রাম। শুনি সেই কাতর বচন
সুগ্রীবের, কহিলেন তাঁরে রাম, শর বিমোচন
করি নাই কেন আমি করি এবে সে কথা শ্রবণ
ক্রোধ তুমি কর দূর। দেহাকৃতি, বেশ ভূষা আর
কণ্ঠস্বরে, পরাক্রমে, হে সুগ্রীব, বালী ও তোমার
বুঝি নাই ভেদ কিছু। হয়ে আমি বিভ্রান্ত তখন,
সুহৃদ নিধন ভয়ে করি নাই শর বিমোচন।
কর এবে চিহ্ন তুমি হেন এক শরীরে ধারণ,
তোমাতে বালীতে ভেদ দুই যাহে বুঝিতে সক্ষম।
যুদ্ধে মম এক বাণে ভূলুন্ঠিত বালীরে তখন
নিশ্চয় হেরিবে তুমি। হেথা তুমি আনি হে লক্ষ্মণ
গজ পুষ্পী লতা এক, পূরিত পুষ্পেতে মনোরম,
মাল্য সম কর তাহা সুগ্রীবের কণ্ঠেতে স্থাপন।
আরোহি পর্বতে আনি সুদুর্লভ সে লতা তখন,
পরায়ে সুগ্রীব কণ্ঠে মাল্য রূপে দিলেন লক্ষ্মণ।

অনন্তর সেথা হতে হলেন সুগ্রীব কপিবর
রাম লক্ষ্মণের সহ কিষ্কিন্ধ্যার পথে অগ্রসর।
যূথপতি তারবীর নল নীল পবন নন্দন
মিলি সবে করিলেন সে সবার পশ্চাতে গমন।
বহু বৃক্ষ মনোরম, বহু নদী সাগর গামিনী,
বিবিধ পর্বত আর বহু গুহা, বহু নির্ঝরিনী,
প্রস্ফুটিত পদ্ম ভরা মনোরম বহু সরোবর
সারস, ডাহুক, হংস, চক্রবাক নিনাদে মুখর,
বনে বিচরণ শীল মৃগ যূথ, হেরি বহুতর,
হলেন সকলে তাঁরা কিষ্কিন্ধ্যার পথে অগ্রসর।

চলিতে চলিতে পথ, সে পথের ধারে অনন্তর
ঘন সন্নিবিষ্ট বহু বৃক্ষ রাজি হেরি রঘুবর
সুধালেন সুগ্রীবেরে মেঘ সম বৃক্ষ এই যত
লতা গুল্মে সমাবৃত, কদলী বনেতে সুবেষ্টিত
শোভিছে হেথায় সখে, জানিতে ইহার বিবরণ
হয়েছি উৎসুক আমি। কহিলেন সুগ্রীব তখন,
কদলী বনেতে ঘেরা আশ্রম মণ্ডল মনোরম
হেরিছ যে হেথা রাম, সপ্তজন নামে সাতজন
কঠোর তপস্যারত সপ্ত ঋষি ছিলেন এখানে,
সপ্ত দিবানিশি অন্তে করিতেন তাঁরা সাতজনে
আহার বায়ু ও জল শুধু রাম, অতীত যখন
হলো সপ্তশত বর্ষ হেন ভাবে, গেলেন তখন
সশরীরে স্বর্গে তাঁরা। প্রভাবে তাঁদের তপস্যার
সুরাসুর কিংবা যত পক্ষী কুল, বন্য প্রাণী আর
পারেনা পশিতে হেথা, মোহ বশে করিলে গমন
এ আশ্রম মাঝে কেহ, বাহিরে করিতে আগমন
পারেনা সে কভু রাম। তূর্যাধ্বনি, ভূষণ নিক্কণ
মধুর সঙ্গীত আর যায় শোনা, হয় মনোরম
দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হেথা সদা, আজও দেখা যায়
সেই সব মহাত্মার অগ্নি নানা যজ্ঞের হেথায়,
দেখা যায় ধূম্র আর ধূসর কপোত বর্ণ প্রায়।
সেই সব ঋষিকুল উদ্দেশেতে জানাও প্রণাম
এবে হেথা শুদ্ধমনে, লক্ষ্মণের সহ তুমি রাম।
শুনি সুগ্রীবের বাক্য করিলেন প্রণাম জ্ঞাপন
তাঁদের উদ্দেশে সেথা যুক্তকরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেথা হতে করি ক্রমে সবে তাঁরা কিষ্কিন্ধ্যা গমন,
গহন বনের মাঝে করিলেন আত্ম সংগোপন।

সম্বোধন করি রামে কহিলেন সুগ্রীব তখন,
প্রতিজ্ঞা তোমার রাম, কর তুমি পালন এখন।
কহিলেন রাম আছ মাল্যে এবে চিহ্নিত যখন
কর নিঃসংশয়ে তুমি বালীরে যুদ্ধেতে আবাহন।
দেখাও আমারে এবে ভ্রাতৃরূপী শত্রুরে তোমার,
অদ্যই করিব আমি হত তারে বাণেতে আমার।
দৃষ্টি পথে আসি মম রহে যদি তাহার জীবন,
হে সুগ্রীব মোরে তুমি তিরস্কার করিও তখন।
বালীরে আহ্বান কর হেন উচ্চ রবে অবিরত,
গুহা হতে যাহে বালী পুনরায় হয় বহির্গত
উচ্চ রবে নিনাদিত করি গুহা সুগ্রীব তখন
কপীন্দ্র বালীরে সেথা করিলেন যুদ্ধে আবাহন।

৬। রামের বালীবধ

ভীষণ নিনাদ সেই সুগ্রীবের, শুনি পুনর্বার
ক্ষুব্ধ অতি হয়ে বালী, হয়ে অতি অসহিষ্ণু আর,
পদক্ষেপে করি ধরা প্রকম্পিত, হলেন উদ্যত
গুহার বাহিরে যেতে। হয়ে অতি ভয়ে অভিভূত
কহিলেন আসি তারা পতিরে করিয়া আলিঙ্গন,
তোমার এ ক্রোধ বেগ এবে তুমি কর সম্বরণ।
হে বীর, যুদ্ধের তরে আবার সহসা নির্গমন
তোমার উচিত নহে, কহি যাহা কর তা' শ্রবণ।
সুগ্রীব তোমারে পূর্বে সংগ্রামেতে করি আবাহন
পরাজিত হয়ে ভয়ে করেছিল দ্রুত পলায়ন।
তোমার হস্তেতে সেই পরাজিত সুগ্রীব আবার
করিছে আহ্বান কেন, শঙ্কা তাই হতেছে আমার।

যে ভাবে সুগ্রীব পুনঃ দর্প ভরে করিছে গর্জন,
সহায়তা প্রবলের লভি সে করেছে আগমন
মনে হয় তাই মোর। বার্তা এই করেছি শ্রবণ
অব্যর্থ যাঁহার শর সেই রাম সহায় এখন
হয়েছেন সুগ্রীবের, আর্তের সহায় সদা যিনি
হে বীর, সহায় এবে সুগ্রীবের হয়েছেন তিনি।
সর্বগুণে গুণবান, সুদুর্জয় যুদ্ধেতে সতত
যে রাম, তোমার নহে বিরোধিতা করা সুসঙ্গত
তাঁর সনে, কহি এবে হিতবাক্য কর তা' শ্রবণ
যৌবরাজ্যে কর তুমি অভিষিক্ত সুগ্রীবে এখন।
সৌহৃদ্য রামের সনে, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আর
করা সুগ্রীবের সনে, হে কপীন্দ্র উচিত তোমার
পালনের যোগ্য সদা হয় যে কনিষ্ঠ সহোদর
তোমার সে বন্ধু জেনো, শুভার্থি আমি কপীশ্বর,
কর রক্ষা বাক্য মোর, সর্বলোক বিনাশে সক্ষম,
বীর কুল শ্রেষ্ঠ রাম আর তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ,
শুনেছি এ কথা আমি, সুগ্রীবে করিতে পরাভূত
অবশ্য পারিবে জানি, কিন্তু রাম সনে অবস্থিত
রহিতে সংগ্রামে তুমি হে কপীন্দ্র হবেনা সক্ষম,
কহি এ বিরোধ হতে দূরে তাই রহিতে এখন।
তারার সে হিত বাক্য কালবশে না করি গ্রহণ
কহিলেন বালী তাঁরে তিরস্কার করিয়া তখন,
সহিতে অক্ষম আমি সুউচ্চ গর্জন হেন মত
যুদ্ধ তরে সুগ্রীবের, যে আমি বিক্রম সমন্বিত
সে আমি রবনা যুদ্ধে তোমার এ বুদ্ধিতে বিরত।
বিষণ্ণ হয়োনা তুমি রামের ভাবনা করি মনে,
জেনো স্থির না হবেন রত কভু। পাপ অনুষ্ঠানে

ধর্মশীল রঘুবর, যুদ্ধ করি সুগ্রীবের সনে
বিনাশিব দর্প তার, করিবনা বিনাশ জীবনে।
স্ত্রীগণের সহ এবে যাও ফিরি, কর্তব্য তোমার
করেছ পালন ভদ্রে, করেছ সৌহৃদ্য তুমি আর
প্রদর্শন মোর প্রতি, হও তুমি নিবৃত্ত এখন
পরাভূত করি যুদ্ধে সুগ্রীবে, করিব আগমন।

করি মহা সর্প সম নিঃশ্বাস নিক্ষেপ অনন্তর
বহির্গত হয়ে বালী, সুগ্রীবের সমীপে সত্বর
হলেন ধাবিত বেগে, কহিলেন ক্রোধভরে আর,
এসেছ মৃত্যুর তরে রে দুর্বুদ্ধি হেথায় আবার।
করেছি উদ্যত জেনো দৃঢ় বজ্র মুষ্টি এ আমার
তোমারে বধিতে আমি। করিলেন সুগ্রীবে প্রহার
কহি এই কথা বালী। শাল বৃক্ষ করি উৎপাটন
সুগ্রীব বালীরে সেথা করিলেন প্রহার তখন।
মহাবলশালী সেই বালী ও সুগ্রীব অনন্তর
পাপ গ্রহদ্বয় সম করিলেন যুদ্ধ পরস্পর।
অনন্তর বালী হস্তে ভগ্ন দর্প সুগ্রীব যখন
হলেন নিস্তেজ ক্রমে, করিলেন নিক্ষেপ তখন
বালীর হৃদয়ে রাম, আশীবিষ তুল্য বাণ তাঁর,
হলেন পতিত তাহে করি বালী সুউচ্চ চীৎকার।
উৎসবের অবসানে ইন্দ্রধ্বজ সম ভূপতিত
হলেন কপীন্দ্র বালী, হয়ে রক্ত ধারাতে রঞ্জিত।
পতিত হলেও বালী নাহি হলো দেহ হতে তাঁর,
বিদূরিত দেহ কান্তি, প্রাণ, তেজ, পরাক্রম আর।
হনুমান যোগ্য সেই বালী পাশে সমর অঙ্গনে
আসিলেন ধীরে রাম লয়ে সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণে।

৭। বালী ও রাম

হেরি রাম লক্ষ্মণেরে যুক্তিযুক্ত কঠোর বাক্যেতে
কহিলেন বালী, বলে লোক যত আছে পৃথিবীতে,
মহাকুল জাত রাম, ধৈর্য্যশালী প্রজা হিতে রত
তেজস্বী ও ব্রতচারী, ব্রতে নিজ সুদৃঢ় সতত।
কৃপাশীল, সহৃদয়, মহোৎসাহী, সুনিপুণ আর
কালাকাল বিচারেতে, তাই আমি নিষেধ তারার
নাহি শুনি, ভাবি মনে তোমার গুণের কথা যত
হেথায় সুগ্রীব সনে যুদ্ধেতে হলাম এসে রত।
ধর্মের কপট বেশে ছদ্ম শঠ তুমি যে এমন,
তৃণাবৃত কূপ আর, ভস্মে ঢাকা অগ্নির মতন
পাপাত্মা সাধুর রূপে। বুঝিতে তা' পারি নাই আমি,
সুবিখ্যাত দশরথ নৃপতির পুত্র হয়ে তুমি
কেন হলে ধর্মচ্যুত। তোমার অনিষ্ট আচরণ
করি নাই কভু, তবু কেন মোরে বধিলে এখন।
জনমি ক্ষত্রিয় কুলে ছদ্মবেশে ক্রুর আচরণ
করে থাকে হেন ভাবে পৃথিবীতে বল কোন্‌জন।
বানর হয়েও মোরা কভু নাহি করে থাকি যাহা
এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে হে রাম, করিলে তুমি তাহা॥
ছিলাম অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে আমি প্রবৃত্ত যখন,
তোমার অনপকারী মোরে তুমি বধিলে তখন।
প্রজ্জ্বলিত তীক্ষ্ণবাণে, করি হেন ঘৃণ্য আচরণ
সাধু সজ্জনেরে মত কিবা তুমি বলিবে এখন।
আমার সম্মুখে আসি সংগ্রামেতে হতে যদি রত,
হে রাঘব, মম হস্তে হতে তবে নিশ্চয় নিহত।
যে রাবণ তরে তুমি বধি মোরে করেছ সাধন
সুগ্রীবের প্রিয় কার্য্য, করি তারে কণ্ঠেতে বন্ধন

দিতাম তোমারে আনি, আনিতাম মৈথিলীরে আর
রহিলেও পাতালেতে, হে রাঘব সম্মুখে তোমার।
সুগ্রীব করিতে তাহা কভু রাম হবেনা সক্ষম,
অথবা কষ্টেতে অতি করিবে সে কার্য্য সম্পাদন।
কার্য্যের গুরুত্ব বুঝি, না করি আমারে নিয়োজিত
কার্য্যে সেই, হেন ভাবে কেন মোরে করিলে নিহত।
সুগ্রীব লভিবে রাজ্য স্বর্গে আমি করিলে গমন,
সঙ্গত সে কথা, কিন্তু করেছ অধর্ম্ম আচরণ
এ হেন অন্যায় ভাবে করি তুমি আমারে নিধন।

কহিলেন রাম, তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লোকাচার,
নাহি হয়ে জ্ঞাত বালী করিছ আমারে তিরস্কার
কেন এবে হেন ভাবে, নিরর্থক কত যে তোমার
এই সব বাক্য যত, শোন তাহা নিকটে আমার:
দেশ এই শৈল আর বিশাল কানন সমন্বিত,
অধার্ম্মিকে দণ্ডদাতা ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত।
ধর্ম্মাত্মা ভরত এবে করিছেন এদেশ শাসন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্রষ্টারূপে করি এই পৃথিবী ভ্রমণ
মোরা ও সজ্জন যত, সতত শাসন অনুসারে
ভরতের, করিতেছি দণ্ডদান অধর্ম্মাচারীরে।
সে সব অধর্ম্মাচারী কাম অনুগামীর মাঝারে,
সবার প্রধান তুমি তোমার গর্হিত পাপাচারে।
পাশেতে আবদ্ধ করি কূট ভাবে মৃগগণে যত,
দৃশ্য কি অদৃশ্য রহি নরগণ করে থাকে হত।
ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিগণ মৃগয়াতে করেন নিধন
বন্য মৃগে, তাহে তাঁরা নাহি হন দোষের ভাজন।
যুদ্ধে রত থাক কিংবা নাহি থাক, মৃগয়ার প্রায়,
করেছি নিহত আমি শাখামৃগ বানর তোমায়।

করেছি হে অধার্মিক যার লাগি তোমারে নিধন
কারণ তাহার আমি করিতেছি এবে প্রদর্শন।
জীবিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা কপিবর সুগ্রীব তোমার
করেছ গ্রহণ তুমি হে নির্লজ্জ ভার্য্যা রুমা তাঁর
সনাতন ধর্ম ত্যজি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনকের মত,
অনুজ, পুত্র ও শিষ্য, সমতুল্য এ তিন সতত।
ভ্রাতৃ ভার্য্যা অপহারী ধর্মভ্রষ্ট বানর তোমায়,
দণ্ডদান হেন ভাবে এবে আমি করেছি হেথায়।
লোভ পরবশ হয়ে যে করে অধর্ম আচরণ
দণ্ড বিনে সে পাপীরে কভু করা না যায় দমন।
রাজ্য আর পত্নী আমি সুগ্রীবের করিব উদ্ধার
করেছি প্রতিজ্ঞা এই, লঙ্ঘন সে প্রতিজ্ঞা আমার
করিব কি ভাবে এবে, আমা সম জনের বচন
নাহি হয় মিথ্যা কভু, ধর্ম আমি করেছি পালন
তোমারে নিধন করি, ভ্রাতৃজায়া করেছ ধর্ষণ,
সে হেতু আমার হস্তে হত তুমি হয়েছ এখন।
সন্তপ্ত হয়োনা তুমি হয়ে হত হস্তেতে আমার,
হয়েছ বিশুদ্ধ এবে, স্বর্গ প্রাপ্তি হউক তোমার।
কহিলেন বালী তাঁরে, ক্রোধ বশে হে রাম তোমারে
বলেছি অপ্রিয় বাক্য, ক্ষমা এবে কর তুমি মোরে।
ভরত লক্ষ্মণ সনে আচরণ যেরূপ তোমার
সুগ্রীব অঙ্গদ সনে করিও সেরূপ ব্যবহার।
আমার দোষেতে যেন অপমান না করে তারারে
সুগ্রীব, দেখিও তাহা, অনুরোধ এ মম তোমারে।
তোমার বশেতে থাকি হয়ে অনুগৃহীত তোমার,
সুগ্রীব সক্ষম হবে শাসন করিতে রাজ্য তার।

কহিলেন রাম, তুমি চিন্তা কিছু করোনা এখন
সুহৃদ জনের তরে, কর্তব্য যা করিব পালন
ধর্ম অনুসারে তাহা, সমদর্শী নৃপতি যেজন,
শত্রু মিত্রে নির্দোষেরে সদা তিনি করেন পালন,
করেন দণ্ডের যোগ্য দণ্ডদান, হয়েছে তোমার
পাপ মুক্তি লভি দণ্ড, শোক এবে কর পরিহার।
নাহি কহি কথা আর বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ,
শরেতে বিদীর্ণ বালী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন তখন।

৮। তারার শোক—বালীর মৃত্যু

নিপতিত ভর্ত্তা বালী রামের সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
শুনি তাহা পুত্র সহ সরোদনে গিরি গুহা হতে
হলেন নির্গত তারা। সন্ত্রস্ত বানরগণ সবে
কহিল তখন তাঁরে, পুত্রবতী ফিরে যাও এবে,
কর রক্ষা অঙ্গদেরে, করি রাম রূপেতে নিধন
কৃতান্ত, ভবনে নিজ নিতেছেন বালীরে এখন।
কর এ নগরী রক্ষা, অভিষিক্ত কর অঙ্গদেরে,
লয়ে সব বীরগণে, করিবে এ বালী তনয়েরে,
অনুগত হয়ে সেবা কপিকুল। করি তা শ্রবণ
কহিলেন তারা মোর কি বা আর আছে প্রয়োজন
রাজ্যে, পুত্রে, কিংবা প্রাণে, পদমূলে ভর্ত্তার এখন
যাব আমি। কহি ইহা করিলেন সবেগে গমন
বক্ষে ও মস্তকে তারা করাঘাত করি শোক ভরে,
হেরিলেন অনন্তর ভূমিতলে পতিত ভর্ত্তারে।
হেরি তাঁরে সুপ্ত সম, কহিলেন করি আলিঙ্গন
কাঁদি উচ্চরবে তারা, মম বাক্য না করি শ্রবণ

হলে তুমি মহাবীর দুঃখে হন পতিত এখন,
হও সমুত্থিত তুমি, কেন আছ নিদ্রিত এমন।
করেছিলে নির্বাসিত সুগ্রীবেরে, করেছিলে আর,
হরণ তাহার ভার্য্যা, ফল হেন হলো এবে তার।
রবনা জীবিত আমি তোমা বিনে, যদিও আমারে
বলিবে নিষ্ঠুর সবে ত্যজিলে তনয় অঙ্গদেরে।
স্বামী সম রমনীর নহে পুত্র, নহে পিতা আর,
প্রিয় কি অপ্রিয় হোক যাহা ইচ্ছা পতিরে তাহার
কহে পত্নী, নাহি পারে সেভাবে কহিতে পুত্রে তার।
চাহেন পুত্রের ইচ্ছা মাতা সদা করিতে পূরণ,
মাতারে করেনা পুত্র সে ভাবেতে করেন যেমন
পত্নীরে তাহার পতি। কোন নারী করে আকিঞ্চন
বৈধব্য দূষিতা হয়ে পুত্র অন্ন করিতে ভোজন।
পুত্রের আশ্রয় আমি করি ত্যাগ, জীবন আমার
বিসর্জন করি এবে হব সহগামিনী তোমার।

কহি ইহা শোক ভরে দেহ হতে করি উন্মোচন
সর্ব অলঙ্কার তারা, কহিলেন করিয়া ক্রন্দন
দীন ভাবে অবস্থিত সুগ্রীবেরে, কর এবে মোরে
বধ তুমি হে সুগ্রীব, করেছতো পূর্বেই আমারে
নিহত, পতিরে মম করি বধ। পতির মৃত্যুতে
পত্নীর প্রকৃত মৃত্যু হয়ে থাকে এই পৃথিবীতে।

তারার সে কথা শুনি রহিলেন সুগ্রীব তখন
নীরবেতে, ভূমিতলে করি নিজ দৃষ্টি সংস্থাপন।
কহিলেন রামে তারা, শত্রু তব নহেন যে জন,
হয়েছে অন্যায় রাম করা সেই বালীরে নিধন।
অকপটে হলে হত সন্তপ্ত হতোনা হেন মন,
ছলে হত হেরি তাঁরে সন্তাপিত হয়েছি এমন।

কহি ইহা আর্তনাদ করি উচ্চে হলেন পতিত
ভূতল মাঝারে তারা। শুনি তাহা হয়ে সচকিত
করিলেন মোহাচ্ছন্ন বালী তাঁর চক্ষু উন্মীলিত।

কহিলেন অনন্তর হেরি বালী ভ্রাতা সুগ্রীবেরে,
কোরোনা অদৃষ্টবশে মোহগ্রস্ত বুদ্ধি ভ্রষ্ট মোরে
হে সুগ্রীব দোষী জ্ঞান। দুই ভ্রাতা হয়ে সন্মিলিত
করিব যে সুখভোগ হয়নি তা ভাগ্যে নির্দ্ধারিত।
হও রাজ্য অধিপতি তুমি আজ, যাই চলে আর
যমলোক মাঝে আমি, মর্মচ্ছেদ করিছে আমার
রামের সুতীক্ষ্ম বাণ, হের তুমি অশ্রুতে প্লাবিত
বালক অঙ্গদে এবে, ভূমিতল মাঝে নিপতিত।
প্রাণাধিক প্রিয় মম পুত্র এই, করিও পালন
আপন পুত্রের সম, হলে তার তুমিই এখন
পিতা ও অভয় দাতা। যুদ্ধেতে রাক্ষসগণ সনে
তেজস্বী অঙ্গদ এই অগ্রগামী হবে রণাঙ্গণে।

কহিলেন অনন্তর করি বালী মস্তক আঘ্রাণ
অঙ্গদের, লভি পুত্র দেশকাল বিষয়েতে জ্ঞান,
প্রিয় ও অপ্রিয় আর সুখ দুঃখ মাঝেতে সতত
রহি সম ভাবে তুমি, সুগ্রীবের থেকো বশীভূত।
সুগ্রীবেরে বাল্যে তার যে ভাবেতে করেছি পালন,
ভাবি তাহা তোমারে ও সে ভাবেতে পালন এখন
করিবে সে। সুগ্রীবের আজ্ঞাধীন রহিও সতত,
শত্রুর সঙ্গেতে তার কভু তুমি হয়োনা মিলিত
কোরোনা প্রণয় অতি, অপ্রণয় কারো সঙ্গে আর
হে পুত্র কোরোনা তুমি, রেখো মনে একথা আমার।
কহিতে কহিতে এই কথা বালী, হলো ঊর্দ্ধগত
চক্ষু তাঁর, হলো আর দেহ হতে প্রাণ বহির্গত।

আবেষ্টন করি ছিন্ন মহাবৃক্ষে, পতিত যেমন
হয় সমাশ্রিতা লতা, সে ভাবে বালীরে আলিঙ্গন
করি তারা, ভূমিতলে নিপতিত হলেন তখন।
কহিলেন অনন্তর বাক্য মোর না করি শ্রবণ,
জীবন তোমার হলো হয়ে হত বিনষ্ট এখন।
তোমার নিকটে প্রভু সমাগত শ্রেষ্ঠ কপিগণ,
করিছনা সে সবারে কেন অভিনন্দন জ্ঞাপন।
যুক্ত করে অবস্থিত শোকেতে কাতর অঙ্গদেরে,
কেননা হেরিছ, কেন করিছনা সম্ভাষণ তারে।
হৃদয় নিশ্চয় মোর সুকঠিন পাষাণে নির্মিত,
পতিরে নিহত হেরি হতেছেনা তাই বিদারিত।

আসি সেথা অনন্তর করিলেন বাণ বহির্গত
বালীদেহ হতে নীল, ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের মত।
চারিদিকে রক্তধারা বেগে অতি বহিল তখন
গিরি হতে প্রবাহিত খরস্রোতা ধারার মতন।
যুদ্ধ ধূলি সমাচ্ছন্ন ভর্তৃদেহ করিয়া মার্জন
করিলেন অশ্রুজলে সিক্ত তারা সে দেহ তখন।
কহিলেন অনন্তর অঙ্গদেরে এ পুত্র এখন
তোমার পিতার কর এ অন্তিম দশা নিরীক্ষণ।
নিতেছে যাঁহারে মৃত্যু যমলোকে চিরদিন তরে,
হে অঙ্গদ কর তুমি এবে অভিবাদন তাঁহারে
ভূমিতল হতে হয়ে সমুত্থিত অঙ্গদ তখন,
জড়ায়ে যুগল ভুজে ধরিলেন পিতার চরণ।
কহিলেন সরোদনে করি তারা বিলাপ তখন
'হও দীর্ঘজীবী' বলি কেন নাহি করিছ এখন
আশীর্বাদ অঙ্গদেরে, হে বীরেন্দ্র ত্যজি হেন ভাবে
পুত্র অঙ্গদেরে তুমি কেন বা যেতেছ চলি এবে

তোমার অপ্রিয় কার্য্য কি বা আমি করেছি এমন
যার তরে ত্যজি মোরে যমলোকে যেতেছ এখন।
হয়েছে তোমার সাথে সৌভাগ্য আমার এবে গত
যুদ্ধে হত তোমা সনে পুত্র সহ হয়েছি নিহত।
নভচ্যুত তারা সম নিপতিতা নেহারি তারারে,
আশ্বাস প্রদান করি হনুমান কহিলেন তাঁরে।
করেছেন বালী এবে ধর্মার্জ্জিত লোকেতে গমন
তাঁর তরে শোক হেন নাহি করা উচিত এখন।
কর চিন্তা অঙ্গদের, কর চিন্তা কপিগণ তরে
তোমার আদেশ মত করিলে এ বানরগণেরে
অঙ্গদ শাসন এবে, হবে দূর সন্তাপ তোমার,
বালীর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করি এবে, সিংহাসনে আর
অঙ্গদে স্থাপন করি, লভ শান্তি অন্তরে তোমার।
কহিলেন তারা, করি বাক্য সেই শ্রবণ তাঁহার
সহস্র পুত্রেও বল কিবা কাজ পতিবিহীনার।
অঙ্গদে বা কপিরাজ্যে অধিকার পবন নন্দন,
নাহি মোর, সর্বকার্য্যে অধিকারী সুগ্রীব এখন।
কপিরাজ বিহনেতে আশ্রয় নাহিক মম আর
হত এ বীরের শয্যা উপযুক্ত আশ্রয় আমার।

বালীরে বিগত প্রাণ হেরি সেথা, কহিলেন রাম
সুগ্রীবেরে, শোকে কভু মানুষের না হয় কল্যাণ।
হে সুগ্রীব, রাখ তুমি আশ্রয়েতে তোমার এখন
তারা আর অঙ্গদেরে, করিতেছ অশ্রু বিমোচন
এবে তুমি শোকবশে, কিন্তু জেনো করি অতিক্রম
কালের বিধান, কভু নাহি হয় কার্য্য সম্পাদন।
সবে মিলি যোগ্য ভাবে কর কপিরাজের সৎকার,
দেহ ত্যাগ করি এবে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছে তাঁহার।

বলিলে এ হেন রাম কহিলেন সুগ্রীবে তখন।
লক্ষ্মণ, আশ্বাস দান কর তুমি তারারে এখন
হে সুগ্রীব, অঙ্গদেরে আশ্বাস প্রদান করি আর
কহ তুমি এবে তারে, এ নগরী অধীন তোমার।
হনুমান যাও ত্বরা, মাল্য বস্ত্র শিবিকা চন্দন
আন হেথা, আন আর এবে যাহা হবে প্রয়োজন।
আনিল বানর বীর সবে মিলি শিবিকা তখন,
সুগ্রীব অঙ্গদ দোঁহে করিলেন বালীরে স্থাপন
সরোদনে মাঝে তার মাল্যবস্ত্রে করি আচ্ছাদিত,
চলিল শিবিকা সহ মিলি সবে কপিগণ যত।
তারা ও বানরীকুল করি উচ্চে আকুল ক্রন্দন
চলিল পশ্চাতে সবে। কপিকুল করি আগমন
পার্বত্য নদীর তীরে, করি সেথা শিবিকা স্থাপন,
রহিল নিস্তব্ধ ভাবে ধৈর্য্য মনে করিয়া ধারণ।
অঙ্গদ ক্রন্দন করি করিলেন পিতারে স্থাপিত
চিতামাঝে, করি আর অনল প্রদান বিধিমত
করিলেন প্রদক্ষিণ জনকেরে। হলে হেন ভাবে
বালীর সৎকার সেথা যথাবিধি, আসিলেন সবে
পবিত্র পম্পার ধারে, অনন্তর যত কপিগণ
অঙ্গদের সহ মিলি করিলেন সলিল তর্পণ।

৯। সুগ্রীবের অভিষেক, প্রস্রবণ গিরিতে রাম

শোকে আর্ত্ত সুগ্রীবেরে বেষ্টন করিয়া অনন্তর,
গেলেন সেথায় সবে যেখানে ছিলেন রঘুবর।
আসি সেথা হনুমান যুক্তকরে কহিলেন রামে,
সুগ্রীব প্রসাদে তব লভিলেন বংশ অনুক্রমে

আগত এ কপিরাজ্য, হে বীর নগরী অভ্যন্তরে
আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে তব পশিবেন সুহৃদগণেরে
সঙ্গে তাঁর লয়ে তিনি, করিবেন প্রীতিপূর্ণ মনে
নানা রত্নে, গন্ধদ্রব্যে, আপনারে অর্চনা সেখানে।
আনন্দিত করি যত কপিকুলে করুন এখন
সুগ্রীবেরে অভিষিক্ত, কিষ্কিন্ধ্যাতে করুন গমন।
কহিলেন রাম, আমি নাহি যাব গ্রামে কি নগরে
চতুর্দশ বর্ষকাল পিতার আদেশ অনুসারে।
তোমরা নগরী মাঝে কর সবে প্রবেশ এখন,
কর সেথা সুগ্রীবেরে অভিষিক্ত যত কপিগণ।
কহিলেন অনন্তর সম্বোধন করি সুগ্রীবেরে
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হে সুগ্রীব কর অঙ্গদেরে'
সমাগত বর্ষা এবে, চারি মাস এ বর্ষা ঋতুতে
হবেনা সম্ভব করা কাষ্য কিছু, কর নগরীতে
প্রবেশ এখন তুমি, আমি আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
প্রস্রবণ গিরি মাঝে অবস্থান করিব এখন।
সলিল প্রশান্ত হবে কাৰ্ত্তিকী পূর্ণিমা শেষে যবে
রাবণ বধের তরে তখন উদ্যম কোরো সবে,
যাও এবে পুরীমাঝে। রামের সে আদেশে তখন
সুগ্রীব বান্ধব সহ করিলেন কিষ্কিন্ধ্যা গমন।
সহস্র সহস্র যত কপিকুল আসিয়া তখন
করিল প্রণাম তাঁরে, করি শির ভূমিতে স্থাপন।
পাণ্ডুবর্ণ ছত্র আর নানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কার
চামর, মাল্য ও বস্ত্র মাঙ্গলিক নানা দ্রব্য আর
আনি যত কপিবীর করিলেন বিধি অনুসারে
কপীন্দ্র সুগ্রীবে সবে অভিসিক্ত কিষ্কিন্ধ্যা মাঝারে,
যৌবরাজ্যে অঙ্গদেরে করিলেন অভিষিক্ত আর
সুগ্রীব, প্রশংসা তাহে কপিকুল করিল তাঁহার।

ধ্বজ আর পতাকাতে আনন্দিত যত কপিগণ
করিল সকলে মিলি সুশোভিত কিষ্কিন্ধ্যা তখন।
সুগ্রীব রাঘবে করি অভিষেক বার্ত্তা নিবেদন
রাজ্য আর পত্নী লভি দেবরাজ ইন্দ্রের মতন
লাগিলেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য তাঁর করিতে শাসন।
আসি রাম অনন্তর প্রস্রবণ গিরি সন্নিধানে,
অনুজ লক্ষ্মণ সহ পর্বতের শিখরে সেখানে
গুহা অভ্যন্তরে এক করিলেন আশ্রয় গ্রহণ,
ছিল নিকটেতে তার জলপূর্ণ কুণ্ড মনোরম।
ছিল তাহা প্রস্ফুটিত বহু পদ্মরাজিতে শোভিত,
ডাহুক, সারস আর কলহংসে ছিল তা বেষ্টিত।
পর্বত নিম্নেতে সেথা ধরাতল মাঝে অবস্থিত,
সুরম্য কানন হেরি, চন্দ্র আর হেরি সমুদিত,
অপহৃতা বৈদেহীর কথা মনে করিয়া স্মরণ,
নিদ্রাহীন ভাবে রাম করিলেন নিশি জাগরণ।,
শোকাবিষ্ট হেরি রামে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
নহেক উচিত তব করা শোক হে বীর এমন।
অবসাদগ্রস্ত সদা হয়ে থাকে শোক মগ্ন জন
তেজ এবে আপনার উদ্দীপিত করুন এখন।
রয়েছে শকতি তব বিধ্বস্ত করিতে ধরণীরে,
হবেন সক্ষম যুদ্ধে নিহত করিতে রাবণেরে।
বীরত্ব বিলুপ্ত তব ভস্মাচ্ছন্ন অনলের মত,
শোকেতে আচ্ছন্ন সেই বীরত্ব করুন জাগরিত।
কহিলেন রাম, তুমি বলেছ যা আমারে লক্ষ্মণ,
যুক্তিযুক্ত কথা তাহা, শোক মম করি সংবরণ।
করিব এখন আমি আমার বিক্রম সংবর্দ্ধিত,
আসিলে শরৎ ঋতু রক্ষকুল করিব নিহত।

১০। বর্ষা ঋতু

কহি ইহা করি রাম অবস্থান পর্বত মাঝারে,
চারিদিকে নেহারিয়া কহিলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে :
সমাগত বর্ষা ঋতু হে লক্ষ্মণ কর নিরীক্ষণ,
পর্বত সমান মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশ এখন।
সূর্য্যের কিরণে করি সমুদ্রের রস আহরণ,
আকাশ করি সে রস অষ্ট মাস উদরে ধারণ
করিছে এ বরষায় বারিরূপে নিঃসৃত এখন।
গ্রীষ্মে সন্তাপিতা ধরা হয়ে নব সলিলে প্লাবিত,
বিসর্জিছে অশ্রু যেন শোক তপ্তা বৈদেহীর মত।
নৃপকুল ক্ষান্ত এবে শত্রু সৈন্য উদ্দেশে গমনে,
অবরুদ্ধ সর্ব পথ বরিষার সলিল প্লাবনে।

নিদাঘ দহন নাহি এবে আর
বহে দিকে দিকে শীতল পবন,
বিরহ কাতর প্রবাসী পুরুষ
করিছে স্বদেশে গমন এখন।
যেতেছে মানস সরোবর পানে
প্রিয়া সহ এবে চক্রবাক্ যত
পঙ্কিল পথেতে করিতে গমন
যান বা বাহন রয়েছে বিরত।
আকাশ কোথাও দেখা যায় শুভ্র
কোথাও বা মেঘে রয়েছে আবৃত
কোথাও যেন তা গিরি সমাকুল
তরঙ্গ বিহীন সাগরের মত।
বিদ্যুৎ পতাকা, বলাকা মালাতে,
শোভিছে জলদ গিরি শৃঙ্গাকার,
রণভূমি মাঝে মত্ত করী সম
গরজন ঘোর করিছে সে আর।

বরষা সলিলে সিঞ্চিত তৃণ
নাচিছে হরষে ময়ূরেরা সবে
বেলা শেষে তাই এ বন ভূমির
হয়েছে বর্ধিত শোভা হেন ভাবে
গুরু গুরু রবে বলাকা বেষ্টিত
মেঘদল, করি সলিল বহন,
বিশ্রাম করি গিরি শিখরেতে
দূরে পুনরায় করিছে গমন।
বন প্রান্ত ভাগ হয়েছে এখন
ময়ূর কুলের নৃত্য ভবন,
হয়েছে পুষ্পিত কদম্ব তরু
শস্যে ধরণী এবে মনোরম।
হরষিত হয়ে কেতকী গন্ধে
নির্ঝরের রবে হয়ে আকুলিত,
কানন মাঝারে ময়ূরের সাথে
করিছে নিনাদ করীকুল যত।
ভ্রমর গুঞ্জনে গুঞ্জরিছে বন
ময়ূরের সনে নাচিছে সে আর,
প্রমত্ত মাতঙ্গ যূথ সহ এবে
মত্ততা যেন এসেছে তাহার।
ভ্রমর গুঞ্জন যেন বীণা ধ্বনি
কণ্ঠ তাল যেন ভেককুল রব,
মেঘ গরজন মৃদঙ্গ নিনাদ,
বনে এবে এই সঙ্গীত উৎসব।
বরষিয়া বারি প্রবল ধারায়
রহি গগনেতে মেঘদল যত,
নদী সরোবর সহ এ পৃথিবী
সলিল প্রবাহে করেছে প্লাবিত।

ঝরে বারি ধারা বিপুল বেগেতে
বিপুল বেগেতে বহিছে পবন,
বেগবতী নদী দুকূল ভাসায়ে
দ্রুত প্রবাহেতে বহিছে এখন।

মেঘে ঢাকা ওই আকাশে এখন
নাহি দেখা যায় তারকা তপন,
নব জলধারে তৃপ্তা ধরণী,
দশদিশি এবে আঁধারে মগন।

সলিলে ধৌত শৈল শিখর,
করেছে তাহারে শোভা সমন্বিত
সুবিপুল যত নির্ঝর রাজি
মুকুতায় গাঁথা মালিকার মত।

বরষা মাঝারে এই কিষ্কিন্ধ্যাতে সুগ্রীব এখন
লভি রাজ্য, লভি পত্নী, আনন্দেতে করিছে যাপন।
রাজ্যচ্যুত হৃতদার আমি হেথা হে লক্ষ্মণ এবে,
ভগ্ন নদীকুল সম অবসন্ন হয়েছি এভাবে
সাগর বিস্তীর্ণ অতি বরষাতে পথ সুদুর্গম,
নাহি হেরিতেছি আমি যুদ্ধযাত্রা সম্ভব এখন।
বহুক্লেশ হয়ে প্রাপ্ত লভেছেন পত্নীরে তাঁহার
সুগ্রীব, বলিতে কিছু এবে তারে নাহি চাহি আর।
করিবেন কর্তব্য যা, সুগ্রীব সে কার্য্য সম্পাদন
যথাকালে, এ বিশ্বাস আছে মোর মনেতে লক্ষ্মণ।
কহিলেন শুনি তাহা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব সুনিশ্চিত
করিবেন কার্য্য সেই, আপনার যাহা অভিপ্রেত,
শরৎ প্রতীক্ষা করি মন এবে করুন সংযত।

কহিলেও হেন কথা লক্ষ্মণ, মনেতে অবিরাম
ভাবি প্রিয়া বৈদেহীরে, চিন্তামগ্ন রহিলেন রাম।
ক্রমে বর্ষা অন্তে মেঘ ক্ষান্ত করি সলিল বর্ষণ
আগমন শরতের তাঁহারে করিল নিবেদন।

১১। শরৎ ঋতু

নেহারিয়া সুগ্রীবেরে কামনার বশে অবিরত
রুমা ও তারার সহ ভোগ আর বিলাসেতে রত
নন্দনে অপ্সরা সহ ইন্দ্র সম, হেরি তাঁরে আর
রহিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে মন্ত্রীগণে দিয়ে কার্য্য ভার,
কহিলেন আসি তাঁর নিকটেতে পবন নন্দন,
রাজ্য, যশ, কুললক্ষ্মী, লাভ তব হয়েছে রাজন্,
আছে অবশিষ্ট এবে মিত্র হিত করা সম্পাদন,
মিত্রে প্রতিশ্রুত কার্য্য করা তব কর্তব্য এখন।
এসেছে শরৎ ঋতু, তব বন্ধু রামের ভার্য্যার
করুন সন্ধান এবে, করেছেন যিনি আপনার
প্রিয় কার্য্য, নিজে তিনি নাহি কিছু বলিতে এখন,
কপিশ্রেষ্ঠগণে যত আজ্ঞা এবে করুন জ্ঞাপন।
কে কোথায় গিয়ে এবে করিবে কি কার্য্য সম্পাদন,
করুন আদেশ তাহা, আপনার রয়েছে রাজন
বহু বীর কপি সৈন্য। কহিলেন সুগ্রীব তখন
সতত উদ্যমশীল নীল বীরে, কর আনয়ন
সর্বদিক হতে তুমি আমার সকল সৈন্যগণে
যূথপতিগণে আর। না আসিবে যেজন এখানে
পঞ্চদশ দিবসের ভিতরেতে, করিব বিধান
প্রাণদণ্ড তার আমি, করিতেছি এ আজ্ঞা প্রদান।

শোকার্ত্ত হৃদয়ে রাম করিলেন বরষা যাপন
শরৎ আসিল শেষে, হলো মেঘ বিহীন গগন।
পাণ্ডুর আকাশে হেরি চন্দ্রমা মণ্ডল নিরমল
রজনী জ্যোৎস্নাময়ী শরতেব হেরি সমুজ্জ্বল।
সারসের কলরবে চারিদিক শুনি মুখরিত
হলেন দুঃখেতে রাম সকাতর বিলাপেতে রত।
হেমবর্ণ ধাতুপূর্ণ গিরি শৃঙ্গে হয়ে অবস্থিত
প্রিয়ার চিন্তাতে রাম রহিলেন মগ্ন অবিরত।
কহিলেন তিনি আর, আকাশে জলদ রাজী যত
পৃথিবী শ্যামল করি বেগ এবে করেছে সংযত।
বন্ধু জীব, কোবিদার, সপ্তপর্ণ হয়েছে পুষ্পিত,
কুমুদরাজীতে এবে সরোবর হয়েছে শোভিত।
সুনির্মল সলিলেতে পরিপূর্ণ জলাশয় যত
হয়েছে পদ্মেতে আর হংস দলে এবে প্রপূরিত।
হতেন পূর্ব্বেতে যিনি কলহংস রবেতে জাগ্রত,
সে কল ভাষিণী এবে কি ভাবে হবেন জাগরিত?
হেরি চক্রবাকে যত সহচরী সহ সম্মিলিত,
একাকিনী এবে সীতা রহিবেন কি ভাবে জীবিত!
পর্ব্বতে, নদীতে, বনে, সরোবরে করেও ভ্রমণ,
সীতার বিরহে মম নাহি সুখ অন্তরে এখন।
হেন ভাবে ইন্দ্র পাশে জলপ্রার্থী চাতকের মত,
কাতর হৃদয়ে রাম রহিলেন বিলাপেতে রত।
ফল আহরণ তরে গিরি মাঝে করি বিচরণ
আসিলেন হেনকালে রাম পাশে সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
নেহারি তখন রামে চিন্তা আর বিষাদে মগন,
কহিলেন দুঃখ ভরে, অনুরাগ বশেতে এখন
ধৈর্য্য তব কেন আর্য্য করেছেন এ ভাবে বর্জ্জন।

মন স্থির করি তব নিজগুণে করুন গ্রহণ
শক্তির আশ্রয় বীর, চেষ্টাশীল হউন এখন।
আপন চরিত্র বলে সুরক্ষিতা সীতা নরোত্তম
প্রজ্জ্বলিতা অগ্নিসমা, সন্নিকটে করিবে গমন
যেজন তাঁহার বীর হবে দগ্ধ নিশ্চয় সেজন।

কহিলেন রাম, তুমি এবে যাহা কহিলে লক্ষ্মণ,
সুসঙ্গত কথা সেই, করি শোক বর্জন এখন
অন্তর মাঝারে মম ধৈর্য্য আমি করিব ধারণ,
করিব উদ্যম সহ এবে আমি কার্য্য সম্পাদন।
কহিলেন অনন্তর বসুধারে করি শস্যদান,
কৃতকার্য্য হয়ে ইন্দ্র করিছেন এখন বিশ্রাম।
গম্ভীর নির্ঘোষে রত মেঘ যত করি বরিষণ
জলধারা হে লক্ষ্মণ, পরিশ্রান্ত হয়েছে এখন।
মাতঙ্গ, ময়ূর, মেঘ, প্রস্রবণ, হয়েছে নীরব,
শুভ্র চন্দ্র কিরণেতে উদ্ভাসিত এবে গিরি সব।

সপ্তচ্ছদ তরু শাখার মাঝারে,
সূর্য্য চন্দ্র আর নক্ষত্র প্রভায়,
গজেন্দ্রগণের লীলায় শরৎ
করি শোভাদান এসেছে ধরায়।
নয়নাভিরাম কনক বরণ
সুরভিত যত কুসুম ভারেতে
হয়ে অবনত প্রিয়কের শাখা
এনেছে দীপ্তি কানন মাঝেতে।
আকাশ, উজ্জ্বল অসি বর্ণ সম
দেখা যায় এবে, ক্ষীণ নদী যত,
বহে স্নিগ্ধ বায়ু পদ্ম গন্ধময়,
তমো মুক্ত ধরা এবে প্রকাশিত।

তপনের তাপে পঙ্ক বিহীন
ভূতল এখন ধূলি ধূসরিত,
শত্রুর সনে নৃপতি কুলের
যুদ্ধের কাল এবে উপনীত।
করি আলোড়িত, পদ্ম শোভিত
সরোবর, করি ঘোর রবে ভীত
হংস চক্রবাকে, করিছে সলিল
পান এবে ওই করীকুল যত।
নদী, প্রস্রবণ, সলিল প্রবাহ,
মেঘ ও ময়ূর, প্রবল পবন,
ভেককুল আর, উৎসবের শেষে
ধ্বনিহীন হয়ে নীরব এখন।
চঞ্চল চন্দ্রমা কর পরশনে
হরষে তারকা করি উন্মীলন,
করুক অম্বর পরিত্যাগ ওই
রাগবতী সন্ধ্যা নিজেই এখন।
চন্দ্র আননা, তারকা নয়না,
জ্যোৎস্না বসনা নিশি মনোরম,
শুক্ল বসনা রমণীর মত
মনোহর রূপ করেছে ধারণ।
নদীকূলে ওই হাসিছে কুসুম
মৃদু বায়ু ভরে হয়ে আন্দোলিত
কাশ বন সেথা দেখা যায় আর
সুবিমল পট্ট বসনের মত।
মধুপান করি প্রমত্ত ভ্রমর
পুষ্প পরাগে হয়ে আবরিত,
প্রিয়া সহ তার হয়েছে এখন
বায়ু অনুগামী, হয়ে হরষিত।

নিরমল জল, বিকশিত ফুল,
ক্রৌঞ্চের রব, নব শালিধান,
মৃদুগামী বায়ু, বিমল চন্দ্র,
ঘোষিছে বরষা করেছে প্রয়াণ।
বৃষ্টিতে করি হৃষ্ট সবারে,
পূর্ণ করি জলে নদী সরোবর,
শস্যশালিনী করি বসুন্ধরা
ত্যাগ এবে মেঘ করেছে অম্বর।

জয় অভিলাষী যত নৃপতির এসেছে এখন
যুদ্ধের উদ্যোগ কাল, করিছেনা তবু আয়োজন
সুগ্রীব যুদ্ধের তরে, রাজ্যভ্রষ্ট, নির্বাসিত আর
পত্নীহীন মোর তরে নাহি কিছু করুণা তাহার।
করেছিল প্রতিজ্ঞা সে সীতারে করিবে অন্বেষণ,
কৃতকার্য্য হয়ে নিজে করিছেনা এবে তা স্মরণ।
হে লক্ষ্মণ, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে এবে গ্রাম্য সুখে রত
মূর্খ সুগ্রীবেরে সেই কহ তুমি, রহে যে বিরত
উপকারী জনে দত্ত প্রতিশ্রুতি করিতে পালন
পৃথিবী মাঝারে এই সর্বাধিক অধম সেজন।
করেছিল প্রতিজ্ঞা সে করিবে আমার উপকার,
গত এবে চারিমাস নাহি তবু উদ্যোগ তাহার।
শোকেতে কাতর মোরা, লয়ে তবু মন্ত্রীগণে তার
সুগ্রীব নির্লজ্জ সম আনন্দেতে করিছে বিহার।
সুগ্রীবের সন্নিধানে করি তাই গমন এখন
আমার একথা তুমি তারে সেথা জানাও লক্ষ্মণ
সে পথ হয়নি রুদ্ধ হত বালী গিয়েছে যে পথে,
প্রতিজ্ঞা পালন কর হে সুগ্রীব, চাহিওনা যেতে

পথে সেই, পূর্বে শুধু বালীরেই করেছি নিহত
হলে সত্যভ্রষ্ট তুমি সবান্ধবে হবে এবে হত।

কহিলেন শুনি তাহা লক্ষ্মণ, করিবে উপকার
সুগ্রীব এখন তব, মনে হেন হয় না আমার।
অগ্রজ বালীর কাছে যাক এবে হয়ে সে নিহত
হেন জনে রাজ্যদান করা কভু নহে সুসঙ্গত।
নাহি পারিতেছি আমি ক্রোধ মম করিতে সংযত,
অদ্যই অযোগ্য সেই সুগ্রীবেরে করিব নিহত।
করিবে বালীর পুত্র অঙ্গদ সীতার অন্বেষণ
সুগ্রীব নিহত হলে। করি তাঁর সে কথা শ্রবণ
কহিলেন রাম তাঁরে, আমাদের সম জনগণ
নাহি করে হে লক্ষ্মণ হেন রূপ পাপ আচরণ।
রুক্ষ ভাব করি ত্যাগ সুগ্রীবেরে কহ মিত্র ভাবে,
প্রতিশ্রুত কাল তার হয়ে গেছে অতিক্রান্ত এবে
কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে অগ্রসর হলেন তখন
ইন্দ্রধনু সম ধনু হস্তে করি ধারণ লক্ষ্মণ।
হেরিলেন আসি সেথা পুরী সেই রয়েছে বেষ্টিত,
বিপুল বিক্রমশালী মহাকায় কপিকুলে যত।
কৃতান্তের সম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেরে করি নিরীক্ষণ
গেল চলি দ্রুত তারা সেথা হতে সভয়ে তখন

১২। লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব

সুগ্রীব ভবনে পশি অনন্তর কপিবীরগণ
লক্ষ্মণের আগমন বার্তা সেথা করিল জ্ঞাপন
ছিলেন তারার সহ অবস্থিত সুগ্রীব তখন,
নাহি করিলেন তিনি তাদের সে বারতা শ্রবণ।

মন্ত্রীগণ নির্দেশেতে বলবান অঙ্গদ তখন
বহির্দ্বার অভিমুখে করিলেন সত্বর গমন।
হয়ে আর বহির্গত পুরী হতে যত কপিদল,
লক্ষ্মণ সমীপে আসি লাগিল করিতে কোলাহল।
সেই কোলাহলে আর তারা বাক্যে হয়ে উদ্বোধিত,
সুগ্রীব হলেন আসি মন্ত্রীগণ সহ সম্মিলিত।

মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ হনুমান কহিলেন তাঁহারে তখন
রাজত্ব প্রদানকারী রাম আর লক্ষ্মণ দুজন
উপকারী আপনার, এসেছেন লক্ষ্মণ এখন
ধনু হস্তে দ্বারদেশে, এবে তাই ভীত কপিগণ।

শুনি তাহা কহিলেন হয়ে কিছু চিন্তিত তখন
সুগ্রীব, করিনি আমি কিছুই অন্যায় আচরণ।
রাম আর লক্ষ্মণেরে ছিদ্রান্বেষী মম শত্রুগণ
আমার বিরুদ্ধে কথা হয়তো বা বলেছে এখন।
রাম ও লক্ষ্মণ হতে ভয় মম নাহি সুনিশ্চয়,
কিন্তু মিত্র কোপান্বিত হন যদি, করি এই ভয়।
সহজ মিত্রতা করা, রক্ষা তাহা করা সুকঠিন,
চিত্তের চাঞ্চল্যে প্রীতি হয় ক্ষুদ্র কারণেই ক্ষীণ।
সেহেতু হয়েছি ভীত, করেছেন উপকার রাম
যাহা মম, নাহি শক্তি করিতে তাহার প্রতিদান।

কহিলেন হনুমান প্রিয় কার্য্য করিতে সাধন
আপনার, রঘুবর করেছেন বালীরে নিধন।
হয়েছে প্রণয় কোপ এবে তাঁর, লক্ষ্মণে প্রেরণ
করেছেন তাই তিনি, করেছে সময় আগমন
যুদ্ধের উদ্যোগ তরে, নাহি তাহা ভাবিছেন মনে,
সে হেতু হে কপীশ্বর এসেছেন লক্ষ্মণ এখানে।

সহিতে যে হবে তব রাঘবের পরুষ বচন৷
যুক্ত করে লক্ষ্মণেরে সুপ্রসন্ন করুন এখন।

কিষ্কিন্ধ্যাতে অনন্তর করিলেন প্রবেশ লক্ষ্মণ,
দ্বারেতে রহিল ভয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে কপিগণ।
বিশাল সে কিষ্কিন্ধ্যাতে হেরিলেন লক্ষ্মণ তখন,
বহু অট্টালিকা আর মনোরম বহু উপবন।
মাল্য বস্ত্র ধারী যত কপিকুল সেথা অবস্থিত,
হেরিলেন সেথা আর সুনির্মিত দেবালয় যত।
নেহারিয়া লক্ষ্মণেরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন তাঁহারে
করিলেন মন্ত্রীগণ, সবে মিলি আসি যুক্ত করে।
সপ্তদ্বার অনন্তর একে একে করি অতিক্রম,
হেরিলেন সুবিশাল অন্তঃপুর ভবন লক্ষ্মণ।
মধুর সঙ্গীত সহ বেণু আর বীণার ঝঙ্কার
সে ভবন মাঝ হতে হলো শ্রুতিগোচর তাঁহার
সুগ্রীব প্রমোদে মত্ত, শোকে আর্ত রয়েছেন আর
রাম একে, ভাবি তাহা হলো ক্রোধ বর্দ্ধিত তাঁহার।
কালাগ্নির সম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেরে নেহারি তখন
হলো ত্রস্ত অঙ্গদের লজ্জাভরে আনত আনন।
দ্বারে আর গৃহ মাঝে অবস্থিত যত কপিগণ,
করিল লক্ষ্মণে আসি করযোড়ে প্রণাম তখন।
সুগ্রীবেরে উপবিষ্ট হেরিলেন লক্ষ্মণ সেখানে,
মহামূল্য বস্ত্রাবৃত স্বর্ণময় উজ্জ্বল আসনে।
রুমা আর তারা তাঁর দু'পাশে ছিলেন অবস্থিত,
ছিল আর চারিধারে রূপসী রমণীকুল যত।
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি সেথা লক্ষ্মণ তখন
ক্রোধেতে আরক্ত নেত্রে করিলেন ধনুক ধারণ।

সুগ্রীব নেহারি তাঁরে যুক্তকরে হলেন উত্থিত,
উত্থিত হলেন আর যুক্তকরে, সেথা অবস্থিত
তারা আর রুমা দোঁহে, করি অভিবাদন জ্ঞাপন
লক্ষ্মণেরে কপীশ্বর, করিলেন গৃহে আনয়ন।
কহিলেন অনন্তর উপবিষ্ট হতে লক্ষ্মণেরে
সুগ্রীব আসনে যবে, কহিলেন ক্রোধে সুগ্রীবেরে
লক্ষ্মণ তখন, দূত হলে প্রভু কার্য্য সম্পাদনে
সক্ষম, উৎসাহী তবে হয়ে থাকে আতিথ্য গ্রহণে।
হে কপীন্দ্র, দূত হয়ে রাম কার্য্য না হতে সাধন
তোমার আতিথ্য এবে নাহি পারি করিতে গ্রহণ।
উপকারী মিত্রে দত্ত প্রতিশ্রুতি না করে পালন
অধার্মিক রাজা যেই, নৃশংস কে তাহার মতন।
বধ যোগ্য সে কৃতঘ্ন, উপকৃত হয়ে যেইজন,
নাহি হয় যত্নশীল মিত্র কার্য্য করিতে সাধন।
কপীন্দ্র পাপাত্মা তুমি, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী আর,
উপকৃত হয়ে পূর্ব্বে করিছনা এবে উপকার।
ঋষ্যমূকে আমাদের হস্ত করি হস্তেতে ধারণ
করেছিলে যে প্রতিজ্ঞা হয়েছ তা বিস্মৃত এখন।
তোমা সম মূর্খ আর অকৃতজ্ঞ স্ত্রীবশ যাহারা,
উপকার যোগ্য কভু হে দুরাত্মা নহেক তাহারা।
সে পথ হয়নি রুদ্ধ হত বালী গিয়েছে যে পথে
প্রতিজ্ঞা পালন কর, সে পথে চেওনা তুমি যেতে।

লক্ষ্মণ কহিলে হেন আসি তারা কহিলেন তাঁরে,
নহেক উচিত বলা হে লক্ষ্মণ বানর পতিরে
হেন কথা, অকৃতজ্ঞ শঠ কিংবা মিথ্যাবাদী আর
নহেন সুগ্রীব কভু, করেছেন যেই উপকার

বীরশ্রেষ্ঠ রাম তাঁর, তিনি তাহা হননি বিস্মৃত,
বহু দুঃখ অন্তে এবে রয়েছেন সুখ ভোগে রত
রাম অনুগ্রহে তিনি। করা ক্ষমা উচিত তাঁহারে,
অনুগ্রহ ভিক্ষা তব করি আমি অবনত শিরে,
সুগ্রীব বানরগণে করেছেন সর্বত্র প্রেরণ
বীরশ্রেষ্ঠ কপিকুলে হেথায় করিতে আনয়ন
যুদ্ধের সাহায্য তরে। মহাবল সেই কপিগণ
নানাদিক হতে এবে হেথায় করিবে আগমন।
তারার সে সুসঙ্গত বাক্য করি শ্রবণ তখন,
রহিলেন মৃদুভাবে করি ক্রোধ বর্জন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের ভাব সেই কপীশ্বর করি নিরীক্ষণ
ত্যজি ভয় মিষ্ট ভাষে কহিলেন লক্ষ্মণে তখন।
লভেছি ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তি, লভেছি এ কপিরাজ্য আর
রাম অনুগ্রহে আমি, প্রতিদান করিতে তাহার
কে সমর্থ হে লক্ষ্মণ, করিবেন সীতারে উদ্ধার
রাবণেরে বধি রাম, নিজ তেজে, সহায় তাঁহার
হব আমি কিছু শুধু। করিবেন গমন যখন
রাবণে বধিতে রাম, অনুগামী তাঁহার তখন
হব আমি সুনিশ্চয়, তাঁর কাছে অপরাধ করে
যদি আমি থাকি কিছু, ক্ষমা আমি চাহি তার তরে।
শুনি তাহা হয়ে প্রীত কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
যুক্তিপূর্ণ কথা মোরে হে সুগ্রীব বলেছ এখন।
রামের সদৃশ তুমি উৎসাহে ও বিক্রমে তোমার,
তোমারে লভেছি মোরা অনুগ্রহে যত দেবতার।
হে সুগ্রীব, করি লাভ সহায়তা তোমার এখন
করিবেন যুদ্ধে রাম শত্রুগণে অবশ্য নিধন।
আমার সঙ্গেতে এবে কর তুমি সত্বর গমন,
সান্ত্বনা প্রদান রামে কর আসি হে বীর এখন

শুয়ে ক্রুদ্ধ হে সুগ্রীব, এবে আমি বলেছি তোমারে
সুকঠোর বাক্য বহু, ক্ষমা তুমি করিও আমারে।

কহিলেন হনুমানে কপীন্দ্র সুগ্রীব অনন্তর,
মহেন্দ্র, কৈলাস, বিন্ধ্য, মন্দর ও হিম গিরিবর,
এ পঞ্চ পর্বত আর সমুদ্রের উপকণ্ঠে স্থিত,
পর্বত মাঝারে যত কপিকুল আছে অবস্থিত,
পশ্চিম দিকেতে আর উদয় ও অস্তগিরি মাঝে
অঞ্জন ও ধূম্রাচলে, সুমেরুর পার্শ্বে যারা আছে,
করে যারা গুহা আর মনঃশিলা মাঝারে শয়ন,
মহোদর গিরি মাঝে করে বাস যে বানরগণ
বিশাল কানন আর ঋষিকুল আশ্রম মাঝারে
আছে যারা হে মারুতি, হেথা শীঘ্র আন সে সবারে।
করেছি পূর্বেই আমি যেই সব দূতেরে প্রেরণ,
অন্য কপিগণে এবে তাদেরে করিতে আনয়ন
কর তুমি হনুমান চারি দিকে প্রেরণ এখন।
একমাস মাঝে যারা নাহি হবে হেথা সমাগত
আদেশ লঙ্ঘনকারী সে সবারে করিব নিহত।
সুগ্রীবের বাক্যে সেই করিলেন পবন নন্দন
মহাবল কপিকুলে দিকে দিকে প্রেরণ তখন।
সর্বত্র ভ্রমণ করি দ্রুতবেগে সে বানরগণ
সুগ্রীবের পাশে পুনঃ সত্বর করিল আগমন।
উত্তম ওষধি নানা, ফল মূল নানাবিধ আর,
আনি নানা স্থান হতে সুগ্রীবেরে দিল উপহার।
কহিল তাহারা আর, সর্বদেশে করেছি ভ্রমণ
হে কপীন্দ্র মোরা সবে, পৃথিবীর সর্ব কপিগণ
আপনার আদেশেতে কিষ্কিন্ধ্যাতে আসিছে এখন।

সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় শিবিকা মাঝারে অনন্তর,
করিলেন আরোহণ লক্ষ্মণেরে লয়ে কপীশ্বর।
হয়ে মন্ত্রীগণ আর বহু বীর বানরে বেষ্টিত,
কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হতে সুগ্রীব হলেন বহির্গত।
আসি ত্বরা রাম পাশে, করিলেন রামে নিরীক্ষণ,
শিবিকা বর্জন করি করিলেন সত্বর গমন
পদব্রজে যুক্ত করে পাশে তাঁর, প্রণাম তাঁহারে
করিলেন অনন্তর, রাখি শির ভূতল মাঝারে।
বাহু প্রসারিয়া রাম সুগ্রীবেরে করি আলিঙ্গন
পরিত্যাগ করি ক্রোধ, কহিলেন এ কথা তখন
তিনিই সুযোগ্য রাজা, করি সদা ধর্ম আচরণ,
করি আর রাজ কার্য্য, সুখ ভোগ করেন যেজন।
ধর্ম অর্থ করি ত্যাগ, কামসেবা করে যেইজন
বৃক্ষাগ্রে সুসুপ্ত সম হে সুগ্রীব জেনো সেইজন,
ভূমিতে পতিত হলে তবেই সে হয় সচেতন।
মম বাক্যে গ্রাম্যসুখ করি ত্যাগ হে সখে এখন,
করি মিত্র উপকার কর তুমি রাজ্য সংরক্ষণ।
হও তুমি যত্নবান করিতে সীতার অন্বেষণ
রাবণের বাসভূমি কর তুমি সন্ধান এখন।
উপকার হয়ে প্রাপ্ত করে না যে প্রতি উপকার,
হে সুগ্রীব, তার সম অধার্মিক কেহ নাহি আর।
রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন সুগ্রীব তখন
করেছি সর্বত্র আমি বহু শ্রেষ্ঠ বানরে প্রেরণ
পৃথিবীর কপিকুলে তাহারা করিবে আনয়ন।
বন ও দুর্গম পথ বিষয়েতে অভিজ্ঞ যাহারা
সে সব ভল্লুক আর গোলাঙ্গুলে আনিবে তাহারা,
করিবে তোমার সঙ্গে সবে মিলি যুদ্ধেতে গমন
রাবণে নিধন করি সীতারে করিবে আনয়ন।

কহিলেন রাম, ইন্দ্র করেন যে বারি বরিষণ
আকাশ তিমির হীন করেন যে সহস্র কিরণ
নির্ম্মল করেন চন্দ্র জ্যোৎস্নায় যে রজনীরে আর
করেন তোমার সম জন যে মিত্রের উপকার
নহে তা বিচিত্র কভু, তুমি প্রিয় সুহৃদ আমার
করিবে তুমিই সখে, মোর হয়ে সীতারে উদ্ধার।
এ হেন সময়ে সেথা ভীমাকৃতি সৈন্যদল যত
হলো সমাগত, করি সর্ব্বদিক ধূলিতে আবৃত,
পর্বত অরণ্য সহ করি সব পৃথিবী কম্পিত।

শতবলি, রম্ভ, নীল, সুষেণ, অঙ্গদ, হনুমান
কেশরী, দ্বিবিদ, তার, মৈন্দ আদি বানর প্রধান
গবয়, গবাক্ষ, গয়, নল আর কুমুদ, সম্পাতি
সন্নত, রভস আদি মহাবল যত যূথপতি,
অসংখ্য বানর সৈন্য লয়ে সবে করি আগমন,
করি মহা গরজন করিলেন সুগ্রীবে বেষ্টন।

নেহারিয়া সে সবারে কহিলেন রামে অনন্তর
সে সবার বিবরণ কৃতাঞ্জলি হয়ে কপীশ্বর।

কহিলেন তিনি আর এই সব কপি সৈন্যে রাম,
ভাল যাহা হয় মনে সে ভাবেতে কর আজ্ঞা দান,
আমারেও কর আজ্ঞা। কহিলেন রাম সুগ্রীবেরে,
আছেন জীবিত কিনা সীতা, আর কোথা বাস করে
রাবণ, সন্ধান তাহা কর তুমি, জ্ঞাত হলে তাহা,
তোমা সহ করিব তা, করিতে কর্তব্য হয় যাহা।

এ কার্য্য করিতে এবে নাহি পারি আমি বা লক্ষ্মণ,
তুমিই সক্ষম শুধু এ কার্য্য করিতে সম্পাদন,
কর সবে আজ্ঞাদান প্রভু রূপে তুমিই এখন।

১৩। সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ

বিনত নামেতে এক কপি যূথ পতিরে তখন
কহিলেন কপীশ্বর, লয়ে তুমি সঙ্গেতে এখন
বেগবান্ কোটি কপি, পূর্বদিকে কর অন্বেষণ
সীতা আর রাবণেরে, করি সেথা সত্বর গমন।
তমসা, গোমতী আর যমুনা, সরযূ, ভাগীরথী,
কৌশিকী, রুচিরা, শোণ, কুটিলা, চন্দনী, সরস্বতী,
এই সব নদীকূলে তোমরা করিবে অন্বেষণ
কোশল, বিদেহ, কাশী, মগধেতে করিবে গমন।
যাবে অঙ্গ, বঙ্গ, সুন্তে, যাবে নদ লৌহিত্যের তীরে,
সে সব স্থানেতে সবে অন্বেষণ করিবে সীতারে।
যাবে সমুদ্রের তীরে আর গিরি মন্দরেতে স্থিত
দেশ মাঝে, আছে যথা কৃষ্ণমুখ কিরাতেরা যত
পারক, কর্বুক নামে, কর্ণ অতি বিস্তৃত তাদের
দেহ অতি সুবিশাল, যাবে সবে দেশে তাহাদের।
হেম বর্ণ সুদর্শন কিরাত, দ্বীপেতে থাকে যারা
করি জলে বিচরণ খায় মৎস্য কাঁচাই তাহারা,
তাদের দেশেও যাবে। গণদ্বীপে জম্বুদ্বীপে আর
শিশির পর্বতে গিয়ে অন্বেষণ করিবে সীতার।
লোহিত সাগর তীরে গিয়ে শেষে করিবে দর্শন
বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ সেথা এক, গরুড় ভবন
বিশ্বকর্মা বিনির্মিত সেই স্থানে আছে মনোরম,
সে সব প্রদেশ মাঝে সীতারে করিবে অন্বেষণ।

গোশৃঙ্গ নামেতে এক পর্বত শিখরে অনন্তর
দেখিবে রাক্ষসকুল মন্দেহ নামেতে ভয়ঙ্কর।
মহেন্দ্রের অভিশাপে সূর্যোদয়ে হয়ে নিপতিত
জলে তারা, রজনীতে জল হতে হয় সমুত্থিত।

গিয়ে শুভ্র মেঘ তুল্য ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্তর
হেরিবে রজত বর্ণ অংশুমান নামে গিরিবর।
সুদর্শন নামে নদী সে পর্বতে আছে মনোহর,
আসে সেথা অপ্সরারা, আসে যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর।
ক্ষীরোদ সাগর হতে অনন্তর করিবে গমন
ঘৃত সাগরেতে সবে, অশ্ব সম বদন ধারণ
করি সেথা বড় বাগ্নি, করেছিল ঘৃতে পরিণত
জল তার, পান ক্রোধে। কনক পর্বত সুবিদিত,
আছে সেই সাগরের উত্তর তীরেতে অবস্থিত।
হেরিবে সহস্র শীর্ষ মহাত্মা অনন্তদেবে সবে
সে গিরির শিখরেতে, পূর্বদিকে তার নেহারিবে
মনোহর হেমময় উদয় নামেতে গিরিবর,
সৌমনস গিরি তার নিকটে হেরিবে অনন্তর।
সূর্য্য সম প্রভাময় বালখিল্য, বৈখানস নামে,
তাপস কুলেরে যত দরশন করিবে সেখানে।
দিবাকর কিরণেতে লোহিত বরণে সুরঞ্জিত
হয়ে সেথা পূর্ব দিক, দীপ্ত তেজে হয় প্রকাশিত।
পর্বত, সমুদ্র, বন, দেশ আদি ভিন্ন ভাবে এবে
বলেছি যা, বৈদেহীরে সন্ধান করিবে সেথা সবে।
নাহি পারে যেতে কেহ আরো পূর্ব দিকেতে উহার,
চন্দ্র সূর্য্য হীন হয়ে রাজে সেথা ঘোর অন্ধকার,
অসূর্য্য দেশের সেই বিবরণ অজ্ঞাত আমার।
একমাস অতিক্রান্ত না হতে আসিবে হেথা ফিরে,
যে লঙ্ঘিবে এ নির্দেশ করা হবে নিহত তাহারে।

কহিলেন অনন্তর কপীশ্বর বহু কপিবীরে
দক্ষিণ দিকেতে যেতে বৈদেহীরে অন্বেষণ তরে।

হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, ঋষভ, শরভেরে,
দ্বিবিদ, মৈন্দ ও তার, নল নীল গন্ধমাদনেরে,
বহু কপিবীরে আর, কহিলেন দক্ষিণেতে যেতে
ভাবি মনে সে সবারে বলবান অতুল্য বলেতে।
কহিলেন যাও সবে বিন্ধ্যাচলে, নদী নর্মদাতে,
বেত্রবতী, বাহুমতী, দেবিকা ও বাহুদা নদীতে।
উৎকল, দশার্ণ, ভোজ, বিদর্ভ, অশ্মক দেশে আর
পুলিন্দ, কলিঙ্গ মাঝে কর সবে সন্ধান সীতার।
গোদাবরী তীরে আর দণ্ডক অরণ্যে, দ্রাবিড়েতে,
যাবে উড্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরলেতে সীতা অন্বেষিতে
অন্বেষি সে সব স্থানে যাবে সবে নদী কাবেরীতে,
হেরিবে নিকটে তার মলয় পর্বত শিখরেতে
ঋষি শ্রেষ্ঠ অগস্ত্যেরে। করি তাঁর সম্মতি গ্রহণ
কাবেরী উত্তীর্ণ হয়ে পাণ্ড্য দেশে করিবে গমন।
নেহারিবে সেথা এক মনোরম সুবর্ণ তোরণ
দ্বার তার মণিময়, পুন্নাগ ও কেতকীর বন
আছে সেথা নদীতটে, সে সব করিবে অন্বেষণ,
সমুদ্র পুলিনে শেষে সেথা হতে করিবে গমন।
মহেন্দ্র নামেতে গিরি সে স্থানেতে আছে অবস্থিত,
সমুদ্রের পরপারে দক্ষিণেতে আছে সুবিস্তৃত
শতেক যোজন এক মহাদ্বীপ, সীতা অন্বেষণ
করিবে বিশেষ ভাবে সেথা সবে, করেছি শ্রবণ
সে দ্বীপেই করে বাস রক্ষেশ্বর দুরাত্মা রাবণ।
সমুদ্র মাঝারে সেথা আছে এক রাক্ষসী ভীষণ
সিংহিকা নামেতে, করি প্রাণীদের ছায়া আকর্ষণ
দূর হতে কাছে আনি, সে সবারে করে সে ভোজন।
করি অতিক্রম সবে দ্বীপ সেই, হয়ে অগ্রসর
বিভিন্ন পর্বত হেরি, ইন্দ্রধ্বজ সম মনোহর

কুঞ্জর নামেতে গিরি তোমরা হেরিবে অনন্তর,
আছে সে পর্বত মাঝে ভোগবতী নামেতে নগর।
মহা বিষধর যত ভুজঙ্গের তাহা বাসস্থান,
সেখানেই সর্পরাজ বাসুকি করেন অবস্থান।
হেরিবে বৃষভ গিরি কুঞ্জর গিরির নিকটেতে
চন্দন কানন এক আছে সেই বৃষভ পর্বতে।
করিবেনা স্পর্শ কভু সে চন্দন, করে সংরক্ষণ
সে বন রোহিত নামে খ্যাত যত গন্ধর্ব ভীষণ।
ঋষিশ্রেষ্ঠ তৃণাঙ্কুর আশ্রম হেরিবে সেথা আর,
হেরিবে পর্বত এক অবস্থিত অদূরে তাহার।
বহিছে সে গিরি মূলে সৌমনসা নদী মনোহর,
তাহার দক্ষিণ তীর নাহি হয় নয়ন গোচর।
গাঢ় অন্ধকারে সেথা পিতৃলোক আছে অবস্থিত,
আছেন সেথায় যম পাপ পুণ্য বিচারেতে রত।
তৃণাঙ্কু আশ্রম হতে পারিবেনা দক্ষিণেতে যেতে,
অন্বেষিবে বৈদেহীরে নানা স্থানে সে আশ্রম হতে।
আসি শেষে যে বলিবে সীতারে করেছি দরশন
হবে সে আমার সম সুখ আর সম্মান ভাজন।
এক মাস অতিক্রান্ত না হতে করিবে আগমন,
যে আসিবে তারপরে করা হবে তাহারে নিধন।
পরাক্রমশালী সবে শ্রেষ্ঠকুলে লভেছ জনম,
মৈথিলীরে হতে প্রাপ্ত হও এবে সচেষ্ট এখন।

দেবতুল্য মহাবল, হে মারুতি বিক্রম তোমার
কর প্রকাশিত এবে, হও জ্ঞাত বারতা সীতার।
ভূতলে, পাতালে, জলে, স্বর্গে কিংবা অন্তরীক্ষে আর,
আছে শক্তি সর্বস্থানে বিচরণ করিতে তোমার।

বিক্রমে তোমার সম নাহি কেহ, সীতারে দর্শন
যে ভাবে করিতে পার কর তুমি তাহাই এখন।
করিলেন হনুমানে কার্য্যভার এভাবে অর্পণ
যখন সুগ্রীব, রাম বুঝিলেন মনেতে তখন।
সর্বাধিক কার্য্যক্ষম সুগ্রীব ভাবেন মারুতিরে,
হৃষ্ট হয়ে তাই রাম করিলেন প্রদান তাঁহারে
অভিজ্ঞান রূপে এক অঙ্গুরীয়, স্বনাম অঙ্কিত,
কহিলেন তিনি আর, সীতা নাহি হবেন শঙ্কিত
নেহারি তোমারে বীর, এ অঙ্গুরী করিলে দর্শন,
তোমার উদ্যমে এবে হবে এই কার্য্য সম্পাদন।
যুক্তকরে নিয়ে সেই অঙ্গুরীয়, করি তা' ধারণ
মস্তকে, মারুতি রামে করিলেন প্রণাম তখন।
সুগ্রীব, তারার পিতা, শ্বশুর সুষেণ কপিবরে,
কহিলেন অনন্তর প্রণিপাত করি যুক্তকরে,
লক্ষ কপি সৈন্য সহ করি যাত্রা পশ্চিম দিকেতে,
হে প্রভু, করুন এবে সহায়তা রামের কার্য্যেতে।
বাহ্লীক ও সূর্পারক, দ্বারবতী, সুরাষ্ট্র, আভীর,
প্রভাসে, কর এবে গমন সকল কপিবীর।
নারিকেল বন আর তালবনে, মরীচী পত্তনে,
তাপস কুলের বাস আর বহু রমণীয় স্থানে।
সুবীর ও অঙ্গলোকে, পর্বতের গুহা মাঝে আর,
নদী মাঝে, কপিগণ অন্বেষণ করিবে সীতার।
কৈকেয়, সৌবীর, আর সিন্ধু দেশে, আনর্ত দেশেতে,
সাগর ও সিন্ধুনদ সঙ্গমে, সীতারে অন্বেষিতে,
যাবে সবে, নেহারিবে ফেন গিরি নামে গিরিবরে
সে সঙ্গমে, করে বাস সে বিশাল গিরি অভ্যন্তরে
সিংহ নামে পক্ষীকুল, হস্তী আর তিমি মৎস্য যত,
নিয়ে আসে ধরে তারা নিজ নিজ নীড়েতে সতত।

গিয়ে শেষে মরু দেশে, যবনগণের দেশে আর,
পহ্লবগণের দেশে, অন্বেষণ করিবে সীতার।
পঞ্চ নদে, কাশ্মীরেতে, তক্ষশীলা, পুষ্করাবতীতে,
শাল্ব আর গান্ধারেতে, যাবে সবে সীতা অন্বেষিতে।
পশ্চিম সমুদ্র মাঝে নানা দেশে যাবে অনন্তর,
পারি পাত্র গিরি আর চক্রবান গিরি মনোহর
আছে সেথা, সংস্থাপন করেছেন গিরি চক্রবানে
চক্রবিষ্ণু, অন্বেষিবে সে সবার মাঝে সর্বস্থানে।
বরাহ ও বজ্র গিরি তোমরা হেরিবে অনন্তর,
অগ্রসর হয়ে শেষে নেহারিবে মেরু গিরিবর
করেন সে গিরি মাঝে মহর্ষি সাবর্ণি অবস্থান,
দ্বিতীয় ভাস্কর সম, সেথা তাঁরে করিবে প্রণাম
ভূতল মাঝারে সবে রাখি শির, বারতা সীতার
মুনিবর সাবর্ণিরে করিবে জিজ্ঞাসা সবে আর।
মেরু গিরি সন্নিধানে অবস্থিত অস্ত গিরিবর,
বরুণদেবের সেথা গৃহ এক আছে মনোহর।
রাত্রি শেষে সূর্য্যদেব করি সবে আলো বিতরণ,
হন অস্তমিত করি সে অস্ত পর্বতে আগমন।
রয়েছে ইহার পর দিবাকর আলোক রহিত
যে দেশ, বারতা তার কিছু আমি নাহি অবগত।
অস্তাচল মাঝে সেই করি সবে সন্ধান সীতার
মাস গত নাহি হতে ফিরে হেথা আসিবে আবার।
রবেনা কোথাও কেহ এক মাস করি অতিক্রম,
এ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে মম হবে জেনো বধের ভাজন।
দিতেছি সঙ্গেতে মম পিতৃসম শ্বশুর সুষেণে,
আছে তাঁর শক্তি সবে বিপদ মাঝারে সংরক্ষণে।
কহিলেন অনন্তর শতবলি নামে কপিবীরে.
সুগ্রীব, উত্তর দিকে বৈদেহীরে অন্বেষণ তরে

লক্ষ কপিসৈন্য সহ ত্বরা এবে করুন গমন,
ঋণমুক্ত হব মোরা হলে এই কার্য্য সমাপন।
করেছেন রামচন্দ্র প্রিয় কার্য্য সাধন আমার,
জীবন সফল মম হবে করি প্রতি উপকার।
যাও সবে কপিগণ, মৎস্য আর পুলিন্দ দেশেতে,
ভদ্রক, মদ্রক, শক, পারদ, ঋষীক, কাম্বোজেতে।
চীনে ও অপর চীনে যাও সবে, যাও উত্তরেতে
হিমগিরি অভ্যন্তরে সর্বস্থানে সীতা অন্বেষিতে।
যাবে হিমালয় মাঝে ভৃগুর আশ্রমে সুমহৎ,
যাবে শেষে আছে যথা সুদর্শন নামেতে পর্বত।
অন্বেষি' সে সব স্থানে, নেহারিবে হয়ে অগ্রসর,
পক্ষীদের বাসস্থান দেবসহ নামে গিরিবর।
অতিক্রমি সে পর্বত নেহারিবে গিরি বিরহিত
সুবিস্তৃত শূণ্য দেশ, গিরি, নদী, বৃক্ষ বিবর্জিত।
সূর্য্যের প্রখর তেজে উত্তপ্ত সে দেশ অতিক্রম
করি দ্রুত, নেহারিবে আছে এক বিশাল কানন।
হেরিবে তাহার পরে কৈলাস নামেতে গিরিবর,
আছে কৈলাসেতে সেই কুবের ভবন মনোহর।
অন্বেষি কৈলাসে যাবে ক্রৌঞ্চ গিরি মাঝে অনন্তর,
হেরিবে সেথায় সবে বিশাল মানস সরোবর।
সেথা অন্বেষিয়া যাবে মৈনাক পর্বতে অন্বেষিতে,
ময় দানবের আছে মনোহর গৃহ মৈনাকেতে।
অশ্বমুখী কিন্নরীরা আছে সেই পর্বত মাঝারে,
প্রতি গৃহ মাঝে সেথা অন্বেষণ করিবে সীতারে
নেহারিবে অনন্তর ত্রিশৃঙ্গ নামেতে গিরিবর,
পাদমূলে সে গিরির সুবিশাল আছে সরোবর।
করি তিন অনলেতে সর্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন,
সে স্থানেতে মহেশ্বর লভিলেন তেজ অতুলন।

নানা জল জন্তু পূর্ণ নদী এক সরয়ূ নামেতে
আছে সেথা, প্রবাহিত হতেছে সে সরোবর হতে।
দেবতা গন্ধর্ব আদি কিংবা আর অন্য প্রাণীগণ,
অগ্নি তুল্য দেশে সেই কেহ কভু করেনা গমন।
অতিক্রমি সেই স্থান যাবে গিরি গন্ধমাদনেতে,
অন্বেষিবে বৈদেহীরে সর্বস্থান মাঝে সে পর্বতে।
সেথা হতে অগ্রসর হয়ে শেষে করিবে দর্শন
তুষার রাশির সম মন্দর পর্বত মনোরম।
সে মন্দর গিরি শৃঙ্গে রয়েছেন ত্রিপথগামিনী
সুরম্যা আকাশ গঙ্গা, সেথা হতে করি মহাধ্বনি
বহিছেন বেগে গঙ্গা করি গিরি নগর প্লাবিত,
গঙ্গাই স্বর্গের পথ, কহেন মনীষীগণ যত।
অতিক্রমি সে পর্বত স্বর্ণময় বহুকেতু নামে
পর্বত মাঝারে গিয়ে অন্বেষিবে সীতারে সেখানে।
সেথা হতে অনন্তর যাবে সর্ব সন্তাপ রহিত
উত্তর কুরুতে সবে মহাবল কপিগণ যত।
নাহি শীত গ্রীষ্ম আর রোগ শোক বার্দ্ধক্য সেখানে,
সকল বাঞ্ছিত বস্তু অবস্থিত আছে সেই স্থানে।
ফলে ফুলে পূর্ণ বৃক্ষ আছে নানা, আছে মনোহর
গিরিরাজি দেশে সেই, আছে বহু নদী সরোবর।
করেন দেবর্ষিগণ বাস সেথা, নদী মন্দাকিনী,
হয় সেথা প্রবাহিত, হয় সেথা গীত বাদ্য ধ্বনি
গিরি গুহা অভ্যন্তরে, করি সেথা সীতা অন্বেষণ
উত্তর সমুদ্রতীরে অনন্তর করিবে গমন।
সোমগিরি নামে গিরি আছে সে উত্তর সমুদ্রেতে,
হয় সমুজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ সে সোমগিরি হতে।
দেশ সেই সূর্য্য হীন, তবু সেই উজ্জ্বল কিরণে
সূর্য্যের আলোক সম আলো সদা বিরাজে সেখানে।

করেন স্বয়ং ব্রহ্মা বাস সেথা, হয়না সক্ষম
যেতে উত্তরেতে কেহ করি সেই গিরি অতিক্রম।
দুর্গম সে সোমগিরি দূর হতে করি নিরীক্ষণ
চারিদিকে সে স্থানের সীতারে করিবে অন্বেষণ।
রবেনা কোথাও কেহ একমাস করি অতিক্রম,
হলে গত সে সময় হতে হবে বধের ভাজন।
আসিলে সফল হয়ে বস্তু নানা লভি আমা হতে,
সম্মানিত হয়ে সবে রহিবে পরম আনন্দেতে।

প্রভুর আদেশ শুনি অগ্রসর হলো কপিদল,
পতঙ্গ পালের মত সমাচ্ছন্ন করি ধরাতল।
একে একে প্রতিজন সদম্ভে কহিল বারবার,
একাই রাবণে বধি সীতা আমি করিব উদ্ধার।
ভাঙ্গিব সকল বৃক্ষ, পর্বত করিব সঞ্চালিত,
বিদীর্ণ করিব ধরা, সাগর করিব আলোড়িত।
কহিল যাত্রার পূর্বে সুগ্রীবেরে সে বানরগণ
সীতা তরে যেন রাম না রহেন শোকেতে মগন
আপনার আদেশেতে হে কপীন্দ্র করিব এখন,
অন্বেষণ বৈদেহীরে করি মোরা সর্বত্র গমন।

কহিলেন রঘুবর প্রস্থান করিলে কপিগণ
সুগ্রীবেরে করেছ কি পূর্বে সর্ব পৃথিবী দর্শন
হে সুগ্রীব, বল মোরে দুর্জ্ঞেয় এ সব বিবরণ
কি ভাবে জেনেছ তুমি। কহিলেন সুগ্রীব তখন
করিলেন আসি বালী পরিত্যাগ ক্রোধেতে যখন
চারি কপি সহ মোরে, করিলাম ভয়েতে তখন
দ্রুত পলায়ন আমি, তবু অনুসরণ আমারে
করিলেন বালী রাম, ভ্রমি সর্ব পৃথিবী ভিতরে

দিকে দিকে আমি তাই করিলাম আশ্রয় গ্রহণ,
তাতেই করেছি আমি হে রাম এ পৃথিবী দর্শন।
মনেতে স্মরণ করি অবশেষে পবন নন্দন
কহিলেন মোরে মুনি মতঙ্গের শাপ বিবরণ।
কহিলেন ঋষ্যমূকে কভু নাহি পারিবেন যেতে
অভিশাপ ভয়ে বালী, ঋষ্যমূকে সে সময় হতে
করিলাম অবস্থান, কহিলাম তোমারে এখন
সর্ব বিবরণ রাম চাহিলে যা করিতে শ্রবণ।
অনন্তর সীতা তরে লাগিল করিতে পর্য্যটন
দিকে দিকে পৃথিবীর দ্রুতবেগে যত কপিগণ।
ব্যর্থকাম হয়ে তারা একমাস করি অন্বেষণ
কপীশ্বর সুগ্রীবের সমীপে করিল আগমন।
বিনত, সুষেণ আর শতবলি কহিলেন তাঁরে
সর্বত্র ভ্রমণ করি অন্বেষণ করেছি সীতারে।
বহু সুদুর্গম দেশে কপিকুল করেছে গমন,
তবুও জানিতে তারা পারেনি সীতার বিবরণ।
হনুমান আগমন প্রত্যাশাতে রয়েছি এখন
নিশ্চয় হবেন জ্ঞাত মারুতি সীতার বিবরণ।
অপহৃতা হয়ে সীতা হয়েছেন নীতা যে দিকেতে
সে দিকেই হনুমান গিয়েছেন সীতা অন্বেষিতে।

১৪। হনুমানের সীতা অন্বেষণ

অঙ্গদ ও অন্য যত কপিগণ সহ হনুমান,
দক্ষিণ দিকেতে গিয়ে লাগিলেন করিতে সন্ধান
বিন্ধ্য পর্বতের যত গুহা আর নদী ও কাননে,
নাহি হেরিলেন তবু বৈদেহীরে কোথাও সেখানে।

পশিলেন সবে শেষে বনে এক অতি সুবিস্তৃত,
নদী সেথা জলহীন, ফল ফুলহীন বৃক্ষ যত,
নাহি সেথা পশু পক্ষী। কন্ব নামে মুনির সে বনে
বালক পুত্রের এক হয় মৃত্যু, পুত্রের মরণে
ক্রোধে তিনি অভিশাপ এ বনেরে করেন প্রদান,
সকল প্রাণীর তাই অগম্য হয়েছে সেই স্থান।

সেথা হতে অনন্তর অগ্রসর হয়ে কপিগণ
ভীষণ আকৃতি এক অসুর করিল দরশন।

মুষ্টি উত্তোলন করি আসিল করিতে আক্রমণ
ক্রোধেতে অসুর সেই, কপিবর অঙ্গদ তখন
তাহারে রাবণ ভাবি, করিলেন আঘাত ভীষণ
করতল দিয়ে তারে, করি তাহে রুধির বমন
হলো সে ভূতলশায়ী। মৃত তারে হেরি কপিগণ
সীতারে সর্বত্র সেথা লাগিল করিতে অন্বেষণ।

বহু অন্বেষণ করি হয়ে ব্যর্থ দুঃখেতে তখন
আসি বৃক্ষতলে এক বসিলেন কপি বীরগণ।

কহিলেন অনন্তর হনুমান সীতা অন্বেষণ
করেছি সর্বত্র মোরা, লভি নাই তবু দরশন
বৈদেহী বা রাবণের। হবে শুভ যাহাতে এখন
বলুন তাহাই মোরে এবে যত কপিবীরগণ।

শুনি মারুতির বাক্য কহিলেন অঙ্গদ তখন
সীতা অন্বেষণ মোরা পুনরায় করিব এখন।

নাহি হয়ে অনুতপ্ত দক্ষ ভাবে কার্য্য সম্পাদন
করে যদি কেহ, তবে হয় ফল তাহাতে তখন।

শাসন কঠোর অতি সুগ্রীবের একথা সবারে
কহিতেছি কপিগণ, এবে আমি মঙ্গলের তরে।

শুনি অঙ্গদের বাক্য বীর গন্ধমাদন তখন
কহিলেন কপিগণে, বলেছেন অঙ্গদ এখন
যুক্তিযুক্ত বাক্য এই, এস সবে হে বানরগণ
সবে মোরা পুনরায় সীতারে করিব অন্বেষণ।

শুনি তাহা কপিকুল গিয়ে সবে দক্ষিণ দিকেতে
বিন্ধ্যারণ্য মাঝে পশি আরম্ভিল সীতা অন্বেষিতে।

সুদুর্গম নানা স্থানে সেথায় করিয়া অন্বেষণ,
ক্ষুধা আর পিপাসাতে হলো ক্লান্ত যত কপিগণ।

জলের সন্ধানে ঘুরি তাহারা হেরিল অনন্তর,
আঁধারে আবৃত এক সুবিস্তীর্ণ বিশাল গহ্বর।

সে গহ্বর মাঝ হতে দলে দলে হতেছে নির্গত,
ক্রৌঞ্চ, হংস আদি নানা জলচর পক্ষীকুল যত।

কহিলেন হনুমান জলাশয় আছে এ স্থানেতে,
তাই জলচর পাখী আসিতেছে এ গহ্বর হতে।

পশি এ গহ্বরে মোরা পিপাসা করিব নিবারণ,
করিব আমরা আর সীতারেও সেথা অন্বেষণ।

করিল প্রবেশ সেই সুবিশাল গহ্বরে তখন,
দৃঢ় ভাবে একে অন্যে আলিঙ্গন করি কপিগণ।

করিল তাহারা আর দীর্ঘপথ ক্রমে অতিক্রম,
উচ্চরবে তারা আর নিজ নিজ নাম উচ্চারণ
করিল ব্যাকুল হয়ে। হেন ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেতে
ভ্রমিল তাহারা সবে দীর্ঘকাল সেই গহ্বরেতে।

অনন্তর পরিশ্রান্ত পিপাসা কাতর কপিগণ
সহসা হেরিল আলো, করি তারা প্রবেশ তখন
আলোকিত স্থানে সেই নেহারিল সুবর্ণ নির্মিত
অশোক, চম্পক, শাল, আর অন্য বৃক্ষরাজী যত।

পদ্ম ও উৎপলময়, মৎস্য আর কূর্মেতে পূরিত
নদী তারা নেহারিল সেথায় হতেছে প্রবাহিত।
স্ফটিক নির্মিত গৃহ স্বর্ণময় গবাক্ষ ভূষিত,
নেহারিল রত্নপূর্ণ, শয্যা সেথা সুবর্ণ নির্মিত।
সুপবিত্র ভোজ্য বস্তু, বহু মূল্য বিবিধ বসন,
চন্দন, অগুরু আদি হেরিল সেথায় কপিগণ।
হেরিল তাহারা আর করি চীর অজিন ধারণ
আসনেতে বসি সেথা আছেন তাপসী একজন।
হেরি সেই তাপসীরে, করি অভিবাদন জ্ঞাপন,
যুক্তকরে হনুমান করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
কে আপনি, কার এই সুবিচিত্র বিশাল ভবন
কার এ গহ্বর, আর রত্নরাজী কার অগণন।
পশি এ গহ্বর মাঝে হয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতর,
হয়েছি হে মহিয়সী, মোরা এবে বিহ্বল অন্তর।
হনুমান বাক্য শুনি কহিলেন তাপসী তখন,
ছিলেন তেজস্বী আর মায়াবী দানব একজন
ময় নামে, বিশ্বকর্মা শ্রেষ্ঠ সব দানবের যত
ছিলেন দানব ময়, রহি দীর্ঘ তপস্যাতে রত
বর তিনি হন প্রাপ্ত ব্রহ্মা হতে, কাঞ্চন মণ্ডিত
উত্তম ভবন এই সুবিশাল, তাঁহার নির্মিত।
সুখেতে যাপন হেথা কিছুকাল করি অনন্তর
হেমা নামে অপ্সরাতে হলো তাঁর আকৃষ্ট অন্তর।
ইন্দ্র তাই বজ্রাঘাতে করিলেন নিহত তাঁহারে,
এসব তখন ব্রহ্মা করিলেন প্রদান হেমারে।
স্বয়ম্প্রভা নাম মম, কন্যা আমি মেরু সাবর্ণির
হেমা মম প্রিয় সখী, করিতেছি গৃহ সে সখীর

রক্ষা আমি। অনন্তর ফল মূল করি আনয়ন
দিলেন তাপসী সেই কপিগণে করিতে ভক্ষণ।
সে সব আহার করি পান করি সুনির্মল জল
ক্লান্ত দেহে সে সবার হলো পুনঃ সঞ্চারিত বল।
ধর্মশীলা স্বয়ম্প্রভা করিলেন জিজ্ঞাসা তখন,
সুদুর্গম এ গহ্বরে করেছ প্রবেশ কপিগণ
কোন প্রয়োজনে সবে। কহিলেন পবন নন্দন,
দশরথ নৃপতির পুত্র রাম, অনুজ লক্ষ্মণ
আর ভার্য্যা সীতা সহ করেন অরণ্যে আগমন,
সেথা হতে রাম ভার্য্যা করে নিল হরণ রাবণ।
রাম সখা কপীশ্বর সুগ্রীবের আদেশেতে এবে,
এসেছি দক্ষিণ দিকে সীতার সন্ধানে মোরা সবে।

আসি হেথা সর্বস্থানে আমরা করেছি অন্বেষণ,
কিন্তু রাবণেরে আর সীতারে না করিনু দর্শন।
পশিলাম অন্ধকার এ গহ্বর মাঝে অনন্তর,
আসিলাম তব পাশে হয়ে অতি ক্ষুধাতে কাতর।
তব দত্ত ফল মূল মোরা সবে করেছি ভোজন,
মৃত প্রায় আমাদের রক্ষা তাহে হয়েছে জীবন।
ফিরিবার নির্দ্ধারিত কাল এবে হয়েছে অতীত,
মোদের মহৎ কার্য্য এখনো হয়নি সম্পাদিত।
সুদুর্গম এ গহ্বর হতে এবে করুন আপনি
উদ্ধার করুণা করি আমা সবে হে ধর্মচারিণী।
কহিলেন তপস্বিনী শুনি তাহা, এ গহ্বর হতে
বাহিরে গমন করা সুদুষ্কর জীবিত ভাবেতে।
কিন্তু তপোবলে মম তোমা সবে হে বানরগণ,
এ গহ্বর হতে আমি বহির্গত করিব এখন।

তোমরা সকলে মিলি কর এবে চক্ষু নিমীলিত
নহিলে সক্ষম কেহ নাহি হবে হতে বহির্গত।
হস্তেতে আবৃত চক্ষু কপিকুল করিল তখন,
করিলেন তপস্বিনী গহ্বর বাহিরে আনয়ন
সে সবারে দ্রুত অতি। কহিলেন তাহাদেরে আর
এই গিরি প্রস্রবণ, ওই বিন্ধ্য, এই পারাবার।
হোক শুভ তোমাদের, যাই মম ভবনে এখন
ফিরে আমি। কহি ইহা করিলেন গহ্বরে গমন

চক্ষু উন্মীলিত করি কপিকুল করিল দর্শন
সম্মুখে অপার সিন্ধু করিছে ভীষণ গরজন।
বিন্ধ্য পর্বতের ধারে চিন্তা মগ্ন হয়ে কপিগণ
বসিলেন অনন্তর। কহিলেন অঙ্গদ তখন,
সুগ্রীবের নির্দ্ধারিত কাল গত হয়েছে এখন
প্রাণদণ্ড হবে এবে গেলে সেথা, হেথাই মরণ
বাঞ্ছনীয় তার চেয়ে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত মোরে
করেছেন রাম, তাহা হই নাই ইচ্ছা অনুসারে
সুগ্রীবের, মম প্রতি বৈরী ভাব আছে তাঁর মনে
করিবেন বধ মোরে গেলে এবে বিলম্বে সেখানে
রক্ষিতে বিপদে মোরে বন্ধুগণ হবেন অক্ষম,
প্রায়োপবেশন তাই হেথা আমি করিব এখন।
কহিল করুণ ভাবে শুনি তাহা যত কপিগণ,
সুগ্রীব কঠোর অতি, করি যদি গমন এখন
সময় অতীত করি, না লভি সীতার দরশন,
সুগ্রীব নিশ্চয় তবে করিবেন সবারে নিধন।
প্রায়োপবেশন শ্রেয় ভাবিছে ইহাই কপিগণ,
বুঝি ইহা তার বীর কহিলেন তাদেরে তখন

বিষণ্ণ হয়োনা হেন, হও যদি সম্মত তোমরা,
দুর্গম গহ্বরে ওই করিব প্রবেশ পুনঃ মোরা।
ভোজ্য ও পানীয় সেথা আছে বহু, করিতে গ্রহণ
সেথা হতে আমা সবে না হবেন ইন্দ্রও সক্ষম।
হবেন সুগ্রীব কিংবা রাম ও তাহা করিতে অক্ষম,
অঙ্গদ ও কপিকুল সবে মিলি কহিল তখন,
না হই নিহত যাহে করা হোক তাহাই এখন।
পিতৃসম বলবান বৃহস্পতি সম বুদ্ধিমান
অঙ্গদ, তারের বাক্যে করিছেন সম্মতি প্রদান,
শুনি ইহা অঙ্গদেরে কহিলেন পবন নন্দন
পিতৃতুল্য বীর আর কপিরাজ্য করিতে শাসন
সক্ষম অঙ্গদ তুমি, কিন্তু জেনো কপিকুল যত
সর্বদা অস্থির মতি, হয়ে পত্নী পুত্র বিরহিত
তোমার সঙ্গেতে তারা রহিবেনা হেথায় সতত।
যে গহ্বর দুর্গতুল্য আশ্রয় ভাবিছ তুমি মনে,
সহজেই বিদারিত হবে তাহা লক্ষ্মণের বাণে।
করিলে গহ্বরে এই বাস তুমি যত কপিগণ
ত্যজিবে তোমারে করি পত্নীপুত্রে মনেতে স্মরণ।
নানারূপ ক্লেশে আর হয়ে হেথা সতত পীড়িত,
বিমুখ তোমার প্রতি কপিগণ হবে সুনিশ্চিত।
বান্ধব বিহীন ভাবে হয়ে অতি উদ্বিগ্ন তখন,
তোমায় সতত হেথা হবে জেনো করিতে যাপন।
হেথা হতে হে অঙ্গদ যদি তুমি না কর গমন
রাম লক্ষ্মণের বাণে হবে তবু হারাতে জীবন।
কিন্তু সুবিনীত ভাবে আমাদের সঙ্গেতে এখন
যাও যদি ফিরে তুমি, করিবেন রাজ্য সমর্পণ
কাল অনুসারে ক্রমে সুগ্রীব তোমারে সুনিশ্চিত,
পিতৃব্য তোমার জেনো ধর্মশীল সত্যে অবস্থিত।

তোমার মাতার হিত বাসনা করেন তিনি মনে,
নাহিক সন্তান তাঁর, যাও তুমি তাঁর সন্নিধানে।

কহিলেন মারুতিরে অঙ্গদ, স্থৈর্য্য ও পবিত্রতা,
অনৃশংস ভাবে আর সরলতা, বিক্রম, ধীরতা,
নাহিক এ সব গুণ সুগ্রীবের, আঁধার গহ্বরে
করেছিল যে সুগ্রীব প্রস্তরেতে রুদ্ধ অগ্রজেরে,
মাতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ জায়ারে যে করিল গ্রহণ
সে সুগ্রীব হে মারুতি নিতান্তই নিন্দার ভাজন।
করি যাঁর কর স্পর্শ করি যাঁর সাহায্য গ্রহণ,
হয়েছে যে সুগ্রীবের সর্ব ভাবে কার্য্য সম্পাদন,
ভুলেছিল সে যশস্বী রামেরে যে, করিবে স্মরণ
কাহার কার্য্যের কথা এবে সে, হে পবন নন্দন।
নহে অধর্মের ভয়ে লক্ষ্মণের ভয়ে সে এখন,
করেছে উদ্যোগ এই সীতারে করিতে অন্বেষণ।
এহেন জনের বল কোথা ধর্ম, বিশ্বাস তাঁহারে
করিতে পারিবে কেবা, জীবিত সে রাখিবেনা মোরে।
সেই মৃত্যু হতে হেথা মৃত্যু শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনে
যাও ফিরে কপিগণ, আমি কভু যাবনা সেখানে।
খুল্লতাত সুগ্রীবেরে মাতা রুমা, জননী তারারে,
কহিও বারতা মম। কহি ইহা কুশের উপরে
ভূতলে অঙ্গদ সেথা করিলেন শয়ন তখন,
করিল নেহারি তাহা মৃত্যুর সঙ্কল্প কপিগণ।
অঙ্গদে বেষ্টন করি রাখি শির উত্তর দিকেতে,
করিল শয়ন তারা ভূমিতলে কুশের শয্যাতে।

১৫। সম্পাতি

জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃধ্ররাজ সম্পাতি নামেতে,
হলেন সে হেন কালে বহির্গত গিরি গুহা হতে।
নেহারি বানরগণে কহিলেন সম্পাতি তখন,
বিধির বিধানে হেথা খাদ্য মম এসেছে এখন।
হলে মৃত্যু ইহাদের ক্রমে ক্রমে করিব ভক্ষণ
এ সবারে। শুনি তাহা হয়ে ভীত অঙ্গদ তখন
কহিলেন হনুমানে, মূর্ত্তিমান কৃতান্তের মত
জন্তু ভোজী পক্ষী এই, হে মারুতি হেথা সমাগত।
হলোনা রামের কার্য্য, নাহি হলো আদেশ পালিত
সুগ্রীবের, অকস্মাৎ হলো এ বিপদ উপনীত।
অপহৃতা হতে সীতা গৃধ্ররাজ জটায়ু তখন
করেন রক্ষিতে তাঁরে কার্য্য যেই জানে সর্বজন।
মোরাও রামের কার্য্যে শ্রান্ত হয়ে এসেছি এখন
এ অরণ্যে. করি সবে জীবনের আশা বিসর্জন।
ধন্য সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু, হলেন যিনি হত
নৃশংস রাবণ হস্তে, রাম কার্য্য করিতে সাধিত।
শুনি অঙ্গদের কথা কহিলেন সম্পাতি তখন
মম প্রিয় জটায়ুর মৃত্যু কথা কহিছে এখন
কে হেথায়, শুনি তাহা দুঃখে আমি হয়েছি কাতর,
গৃধ্ররাজ সে জটায়ু আমার কনিষ্ঠ সহোদর।
কেন সে হয়েছে হত, কেনই বা প্রায়োপবেশন
করিছ তোমরা সবে, কহ তাহা মোরে কপিগণ।
সূর্য্য কিরণেতে দগ্ধ পক্ষ মোর, করিতে গমন
নাহি শক্তি, হেথা হতে নিয়ে যাও আমারে এখন।
অনন্তর কপিগণ তাঁহারে করিল আনয়ন
বিন্ধ্য গিরি হতে নিম্নে, কহিলেন অঙ্গদ তখন,

অনুজ লক্ষ্মণ আর ভার্য্যা সহ অরণ্য ভিতরে
দশরথ পুত্র রাম পিতৃ আজ্ঞা পালনের তরে
ছিলেন করিতে বাস, সেথা হতে ছলেতে রাবণ
করিল হে পক্ষীবর রাম ভার্য্যা সীতারে হরণ।
জটায়ু নেহারি তাহা রথচ্যুত করি রাবণেরে
করেন সীতারে মুক্ত, অনন্তর যুদ্ধে শ্রান্ত তাঁরে
রাবণ করিল বধ, সংগ্রামে পৌরুষ প্রদর্শন
করি গৃধ্ররাজ সেই, হয়ে হত স্বর্গেতে গমন
করেছেন সুনিশ্চয়, করিতে সীতারে অন্বেষণ
হয়েছি নিযুক্ত মোরা, লভি নাই তাঁহার দর্শন
ভ্রমি সবে বহু স্থানে, যে সময় ছিল নির্দ্ধারিত
ফিরে যেতে আমাদের, এবে তাহা হয়েছে অতীত।
নির্দেশ লঙ্ঘন ভয়ে হয়ে ভীত মোরা হেথা এবে
প্রায়োপবেশনে মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলি ভাবিতেছি সবে।

শুনি সে করুণ বাক্য কহিলেন সম্পাতি তখন
বাষ্প অবরুদ্ধ কণ্ঠে, হত যাঁরে করেছে রাবণ।
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সে জটায়ু, এ ভ্রাতৃ হত্যার
প্রতিশোধ নিতে শক্তি নাহি এই বার্দ্ধক্যে আমার
সহিতেছি তাই সব। বৃত্রাসুর হলো যবে হত
ইন্দ্রেরে করিব জয়, ভাবি ইহা হলাম উত্থিত
আকাশেতে দুই ভ্রাতা, উদয় অচলে সমুদিত
দীপ্ত দিবাকরে মোরা লক্ষ্য করি হলাম ধাবিত।
আসিলেন ক্রমে সূর্য্য মধ্যাহ্নেতে গগনে যখন
হলো অতি অবসন্ন মম ভ্রাতা জটায়ু তখন।
সূর্য্যের প্রখর করে জটায়ুরে হেরি নিপীড়িত
মম দুই পক্ষে তারে করিলাম স্নেহে আচ্ছাদিত।

পক্ষ মোর হলো তাহে দগ্ধ যবে, হয়ে অভিভূত
বিন্ধ্য পর্বতের মাঝে তখন হলাম নিপতিত।
কিন্তু নাহি করিলাম জটায়ুরে হেথা দরশন,
মৃত্যু বার্তা শুনি তার শোকে আর্ত হয়েছি এখন।
সম্পাতির কথা শুনি কহিলেন অঙ্গদ তাঁহারে,
রাবণের বাসস্থান থাকে যদি জানা তবে মোরে
বলুন সে কথা এবে। কহিলেন সম্পাতি তখন
দগ্ধ পক্ষ বৃদ্ধ আমি, রাম কার্য্য করিব সাধন
শুধুই বাক্যেতে তাই। গৃধ্র কুলে শ্রেষ্ঠ গরুড়ের
পুত্র আমি, আছি জ্ঞাত সকল বারতা ত্রিলোকের।
দেবাসুর যুদ্ধ বার্তা, অমৃত মন্থন বার্তা আর
জ্ঞাত আমি আছি সব। ছিল বটে কর্তব্য আমার
রাম কার্য্য করা এবে, কিন্তু মম বার্দ্ধক্যে এখন
হয়েছে শক্তির হ্রাস, ক্ষীণ অতি হয়েছে জীবন।
নিতেছে রূপসী এক ভূষণ মণ্ডিতা তরুণীরে
রাবণ হরণ করি দেখেছি তা, সকরুণ স্বরে
বলি, রাম, রাম আর লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বারবার
করিতে বিলাপ তাঁরে শ্রবণ করেছি আমি আর।
রাম নাম সে সময় করেছি শ্রবণ মুখে তাঁর
তাই সীতা বলি তাঁরে ভাবিতেছি মনেতে আমার।
কোথা সে কুবের ভ্রাতা, মুনিবর বিশ্রবা নন্দন
রাবণ করিছে বাস, কহিব তা এবে কপিগণ।
শতেক যোজন দূরে হেথা হতে আছে সমুদ্রেতে
দ্বীপ এক, লঙ্কা নামে রম্য পুরী আছে সে দ্বীপেতে
বিশ্বকর্মা বিনির্মিত। বাস সেথা করিছে রাবণ,
রাক্ষসীবৃন্দেতে হয়ে সুরক্ষিতা সীতাও এখন
করিছেন বাস সেথা, অবরুদ্ধ হয়ে অন্তঃপুরে,
কৌষেয় বসন পরি দীন ভাবে শোকার্ত অন্তরে।

আছে গরুড়ের মত দিব্য দৃষ্টি, তাই হেথা হতে
পারিতেছি আমি এবে রাবণ ও সীতারে দেখিতে।
শত যোজনের ও বেশী দূর হতে, আহার গুণেতে
দূরদৃষ্টি বশে আর, খাদ্য দ্রব্য পারি নেহারিতে।
উপায় লঙ্ঘন তরে এ সমুদ্র কর নির্দ্ধারণ,
হবে কৃতকার্য্য সবে বৈদেহীর লভি দরশন।
সমুদ্রের তীরে মোরে লয়ে এবে যাও কপিগণ,
ভ্রাতার উদ্দেশে মম সেথা আমি করিব তর্পণ।
কপিগণ নিল তাঁরে সমুদ্রের তীরেতে তখন,
তর্পণান্তে পূর্বস্থানে আবার করিল আনয়ন।

সম্পাতি বানরগণে কহিলেন সেথায় তখন,
সীতার বারতা পুনঃ কহিতেছি কর তা' শ্রবণ।
দগ্ধ পক্ষ হয়ে আমি এ পর্বতে হয়ে নিপতিত,
করিলাম সংজ্ঞা লাভ হলে ষষ্ঠ দিবস অতীত।
ছিলেন হেথায় মুনি নিশাকর হেরিতে তাঁহারে
আসিতাম পূর্বে আমি, লয়ে সঙ্গে ভ্রাতা জটায়ুরে।
আশ্রম দ্বারেতে তাঁর করি অতি কষ্টেতে গমন
বসিলাম বৃক্ষমূলে, অনন্তর করিনু দর্শন
স্নানান্তে আসিতে তাঁরে, কাছে মোর আসি কিছু পরে,
কহিলেন তিনি মোরে, দগ্ধ পক্ষ ক্ষত কলেবরে।
এ ভাবে তোমারে হেরি পারি নাই চিনিতে প্রথমে,
এখন তোমার কথা সব মোর এসেছে স্মরণে।
বেগগামী দুটি গৃধ্র করিতাম হেথা দরশন
পূর্বে আমি, করি তারা মনুষ্যের আকৃতি ধারণ
করিত প্রণাম মোরে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাদের ভিতর,
হে সম্পাতি তুমি, আর জটায়ু কনিষ্ঠ সহোদর।

হয়েছ কি ব্যাধিগ্রস্ত, পক্ষ কেন হয়েছে পতিত,
যথাযথ ভাবে মোরে বল সব বিবরণ যত।
কহিলাম আমি তাঁরে অশ্রুবেগ করি সংবরণ,
হয়েছি লজ্জাতে আমি অবনত এবে ভগবন্
কণ্ঠ মম বাষ্পরুদ্ধ, কহিতেছি তবুও এখন
কেন যে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত আমি হয়েছি এমন।
শক্তি পরীক্ষার তরে গেলাম একদা আকাশেতে
আমিও জটায়ু দোঁহে, দিবাকর গমনের পথে।
তীব্র সূর্য্য তাপে হয়ে মধ্যাহ্নে বিভ্রান্ত অনন্তর,
ভূতলে আকাশ হতে লাগিলাম নামিতে সত্বর।
রাখিলাম জটায়ুরে পক্ষে মোর করি আচ্ছাদিত,
জটায়ু হলোনা দগ্ধ, হলাম এ পর্বতে পতিত
দগ্ধ পক্ষ হয়ে আমি, রহি হেন অচল ভাবেতে
চাহিনা বাঁচিতে এবে, চাহি এ জীবন বিসর্জিতে
কহিলেন মুনিবর ধ্যান মগ্ন রহি কিছুক্ষণ,
লভিবে আবার তুমি অন্য পক্ষ, বল ও বিক্রম
পাবে ফিরে পুনরায়, সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন
হবে এক তোমা হতে, এবে তুমি কর তা শ্রবণ।
দশরথ নৃপতির পুত্র রাম, ভার্য্যা ও ভ্রাতারে
লয়ে সঙ্গে, পিতৃবাক্যে আসিবেন অরণ্য ভিতরে।
সেথা হতে ভার্য্যা তাঁর করে নিবে হরণ রাবণ,
অন্বেষিতে রাম ভার্য্যা হেথায় আসিবে কপিগণ।
রাম ভার্য্যা জাণকীর কথা তুমি কহিবে তখন
কপিকুলে, থাক হেথা এ কর্তব্য করিতে সাধন।
শুনি সেই ঋষি বাক্য, রয়েছি হেথায় অবস্থিত
এ হেন দুঃখেও আমি, শতাধিক বৎসর অতীত
হয়েছে তাহার পর। করিলেন স্বর্গেতে গমন
যবে মুনি নিশাকর, হলো মন সন্দেহে তখন

পূর্ণ মম, তবু যবে হয় ইচ্ছা ত্যজিতে জীবন
স্মরি মুনি বাক্য সেই করি আমি সে ইচ্ছা দমন।
কহি ইহা কপিগণে, কহিলেন সম্পাতি আবার,
আনে খাদ্য মোর তরে হেথা পুত্র সুপার্শ্ব আমার।
আসিল সে একদিন সায়াহ্নে না নিয়ে সঙ্গে তার
খাদ্য কিছু, তাই তারে করিলাম ক্রোধে তিরস্কার।
কহিল সে করিলাম যথাকালে অবরুদ্ধ দ্বার
মহেন্দ্র গিরির আমি, অন্বেষণ করিতে আহার
বনচারী প্রাণী যত করে সদা গমনাগমন
সেই গিরিদ্বার পথে। করিলাম দর্শন তখন।
বলবীর্য্যশালী এক পুরুষেরে করিতে গমন
সেথায় আকাশ পথে, নিয়ে সঙ্গে নারী একজন।
আহার্য্য সংগ্রহ তরে করিতে তাদেরে আক্রমন
হলাম প্রস্তুত আমি, সবিনয় বাক্যেতে তখন
করিল সে পথ ভিক্ষা, নতি কেহ করিলে স্বীকার
নীচাশয় জনও কভু নাহি করে তাহারে প্রহার।
আমা সম ব্যক্তি তবে পারে তাহা কি ভাবে করিতে,
ছাড়িলাম পথ তাই, গেল চলি বেগে সেথা হতে
আকাশ পথে সে দ্রুত, গগনের যত প্রাণীগণ
আর মহর্ষিরা সবে কহিলেন আমারে তখন,
রাবণ ইহার নাম, করে থাকে হে বৎস সতত
দেবতা দানব আদি সবারে সে বলে নিপীড়িত।
বর লব্ধ প্রভাবেতে দর্পে অতি করি পর্য্যটন
পৃথিবী সে, হয়েছিল উপনীত হেথায় এখন।
কহিলেন ইহা মোরে তাপস মহর্ষিগণ যত,
হে পিতঃ এ হেন ভাবে হলো মোর সময় অতীত।
শুনিলাম কথা তার, কিন্তু কিছু করিতে সক্ষম,
নাহি হয় কোন পক্ষী পক্ষহীন আমার মতন।

সহায়তা তোমাদের করিব এখন কপিগণ
শুধুই বাক্যেতে আমি, কহি যাহা কর তা' শ্রবণ।

কপীন্দ্র সুগ্রীব আর তোমরা অজেয় কপিগণ,
রাম লক্ষ্মণের বাণ পারে জয় করিতে ভুবন।
হলেও বিক্রমশালী রাবণ, অসাধ্য তোমাদের
হবেনা কিছুই জেনো, প্রয়োজন নাহি বিলম্বের।
বল ও বিক্রমশালী তোমরা করিছ কেন সবে
প্রায়োপবেশন হেন ভূতলেতে যুক্তিহীন ভাবে।
সূর্য্য কিরণেতে মম পক্ষ দগ্ধ না হলে এমন
দুরাত্মা রাবণে সেই করিতাম নিশ্চয় নিধন।
যুদ্ধ তরে গেলে আমি পারিত না থাকিতে জীবিত
রাবণ, মনেতে মম এ বিশ্বাস আছে সুনিশ্চিত।
কহিলেন কপিকুলে কথা এই সম্পাতি যখন,
পক্ষদ্বয় সমুদ্ভূত হলো তাঁর সহসা তখন।
কহিলেন উচ্চস্বরে হয়ে অতি হর্ষে উচ্ছ্বসিত,
সম্পাতি বানরগণে, পক্ষদ্বয় হয়েছে উত্থিত।
এবে মম মহামতি নিশাকর মুনির প্রভাবে,
তোমরা হে কপিগণ, কর তাহা নিরীক্ষণ এবে।
গমন ক্ষমতা নিজ বুঝিবার তরে অনন্তর
ঊর্দ্ধদিকে পক্ষীবর সমুত্থিত হলেন সত্বর।
কহিলেন পুনরায় ঊর্দ্ধ হতে, লভিবে সীতারে
তোমরা হে কপিগণ, কর এবে চেষ্টা তার তরে।

দক্ষিণ সমুদ্র লঙ্ঘি লঙ্কাপুরী করিবে দর্শন,
করিছেন অবস্থান সীতা সেই লঙ্কাতে এখন।

কহি ইহা মহাবেগে করিলেন গমন যখন
সম্পাতি আকাশ পথে, কহিলেন অঙ্গদ তখন
সীতার বৃত্তান্ত কহি, রক্ষা করি মোদের জীবন
সম্পাতি গেলেন চলি, কর চিন্তা সমুদ্র লঙ্ঘন
কি ভাবে করিবে এবে, শুনি তাহা যত কপিগণ,
দক্ষিণ দিকেতে সবে করিলেন সত্বর গমন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

১। হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন।

কহিলেন গৃধ্ররাজ হেনরূপ আখ্যান যখন,
আনন্দেতে কপিকুল সিংহনাদ করিল তখন।
দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অনন্তর করিয়া গমন,
তিমি ও কুম্ভীর পূর্ণ সমুদ্র হেরিল কপিগণ।
কোথাও প্রসুপ্ত সম স্পন্দন বিহীন, কোথা আর
ক্রীড়া পরায়ণ সম চঞ্চল সলিল ধারা তার,
কোথাও বা জলরাশি উচ্ছ্বসিত পর্বত আকার।
নেহারি আকাশ সম অসীম সমুদ্র কপিগণ,
কেহ হলো আনন্দিত, কেহ হলো বিষাদে মগন।
অঙ্গদে বেষ্টিয়া সেথা কপিকুল হলো সুশোভিত
বাসবে বেষ্টিয়া যথা দেবগণ হন শোভান্বিত।
সম্বোধিয়া সে সবারে কহিলেন অঙ্গদ তখন,
শতেক যোজন এই সমুদ্র কে করিবে লঙ্ঘন।
সুগ্রীবের সত্য রক্ষা করিবে কে, বল কোন জন,
রামের একান্ত প্রিয় কার্য্য এবে করিবে সাধন।
শক্তি যদি থাকে কারো করিতে এ সমুদ্র লঙ্ঘন
তবে কপিশ্রেষ্ঠ সেই, নিজ শক্তি করুন বর্ণন।

লঙ্ঘিতে যোজন দশ পারি আমি কহিলেন গয়,
বিংশতি যোজন পারি লঙ্ঘিবারে তার বেশী নয়,
কহিলা গবাক্ষ সেথা। কহিলেন গবয় তখন,
সক্ষম করিতে আমি ত্রিশংতি যোজন অতিক্রম।

শরভ কহিলা পারি লঙ্ঘিবারে চল্লিশ যোজন,
পঞ্চাশ যোজন পারি, কহিলেন শ্রীগন্ধমাদন।
কহিলেন মৈন্দবীর পারি ষাটি যোজন লঙ্ঘিতে,
কহিলা দ্বিবিদ পারি সপ্ততি যোজন উল্লঙ্ঘিতে।
অশীতি যোজন নীল, নবতি যোজন নল আর
সমর্থ লঙ্ঘিতে, ইহা কহিলেন সম্মুখে সবার।
কহিলেন জাম্ববান যৌবনেতে অসীম শকতি
ছিল মম, এবে বৃদ্ধ, পারি তবু যোজন নবতি
লঙ্ঘিবারে, কিন্তু তাহে কার্য্যের হবেনা সমাধান,
রহিলেন নিজ শক্তি বর্ণিতে বিরত হনুমান।

কহিলেন বালী পুত্র আছে মম শক্তি কপিগণ,
শতেক যোজন এই পারাপার করিতে লঙ্ঘন।
কিন্তু ফিরিবারে পুনঃ আছে কিনা শকতি আমার
আছে এ সংশয় মনে। জাম্ববান উত্তরে তাহার
কহিলেন অঙ্গদেরে, সহস্র যোজন হতে পার
তোমার রয়েছে শক্তি, কিন্তু তুমি আমা সবাকার
প্রভুরূপে অবস্থিত, তোমার আশ্রয়ে অনুক্ষণ
রহি মোরা পারি সদা কর্তব্য করিতে নির্দ্ধারণ।
কহি তাই কপিশ্রেষ্ঠ, ত্যজি আমা সবারে এখন
তোমার উচিত নহে করা এবে অন্যত্র গমন।
কহিলেন জাম্ববানে অঙ্গদ, সে কথার উত্তরে,
আমি কিংবা অন্য কেহ নাহি এবে গেলে লঙ্কাপুরে
প্রায়োপবেশন ছাড়া গতি তবে রবেনা এখন,
গেলে ফিরি কিষ্কিন্ধ্যাতে নাহি করি আদেশ পালন
সুগ্রীবের, রক্ষা তবে নাহি পাবে কাহারো জীবন
আমার নিশ্চিত হবে সুগ্রীবের আদেশে মরণ।

অঙ্গদের বাক্য শুনি যুক্তকরে যত কপিগণ,
কহিল তাঁহারে সবে, পারিবেনা করিতে গমন
পদমাত্র কভু তুমি, জেনো যত কপিকুল এবে
সহিব সুগ্রীব দণ্ড শুভাশুভ মিলি মোরা সবে।
কহিলেন জাম্ববান জানি আমি শোন কপিগণ,
সে বীর বানর শ্রেষ্ঠে, উল্লঙ্ঘিয়া শতেক যোজন,
আছে যার শক্তি পুনঃ হেথায় করিতে আগমন।
কহিলেন অনন্তর হনুমানে করিয়া আহ্বান
জাম্ববান্ কেন তুমি নির্বাক রয়েছ হনুমান।
ঋষি শাপে সুবিখ্যাত অপ্সরী পুঞ্জিকাস্থলী নামে,
বানরেন্দ্র কুঞ্জরের কন্যারূপে এই ধরা ধামে
জন্মিলা বানরী রূপে, নাম হলো অঞ্জনা তাঁহার
কপিবর কেশরীর সাথে হলো পরিণয় তাঁর।
সর্বাঙ্গ সুন্দরী সেই দেবী সমা অঞ্জনা যখন,
শোভি মাল্য অলঙ্কারে ছিলেন করিতে বিচরণ,
মনোহর অঙ্গ তাঁর হেরি মুগ্ধ হলেন পবন।
অনন্তর বায়ু সেথা যশস্বিনী মাতারে তোমার,
করিলেন আলিঙ্গন, সুবিশাল বাহু পাশে তাঁর।
অঞ্জনা কহিলা ক্রোধে, কে চাহিছে নাশিতে এখন
মম পাতিব্রত্য ধর্ম, কহিলেন পবন তখন
আমি বায়ু, ধর্মহানি করি নাই তোমার কল্যাণী,
তোমারে মনেতে শুধু করেছি কামনা যশস্বিনী
বাঁধি আলিঙ্গন পাশে, বীর্য্যবান তনয় উত্তম
তাহেই লভিবে তুমি। হেন ভাবে তোমার জনম
কেশরীর ভার্য্যা গর্ভে, বায়ু সম তোমার বিক্রম।
সূর্য্যেরে উদিত হেরি, ক্রীড়া তরে লভিতে তাঁহারে
বাল্যে তুমি উৎপতিত হয়েছিলে গগন উপরে।

উর্দ্ধে আকাশেতে দ্রুত হলে তুমি উত্থিত যখন,
ক্রোধে বজ্র তোমা প্রতি হানিলেন বাসব তখন।
অন্তরীক্ষ হতে তাহে গিরিশৃঙ্গে হলে নিপতিত,
সে আঘাতে হল ভগ্ন বাম হনু, তাই সুবিদিত
হনুমান নামে তুমি, কপিকুল মাঝে সর্বোত্তম
বীর তুমি, কর এবে প্রকাশিত তোমার বিক্রম।
কহিল বানরকুল বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ
হেরিতে বাসনা করে কপিসৈন্য তব পরাক্রম।
করুন উত্থান এবে মহার্ণব করুন লঙ্ঘন,
বিষণ্ণ বানরগণে করিছেন কেন প্রদর্শন
হেন অবহেলা এবে, পদক্ষেপ করুন এখন
পুরাকালে যথা বিষ্ণু করিলেন ত্রিপাদ ক্ষেপণ।

করি হৃষ্ট কপিকুলে কহিলেন মারুতি তখন
সমুদ্র লঙ্ঘন তরে সুবিশাল আকৃতি ধারণ।
কহিলেন হনুমান অনন্তর হয়ে সমুত্থিত,
মম পরাক্রম এবে প্রকাশ করিব সমুচিত।
বিশাল সমুদ্র এই এবে আমি করিব লঙ্ঘন
কৃতকার্য্য হয়ে পুনঃ হেথায় করিব আগমন।
সমর্থ যে সহিবারে মম বেগ, করি নির্দ্ধারণ,
হেন দৃঢ় গিরিশৃঙ্গ, করিব তাহাতে আরোহণ
মলয় পর্বত পাশে মহেন্দ্র পর্বত মনোরম,
আরোহণ করি তাহে, সমুদ্র করিব অতিক্রম।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরে, যুদ্ধে সেথা বধি সবে প্রাণে,
বৈদেহীরে লয়ে আমি ফিরে পুনঃ আসিব এখানে।
শুনি সেই বাক্য তাঁর প্রণমিল কপিকুল যত
হনুমানে, অনন্তর কপিকুলে হয়ে পরিবৃত

অরাতি নিধনকারী কপিশ্রেষ্ঠ পবন নন্দন,
করিলেন গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ।
হনুমান পদ ভয়ে শব্দ ঘোর করিল সেথায়
গিরি সেই, সিংহ হস্তে নিপীড়িত মাতঙ্গের প্রায়।
মহাবেগে জলরাশি সেথা হতে হলো বিনিসৃত,
হলো গিরিশৃঙ্গ আর মহাবৃক্ষরাজী প্রকম্পিত।
অনন্তর হনুমান হেরিলেন সমুদ্র অপার,
সতত গর্জনশীল, আবাস বরুণ দেবতার।
সমাহিত হয়ে সেথা, যুক্ত করে পবন নন্দন,
দেবগণে, পিতৃগণে, ভূতগণে প্রণমি তখন
করিলেন অভিলাষ পারাবার করিতে লঙ্ঘন।
পদদ্বয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করি অনন্তর,
করিলেন উল্লম্ফন সমুদ্র লঙ্ঘিতে কপিবর।
উল্লম্ফন বেগে সেই বৃক্ষরাজি হয়ে উন্মুলিত,
হয়ে তাঁর অনুগামী উর্দ্ধদিকে হলো সমুত্থিত।
করি পুষ্প বিকীরণ উন্মুলিত বৃক্ষ সেই যত,
হলো অনন্তর সবে সমুদ্র সলিলে নিপতিত।
হয়ে সেই পুষ্পকুলে মারুতির দেহ সমাবৃত,
শোভিল তারকাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন আকাশের মত।
নির্মোক বিহীন সর্প, সুনির্মল অসি সম আর,
শোভিল আকাশ মাঝে প্রসারিত ভুজদ্বয় তাঁর।
গেল দেখা মারুতির সুবিশাল নয়ন যুগল,
যেন শনি গ্রহ আর বুধগ্রহ সম সমুজ্জ্বল।
তেজের প্রবাহে তাঁর সুবিশাল লাঙ্গুল তখন
শোভিল আকাশে সেথা যেন ইন্দ্রধনুর মতন।
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানে নেহারি করিতে উল্লম্ফন,
ভাবিল গরুড় বলি, সমুদ্রের যত ভুজঙ্গম।

বিস্তারে যোজন দশ, দৈর্ঘ্যে আর বিংশতি যোজন
ছায়া তাঁর, নেহারিল বিস্ময়েতে জলজন্তুগণ।
হনুমান অনুগামী ছায়া সেই শোভিল সেথায়
সমুদ্র বক্ষেতে যেন আকাশের মেঘমালা প্রায়।
নাগ মাতা সুরসারে দেবগণ কহিলা তখন
পবন নন্দন এই সমুদ্র করিবে উল্লঙ্ঘন।
রাক্ষসী রূপেতে তুমি কর তার বিঘ্ন উৎপাদন,
চাহি মোরা জ্ঞাত হতে আছে তার কিবা পরাক্রম।
দেবগণ বাক্যে করি রাক্ষসীর আকার ধারণ,
আকাশে রুধিয়া পথ কহিলেন সুরসা তখন,
করেছেন দেবগণ মম ভক্ষ্যরূপে নির্দ্ধারণ
তোমায়, আননে মম কর তুমি প্রবেশ এখন।
কহিলেন যুক্তকরে সুরসারে পবন নন্দন,
করেছে রামের ভার্য্যা বৈদেহীরে হরণ রাবণ,
সীতা পাশে যাব আমি দূত রূপে রামের এখন
নেহারি সীতারে আর রামে পুনঃ করি নিরীক্ষণ
পশিব তোমার মুখে। কহিলেন সুরসা তখন
আমার এ মুখ কেহ নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন।
কহিলা মারুতি ক্রোধে, কর হেন বিস্তৃত বদন,
ভক্ষিতে আমায় যাহে হবে তুমি সক্ষম এখন।
মারুতি যোজন ত্রিশ বিস্তারিলা শরীর তখন
সুরসা বিস্তৃত মুখ করিলেন চল্লিশ যোজন।
ক্রমে সেথা হনুমান করিলেন শরীর ধারণ
পঞ্চাশ যোজন আর সপ্ততি ও নবতি যোজন।
সুরসা বিস্তৃত তাহে করিলেন বদন আপন
যথাক্রমে ষাটি আর অশীতি ও শতেক যোজন।
তখন অঙ্গুষ্ঠ সম করি দেহ মারুতি তাঁহার
পশি সুরসার মুখে বিনির্গত হলেন আবার।

কহিলেন অনন্তর, দাক্ষায়ণী, করি নমস্কার,
পশেছি তোমার মুখে বাক্য রক্ষা হয়েছে তোমার,
যাই এবে সীতা পাশে। নিজরূপ করিয়া ধারণ
সম্ভাষিয়া হনুমানে কহিলেন সুরসা তখন,
হে সৌম্য, হে হনুমান, যাও এবে কার্য্য সিদ্ধি তরে,
বৈদেহীর সহ কর সম্মিলিত রাম রঘুবরে।

অনন্তর হনুমান লাগিলেন করিতে গমন
উল্লম্ফন করি যবে, ভাবিলেন সমুদ্র তখন,
সগর ইক্ষ্বাকুপতি করেছেন বর্দ্ধিত আমারে
বংশধর রাম তাঁর, সে রামের দূত মারুতিরে
অবহেলা করা এবে নাহি হবে উচিত আমার
করিব তাহাই আমি অবশিষ্ট গম্য পথ তার
যাহে সে বিশ্রাম অন্তে আকাশেতে, হয় এবে পার।
সমুদ্র সলিলে মগ্ন মৈনাক পর্বতে অনন্তর
কহিলেন বারিনিধি, সমুত্থিত হও গিরিবর।
সলিল হইতে ঊর্দ্ধে, কিছুকাল করি অবস্থান
তোমার উপরে এবে পবন নন্দন হনুমান,
অবশিষ্ট গম্য পথ করিবেন পরে অতিক্রম,
হলেন সমুদ্র হতে সমুত্থিত মৈনাক তখন।
গিরিশ্রেষ্ঠ মৈনাকের স্বর্ণ সম শিখর প্রভায়,
হলো দীপ্ত স্বর্ণ সম আভাময় আকাশ সেথায়।
ভাবি মনে, 'একি বিঘ্ন,' করিলেন পবন নন্দন,
মহাবেগে মেঘ সম সেই গিরিরাজে আচ্ছাদন।
মৈনাক মনুষ্য রূপে আসি নিজ শিখরে তখন,
কহিলেন কর তুমি মম শৃঙ্গে বিশ্রাম এখন।
নানা স্বাদু ফলমূল হেথা তুমি কর আস্বাদন,
অনন্তর গম্য পথে হে মারুতি করিও গমন।

বায়ুর স্বজন তুমি সেই হেতু সম্বন্ধ তোমার
রয়েছে আমার সনে, কহি শোন কারণ তাহার॥

পূর্ব্বে যত পর্ব্বতের ছিল পক্ষ, পবন নন্দন,
পক্ষ বিস্তারিয়া তারা চারিদিকে করিত গমন।

তাদের গমনকালে পাছে তারা হয় ভূপতিত,
সে ভয়ে সতত যত প্রাণীকুল রহিত শঙ্কিত।

ইন্দ্র তাই ক্রোধ ভরে করিলেন বজ্রেতে ছেদন
পর্বত কুলের পক্ষ, আসি বায়ু সহসা তখন
সমুদ্র সলিল মাঝে করিলেন মোরে নিমজ্জিত,
মম পক্ষদ্বয় তাই হে মারুতি হয়েছে রক্ষিত।

সে অবধি ইন্দ্র ভয়ে সমুদ্রে রয়েছি অবস্থিত,
তোমার বিশ্রাম তরে এবে আমি হয়েছি উত্থিত॥

মম পূজ্য পবনের পুত্র তুমি, সম্বন্ধ তোমার
আছে তাই মোর সনে, লহ পাদ্য, লহ অর্ঘ্য আর।

কহিলেন হনুমান, হয়েছি কৃতার্থ গিরিবর,
করেছি সন্তোষ লাভ, হবে মোর সাধিতে সত্বর
কার্য্য যাহা আছে মম, করিবনা পথে অবস্থান
আছে এ প্রতিজ্ঞা মোর। রাখিবারে তোমার সম্মান
করিব তোমারে হস্তে স্পর্শ শুধু, হস্তেতে তখন
করি স্পর্শ গিরিবরে, করিলেন পবন নন্দন
যাত্রা পুনঃ আকাশেতে। দেবগণ আর ঋষিগণ
সে দুষ্কর কর্ম হেরি আনন্দেতে হলেন মগন।

গিরিশ্রেষ্ঠ মৈনাকেরে কহিলেন ইন্দ্র অনন্তর,
দিতেছি অভয়, সুখে অবস্থান কর গিরিবর।

করেছ সৎকার তুমি হনুমানে এবে সমুচিত,
লভেছি সন্তোষ তাহে আমরা দেবতাগণ যত।

নেহারিয়া হনুমানে যাত্রা পথে করিতে গমন,
রাক্ষসী সিংহিকা নামে মনে মনে ভাবিল তখন,
সুবিশাল প্রাণী এই মম বশে এসেছে এখন
বহুদিন পরে হেথা, এবে তারে করিব ভক্ষণ।
ভাবি ইহা মনে তার, মারুতির ছায়া অনন্তর
রাক্ষসী সিংহিকা সেই আকর্ষণ করিল সত্বর।
ছায়া আকর্ষণে সেই ভাবিলেন পবন নন্দন,
হয়েছি বিক্ষিপ্ত একি, হয় তরী সমুদ্রে যেমন
প্রতিকূল বায়ুবেগে; চারিদিকে চাহি অনন্তর,
হেরিলেন প্রাণী এক সমুদ্রে, বিশাল কলেবর।
ভাবিলেন কথা যার বলেছেন সুগ্রীব আমায়,
ছায়াগ্রাহী প্রাণী সেই হেরিতেছি সমুদ্রে হেথায়;
মারুতি বিশাল দেহ করিলেন ধারণ তখন,
সিংহিকা পাতালব্যাপী বিস্তারিত করিল আনন।
সঙ্কুচিত নিজ দেহ হনুমান করি অনন্তর
পশিলেন সিংহিকার সুবিস্তৃত মুখের ভিতর।
পশি সেথা মর্ম তার নখাঘাতে করি বিদারণ,
হলেন আকাশে পুনঃ সমুত্থিত পবন নন্দন;
হনুমান হস্তে সেই সিংহিকারে নেহারি নিহত,
কহিল তাঁহারে সেথা আকাশের প্রাণীগণ যত।
করেছেন যার ভয়ে দেবগণ এ দেশ বর্জন,
বধি তারে করেছেন পথ এই নির্বিঘ্ন এখন।
করুন গমন এবে নিজ কার্য্য করিতে সাধন,
আকাশ পথেতে পুনঃ চলিলেন মারুতি তখন।

করি ক্রমে অতিক্রম পারাবার শতেক যোজন,
করিলেন নিরীক্ষণ বনরাজী পবন নন্দন।

তীর সন্নিকটে আসি চারিদিকে করি দরশন,
হেরিলেন লঙ্কাপুরী ত্রিকূটের শিখরে তখন।
ভাবিলেন হনুমান, হেরি এ বিশাল কলেবর,
কৌতূহল পরবশ হবে হেথা যত নিশাচর।
ভাবি ইহা সঙ্কুচিত করি পুনঃ শরীর তাঁহার,
স্বাভাবিক দেহ নিজ করিলেন ধারণ আবার।
মহাসমুদ্রের পারে আসি ক্রমে পবন নন্দন,
হেরিলেন লঙ্কাপুরী অমরার মত সুশোভন।
অনন্তর নারিকেল আদি নানা তরুতে শোভিত
সুবেল পর্বত শৃঙ্গে মারুতি হলেন নিপতিত।

২। হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ

মহাবল হনুমান আসি মহা সাগরের পার,
লভিলেন স্বস্তি মনে, ক্লান্তি বোধ হলোনা তাঁহার
শ্যাম তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, বনরাজী বহু অনন্তর
নিরখিয়া লঙ্কা পানে মারুতি হলেন অগ্রসর।
সরল, পিয়াল, আম্র, খর্জুর, করবী কর্ণিকার,
অশোক, চম্পক, নীপ, সপ্তচ্ছদ আর কোবিদার,
পুষ্প ভারে অবনত বহু বৃক্ষ বায়ু সঞ্চালিত,
বহু স্বচ্ছ সরোবর, পদ্ম আর উৎপল শোভিত,
হংসকুলে সমাকীর্ণ, হেরি ক্রমে পবন নন্দন,
লঙ্কাপুরী সন্নিকটে সমাগত হলেন তখন।
গিরি শৃঙ্গে অবস্থিত বিশ্বকর্মা হস্ত বিনির্মিত
লঙ্কা সেই, গেল দেখা আকাশেতে অমরার মত।
অগাধ সলিলে পূর্ণ পরিখাতে, প্রাচীরেতে আর,
লঙ্কা নগরীর সেই সুবেষ্টিত শিল চারিধার।

অনন্তর আকাশেতে গিরিশৃঙ্গ সম সমুন্নত
লঙ্কার উত্তর দ্বারে মারুতি হলেন উপনীত।
ভাবিলেন আসি সেথা, হেথায় করিলে আগমন,
ব্যর্থকাম হয়ে পুনঃ ফিরে যাবে যত কপিগণ।
রাবণ রক্ষিত এই লঙ্কাপুরী অতি সুদুর্গম,
হবেন আসিলে রাম কিবা হেথা করিতে সক্ষম।
জ্ঞাত তবু হব সীতা আছেন কি হেথায় জীবিত,
হেরি তাঁরে অনন্তর করিব যা হয় সমুচিত।
এখন এখানে মোরে হেরে যদি রক্ষকুল যত
রামের সকল কার্য্য ব্যর্থ তবে হবে সুনিশ্চিত।
হব ধ্বংস প্রাপ্ত আমি নিজ রূপে রহিলে হেথায়,
হয়ে খর্বাকৃতি তাই রজনীতে পশিব লঙ্কায়।

মারুতি মার্জার সম খর্বাকৃতি হয়ে অনন্তর
করিলেন দিবাশেষে আরোহণ প্রাচীর উপর।
সাহস আশ্রয় করি সেথা হতে পবন নন্দন
পশিলেন লঙ্কাপুরে সন্ধ্যাকালে করি উল্লম্ফন।
সুন্দরী ঐশ্বর্য্যময়ী সুসজ্জিতা রমণীর মত
পুরী সেই রাবণের, দীপ্তিময় গৃহ শ্রেণী যত
করেছে তিমির পুঞ্জ সে নগরী হতে বিদূরিত,
হেন লঙ্কাপুরে আসি মারুতি হলেন অবস্থিত।
সুপ্রশস্ত পথ মাঝে অবস্থান করিয়া তখন,
চারিদিকে নিরখিয়া ভাবিলেন পবন নন্দন।
নক্ষত্র রাজির সম শোভাময় মহা গৃহ যত,
হেরিতেছি হেথা একি, আকাশ মাঝারে সমুত্থিত।
অট্টালিকা শ্রেণী সেথা স্বর্ণময় গবাক্ষে ভূষিত,
গৃহ ভিত্তি মনোহর মুকুতা ও রজতে খচিত,
হেরি সেই গৃহশ্রেণী মারুতি হলেন আনন্দিত।

বহু বৃক্ষ পরিবৃত নানা স্থান হেরিলেন আর,
শুনিলেন মদমত্ত রমণীর বীণার ঝঙ্কার
সুমধুর গীতি সহ, শুনিলেন নূপুর নিক্কণ
রাবণের স্তুতি বহু করিলেন সেথায় শ্রবণ
রাক্ষস কুলের মুখে। পুরী রক্ষা তরে অবস্থিত
হেরিলেন স্থানে স্থানে অস্ত্রধারী রক্ষ শত শত।
আকাশেতে অনন্তর চন্দ্রমা হলেন সমুদিত,
তারকা নিকর সহ, করি ধরা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত
শঙ্খ সম শুভ্রকান্তি চন্দ্র সেই, আকাশে তখন,
গেল দেখা হংস যেন সরোবরে করে সন্তরণ।
দূর করি তমোরাশি, পারাবার করি উচ্ছ্বসিত,
উদিত হলেন চন্দ্র, হলো সন্ধ্যা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত।

লঙ্কাপুরে হনুমান বিচরণ করি অনন্তর,
রথে, অশ্বে সমাকীর্ণ হেরিলেন গৃহ বহুতর।
বহু রক্ষকুলে সেথা হেরিলেন করিতে ভ্রমণ
সুহৃদগণের সহ, গজ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
হেরিলেন আর বহু রক্ষকুলে বেদ পাঠে রত
শুভকাজে শ্রদ্ধাশীল, বদ্ধিমান তপস্যা নিরত।
রাক্ষস কুলেতে সেথা কেহ অতি কদর্য্য আকার,
কেহ অতি রূপবান, কেহ অতি নিষ্ঠার আধার।
হেরিলেন সেথা বহু দীপ্তিময়ী নক্ষত্রের মত,
শুদ্ধমনা, পতিপ্রাণা, রূপসী রমণী কুলে যত।
হেরিলা নবোঢ়া বধূ, পতি বাহু পাশেতে সেথায়,
তমালেতে যেন নব কুসুমিতা লতিকার প্রায়।
হেরিলেন গৃহে গৃহে হেন বহু রমণীকুলেরে,
শোকান্বিতা, অশ্রুসিক্তা, রাম অনুগামিনী সীতারে

নাহি হেরিলেন সেথা। সীতা অনুসন্ধানে তখন,
সবার অলক্ষ্যে থাকি পশিলেন পবন নন্দন
পুরী মাঝে রাবণের। ভাবিলেন হেরি নাই কভু
বৈদেহীরে, অনুমানে চিনিতে সক্ষম হব তবু।

ভাবি ইহা হনুমান, বৈদেহীরে করি অন্বেষণ
প্রতি গৃহে উদ্যানেতে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।

প্রহস্ত ও মহা পার্শ্ব, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ আর
মহোদর গৃহে পশি, হনুমান পশিলা আবার
শুক সারণের গৃহে, বীর ইন্দ্রজিতের ভবনে,

বিপুল সমৃদ্ধিশালী গৃহ যত নেহারি সেখানে
মারুতি হলেন হৃষ্ট। অনন্তর পবন নন্দন
ক্রমে ক্রমে সেথা হতে গৃহ বহু করি অতিক্রম,
সূর্য্য সম সমুজ্জ্বল প্রভাময় প্রাচীর বেষ্টিত,
রাবণ আলয় মাঝে আসিয়া হলেন উপনীত।

মণি রত্নে বিমণ্ডিত তোরণ সুবর্ণে বিনির্মিত,
রজত নির্মিত কক্ষ স্বর্ণময় স্তম্ভেতে শোভিত,

হেরিলেন বহু সেথা। প্রবীণ অমাত্যগণ যত,
বহু আর অশ্বারোহী হেরিলেন সেথা অবস্থিত।

অনন্তর হনুমান চারিদিকে করি অন্বেষণ,
নাহি হেরি জানকীরে বিষাদেতে হলেন মগন।

শুনি তূর্য্য, শঙ্খ আর দুন্দুভির ধ্বনি অনন্তর,
লক্ষ্য করি ধ্বনি সেই মারুতি হলেন অগ্রসর।

হেরিলেন আসি সেথা পুষ্পক বিমান মনোরম,
স্বর্ণময় স্তম্ভ তার, স্বর্ণে তার নির্মিত তোরণ।

অর্দ্ধেক যোজন দৈর্ঘে, প্রস্থে আর অর্দ্ধেক যোজন,
করিলেন হনুমান সে দিব্য পুষ্পকে আরোহণ।

গৃহ এক রাবণের, রথ মাঝে ছিল অবস্থিত,
সুরক্ষিত গৃহ সেই সুবর্ণের জালে সুবেষ্টিত,
বায়ু সেথা মাল্য আর প্রসাধন গন্ধে সুরভিত
'এস', 'এস', বলি যথা বন্ধুজন করে আবাহন,
সৌরভ সেথায় তাঁরে আবাহন করিল তেমন
'এস হেথা এস' বলি। সেথা হতে করি অনন্তর
প্রস্থান, অদূরে এক সুবিশাল গৃহ মনোহর
হেরিলেন হনুমান। স্বর্ণময় গবাক্ষ ভূষিত
গৃহ সেই, মণিময় সোপান শ্রেণীতে সুশোভিত;
স্তম্ভশ্রেণী সে গৃহের স্বর্ণ মুক্তা মণি বিমণ্ডিত
অতি উচ্চ ধ্বজশ্রেণী আকাশে সেথায় সমুত্থিত।
চিত্রাঙ্কিত আবরণে আবৃত, স্ফটিকে আচ্ছাদিত,
সুরভিত গৃহে সেই, রক্ষেন্দ্র রাবণ অধিষ্ঠিত;
শোভার আধার সেই রমণীয় রাবণ ভবন,
সর্ব ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিছে অনুক্ষণ।
ভাবিলেন হনুমান পুরী সেই হেরি বারবার,
অমর ভবন একি, স্বর্গ একি শোভার আধার।
সুবর্ণ প্রদীপ রাজী হেরিলেন শোভিছে সেথায়,
রমণীকুলেরে আর হেরিলেন বিহ্বল নিদ্রায়
অর্দ্ধ রাত্রি অবসানে, ভ্রমর গুঞ্জন বিরহিত
পদ্মবন সম তারা সেথায় রয়েছে অবস্থিত।
ভাবিলেন হনুমান হয় এ ধরাতে নিপতিত
যে সব তারকারাজী বুঝি তারা হেথা একত্রিত
কাহারও তিলক লুপ্ত কাহারো বা নূপুর স্খলিত,
অবিন্যস্ত হার কারো, কারো বা বসন অসংবৃত।
কেহ নৃত্যে, কেহ গীতে হয়ে শ্রান্ত, করি আলিঙ্গন,
মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা আছে সেথা নিদ্রায় মগন।

মত্ততার বশে আর স্নেহ বশে সে রমণীগণ
গাত্র লগ্ন হয়ে সেথা ছিল সবে নিদ্রায় মগন।
ভাবিলেন হনুমান এই সব রমণীর মত
হন যদি রূপবতী সীতা তবে রূপসী নিশ্চিত।
আপন চিন্তাতে সেই ব্যথা বোধ করি অনন্তর
ভাবিলেন হনুমান, এ হেন অকার্য্য সুদুষ্কর
করেছেন যাঁর তরে রক্ষেশ্বর লঙ্কা অধিপতি,
সীতা সেই সুনিশ্চয় বিশিষ্ট ভাবেতে রূপবতী।
হেরিলেন অনন্তর চারিদিকে করি নিরীক্ষণ,
স্ফটিকে নির্মিত এক রত্নময় উত্তম আসন।
সে আসন সন্নিকটে রত্নে আর মাল্যে বিভূষিত
চন্দ্রমার সম শুভ্র ছত্র এক ছিল সংস্থাপিত।
হেরিলেন হনুমান সমুজ্জ্বল শয্যাতে সেথায়,
নিদ্রিত রাক্ষস রাজ, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ প্রায়।
উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী মহাবাহু চন্দন চর্চিত,
কাঞ্চন খচিত বস্ত্রে, উত্তম ভূষণে সুশোভিত
সুরূপ সে রক্ষেশ্বর। সুন্দরী রমণীগণ যত
করিছে তাহারে সেথা চামর ব্যজন অবিরত।
মহাবল রাবণেরে হেরি সেথা হলেন তখন
সহসা উদ্বিগ্ন অতি কপিশ্রেষ্ঠ পবন নন্দন।
ক্ষণপরে নির্ভয়েতে করি এক বেদী আরোহণ
নিদ্রিত রাক্ষস রাজে লাগিলেন করিতে দর্শন।
পূর্ণ ইন্দুনিভাননী অম্লান মাল্যেতে বিভূষিতা
বহু পত্নী রাবণের ছিল তাঁর চরণে শায়িতা।
শয্যা সন্নিকটে তাঁর অপর শয্যাতে মনোহর
রূপসী রমণী এক শায়িতা, হেরিলা কপিবর।
সুনীল জলদ মাঝে বিদ্যুতের সম প্রভান্বিতা
অন্তঃপুর অধীশ্বরী মন্দোদরী সেথায় শায়িতা।

গৌরাঙ্গী কাঞ্চন কান্তি, রূপে তাঁর গৃহ উদ্ভাসিত,
নেহারি মারুতি তাঁরে হলেন পরম আনন্দিত।
বিস্ময় আবিষ্ট হয়ে হনুমান ভাবিলেন মনে,
অতুল সৌন্দর্য্যময়ী সীতারে কি নেহারি এখানে॥
ভাবিলেন পুনরায় স্থির হয়ে পবন নন্দন,
রাম বিরহিত হয়ে করি নানা ভূষণ ধারণ,
নিদ্রামগ্ন হতে সীতা কভু নাহি হবেন সক্ষম।
সম্ভব নহেক সীতা হেন ভাবে রবেন শায়িতা
পরপুরুষের পাশে, নিশ্চয় নহেন ইনি সীতা,
হন ইনি অন্য কেহ। ভাবি ইহা পবন নন্দন
পান ভূমি মাঝারেতে করিলেন প্রবেশ তখন।
রাবণের পান ভূমি সর্ব কাম্য রস সমন্বিত,
বরাহ ও মৃগমাংস রয়েছে সেথায় সুসজ্জিত;
ময়ূর, কুক্কুট মাংস অর্দ্ধভুক্ত আছে সেথা আর
সুবিশাল স্বর্ণপাত্রে। আছে নানা রসের আধার
লেহ্য, পেয়, ফল, মধু, শর্করা ও বিবিধ আসব,
লবণ, অম্ল ও গুড় মিশ্রিত রয়েছে মাংস সব।
আকীর্ণ সে পান ভূমি স্বর্ণ রৌপ্য স্ফটিকে নির্মিত
মদ্য পাত্রে, পান পাত্রে, সুবর্ণ কুম্ভেতে আর যত।
কোথাও বা পান পাত্র আছে পূর্ণ, কোথাও আবার
হয়েছে তা নিঃশেষিত, অর্দ্ধ ভুক্ত ফল বহু আর
রয়েছে কোথাও সেথা, সুবিচিত্র মাল্য রাশি যত,
হেরিলেন হনুমান বিক্ষিপ্ত রয়েছে ইতস্ততঃ।
অনন্তর মনে মনে ভাবিলেন পবন নন্দন,
পরদার পরিপূর্ণ অন্তঃপুর দেখেছি এখন
হেথা আমি, ধর্মহানি হবে তাহে নিশ্চয় আমার,
কিন্তু এ মনেতে মম কিছুইতো হয়নি বিকার।

রাবণের পত্নীগণে যদিও করেছি নিরীক্ষণ,
প্রবৃত্তির হেতু যাহা অবিকৃত মম সেই মন।
সীতারে অন্যত্র আমি না পারি করিতে অন্বেষণ,
স্ত্রীজাতি খুঁজিতে হয় স্ত্রী মাঝেই করি বিচরণ।
উচিত যে জাতি যার তারে সেথা করা অন্বেষণ,
হরিনীর মাঝে খুঁজি রমণীর মিলেনা দর্শন।
বিশুদ্ধ মনেই হেথা, সর্বত্র রাবণ অন্তঃপুরে
করেছি সন্ধান আমি, তবু না হেরিনু বৈদেহীরে।
অনন্তর ভ্রমি বহু লতাগৃহে, চিত্রগৃহে আর,
নিশাগৃহে, কোথাও না লভিলেন দর্শন সীতার।
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ভাবিলেন মনেতে তখন,
করি অন্বেষণ বহু না লভিনু সীতার দর্শন।
সচেষ্ট ছিলেন সীতা ধর্ম নিজ করিতে রক্ষণ
করেছে বুঝিবা তাই বধ তাঁরে দুরাত্মা রাবণ।
অথবা বিকৃত নেত্রা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরে যত
হেরি সীতা হয়েছেন মৃত্যুমুখে ভয়ে নিপতিত।
সর্ব অন্তঃপুর ভ্রমি, না লভিনু সীতার দর্শন,
বৃথাই হয়েছে এবে আমার এ হেন পরিশ্রম।
কি কহিবে কপিগণ এবে আমি যাই যদি ফিরে,
কুমার অঙ্গদ আর জাম্ববান কি কবেন মোরে।
না হেরি সীতারে যদি যাই এবে কি কহিব সবে
করিবে বানরগণ প্রায়োপবেশন পুনঃ এবে।
কিন্তু সৌভাগ্যের মূল, সর্বকার্য্য প্রবর্তক আর
উদ্যম সতত, তাই করিব সে উদ্যম আবার।
যাই নাই যেথা, পুনঃ করিব সেথায় অন্বেষণ,
ভাবি ইহা হনুমান লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।
পুষ্পগৃহ, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, উপবন আর,
অন্তঃপুরে সর্বস্থানে মারুতি ভ্রমিলা বারবার।

বেদিকা, মন্দির, রথ, পুষ্করিণী, বিভিন্ন গহ্বর,
প্রাচীরের অন্তরাল, হেরিলেন ভ্রমি কপিবর।
সুন্দরী রমণী বহু নানা স্থানে করি নিরীক্ষণ,
হলেন বিষণ্ণ অতি বৈদেহীর না লভি দর্শন।
প্রাচীর উপরে বসি, দুঃখে অতি পবন নন্দন
করিলেন হেন ভাবে সকরুণ বিলাপ তখন।
করেছি যাঁহার তরে সুবিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন,
রামের প্রিয়ার সেই কোথাও না লভিনু দর্শন।
নাহিক এ হেন স্থান লঙ্কাপুরে, করি বিচরণ
যেথা আমি করি নাই সযত্নে সীতারে অন্বেষণ।
রয়েছেন সীতাদেবী রাবণের ভবনে হেথায়,
বলেছেন হেন কথা গৃধ্ররাজ সম্পাতি আমায়।
সাগরের ঊর্দ্ধে উঠি যবে তাহা লঙ্ঘিল রাবণ,
বুঝিবা সাগরে সীতা হয়েছেন পতিত তখন।
ধর্মরক্ষা তরে সীতা সচেষ্ট ছিলেন অনুক্ষণ,
করেছে ভক্ষণ তাঁরে তাই বুঝি দুর্বৃত্ত রাবণ।
কিংবা বুঝি রাবণের দুষ্ট বুদ্ধি যত পত্নীগণ,
মিলি সবে সুপবিত্রা জানকীরে করেছে ভক্ষণ।
অথবা রামের কথা মনে মনে ভাবি অনুক্ষণ,
চিন্তাতে আকুল সীতা করেছেন প্রাণ বিসর্জন।
ফিরি যদি কিষ্কিন্ধ্যায় না লভিয়া দর্শন সীতার,
পৌরুষের কথা তবে হবে কিবা তা হলে আমার।
যদি আমি বলি রামে লভি নাই সীতার দর্শন
শুনি তাহা রাম তবে ত্যজিবেন আপন জীবন।
রামের মৃত্যুতে প্রাণ ত্যজিবেন নিশ্চয় লক্ষ্মণ,
ভরত, শত্রুঘ্ন আর কৌশল্যাদি যত মাতৃগণ

ত্যজিবেন প্রাণ সবে। রাম শোকে রবেনা জীবন
সুগ্রীবের, যাবে প্রাণ রুমা আর তারার তখন
শোকেতে সুগ্রীব তরে, অঙ্গদ জীবন অনন্তর
করিবেন বিসর্জন হয়ে অতি শোকেতে কাতর।
প্রিয় বাক্যে, অন্নদানে, করেছেন যাদেরে পালন
সুগ্রীব, শোকেতে তাঁর মরিবেন সেই কপিগণ।
সুগ্রীবের পুরী মাঝে আর আমি যাবনা এখন,
লোকক্ষয় এত আমি চাহিনা করিতে দরশন।
ফল মূল ভোজী হয়ে হব কিংবা তপস্বী এখন,
ফিরিবনা কভু তবু না লভি সীতার দরশন।
অথবা সমুদ্রকূলে চিতা আমি করি বিরচিত,
বহ্নিতে প্রবেশ করি প্রাণ ত্যাগ করিব নিশ্চিত।
কিন্তু হয় বহু দোষ প্রাণ ত্যাগে, রহিলে জীবন
হয় শুভ, এবে তাই প্রাণ আমি করিব ধারণ।
রাবণে বধিব আমি, করেছে যে সীতারে হরণ,
তা হলেই হবে করা সমুচিত শত্রু নির্যাতন।
কিংবা নিয়ে উপহার দিব রামে সাগরে ক্ষেপণ
করি তারে বারে বারে, দেয় পশুপতিরে যেমন
পশু সবে। অনন্তর হয়ে অতি চিন্তায় মগন
ভাবিলেন হনুমান, সীতারে করিব অন্বেষণ
পুনরায় এবে আমি, সুবিশাল অশোক কানন
যেতেছে যে দেখা ওই, সেথা আমি করিব গমন;
করি নাই অন্বেষণ পূর্বে সেথা, যত দেবগণ
করুন কার্য্যেতে এই সিদ্ধি মোরে প্রদান এখন।

৩। অশোক বনে হনুমান

অনন্তর উল্লম্ফনে উপনীত সে প্রাচীর হতে
হলেন মারুতি আসি, অশোক বনের প্রাচীরেতে।
বসি সেথা হনুমান হেরিলেন হয়ে পুলকিত
মনোরম তরুরাজী নানা পুষ্প সম্ভারে শোভিত।
নেহারি উদ্যান সেই সমাবৃত বৃক্ষ ও লতায়
ধনুর্মুক্ত বাণ সম উল্লম্ফনে গেলেন সেথায়।
পশি সেথা হেরিলেন বিহগ কাকলি মুখরিত
বৃক্ষ বহু, ফল, পুষ্প, কোকিল ও ভৃঙ্গ সমন্বিত।
মৃগযূথে, ময়ূরেতে পূর্ণ সে কাননে মনোরম,
লাগিলেন রাজপুত্রী সীতারে করিতে অন্বেষণ।
বৃক্ষে বৃক্ষে গমনের বেগে তাঁর, হয়ে প্রকম্পিত
আরম্ভিল পুষ্পরাজী বরষিতে বৃক্ষ সেথা যত।
বসন ভূষণ হীন হয় অক্ষ ক্রীড়াতে বিজিত
ব্যক্তি যথা, সে ভাবেতে পত্র পুষ্প ফল বিবর্জিত
হলো যত বৃক্ষরাজী হয়ে তাঁর বেগেতে কম্পিত।
হেরিলেন হনুমান সে কাননে করি বিচরণ,
প্রস্ফুটিত পদ্মে বহু পরিপূর্ণ অতি মনোরম
বিশাল দীর্ঘিকা নানা, সুনির্মল সলিলে পূরিত,
শ্রেণীবদ্ধ মণিময় সোপান রাজীতে বিভূষিত।
ডাহুক, সারস, হংস, চক্রবাক রবে মুখরিত
ব্যাপী সেই, তীরে তার কুসুমিত লতা সমন্বিত
নানা বৃক্ষ গুল্মে পূর্ণ উপবন আছে বিরাজিত।
শিলাগৃহ সমন্বিত পর্বত সেথায় এক আর
মেঘ সম রমণীয় হলো দৃষ্টিগোচর তাঁহার।
হেরিলেন আর এক বহু পত্রে লতাতে আবৃত
শিংশপা, কাঞ্চন প্রভ, স্বর্ণময় বেদীতে বেষ্টিত।

করি সে শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ মারুতি তখন
ভাবিলেন মনে মনে, বন মাঝে করি বিচরণ
এই রমণীয় স্থানে হয়তো বা পারেন আসিতে
রাম প্রিয়া সীতাদেবী, পশুপক্ষী সহ কাননেতে
বাসিতেন ভাল তিনি অবস্থান করিতে সতত,
হয়তো ভ্রমিতে তাই হেথায় হবেন সমাগত।
শিংশপা বৃক্ষেতে সেই আরোহণ করিয়া তখন
পত্রাবৃত থাকি সব লাগিলেন করিতে দর্শন।
হেরিলেন অনন্তর রাক্ষসীগণেতে পরিবৃতা,
উপবাসে কৃশা, দীনা, যেন অগ্নি ধূমে আচ্ছাদিতা।
রমণী আছেন এক অদূরেতে বসি সেইখানে,
শুধুই মলিন এক পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধানে।
দুঃখেতে সন্তপ্ত অতি অশ্রুজলে প্লাবিত আনন,
মনে হলো মারুতির সীতা বলি তাঁরেই তখন।
দেহের প্রভায় তাঁর চারিদিক সেথা উদ্ভাসিত
করিছেন তিনি আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ অবিরত।
যেন বিমলিন স্মৃতি সন্দেহেতে, ঋদ্ধি অপহৃত,
যেন বা ব্যাহত শ্রদ্ধা, কিংবা যেন আশা প্রতিহত।
সিদ্ধি যেন বাধা প্রাপ্ত, কীর্ত্তি যেন অপবাদে ম্লান,
শোকেতে আচ্ছন্ন সীতা সে সবার মত ম্রিয়মাণ।
বলেছেন রাম যাহা সীতার ভূষণবিবরণ,
মারুতি অঙ্গেতে তাঁর করিলেন তাহা নিরীক্ষণ।
ভাবিলেন অনন্তর, কর্ণেতে কুণ্ডল মনোরম,
মণি আর প্রবালেতে খচিত বিবিধ আভরণ,
হস্ত মাঝে যাহা এঁর করিতেছি এবে নিরীক্ষণ,
রাম হতে সে সবার জেনেছি সকল বিবরণ।
পড়েছিল ঋষ্যমূকে উত্তরীয় সহ আর যাহা,
নাহি দেখিতেছি শুধু অঙ্গেতে ইঁহার এবে তাহা।

ইনিই রামের প্রিয়া কনক বর্ণাঙ্গী সেই সীতা,
বিচ্ছিন্ন হয়ে ও যিনি পতির হৃদয়ে অবস্থিতা
মারুতি এ হেন ভাবে হেরি সেথা সীতারে তখন,
প্রভু রামে বারবার করিলেন অন্তরে স্মরণ।
সীতা ও রামের কথা করি চিন্তা পবন নন্দন
বাষ্পাকুল নয়নেতে ভাবিলেন মনেতে তখন।
অসিত নয়না সীতা স্বভাবেতে, বয়ঃ ক্রমে আর,
আভিজাত্য লক্ষণেতে সমতুলা ভর্তার তাঁহার।
নিহত ইঁহার তরে হয়েছেন বালী মহাবল,
কবন্ধ, বিরাধ, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, রক্ষদল
সহস্র সহস্র আর অনল শিখার সম শরে
রামের, হয়েছে হত জনস্থানে শুধু এঁরি তরে।
সুগ্রীব বানর রাজ্য লভেছেন ইঁহারি কারণে,
সমুদ্র লঙ্ঘন করি এঁরি তরে আসি এইস্থানে
হেরিতেছি লঙ্কা আমি, রামের করিতে যদি হয়
বিপর্য্যস্ত এ ধরণী এঁর তরে, উচিত নিশ্চয়
হবে তাঁর তাই এবে। একাংশের সঙ্গেও সীতার
ত্রিলোকের যত রাজ্য হয় না তুলনা কভু তার।
দুহিতা মিথিলাপতি জনকের পতিব্রতা সীতা,
হয়েছেন ক্ষেত্র হতে হল কর্ষণেতে সমুত্থিতা
মেদিনীর বক্ষ ভেদি, সুপবিত্র পদ্মরেণু প্রায়
ধূলিতে আবৃত হয়ে। ছিলেন নৃপতি অযোধ্যায়
পরাক্রান্ত দশরথ, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ইনি তাঁর,
আসিলেন বনে ইনি হয়ে অনুরাগিণী ভর্তার।
সর্ব কষ্ট তুচ্ছ করি, সর্ব ভোগ করি বিসর্জন,
করিলেন পতি সহ নির্জন কাননে আগমন।
নেহারিতে সরোবর চাহে যথা পিপাসিত জন,
হেরিতে ইঁহারে রাম হয়েছেন ব্যাকুল তেমন।

চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সে কাননে মারুতি তখন,
শোকার্তা সীতারে সেই লাগিলেন করিতে দর্শন।
ভীষণ দর্শনা যত রাক্ষসীরে দেখিলেন আর,
আছে বসি অদূরেতে অতি ঘোর বিকৃত আকার।
কেহ বা একাক্ষী সেথা, এক হস্ত, এক পদ আর
কোন কোন রাক্ষসীর, কারো নাসা মস্তকেতে তার।
কেহ অতি লম্বস্তনী, কারো আর ওষ্ঠ লম্বমান,
শুকর, মহিষ, ব্যাঘ্র, মৃগ, ছাগ, শৃগাল সমান
মুখ নানা রাক্ষসীর। কেহ কুব্জ, কেহ বা বামন,
কেহ দীর্ঘ, কেহ খর্ব, কৃষ্ণ আর পিঙ্গল বরণ।
কেহ বা মুদ্গর, কেহ শূল হস্তে রয়েছে সেখানে,
করিছে ভোজন মাংস হয়ে সবে মত্ত সুরাপানে।
সে সবার পাশে সীতা অবস্থিতা আছেন সেথায়,
ক্ষীণ পুণ্য স্বর্গভ্রষ্ট ভূপতিত তারকার প্রায়।

৪। সীতা সন্নিধানে রাবণ

হেন ভাবে হনুমান লভিলেন যবে দরশন
বৈদেহীর, নিশা প্রায় শেষ হয়ে আসিল তখন।
শোনা গেল আর যত বেদবিৎ ব্রহ্ম রাক্ষসের
উচ্চারিত বেদ ধ্বনি। সুমধুর মঙ্গল বাদ্যের
শুনি রব রক্ষেশ্বর রাবণ হলেন জাগরিত,
জানকীর চিন্তা আর মনে তাঁর হলো সমুদিত।
রহিতে না পারি স্থির, হয়ে নানা ভূষণে ভূষিত,
চলিলেন ত্বরা করি নানা বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত
অশোক কানন পানে। দেবাঙ্গনা সম বহু আর
পুরাঙ্গনা রাবণের গেল সবে সঙ্গেতে তাঁহার।

স্বর্ণদীপ, তালবৃন্ত, বারিপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার
চামর ও পানপাত্র, আসন, উজ্জ্বল ছত্র আর
স্বর্ণদণ্ড সমন্বিত, লয়ে হস্তে সে অঙ্গনাগণ,
রক্ষেশ্বর রাবণের সঙ্গে সবে চলিল তখন।
এলায়িত কেশপাশ, ভ্রষ্ট মাল্য, সখলিত চরণ,
নিদ্রাবেশে বিজড়িত মদির লোচনা মনোরম
পত্নীগণ রাবণের, গেল আর পতির সঙ্গেতে
মেঘ সহ বিদ্যুল্লতা সম সবে প্রদীপ্ত শোভাতে
শুনিলেন হনুমান নূপুরের ধ্বনি সে সবার,
বীর্য্যবান রাবণেরে হেরিলেন সমাগত আর।
সমুজ্জ্বল দীপে বহু চারিদিক হলো উদ্ভাসিত
ধনুর্বাণ বিরহিত মূর্ত্তিমান কন্দর্পের মত
দেখা গেল রক্ষেশ্বরে, মদমত্ত তাম্রাভ নয়ন,
অঙ্গে দুগ্ধ ফেণ নিভ শুভ্র তাঁর বস্ত্র সর্বোত্তম।
বিলুণ্ঠিত বস্ত্র সেই, স্থান ভ্রষ্ট মাল্য আদি যত,
করি আকর্ষণ তিনি করিছেন স্বস্থানে স্থাপিত।
রূপসী রমণীগণে বেষ্টিত সে রক্ষেন্দ্র রাবণে
হেরিলেন হনুমান প্রবেশিতে অশোক কাননে
ভাবিলেন হেরি তাঁরে পূর্বে যাঁরে দেখেছি নিদ্রিত
গৃহ মাঝে, ইনিই সে রাবণ হেথায় সমাগত।
হয়ে রাবণের তেজে অভিভূত মারুতি তখন
বৃক্ষের উর্দ্ধেতে উঠি রহিলেন সেথায় গোপন।
দরশন বাসনায় জানকীর পশি সে কাননে
রক্ষেশ্বর অনন্তর গেলেন সীতার সন্নিধানে।
রাবণে নেহারি সীতা প্রবল পবনে আন্দোলিত
কদলী বৃক্ষের সম লাগিলেন হতে বিকম্পিত।
হেরিলেন দশানন রাক্ষসী বেষ্টিতা জানকীরে
দীন ভাবে উপবিষ্টা অনাবৃত ভূমির উপরে।

বৃক্ষ হতে ছিন্ন হয়ে ভূপতিত শাখার মতন
পঙ্কে লিপ্ত পদ্ম সম মলিন হয়েও মনোরম।
উপবাসে ক্ষীণ দেহ, শোকে আর ভয়ে নিমজ্জিত,
একমাত্র দীর্ঘ বেনী পৃষ্ঠে তাঁর অযত্নে রক্ষিত।
মধুর বাক্যেতে সেই বিমলিনা সীতারে তখন
কহিলেন রাক্ষসেন্দ্র, দেহ নিজ করি আচ্ছাদন
চাহিছ থাকিতে কেন অন্তরালে দৃষ্টির আমার,
সর্বলোক মনোহর অয়ি প্রিয়ে, সর্বাঙ্গ তোমার।
করিতেছি বিশালাক্ষী সদা আমি কামনা তোমারে,
কিন্তু তুমি মনে সীতা ভয় কিছু কোরোনা আমারে।
হলেও রাক্ষস ধর্ম পর ভার্য্যা হরণ, ধর্ষণ,
অকামা তোমারে আমি করিবনা কভু পরশন।
আমাতে প্রণয় রতী হও তুমি, শোকার্ত অন্তরে
থেকোনা এহেন ভাবে, কর তুমি বিশ্বাস আমারে।
এক বেনী, ভূমি শয্যা, উপবাসে দিবস যাপন,
তোমারে সাজেনা দেবী, নাহি সাজে মলিন বসন।
শয্যা ও আসন নানা, মহামূল্য বসন ভূষণ,
হও প্রাপ্ত তুমি সীতে, করি এবে আমারে গ্রহণ।
কর তুমি উপভোগ নৃত্য গীত বাদ্য মোর সনে
সজ্জিত স্ত্রীরত্ন তুমি কর দেহ, বিবিধ ভূষণে।
হতেছে অতীত এই নবোদ্ভূত যৌবন তোমার,
নদীর স্রোতের মত গেলে চলি ফিরিবেনা আর।
মনে হয় রূপ কর্তা বিশ্ব স্রষ্টা সৃজিয়া তোমারে
হলেন সৃজনে ক্ষান্ত, রূপে তাই না হেরি সংসারে
কেহ আর তোমা সম। তোমারে নেহারি বিমোহিত,
কে না হবে এ সংসারে, ব্রহ্মাও হবেন বিচলিত।
হও মম ভার্য্যা, হও প্রধানা মহিষী মম আর,
তোমার মূঢ়তা হেন হে মৈথিলী কর পরিহার।

ত্রিভুবন হতে বহু রত্ন যা করেছি আহরণ,
রাজ্য সহ সব তাহা তোমারে করিব সমর্পণ।
কর তুমি বাঞ্ছা মোরে, সুসজ্জিত হও অলঙ্কারে,
কর ধন রত্ন দান, কর আজ্ঞা জ্ঞাপন আমারে।
আমার সম্পদ যাহা এবে তাহা কর নিরীক্ষণ,
চীরধারী রামে লয়ে কিবা বল করিবে এখন।
মম অন্তঃপুরে যত রমণী রয়েছে গুণান্বিতা,
সে সবার উপরেতে কর তুমি আধিপত্য সীতা।
রয়েছে আয়ত্তে মম কুবেরের ধন রত্ন যত,
মম সহ মিলি তুমি কর ভোগ সে সব সতত।
পুষ্পিত তরুতে পূর্ণ বনমাঝে, সাগর সৈকতে,
সুখেতে ভ্রমণ তুমি কর এবে আমার সঙ্গেতে।
হতশ্রী, কাননবাসী, ভূমিশায়ী রাম অয়ি সীতে
এখনো জীবিত কিনা, আছে জেনো সন্দেহ তাহাতে।
রাবণের বাক্য শুনি ব্যবধান স্বরূপে তখন,
উভয়ের মাঝে সীতা করিলেন তৃণ সংস্থাপন।
কহিলেন অনন্তর, মন তুমি ফিরায়ে এখন
আমা হতে, প্রীতিভরে কর নিজ ভার্য্যাতে স্থাপন।
নাহি লভে পাপাচারী সিদ্ধি যথা, তেমনি আমারে
লভিবেনা কভু তুমি স্থির ইহা জানিও অন্তরে।
রাবণের দিক হতে অনন্তর ফিরায়ে নিজেরে,
পশ্চাতে রাখিয়া তারে, কহিলেন বৈদেহী তাঁহারে।
সতী আমি পর ভার্য্যা, সাধু সম কর আচরণ,
কর্তব্য স্বভার্য্যা সম পর ভার্য্যা করা সংরক্ষণ।
নহে তুষ্ট স্বভার্য্যাতে যেজন, অশুভ হয় তার,
শিষ্টজন আচরণ বহির্ভূত এ বুদ্ধি তোমার।
রাজ্যের পতন সদা হয়ে থাকে পাপেতে রাজার,
ধনৈশ্বর্যশালী লঙ্কা হবে ধ্বংস পাপেতে তোমার।

এ লঙ্কা রক্ষিতে ইচ্ছা থাকে যদি তোমার অন্তরে,
মিত্র ভাবে রাম হস্তে প্রত্যর্পণ কর তবে মোরে।
না হলে, যদিবা লভ বজ্র কি কৃতান্ত সমীপেতে
ত্রাণ তুমি, লভিবেনা পরিত্রাণ রাম হস্ত হতে।
তোমার শুনিতে হবে অচিরেই ইন্দ্রের বজ্রের
ভীষণ নির্ঘোষ সম জ্যা নির্ঘোষ ক্রুদ্ধ রাঘবের
ছিলেন দূরেতে যবে ভ্রাতা দোঁহে, আমারে তখন
শূণ্য আশ্রমেতে পশি রে অধম, করেছ হরণ।
রাম আর লক্ষ্মণের শর জালে জীবন তোমার
হবে নষ্ট সুনিশ্চয়, নাহি তাহে সন্দেহ আমার।

সীতার কঠোর বাক্য রক্ষেশ্বর করিয়া শ্রবণ,
অপ্রিয় বাক্যেতে তাঁরে লাগিলেন কহিতে তখন।
রমণীরে করে বশ পুরুষের কোমল বচন,
কিন্তু কহি বারবার প্রিয় বাক্য তোমারে এখন
হয়েছি বিফল আমি, করে থাকে বিপথে ধাবিত,
অশ্বগণে যে ভাবেতে নিপুণ সারথি সুসংযত
কামনা তোমার তরে আমার হৃদয় সমুত্থিত
করিছে এখন সীতা, ক্রোধ মোর যে ভাবে সংযত।
থাকে মনে অভিলাষ যার তরে, ক্রোধের কারণ
হলেও সে, হয়ে থাকে দয়া আর স্নেহের ভাজন।
শুধুই রয়েছি ক্ষান্ত সে কারণে, মিথ্যা তপোরতা
তুমি সীতা বধ যোগ্যা, এবে তুমি সুকঠোর কথা
বলেছ যে হেন ভাবে হে জানকী, মোরে বারবার,
তোমারে বধের হেতু হতে পারে সে বাক্য তোমার।
করেছি তোমার তরে পূর্বে যে সময় নির্দ্ধারণ,
অবশিষ্ট আছে তার দুই মাস বৈদেহী এখন।

সে সময় অন্তে তুমি না আসিলে আমার শয্যায়
পাচকেরা মোর তরে খণ্ড খণ্ড করিবে তোমায়
মম প্রাতরাশ তরে। সীতারে নেহারি তিরস্কৃত
সে ভাবে, বিষণ্ণ হয়ে রাবণের সহ সমাগত
দেব ও গন্ধর্বকন্যা মিলি সবে ইঙ্গিতে তাঁহারে
করিলেন নানা ভাবে আশ্বাস প্রদান বারে বারে।
আশ্বাসিতা হয়ে সীতা কহিলেন গর্বে রাবণেরে,
মনে হয় নাহি হেন হিতার্থী তোমার লঙ্কাপুরে
এ গর্হিত কাজ হতে করিবে যে নিবৃত্ত তোমারে।
বীরেন্দ্র রামের ভার্য্যা মোবে তুমি কহিলে যা এবে
পাপ কথা, মুক্তি তার ফল হতে কি ভাবে লভিবে।
মহাবল বীর হয়ে কুবেরের ভ্রাতা হয়ে আর,
রামে অপসৃত করি কেন ভার্য্যা হরিলে তাহার।
সীতার সে কথা শুনি মহাক্রোধে রক্ষেন্দ্র রাবণ
কুটিল দৃষ্টিতে তাঁবে লাগিলেন করিতে দর্শন।
কহিলেন অনন্তর, কাণ্ড জ্ঞান বিহীনেব মত
করিছ পালন তুমি, অর্থহীন তোমার এ ব্রত।
সূর্য্যের আলোকে হয় অন্ধকার বিনষ্ট যেমন,
তোমারে বিনষ্ট আমি সেভাবেতে করিব এখন।
কহি ইহা মৈথিলীরে, ভয়ঙ্কর রাক্ষসীগণেরে
কহিলেন রক্ষপতি, বশে মম আন জানকীরে।
একক ভাবেতে কিংবা সবে মিলি হে রাক্ষসীগণ,
কভু প্রতিকূলে, কভু অনুকূলে করি আচরণ
কর বশ সবে তারে। কহি ইহা রাবণ তখন
কাম আর ক্রোধ বশে লাগিলেন করিতে গর্জন।
তখন নিকটে তাঁর পত্নী ধান্যমালিনী নামেতে
রাক্ষসী, কহিল আসি, আলিঙ্গন বাহু বেষ্টনেতে

করি তাঁরে, মম সনে ক্রীড়া এবে কর মহারাজ,
এই দীনা বিমলিনা মানুষীতে নাহি কোন কাজ।
শ্রেষ্ঠ ভোগ্য যাহা কিছু করেননি যত দেবগণ
বিধান তা এর তরে, অকামারে করি আকিঞ্চন
কামনাকারীর হয় সন্তাপ ভুগিতে অবিরত,
হয় প্রীতি সমুৎপন্ন সকামার সান্নিধ্যে সতত।
শুনি তার কথা সেই রক্ষেশ্বর সহাস্যে তখন
লয়ে সবে করিলেন আপনার ভবনে গমন।

৫। রাক্ষসীদের সীতা উৎপীড়ন

সেথা হতে স্বভবনে চলি যবে গেলেন রাবণ,
ভীমাকৃতি রাক্ষসীরা সীতা পাশে আসিল তখন।
কহিল তাহারা সবে, ব্রহ্মার মানস পুত্র যিনি,
সেই পুলস্ত্যের পুত্র ছিলেন বিশ্রবা নামে মুনি।
সে মহর্ষি বিশ্রবার হন পুত্র রক্ষেন্দ্র রাবণ,
হও বিশালাক্ষী সীতা ভার্য্যা তুমি তাঁহার এখন।
করেছেন পরাজিত গন্ধর্ব, দানব, নাগগণে
যিনি সীতা সেই তিনি, এবে এসেছিলেন এখানে।
যার ভয়ে নাহি দেন তাপ সূর্য্য, বেগে প্রবাহিত
নাহি হন কভু বায়ু, পুষ্পবৃষ্টি করে বৃক্ষ যত।
করে থাকে জলদান জলধর ইচ্ছামত যাঁর,
কেন চাহিছনা তুমি হে জানকী ভার্য্যা হতে তাঁর।
তোমার মঙ্গল তরে কহিলাম এসব এখন,
না শুনিলে কথা এই হবে এবে ত্যজিতে জীবন।
মনোরম অন্তঃপুরে, মহামূল্য শয্যা মাঝে আর
করিতে যাপন কেন ইচ্ছা নাহি হতেছে তোমার।

ত্রৈলোক্যের বিত্তভোগী রক্ষেশ্বর রাবণে গ্রহণ
করি সীতা ভর্তারূপে কর সুখে বিহার এখন।
করিছ বাসনা তুমি রাজ্যভ্রষ্ট বিহ্বল রামেরে,
উদ্ধার করিতে তাঁর নাহি শক্তি বৈদেহী তোমারে।
কহিলেন সীতা, এবে পাপকার্য্য করিতে আমারে
কহিছ যা, সে কথার নাহি স্থান আমার অন্তরে।
করিবনা তোমাদের বাক্য এই রক্ষা কভু আমি,
দীন আর রাজ্যহীন যাহাই হউন মম স্বামী,
আমার তিনিই গুরু, লোপামুদ্রা সম অগস্ত্যের,
বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, দময়ন্তী নৃপতি নলের,
সত্যবানের আর অনুগতা সাবিত্রীর মত,
চির অনুগতা আমি জেনো সবে রামের সতত।

শুনি তাহা লম্বমান দীপ্ত ওষ্ঠ করিয়া লেহন,
আবেষ্টন করি তাঁরে, করি হস্তে কুঠার গ্রহণ,
কহিল রাক্ষসী যত ক্রোধ ভরে, রক্ষেন্দ্র রাবণে,
ভর্তা যোগ্য বলি তুমি কেন সীতা করিছনা মনে।

সে সবার তিরস্কারে করি সীতা অশ্রু বিসর্জন
শিংশপা বৃক্ষের পাশে আগমন করিয়া তখন
বসিলেন মূলে তার। নিশাচরী বিকট আকৃতি
বিনতা কহিল তাঁরে, পতি প্রেম দেখায়েছ অতি।

অয়ি সীতা, কিন্তু জেনো মাত্রার অধিক হয় যাহা
এ সংসারে, বিপদের কারণ সতত হয় তাহা।

মানুষের কর্তব্য যা, তাহা তুমি করেছ পালন,
হয়েছি সন্তুষ্ট তাহে, কর তুমি পালন এখন
বাক্য মোর, করি তুমি স্বামী রূপে রক্ষেন্দ্রে গ্রহণ,
জগতের অধীশ্বরী হও এবে। অল্প আয়ু, আর
দুর্গত রামেরে দিয়ে, হে জানকী কি হবে তোমার।

আমাদের এই কথা যদি তুমি না কর পালন,
তোমারে আমরা সবে জেনো তবে করিব ভক্ষণ।
কহিল লম্বিত স্তনী, বিকটা নামেতে নিশাচরী
কোপান্বিতা হয়ে অতি, মুষ্ঠি তার সমুত্থত করি,
তোমার বিরূপ বাক্য সহ্য করি করেছি শ্রবণ,
করিছনা আমাদের হিত বাক্য কিছুই গ্রহণ।
দুর্গম সমুদ্র পারে, রাবণের অন্তঃপুরে হেথা,
আছ অবরুদ্ধা তুমি হয়ে সীতা সদা সুরক্ষিতা
আবেষ্টনে আমাদের। করিতে তোমারে পরিত্রাণ,
ইন্দ্রেরো হবেনা শক্তি, থেকোনা শোকেতে হেন ম্লান।
শোন হিত বাক্য মোর, কর ক্রীড়া আনন্দিত মনে
নিজ অভিপ্রায় মত অয়ি সীতা, রক্ষেন্দ্রের সনে।
যৌবন অনিত্য জেনো রমণীর, না হতে বিগত
তোমার যৌবন এই, সুখভোগে রহ তুমি রত।
রমণীয় উদ্যানেতে, পর্বতের নানা উপবনে,
কর তুমি বিচরণ, মিলি এবে রক্ষেন্দ্রের সনে।
রক্ষেশ্বরে পতি ভাবে না করিলে গ্রহণ এখন,
করিব ভক্ষণ, করি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন।
কহিল ঘূরায়ে শূল চণ্ডোদরী রাক্ষসী তখন,
সাধ হয় মনে মোর, করি এর সর্বাঙ্গ ভোজন।
ভুজদ্বয়, পার্শ্ব ভাগ, যকৃৎ, প্লীহা ও নাড়ী যত
মস্তক ইহার আর সাধ হয় খেতে ইচ্ছামত।
কহিল প্রঘসা নামে নিশাচরী, নিধন এখন,
করিব ইহারে আমি কণ্ঠ এর করি নিপীড়ন।
অজামুখী নামে এক রাক্ষসী কহিল অনন্তর,
বধি এরে, মাংসপিণ্ড সম ভাবে বণ্টন সত্বর
কর এবে সবাকারে, বিবাদে নাহিক প্রয়োজন,
পর্য্যাপ্ত ভাবেতে হেথা মদ্য নানা কর আনয়ন।

সূর্পণখা নিশাচরী শুনি তাহা কহিল তখন,
অজামুখী বলিছে যা, ইচ্ছা তাহা আমারো এখন।
সর্বশোক বিনাশিনী সুরা ত্বরা আনি হেথা এবে,
নরমাংস আস্বাদন করিব মিলিত হয়ে সবে।
আনন্দেতে অনন্তর করি নিকুম্ভিলাতে গমন,
করিব সেথায় নৃত্য মোরা যত নিশাচরীগণ।

নিদারুণ বাক্য যত সে সবার করিয়া শ্রবণ,
বাষ্পাকুল হয়ে সীতা লাগিলেন করিতে রোদন।
পুষ্পিত অশোক শাখা অনন্তর করিয়া ধারণ,
মনে মনে ভর্তা রামে লাগিলেন করিতে স্মরণ।
কম্পিতা সীতার সেথা দীর্ঘবেনী পৃষ্ঠে বিকম্পিত,
দেখা গেল যেন এক সঞ্চারিনী ভুজঙ্গের মত।
হা রাম, লক্ষ্মণ, বলি কহিলেন বৈদেহী শোকেতে,
করেছি না জানি কিবা মহাপাপ পূর্ব জনমেতে।
নিদারুণ দুঃখ আমি প্রাপ্ত তাই হতেছি এখন,
মহাশোকে এবে আমি চাহি ত্যাগ করিতে জীবন।
ধিক্ এ মনুষ্য জন্মে, ধিক্ এই পরবশ্যতায়,
নাহি শক্তি প্রাণ মম বিসর্জিতে আপন ইচ্ছায়।
কঠিন প্রস্তর সম মম এই হৃদয় নিশ্চিত,
এ হেন দুঃখেও তাই হতেছেনা এবে বিদারিত।
কর খণ্ড খণ্ড কিংবা অগ্নিদগ্ধ রাক্ষসীরা যত
যদিও আমারে, তবু হবনা রাবণ অনুগত।
কহিছ প্রলাপ বাক্য কেন হেন, আছি এ লঙ্কাতে,
জানিবেন যবে রাম, করিবেন নিহত শরেতে
তখন রাক্ষসকুল, করিতেছি যে ভাবে ক্রন্দন,
পতিহীনা রাক্ষসীরা সে ভাবেতে করিবে রোদন।

ভীমাকৃতি রাক্ষসীরা বৈদেহীরে কহিল তখন,
হে সীতা, তোমার মাংস অচিরেই করিবে ভক্ষণ
সুখেতে রাক্ষসী যত। ত্রিজটা নামেতে একজন
ধর্মশীলা নিশাচরী আসি সেথা কহিল তখন
সে সব রাক্ষসীগণে, মিলি হেথা হে রাক্ষসীগণ
তোমরা একের মাংস কর সবে অপরে ভক্ষণ।
দশরথ পুত্রবধূ জনক তনয়া বৈদেহীরে
হবেনা ভক্ষিতে আর। স্বপ্ন এক ঘুমের ভিতরে,
দেখেছি ভীষণ আমি, অভ্যুদয় দেখেছি রামের,
অমঙ্গল আর আমি দেখেছি সকল রাক্ষসের।
কহিল রাক্ষসী যত হয়ে ভীতা, করেছ দর্শন
স্বপ্নে যাহা, কহ তুমি আমা সবে তার বিবরণ।
কহিল ত্রিজটা আমি, স্বপ্নেতে করেছি নিরীক্ষণ,
শুভ্রমাল্য, শুভ্রবস্ত্র করি নিজ অঙ্গেতে ধারণ
রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে, সহস্র তুরঙ্গ সংযোজিত
রথে এক আরোহিয়া, হয়েছেন হেথা উপনীত।
দেখেছি স্বপ্নেতে সেই, শৈলে এক সাগরে বেষ্টিত,
শুক্লাম্বর পরি সীতা, রাম সনে হলেন মিলিত।
হেরিলাম পুনঃ, রাম চতুর্দন্ত পর্বত আকার
গজেতে, লক্ষ্মণ সহ আসিলেন নিকটে সীতার।
উপবিষ্ট হয়ে সেই গজস্কন্ধে বৈদেহী তখন,
করিলেন দুই হস্তে চন্দ্র আর সূর্য্য পরশন।
হেরিলাম অষ্ট শ্বেত বৃষভ বাহিত এক রথে
লক্ষ্মণ ও সীতা সহ আসিলেন রাম এ লঙ্কাতে।
অনন্তর লয়ে রাম সঙ্গে তাঁর সীতা ও লক্ষ্মণে
গেলেন উত্তর দিকে, আরোহিয়া পুষ্পক বিমানে।
মুণ্ডিত তৈলাক্ত শির রাবণেরে হেরিলাম আর,
কণ্ঠেতে করবী মাল্য, পরিধানে রক্তবস্ত্র তাঁর

পানমত্ত হয়ে তাঁরে হেরিলাম হতে নিপতিত
পুষ্পক বিমান হতে। রথে এক গর্দভ বাহিত
টানিছে স্ত্রীগণ তাঁরে, হেরিলাম এ দৃশ্য আবার
রক্ত মাল্যধারী তিনি, কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধানে তাঁর।
করি হাস্য, করি নৃত্য, তৈল পান করি ভ্রান্ত চিতে,
হেরিনু গর্দভে চড়ি যেতে তাঁরে দক্ষিণ দিকেতে।
ভয়েতে বিহ্বল তাঁরে পুনরায় সে গর্দভ হতে
হেরিলাম নিপতিত ভূমিতলে অধো মস্তকেতে।
সহসা বিবস্ত্র আর ভীত ভাবে হয়ে সমুত্থিত,
কহিলেন দুর্বচন বহু তিনি উন্মত্তের মত।
নরক সদৃশ এক অন্ধকার মল পঙ্কাবৃত
দুর্গন্ধ স্থানেতে পুনঃ রক্ষেন্দ্র হলেন নিমজ্জিত।
দক্ষিণ দিকেতে এক অকর্দম হ্রদে অবশেষে
আসিলেন সেথা হতে, রজ্জু তাঁর বাঁধি কণ্ঠদেশে
কৃষ্ণাঙ্গী কর্দম লিপ্তা রক্তবর্ণ বসনা রমণী
নিল আরো দক্ষিণেতে, রক্ষেন্দ্রে সে স্থান হতে টানি।
হেরিলাম আছে সেথা কুম্ভকর্ণ, আছে সে স্থানেতে
রাবণের পুত্র যত, তৈলসিক্ত মুণ্ডিত শিরেতে।
বরাহেতে দশগ্রীব, কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রের পৃষ্ঠেতে
শিশুমারে ইন্দ্রজিৎ, যেতেছেন দক্ষিণ দিকেতে।
একমাত্র বিভীষণে শ্বেত ছত্রে হেরিনু শোভিত,
শুভ্র মাল্য ধারী আর ধবল বসন পরিহিত।
শঙ্খ দুন্দুভির ধ্বনি নৃত্য গীত হতেছে সেখানে,
চারি মন্ত্রীসহ তিনি হয়েছেন উত্থিত গগনে।
হয়ে ভগ্নদ্বার আর লয়ে অশ্ব গজ আদি যত,
রমণীয় লঙ্কাপুরী সমুদ্রে হয়েছে নিপতিত।
হেরিলাম স্বপ্নে, লঙ্কা অনলে হয়েছে ভস্মীভূত
রামের দূতের হস্তে। রাক্ষসরমণীগণ যত

তৈল পান করি সবে হাসিতেছে অতি উচ্চরবে
ভস্মাচ্ছন্ন লঙ্কা মাঝে, কুম্ভকর্ণ আদি বীর সবে
পশিছে গোময় হ্রদে। হেথা হতে হে রাক্ষসীগণ
যাও দূরে, বৈদেহীরে করিওনা র্ভৎসনা এমন।
লভিতে সীতারে রাম করিবেন ক্রোধেতে নিধন
রাক্ষসকুলেরে আর তোমা সবে হে রাক্ষসীগণ।
বনবাসে অনুগামী প্রিয়তমা ভার্য্যারে তাঁহার
করেছ তর্জন সবে, সহ্য নাহি হবে ইহা তাঁর।
তিরস্কৃতা সীতা পাশে কর ক্ষমা প্রার্থনা সকলে,
করি প্রণিপাত কর প্রসন্ন তাঁহারে, তাহা হলে
করিবেন রক্ষা তিনি, দেখ এবে রাক্ষসীরা যত
পদ্মপত্র তুল্য এঁর বামনেত্র হতেছে স্পন্দিত।
হর্ষে রোমাঞ্চিত এবে বাম বাহু হতেছে সীতার,
স্পন্দিত এখন আর বাম উরু হতেছে ইহার।
বৃক্ষ শাখে বসি পাখী, সুমধুর রবে যেন আর
আসিবেন রাম সীতা, কহিছে যেন তা বারবার।
কহিলেন শুনি তাহা হর্ষ ভরে বৈদেহী তাঁহারে
সত্য যদি হয় ইহা রক্ষা তবে করিব সবারে।

রাক্ষসী বেষ্টিতা হয়ে অনন্তর বৈদেহী সেথায়
লাগিলেন হেনরূপ বিলাপ করিতে পুনরায়।
হায় রাম, হা লক্ষ্মণ, মহাবাত্যা বেগেতে তাড়িত
তরী সম সমুদ্রেতে, হয়েছি বিপদে নিপতিত।
মৃগরূপধারী কাল করেছিল প্রলুব্ধা আমারে,
বিদায় দিলাম তাই রাম আর ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে।
হায় সর্বপ্রিয় রাম, সর্বজীব কল্যাণ নিরত,
হয়েছি বধের পাত্রী, তুমি তাহা রহিলে অজ্ঞাত।

চাহি প্রাণ বিসর্জিতে বিষ কিংবা অস্ত্রেতে এখন,
কিন্তু মোরে দিবে তাহা হেথায় নাহিক হেন জন।
কহিলেন অনন্তর বেনী নিজ করিয়া ধারণ,
এ বেনীতে উদ্বন্ধনে প্রাণ মম ত্যজিব এখন।
শিংশপা বৃক্ষের শাখা করি সীতা ধারণ তখন
রাম আর লক্ষ্মণেরে লাগিলেন করিতে স্মরণ।
সে হেন কালেতে তাঁর সর্ব দেহ হলো সঞ্চারিত
শোক বিনাশক নানা মাঙ্গলিক লক্ষণাদি যত।
বামনেত্র, বামবাহু, বাম উরু বহুকাল পরে
লাগিল স্পন্দিত হতে দেহেতে তাঁহার বারেবারে।
সে শুভ লক্ষণ হেরি, শীর্ণবীজ বর্ষায় যেমন
হয় অঙ্কুরিত, সীতা হর্ষান্বিতা হলেন তেমন।

৬। সীতা ও হনুমান

বৃক্ষ অন্তরাল হতে শুনি সব মারুতি তখন
ভাবিলেন মনে মনে, করিছে যাঁহারে অন্বেষণ
কপিকুল দিকে দিকে, লভেছি সাক্ষাৎ এবে তাঁর,
গুপ্তভাবে ভ্রমি হেথা গুপ্তচর রূপে আমি আর
শত্রুর যা আছে শক্তি সব তাহা দেখেছি এখন,
লঙ্কা আর রক্ষেন্দ্রের প্রভাব করেছি নিরীক্ষণ।
কিন্তু হবে দোষ অতি গেলে চলি না করি প্রদান
আশ্বাস সীতায় এবে, হয়তো বা ত্যজিবেন প্রাণ
যশস্বিনী রাজপুত্রী না হেরি উপায় উদ্ধারের,
কথাও কি ভাবে কহি সমক্ষেতে রাক্ষসীগণের।
কি ভাবেতে করি আর আমার কর্তব্য সম্পাদন,
মহা বিপদেতে আমি নিপতিত হলাম এখন।

রজনীর শেষে এই না করিলে আশ্বাস প্রদান
জানকীরে, তিনি তবে সুনিশ্চয় ত্যজিবেন প্রাণ।

জিজ্ঞাসা যখন রাম করিবেন, মৈথিলী আমারে
বলেছেন কিবা কথা, দিব আমি কি উত্তর তাঁরে।

তাই এই রাক্ষসীরা অসতর্ক থাকিবে যখন,
সীতার সঙ্গেতে হেথা কথা আমি বলিব তখন।

যদিও বানর আমি তবুও এখন তাঁর সাথে
কহিব মনুষ্য সম কথা আমি বিশুদ্ধ বাক্যেতে।

কিন্তু যদি কহি আমি কথা এবে সংস্কৃত ভাষায়
দ্বিজাতিগণের সম, ছদ্মবেশী রাবণ আমায়
মনে করি সীতা এবে করিবেন চীৎকার সভয়ে,
শুনি তা আসিবে হেথা রাক্ষসীরা নানা অস্ত্র লয়ে।

আসিবে সশস্ত্র যত প্রহরীরা, বিনাশ তাদের
করি যদি যুদ্ধে, তবে পারিবনা মহা সমুদ্রের
পারে যেতে শ্রান্তি বশে। অথবা সে নিশাচরগণ
গ্রহণ করিলে মোরে শীঘ্র সবে করি আবেষ্টন,
নাহি জানিবেন সীতা করেছি যে হেথা আগমন,
হয়তো রাক্ষসকুল সবে তাঁরে করিবে নিধন।

কহি যদি কথা, তবে হতে পারে এসব এখন,
না কহিলে কথা সীতা করিবেন প্রাণ বিসর্জন।

কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হয় এবে, সমুদ্র লঙ্ঘন
কিসে নাহি হয় ব্যর্থ, তাই আমি করিব এখন।

যে ভাবে কহিলে কথা ভয়াকুল নাহি হবে মন
বৈদেহীর, সে ভাবেতে কথা তাঁরে করাব শ্রবণ।

কহিব রামের কথা রামগত হৃদয়া সীতারে
কহিব রামের গুণ মধুর বাক্যেতে বারেবারে।

ভাবিয়া একথা মনে সীতা যাহে করেন শ্রবণ
সে ভাবেতে বাক্য এই কহিলেন পবন নন্দন।
নরপতি দশরথ পুণ্যশীল জগতে বিদিত,
ইক্ষ্বাকু বংশের কীর্ত্তি করিলেন যিনি বিবর্দ্ধিত।
তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে মহা ধনুর্দ্ধর,
সর্ব্বজীব সংরক্ষক, ধর্ম্মের রক্ষক নিরন্তর।
ভার্য্যা আর ভ্রাতা সহ পিতৃসত্য করিতে পালন,
বনবাস তরে রাম করিলেন অরণ্যে গমন।
দুরাত্মা রাবণ শুনি জনস্থানে রাক্ষস নিধন,
শুনি খর দূষণের বধবার্ত্তা, ক্রোধেতে তখন
মৃগয়ার তরে রাম অরণ্যেতে করিলে গমন
রামভার্য্যা রাজপুত্রী বৈদেহীরে করি সে হরণ
আনিল হেথায় তাঁরে। হে দেবী, হে বৈদেহী এখন
কবেছেত তব পতি রাম আর দেবর লক্ষ্মণ
জ্ঞাপন কুশল বার্ত্তা। করি সীতা সে কথা শ্রবণ
মারুতির, আনন্দেতে রোমাঞ্চিত হলেন তখন।
শিংশপা বৃক্ষেতে চাহি ত্রস্ত ভাবে তুলিয়া আনন
ঊর্দ্ধপানে, করিলেন হনুমানে সেথা নিরীক্ষণ।
অনন্তর মস্তকেতে করি নিজ অঞ্জলি স্থাপন,
সসম্মানে বৈদেহীরে কহিলেন পবন নন্দন।
পীতবস্ত্র পরিহিতা কে আপনি হেথা অবস্থিত,
আঁখি হতে অশ্রুধারা কেন তব হতেছে বর্ষিত।
রাজার দুহিতা আর রাজ ভার্য্যা বলি হয় মনে
নেহারি লক্ষণ তব। জনস্থান হতে এইখানে
এনেছে হরণ করি যে সীতারে দুরাত্মা রাবণ,
আপনি কি সীতা সেই যথাযথ বলুন এখন।
কহিলেন সীতা, আমি দুহিতা মহাত্মা জনকের,
বিদেহ ভূপতি যিনি, ভার্য্যা আমি ধীমান রামের,

খ্যাত আমি সীতা নামে। পতিগৃহে হয়ে অবস্থিত
সমৃদ্ধশালিনী হয়ে ভোগ করি ভোগ্য বহুবিধ
কাটাইনু বর্ষাকাল। অনন্তর শ্বশুর আমার
করিলেন বাঞ্ছা মনে অভিষিক্ত করিতে তাঁহার
পুত্র রামে যৌবরাজ্যে, নৃপতিরে কহিলা তখন
কৈকেয়ী নামেতে রানী, অভিষিক্ত রাজ্যেতে এখন
হলে রাম, করিবনা ভোজ্য কিংবা পাণীয় গ্রহণ।
হবে তাহে সুনিশ্চয় অবসান মম এ জীবন।
বর মোরে দিবে বলি পূর্বে তুমি বলেছ রাজন্
হোক সত্য কথা সেই, বনে রাম করুক গমন।
হলেন মূর্চ্ছিত নৃপ শুনি তাহা, রাজ্য অনন্তর
সরোদনে পুত্র হতে মাগিয়া নিলেন নৃপবর।
রাজ্য বাঞ্ছা ত্যজি রাম করিলেন গ্রহণ তখন
রাজ্য হতে মহত্তর পূজ্যতম পিতার বচন।
মহামূল্য বেশ ভূষা অনন্তর করি বিসর্জন
মহামনা রামচন্দ্র করিলেন অরণ্যে গমন।
চীরধারী শ্রীরামের সঙ্গে আমি পশিলাম বনে
স্বর্গেও করিতে বাস নাহি চাহি রামের বিহনে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুগামী হলেন লক্ষ্মণ,
গভীর অরণ্য মাঝে সবে মিলি পশিনু তখন।
দণ্ডক অরণ্যে মোরা অবস্থিত ছিলাম যখন,
তখন হরণ মোরে করেছিল দুরাত্মা রাবণ।
মম তরে দুই মাস করেছে কাল নির্ধারণ,
সে সময় অন্তে মোর দিতে হবে প্রাণ বিসর্জন।

শুনি তাহা দুঃখ ভরে কহিলেন পবন নন্দন,
হে বৈদেহী, দূতরূপে রামের করেছি আগমন

হেথা আমি, করেছেন রাম নিজ কুশল জ্ঞাপন
আপনারে, করেছেন লক্ষ্মণ প্রণাম নিবেদন।
কহিলেন সীতা তাঁরে, মায়া করি তুমি কি রাবণ
এসেছ ছলেতে মোরে দিতে পুনঃ সন্তাপ এখন।
অথবা এসেছ যদি রাম দূত হয়ে এই স্থানে,
তোমার মঙ্গল হোক্ বাঞ্ছা এই করি তবে মনে।
হেরিতেছি এবে আমি দূতরূপে তোমারে রামের,
মনে হয় স্বপ্ন ইহা, স্বপ্ন আহা কতই সুখের।
একি মম চিত্তভ্রম, অথবা কি বায়ুর বিকার,
কিংবা মৃগ তৃষ্ণিকা এ, কিংবা হায় উন্মত্ততা আর।
নিদর্শন কপিশ্রেষ্ঠ এবে মোরে করি প্রদর্শন,
কথা সব পুনরায় কহ তুমি আমারে এখন।
কহিলেন হনুমান, যিনি হন ধর্ম মূর্তিমান
সর্বভূত হিতে রত, বায়ু সম অতি বলবান।
পরাক্রমে বিষ্ণু সম, কন্দর্পেয় সম রূপবান্
সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, জিতক্রোধ যিনি, সেই রাম
তীক্ষ্ম শরজালে তাঁর করিবেন রাবণে নিধন,
মোরে দূতরূপে হেথা পাঠালেন তিনিই এখন,
বিরহেতে আপনার শোকেতে অধীর তাঁর মন।
দুন্দুভির ধ্বনি সম কণ্ঠস্বর গভীর তাঁহার
শ্যামল বরণ তিনি, বেদজ্ঞ, সরল চিত্ত আর।
ধনুর্বেদে পারদর্শী, স্কন্ধদ্বয় বিশাল তাঁহার,
দীর্ঘ তাঁর বাহুদ্বয়, গ্রীবা তাঁর শঙ্খের আকার।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁর বীর্যবান সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
সুরূপ, অপরাজেয়, রাম প্রতি অনুরক্ত মন।
কি ভাবে সুগ্রীব আর মোর সনে হয়েছে মিলন
রামের, করিব এবে আপনারে সে কথা জ্ঞাপন।

শুনি রাম রক্ষেশ্বর করেছে হরণ আপনারে,
ভ্রমিলেন চারিদিকে অন্বেষিয়া কাতর অন্তরে।
হেন ভাবে আপনারে চারিদ্দিকে করি অন্বেষণ,
করিলেন অগ্রজের পরিত্যক্ত সুগ্রীবে দর্শন।

পর্বত শিখরে আমি আনিলাম রাম ও লক্ষ্মণে,
রামের মিত্রতা সেথা হলো দেবী, সুগ্রীবের সনে।

করি অনন্তর রাম কপিরাজ বালীরে নিহত,
করিলেন সুগ্রীবেরে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যেতে প্রতিষ্ঠিত।

দিকে দিকে আমা সবে পাঠালেন সুগ্রীব তখন,
করিলাম মিলি মোরা আপনারে বহু অন্বেষণ।

সুগ্রীবের নির্ধারিত সময় অতীত হলে পরে
প্রায়োপবেশন মোরা করিলাম পর্বত শিখরে।

অঙ্গদ বিলাপ বহু করিলেন সেথায় তখন,
কহি তব কথা, কহি জটায়ুর বধ বিবরণ,
কহি বালী বধ কথা, শুনি তাহা সম্পাতি তখন,
কহিলা, কে মম ভ্রাতা জটায়ুরে করেছে নিধন।

অঙ্গদ তখন তাঁরে কহিলেন কি ভাবে নিহত
হলেন জটায়ু, আর আপনি হলেন অপহৃত।

সম্পাতি জটায়ু বধ শুনি দুঃখে হলেন মগন,
কহিলেন আর দেবী আপনারে রেখেছে রাবণ
গৃহে নিজ। অনন্তর জানি মনে নিজ পরাক্রম
এসেছি হেথায় করি সুবিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন।

মহাত্মা রামের দত্ত অভিজ্ঞান স্বরূপে এখন
রাম নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় করুন গ্রহণ।

লয়ে সে অঙ্গুরী সীতা করিলেন মস্তকে ধারন,
আঁখি হতে হলো তাঁর আনন্দাশ্রু বর্ষিত তখন

কহিলেন অনন্তর বৈদেহীরে পবন নন্দন,
হে দেবী, মনেতে তব আছে যাহা বলুন এখন।
দিব এই প্রিয়বার্তা রাম পাশে হয়ে উপনীত,
হে রাম, হে রঘুবর, প্রিয়া তব আছেন জীবিত।
মারুতির বাক্যে সীতা করিলেন শোকাশ্রু মোচন,
হয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞান দূত বলি তাঁহারে তখন
বুঝিলেন মনে মনে। কহিলেন সীতা অনন্তর
ভাগ্যবশে স্বামী মম আছেন জীবিত কপিবর।
জীবিত আছেন আর ভাগ্যবশে দেবর লক্ষ্মণ
যথাকালে যথাবিধি সেহেতু করিব দেবার্চন।
জানাইলে স্বামী আর দেবরের কুশল আমারে,
হও তুমি চিরজীবী, হও তুমি সুখী চিরতরে।
তোমার সুযশ হোক, শতেক যোজন পারাবার
করেছ লঙ্ঘন তুমি, শ্লাঘাযোগ্য বিক্রম তোমার।
সম্ভাষণ যোগ্য তুমি সুনিশ্চয়, তোমারে যখন
করেছেন নিজে রাম মম পাশে হেথায় প্রেরণ।
বীরপত্নী আমি তবু বলবান দুরাত্মা রাবণ
অনাথা নারীর মত মোরে হায় করেছে হরণ।
সর্বলোক সংরক্ষক, সর্ব ধর্ম সংরক্ষক আর
স্বামী মম, মোর কথা ভাবেন কি মনেতে তাঁহার।
মম দুর্গতির এই শুনি বার্তা, নিজ পরাক্রম
প্রকাশ করিতে রাম উদ্যত কি হবেন এখন।
আসিবে কি মোর তরে পরাক্রান্ত কপিসৈন্যগণ,
বধিতে রাক্ষসকুলে আসিবেন হেথা কি লক্ষ্মণ।
রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে জ্ঞাতি পুত্র বান্ধবের সনে
চাহি আমি নেহারিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত রাবণে।

কহিলেন হনুমান আপনি হেথায় অবস্থিত
এ বারতা রাম দেবী, কিছুই নহেন অবগত।

ফিরে যবে যাব আমি, তীক্ষ্মশর জ্বালেতে তখন
করিবেন রাম এই লঙ্কাপুরী অবশ্য দহন।
শুনি মম কথা, লয়ে সুবিশাল বানর বাহিনী,
করিবেন শীঘ্র দেবী, লঙ্কাপুরে আগমন তিনি।
আসেন যুদ্ধেতে যদি যম, কিংবা দেবতাও যত
ইন্দ্র সহ, করিবেন রঘুবর তাদেরো নিহত।
অদর্শনে আপনার মহাশোকে নিপীড়িত রাম,
করিছেন মনে দেবী, আপনার চিন্তা অবিরাম,
নিদ্রা নাহি চোখে তাঁর, ত্যজি মাংস ত্যজি আর মধু,
ফল মূল আদি এবে ভোজন করেন রাম শুধু।
কহেন শোকেতে রাম করি বহু বিলাপ সতত
ধিক্ আমি, ধিক মম অস্ত্র আর পরাক্রম যত।
অবহেলা করি মম বলবীর্য্য করেছে রাবণ।
প্রাণাধিক প্রিয় মম পতিব্রতা ভার্য্যারে হরণ।
নাহি হয় বোধ তাঁর কীট কিংবা মশক দংশনে,
তব চিন্তারত রাম অন্য কিছু না ভাবেন মনে।
হলে কভু নিদ্রাগত তখনি চিন্তাতে আপনার,
সীতা সীতা বলি রাম হন পুনঃ জাগ্রত আবার।
ফল পুষ্প কিংবা যাহা রমণী কুলের মনোরম,
হেরিলে, 'হা প্রিয়ে' বলি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তখন।
কহিলেন সীতা সেই বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ,
অনুরাগ বশে রাম হয়ে এবে কাতর এমন।
হয়েছেন শক্তিহীন অন্য কিছু ভাবিতেও হায়,
তোমার এ বাক্য যেন বিষে ভরা অমৃতের প্রায়।
সত্বর আসিতে হেথা রামে তুমি কহিও এখন,
সংবৎসর হলে পূর্ণ রহিবেনা আমার জীবন।
অতিক্রান্ত দশমাস, দুইমাস অবশিষ্ট আর,
রাবণ নির্দেশে যাবে এর পর জীবন আমার।

ধর্মশীল বিভীষণ অনুজ দুরাত্মা রাবণের,
বলেছেন দিতে মোরে পুনরায় হস্তেতে রামের।
রাবণ শোনেনি তাহা, বিভীষণ কন্যা নন্দা মোরে
বলেছে সে কথা সব। বলেছেন আর রাবণেরে
দুর্নীতি বিষয়ে তার অবিন্ধ্য নামেতে একজন
সুবিদ্বান বৃদ্ধ মন্ত্রী, ধৈর্য্যশীল ধর্মপরায়ণ,
হিতকর বাক্যে সেই কর্ণপাত করেনি রাবণ।
আসিবেন রাম ত্বরা এই মম আশা কপিবর,
বহুগুণ আছে তাঁর, আছে শুদ্ধ আমার অন্তর।

কহিলেন হনুমান, দেবগণে হে দেবী, যেমন
আহুতিতে প্রাপ্ত দ্রব্য প্রদান করেন হুতাশন
সে ভাবে রামেরে আমি আপনারে করিব অর্পণ,
রাম লক্ষ্মণেরে দেবী, করিবেন আজিই দর্শন।
বৃষেতে আরূঢ়া যেন উমা সম করি আরোহণ
পৃষ্ঠে মম, হে বৈদেহী, করুন সাগর অতিক্রম।
যে ভাবে এসেছি হেথা, আকাশেতে সেভাবে এখন
আপনারে লয়ে আমি পুনরায় করিব গমন।
কহিলেন সীতা তাঁরে, ক্ষুদ্র অতি শরীর তোমার,
কি ভাবে আমারে তুমি নিবে পতি সমীপে আমার।
সীতার সে কথা শুনি কহিলেন পবন নন্দন,
প্রকৃত আকার মম হে বৈদেহী করুন দর্শন।
কহি ইহা বৃক্ষ হতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বর,
করিলেন হনুমান বর্দ্ধিত আপন কলেবর।
নীল মেঘপুঞ্জ সম অবস্থিত হয়ে অনন্তর
বৈদেহীর সম্মুখেতে, কহিলেন তাঁরে কপিবর।
শকতি রয়েছে মম লঙ্কা এই করিতে বহন,
লয়ে গিরি বন তার, লয়ে তার প্রাসাদ তোরণ।

কহি তাই হে বৈদেহী, বুদ্ধি স্থির করুন এখন,
রাম আর লক্ষ্মণের শোক দেবী করুন মোচন।
কহিলেন সীতা তাঁরে, আকাশেতে করিতে গমন
তোমার রয়েছে শক্তি করি এবে আমারে বহন,
বুঝিলাম তাহা আমি, কিন্তু শক্তি নাহিক আমার
তোমার সঙ্গেতে যেতে। বায়ু সম বেগেতে তোমার
হব নিপতিত আমি, কুম্ভীরাদি জলজন্তু যত
করিবে ভক্ষণ মোরে, হব যবে সমুদ্রে পতিত।
ধার্মিক রামের আমি হয়ে পত্নী করা আরোহণ,
অন্য পুরুষের পৃষ্ঠে নহে মোর উচিত এখন।
গাত্র স্পর্শে রাবণের এসেছিনু বলেতে তাহার,
প্রভুহীনা, বলহীনা কি করিতে পারি আমি তার।
হে বীর, সক্ষম তুমি সর্ব কার্য্য করিতে সাধন,
তবুও তোমারে কহি, যদি রাম সসৈন্যে এখন
পরাজিত করি যুদ্ধে রাবণেরে, মোরে হেথা হতে
নিয়ে যান স্বভবনে, হবে তাঁর সুযশ তাহাতে।
কহিলেন হনুমান, এই তব বাক্য হেন মত,
সতী ধর্ম অনুযায়ী আর দেবী সুযুক্তি সঙ্গত,
শুনিবেন মম কাছে রাম তব বাক্য এই যত।
যদি নাহি ইচ্ছা যেতে তবে মোরে করুন প্রদান
রাম যাহা অবগত হেনরূপ কোন অভিজ্ঞান।
বাষ্প ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিলেন বৈদেহী তখন,
কহিও রামেরে তুমি, করি সদা বাসনা এখন।
অনুগ্রহ আপনার সীতা এবে আছেন জীবিত
ভূতলে অশোক মূলে, হয়ে অশ্রু সলিলে প্লাবিত।
আপনারে নেহারিতে সদা তাঁর উৎকণ্ঠিত মন,
তাঁহারে উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য এখন।

মম প্রিয়তম রামে অভিজ্ঞান রূপে তুমি আর
কহিব যা এবে আমি কহিও সে কাহিনী আমার।
চিত্রকূট পর্বতের উপবনে করি বিচরণ,
বসিলাম একদিন জলসিক্ত বসনে যখন
স্নানান্তে তোমার পাশে, ক্রীড়াচ্ছলে আননে আমার।
রচিলে তিলক তুমি, হেন কালে মুখে লয়ে তার
মাংস খণ্ড কাক এক, আশ্রমেতে হলো উপনীত,
লোষ্ট্র খণ্ড লয়ে আমি করিলাম তারে নিবারিত।
আমারে করিতে যেন ক্রুদ্ধ পুনঃ, সে কাক তখন
চলিল সে মাংস লয়ে, রুষ্ট আমি স্খলিত বসন,
করিলাম সুসংযত। উপহাসে তখন তোমার
হয়ে ক্রুদ্ধ, হয়ে সেই কাক পাশে পরাজিত আর,
হলাম ধাবিত আমি দ্রুতবেগে পশ্চাতে তাহার।
ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বসিলাম সম্মুখে তোমার,
আসি পুনঃ কাক সেই অকস্মাৎ করিল আঘাত
মম বক্ষে স্তন মাঝে, করিলাম তাহে অশ্রুপাত।
তখন হস্তেতে তুমি করি এক তৃণ উৎপাটন,
করি তাহা মন্ত্রপুত কাক প্রতি করিলে ক্ষেপণ।
আকাশেতে প্রজ্জ্বলিত হলো তাহা, ভয়েতে তখন,
নামি ধরাতলে কাক লাগিল করিতে বিচরণ।
অস্ত্র সে সর্বত্র গেল ছায়াসম পশ্চাতে তাহার,
অবশেষে কাক সেই নিল আসি শরণ তোমার।
হে প্রভু, বিষণ্ণ সেই কাকে তুমি কহিলে তখন,
অব্যর্থ এ অস্ত্র মোর, নাহি করি বিনাশ জীবন,
করিব ছেদন বল কোন্ অঙ্গ, একটি নয়ন
চাহিল সে ত্যজিবারে, করিলে সে চক্ষু উৎপাটন।
করেছিলে অস্ত্রাঘাত তুচ্ছ এক কাকে মোর তরে,
ক্ষমিবে তাহারে কেহ করেছে যে হরণ আমারে।

শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ তুমি হে রাম, কেনবা তুমি তবে,
রাক্ষসকুলেরে যত অস্ত্রাঘাত করিবেনা এবে।
গন্ধর্ব, অসুর, নাগ, হে রাঘব রাক্ষসাদি আর,
শক্তি কারো নাহি যুদ্ধে অস্ত্রাঘাত সহিতে তোমার।
করি রামে কপিবর আমার প্রণাম নিবেদন,
এ স্নেহ সৌহৃদ্যময় বাক্য মম করিও জ্ঞাপন।
করি জনকের আর জননীর সম্মতি গ্রহণ
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুগামী হলেন যেজন
সুমিত্রা যাঁহারে লভি হয়েছেন সুপুত্রশালিনী
ত্যজি সুখ, ভ্রাতৃস্নেহে অরণ্যেতে পশিলেন যিনি।
সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, মিতভাষী বীর সুদর্শন,
মম শ্বশুরের সেই প্রিয় পুত্র মনস্বী লক্ষ্মণ।
হন তিনি শ্রীরামের আমারও অধিক প্রিয়জন,
রামে যেন পিতৃ সম মাতা সম মোরে অনুক্ষণ
ভাবি মনে কপিবর, লক্ষ্মণ করেন আচরণ।
করেছিল যবে মোরে বন মাঝে হরণ রাবণ,
কিছু তার অবগত না ছিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
রাম প্রতি স্নেহ বশে সদা তিনি করেন বহন,
কার্য্যভার যাহা কিছু করা যায় তাঁহারে অর্পণ।
জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ মহাবলশালী যে লক্ষ্মণ,
তাঁহারে কুশল প্রশ্ন মোর হয়ে করিও জ্ঞাপন।
সীতার সে কথা শুনি কহিলেন তাঁরে হনুমান,
রামের প্রীতির তরে মোরে দেবী, করুন প্রদান
সক্ষম হবেন রাম চিনিতে যা হেন অভিজ্ঞান।
জনকনন্দিনী সীতা শুনি তাহা করি উন্মোচিত,
সর্বোত্তম মণি এক নিজ বেনী মাঝারে গ্রথিত।
করিলেন মণি সেই হনুমান হস্তেতে অর্পণ,
কহিলেন দিও তুমি মণি এই রাঘবে এখন।

হস্তে লয়ে মণি সেই করি অভিবাদন সীতারে,
করজোড়ে অনন্তর হনুমান কহিলেন তাঁরে।
করিতেছি তব পাশে এবে আমি বিদায় গ্রহণ,
করুন অন্তর হতে এবে দেবী, উৎকণ্ঠা বর্জন।
কপিসৈন্য সহ রাম করিবেন হেথা আগমন,
কে রবে সম্মুখে রাম শর ধারা করিলে বর্ষণ।
রাক্ষস নিধনকারী হে বৈদেহী, স্বামী আপনার
করিবেন আপনারে নিজ পরাক্রমেতে উদ্ধার।
কহিলেন সীতা তাঁরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তখন
কর তাহা, যাহে এবে হয় মম দুঃখ বিমোচন।
রাক্ষস ভৎর্সনা যত, মম এই শোকাবেগ আর
কহিও রামেরে তুমি, হোক পথে মঙ্গল তোমার।
কহিলে এ হেন সীতা, সবিনয়ে চরণ বন্দন,
করিলেন বৈদেহীর, কপিবর পবন নন্দন।
করি তাঁরে অতিক্রম ভাবিলেন মনেতে তখন,
দেখেছি সীতারে আমি, আছে কার্য্য অল্পই এখন।
এক কার্য্য তরে আসি বহু কার্য্য করে যে সাধন,
কার্য্য সাধনের ক্ষেত্রে যোগ্য বটে হয় সেইজন।
শত্রুসহ সংঘর্ষেতে তাদের বিশেষ বিবরণ
হয়ে জ্ঞাত, অনন্তর রাম পাশে করিব গমন।
নন্দন কানন সম সুরম্য এ অশোক কানন,
করিলে বিনাশ হবে মম প্রতি কুপিত রাবণ।
পরাক্রান্ত রক্ষকুলে করি আমি যুদ্ধেতে নিধন,
সুগ্রীব আলয় মাঝে অনন্তর করিব গমন।
করিলেন কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ভগ্ন অনন্তর
পক্ষী মৃগ সমাকুল সে রম্য কানন মনোহর।

লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, শিলাগৃহ ছিল সেথা যত,
হলো সব ধ্বংস, আর বৃক্ষ সব হলো উন্মূলিত
অনন্তর করি বাঞ্ছা রক্ষকুল সনে যুদ্ধ তরে,
করিলেন হনুমান আরোহণ তোরণ উপরে।

৭। হনুমানের রাক্ষস নিধন

বনভঙ্গ শব্দে হলো লঙ্কাবাসী ভয়েতে চঞ্চল,
নিদ্রাভঙ্গে হনুমানে নেহারিল রাক্ষসীর দল।
হেরি যত রাক্ষসীরে মহাবল পবন নন্দন,
করিলেন ভয়াবহ সুবিশাল আকৃতি ধারণ।
সীতারে করিল আসি রাক্ষসীরা জিজ্ঞাসা তখন,
এসেছে হে রাজপুত্রি কোথা হতে এই কোন জন,
কথা সে তোমার সাথে কেনইবা কহিল এখন।
কহিলেন সীতা মম বুদ্ধি কিছু নাহিক এমন,
কামরূপী রক্ষকুলে হব যাহে বুঝিতে সক্ষম।
তোমরাই জান কে সে, জান কি সে করিবে এখন,
সর্পই চিনিতে শুধু পারে সদা সর্পের চরণ।
রাবণ সমীপে আসি রাক্ষসীরা কহিল তখন,
অশোক কাননে এক ভীমাকৃতি বানর রাজন,
সীতা সহ কহি কথা করিতেছে সেথা অবস্থান,
করেছি জিজ্ঞাসা, সীতা পরিচয় করেননি দান।
ইন্দ্র কি কুবের কিংবা রাম তারে করেছে প্রেরণ
দূতরূপে, করেছে সে ধ্বংস এবে অশোক কানন।
যে শিংশপা বৃক্ষ মূলে করিছেন সীতা অবস্থান
রেখেছে সে তাই শুধু, দণ্ড তারে করুন প্রদান।

করিতেছি যে সীতারে রক্ষা মোরা, সেই আপনার
সীতা সনে কহি কথা, রবে এবে জীবন কাহার।
তাদের সে কথা শুনি হয়ে ক্রোধে আরক্ত লোচন,
আনিতে বন্ধন করি হনুমানে দিলেন রাবণ
আদেশ রাক্ষসকুলে, কিঙ্কর নামেতে পরিচিত,
সে কিঙ্কর সেনাদল অশীতিসহস্র পরিমিত।
হলো বহির্গত তারা লয়ে শূল মুদ্গরাদি যত,
হলো সবে যুদ্ধ তরে হনুমান পাশে উপনীত।
পরাক্রান্ত হনুমান করিলেন সত্বর তখন
বহু স্তম্ভ যুক্ত এক সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ।
বিশাল আকৃতি হয়ে অনন্তর পবন নন্দন,
করি লঙ্কা নিনাদিত করিলেন মহা গরজন।
ভীষণ নিনাদে সেই, পক্ষীকুল হলো নিপতিত
প্রাসাদ রক্ষক যত হলো সব সেথায় মূর্চ্ছিত।
কহিলেন হনুমান, হোক্ জয় রাম লক্ষ্মণের
হোক্ জয়, হোক্ জয়, রামের রক্ষিত সুগ্রীবের।
কোশলের অধিপতি, কর্ম্মদক্ষ রামের প্রেরিত
দূত আমি হনুমান, শত্রুসৈন্য হন্তা সুবিদিত।
করিব প্রস্তরে, বৃক্ষে, যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত যখন,
হবেনা আমার কভু সমকক্ষ সহস্র রাবণ।
লঙ্কা এই করি ধ্বংস, করি অভিবাদন জ্ঞাপন
বৈদেহীরে, হয়ে আমি কৃতকার্য্য করিব গমন।
কহি ইহা পুনরায় করিলেন লঙ্কা প্রকম্পিত
পুনরায় হনুমান, প্রাসাদ ঊর্ধ্বেতে রহি স্থিত।
মারুতি হস্তেতে হয়ে প্রাসাদ সে আক্রান্ত সেথায়,
হলো বিদারিত যেন বজ্রাঘাতে গিরিশৃঙ্গ প্রায়।

লয়ে অস্ত্র নানাবিধ তখন সে রক্ষ সেনা যত,
সবে মিলি হলো ত্বরা হনুমান পানে প্রধাবিত।
বেষ্টিত সে রক্ষসৈন্যে হয়ে সেথা পবন নন্দন,
প্রাসাদের স্বর্ণময় স্তম্ভ এক করি উৎপাটন
ঘূর্ণিত করিয়া তাহা, করি নিজ নাম উচ্চারণ,
করিলেন ভীমাকৃতি শত শত রাক্ষসে নিধন।
পলায়ন করি কিছু রক্ষসৈন্য করিল জ্ঞাপন
রাবণে বারতা সেই, ক্রুদ্ধ তাহে হলেন রাবণ।
সমরে দুর্জয় বীর প্রহস্ত তনয়ে অনন্তর,
যুদ্ধে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন রক্ষেশ্বর।
প্রহস্ত তনয় বীর জম্বুমালী করি আকর্ষণ
সুবিশাল ধনু এক বাহিরিয়া আসিল তখন।
প্রাসাদ উপরে স্থিত হনুমানে, তীক্ষ্ণসার আর
নারাচ ও অর্ধচন্দ্র নিক্ষেপি সে করিল প্রহার।
বাণেতে আহত হয়ে লয়ে এক পরিঘ মারুতি,
ক্রোধেতে নিক্ষেপ তাহা করিলেন জম্বুমালী প্রতি।
হলো সে নিহত তাহে, শুনি তাহা ক্রুদ্ধ দশানন,
মন্ত্রীপুত্রগণে তাঁর করিলেন যুদ্ধেতে প্রেরণ।
মন্ত্রীপুত্র সপ্তজন লভি আজ্ঞা হয়ে বহির্গত
বহু রক্ষসৈন্য সহ, করি আর ধনু বিস্ফারিত
হলো প্রধাবিত সবে হনুমান যথা অবস্থিত,
বর্ষি' শরধারা তারা হনুমানে করিল আবৃত।
আকাশেতে অনন্তর দ্রুতবেগে করি বিচরণ
করিলেন হনুমান শত্রু সৈন্যে ভীতি উৎপাদন
ভীষণ হুঙ্কারে তার। পদাঘাতে, নখাঘাতে আর,
মুষ্টির আঘাতে নিজ করিলেন সবারে সংহার।
একে একে তারা সবে হলো যবে ভূতলে পতিত,
ছত্রভঙ্গ হলো যত রক্ষসৈন্য হয়ে বিচলিত।

মহাবল রক্ষকুলে যুদ্ধে সেথা করি নিপাতিত,
হলেন মারুতি পুনঃ তোরণ সমীপে উপনীত।

মন্ত্রীপুত্রগণ যত হত যুদ্ধে করিয়া শ্রবণ
হলেন বিক্ষুব্ধ আর চিন্তামগ্ন রক্ষেন্দ্র রাবণ।
দুর্ধর্ষ ও ভাসকর্ণ প্রঘস ও বিরূপাক্ষ আর
যূপাক্ষ নামেতে পঞ্চ সেনাপতিগণেরে তাঁহার
কহিলেন অনন্তর, কর সবে সত্বর গমন
লয়ে সৈন্যদল এবে সে বানরে করিতে দমন।
সামান্য বানর বলি মনে মোর হয় না তাহারে
সৃজেছে ইহারে ইন্দ্র মম সনে বিরোধের তরে।
বালী সুগ্রীবাদি বহু বানর দেখেছি বলবান,
বল, বুদ্ধি, গতিবেগ, কারো নহে ইহার সমান।
এই বানরেরে তাই হয়ে অতি সতর্ক এখন
বল প্রয়োগেতে সবে তোমরা করিবে নিবারণ।
করিল গমন তারা হয়ে অস্ত্রে সজ্জিত তখন,
ভীমকায় হনুমানে অনন্তর করিল দর্শন।
হেরি তাঁরে হলো সবে নানা অস্ত্র লয়ে প্রধাবিত,
দুর্ধর্ষ করিল তাঁরে তীক্ষ্ম শরজালে আচ্ছাদিত।
মহাবেগে হনুমান তখন হলেন নিপতিত
রথে তার, হলো তাহে ধরাতলে দুর্ধর্ষ পতিত।
লৌহের মুদ্গর লয়ে বিরূপাক্ষ যূপাক্ষ তখন,
করিল মারুতি বক্ষে দোঁহে মিলি আঘাত ভীষণ।
ক্রোধে তালবৃক্ষ এক হনুমান করি উৎপাটন,
সে বৃক্ষে আঘাত করি করিলেন দোঁহারে নিধন।
হেরি তাহা আসি ত্বরা হনুমানে করিল প্রহার
প্রঘস পট্টিশ লয়ে, ভাসকর্ণ শূল লয়ে আর।

করি গিরি শৃঙ্গ এক উৎপাটন পবন নন্দন
সেই দুই রাক্ষসেরে করিলেন সে শৃঙ্গে নিধন।
হেন ভাবে করি বধ রাবণের পঞ্চ সেনাপতি
অবশিষ্ট সৈন্য যত করিলেন নিধন মারুতি।
অনুচর সহ যত হত রণে পঞ্চ সেনাপতি
শুনি ইহা করিলেন দশানন পুত্র অক্ষ প্রতি
দৃষ্টিপাত, লভি আজ্ঞা সেই দৃষ্টিপাতেতে তাঁহার,
করিলেন অক্ষবীর আরোহণ রথে আপনার।
সুবর্ণ নির্মিত চক্র সে রথের রত্নেতে মণ্ডিত
ধ্বজ তার, বেগবান অষ্ট অশ্ব সে রথে যোজিত।
সুবর্ণ গবাক্ষময়, সূর্য্য সম প্রভা সমন্বিত
রথ সে আকাশচারী, নানা অস্ত্র সেথা সংগৃহীত।
অনন্তর আসি অক্ষ হেরিলেন গর্ব্বিত বানরে,
করিলেন তাঁরে সেথা বিদ্ধ তাঁর স্বর্ণপুঙ্খ শরে।
আকাশেতে হনুমান সমুত্থিত হলেন তখন
বরষিয়া শর অক্ষ করিলেন তাঁরে আচ্ছাদন।
হেরি তারে হনুমান ভাবিলেন মনেতে তখন
নবোদিত সূর্য্য প্রায় এ বালক করিছে এখন
কার্য্য যেন যুবা সম। এ বালকে করিতে সংহার
ইচ্ছা নাহি হয় মম, কিন্তু যুদ্ধে বিক্রম ইহার
হতেছে বর্ধিত, তাই করা বধ উচিত আমার।
করিলেন হনুমান মুষ্টি হানি ভগ্ন অনন্তর,
কুমার অক্ষের রথ। লয়ে খড়্গ লয়ে ধনুঃশর
ত্যজিয়া কুমার অক্ষ রথ সেই হলেন তখন
উত্থিত আকাশে ঊর্ধে, হনুমান করিয়া ধারণ
চরণ যুগল তাঁর, করিলেন তাঁরে নিষ্পেষণ
ঘুরায়ে সহস্র বার, হলো অক্ষ হারায়ে জীবন

নিপতিত ভূমিতলে, করি অক্ষ কুমারে নিহত
তোরণ সমীপে পুনঃ মারুতি হলেন সমাগত।

অক্ষ যবে হলো হত, করি নিজ শোক সংবরণ
কহিলেন আহ্বানিয়া ইন্দ্রজিতে রাবণ তখন,
শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ তুমি, আরাধনা করি স্বয়ম্ভুর
করেছ সঞ্চয় অস্ত্র, কি দেবতা, কি বা সে অসুর,
তোমার সনেতে যুদ্ধে কেহ নহে তিষ্ঠিতে সক্ষম,
মম পরাক্রম তুল্য হে পুত্র তোমার পরাক্রম।
নিহত কিঙ্কর সৈন্য, জম্বুমালী, মন্ত্রীপুত্র যত,
পঞ্চ সেনাপতি আর অক্ষ এবে হয়েছে নিহত।
ছিলনা তাহারা শ্রেষ্ঠ তোমা সম, যুদ্ধেতে গমন
কর পুত্র এবে তুমি। বানরের হেন পরাক্রম
দেখে নাই কেহ কভু, মম পুত্র তুমিও এখন
কর বীর্য প্রকাশিত, করিতেছি যুদ্ধেতে প্রেরণ
এবে যে তোমারে, নহে শুধু তাহা বুদ্ধিতে আমার,
রাজধর্ম ইহা পুত্র, জেনো ইহা ক্ষত্রধর্ম আর।

শুনি পিতৃবাক্য সেই প্রদক্ষিণ করিয়া পিতারে,
সংগ্রাম উদ্যত হয়ে ইন্দ্রজিৎ গেলেন সমরে।
করি তীক্ষ্মদন্তশালী চারি সিংহে রথেতে যোজন,
করিলেন ইন্দ্রজিৎ সেই রথ মাঝে আরোহণ।
শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বীর ইন্দ্রজিৎ, সূর্য্য প্রভ রথে
আসিলেন বাহিরিয়া, হনুমানে সেথা অন্বেষিতে।
রথের ঘর্ঘর আর ধনুক টঙ্কার শুনি তাঁর
মারুতি হলেন হৃষ্ট, হেরি তাঁরে করিলেন আর
সিংহনাদ, করিলেন দেহ নিজ বিশাল আকার।

হনুমান ইন্দ্রজিৎ, নির্ভয় অন্তরে অনন্তর
হলেন মিলিত আসি সংগ্রামের তরে পরস্পর।
সম বেগবান দোঁহে, দোঁহে তাঁরা যুদ্ধে বিচক্ষণ,
মহা সংগ্রামেতে দোঁহে লিপ্ত সেথা হলেন তখন।
যুদ্ধেতে কাহারো ত্রুটি কেহ নাহি হেরিলা সেখানে,
নির্বিষ ভুজঙ্গ সম ক্রমে দোঁহে হলেন সংগ্রামে।
অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অবধ্য নেহারি মারুতিরে,
ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করি করিলেন বন্ধন তাঁহারে।
অস্ত্রেতে আবদ্ধ তাঁরে নেহারিয়া নিশাচরগণ
শণ আর বল্কলের রজ্জু দিয়ে করিল বন্ধন।
আবদ্ধ সে হেন ভাবে ইন্দ্রজিৎ হেরি মারুতিরে,
ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধন হতে করিলেন বিমুক্ত তাঁহারে।
ভাবিলেন হনুমান, যদি চাহে হেরিতে রাবণ
কৌতূহল বশে মোরে, রক্ষকুল করুক বন্ধন
তবে মোরে, তারা আর আমারে করুক আকর্ষণ।
করি তাঁরে অনন্তর কাষ্ঠের আঘাতে নিপীড়ন
রক্ষকুল, রাবণের সমীপে করিল আনয়ন।
নেহারি রাবণে সেথা কহিলেন পবন নন্দন,
সুগ্রীবের দূত আমি, হেথায় করেছি আগমন।

৮। রাবণ সন্নিধানে হনুমান

বিস্মিত অন্তরে অতি অনন্তর পবন নন্দন
রক্ষপতি রাবণেরে লাগিলেন করিতে দর্শন।
মুক্তাজালে সমাবৃত সুবর্ণ মুকুটে সুশোভিত,
মহামূল্য হীরকেতে মহামূল্য মণিতে খচিত

সুবর্ণ ভূষণে, আর উত্তম চন্দনে বিভূষিত,
ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত রাবণ সেথায় বিরাজিত।
রক্ত চক্ষু, দীপ্ত ওষ্ঠ, দীপ্ত তীক্ষ্ণদন্ত সমন্বিত,
সে রক্ষেন্দ্র রাবণের বহু শৃঙ্গ মন্দরের মত
বিশাল মস্তক দশ। উত্তম কেয়ূর বিমণ্ডিত
পঞ্চশীর্ষ সর্প সম স্থূল তাঁর ভুজাবলী যত।
উপবিষ্ট রক্ষেশ্বর মহামূল্য স্ফটিক আসনে
আচ্ছাদিত সে আসন রজত খচিত আস্তরণে।
অলঙ্কারে সুভূষিতা চামরধারিণীগণ যত,
চারিদিকে ছিল তাঁর সবে মিলি ব্যজন নিরত।
মহাপার্শ্ব, মহোদর, প্রহস্ত, নিকুম্ভ চারিজন
মহাবীর, উপবিষ্ট রাবণেরে করিয়া বেষ্টন।
মন্ত্রণা কুশল যত মন্ত্রীগণে ছিলেন বেষ্টিত
রক্ষেশ্বর, দেবকুলে সুবেষ্টিত মহেন্দ্রের মত।
সজল মেঘের সম সে রাবণে করি দরশন
হয়ে মুগ্ধ, তেজে তাঁর ভাবিলেন মারুতি তখন,
অহো কিবা রূপ আর, কিবা বীর্য্য, কিবা সুলক্ষণ,
কিবা শক্তি, কিবা দীপ্তি সমন্বিত রক্ষেন্দ্র রাবণ।
না যদি হতেন কভু এ হেন অধর্মপরায়ণ,
স্বর্গ সহ সর্ব লোক অধীশ্বর হতেন রাবণ।

পিঙ্গলাক্ষ মহাবাহু হনুমানে করি নিরীক্ষণ
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে অতি কহিলেন প্রহস্তে রাবণ
কেন সে এসেছে হেথা কর তারে জিজ্ঞাসা এখন।
রাবণের বাক্য শুনি কহিলেন প্রহস্ত তখন
কুবের, বরুণ, ইন্দ্র, যম কিংবা বিষ্ণু কি এখন
দূতরূপে হে বানর করেছেন তোমারে প্রেরণ।

আকৃতি বানর সম, তেজ অন্য প্রকার তোমার,
কহ যদি সত্য কথা পাবে মুক্তি, কহ যদি আর
মিথ্যাবাক্য, তাহা হলে হবে জেনো বিপন্ন জীবন,
হেথায় এসেছ কেন কহ তার প্রকৃত কারণ।
রাবণে উদ্দেশ করি কহিলেন মারুতি তখন,
আসি নাই দূত হয়ে কুবের, বরুণ, কিংবা যম,
ইন্দ্র বা বিষ্ণুর আমি, হই আমি বানরই জাতিতে,
দর্শন দুর্লভ অতি রক্ষেন্দ্রের, দর্শন লভিতে
রাক্ষস রাজের তাই করেছি যে অশোক কানন
ভগ্ন আমি, যুদ্ধে আর রক্ষকুল করেছি নিধন
দেহ রক্ষা তরে মম। ব্রহ্মাদত্ত বরের কারণ,
কেহ কভু নাহি পারে অস্ত্রে মোরে করিতে বন্ধন।
অস্ত্রের বন্ধন এই, হেথা আমি করেছি স্বীকার,
শুধুই হে রক্ষেশ্বর, দর্শন লভিতে আপনার।
বীরেন্দ্র রামের আমি দূতরূপে এসেছি এখন,
এবে হিত বাক্য মম হে রাজন্ করুন শ্রবণ।
করেছি আলয়ে তব সুগ্রীব আদেশে আগমন,
করেছেন কপীশ্বর আপনারে কুশল জ্ঞাপন।
ইহলোকে, পরলোকে, উপযোগী যে বাক্য রাজন,
সুগ্রীবের সেই বাক্য কহি এবে করুন শ্রবণ।
দশরথ নৃপতির পুত্র রাম, আদেশে পিতার
লয়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে, লয়ে ভার্য্যা সীতারে তাঁহার
পশিলা দণ্ডক বনে, জনক দুহিতা সাধ্বী সীতা,
সে দণ্ডক বন হতে একদা হলেন অপহৃতা।
ভ্রমি অন্বেষণে তাঁর আসিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
ঋষ্যমূকে, হলো সেথা সুগ্রীবের সহ সম্মিলন।

সুগ্রীবেরে দিতে রাজ্য করিলেন শপথ শ্রীরাম,
হলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম ভার্য্যা করিতে সন্ধান
কপীন্দ্র সুগ্রীব, রাম বালীবধ করি অনন্তর
করিলেন সুগ্রীবেরে বানর রাজ্যের অধীশ্বর।
সত্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ কপীশ্বর সুগ্রীব তখন,
করিলেন কপিকুলে দলে দলে সর্বত্র প্রেরণ
অন্বেষিতে দিকে দিকে। হই আমি পবন নন্দন,
হনুমান নাম মম, পারাবার শতেক যোজন
করেছি লঙ্ঘন আমি সীতারে করিতে দরশন।
আপনি ধর্মার্থদর্শী, তপস্যা প্রভাবে আপনার
লভেছেন বহু ধন, অবরুদ্ধ করা পরদার
নহেক উচিত তব, বুদ্ধিমান তব সম যাঁরা
ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য্য কভু নাহি করেন তাঁহারা।
সুর কি অসুর কুলে এ হেন নাহিক কোন জন
রাম শর সন্নিধানে তিষ্ঠিবারে হবে যে সক্ষম।
রামের অপ্রিয় যাহা করি সেই কার্য্য সম্পাদন,
কাহারো শকতি নাই সুখে কাল করিতে যাপন।
সুহৃদগণের আর নিজ হিত করিতে সাধন,
রামের হস্তেতে এবে সীতারে করুন সমর্পণ।
লভেছি দুর্লভ যাহা, আমি সেই সীতার দর্শন,
আছে যাহা বাকী তাহা করিবেন রাম সম্পাদন।
শোকার্তা সীতারে আমি হেথায় করেছি নিরীক্ষণ,
পঞ্চমুখী ভুজঙ্গের মত তিনি, বুঝিতে অক্ষম
হয়েছেন তাহা, তাই করেছেন তাঁরে আনয়ন।
বিষযুক্ত অন্ন সম সীতা এই, হবেনা সক্ষম
করিতে তাঁহারে জীর্ণ সুর বা অসুর কোন জন।
সীতা বলি তব কাছে এবে হেথা প্রতিভাত যিনি,
এ লঙ্কাতে সকলের কালরাত্রি স্বরূপিনী তিনি।

কঠোর তপস্যা বলে লভেছেন ধনৈশ্বর্য্য যত,
বিনাশ করিতে তাহা রামচন্দ্র সক্ষম সতত।
জনস্থানে সংঘটিত বধবার্তা, বালিবধ আর
জানি এবে, নিজ হিত করুন ভাবনা আপনার।
একাই বিজয় লঙ্কা পারি আমি করিতে এখন,
কিন্তু নাহি সে আদেশ, করেছে যে সীতারে হরণ
করিবেন রঘুবর নিজ হস্তে তাহারে নিধন,
ইহাই প্রতিজ্ঞা তাঁর, এবে তাই করি যে বারণ
কাল পাশ রূপী সীতা কণ্ঠে তব করি ধারণ,
নিজের কল্যাণ যাহা চিন্তা তাই করুন এখন।
শুনি মারুতির বাক্য হয়ে ক্রোধে অধীর তখন,
দিলেন আদেশ তাঁরে নিহত করিতে দশানন।

হনুমানে বধিবারে আজ্ঞা যবে দিলেন রাবণ
করি চিন্তা বিভীষণ কহিলেন তাঁহারে তখন,
হিতকর বাক্য এই, বলশালী শত্রু এইজন,
হেথায় অপ্রিয় বহু কার্য্য সে করেছে সম্পাদন।
নাহিক সন্দেহ তাহে, কিন্তু হন জ্ঞানীজন যাঁরা
সতত অবধ্য দূত, এই কথা বলেন তাঁহারা
অঙ্গহানি, কশাঘাত, কিংবা আর মস্তক মুণ্ডন
করিতে রয়েছে বিধি, নাহি বিধি করিতে নিধন
রুক্ষ ভাষী দূতে কভু। যারা হেথা করেছে প্রেরণ
দূতে এই, সে সবারে দণ্ডদান করুন এখন।
পরের প্রেরিত বার্তা, করে আসি যেজন জ্ঞাপন,
বধ দণ্ড প্রাপ্তি যোগ্য, কভু নাহি হয় সেইজন।
হত হলে এই দূত না রহিবে হেন কোন জন
রাম আর লক্ষ্মণেরে উৎসাহিত করিবে এখন

যে জন যুদ্ধের তরে। সুরাসুর সবার রাজন্
আপনি অজেয় সদা, কভু রাম হবেনা সক্ষম
যুঝিবারে তব সনে। হিতাকাঙ্ক্ষী যোদ্ধা অগণিত
আছে তব, সেই সব বীর সনে হয়ে সম্মিলিত,
রাম লক্ষ্মণের সনে আপনি হবেন যুদ্ধে রত।
হে রাজন্, এ বানরে মুক্তি এবে করুন প্রদান,
রাম লক্ষ্মণেরে হেথা যুদ্ধেতে সে করিবে আহ্বান॥

৯। হনুমানের লঙ্কা দহন।

কহিলেন বিভীষণে রাবণ, বলেছ সুসঙ্গত
বাক্য এই, দূত বধ নিন্দাযোগ্য, কিন্তু বিধিমত
দণ্ড অন্য দিব এবে এ বানরে, বানর কুলের
লাঙ্গুলই ভূষণ প্রিয়, কর তাই এই বানরের
লাঙ্গুল অগ্নিতে দগ্ধ, নিয়ে তাহা করুক গমন
এ বানর, বিকলাঙ্গ দেখুক তাহারে আত্মজন।
শুনি বানরের কথা ক্রুদ্ধ যত রাক্ষস সেখানে
করিল বেষ্টিত সবে বহু জীর্ণ কার্পাস বসনে
লাঙ্গুল সে মারুতির, সিক্ত তাহা করি অনন্তর
সুপ্রচুর তৈলধারে, প্রজ্জ্বলিত করিল সত্বর।
বন্ধনে আবদ্ধ সেই হনুমানে সঙ্গেতে তখন
লয়ে সবে, সেথা হতে বাহিরে করিল আগমন।
শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদেতে পূর্ণ তারা করি চারিধার,
হনুমান সহ সবে দিকে দিকে ভ্রমিল লঙ্কার।
সেথার বিভিন্ন দুর্গ, সুবিশাল সমৃদ্ধ ভবন
মন্দির, চত্বর, বহু সরোবর আদি অগণন

নানা রাজপথ আর হেরিলেন পবন নন্দন,
লাঙ্গুল অগ্রেতে তাঁর প্রজ্জ্বলিত হলো হুতাশন।
আসিয়া রাক্ষসী যত তখন সীতার সন্নিধানে
কহিল হে সীতা, তুমি বলেছিলে কথা যার সনে
লাঙ্গুলে সে বানরের অনল প্রদান করি এবে,
নিতেছে পথেতে টানি লঙ্কামাঝে রক্ষকুল সবে।
হয়ে শোকান্বিতা সীতা শুনি সেই নিষ্ঠুর বচন,
স্তব করি অগ্নিদেবে, কহিলেন এ কথা তখন।
করে যদি থাকি সেবা গুরুজনে, তপশ্চর্য্যা আর
থাকে যদি কিছু মম, থাকে যদি অক্ষুণ্ণ আমার
পাতিব্রত্য ধর্ম সদা, মারুতির কর শুভ তবে
এবে তুমি অগ্নিদেব। কহিলেন এই বাক্য যবে
অগ্নির উদ্দেশে সীতা, প্রজ্জ্বলিত হলেন তখন
ধূমহীন স্নিগ্ধরূপে দক্ষিণ আবর্তে হুতাশন।
ভাবিলেন হনুমান, হুতাশন লাঙ্গুলে আমার
প্রজ্জ্বলিত, তবু কেন করিছেনা উত্তাপ তাহার
দগ্ধ মোরে, হেরিতেছি তীব্র শিখা সহ অবস্থিত
অগ্নি এই হেথা এবে, তবে কেন তুষারের মত
করি বোধ স্পর্শ তার, করেছিনু সাগর লঙ্ঘন
যবে আমি, হয়েছিল আবির্ভূত মৈনাক তখন
যে রামের প্রভাবেতে, মনে হয় তাঁহারি প্রভাবে
প্রদীপ্ত ঐ হুতাশন দগ্ধ মোরে করিছেনা এবে।
ভাবি ইহা মনে মনে অনন্তর পবন নন্দন
হ্রস্বকায় হয়ে অতি করি শ্লথ দেহের বন্ধন
উন্মোচন করি তাহা ধারণ বিশাল কলেবর
করিলেন পুনরায়, পুরদ্বারে হেরি অনন্তর
লৌহের পরিঘ এক, লয়ে তাহা আঘাতে তাহার
নিজ রক্ষী রক্ষকুলে করিলেন সবারে সংহার।

অনন্তর হনুমান লঙ্কাপুরী মাঝারে তখন,
প্রদীপ্ত লাঙ্গুল লয়ে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ,
প্রতি গৃহে গৃহে আর করিলেন অগ্নি সংযোজন,
পুত্রের সহায় তরে বেগে বায়ু বহিলা তখন।
পবন সংযোগে সেথা দীপ্ত অগ্নি গৃহে গৃহে যত,
দেখা গেল দিকে দিকে যেন ঘোর কালাগ্নির মত।
কাঞ্চন গবাক্ষময় গৃহ যত, রত্ন বিমণ্ডিত,
হয়ে ভগ্ন একে একে, হলো সব ভূতলে পতিত।
পবন সহায়ে অগ্নি করি ক্রমে শিখা প্রসারিত,
করিল সর্বত্র দগ্ধ লঙ্কাপুরী রাক্ষস পূরিত।
শ্রেষ্ঠ রক্ষবীর যত হয়ে অতি সন্তপ্ত তখন,
নানা অস্ত্র লয়ে সবে করিল সত্বর আগমন
হনুমান সন্নিধানে, শূল, প্রাস, আদি অস্ত্র যত,
অনন্তর তার প্রতি করিল নিক্ষেপ অবিরত।
হয়ে ক্রুদ্ধ হনুমান স্তম্ভ এক করি উৎপাটন
করি তাহা বিঘূর্ণিত, করি নিজ নাম উচ্চারণ,
করিলেন স্তম্ভে সেই বহু বীর রাক্ষসে নিহত,
আকাশেতে অনন্তর উল্লম্ফনে হলেন উত্থিত।
অভিশাপ গ্রস্তা সম হলো লঙ্কা, হয়ে অভিভূত
মহাবলে মারুতির, হয়ে অগ্নি শিখাতে বেষ্টিত।
অবশেষে হনুমান করি নিজ লাঙ্গুল বর্ধিত
প্রসারি সমুদ্রে তাহা, করিলেন অগ্নি নির্বাপিত।
অনন্তর প্রজ্জ্বলিত লঙ্কাপুরী করি নিরীক্ষণ,
বিহ্বল হৃদয়ে চিন্তা করিলেন মারুতি তখন।
করেছি এ লঙ্কা দগ্ধ, করি নাই রক্ষা বৈদেহীরে,
করেছি ক্রোধেতে সব সমূলেতে নষ্ট একেবারে।
হয়েছে এ লঙ্কামাঝে সর্বস্থান এবে ভস্মীভূত,
নিশ্চয় প্রাণেতে হেথা সীতা আর নাহিক জীবিত।

বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে মম হেনরূপ হয়েছে এখন
আমিও হেথায় এবে করিব জীবন বিসর্জন।
অগ্নিতে নিক্ষেপ আমি করিব কি এ দেহ আমার,
অথবা সমুদ্রে পশি হব জল জন্তুর আহার।
নষ্ট করি সর্ব কার্য্য কি ভাবে বা রাখিব জীবন,
সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, রামে কি ভাবে বা করিব দর্শন।
ত্রিভুবন মাঝে আমি করিলাম এবে প্রকাশিত
বানরের চঞ্চলতা, এ ভাবেতে হয়ে ক্রোধান্বিত।
শোকেতে বিভ্রান্ত হেন হনুমান হলেন যখন,
মনে তিনি পুনরায় ভাবিলেন একথা তখন।
নিজ তেজে সুরক্ষিতা সীতাদেবী আছেন জীবিত,
অগ্নির উপরে অগ্নি করেনা প্রভাব বিস্তারিত।
রামের প্রভাবে আর জানকীর পুণ্যেতে যখন
দহে নাই অগ্নি মোরে, রাম প্রাণা সীতারে তখন
করে নাই দগ্ধ অগ্নি, অনলেরে করিতে দহন
পারেন বৈদেহী, তাঁরে পারেনা দহিতে হুতাশন।
চিন্তামগ্ন হেন ভাবে হনুমান ছিলেন যখন,
চারণগণের বাক্য করিলেন শ্রবণ তখন
আকাশেতে হেনরূপ, হনুমান করেছে সাধন
কি দুষ্কর কার্য্য, করি রক্ষপুরী অনলে দহন।
প্রাচীর তোরণ আর হর্ম্য সহ এবে ভস্মীভূত
লঙ্কা এই, কি আশ্চর্য্য সীতা কিন্তু আছেন জীবিত।
চারণগণের সেই বাক্য যেন অমৃত মণ্ডিত,
মারুতি শ্রবণ করি হলেন পরম আনন্দিত।
রক্ষকুলে হত করি লঙ্কাপুরী করিয়া দহন
নিজ নাম ব্যক্ত করি চলিলেন মারুতি তখন
সীতা সন্দর্শন তরে, অনন্তর করিয়া গমন
সীতা পাশে, করিলেন বিদায়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন।

সমাগত হনুমানে বারবার করি নিরীক্ষণ
কহিলেন সীতা তাঁরে, নির্জ্জনেতে হে বৎস এখন
একদিন তরে হেথা রহ তুমি লভিতে বিশ্রাম
নিকটে রহিলে তুমি তবু কিছু শোক অবসান
হবে অভাগিনী মোর, করিবে তোমার অদর্শন
শোক তপ্ত প্রাণ মোর পুনরায় সন্তপ্ত এখন।
রয়েছে হে মহাবীর মনে এই সন্দেহ আমার
রাজপুত্র দুইজন কপিসৈন্যগণ যত আর,
করিবেন সুদুস্তর পারাবার কি ভাবে লঙ্ঘন,
গরুড়, পবন, তুমি সমর্থ শুধু এ তিন জন
লঙ্ঘিতে সাগর এই, একাই সাধিতে কার্য্য যত
পার তুমি, তবু তাহা আমার নহেক অভিপ্রেত।
সৈন্য সহ আসি রাম করি হেথা রাক্ষস নিধন
নিজগৃহে নিলে মোরে, হবে তাহা যশের কারণ।
অসাক্ষাতে শ্রীরামের করেছিল পাপিষ্ঠ রাবণ
যে ভাবে হরণ মোরে, রাম নাহি পারেন তেমন।
কহি তাই প্রকাশিত হয় যাহে রামের বিক্রম
করিতে সে হেন কার্য্য হও তুমি সচেষ্ট এখন।
কহিলেন হনুমান, করেছেন শপথ গ্রহণ
কপীশ্বর তব তরে, লয়ে কপিসৈন্য অগণন
সুগ্রীব বানরপতি, করিবেন হেথা আগমন
অবিলম্বে হে বৈদেহী, করিবে এ সমুদ্র লঙ্ঘন
এক লম্ফে কপিকুল, করি মম পৃষ্ঠে আরোহণ
আপনার সন্নিধানে আসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আশ্বস্ত হউন এবে, শুভ দেবী হোক আপনার,
হেরিবেন অচিরেতে রাম হস্তে রাবণ সংহার।

কহি ইহা হনুমান, করি অভিবাদন জ্ঞাপন
বৈদেহীরে, করিলেন তথা হতে গমন তখন।

১০। হনুমানের প্রত্যাবর্তন

আকুল করিয়া লঙ্কা, করিয়া ব্যথিত লঙ্কেশ্বরে,
প্রকাশি বিক্রম নিজ প্রণিপাত করি জানকীরে।
অরিষ্ট পর্বতে আসি কপিশ্রেষ্ঠ পবন নন্দন,
করিলেন অনন্তর সে পর্বত মাঝে আরোহণ।
নীল বনরাজি ঘেরা, পুষ্পিত লতাতে অলঙ্কৃত,
নানা মৃগ সমাকীর্ণ, নানা প্রস্রবণ সমন্বিত
অরিষ্ট পর্বত সেই। মহাবল পবন নন্দন
করিলেন সে পর্বতে হর্ষ ভরে দ্রুত আরোহণ।
হলো পদভরে তাঁর বিচূর্ণ প্রস্তর অগণন
মনোহর সে পর্বতে, মহাবীর পবন নন্দন
করিলেন অনন্তর কলেবর বর্ধিত তাঁহার,
করিল গর্জন সেই গিরিশ্রেষ্ঠ নিপীড়নে তাঁর।
প্রকম্পিত হয়ে বহু গিরিশৃঙ্গ হলো ভূপতিত
মহাবেগে মারুতির, বৃক্ষরাজি পুষ্পেতে শোভিত
হলো উন্মূলিত সেথা, পীড়নেতে করিল গর্জন
গুহা মাঝে সিংহকুল। হয়ে সবে স্খলিত বসন
সেথায় অপ্সরা যত, হয়ে আর বিচ্যুত ভূষণ
হলো সমুত্থিত সবে, কিন্নর-গন্ধর্ব-যক্ষগণ
পীড়নে ব্যথিত হয়ে আকাশে করিল আরোহণ।
বিস্তারে যোজন দশ, শতেক যোজন সমুন্নত,
বহু বৃক্ষ রাজি আর বহু উচ্চ শৃঙ্গ সমন্বিত

সুরম্য পর্বত সেই, নিপীড়িত হয়ে পদভরে
মারুতির, হলো ক্রমে প্রবিষ্ট ভূতল অভ্যন্তরে।
সেথা হতে অনন্তর মেঘ সম করি গরজন,
করিলেন হনুমান উল্লম্ফনে আকাশে গমন।
সমুদ্রের মধ্যভাগে আসি ক্রমে পবন নন্দন
গিরিবর মৈনাকেরে করিলেন হস্তে পরশন।
অনন্তর আকাশেতে একে একে করি আকর্ষণ
অরুণ, লোহিত, নীল, শ্বেত আদি বিবিধ বরণ
মেঘ মালা হনুমান্ সম্মুখে হলেন প্রধাবিত,
চন্দ্র সম হয়ে কভু আবৃত, কভুবা অনাবৃত
মেঘমালা মাঝে সেই। করি শেষে অদূরে দর্শন
গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রেরে করিলেন মহা গরজন।
ভীষণ গর্জন সেই মারুতির করিয়া শ্রবণ,
দর্শন আশাতে তাঁর আনন্দিত হলো কপিগণ।
কহিল তাহারা সবে করেছেন কার্য্য সম্পাদন
হনুমান সুনিশ্চয়, হলে ব্যর্থ হতনা এমন
গতিবেগ কভু তাঁর। কপিকুল আনন্দে তখন
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে বৃক্ষ হতে বৃক্ষে উল্লম্ফন
করিল সকলে মিলি, হনুমানে করিতে দর্শন।
করিল বৃক্ষের শাখা, আর নানা উজ্জ্বল বসন
আন্দোলিত তারা সবে, অনন্তর করি নিরীক্ষণ
অগ্নিপ্রভ মারুতিরে, করিল সকল কপিগণ
অবস্থান যুক্ত করে, মহাবেগে পবন নন্দন
মহেন্দ্র পর্বত শৃঙ্গে নিপতিত হলেন তখন।
হলে উপবিষ্ট সেথা হনুমান, কপিকুল যত
আসি চারি দিকে তাঁরে প্রীতিভরে করিল বেষ্টিত।
করিল অর্চনা তাঁরে আনন্দেতে আনি ফল আর
আনি মধু তারা সবে, আনি বহু রম্য উপহার।

করিল আনন্দ কেহ কিল কিল শব্দেতে জ্ঞাপন,
ঝুলিতে লাগিল কেহ বৃক্ষ শাখা মাঝেতে তখন।
বয়োবৃদ্ধ জাম্ববানে, কুমার অঙ্গদে অনন্তর
করিলেন যথোচিত বন্দনা মারুতি কপিবর।
সে দোঁহার কাছ হতে সমাদর পবন নন্দন
লভি বহু কহিলেন, বৈদেহীর লভেছি দর্শন।
শুনি সে অমৃত সম বাক্য তাঁর যত কপিগণ
করিল হর্ষেতে নৃত্য উচ্চরবে করিল গর্জন।
কুমার অঙ্গদ করি হনুমানে হর্ষে আলিঙ্গন,
লয়ে তাঁরে সবে মিলি উপবিষ্ট হলেন তখন।
গিরিবর মহেন্দ্রের সুরম্য কানন অভ্যন্তরে
শুনিতে সকল বার্তা। যুক্তকরে উৎসুক অন্তরে
রহিল উন্মুখ হয়ে, নয়ন করিয়া বিস্ফারিত
নীরবেতে প্রীতি ভরে সমবেত কপিকুল যত।

কহিলেন জাম্ববান পবন নন্দনে অনন্তর
রামের প্রেয়সী ভার্য্যা সীতারে সেথায় কপিবর
হেরিলে কেমন তুমি, রাবণ কিরূপ আচরণ
করে বল তাঁর সনে। করি রাম সমীপে গমন
কি বলিব মোরা তাঁরে, কর ব্যক্ত পবন নন্দন
সেথায় বলার মত আছে যাহা সেই বিবরণ।
জাম্ববান বাক্য শুনি কহিলেন মারুতি তখন
ঘটনা ঘটেছে যাহা সবিস্তারে তার বিবরণ
যথাযত ভাবে সেথা। করি সব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন,
কহিলেন বাক্য এই পুনরায় পবন নন্দন।
উদ্যম রামের যত, সুগ্রীবের চেষ্টা যত আর
হয়েছে সার্থক এবে, হয়ে জ্ঞাত শীলতা সীতার
সমুদ্র লঙ্ঘন এই হয়েছে যে সার্থক আমার।

রক্ষিতে কি বিনাশিতে সর্বলোক তপস্যাতে তাঁর
পারেন সতত সীতা, নাহি জানি কিসের কারণ
গাত্রস্পর্শ করি তাঁর বিনষ্ট হয়নি দশানন।
পতিব্রতা মাঝে শ্রেষ্ঠা, শোকতপ্তা রাক্ষসী বেষ্টিতা,
নৃপতি তনয়া সীতা। না করেন পুলোম দুহিতা
শচী যথা ইন্দ্র বিনে অন্য কারো চিন্তাও কখন
রাম অনুগতা সীতা রামের চিন্তায় নিমগন
আছেন সে ভাবে সদা। এক বেনী ধারিণী সতত
ভূশয্যা শায়িনী সেই হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর মত
সীতার বিশ্বাস আমি অতি কষ্টে করেছি অর্জন,
করেছি সুগ্রীব সনে শ্রীরামের বন্ধুত্ব জ্ঞাপন।
করেছেন প্রীতি লাভ সীতাদেবী করি তা' শ্রবণ
করিতে উচিত যাহা হবে তাহা করুন এখন।

১১। বানরগণের মধুপান

হনুমান বাক্য শুনি কহিলেন অঙ্গদ তখন,
রাক্ষস বেষ্টিত লঙ্কা, আর সেই রাবণে এখন
একাই সমর্থ আমি বিনাশিতে, তাহে সম্মিলিত
হন যদি মোর সনে আপনারা কপিবীর যত,
জয় তবে সুনিশ্চিত। অবধ্য ব্রহ্মার বরে যাঁরা,
মৈন্দ ও দ্বিবিদ সেই আছেন হেথায়, ধ্বংস তাঁরা
করিতে সমর্থ লঙ্কা, রাম পাশে করিব গমন
জনক নন্দিনী সীতা করি মোরা উদ্ধার এখন।
দেখেছি সীতারে কিন্তু হই নাই আনিতে সক্ষম
হেথায় আমরা, তাঁরে কথা এই করিলে জ্ঞাপন

হবে তাহে নিন্দা বহু, প্রকাশিত করি পরাক্রম
লঙ্কাপুরী করি জয়, করি আর রাবণে নিধন
হৃষ্ট মনে সেথা হতে জানকীরে করি আনয়ন
নিয়ে যাব যথা রাম, যথা আর আছেন লক্ষ্মণ।
কহিলেন জাম্ববান, কহিলে যা হে বীর এখন
নহেক উচিত তাহা করা কভু, সীতা অম্বেষণ
করিতে দক্ষিণ দিকে করেছেন আদেশ সবারে
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে, নাহি আজ্ঞা সংগ্রামের তরে।
যুদ্ধে জয় করি সীতা নিলে সেথা কভু প্রীতিকর
হবেনা রামের তাহা, কপিগণে রাম রঘুবর
বলেছেন করিবেন নিজে তিনি সীতারে উদ্ধার,
কি ভাবে লঙ্ঘন এবে করিবেন সে প্রতিজ্ঞা তাঁর।
লক্ষ্মণ সুগ্রীব সহ যেথা রাম আছেন এখন
সকল বারতা এবে সেথা মোরা করিব জ্ঞাপন।
সে বাক্যে সম্মত হয়ে হলো যত কপিবীরগণ,
হনুমানে অগ্রে রাখি অগ্রসর সম্মুখে তখন।
দৃষ্টি পথে রাখি সবে আগ্রহেতে বীর হনুমানে,
হলো ক্রমে উপনীত সুগ্রীবের প্রিয় মধু বনে।
ছিলেন রক্ষক তার দধিমুখ নামেতে বানর,
মাতুল সে সুগ্রীবের। হেরি সেই বন মনোহর
চাহিল পশিতে সেথা কপিকুল, মারুতি তখন
কহিলেন অঙ্গদেরে, কার্য্য সব করেছি সাধন
মোরা সবে, এবে কিছু লভিতে যে চাহি তার তরে,
কহিলেন শুনি তাহা প্রীতিভরে অঙ্গদ তাঁহারে
বলুন কি বাঞ্ছা তব, কহিলেন মারুতি তখন
হে বানর রাজপুত্র করুন আছে যে মধুবন
হেথায় পিতার তব, কপিকুলে প্রদান এখন।

কহিলেন কপিবর অঙ্গদ, করুন কপিগণ
মধুপান হেথা সবে, এসেছেন পবন নন্দন
কৃতকার্য্য হয়ে হেথা, করিলেও বাসনা এখন
অনুচিত যাহা, তবে করিতাম তাহাও পূরণ।
অঙ্গদের কথা সেই শুনি অভিনন্দন জ্ঞাপন
করিল তাঁহারে সবে, 'সাধু' 'সাধু' রবে কপিগণ,
সবে মিলি অনন্তর মধু বনে করিল গমন।
মধু পূর্ণ বৃক্ষ হতে করি তারা মধু আহরণ
করি তাহা পান সবে হলো অতি প্রমত্ত তখন।
মধু পানে মত্ত হয়ে করিল সেথায় কপিগণ,
কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ আর ভূতলে শয়ন।
হলো সেথা কেহ কেহ পরস্পর বিবাদেতে রত,
কেহ কেহ হর্ষে সেথা করতালি দিল অবিরত।
বানর কেহ বা আর করি বহু বৃক্ষ উৎপাটন
অতৃপ্তের সম হলো পুনঃ মধু পানেতে মগন।
মত্ত হয়ে বৃক্ষ হতে পড়ি কেহ ভূতলে সেথায়,
ভূমি হতে উল্লম্ফনে বৃক্ষাগ্রেতে গেল পুনরায়।
কেহবা করিল গান, কেহ হলো অমোদে মগন,
কাঁদিতে কাঁদিতে কেহ গেল সেথা, করিছে রোদন
অপর বানর কেহ। হয় নাই মত্ত মধু পানে
বানরকুলের মাঝে হেন কেহ ছিলনা সেখানে।
করিল বিবিধ শব্দ মধুপান করি কপিগণ,
লাগিল ঝুলিতে কেহ বৃক্ষশাখা করিয়া ধারণ।
মধুরক্ষীগণ সেথা আসি যবে করিল বারণ,
না মানি নিষেধ সেই, বাহু বলে করি আকর্ষণ
কপিকুল সে সবারে, বিতাড়িত করিল তখন
চারিদিকে তারা সবে সভয়ে করিল পলায়ন।

দধিমুখ সন্নিধানে অনন্তর করিয়া গমন
কহিল তাহারা সবে, হনুমান আদি কপিগণ
হয়ে সবে সম্মিলিত বিনষ্ট করেছে মধুবন,
কর্তব্য এখন যাহা তাই এবে করুন সাধন।
জানু ধরি আমাদের তারা সবে করি আকর্ষণ,
তাদের পশ্চাৎ ভাগ মোদেরে করেছে প্রদর্শন।
শুনি তাহা দধিমুখ কহিলেন ক্রোধেতে তখন,
এস যাই করি মোরা সে সবারে বলেতে বারণ।
দধিমুখ সহ তারা মিলি সবে হলো অনন্তর,
মধুবন অভিমুখে পুনরায় ধাবিত সত্বর।
সুবিশাল বৃক্ষ এক দধিমুখ করিয়া গ্রহণ
বানরকুলের প্রতি প্রধাবিত হলেন তখন।
অঙ্গদ নেহারি তাহা, নিজ বাহু বলেতে গ্রহণ
করি তাঁরে করিলেন ক্রোধেতে ভূতলে নিষ্পেষণ।
হলেন আহত তাহে হলেন রক্তাক্ত কলেবর
দধিমুখ, কোনরূপে মুক্তি লাভ করি অনন্তর
গিয়ে নিরজন স্থানে কহিলেন অনুচরে যত,
চল সেথা রাম সহ সুগ্রীব যেখানে অবস্থিত।
অঙ্গদের দোষ যত কহিব সকল সুগ্রীবেরে,
সুগ্রীব শুনিলে তাহা ক্ষমা নাহি করিবেন তারে।
পিতৃকুল হতে প্রাপ্ত মনোহর এই মধুবন
সুগ্রীবের প্রিয় অতি, করিবেন অবশ্য নিধন
রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কারী দুষ্ট এই কপিকুলে যত
ক্রোধভরে কপীশ্বর। হয়ে শেষে আকাশে উত্থিত,
অনুচরগণ সহ হলেন সেথায় উপনীত
দধিমুখ, রাম আর সুগ্রীব যথায় অবস্থিত।
অঞ্জলি বন্ধন করি দধিমুখ বিষণ্ণ বদনে
সুগ্রীবের পদতলে নিপতিত হলেন সেখানে।

উদ্বিগ্ন অন্তরে তাঁরে কহিলেন সুগ্রীব তখন,
ওঠ, ওঠ, ত্বরা এবে কেন হলে পতিত এমন
মম পদতলে হেথা। চাহ যাহা কহিতে এখন,
কহ তাহা, কর মোরে মধুবন মঙ্গল জ্ঞাপন।
কহিলেন দধিমুখ হয়ে সেথা উত্থিত তখন
তুমি আর বালী দোঁহে সুরক্ষিত যেই মধুবন
রেখেছ সতত, এবে বিনষ্ট করেছে কপিগণ
সেই মধুবন সবে, অঙ্গদ ও পবন নন্দন
কপিগণ সহ মিলি সব মধু করেছে ভক্ষণ,
মোদের নিষেধ বাক্য কিছু তারা করেনি শ্রবণ।
করেছে দংশন কেহ, কেহবা করেছে তিরস্কার
আমা সবে, কেহ আর ক্রোধভরে করেছে প্রহার।
কপিবর সুগ্রীবেরে করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
লক্ষ্মণ, বানর এই কোন্ কথা কহিছে এখন।

কহিলেন প্রত্যুত্তরে সুগ্রীব, অঙ্গদ আদি যত
কপিবীর, জানকীরে অন্বেষিয়া হয়ে প্রত্যাগত
করেছে বিনষ্ট আর উপভোগ, মম মধুবন,
করেছে প্রহার যত রক্ষীগণে। করিতে জ্ঞাপন
বার্তা সেই, এসেছেন মধুবন রক্ষক, বিখ্যাত
বীর দধিমুখ এই, করেছে যে কপিকুল যত
মধুপান হেন ভাবে, মনে হয় তাহাতে এখন
হে লক্ষ্মণ, তারা সবে লভেছে সীতার দরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে আনন্দিত হলেন তখন
শুনি তাহা, দধিমুখে অনন্তর করি সম্বোধন
কহিলেন কপীশ্বর, কর তুমি ক্রোধ সম্বরণ,
হয়েছি সন্তুষ্ট আমি, কার্য্য যারা করেছে সাধন
অবশ্য তাদেরে মম ক্ষমা করা উচিত এখন।

যাও ফিরে, কর ত্বরা হনুমানে হেথায় প্রেরণ,
কপিগণ সহ তুমি, চাহি এবে করিতে শ্রবণ
সীতার সন্ধান বার্তা আমি আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শুনি তাহা হয়ে হৃষ্ট, 'ধন্য আমি,' কহিয়া তখন
দধিমুখ সেথা হতে করিলেন সত্বর গমন।

অনুচরগণ সহ আকাশ পথেতে পুনরায়
আসি মধুবনে শেষে করিলেন প্রবেশ সেথায়।

হেরিলেন পশি সেথা কপিদলপতিগণে যত,
হেরিলেন সে সবার মত্ততা হয়েছে বিদূরিত।

কহিলেন দধিমুখ মিষ্ট ভাষে অঙ্গদে তখন
যুক্তকরে, রক্ষীকুল করেছে যে তোমারে বারণ
নাহি তাহে ক্রুদ্ধ হতে করিতেছি তোমাবে জ্ঞাপন
মম অনুরোধ আমি, যুবরাজ তুমি, এই বন
তোমারি হে মহাবল, শ্রান্ত হয়ে কবি আগমন
দূর হতে, করেছিলে মধুপান এ বনে যখন
মূর্খ সম বাধা আমি করেছিনু প্রদান তখন,
তার তরে অনুগ্রহ করি ভিক্ষা তোমার এখন।

তোমার পিতৃব্যে আমি সব কথা করেছি জ্ঞাপন,
হয়েছেন হৃষ্ট তিনি কপিদল সহ আগমন
করেছ হেথায় শুনি। ক্রোধ কিছু হয় নাই তাঁর
বনভঙ্গ বারতায়, যেতে শীঘ্র নিকটে তাঁহার
বলেছেন তোমা সবে কপীশ্বর, স্বচ্ছন্দে এখন
তোমরা সকলে মিলি কর তাঁর সমীপে গমন।

কপিদলপতিগণে কহিলেন অঙ্গদ তখন,
দধিমুখ হর্ষভরে বলিছেন যে কথা এখন
মনে তাহে হয় মম মোদের সকল বিবরণ
করেছেন অবশ্যই কপীশ্বর সুগ্রীব শ্রবণ।

মধুবনে মধুপান করেছি উদ্ধত ভাবে সবে,
সুগ্রীবের সন্নিধানে উচিত গমন করা এবে।

করিতে আমারে রক্ষা কপিদলপতিগণ যত
করুন বিধান, আমি সবাকার অধীন সতত।

যুবরাজ বটে আমি, তবু এবে উচিত আমার
অনুগামী হতে হেথা কপিদলপতি সবাকার।

শুনি তাহা কহিলেন হয়ে হৃষ্ট কপিগণ যত,
প্রভু হয়ে কহে কেবা হেন ভাবে আপনার মত
এ হেন বিনয় ভরে। শুভ তব হবে সুনিশ্চিত
যাব মোরা ত্বরা এবে সুগ্রীব যথায় অবস্থিত।

হলেন অঙ্গদ সহ অনন্তর ঊর্দ্ধে সমুত্থিত
গগন আবৃত করি কপিদলপতিগণ যত।

আকাশে উত্থিত হয়ে বলবান কপিবীরগণ
করিলেন সবে মিলি মেঘ সম মহা গরজন।

১২। হনুমানের রামকে বার্তা জ্ঞাপন

শুনি সে গর্জন রামে কহিলেন সুগ্রীব তখন
হবে শুভ, হে রাঘব লভেছে সীতার দরশন
এরা সবে সুনিশ্চয়, তা' না হলে অঙ্গদ এখন
আসিতনা মম পাশে, করিতনা আর মধুবন
বিনষ্ট তাহারা সবে। শোক এবে করি পরিহার
কর এবে স্বস্তিলাভ, কার্য্য এই করেছে উদ্ধার
সুনিশ্চিত হনুমান, যথা নিজে পবন নন্দন
কর্মাধ্যক্ষ, চেষ্টা সেথা নাহি হবে বিফল কখন।

শোনা গেল অনন্তর আনন্দিত বানরের যত
কিল কিল শব্দ সেথা আকাশ মাঝেতে অবিরত।
আগমন ধ্বনি সেই কপীশ্বর করিয়া শ্রবণ
করিলেন আনন্দেতে বিশাল লাঙ্গুল সঞ্চালন।
হনুমানে অগ্রে লয়ে অঙ্গদাদি যত কপিগণ
দ্রুত সেথা সবে মিলি সমাগত হলেন তখন।
হর্ষ ভরে অনন্তর চরণে হলেন নিপতিত
রাম আর সুগ্রীবের কপিদলপতিগণ যত
কমল লোচন রামে করি অভিবাদন জ্ঞাপন
করিলেন প্রণিপাত, মহাবাহু পবন নন্দন।
হবেন সীতার বার্তা অবগত, ভাবিয়া অন্তরে
সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, রাম প্রীতিভরে হেরিলেন তাঁরে।
করিলেন অনন্তর গিরি প্রস্রবণেতে গমন
সম্মিলিত হয়ে সবে। আসি সেথা পবন নন্দন
কহিলেন রঘুবরে, করি মহা সমুদ্র লঙ্ঘন
রাবণের লঙ্কা মাঝে লভেছি সীতার দরশন।
জনক নন্দিনী সীতা সমর্পণ করি মন প্রাণ
আপনারে রঘুবর, করিছেন সেথা অবস্থান।
প্রমোদ কানন মাঝে কদাকার রাক্ষসীতে যত
বেষ্টিত সীতায় আমি হে রাম, দেখেছি অবস্থিত।
একমাত্র বেনী সীতা করি তাঁর মস্তকে ধারণ
সতত আছেন রাম আপনার চিন্তাতে মগন।
শিশিরেতে পদ্ম সম বিবর্ণ হয়েছে অঙ্গ তাঁর
সঙ্কল্প মৃত্যুর তরে মনে মনে হয়েছে তাঁহার।
রাক্ষসী বেষ্টিত সীতা বলেছেন একথা আমায়
সাশ্রুনেত্রে, দেখিলে যা আর যাহা শুনিলে হেথায়।
কহিও পুরুষ সিংহ রামে তাহা, মণি এই আর
রেখেছি যা সযতনে দিও তুমি হস্তেতে তাঁহার।

মনঃশিলা বিরচিত তিলকের কথা ও স্মরণ,
করিতে বলিও তাঁরে। বলিও করিতে নিবারণ
দুষ্কার্য্য নিরত কাকে, করেছিলা যে ভাবে ক্ষেপণ
ক্রোধেতে ঐষিক অস্ত্র, সেইভাবে করুন এখন
পরদার অপহারী এ পাপিষ্ঠ রাক্ষসে নিধন।

এসব বারতা যত সীতার, কহিয়া হনুমান
সীতার প্রদত্ত মণি করিলেন রামেরে প্রদান।

লভি সেই মণিশ্রেষ্ঠ করি তাহা হৃদয়ে ধারণ,
আনন্দাশ্রু রঘুবর লাগিলেন করিতে বর্ষণ।

কহিলেন আর, গাভী করে স্নেহে অশ্রু বিসর্জন
যে ভাবে নেহারি বৎসে, মণি এই করি নিরীক্ষণ
অশ্রু মম সেই ভাবে বিনির্গত হতেছে এখন।

দিলেন বিবাহকালে মণি এই শ্বশুর আমার
সীতায়, করিল তাহা শিরে তাঁর শোভার বিস্তার।

করেছেন সীতা ইহা বহুকাল মস্তকে ধারণ
দেখি ইহা, মনে হয় লভেছি সীতার দরশন।

বলেছেন কথা সীতা কিবা আর পবন নন্দন
সবিস্তারে সেই সব বল তুমি আমারে এখন।

কহিলেন হনুমান, বলেছেন সীতা আপনারে
কথা এই, হে রাঘব বধিবারে রাক্ষসকুলেরে
অস্ত্রবিদ তুমি কেন করিছনা অস্ত্র বরিষণ,
নাহি করিছেন কেন মোরে এবে উদ্ধার লক্ষ্মণ।

কহিলাম আমি তাঁরে, করি রাম রাবণে নিহত,
আপনারে নিজ পুরে হে দেবী, নিবেন সুনিশ্চিত।

কহিলেন অনন্তর মোরে সীতা, এবে হনুমান
হেরিবে লক্ষ্মণে, রামে, তুমি ধন্য, তুমি ভাগ্যবান।

কহিলাম আমি দেবী, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন,
মম পৃষ্ঠে ত্বরা করি আরোহণ করুন এখন,
অদ্যই লক্ষ্মণে রামে করিবেন তা' হলে দর্শন।
কহিলেন সীতা, রাম করি নিজে রাবণে নিধন,
নিলে মোরে তাই জেনো হবে তাঁর যশের কারণ।
ছলনায় অপহৃতা পূর্বে আমি হয়েছি যেমন,
হবেনা উচিত কভু নিলে মোরে সে ভাবে এখন।
কহিলাম আমি দেবী, শোক তব করুন বর্জন,
আসিবেন লঙ্কাদ্বারে অচিরেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আসিবে সিংহের সম বলবান যত কপিগণ,
মলয় পর্বত মাঝে শুনিবেন তাদের গর্জন।
বনবাস অবসান হলে শেষে পশি অযোধ্যায়,
আপনার সহ রাম অভিষিক্ত হবেন সেথায়।
এইরূপ প্রিয় বাক্যে করিলাম প্রসন্ন তাঁহারে,
জানকী শুনি সে বাক্য করিলেন আশীর্বাদ মোরে।

১৩। রামের সমুদ্রতীরে আগমন

হনুমান বাক্য শুনি হর্ষভরে কহিলেন রাম,
কল্পনা অতীত যাহা করেছেন তাহা হনুমান।
গরুড়, পবন, আর হনুমান ভিন্ন কোন জন
মহা পারাবার কভু না পারেন করিতে লঙ্ঘন।
সুগ্রীবের ভৃত্য যোগ্য সুউত্তম কর্ম সম্পাদন,
করেছেন নিজ বল প্রকাশিয়া পবন নন্দন।
প্রভু আজ্ঞামত কার্য্য যেইজন করে সম্পাদন,
উত্তম সে, নাহি তাহা করে যে, সে পুরুষ অধম।

কর্তব্য পালন করি সুগ্রীবেরে সন্তুষ্ট এখন
করেছেন হনুমান, করেছেন মোদের রক্ষণ
সীতার দর্শন লভি। কিন্তু ক্ষোভ হতেছে এখন
নাহিক আমার কিছু দিতে তাঁরে বিনে আলিঙ্গন।
কহি ইহা, প্রীতিভরে হনুমানে করি নিরীক্ষণ
করিলেন তাঁরে রাম বাষ্পাকুল নেত্রে আলিঙ্গন।
কহিলেন অনন্তর সত্য বটে সীতা অন্বেষণ
হয়েছে সফল, কিন্তু হবে পার কপিসৈন্যগণ
কি ভাবে সাগর এবে। কহিলেন সুগ্রীব তখন
এ হেন চিন্তিত রাম কেন তুমি হয়েছ এখন।
করিব অরাতি জয়, করি মোরা সমুদ্র লঙ্ঘন,
সন্দেহ নাহিক তাহে। যে ভাবেতে নির্মিত এখন
হয় সেতু, পারি যাহে লঙ্কা মোরা করিতে গমন
কর রাম যুক্তি সেই, সে সান্ত্বনা বাক্যেতে তখন
কহিলেন রঘুবর মারুতিরে করি সম্বোধন।
পারি আমি তপোবলে করি সেতু নির্মাণ সাগরে,
অথবা বিশুষ্ক করি পারাবার, যেতে পরপারে।
কহ তুমি হনুমান সবিস্তারে এখন্ আমায়
সংখ্যা আর শক্তি যাহা রাক্ষসের দেখেছ লঙ্কায়।
কহিলেন হনুমান, সুগভীর পরিখা বেষ্টিত
আনন্দমুখর লঙ্কা, বহু মত্ত হস্তী পরিবৃত।
কপাট তাহার যত দৃঢ়বদ্ধ, বিশাল আকার,
নানাবিধ অস্ত্রে সেথা সুসজ্জিত আছে চারিদ্বার।
বহু রথ সমাকীর্ণ, বহু বীর রক্ষ পরিবৃত
লঙ্কা সেই, হয় শত্রু সেথায় পশিলে নিবারিত।
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তার, চারি মহা সেতু অবস্থিত
আছে সেথা যন্ত্রপূর্ণ, শত্রুদল হয় নিপতিত
পরিখাতে যন্ত্রে সেই, সেথা যবে হয় উপনীত।

করেছি সে সব সেতু ভগ্ন আমি, করেছি যে আর
দগ্ধ আমি লঙ্কাপুরী, প্রাচীর করেছি ভগ্ন তার।

যে কোন উপায়ে এবে করি সবে সমুদ্র লঙ্ঘন,
করিবে বিনষ্ট লঙ্কা, সুনিশ্চয় যত কপিগণ।

রাবণ উদ্যমশীল, যুদ্ধপ্রিয়, সংরক্ষণ আর
করেন সতত তিনি সংরক্ষণ সৈন্যকুলে তাঁর।

দুর্গ সেথা চতুর্বিধ, হেরেছি সে প্রাকার বেষ্টিত
মনোরম লঙ্কাপুরী, পর্বত শিখরে অবস্থিত।

কোটি কোটি রক্ষসৈন্য আছে সেথা, করে সর্বক্ষণ,
সবে তারা রক্ষেশ্বর রাবণের আদেশ পালন।

কহিলেন শুনি তাহা রঘুবর সুগ্রীবে তখন,
উত্তর ফল্গুনী আজ, চন্দ্র সহ হস্তার মিলন
হবে কাল, হে সুগ্রীব আজি এই শুভক্ষণে সবে
কর যাত্রা, নীলবীর করুন গমন অগ্রে এবে।

জল আর ফলমূল আছে যথা, সৈন্যদল যত
নিয়ে যাও সেই পথে, পারে জল করিতে দূষিত
দুরাত্মা রাক্ষসকুল, সাবধান হবে তাহা হতে,
আছে কোথা শত্রুসৈন্য নেহারিবে আরোহি পর্বতে।

দুর্বল যে সব সৈন্য, করুক হেথায় অবস্থান
সেই সব সৈন্য যত, কপিশ্রেষ্ঠ যারা বলবান
বানর সৈন্যের তারা নেতৃস্থান করুক গ্রহণ,
গবয়, গবাক্ষ, গয়, পুরোভাগে করুন গমন।

ঋষভ দক্ষিণে আর, বাম দিকে শ্রীগন্ধমাদন,
হোক্ অগ্রসর লয়ে সঙ্গে যত কপিসৈন্যগণ।

যাব আমি এবে করি হনুমান পৃষ্ঠে আরোহণ,
যাবে আর আরোহিয়া অঙ্গদের পৃষ্ঠেতে লক্ষ্মণ।

কপিসৈন্যগণ যত সুগ্রীবের আদেশে তখন,
হলো অগ্রসর সবে যুদ্ধ তরে, করি উল্লম্ফন।

কহিলেন রঘুবরে, লক্ষ্মণ অঙ্গদ পৃষ্ঠ হতে
হে রাম, রাবণে বধি ফিরিবেন শীঘ্র অযোধ্যাতে।

আকাশে ভূতলে এবে হেরিতেছি বহু সুলক্ষণ,
হে আর্য্য, আপনি তাহে প্রীতিলাভ করুন এখন।

বিন্ধ্য ও মলয় গিরি বহু আর রমণীয় বন
হেরি তাঁরা, হেরি আর বহু নদী, বহু প্রস্রবণ
আসিলেন সবে মিলি, মহেন্দ্র পর্বতে অনন্তর
হেরিলেন সেথা হতে সবে তাঁরা বিশাল সাগর।

সমুদ্রের বেলা ভূমে অবশেষে হয়ে উপনীত
কহিলেন সুগ্রীবেরে রঘুবর, কর সমুচিত
চিন্তা এবে হে সুগ্রীব. এ সমুদ্র করি উল্লঙ্ঘন
কপিসৈন্য, কি ভাবেতে পরপারে করিবে গমন।

নিজ সৈন্যদল ত্যজি যেন যত কপি সৈন্যগণ
না যায় অন্যত্র কেহ, শুনি তাহা সুগ্রীব তখন
কপিসৈন্যদলে তাঁর সত্বর করিয়া আবাহন
সমুদ্রের তীরে সেই করিলেন সৈন্য সংস্থাপন।

মহাসমুদ্রের তীরে আসি সব কপিসৈন্য যত
তরঙ্গিত মহার্ণব হেরি সবে হলো আনন্দিত।

সীমাহীন, বাধাহীন, জলজন্তুগণেতে পূরিত,
চন্দ্রোদয়ে বৃদ্ধিশীল, চন্দ্র প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত।

প্রচণ্ড আবর্তময় বহু মৎস্য কুম্ভীরেতে আর
বহু জলচরে পূর্ণ, সে অতল স্পর্শী পারাবার।

অম্বর সাগর সম, সাগর অম্বর সম প্রায়
গেল দেখা, ভেদাভেদ কিছু দোঁহে ছিলনা সেথায়।

সমুদ্র তরঙ্গ সেথা পরস্পর হয়ে প্রতিহত,
প্রচণ্ড ভেরীর সম নিনাদ হতেছে সমুত্থিত।
সমুদ্রের তীরে যবে সৈন্যগণ হলো সংস্থাপিত,
লক্ষ্মণে তখন রাম কহিলেন হয়ে শোকান্বিত।
সীতার বিরহ আর চিন্তা তার দগ্ধ অবিরত
করিছে এ দেহ মম হে লক্ষ্মণ, করি উত্তোলিত
করিব দর্শন কবে পদ্ম সম সীতার আনন,
মলিন বসন সম কবে আমি করিব বর্জন
শোক মম, করি কবে বাণে মম রাবণে নিধন,
শোকানলে সন্তাপিতা সীতারে করিব আলিঙ্গন।
প্রিয়াবিরহিত রাম পারাবার করি নিরীক্ষণ
রহিলেন হেন ভাবে জানকীর চিন্তাতে মগন।

১৪। রাবণ ও বিভীষণ

লঙ্কাপুরী দগ্ধ আর বহু রক্ষবীরেরে নিধন
করেছেন হনুমান, করি এই বারতা শ্রবণ
কহিলা রাবণ মাতা বিভীষণে, সীতা নিরীক্ষণ
করেছে যখন হেথা হনুমান, পুত্র বিভীষণ
সমাগত রাবণের নিদারুণ বিপদ তখন।
সীতা অপহৃতা জানি করিবেন অবশ্য সাধন
নিজ কার্য্য রাম এবে, তাঁর সম একা কোন্‌জন
রক্ষবীর চতুর্দশ সহস্রেরে করেছে নিধন।
খর আর মারীচেরে করেছেন বধ যেই রাম,
মনে হয় ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাঁহার সমান।
'কর সীতা প্রত্যর্পণ,' কহ এই কথা বিভীষণ
রক্ষেশ্বর রাবণেরে, নাহি করি বিলম্ব এখন।

রাবণের সন্নিধানে বিভীষণ আসি অনন্তর,
কহিলেন সভয়েতে, যেদিন সীতারে রক্ষেশ্বর
এনেছেন লঙ্কাপুরে, নিরীক্ষণ সেই দিন হতে
করিতেছি সবে বহু দুর্লক্ষণ এ লঙ্কাপুরীতে।
হে বীর রামের হস্তে সীতারে করুন প্রত্যর্পণ,
মম এই বাক্য তব রুচিকর হউক এখন।
হয়ে ক্রোধাবিষ্ট আর হয়ে কিছু আনত বদন
ভাবি হনুমান কার্য্য, কহিলেন রাবণ তখন
আসি হেথা হনুমান সীতারে করেছে দরশন
করেছে বিধ্বস্ত লঙ্কা, করেছে সে রাক্ষস নিধন।
কি করিব এবে মোরা বলুন তা রক্ষবীরগণ,
মন্ত্রণা জয়ের মূল, করুন সে মন্ত্রণা এখন
রাম তরে হেথা সবে। মন্ত্রণায় হয় যবে রত
ঐক্যমত হয়ে সবে, সর্বোত্তম হয় তা নিশ্চিত।
মন্ত্রণায় প্রথমেতে বহুমত হয়ে মন্ত্রীগণ
হলে শেষে একমত, হয় সেই মন্ত্রণা মধ্যম।
পরস্পরে নিন্দা করি, না পারিলে হতে মন্ত্রণায়
একমত, সর্বজন করে গণ্য অধম তাহায়।
অসংখ্য বানর সহ পারাবার উত্তীর্ণ সত্বর
হবে রাম, যুক্তি এবে করুন যা হয় হিতকর।
কহিল রাক্ষসকুল রক্ষেশ্বরে, বিষণ্ণ এমন
হতেছেন কেন এবে, রামে মোরা করিব নিধন।
করেছেন পরাজিত কুবেরেরে কৈলাস শিখরে,
তব ভয়ে করেছেন ভার্য্যারূপে দান আপনারে
দানবেন্দ্র ময় তাঁর মন্দোদরী নামে দুহিতারে।
বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, পদ্ম আদি নাগকুল যত,
পাতালে গমন করি করেছেন সেথা পরাজিত।

করেছেন জয় যমে. করেছেন হত সংগ্রামেতে
সে সব ক্ষত্রিয়গণে, ছিল যারা শ্রেষ্ঠ রাম হতে।
শ্রম স্বীকারেতে প্রভু, আপনার নাহি প্রয়োজন,
করিবেন যুদ্ধে রামে ইন্দ্রজিৎ একাই নিধন।
মহেশ্বর হতে তিনি লভেছেন সুদুর্লভ বর
করুন সংগ্রামে তাঁরে প্রেরণ এখন রক্ষেশ্বর।
করিবেন বীর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ কপি সৈন্যগণে
হত যুদ্ধে। অনন্তর সেনাপতি প্রহস্ত রাবণে
কহিলেন যুক্তকরে, প্রমত্ত ভাবেতে অবস্থিত
ছিল যবে রক্ষকুল, তখন করেছে পরাভূত
হনুমান সে সবারে, এবে মোরা আছি সচেতন
হবেনা সক্ষম আর হনুমান রক্ষিতে জীবন,
আমাদের কাছ হতে। লভিলে সম্মতি আপনার
সম্মিলিত হয়ে মোরা কপিকুলে করিব সংহার।
অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র, ইন্দ্রজিৎ আদি বীরগণ
কহিলেন সবে মিলি রাবণেরে করি আস্ফালন,
করি আর নানাবিধ অস্ত্ররাজি হস্তে উত্তোলন,
সুগ্রীবে, লক্ষ্মণে, রামে আর হনুমানেরে নিধন
অবশ্য করিব মোরা। সে সবারে করি নিবারণ
কহিলেন রাবণেরে কৃতাঞ্জলি হয়ে বিভীষণ।
সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে হস্তগত
নাহি হয় যাহা, তাহা লভিতে করেন বীর যত
বিক্রম প্রকাশ সেই শত্রু সনে অসতর্ক ভাবে
আছে যারা, কিংবা যারা অন্য শত্রু সনেতে আহবে
আছে লিপ্ত, আর যারা বিপদেতে হয়েছে পতিত
প্রতিকূল দৈববশে। কিন্তু সে রামেরে পরাভূত
করিতে সক্ষম কেবা, যেই রাম সংগ্রামে দুর্বার
স্থির মতি অচঞ্চল। করেছিল মহা পারাবার

লঙ্ঘন যে হনুমান ভেবেছিল কেবা কথা তার
পূর্বে কভু, কবে রাম করেছিলা কার অপকার,
করেছেন যার তরে রক্ষেন্দ্র হরণ ভার্য্যা তাঁর।
সত্য বটে খরে রাম করেছেন নিহত সমরে
করেছেন তাহা তিনি নিজের জীবন রক্ষা তরে।
বীর্য্যবান রাম সনে অনুচিত করা রক্ষেশ্বর
এ হেন শত্রুতা, তাঁরে প্রত্যর্পণ করুন সত্বর
সীতা এবে, নহে হবে ধ্বংস প্রাপ্ত যক্ষকুল যত,
এ লঙ্কা নগরী সহ। হিতকর বাক্য হেনমত
কহিতেছি বন্ধু ভাবে, হে রক্ষেন্দ্র করুন এখন
রক্ষা মম অনুরোধ, রামে সীতা করুন অর্পণ।

বিভীষণ বাক্য সেই রক্ষেশ্বর করিয়া শ্রবণ
কহিলেন অনন্তর মন্ত্রীগণে করি সম্বোধন
নিজ শক্তি পর শক্তি যেইজন করি নিরূপণ
করেন আরম্ভ কার্য্য, প্রাজ্ঞ তাঁরে বলে সর্বজন।
মন্ত্রণা সবার সনে চাহি তাই করিতে এখন,
আমার সঙ্কল্প যাহা সবে তাহা করুন শ্রবণ।
বিনষ্ট শত্রুর কার্য্য, আর মোর কার্য্য সম্পাদন
হয় যাতে, সে মন্ত্রণা সবে মিলি করুন এখন।
যদি কেহ বলে আমি করেছি গর্হিত অত্যাচার
তপস্বী জনের পরে, দিতেছি উত্তর আমি তার।
বল্কলাদি করি রাম তপস্বীর সম পরিধান
বনচরগণে কেন করে ভীত লয়ে ধনুর্বাণ।
প্রশান্ত হৃদয় হবে আশ্রম নিবাসী জন যারা,
হবে ফলাহারী আর সর্বভূতে দয়াশীল তারা।
রক্তাম্বর পরিহিতা, সমুজ্জ্বল কুণ্ডলধারিণী
আছে কি সীতার সম নারী কেহ আশ্রমবাসিণী।

কাঞ্চী আদি আভরণ বনবাসী করে কি ধারণ
নূপুরের ধ্বনি তার কেহ কভু করেনি শ্রবণ।
রাক্ষসকুলেরে যত যবে রাম করেছে নিধন,
ধর্ম অনুষ্ঠান হতে বিচ্যুত সে হয়েছে তখন।

কহিলা প্রহস্ত, করি রাবণের সে কথা শ্রবণ,
মহাত্মাগণের সম গুণ সব রয়েছে রাজন
বর্তমান আপনাতে। মত্ত হস্তী সম রাজগণ
করেন উন্মত্ত ভাবে এ জগৎ মাঝে বিচরণ।
কিন্তু হয় নাই কভু, নাহি হবে সুনিশ্চিত
আপনার পক্ষ হতে কোনরূপ অকার্য্য সাধিত।
পূর্বেই মোদেরে রাম আক্রমণ করেছে যখন,
বলবান হয়ে তবু করিবেন আশ্রয় গ্রহণ
কিরূপে আপনি তার। করি দূত হেথায় প্রেরণ
করেছে সংগ্রাম রাম, শাস্ত্রবিদ্ হবে দূতগণ,
হবে তারা সপ্রতিভ, মনস্বী ও সদ্বংশ সম্ভূত,
বাক্য প্রয়োগেতে দক্ষ, কহেন পণ্ডিতগণ যত।
রামের প্রেরিত দূত বিপরীত ছিল যে ইহার
করেছে অন্যায় বহু, করিতে সে কার্য্য সিদ্ধি তার।
আছে হেথা আমাদের পরাক্রান্ত যত যোদ্ধাগণ,
সমুৎসুক তারা সবে অস্ত্র এবে করিতে গ্রহণ।
করিতে শোণিত পান যুদ্ধে হত রাক্ষসের যত,
তৃষিতা পৃথিবী এই অভিলাষ করিছে সতত।
রাম আর লক্ষ্মণের যথাকালে ঘটিবে মরণ,
করুন আশ্বাস দান যুদ্ধ তরে অদ্যই রাজন।
কহিলেন পুনরায় বিভীষণ রাবণে তখন
প্রিয় কথা পরিত্যাগ হিত কথা বলাই রাজন

মন্ত্রীর উচিত সদা। বাক্য যাহা হয় হিতকর
কহিব বিশ্বস্ত ভাবে বাক্য সেই এবে রক্ষেশ্বর।
করিলেন মন্ত্রীগণ আদেশ লভিয়া আপনার
যে মন্ত্রণা, নিন্দা যোগ্য সেই সব মন্ত্রণা অসার।
রাজার মন্ত্রণাদাতা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন জন
পরস্ত্রী হরণ কবে ধর্ম বলি করেছে বর্ণন।

করেছেন বিরোধিতা রামই পূর্বে করিনু শ্রবণ
ধর্ম ভিন্ন কি অধর্ম করেছেন রাম আচরণ।

ক্ষাত্র ধর্মে লক্ষ্য রাখি ধনু হস্তে গৃহ বহির্গত
হয়েছেন রাম, তবে কি ভাবে হলেন বিচলিত
ধর্ম পথ হতে রাম, যদি তাঁর কার্য্যেতে কখন
ক্ষাত্র ধর্ম অনুসারে হয়ে থাকে কোন ব্যতিক্রম
হতে পারে দোষ তবে। কিন্তু বাস করেছেন বনে
অস্ত্রসহ, দোষ তাঁর নাহি পারে হতে সে কারণে।

মম অভিমত এই রাম পত্নী সীতারে এখন
করুন হে মহাবীর, গুণবান রামে সমর্পণ।

যোগ্য যাহা আপনার কার্য্য সেই করুন রাজন
তব অনুগ্রহে সীতা মুক্তি লাভ করুন এখন।

বিভীষণ বাক্য শুনি হস্তে হস্ত করি নিপীড়িত
ক্রোধভরে রক্ষেশ্বর কহিলেন বাক্য হেন মত,
প্রকাশি শত্রুর গুণ, দুর্বুদ্ধির কথা মম তুমি
কহিলে যা, নাহি পারি গ্রহণ করিতে তাহা আমি।

শত্রুগণে অনুনয় না করি সজ্জনগণ যত
যাহে হয় জয় লাভ, সে কার্য্য করেন নিরূপিত।
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞানী গুণবান্ এই বিভীষণ
করে মনে বিশেষজ্ঞ আমরা নহিক কদাচন

সুনীতি কি দুর্নীতির। নাহি আর করা প্রয়োজন
বাক্য ব্যয় এ বিষয়ে, ভয়ে ভীত এই বিভীষণ
নহে উপযুক্ত কভু আমাদের সহ মন্ত্রণার
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ত্যজ্য তারা, যারা ভীরু, কাপুরুষ আর।

একাই করিব আমি রামে আর লক্ষ্মণে নিধন,
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি করে শুষ্ক তৃণ যেভাবে দহন
করি কাপুরুষ এই বিভীষণে বর্জন এখন
যুদ্ধ তরে সবে মিলি কর এবে সঙ্কল্প গ্রহণ।

শুনি তাহা রাবণেরে কহিলেন পুণঃ বিভীষণ
ধর্ম বিগর্হিত কার্য্য চাহিছেন করিতে এখন
নিতান্তই মোহ বশে, নাহি লভে বিজয় সেজন
পাপ বুদ্ধি অনুসারে করে কার্য্য সম্পন্ন যেজন।

স্বেচ্ছাচারী জনে এবে করি ত্যাগ করিব গমন
ধর্মনিষ্ঠ রাম পাশে। কথা হেন করেছি শ্রবণ
আশ্রিত জনেরে রাম কভু নাহি করেন বর্জন,
করেন সতত রক্ষা শত্রুরেও, নিলে সে শরণ।

বিভীষণ বাক্যে সেই হয়ে ক্রোধে অধীর রাবণ,
হস্তে নিজ লয়ে খড়্গ সমুত্থিত হলেন তখন
সবিদ্যুৎ মেঘ সম, সজোরেতে করিলেন আর
পদাঘাত বিভীষণে। সেই পদ প্রহারেতে তাঁর
বজ্রাহত গিরি সম বিভীষণ হলেন পতিত
ভূতলে, হলেন তাহে বিভ্রান্ত অমাত্যগণ যত।

করিলেন পুনঃ পুনঃ নিবারিত রাবণে তখন
প্রহস্ত, কোষেতে তাহে করিলেন স্থাপিত রাবণ
অসি তাঁর, মন্ত্রীগণ সবে তাঁরে করিয়া বেষ্টন
করিলেন অবস্থান। অনন্তর করি প্রশমন
ক্রোধ নিজ, কহিলেন সমুত্থিত হয়ে বিভীষন,

ধর্ম তরে জন্ম মোর, কাম ক্রোধ নাহিক আমার,
পরাভূত তাই মোরে করে নাই এ পদ প্রহার।
যুদ্ধে অস্ত্র করে শুধু দেহনাশ, কিন্তু চিত্ত যার
দূষিত, স্বগণ সহ হয় আত্মবিনাশ তাহার:
নিজ বংশ ধ্বংসকারী আপনারে তেয়াগি এখন
যাব আমি রাম পাশে, যায় নদী সাগরে যেমন।
ধর্মদ্রোহী বুদ্ধি তব অবগত হয়েছি যখন
পরিত্যাগ সর্ব ভাবে আপনারে করিব এখন।
অযশে মণ্ডিত আর দোষরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত
আপনি, রামের হস্তে মৃত্যু মুখে হবেন প্রেরিত।
বিভীষণ বাক্য শুনি হয়ে ক্রোধে অধীর রাবণ
পরুষ বাক্যেতে তাঁরে কহিলেন একথা তখন
করিবে বরং বাস বিষধর সর্প সহ, আর
শত্রু সহ, করিবেনা বাস তবু মিথ্যা বাক্য যার
সেই শত্রু সেবী সহ। জ্ঞাতিদের স্বভাব আমার
আছে জানা, নিরন্তর হয় অতি হর্ষ সে সবার
জ্ঞাতির বিপদ হলে। স্বজাতিতে শ্রেষ্ঠ যেইজন
ধর্মজ্ঞ, বিদ্বান, বীর, করে তারে যত জ্ঞাতিগণ
অপমান সবে মিলি, করে আর নিন্দা সর্বক্ষণ।
রজ্জুহস্তে নরগণে পদ্মবনে হেরি হস্তীগণ
বলেছিল কথা এই, রজ্জু কিংবা নানা প্রহরণ
নহে আশঙ্কার হেতু, আমাদের ভয়ের কারণ
শুধু সদা স্বার্থপর ভয়াবহ যত জ্ঞাতিগণ।
বন্ধন উপায় যত বলিবে তা জ্ঞাতিগণ যত,
সর্বাধিক জ্ঞাতি ভয় সর্ব ভয় মাঝেতে সতত।
ঐশ্বর্য্য সম্পদশালী, শত্রুকুল শীর্ষে অবস্থিত
সর্বলোক পূজ্য আমি নহে তাহা তোমার বাঞ্ছিত

কহিলেন বিভীষণ শুনি তাহা, যত মূঢ়জন
হিতকারী সুহৃদের বাক্য কভু না করে শ্রবণ।
কহিলে এহেন বাক্য আমারে অপর কোন জন
মম হস্তে সুনিশ্চয় হত তার বিনষ্ট জীবন।
কহি সে কঠোর বাক্য উত্থিত হলেন বিভীষণ
চারিজন মন্ত্রী সহ, হস্তে অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
কহিলেন অন্তরীক্ষে অবস্থান করি অনন্তর
বিভীষণ, প্রিয়বাদী পুরুষ সুলভ রক্ষেশ্বর।
অপ্রিয় অথচ যাহা হিতকর, সুদুর্লভ তার
বক্তা আর শ্রোতা সদা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনি আমার।
পারেন বলিতে তাই, যাহা ইচ্ছা হয় আপনার,
করিব তা ক্ষমা আমি। হয় হিত যাহাতে রাজন
আপনার বলেছি তা, কিন্তু কালবশ যেইজন
নিজের মঙ্গল যাহা নাহি তাহা করে সে গ্রহণ।
সর্বপ্রাণী ধ্বংসকারী কাল পাশে বদ্ধ আপনায়
করি পরিত্যাগ আমি যাব রাম আছেন যথায়।
নাহি চাহি রাম শরে আপনারে হেরিতে নিহত
রক্ষপূর্ণ লঙ্কা, আর আত্মরক্ষা করুন সতত।
আমার বিহনে এবে সুখ তব হউক রাজন,
হোক আর শুভ তব এই আমি করি আকিঞ্চন।

রাম সন্নিধানে বিভীষণ

কহি ইহা বিভীষণ করি অভিবাদন রাবণে
হলেন নির্গত লয়ে সঙ্গে তাঁর মন্ত্রী চারিজনে।
মাতৃপাশে সব কথা নিবেদন করি বিভীষণ
করিলেন অনন্তর গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন।

কৈলাসে সে হেন কালে নিয়ে নিজ অনুচরে যত
মহেশ্বর, কুবেরের সভাতে ছিলেন অবস্থিত।
সেথা সেই সভা মাঝে উপনীত হয়ে বিভীষণ
করিলেন শিব আর কুবেরে প্রণাম নিবেদন।
কহিলেন তাঁরা, হবে কুশল তোমার বিভীষণ,
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রাম রয়েছেন যেখানে এখন
যাও তুমি সেই স্থানে, বীর শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তোমায়
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন তখন সেথায়,
করি বধ রাবণেরে। করি সীতাদেবীরে গ্রহণ,
লক্ষ্মণের সহ রাম করিবেন অযোধ্যা গমন,
করিবেন প্রভুরূপে লঙ্কাপুরে তোমারে স্থাপন।
শুনি সেই বাক্য করি শিব ও কুবেরে নমস্কার
হলেন উত্থিত লয়ে মন্ত্রীগণে সঙ্গেতে তাঁহার
বিভীষণ, অনন্তর নভোপথে করি বিচরণ
আসিলেন সেথা, যেথা অবস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নেহারিয়া সে সবারে চিন্তামগ্ন রহি কিছুক্ষণ,
সুগ্রীব বানরকুলে কহিলেন করি সম্বোধন,
আসিছে উহারা হের আমা সবে করিতে নিধন।
কহিল বানরকুল শালবৃক্ষ করি উৎপাটন,
করুন আদেশ এবে এ সবারে বধিতে রাজন্।
উত্তর তীরেতে আসি সমুদ্রের করি অবস্থান
আকাশেতে বিভীষণ, কহিলেন করিয়া আহ্বান
উচ্চস্বরে সে সবারে, এসেছি হেথায় কপিগণ,
নেহারিতে রামে আমি, রক্ষপতি নামেতে রাবণ
জনস্থান হতে যিনি করেছেন সীতারে হরণ
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হই আমি, নাম বিভীষণ।
বহুবার তাঁরে আমি বলেছি করিতে প্রত্যর্পণ
সীতারে রামের হস্তে, করেছেন উপেক্ষা রাবণ

আমার সে হিত বাক্য। করেছেন আর দশানন
বহু অপমান মোরে ভৃত্যসম, এসেছি এখন
মন্ত্রীগণ সহ তাই, শ্রীরামের লভিতে শরণ
করিওনা শঙ্কা মোরে, দুষ্টবুদ্ধি নাহিক আমার,
রাম পাশে নিয়ে মোরে নিবেদন কর কাছে তাঁর
আমার বারতা সব। কথা সেই করিয়া শ্রবণ,
রাম লক্ষ্মণের পাশে কপীশ্বর করিয়া গমন
কহিলেন সে দোঁহারে, রাবণ অনুজ বিভীষণ
চারি মন্ত্রী সহ তার তোমাদের লইতে শরণ
হেথায় এসেছে এবে, মনে হয় আমার এখন
রাবণ নিজেই হেথা বিভীষণে করেছে প্রেরণ।
কুটিল রাক্ষস বুদ্ধি নিয়ে তার, করি উৎপাদন
বিশ্বাস তোমার এবে, প্রচ্ছন্ন ভাবেতে বিভীষণ
আক্রমণ অবশেষে করিবে সে এই অভিপ্রায়
আছে তার মনে, তাই সমবেত হয়েছে হেথায়।
নৃশংস রাবণ ভ্রাতা বিভীষণে হে রাম এখন
মন্ত্রীগণ সহ তার তীক্ষ্ম অস্ত্রে করুন নিধন।
বিভীষণ সমাগম বার্তা রাম করিয়া শ্রবণ
কহিলেন সুগ্রীবেরে, হে সুগ্রীব কর আনয়ন
হনুমান আর যত মন্ত্রীগণে হেথায় এখন,
মিলি সঙ্গে তাঁহাদের কর্তব্য করিব নির্ধারণ।
সুগ্রীব আদেশে সেথা আসিলেন দলপতি যত,
কহিলেন রামে তাঁরা, নাহি তব কিছুই অজ্ঞাত,
তবু ও মোদেরে রাম ডেকেছেন হেথায় এখন,
শুধু তাহা আমা সবে করিতে সম্মান প্রদর্শন।
তাই এবে হেথা যত মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রীগণ
নিজ নিজ মত যাহা করিবেন প্রকাশ এখন।

কহিলেন শুনি তাহা বুদ্ধিমান অঙ্গদ তখন
নহেক উচিত করা বিভীষণে বিশ্বাস স্থাপন।
শত্রুপক্ষ হতে যবে এসেছে সে পরীক্ষা তাহার
করাই উচিত এবে, গুণ যদি থাকে কিছু তার
হবে সে গ্রহণ যোগ্য, হবে তারে করিতে বর্জন
থাকে যদি দোষ তার, কহিলেন শরভ তখন
বিভীষণ সন্নিধানে চর রাম করুন প্রেরণ।
মনোভাব বুঝি তার চর সেই আসিবে যখন
করিব কর্তব্য যাহা মোরা সবে। বৃদ্ধ জাম্ববান
কহিলেন অনন্তর, বিভীষণ সমাগত রাম
শত্রু ভাবাপন্ন দুষ্ট রাবণের কাছ হতে যবে
পরীক্ষা উচিত মত অবশ্য করিতে তারে হবে।
কহিলেন মৈন্দবীর, বিভীষণে মধুর বচনে
করা হোক প্রশ্ন নানা, তারপর বুঝি মনে মনে
ভাল কিংবা মন্দ তার মনোভাব, হে রঘুনন্দন,
করুন উচিত যাহা। অনন্তর পবন নন্দন
কহিলেন বাক্য এই, সমুচিত যে কথা রাজন
তাহাই করিব এবে। কহিলেন বটে মন্ত্রীগণ
প্রেরণ করিতে চর বিভীষণ সমীপে এখন
সংগত কারণ তার নাহি কিছু, কোন প্রয়োজন
হবেনা সাধিত তাহে। বিভীষণে বুঝিতে সক্ষম
সহসা হবেনা চর, করেছে যে এবে আগমন
অনুচিত স্থানে আর অসময়ে হেথা বিভীষণ
মম বুদ্ধি অনুসারে কহি এবে তাহার কারণ।
নেহারি উদ্যোগ তব, হেরি ঘোর অন্যায়েতে রত
রাবণেরে, শুনি বালি তব হস্তে হয়েছেন হত,
সুগ্রীবের রাজ্য লাভ শুনি আর রাজ্য কামনায়
আশ্রয় লভিতে তব মনে হয় এসেছে হেথায়

বিভীষণ, যাহা আমি বুঝেছি তা কহিনু এখন,
কি এবে সঙ্গত তাহা আপনি করুন নির্ধারণ।

শুনি হনুমান বাক্য কহিলেন শ্রীরাম তখন,
মম যাহা অভিমত এবে সবে করুন শ্রবণ।
মিত্র ভাবে সমাগত হয়েছে যবে বিভীষণ,
থাকিলেও দোষ তাঁর নাহি পারি করিতে বর্জন
তাঁরে আমি, নির্দোষ কি দোষী আর হোন বিভীষণ
হবেনা শকতি তাঁর ক্ষতি মম করিতে সাধন।
যে কেহ শরণাপন্ন হয়ে মম বশ্যতা স্বীকার
করে আসি মম পাশে, কহি মোরে 'আমি আপনার'
তাহারে অভয় দিয়ে রক্ষার বিধান করি তার
সর্বপ্রাণী হতে আমি, ব্রত সদা ইহাই আমার।
দিলাম অভয় আমি বিভীষণে, হেথায় এখন
হে সুগ্রীব কপীশ্বর, তারে তুমি কর আনয়ন।
আবাহনে সুগ্রীবের রাম পাশে আসি বিভীষণ,
শ্রীরামের পদতলে নিপতিত হলেন তখন।
চারি মন্ত্রী সহ তাঁর। বিভীষণে করি অনন্তর
আলিঙ্গন, সখা তুমি আমার, কহিলা রঘুবর।
কহিলেন বিভীষণ রাবণ অনুজ আমি রাম,
করেছেন তিনি মোরে নানা ভাবে বহু অপমান।
হয়েছি শরণাগত তাই আমি এখন তোমার
হে রাম, তোমারি সব, ধন প্রাণ যা' কিছু আমার
হব বিনাশিতে লঙ্কা, বিনাশিতে রক্ষকুলে যত,
সৈন্য চালনাতে আর আমি রাম সহায় সতত।

সমুদ্রে সেতুবন্ধন

বিভীষণ বাক্য শুনি কহিলেন শ্রীরাম তখন
লক্ষ্মণে, সাগর হতে আন হেথা সলিল লক্ষ্মণ
এবে তুমি, অনন্তর কর তুমি অদ্যই এখানে
লঙ্কায় রাক্ষস রাজ্যে অভিষিক্ত মিত্র বিভীষণে।
করিলেন অভিষিক্ত রাম আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ
কপিকুল মাঝে সেথা বিভীষণে লক্ষ্মণ তখন।
রামের সে অনুগ্রহ সবে মিলি করি নিরীক্ষণ
করিল তুমুল ধ্বনি 'সাধু' 'সাধু' রবে কপিগণ।
অনন্তর বিভীষণে কহিলেন করি সম্বোধন
সুগ্রীব ও হনুমান, হে সৌম্য উপায় নির্ধারণ
করুন সে হেন এবে যাহাতে করিতে অতিক্রম
পারিব আমরা সবে এই মহা জলধি এখন।
কহিলেন বিভীষণ, সমুদ্রের শরণ গ্রহণ
করুন রাঘব এবে, করেছিলা সাগর খনন
সগর, রামের সনে সে সূত্রে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন
হবেন জলধি এই শ্রীরামের সহায় এখন।
বিভীষণ বাক্যে সেই কহিলেন শ্রীরাম তখন
লক্ষ্মণে ও সুগ্রীবেরে, দিলেন মন্ত্রণা বিভীষণ
যাহা এবে, সে মন্ত্রণা ভাল বলি হয় মম মনে।
হে লক্ষ্মণ, হে সুগ্রীব, কর এবে জ্ঞাপন দুজনে
তোমাদের অভিমত, কহিলেন তাঁহারা তখন
অগাধ জলধি এই সেতু বিনে করিতে লঙ্ঘন
দেবতাগণের সহ ইন্দ্রও যে হবেন অক্ষম,
সাগরেতে সেতু তাই অবিলম্বে করুন বন্ধন।
বলেছেন কথা যেই বিভীষণ সে কথা তাঁহার
রুচিকর এ সময়ে কেন নাহি হবে আপনার।

বিস্তৃত করিয়া কুশ সমুদ্রের তীরেতে তখন,
হয়ে উপবিষ্ট সেথা মৌনব্রত করিয়া গ্রহণ,
রহিলেন রঘুবর, সমুদ্রের লভিতে দর্শন।
কুশাস্তীর্ণ ভূমিতলে একে একে ত্রিরাত্রি যাপন
করিলেন রঘুবর, করি সর্ব নিয়ম পালন।
যথাযোগ্য পূজা তাঁর লভিয়াও না দিলা দর্শন
সমুদ্র আসিয়া তাঁরে। কহিলেন লক্ষ্মণে তখন
ক্রোধে রাম, হে লক্ষ্মণ, অহঙ্কার কর নিরীক্ষণ
এ অভদ্র সমুদ্রের, এখনও সে দিলনা দর্শন
লভিয়াও পূজা মম, আমি সদা ক্ষমা পরায়ণ,
ক্ষমতা বিহীন তাই সে আমারে ভাবিছে এখন।
আন ধনুঃশর মম, ক্রোধে আমি এবে আজি তারে
শঙ্খ, মুক্তা, মীন সহ বিশুষ্ক করিব একেবারে।

ক্রোধ ভরে অনন্তর ধনুঃশর করিয়া গ্রহণ
করিলেন রঘুবর তীক্ষ্ম যত শর বিমোচন
বিকম্পিত করি ধরা। অগ্নি সম হয়ে প্রজ্জলিত
পশিল সাগর মাঝে তীক্ষ্ম সেই শররাজি যত।
কুম্ভীর, মকর সহ মহাবেগে তরঙ্গ উত্থিত
হলো তাহে সাগরেতে, পাতাল মাঝারে অবস্থিত
বিশাল ভুজঙ্গ কুল হলো তাহে অতি নিপীড়িত।

শরণ যাচিল আসি জলচর যত অনন্তর
সাগরের, করিলেন সে সবারে আশ্বস্ত সাগর।
নেহারিয়া অবশেষে রামের বিপুল পরাক্রম,
সাগর আপন রূপ করিলেন রামে প্রদর্শন।

রক্ত মাল্যে, রক্ত বস্ত্রে সুশোভিত, সুবর্ণ ভূষিত
স্নিগ্ধ আর কান্তিমান যেন মণি বৈদূর্য্যের মত
সাগর, সঙ্গেতে লয়ে নিজের অমাত্যগণে যত,
কহিলেন যুক্তকরে রাম পাশে হয়ে উপনীত
মধুর বচনে তাঁরে, হে রাম রয়েছে অবস্থিত
পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি জগতে সতত
নিজ নিজ স্থানে সদা। অগাধ, অব্যয় অবিরত,
আপন প্রকৃতি বশে আমি রাম, করিলে স্তম্ভিত
এবে তুমি জল মম, পথ আমি করিব প্রদান
বানরগণের তরে, সেতু নাহি করিতে নির্মাণ
হবে তবে। কিন্তু তাহে বলবান অন্য কেহ পরে
দণ্ড উত্তোলন করি বাধ্য রাম করিবে আমারে
দিতে পথ, হবে ক্ষুণ্ণ গভীরতা তাহাতে আমার
তাই ইহা করা রাম নাহি হবে উচিত তোমার।
বিশ্বকর্মা পুত্র রাম নল ওই, পিতৃদত্ত বর
রয়েছে ইঁহার, তাই নিয়োজিত কর রঘুবর
সেতু নির্মাণের কার্য্যে সুযোগ্য এ বানরে এখন,
তোমার কার্য্যের তরে সেতু সেই করিব ধারণ।
বহিবেনা বায়ু এবে, করিবেনা জলজন্তু যত
বিচরণ, জলরাশি আমি রাম রাখিব স্তম্ভিত।

সমুদ্র কহিলে ইহা, কহিলেন নল অনন্তর,
সত্য তাহা, কহিলেন সমুদ্র যা এবে রঘুবর।
পিতার শক্তিতে সেতু সমুদ্রেতে করিব নির্মাণ,
বিশ্বকর্মা পুত্র আমি, কার্য্যে আমি তাঁহারি সমান।

করিবনা অহঙ্কার, কিংবা নিজ গুণের কীর্তন
করুন সেতুর কার্য্য আরম্ভ এখন কপিগণ।
নলের সে হেন বাক্য শুনিলেন সমুদ্র যখন,
সত্বর গেলেন চলি আপনার আলয়ে তখন।

সুগ্রীব, অঙ্গদ আর পবন নন্দনে অনন্তর
করি আবাহন সেথা কহিলেন রাম রঘুবর।
সমুদ্রের বাক্য আর নল বাক্য করিলে শ্রবণ
হেথা সবে, কর তাহা করা যাহা কর্তব্য এখন।

সুগ্রীবের আদেশেতে অনন্তর আনন্দে তখন
অরণ্য মাঝারে যত কপিকুল করিল গমন।
শাল, অশ্বকর্ণ, নীপ, বাঁশ, বেত্র, তিলক, বকুল,
কুটজ, অর্জুন আদি বহুবিধ বৃক্ষ কপিকুল
আনিল বহিয়া সবে, আনিল করিয়া উৎপাটিত
বহু গিরিশৃঙ্গ আর শিলা বহু কপিকুল যত।
পুনঃপুনঃ আনি তাহা নল হস্তে করিল অর্পণ,
সমুদ্রেতে সেতু নল করিলেন নির্মাণ তখন।
প্রস্থেতে যোজন দশ, দৈর্ঘে আর শতেক যোজন
সেতু সেই, হলো যেন সুবিশাল মেঘের মতন
বিস্তৃত সমুদ্র মাঝে। করিল নিক্ষেপ কপিগণ
গিরিশৃঙ্গ আদি যাহা, সমুদ্রেতে হলোনা মগন,
কোনরূপে কিছু তার, দেবতা গন্ধর্ব আদি যত,
সে হেন অদ্ভুত কার্য্য হেরিতে হলেন সমাগত
গগন মণ্ডলে সবে। হলো এই শব্দ অবিরাম
দশদিকে, করিলেন বন্ধন সমুদ্রে সেতু রাম।

নাহি করিলেন সূর্য্য পরিশ্রান্ত কপিকুলে যত,
তাপিত আপন তাপে। চারিদিকে হলো সমুত্থিত

সজল জলদ মালা, সূর্য্য প্রভা করি আচ্ছাদিত,
সুশীতল বায়ু সেথা ধীরে ধীরে হলো প্রবাহিত।

সমুদ্রের বরদানে হলো সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত,
স্বল্পকালে হলো তাই সেতু সেই সমুদ্রে নির্ম্মিত।

অনন্তর কপিকুল করিল সাগর অতিক্রম
সহস্রে সহস্রে সবে, হলে শেষ সে সেতু বন্ধন।

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

যুদ্ধকাণ্ড

১। রামের সেতুবন্ধনে রাবণের ক্ষোভ

সসৈন্যে সাগর রাম সমুত্তীর্ণ হ'লেন যখন
অমাত্য সারণে-শুকে কহিলেন রাবণ তখন,
সাগরে বেঁধেছে সেতু রাঘব অভূতপূর্ব এবে
দুস্তর সাগর পার হয়েছে বানর-সেনা সবে।
সেতুবন্ধ হেন কেহ করে নাই দর্শন শ্রবণ
বিধি আজি সুনিশ্চয় করেছেন হস্ত প্রসারণ
বিনাশিতে আমা সবে। অশ্রদ্ধেয় কার্য্যেতে এমন
রামের, বিক্ষুব্ধ মম মন এবে হয়েছে সারণ।
কপিসৈন্য-সংখ্যা আমি অবশ্যই হ'য়ে অবগত,
প্রতিরোধ তরে কার্য্য করিব যা' হয় সুসঙ্গত।
বানরের রূপ ধরি' অলক্ষিতে প্রবেশি' এখন
কপিসৈন্যে, কর দোঁহে সে সবার সংখ্যা নিরূপণ।
রাম-লক্ষ্মণের আর বানর সৈন্যের পরাক্রম
হ'য়ে জ্ঞাত পুনরায় হেথা ত্বরা কর আগমন।
রাবণ আদেশ হেন লভি' তা'রা, ধরি' মায়া বলে
বানরের রূপ দোঁহে প্রবেশিল কপি-সৈন্যদলে।
হেরিল তথায় তা'রা গুহামধ্যে' পর্বতে, নির্ঝরে,
সমুদ্রের উপকূলে পুষ্পিত বনের অভ্যন্তরে
ধাবমান মহাবল অসংখ্য বানর সৈন্যগণে,
অসমর্থ হ'লো তা'রা সে সবার সংখ্যা নিরূপণে।

ছদ্মবেশী সে দোঁহারে তথায় নেহারি' বিভীষণ
ধৃত করি' আনি' রামে কহিলেন এসেছে দু'জন
গুপ্তচর লঙ্কা হতে হের রাম,—নেহারি রামেরে
কহিল উভয়ে তা'রা যুক্ত করে শঙ্কিত অন্তরে,
রাবণ আদেশে তব সৈন্যবল জানিবার তরে
হে রাম এসেছি হেথা।—শুনি' তাহা মৃদু হাস্যভরে
কহিলেন রাম, এবে সৈন্য সংখ্যা হ'য়ে অবগত
যাও ফিরে লঙ্কা পুনঃ, কভু আমি করি না নিহত
যেজন নিরস্ত্র তা'রে,—দিতেছি অভয়,—বিভীষণ
দেখিতে যা' আছে বাকী করাবেন এবে প্রদর্শন।
বধযোগ্য তোমা দোঁহে ক্ষমা করি' দিলাম মুকতি
ফিরি' লঙ্কা কহিও এ বাক্য মম রাবণের প্রতি,
যে বল দেখায়ে তুমি করেছিলে সীতারে হরণ
কর প্রদর্শন তাহা সবান্ধবে সসৈন্যে এখন।
রক্ষঃকুলে সুরক্ষিত সুবেষ্টিত তোরণে প্রাচীরে
লঙ্কাপুরী, মম শরে নেহারিবে বিধ্বস্ত অচিরে।
করিব তোমারে মম মহাক্রোধ এবে প্রদর্শন,
করিব শত্রুতা শেষ করি' আমি তোমারে নিধন।
রামের আদেশে লঙ্কা আসি' শুক-সারণ তখন
কহিল রাবণে,—হেরি' আমা দোঁহে নিল বিভীষণ
বন্ধনে আবদ্ধ করি' রাম পাশে, মোদেরে নেহারি'
মহাত্মা অমিত তেজা রাঘব দিলেন মুক্ত করি'।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রাম আর তব ভ্রাতা বিভীষণ,
লোকপাল সমবীর্য্যে অস্ত্রধারী এই চারিজন।
আছে অস্ত্র, আছে আর বল-বীর্য্য যে হেন রামের,
সক্ষম নাশিতে লঙ্কা একা রাম, কি কাজ অন্যের।

শতেক যোজন সেতু করি' ওই সাগরে বন্ধন,
লঙ্কাতে পশেছে আসি' দুর্জ্জয় বানর-সৈন্যগণ।

যুদ্ধার্থী সে সৈন্যগণ সংগ্রাম-কুশল সবে,
নাহি কাজ যুদ্ধেতে এখন,
শান্তি-সংস্থাপন করি' বৈদেহীরে রাক্ষসেন্দ্র
রামেরে করুন প্রত্যর্পণ।

২। রাবণের রামসেনা দর্শন

হিতবাক্য শুনি' সেই কহিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ,
দেবতা দানব কি বা সর্বলোক ভয়েও কখন,
রাঘবের হস্তে আমি করিব না সীতা প্রত্যর্পণ।
নেহারি' বানর-সৈন্য ভীত তুমি, কিন্তু কে আমারে
পারে পরাজিতে কহ রণক্ষেত্রে সংগ্রাম-ভিতরে।
কহি' ইহা রক্ষেশ্বর সিংহাসন ছাড়ি' ক্রোধভরে
দ্বিতীয় ভাস্কর সম ত্বরা করি প্রাসাদ উপরে
করিলেন আরোহন সঙ্গে ল'য়ে অনুচরগণ,
কহিলেন অনন্তর কপিসৈন্য করি' নিরীক্ষণ,
এ বানর সৈন্য-দলে কা'রা শ্রেষ্ঠ কহ তা' সারণ।

কহিল সারণ করি' পরিচয় প্রদান তখন
ওই মহাবীর নল সেতুবন্ধ করেছে যেজন
কপি-সৈন্য পুরোভাগে অবস্থান করিছে এখন।

যুবরাজ অঙ্গদ সে ক্রোধভরে লঙ্কা নিরীক্ষণ
করিছে যে বারবার,—ল'য়ে আর সৈন্য অগণন
আপনারে হে রক্ষেন্দ্র যুদ্ধে যে করিছে আবাহন।

গাত্র-সংঘর্ষণে রত পরস্পর হাস্তভরে যা'রা,
দুর্দ্ধর্ষ চন্দন নামে মহাবল বানর তাহারা।

ওই যে কুমুদ, নীল, ওই কপি-প্রধান সুতনু,
পনস, গবয়, গয়, পর্বত, বিনত, ইন্দ্রজানু,
দধিবক্ত্র, শতবলি, উল্কামুখ, কেশরী, ক্রথন,
ধূম্রাক্ষ, গবাক্ষ, ধূম্র, সুষেণ, প্রমাথী, সন্নাদন,

শরভ, দুর্দ্ধর্ষ, পদ্ম, —এই যত কপিশ্রেষ্ঠগণ
আছে হ'য়ে সুবেষ্টিত বানর-সৈন্যেতে অগণন।

মহাদলপতি যিনি, কপি-কুল দলপতি মাঝে,
কামরূপী মহাবীর্য্য জাম্ববান ওইতো বিরাজে।

বিন্ধ্যাগিরি অধিবাসী কপিশ্রেষ্ঠ আছে বহু আর,
অক্ষম করিতে আমি নিরূপণ সংখ্যা সে সবার।

সারণের বাক্য শেষে কপিসৈন্য করি' নিরীক্ষণ
কহিতে লাগিল শুক রক্ষেশ্বর রাবণে তখন
হে রাজন্, কামরূপী ওই যত কপিসৈন্যদল,
যুদ্ধেতে বিক্রমে তা'রা দেবাসুর সম মহাবল।

ওই যে দ্বিবিদ মৈন্দ, দেবরূপী বীর দুইজন,
লঙ্কা-বিজয়ের আশা মনে মনে করিছে পোষণ।

মত্তহস্তী সম ওই হনুমান, সমুদ্র-লঙ্ঘন,
সীতা সন্দর্শন আর লঙ্কা দগ্ধ করিল যে জন।

যিনি ওই শ্যামবপু, যিনি পদ্মপলাশলোচন,
খ্যাতকীর্ত্তি মহারথ, ধর্মাত্মা, ব্রহ্মাস্ত্রে বিচক্ষণ,

দাশরথী রাম তিনি।—হে রক্ষেন্দ্র জনস্থান হ'তে
ভার্য্যা বৈদেহীরে যাঁর এনেছেন এ লঙ্কা পুরীতে।

সক্ষম অস্ত্রেতে যিনি বিদারিত পৃথিবী গগন
ইনিই রাঘব সেই, যুদ্ধতরে উদ্যত এখন।

প্রদীপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, সুপ্রশস্ত বক্ষ যেই জন,
সংগ্রামে অজেয় বীর প্রাণসম ভ্রাতা সে লক্ষ্মণ
রামের, নিকটে তাঁর ওই তব ভ্রাতা বিভীষণ।
তেজে, যশে, আভিজাত্যে, বলে আর বুদ্ধিতে যেজন
করেছেন সম্মিলিত এ বানর সৈন্য অগণন
ওই সে সুগ্রীব, আর বহুতে কি আছে প্রয়োজন।
অসীম প্রভাবশালী, মহাবল, যুদ্ধে অনুপম
তাঁরা সবে, বসুন্ধরা ধ্বংস তাঁরা করিতে সক্ষম।
প্রজ্জ্বলিত গ্রহপ্রায় বানর-বাহিনী এই
মহারাজ করি দরশন,
না হ'য়ে বিজিত যাহে হয় যুদ্ধে জয়লাভ
সে উপায় করুন গ্রহণ।

৩। রাবণের ক্রোধ—রামের মায়ামুণ্ড

শুকবাক্যে হ'য়ে কিছু সন্ত্রাসিত, হ'য়ে ক্রুদ্ধ আর,
রাবণ সারণে শুকে কহিলেন করি তিরস্কার,
অপ্রিয় বচন হেন বলার অযোগ্য নৃপতিরে
সচিবের, শত্রু যেই সমাগত হেথা যুদ্ধ তরে
করিছ উভয়ে হেন অনুচিত স্তুতি সে সবারে।
রাজ-শাস্ত্র হ'তে কভু লভ নাই রাজনীতি-জ্ঞান,
ল'য়ে হেন মূর্খ মন্ত্রী ভাগ্যবশে আছে মোর প্রাণ।
এ পরুষ বাক্য মোরে কহিতে নাহি কি কিছু ভয়
আমা হ'তে যাক্ দূরে, এবে দোঁহে যাক্ যমালয়।
এ অপ্রিয় ভাষী দোঁহে দেখিতে চাহিনা আমি আর,
নাশিতে চাহিনা প্রাণ স্মরি' শুধু পূর্ব উপকার।

মম স্নেহ হ'তে চ্যুত, মূঢ় আর কৃতঘ্ন দুর্জন,
রিপু-পক্ষ স্তবকারী দুরাচার এ শুক-সারণ।
লজ্জাভরে অনন্তর তথা হ'তে করিল গমন,
জয় হোক্ রক্ষেন্দ্রের, কহি' শুক সারণ তখন।

কহিলেন অনন্তর চর সবে আহ্বানি' রাবণ
যাও সবে জ্ঞাত হ'তে রামের সকল বিবরণ।
কাহারা মন্ত্রণা দাতা, প্রীতিবশে তাহার সেথায়
এসেছে কাহারা, রাম নিশি আজি যাপিবে কোথায়?
হও জ্ঞাত কোন্ পথে আসিতে তাহার অভিপ্রায়॥

চরের সহায়ে যুদ্ধে বসুধার অধিপতি যত
সহজেই হ'য়ে প্রাপ্ত শত্রুগণে করেন নিহত।
রাবণ আদেশে ত্বরা শার্দ্দূলাদি যত চরগণ
করিল গমন যথা অবস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুবেল শৈলের ধারে প্রচ্ছন্ন রহিয়া সাবধানে
নেহারিল রামে আর লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণে।
ছদ্মবেশী যত সেই চরগণে হেরি' বিভীষণ
করিল লাঞ্ছনা বহু, হ'য়ে তা'হে অর্দ্ধ অচেতন,
ফিরে তা'রা পুনঃ সবে লঙ্কাপুরে করিল গমন।

চরশ্রেষ্ঠ শার্দ্দূলেরে হেরি' ভয়ে জড়ীভূত প্রায়,
কহিলেন রক্ষঃপতি উপহাস করিয়া তাহায়।
হ'য়েছ বিবর্ণ হেন, ম্লান আর হ'য়েছ যে এত,
ক্রুদ্ধ শত্রুহস্তে তুমি সেথায় কি হ'লে পরাভূত।
কহিল সে, হে রাজন্, রাঘবের বানর সৈন্যের,
সংখ্যা আর বিবরণ নাহি সাধ্য জানিতে অন্যের।
সর্ব্বত্র রক্ষিছে পথ কপিকুল পর্ব্বতের প্রায়,
নেহারি' প্রবেশ মাত্র, বলে ধরি' লইল আমায়।

প্রহারে জর্জ্জর করি,' রক্তাক্ত বিকল দেহে মোরে
নিল রাম সন্নিধানে, মুক্তি তিনি দিলেন আমারে।
করি' পূর্ণ মহার্ণব প্রস্তরখণ্ডেতে অগণিত
বিরচি' গরুড়-ব্যূহ, হ'য়ে কপি সৈন্যেতে বেষ্টিত
আছেন সশস্ত্র রাম লঙ্কাদ্বার করি' সমাবৃত।
ত্বরা করি' হে রাজন্, যাহা ইচ্ছা করুন এখন
হয় যুদ্ধ, নয় রামে সীতারে করুন প্রত্যর্পণ।
চরমুখে শুনি' বার্তা হ'য়ে ঘোর চিন্তায় মগন
আহ্বানিয়া মন্ত্রীগণে কহিলেন রাবণ তখন,
দাশরথী রাম হেথা সসৈন্যে হ'য়েছে সমাগত,
এখন তোমরা সবে সাবধানে রহিবে সতত।
সুচিন্তিত মন্ত্রণায় অনন্তর করি' নির্দ্ধারণ
আপনার বলাবল, পশিলেন স্বগৃহে রাবণ।
মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্বে ডাকি' তথা কহিলেন তাঁয়,
জানকীর মন আমি সম্মোহিত করিব মায়ায়
সুবিশাল ধনুর্ব্বাণ রামের, মস্তক আর তাঁর
মায়াতে নির্ম্মাণ করি' আন ত্বরা সম্মুখে আমার।
মায়াবী সে নিশাচর নিমেষেই বিরচি' তখন
মায়াময় দৃশ্য সেই, রাবণে করিল প্রদর্শন।
তুষ্ট হ'য়ে পুরস্কৃত করি' তাঁরে বিবিধ-ভূষণে,
হৃষ্ট মনে দশানন প্রবেশিল অশোক কাননে।
রাক্ষসী বেষ্টিত হ'য়ে পতিধ্যানে আছেন মগন
অধোমুখে বসি' সীতা সে কাননে, হেরিল রাবণ।
বিমনা সে জানকীরে রাবণ কহিল অতঃপর
যেইরূপ প্রিয় বাক্যে হয় বশ নারীর অন্তর,
তোমারে কহি' সে বাক্য তিরস্কারে হ'য়েছি জর্জ্জর।
সারথি দুর্গম পথে করে যথা অশ্বনিয়ন্ত্রণ
করেছি তোমার পাশে ক্রোধ মম সে হেন দমন।

করেছ প্রার্থনা মম হে ভদ্রে, উপেক্ষা বারবার
যা'র তরে, হত যুদ্ধে খরহন্তা ভর্তা সে তোমার।
সমূলে তোমার দর্প ধ্বংস আমি করেছি এবার।
মৃতে নিয়ে কি করিবে, দুর্মতির করি' অবসান
হও মম ভার্য্যা, আর হও সর্ব-ভার্য্যাতে প্রধান।
ভর্তৃবধ কথা এবে শোন সীতে, বধিতে আমারে
সুবিশাল সৈন্যদল লয়ে রাম সমুদ্রের ধারে
সূর্য্য অস্ত গেলে আসি' করেছিল শিবির স্থাপন,
ক্লান্ত দেহে অর্দ্ধরাতে হ'লো সবে নিদ্রায় মগন।
ল'য়ে মম সুবিপুল সৈন্যদল প্রহস্ত তখন
করেছে নিহত সবে ছিল যথা ভ্রাতা দুইজন।
নিদ্রিত রামের শির দৃঢ় অস্ত্রে তীক্ষ্ণ তরবারে
প্রহস্ত করেছে ছিন্ন, কপিদল সহ পূর্বধারে
প্রহারে জর্জ্জর হ'য়ে লক্ষ্মণ করেছে পলায়ণ।
সুগ্রীবের ছিন্ন গ্রীবা, নিহত হ'য়েছে বিভীষণ।
ভগ্নদন্ত, ভগ্নহনু হ'য়ে যে পতিত হনুমান,
পনস দ্বিবিদ মৈন্দ আর যত বানর প্রধান
দধিমুখ আদি সব অস্ত্রাঘাতে হ'য়েছে নিহত,
রুধির উদগার করি' ভূমিতলে অঙ্গদ পতিত।
হস্তীঅশ্বপদতলে, রথচক্রে, বিগত জীবন
হ'য়েছে বানরদল, কেহ বা করেছে পলায়ণ
সমুদ্রে পর্বতে, কেহ অরণ্যেতে করেছে গমন।
করেছে আমার সৈন্য সসৈন্যেতে তোমার ভর্তায়
নিহত, এনেছি তা'র ছিন্নশির আবৃত ধূলায়।
অনন্তর তথা এক রাক্ষসীরে কহিল রাবণ,
বিদ্যুজ্জিবে হেথা এবে ত্বরা করি' কর আনয়ন।

স্বহস্তে সে ক্রুরকর্মা রাত্রিযোগে রণস্থল হ'তে
এনেছে রামের শির, রাক্ষসী সে আনিল ত্বরিতে
আহ্বানি' তাহারে তথা। কহিল রাবণ, এইবার
রামের মস্তক তুমি আন শীঘ্র সম্মুখে সীতার,
অবস্থা সম্যক্ সীতা নিরীক্ষণ করুক ভর্তার।

দুরাত্মা রাবণ বাক্যে বিদ্যুজ্জিহ্ব সীতা-সন্নিধানে,
নিক্ষেপি' রামের শির গেল ফিরি' ত্বরিত চরণে।
নিক্ষেপিয়া ধনু আর সেথায়, কহিল দশানন,
এই সে ত্রিলোক-খ্যাত রামধনু, বিনাশি' জীবন
রাত্রিযোগে রাঘবের, প্রহস্ত করেছে আনয়ন।
ভর্তৃশোকে অভিভূতা ক্রন্দন বিবশা সেই
জানকীরে কহিল রাবণ,
কি আছে তোমার আর দেখিবার অয়ি সীতে,
কর মম পত্নীত্ব গ্রহণ।

৪। সীতার বিলাপ—সরমার আশ্বাসবাক্য

হেরি' সেই ধনু, আর মস্তক সে করি' দরশন
নয়নে, মুখের বর্ণে, গ্রীবা-নাসা-ভ্রূতে মনোরম
ভর্তার সদৃশ, হেরি' কেশপ্রান্তে চূড়ামণি আর
কহিলেন কাঁদি' সীতা, বাঞ্ছাপূর্ণ হ'লো এইবার
কৈকেয়ীর, হতরাম :—হ'য়েছিল কি ক্ষতি সাধিত
রাম হ'তে কৈকেয়ীর, যা'হে রাম হ'লেন প্রেরিত
গৃহ হতে বনবাসে হ'য়ে হায় বল্কলে আবৃত।
কহি ইহা হ'য়ে সীতা অচেতন হ'লেন ধরায়
পতিত কম্পিত দেহে ছিন্নমূল কদলীর প্রায়।

ক্ষণপরে লভি' জ্ঞান বিলাপিয়া জানকী তখন
কহিলেন, হে রাঘব পাতিব্রত্য করি' আচরণ
অবশেষে হেনভাবে বিধবা কি হ'লাম এখন।
ধিক্ মোরে, তোমার এ পরিণাম করিনু দর্শন।
হ'য়ে মগ্ন শোকার্ণবে দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে আর,
আমার হ'লোনা মৃত্যু, হ'লো অন্ত জীবন তোমার।
করিতে উদ্ধার মোরে যেই তুমি হ'লে সমুদ্যত
রাক্ষসকুলের হস্তে হ'লে এবে সে তুমি নিহত।
দুঃখ-প্রতিরোধ আর নীতিশাস্ত্রে তুমি সুনিপুণ,
কেন হ'লো অতর্কিতে তোমার এ মৃত্যু নিদারুণ।
নিষ্ঠুর সে কালরাত্রি করি' মোরে কেন বা বর্জন
হে রাম কমল আঁখি, তোমারে করিল আকর্ষণ।
পুণ্যবান্ তুমি এবে স্বর্গলোকে হ'য়েছ নিশ্চিত
পিতা দশরথ আর পিতৃকুল সহ সম্মিলিত।
বাল্যে পরিণীতা ভার্য্যা আমি রাম সঙ্গিনী তোমার,
কেন হেরিছ না মোরে কেন কথা কহিছ না আর।
হস্তে ধরি' বলেছিলে লবে মোরে পালনের ভার
সে শপথ স্মরি' মোরে লহ এবে নিকটে তোমার।
চন্দন অগুরু আমি দেহে যেই করেছি লেপন
সে দেহ রাক্ষসকুল এখন করিছে আকর্ষণ।
অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ যে তুমি করেছ বহুবার,
যজ্ঞাগ্নিতে শেষকৃত্য কেন নাহি হ'লো সে তোমার।
এসেছিনু তিনজনে বনবাসে, কৌশল্যা এখন
হেরিবেন একা শুধু অযোধ্যায় ফিরেছে লক্ষ্মণ।
নিদ্রিত পুত্রের হত্যা রক্ষঃহস্তে আমার হরণ,
শুনি' লক্ষ্মণের মুখে ত্যজিবেন কৌশল্যা জীবন।

রামদেহে দেহ মম রাখি' কর নিহত রাবণ,
পতি পত্নী সম্মিলিত করি' কর কল্যাণ সাধন।
ভর্তৃ-অনুগামী হ'য়ে বিসর্জিব জীবন আমার,
বাঁচিতে মুহূর্ত তরে নাহি চাহি বিহনে তাঁহার।
সত্য, ধর্ম, দান, ত্যাগ, ক্ষমা আর অহিংসা-আধার
রামচন্দ্র বিহনেতে অন্য গতি নাহি যে আমার।
শোকার্তা বিলাপে মগ্না যবে সীতা, হেনকালে তথা
আসি ত্বরা দৌবারিক রাবণেরে কহিল বারতা
যুক্ত-করে,—দ্বারে এবে প্রহস্ত করেছে আগমন
মন্ত্রীগণ সহ, আছে গুরুতর কার্য্য-প্রয়োজন।
ত্বরা করি' গেল চলি' শুনি' তাহা উদ্ভ্রান্ত রাবণ
মন্ত্রীগণ সহ মিলি' কর্তব্য করিতে নির্দ্ধারণ।

গেলে চলি' রক্ষঃপতি মায়ামুণ্ড আর ধনুর্বান
সীতার নিকট হ'তে নিমেষে করিল অন্তর্দ্ধান।
জানকীর প্রিয় সখী সরমা আসিয়া অনন্তর
হেরিলেন জানকীরে শোক-মগ্না ধূলায় ধূসর।
কহিলেন স্নেহবাক্যে করি তাঁরে সান্ত্বনা প্রদান
থেকোনা বিষাদে মগ্ন, থেকোনা শোকেতে ম্রিয়মাণ।

ত্যজি' রাবণের ভয়, সখী-স্নেহে হ'য়ে নিমগন
বন-অন্তরালে থাকি' সব আমি করেছি শ্রবণ
অয়ি সীতে, তোমা-সনে রক্ষেন্দ্রের হয়েছে যে কথা।
বলিব তোমারে এবে জানি আমি যে সব বারতা।

এ নহে সম্ভব রাম নিদ্রাকালে হ'য়েছেন হত,
অবধ্য জানিও আর কপিকুল রাঘব-রক্ষিত।

কুশলে আছেন জেনো ধনুর্দ্ধর শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মহাপরাক্রান্ত বীর রামে কেহ করেনি নিধন।
মায়াময় দৃশ্য তোমা দেখালেন মায়াবী রাবণ।

হবে শুভ অয়ি সীতে, প্রিয়বাক্য শোন এইবার,
এসেছেন সৈন্য সহ রাঘব সমুদ্র হ'য়ে পার।
শুনি' সেই বার্তা সব করিছেন মন্ত্রণা এখন
ল'য়ে যত মন্ত্রীগণে লঙ্কাপুরে রক্ষেন্দ্র রাবণ।
সরমার বাক্য শেষে শোনা গেল ভেরীর নিঃস্বন
রণোদ্যত সৈন্যদলে। কহিলেন সরমা তখন,—
সন্ত্রাসের জনয়িত্রী ওই ভীরু হৃদি-বিদারণ
গম্ভীরে ধ্বনিছে ভেরী, শোন যেন জলদ নিঃস্বন
সজ্জিত মাতঙ্গ যূথ, রথে অশ্ব হ'য়েছে যোজিত,
সঙ্ঘবদ্ধ এবে সব বর্মধারী পদাতিক যত।
সুবিপুল সৈন্যদলে রাজপথ পরিপূর্ণ এবে,
মহাবেগবান্ স্রোত পূর্ণ যেন করেছে অর্ণবে।
বর্মেতে, চর্মেতে, আর দীপ্তিমান অস্ত্রে বিকীরিত
হের প্রভা সমুজ্জ্বল নানাবর্ণ হ'তে সমুত্থিত।
ঘণ্টার নির্ঘোষ শোন, শোন ওই রথের ঘর্ঘর,
শোন অশ্বহ্রেষা, আর তূর্য্যধ্বনি শোন ভয়ঙ্কর।

প্রসন্ন তোমার এবে ভাগ্যলক্ষ্মী জানিও নিশ্চিত,
রামভয়ে কমলাক্ষি, রক্ষকুল হয়েছে শঙ্কিত।
রাবণে নিহত করি' রণাঙ্গনে, রাম অনন্তর
মিলিবেন তোমা সনে অয়ি সীতে হেরিব সত্বর।
আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়ে আনন্দাশ্রু করিবে বর্ষণ
বক্ষে তাঁর, স্নেহে রাম করিবেন সযত্নে মোচন
বহু মাস ধৃত ওই একবেণী নিতম্ব-লম্বিত,
হেরি রামে দুঃখ যত সব সীতে হবে বিদূরিত।
বসুন্ধরা হয় হৃষ্ট বৃষ্টি ধারা বর্ষণে যেমন,
হ'লেন সন্তপ্তা সীতা হৃষ্ট তা'র বাক্যেতে তেমন।

কহিলেন অনন্তর সরমা,—এ বাসনা আমার
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে যাই রাম পাশে, বারতা তোমার
দিয়ে রামে আসি ফিরে, শূন্যপথে যাব যবে আমি
পারিবে না দ্রুতগামী পবনও যে হ'তে অনুগামী।
কহিলেন সীতা, জানি পার তুমি করিতে গমন
সর্বস্থানে, বলি তবু প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন
যদি তুমি চাহ মম যাও তবে জানিতে রাবণ
কোন্ মন্ত্রণায় রত। যে মোরে করিছে উৎপীড়ন
রাক্ষসী-বেষ্টিত করি' রাখি' এই অশোক কাননে,
সেই তো রাবণ ভয়ে সতত রয়েছি ভীত মনে।
করিতে কি আচরণ রাবণের আছে অভিপ্রায়
রাঘবের সনে এবে, জানি' তাহা জানাও আমায়।

মন্ত্রণা-আগার মাঝে রাবণের গেলেন তখন
সরমা গোপনে চলি'। কথা যত করিয়া শ্রবণ
করিলেন ত্বরা পুনঃ সীতার সমীপে আগমন।
কহিলেন সীতা তাঁ'রে—হে সরমা, তুমি ভিন্ন আর
মম ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অনুরক্ত কে আছে আমার।
একে অপরেরে লোকে ভজে যদি থাকে প্রয়োজন,
অকারণে প্রীতি তুমি আমারে করিছ প্রদর্শন।
রাক্ষস আবাসে এই সুপবিত্রা তুমি যে সতত
করিতেছ অবস্থান পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর মত,
এবে তুমি বার্তা সব হে সরমা, জানাও আমায়।
কহিলেন বৈদেহীরে সরমা,—আছে যা' অভিপ্রায়
রাবণের শোন এবে। মাতা তাঁর আর মন্ত্রীগণ
কহিলেন আজি তাঁরে 'শোন কথা রক্ষেন্দ্র রাবণ,
সমাদরে রামে তুমি বৈদেহীরে কর প্রত্যর্পণ
জনস্থানে যে রামের অদ্ভুত রয়েছে নিদর্শন

বল আর বিক্রমের, এসেছেন যেই রাম আর
লঙ্কায়, লঙ্ঘন করি' সুদুস্তর মহাপারাবার।
রক্ষঃকুলপতি তবু করেছেন সঙ্কল্প গ্রহণ
বিনা যুদ্ধে কভু নাহি করিবেন তোমারে অর্পণ।
ভাবনা তবুও তুমি হে বৈদেহী করিও না মনে
করি' রাম শরাঘাতে রাবণে নিহত রণাঙ্গণে
তোমা সহ পুনরায় ফিরিবেন অযোধ্যা ভবনে।
সরমার বাক্য শেষে হ'লো ধরা করি' প্রকম্পিত
সৈন্যদলে রাঘবের ভেরী আর শঙ্খ নিনাদিত।

৫। রাবণ ও মাল্যবান

বানর-সৈন্যের ঘোর নিনাদ সে শুনিয়া রাবণ
সচিববৃন্দেরে তাঁর কহিলেন করি' সম্বোধন,
জেনেছি রামের সব পরাক্রম আর সৈন্যবল
নাশিতে তা'দের এস লয়ে অস্ত্র নিশাচর দল।
শত্রুরে প্রশংসা করা যুদ্ধকালে জেনো অসঙ্গত,
মোদেরও বিক্রম যাহা আমি তাহা আছি অবগত।
রাবণের মাতামহ মাল্যবান রাবণে তখন
কহিলেন হে রাবণ, রাজনীতি দক্ষ রাজগণ
করেন ঐশ্বর্য্য ভোগ করি নিজ শত্রুপক্ষ সনে
কভু যুদ্ধ, কভু সন্ধি, বলাবল বিচারিয়া মনে।
হীন কিংবা সমবল নৃপতির কর্ত্তব্য স্থাপন
সন্ধি যুদ্ধে শত্রুসনে, বলবান রাজা যেইজন
শত্রুরে অবজ্ঞা করা তারো নহে উচিত কখন।
সীতা প্রত্যর্পণ করি কর সন্ধি রাঘবের সনে
হে রাবণ, তাই এবে ভাল বলি হয় মোর মনে।

দেবতা গন্ধর্ব যত যে রামের চাহেন বিজয়
তাঁ'র সনে সন্ধি শ্রেয়ঃ বিরোধ উচিত কভু নয়।
ধর্ম তেয়াগিয়া তুমি জগতে করেছ বিচরণ
অধর্ম আশ্রয় করি', তমোরাশি তাই আবরণ
করেছে মোদের এবে, নির্দোষ রাঘবে তাই আর
আশ্রয় করেছে ধর্ম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অধর্ম তোমার।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে সন্ত্রস্ত করিলে তুমি যত
অগ্নিকল্প ঋষিকুলে এবে তাঁরা তপস্যায় রত
তাঁদের সে তপোবলে রক্ষঃকুল এবে সন্তাপিত।
হেরি বহু উপদ্রব করি রক্ষ বিনাশ দর্শন
ঘোর রবে করে মেঘ লঙ্কা মাঝে শোণিত বর্ষণ।
অশ্রু বিসর্জিছে অশ্ব, ধ্বজ সব বিধ্বস্ত মলিন,
তোমার সৈনিকগণে রক্ষ পতি নেহারি শ্রীহীন।
কর সন্ধি রাম সনে হে রাবণ, জানিও নিশ্চয়
সীতার কারণে এবে মহাভয় হয়েছে উদয়।
হেরি যত দুর্লক্ষণ, বায়স-শৃগাল, গৃধ্র আর,
করিছে বিকট ধ্বনি। বালকেরা কহে বহু বার
নেহারিছে পথে তারা কৃষ্ণবর্ণ নারী একজন
করে হাস্য শুভ্র তার দন্তপংক্তি করি প্রদর্শন।
করাল বিকট মুণ্ড মৃত্যুরূপী পিঙ্গল বরণ
পুরুষ লঙ্কার এই গৃহে গৃহে করিছে ভ্রমণ।
মাল্যবান হিতবাক্য কালবশে না করি গ্রহণ
ভ্রূকুটি কুটিল মুখে কহিলেন ক্রোধেতে রাবণ
শত্রুরে প্রশংসা করি' কহিলেন হিত ভাবি' মনে
যে পরুষ বাক্য তাহা পশে নাই এ মোর শ্রবণে।
পিতৃত্যক্ত বনাশ্রয়ী অতি দীন মনুষ্য রাঘব,
সহায় সম্বল যা'র একমাত্র শাখামৃগ সব,

তাহারে সক্ষম ভাবি ভাবিছেন হীন এবে আর
রক্ষঃকুলেশ্বর মোরে, যে আমি বিক্রমে দেবতার
ত্রাসের কারণ। তব আছে দ্বেষ আমার উপরে
আছে শত্রু পক্ষপাত হয় হেন আশঙ্কা অন্তরে।
লক্ষ্মী-সমা সীতা আমি বলে মম করেছি গ্রহণ,
রাম-ভয়ে কেন এবে সে সীতা করিব প্রত্যর্পণ।
দেবতা দানব রণে যাঁ'র সনে যুঝিতে অক্ষম,
তুচ্ছ মানুষের ভয়ে ভীত কেন হবে সে রাবণ।
দ্বিধাভক্ত হ'ব তবু কারো কাছে নাহি হ'ব নত,
এ মম দুরতিক্রম্য দোষ কিংবা গুণ স্বভাবত। *
এসেছে বানর সহ হেথা রাম, কিবা তাঁহে ভয়,
প্রাণ ল'য়ে হেথা হ'তে ফিরিবে না তাহারা নিশ্চয়।

ক্রুদ্ধ রাবণের বাক্যে লজ্জাপ্রাপ্ত হ'য়ে মাল্যবান,
জয়াশীষ করি' তাঁ'রে করিলেন স্বগৃহে প্রস্থান।
মন্ত্রীগণ সহ করি' অনন্তর মন্ত্রণা রাবণ,
লঙ্কাপুরী রক্ষা তরে করিলেন ব্যবস্থা তখন।
মহাপার্শ্ব মহোদরে রক্ষিবারে দক্ষিণ দুয়ার
করি' আজ্ঞা,—কহিলেন প্রহস্তে রক্ষিতে পূর্ব দ্বার।
পশ্চিম দ্বারের ভার প্রদানিয়া পুত্র ইন্দ্রজিতে,
কহিলেন রক্ষঃপতি রব আমি উত্তর দ্বারেতে
লয়ে শুক সারণেরে। অনন্তর লঙ্কাতে শিবিরে
করিলেন সংস্থাপিত সৈন্যসহ বিরূপাক্ষ বীরে।
পশিলেন অন্তঃপুরে করি' হেন বিধান তখন
নিজেরে কৃতার্থ ভাবি' কালচক্রে মোহিত রাবণ।

* দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষো গুণো বা দুরতিক্রমঃ॥

৬। রামের লঙ্কা দর্শন

নরেন্দ্র রাঘব আর কপীন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ,
লক্ষ্মণ অঙ্গদবীর, নল-নীল, পবননন্দন,
সুষেণ দ্বিবিদ মৈন্দ জাম্ববান কুমুদ ঋষভ
বুদ্ধিমান দধিমুখ গয় আর গবাক্ষ শরভ,
আসি' সেই শত্রু রাজ্যে মন্ত্রণায় হইলেন রত,
কহিলেন বিভীষণ রামে এই বাক্য সুসঙ্গত।
অনল প্রমথ হর সম্পাতি, এ মম চারিজন
অমাত্য হে রাম, করি' পক্ষীরূপে লঙ্কায় গমন
ফিরেছে হেথায় পুনঃ সেথা সব করি' নিরীক্ষণ।
প্রহস্ত রয়েছে পূর্বে, মহাপার্শ্ব মহোদর আর
রয়েছে দক্ষিণ দ্বারে, করি' রক্ষা পশ্চিম দুয়ার
আছে বীর ইন্দ্রজিৎ, রয়েছেন আপনি রাবণ
উত্তরেতে, পুরীমধ্য বিরূপাক্ষ করিছে রক্ষণ।
অযুত অযুত অশ্ব, মাতঙ্গ, অযুত রথ, আর
কোটি রক্ষঃসেনা আছে লঙ্কাপুরে রণে দুর্নিবার
বিক্রমে বিশাল সবে। হে রাঘব, রক্ষেন্দ্র রাবণ
কুবেরের সনে পূর্বে করিলেন সংগ্রাম যখন
ষাটি লক্ষ মহাবল রক্ষ-সেনা সঙ্গে ছিল তা'র,
রাবণ সদৃশ তা'রা তেজে-বীর্যে পরাক্রমে আর।
সঞ্চারিতে ভয় আমি বলি নাই এসব বারতা
হে রাম, করিতে ক্রুদ্ধ আপনারে বলেছি এ কথা।
ল'য়ে তব মহাবল এ বানর-সৈন্য অগণন
সসৈন্যে রাবণে রাম বিনাশিতে হবেন সক্ষম।
বিভীষণ বাক্য হেন সবিস্তার করিয়া শ্রবণ
শত্রুনাশ তরে রাম কহিলেন একথা তখন,

করুন প্রহস্ত সনে যুদ্ধ নীল লয়ে কপিগণে
পূর্বদ্বারে, দক্ষিণেতে মহাপার্শ্ব-মহোদর সনে
অঙ্গদ করুন রণ। মহাবীর পবন-নন্দন
লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে যুদ্ধ তরে করুন গমন।
উত্তর দিকেতে যথা সসৈন্যেতে রয়েছে রাবণ
যাব সে উত্তর দ্বারে আমি আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
কপীন্দ্র সুগ্রীব সহ বিভীষণ আর জাম্বুবান,
মধ্যভাগ রক্ষা করি' সসৈন্যে করুন অবস্থান।
মানুষের রূপ যেন কপিসৈন্য না করে ধারণ
নেহারি' বানর রূপ বুঝিব যে তাহারা স্বজন।
লক্ষ্মণেরে ল'য়ে আমি, চারি মন্ত্রী ল'য়ে বিভীষণ,
করিব সংগ্রাম শুধু নররূপে এই সপ্তজন।
কার্য্যসিদ্ধি তরে রাম বিভীষণে কহি' হেনমতে,
করিলেন অভিপ্রায় আরোহিতে সুবেল পর্বতে।
বিভীষণ সুগ্রীবেরে কহিলেন রাঘব তখন,
রজনী যাপিব আজি সুবেলেতে করি' আরোহণ।
যশস্বিনী ভার্য্যা মম যে রাবণ করেছে হরণ,
বাসস্থান লঙ্কা তা'র তথা হ'তে করিব দর্শন।
অধম সে রাবণের অপরাধে বিনাশিব প্রাণে
সকল রাক্ষস আমি আমার এ বজ্রসম বাণে।
নীচমতি একজন অনুষ্ঠান করে পাপাচার
একা তা'র দোষে হয় বিনষ্ট সমগ্র কুল তা'র।
করিলেন অনন্তর সুবেল পর্বতে আরোহণ
রাঘব,—সঙ্গেতে তাঁর অনুগামী হ'লেন লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, সুষেণ, হনুমান,
বিভীষণ, নল, নীল আর যত বানর প্রধান
গেলেন পশ্চাতে। রাম আরোহিয়া পর্বতশিখরে
ল'য়ে সবে বসিলেন সমতল শিলার উপরে।

সন্ধ্যায় রক্তিম হ'য়ে গেল অস্ত তপন তখন
পূর্ণচন্দ্র-দীপময়ী রজনী করিল আগমন।
চন্দ্র-তারা-গ্রহভরা-নভোচ্ছায়া দেখাল সাগরে,
দ্বিতীয় আকাশ যেন শোভে চন্দ্রে নক্ষত্রনিকরে।
সুবেল পর্বতে সবে করি' সেই রজনী যাপন
হেরিলেন লঙ্কাপুরী আর তা'র বন-উপবন।
প্রস্ফুটিত পদ্মভরা সুবিশাল যত সরোবর
হেরিলেন বিস্ময়েতে রমণীয় দৃশ্য মনোহর।
চম্পক অশোক শাল বকুল তমাল তাল আর
কুসুমিত সপ্তপর্ণ পারুল করঞ্জ কর্ণিকার
হিন্তাল অর্জ্জুন সর্জ্জে, রক্তিম পল্লবে বিভূষিত
পুষ্পাকীর্ণ বহু আর তরুদলে লতায় বেষ্টিত,
ইন্দ্রের অমরা সম লঙ্কা সেই ছিল সুশোভিত।
নন্দনকানন আর চৈত্ররথ সম মনোরম
সর্বঋতু মাঝে সম রমণীয় সেই উপবন।
ডাহুক টিট্টিভ কুলে ময়ূর কুলেতে অগণন
কূজন নিরত যত পিককুলে শোভিত সে বন।
কোকিল-পূরিত বৃক্ষে, সারসেতে, ভ্রমর-গুঞ্জনে
পূর্ণ সেই বন, পূর্ণ নিত্যমত্ত বিহঙ্গ-কূজনে।

সুউচ্চ গগনস্পর্শী সুবিস্তীর্ণ ত্রিকূট শিখর
বৃক্ষরাজি সমাবৃত মেঘমালা সম মনোহর।
দুরারোহ গিরি সেই বিশ্বকর্মা হস্তেতে নির্মিত,
ছিল শিখরেতে তা'র লঙ্কাপুরী রাবণ-রক্ষিত।
উচ্চ সিংহদ্বার আর সহস্র স্তম্ভেতে সুশোভিত
প্রাসাদ কৈলাস সম সে পুরীতে ছিল অবস্থিত।
ল'য়ে যত কপিকুলে, লক্ষ্মণ অগ্রজ রঘুবর
হেরিলেন রাবণের সেই লঙ্কাপুরী মনোহর।

৭। অঙ্গদের দৌত্য

কহিলেন অনন্তর রঘুবর, এসেছি লক্ষ্মণ
হেথায় অরণ্য ভেদি' করি' মহাসমুদ্র লঙ্ঘন
সুবিভক্ত করি' আর সৈন্যদল হ'য়েছি সজ্জিত,
প্রবেশিব এবে দ্রুত লঙ্কাপুরে রাবণ রক্ষিত।
কহি' ইহা হেরিলেন গিরিনিম্নে আসিয়া সত্বর
শত্রুর অজেয় যত সৈন্য নিজ রাম রঘুবর।
অগণিত সৈন্যদলে পরিবৃত হ'য়ে অনন্তর
লঙ্কাপুরী অভিমুখে রাঘব হ'লেন অগ্রসর।
হ'য়ে লঙ্কা সন্নিহিত রাম আর লক্ষ্মণ তখন
নানা যন্ত্র সমন্বিত তোরণে ধ্বজেতে সুশোভন
হেরিলেন পুরী সেই পতাকামালিনী মনোরম।
বানর-সৈন্যের দল রামের আদেশে অনন্তর
অবস্থিত হ'লো সবে সুসঙ্গত ভাবেতে সত্বর।
বেষ্টিয়া মণ্ডলাকারে লঙ্কাপুরী কপিসৈন্যগণ
হ'লো অগ্রসর সবে করি' যুদ্ধবাসনা তখন।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে সসৈন্যেতে করিয়া গমন
করিলেন অবরোধ রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
রোধিল দ্বিবিদ মৈন্দ নীলবীর সেথা পূর্বদ্বার,
রোধিল দক্ষিণ দ্বার অঙ্গদ সঙ্গেতে ল'য়ে তা'র
ঋষভ গবাক্ষ গয়ে। প্রমাথী প্রঘসে হনুমান
লয়ে সঙ্গে করিলেন পশ্চিমের দুয়ারে প্রয়াণ।
মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন সুগ্রীব তখন
রামবাক্যে দ্বারে দ্বারে করিলেন আর সংস্থাপন
কোটি কোটি কপিসৈন্য। সে বানর-সৈন্যে অগণিত
সমুদ্র-মন্থন প্রায় মহানাদ হ'লো সমুত্থিত।
গিরি বন উপবন প্রাকার-তোরণে সুবেষ্টিত
রাবণের লঙ্কাপুরী সে নিনাদে হ'লো প্রকম্পিত।

কহিলেন অতঃপর রাজধর্ম করিয়া স্মরণ
বিভীষণ অভিপ্রায় জানি' আর রাঘব তখন
অঙ্গদে আহ্বান করি',—হে অঙ্গদ, করি' উল্লঙ্ঘন
প্রাচীর লঙ্কার এই, যাও তুমি যথা দশানন।
কর আর তা'রে এই বাক্য মম নির্ভয়ে জ্ঞাপন।
'হে রাক্ষস, স্বয়ম্ভুর বর দানে হ'য়ে অহঙ্কৃত,
দেবতা গন্ধর্ব ঋষি নৃপতি কুলের আর যত
করেছ অনিষ্ট বহু যেই তুমি, এবে সে তোমারে
ভার্য্যা হরণেতে হ'য়ে ক্রুদ্ধ আমি লঙ্কার দুয়ারে
সমাগত দিতে দণ্ড, দণ্ডধর রূপেতে এখন,
যে বলে হরিলে সীতা বল সেই কর প্রদর্শন।
সীতা সমর্পণ করি' যদি মম না লহ শরণ,
করিব রাক্ষস শূন্য এ পৃথিবী শরে অগণন।
করিবেন ভোগ লঙ্কা ধীমান ধার্মিক বিভীষণ।
রামের বারতা ল'য়ে করিলেন প্রয়াণ তখন
অঙ্গদ আকাশ-পথে, দীপ্ত যেন হুত হুতাশন।
রাবণ আলয়ে আসি', করিলেন তথা নিরীক্ষণ
বিচলিত চিত্তে বসি' মন্ত্রীসহ আছেন রাবণ।
আত্মপরিচয় দিয়ে কহিলেন তখন রাবণে
অঙ্গদ, রাঘব দূত আমি এবে এসেছি এখানে।
অঙ্গদ আমার নাম, হই আমি বালির নন্দন,
হে রাবণ, নাম মম হয়তো বা করেছ শ্রবণ।
দিলেন এ বার্তা রাম, 'হে নৃশংস আসি' রণাঙ্গণে,
দেখায়ে পৌরুষ তুমি যুদ্ধ আজি কর মম সনে।
তোমারে করিব বধ পুত্র ভ্রাতা বান্ধব সহিতে
নিরুদ্বিগ্ন হ'বে এই ত্রিভুবন তোমার মৃত্যুতে।

দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্বের হও যেই তুমি
চিরশত্রু, সে তোমারে মম বাণে বিনাশিব আমি
প্রণমিয়া না করিলে সসম্মানে সীতা প্রত্যর্পণ
বিনাশি' তোমায়, লঙ্কা বিভীষণে করিব অর্পণ।
রুষিয়া অঙ্গদ বাক্যে কহিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ
মন্ত্রীগণে, দাও শাস্তি করি' এই দুষ্টেরে বন্ধন।
আসি' চারি নিশাচর অঙ্গদেরে ধরিল তখন।
সে সবারে পক্ষী সম নিজ হস্তে করিয়া ধারণ
সলম্ফে প্রাসাদ-চূড়ে করিলেন ত্বরা আরোহণ
অঙ্গদ, ভূতলে হ'লো নিপতিত চারি নিশাচর
হ'য়ে গতিবেগে তা'র সংজ্ঞাহীন। করি অনন্তর
পদাঘাতে বিচূর্ণিত অঙ্গদ সে প্রাসাদ শিখর,
'রাম আর সুগ্রীবের হোক জয়' করি উচ্চারণ
বাক্য এই বারবার, করিলেন বহু আস্ফালন।
রাম সুগ্রীবের পাশে করি' আর সহর্ষে গমন
সত্বর অঙ্গদ বীর করিলেন বার্তা নিবেদন।

অঙ্গদের মুখে রাম করি' সব বারতা শ্রবণ
সংগ্রাম আরম্ভ তরে সমুৎসুক হ'লেন তখন।

সুষেণ বেষ্টিত হ'য়ে কপিদলে, সুগ্রীব আদেশে
পরিক্রমি' সর্বদ্বার আসিলেন রাঘবের পাশে।

লঙ্কার প্রাচীর হ'তে নেহারিল রাক্ষসেরা যত,
প্রাচীর পরিখা সব, বানরেতে হয়েছে বেষ্টিত।

রক্ষ রাজধানী মাঝে হ'লো ঘোর কোলাহল,
মহারবে উত্থিত তখন
প্রলয় বাত্যার সম ধাবিত মহাস্ত্রসহ
হ'লো যত নিশাচরগণ।

৮। যুদ্ধারম্ভ—দ্বন্দ্বযুদ্ধ

অনন্তর রক্ষকুল হ'য়ে ত্রস্ত আসি' ত্বরা করি
কহিল রাবণে, রাম অবরুদ্ধ করেছেন পুরী।
লঙ্কা অবরুদ্ধ শুনি' হ'য়ে ক্রুদ্ধ রক্ষা আয়োজন
করি দ্বিগুণিত ত্বরা, প্রাসাদ শিখরে আরোহণ
করিলেন দশানন, করিলেন আর নিরীক্ষণ
করেছে নগরীরুদ্ধ বানর-বাহিনী অগণন।
মহাবল কপিকুল মিলি' সবে ভাঙ্গিছে যে আর
বৃক্ষ আর মুষ্টি হানি' নগরীর তোরণ প্রাকার।
করি' পূর্ণ স্বচ্ছতোয়া পরিখা লঙ্কার, তা'রা সবে
ধূলিজালে গিরিশৃঙ্গে, অগ্রসর হ'য়েছে আহবে।
'হোক জয় মহাবল রাম আর লক্ষ্মণ দোঁহার
রাঘব-পালিত রাজা সুগ্রীবের জয় হোক আর।'
এ হেন ঘোষণা করি, গরজিয়া কপি সৈন্য যত,
লঙ্কার প্রাচীর পানে দ্রুত সবে হ'তেছে ধাবিত।
দিলেন ক্রোধান্ধ হ'য়ে আদেশ তখন রক্ষেশ্বর,
বহির্গত হ'তে যত সৈন্যদলে যুদ্ধেতে সত্বর।
রাবন-আদেশ লভি' হৃষ্ট হ'য়ে রক্ষঃকুল যত
জলধির সম যেন মহাবেগে হ'লো বহির্গত।
ভীমাকৃতি তা'রা সবে শূল-শক্তি, পরশুতে আর,
কপিসৈন্যগণে যত আরম্ভিল করিতে প্রহার।
নখে-দন্তে-গিরিশৃঙ্গে, সুবিশাল বৃক্ষেতে তখন
আরম্ভিল রক্ষসৈন্যে করিতে আঘাত কপিগণ।

সে দুই সাগর সম কপিসৈন্যে রক্ষসৈন্যে যত,
হ'য়ে সিংহনাদ আর আস্ফালন সহ সম্মিলিত
হস্তীর বৃংহণ ধ্বনি, হ'লো মহানিনাদ উত্থিত।

ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হ'লো আরম্ভ তথায় অনন্তর
রক্ষসৈন্যদলে আর কপিসৈন্যদলে পরস্পর।
পিতৃসম মহাবল ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদ দু'জনে
পবননন্দন আর নিশাচর জম্বুমালী সনে
হলো যুদ্ধ ঘোরতর। মিত্রঘ্নের সঙ্গে বিভীষণ,
নীল আর নল সনে নিশাচর সুকর্ণ তপন,
সুগ্রীব প্রঘস সনে বিরূপাক্ষ সঙ্গেতে লক্ষ্মণ,
কুম্ভবীর সনে ধূম্র, গয় সনে রক্ষ প্রতাপন,
ত্রিশিরা শরভ সনে, কুমুদের সঙ্গে অকম্পন,
অতিকায় সঙ্গে রম্ভ, ঋষভের সঙ্গেতে সারণ,
মৈন্দ সনে বজ্রমুষ্টি, করিলেন সংগ্রাম ভীষণ।
অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু যজ্ঞকেতু সুপ্তঘ্নের সনে
করিলেন একা রাম ঘোরতর যুদ্ধ রণাঙ্গণে।
অন্য কপিসৈন্যদল অন্য আর রক্ষসৈন্য যত,
ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর হ'লো সব রত।
দেহ হ'তে সে সবার রক্তনদী হ'লো বিনির্গত।
ক্রোধে বীর ইন্দ্রজিৎ করিলেন গদাতে প্রহার
অঙ্গদেরে, করিলেন অশ্ব-রথ-সারথি তাহার
বিনষ্ট অঙ্গদবীর। করিলেন অস্ত্রে বিদারণ
হনুমানে জম্বুমালী, করি' ক্রোধে মুষ্টিতে ভীষণ
প্রহার মস্তকে তা'রে বধিলেন পবন-নন্দন।
মিত্রঘ্নের শরাঘাতে হ'য়ে বিদ্ধ গদাঘাতে তা'রে
বধিলেন বিভীষণ, সপ্তপর্ণ বৃক্ষের প্রহারে
কপীন্দ্র সুগ্রীব বীর করিলেন বধ প্রঘসেরে।
বধিলেন বিরূপাক্ষে লক্ষ্মণ বিঁধিয়া তীক্ষ্ম শরে।
অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু যজ্ঞকেতু সুপ্তঘ্ন যখন
নিক্ষেপিল বাণ রামে চারি বাণে রাঘব তখন
চারি রাক্ষসের সেই করিলেন মস্তক ছেদন।

মৈন্দ হস্তে বজ্রমুষ্টি হ'লো যুদ্ধে বিগত জীবন,
করিলেন নীলবীর সুকর্ণের মস্তক ছেদন।
সেই ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে কপিহস্তে নিশাচর যত
দেবহস্তে দৈত্য সম রণক্ষেত্রে হ'লো সব হত।
সায়ক তোমর খড়্গ গদা শক্তি অঙ্কুশ কুঠারে,
নিহত হস্তীতে অশ্বে ভগ্নরথে সমর সম্ভারে,
রক্ষ ঋক্ষ বানরের ছিন্নমুণ্ড দেহেতে ভীষণ
রণাঙ্গনে, আসি' যত শৃগাল করিল বিচরণ
কপিকুল হস্তে হ'য়ে বিদীর্ণ সংগ্রামে সেই,
সুসজ্জিত হ'লো পুনরায়
শোণিতের গন্ধে মত্ত রক্ষ বীরদল যত
মিলি' সবে, যুদ্ধকামনায়।

৯। নাগরূপী শরবন্ধনে রাম-লক্ষ্মণ

অস্তগত হ'লো রবি হেনকালে, আসিল রজনী,
নিদারুণ নিশাযুদ্ধ আরম্ভিল সে সৈন্যবাহিনী,
'এইতো রাক্ষস' কহি, 'এই তো বানর' কহি আর
রণাঙ্গনে একে অন্যে আরম্ভিল করিতে সংহার।
যুদ্ধে সে, প্রহার কর,-ভেদ কর, কর বিদারিত,
গেল শোনা অন্ধকারে ভয়ঙ্কর ধ্বনি হেন মত।
স্বর্ণবর্মধারী যত কৃষ্ণকায় রাক্ষসে তথায়,
অন্ধকারে সমুজ্জ্বল ওষধিতে পূর্ণ গিরি প্রায়
গেল দেখা। ক্রোধভরে সে রাক্ষসকুলে কপিগণ
মুষ্টির প্রহারে আর দন্তাঘাতে করিল নিধন।
অশ্বক্ষুরে রথচক্রে ধূলিজাল হয়ে সমুত্থিত
আবরিল দশদিক, আবরিল সৈন্যদলে যত।

ঘোর অন্ধকারে সেই রক্তস্রোত হলো প্রবাহিত
সে রোমাঞ্চকারী যুদ্ধে বেগে নদীপ্রবাহের মত।
উঠিল তুমুল রব রাক্ষসের ভীষণ গর্জনে
শঙ্খ-ভেরী-পটহের শব্দে, আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনে।
মিলি রক্ষঃকুল সেই তামসী নিশায় অনন্তর
শর বৃষ্টি করি হ'লো রামপানে ধাবিত সত্বর।
রঘুবর রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ ছয় বাণেতে তখন
করিলেন বিদ্ধ সেথা বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ
যজ্ঞশত্রু মহাপার্শ্ব মহোদর এই ছয় জনে।
অপর রাক্ষস যত ছিল তথা ধ্বংস হ'লো রণে।
স্বর্ণপ্রভ দীপ্ত বাণে অন্ধকার করি, বিদারণ
আলোকে বাণের সেই চারিদিক করি নিরীক্ষণ
করিলেন রঘুবর শররাজি নিক্ষেপ তখন।
নিপতিত স্বর্ণপুঙ্খশরজালে রজনী তথায়
শোভিল নক্ষত্রময়ী শারদীয়া নিশীথিনী প্রায়।
হ'লো রাত্রি ঘোরতরা রক্ষ আর বানর গর্জনে,
ত্রিকূট গুহাতে তা'র প্রতিধ্বনি হ'লো যে সঘনে।
ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে করি তীক্ষ্ণবাণ বর্ষণ তখন
বধিলেন চারিদিকে অঙ্গদের সৈন্য অগণন।
বাণে তার হয়ে বিদ্ধ শিলাখণ্ড করিয়া প্রহার
সবেগে, অঙ্গদবীর করিলেন রথ ভগ্ন তাঁ'র
অঙ্গদের হস্তে আর হ'লো অশ্ব সারথি নিহত,
ত্যজি রথ ইন্দ্রজিৎ মায়াতে হ'লেন অন্তর্হিত।
অঙ্গদের হস্তে হয়ে পরাজিত, পশি লঙ্কাপুরে
সক্রোধে, আরম্ভ হোম করিলেন পাবক ভিতরে
শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিকুম্ভিলা-গুহা-অভ্যন্তরে।

রক্তবর্ণ বস্ত্রে মাল্যে রক্তবর্ণ উষ্ণীষে ভূষিত
ইন্দ্রজিতে সসম্ভ্রমে দিল আনি রক্ষঃকুল যত
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র আর যজ্ঞের সমিধ বিধিমত।
ল'য়ে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ জীবন্ত ছাগের কণ্ঠ হ'তে,
করিলেন ইন্দ্রজিৎ আহুতি প্রদান অনলেতে।
স্বর্ণাভ-দক্ষিণাবর্ত-শিখাময় দেব হুতাশন,
আপনি উত্থিত হ'য়ে করিলেন গ্রহণ তখন
যজ্ঞ হবি। হ'লো আর যজ্ঞ-অগ্নি হ'তে সমুত্থিত
চারি অশ্ব সহ রথ দীপ্তিময়, সুবর্ণ নির্মিত।
কহিলেন ইন্দ্রজিৎ হোম সেই করি' সমাপন,
কপট সন্ন্যাসী সেই রাম আর লক্ষ্মণে নিধন
করি' আজ রণাঙ্গণে, অর্জন করিব সুনিশ্চয়
পিতা রাবণের তরে আজি তাঁর বাঞ্ছিত বিজয়।

আরোহি' রথেতে, রহি' অলক্ষ্যেতে সমর অঙ্গনে,
তীক্ষ্ণশর ইন্দ্রজিৎ বর্ষিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
অন্ধকার সৃষ্টি করি' মায়াবলে, আবরিয়া আর
নীহারেতে চারিদিক রহিলেন অন্তরালে তাঁ'র।

দেখা নাহি গেল তাঁরে নাহি হ'লো শ্রুতির গোচর
ধনুর টঙ্কার তাঁর, আর তাঁর রথের ঘর্ঘর।

রাম আর লক্ষ্মণেরে সর্বগাত্রে বিদ্ধ সে সমরে
করিলেন ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ ভয়ঙ্কর শরে।

হ'য়ে সেই শরে বিদ্ধ বৃষ্টিধারে বিদ্ধ গিরিপ্রায়
ভ্রাতা দোঁহে বর্ষিলেন তীক্ষ্ণবাণ যুদ্ধেতে সেথায়
ইন্দ্রজিতে। বাণ সেই হ'য়ে সব আকাশে উত্থিত
না লভিয়া সেথা তাঁ'রে হ'লো শেষে ভূতলে পতিত।

রহিলেন ইন্দ্রজিৎ মেঘে ঢাকা তপনের প্রায়,
রহিল আকৃতি আর গতি তাঁর অলক্ষ্য তথায়।

বাণে তাঁর বিদ্ধ হ'য়ে, রাম তরে ত্যজিয়া জীবন
করিল বানর-সেনা দলে দলে ভূতলে শয়ন।
মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে রামে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
ব্রহ্মাস্ত্র হানিয়া সব রাক্ষসেরে করিব নিধন।
কহিলেন রাম তাঁরে শুধু এক নিশাচর তরে
পার না বধিতে তুমি পৃথিবীর সর্ব নিশাচরে।
যুদ্ধেতে আসে নি যা'রা, যাহারা করেছে পলায়ন,
সুসুপ্তে, আশ্রিতে আর, অকর্তব্য করা যে নিধন।
বানরকুলের এই কামচারী দলপতি সবে
হে লক্ষ্মণ প্রচ্ছন্ন সে ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসেরে এবে
করিবে নিহত জেনো। কহি ইহা রাঘব তখন
যূথপতিগণ পানে করিলেন দৃষ্টি সংস্থাপন।
অঙ্গদ দ্বিবিদ প্রস্থ নীলবীর পবননন্দন,
ঋষভ শরভ আর, বৃক্ষহস্তে আকাশে তখন
অন্বেষিতে ইন্দ্রজিতে করিলেন হর্ষে আরোহণ।
অস্ত্রবিদ ইন্দ্রজিৎ পরমাস্ত্রে সেথায় সবারে
করিলেন পরাহত। মেঘে ঢাকা সূর্য-সম তাঁরে
হ'লেন অক্ষম সবে নেহারিতে, হ'লেন পতিত
অবশেষে অস্ত্রে তাঁর হ'য়ে বিদ্ধ যূথপতি যত।
বিজয়ী সে ইন্দ্রজিৎ রাম আর লক্ষ্মণে তখন
বিঁধিয়া শাণিত শরে লাগিলেন করিতে পীড়ন।
ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিতের সে শর যত করিয়া ধারণ
সর্পাকৃতি, রাম আর লক্ষ্মণেরে করিল বেষ্টন।
নীলাঞ্জনকান্তি বীর ইন্দ্রজিৎ আরক্ত নয়নে
সম্বোধি' অদৃশ্যে থাকি' কহিলেন ভ্রাতা দুইজনে,
অলক্ষ্যেতে থাকি' যবে করি যুদ্ধ হেরিতে তখন
ইন্দ্রও পারে না মোরে, কি ছার তোমরা দুইজন,
কৃতান্ত আলয়ে দোঁহে মুহূর্তেই করিব প্রেরণ।

কহি' ইহা শরধারা করিলেন পুনঃ বরিষণ।
মর্মভেদী তীক্ষ্ণ সেই বাণে তাঁ'র হয়ে নিপীড়িত
ধরাতলে রাম আর লক্ষ্মণ হ'লেন নিপতিত।
দেহ হ'তে স্রোত সম রক্তধারা হ'লো প্রবাহিত।

যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ বরিষণ ক্ষান্ত মেঘপ্রায়
যুদ্ধে সেই হ'লে ক্ষান্ত, উপনীত হলেন তথায়
সুগ্রীব অঙ্গদ নীল বিভীষণ পবননন্দন
সুষেণ দ্বিবিদ মৈন্দ আর যত দলপতিগণ।
হেরি' তারা ভূপতিত শরবিদ্ধ ভ্রাতা দুইজনে
দুঃখেতে হ'লেন মগ্ন, দৃষ্টিপাত ভূতলে গগনে
করিলেন সবে আর। কিন্তু নাহি হলেন দেখিতে
সক্ষম, মায়াতে সেথা অন্তর্হিত বীর ইন্দ্রজিতে।
করি' সুদুষ্কর কর্ম ইন্দ্রজিৎ হ'য়ে আনন্দিত
কহিলেন আহ্বানিয়া রক্ষকুলে বাক্য হেনমত,
খর ও দূষণ হন্তা ভ্রাতা দোঁহে করেছি নিধন
মম শরজালে আজি। ঋষি কিংবা সুরাসুরগণ
হবেনা সক্ষম কেহ এ বন্ধন করিতে মোচন।
যার তরে পিতা মম শোকাবিষ্ট চিন্তাকুল মনে
শয্যা তেয়াগিয়া তাঁর সতত রহেন জাগরণে
ত্রিযামা রজনী দীর্ঘ, যা'র তরে বহু ভাবনায়
হ'য়েছে আকুল লঙ্কা বরষার নদীধারা প্রায়,
সে সবের মূলাধার অনর্থে করেছি আমি হত
অসার করেছি শরে শরতের জলদের মত।
পরম বিস্ময়ে আর আনন্দে করিল অনন্তর
অশেষ প্রশংসা বীর ইন্দ্রজিতে যত নিশাচর।
ভাবি' মৃত, স্পন্দহীন রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মনে,
পশিলেন ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরে আনন্দিত মনে।

হেরি রাম-লক্ষণেরে শরবিদ্ধ সুগ্রীব তখন,
শোকে আর মহাভয়ে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
সন্ত্রাসিত সুগ্রীবেরে কহিলেন করি' সম্বোধন
বিভীষণ, হে সুগ্রীব, অশ্রু এবে কর সংবরণ।
হয়ে স্থির সর্বক্ষণ বিজয় রহেনা কারো তরে,
এ হেন ঘটনা ঘটে চিরদিন সংগ্রাম ভিতরে।
থাকিলে মোদের ভাগ্য চেতনা-সঞ্চার জেনো হবে
রাম আর লক্ষ্মণের, চিত্ত স্থির কর তুমি এবে।
অনাথ আমারে আর স্থির হ'তে দাও কপিবর,
মৃত্যুভয় নাহি জেনো সে সবার, যাদের অন্তর
সত্যে ধর্মে অনুরক্ত। কহি ইহা নয়ন মার্জন
করিলেন সুগ্রীবের, হস্তে জল লয়ে বিভীষণ।
কহিলেন বিভীষণ সুগ্রীবে এ কথা পুনরায়,
বিপদেতে অতি স্নেহে জেনো শুধু বিপদ বাড়ায়।
সর্বকার্য্য বিঘ্নকারী বিহ্বলতা দূর করি' এবে
হে সুগ্রীব, রাম আর লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর সবে
যতক্ষণ নাহি হয় এ দোঁহার চেতনা সঞ্চার,
স্থির হয়ে আর মোরে দেহ সৈন্য-সংস্থাপন ভার।
মহাভয়ে হয়ে ভীত, বিস্ফারিত নেত্রে বারবার,
কাণে কাণে কপিগণ কি ক'হিছে দেখ ওই আর।
সান্ত্বনা প্রদান করি' সুগ্রীবেরে, পশি' বিভীষণ
সৈন্যদলে, করিলেন সে সবারে পুনঃ সংস্থাপন
কহি ইহা, নাহি ভয়, নাহি ভয়, আছেন কুশলে
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রাম, শোন বার্তা তোমরা সকলে।
হেথায় সসৈন্যে করি ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় গমন,
যুক্তকরে দশাননে করিলেন বারতা জ্ঞাপন,
'হয়েছে নিহত আজি যুদ্ধে রাম, নিহত লক্ষ্মণ'।

শত্রুর পতন বার্তা শুনি' মহা আনন্দে রাবণ
মস্তক আঘ্রাণ করি' করিলেন পুত্রে আলিঙ্গন,
করিলেন ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামের কাহিনী বর্ণন।
বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রবাক্যে অন্তরাত্মা রাবণের
হ'লো মহা-আনন্দে পূরিত,
রাম হ'তে প্রাপ্ত তাপ হ'লো দূর, হর্ষভরে
করিলেন পুত্রে সম্বর্দ্ধিত।

১০। রণাঙ্গনে সীতা ও ত্রিজটা

লঙ্কাপুরে কৃতকাম ইন্দ্রজিৎ করিলে গমন,
প্রধান বানর যত আবেষ্টন করিয়া তখন
রাম আর লক্ষ্মণেরে সবে মিলি, করিল রক্ষণ।
হনুমান নীল নল অঙ্গদ সুষেণ জাম্বুবান,
শরভ গবাক্ষ গয় ক্রথণ সম্পাতি বলবান,
বানর-সৈন্যের আর ছিল যত যূথপতিগণ
সৈন্য সমাবেশ করি' ব্যূহ সবে করিল রচন।
সবে মিলি ল'য়ে তারা বৃক্ষ, আর বিশাল প্রস্তর
ঊর্দ্ধে আর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি নিরন্তর,
তৃণেরও পতন শব্দে ভাবিল, এসেছে নিশাচর।
হেথা প্রীতি ভরে করি' কৃতকর্মা পুত্রে দশানন
বিদায়,—স্বগৃহে বসি করিলেন এ চিন্তা তখন।
ইন্দ্রজিৎ-অনুষ্ঠিত দুষ্কর এ কর্মের বারতা,
শুনি দুঃখে বিসর্জন করিবে জীবন তা'র সীতা।
রমণী-স্বভাব-জাত চপলতা বশে কিবা আর,
হয়তো আসিবে সীতা স্বইচ্ছায় বশেতে আমার।

ভাবি' ইহা নিশাচরী ত্রিজটারে আহ্বানি রাবণ
কহিলেন, হে ত্রিজটে, রামে আর লক্ষ্মণে নিধন
করেছে যে ইন্দ্রজিৎ, বার্তা সেই কহি জানকীরে
পুষ্পক রথেতে লয়ে রণক্ষেত্রে দেখাও তাহারে
হত রাম লক্ষ্মণেরে। রামের সকল আশা তা'র,
নির্মূল নেহারি' সীতা, বশে ত্বরা আসিবে আমার।

ত্রিজটার সঙ্গে করি' বৈদেহীরে পুষ্পকে প্রেরণ,
ধ্বজে-মাল্যে-পতাকায় সুসজ্জিত করি দশানন
লঙ্কাপুরী, করিলেন ঘোষণা এ বারতা তখন
'রাম আর লক্ষ্মণেরে ইন্দ্রজিৎ করেছে নিধন।'
ত্রিজটার সহ সীতা, আরোহণ করিয়া বিমানে,
হেরিলেন আনন্দিত ভীমাকৃতি নিশাচর গণে।
হেরিলেন আর সীতা, দুঃখে মগ্ন যত কপিগণ,
শরশয্যা মাঝে পড়ি' অচেতন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কবচ বিধ্বস্ত আর বিধ্বস্ত দোঁহার ধনুর্বাণ,
সর্বদেহে বাণে বিদ্ধ হ'য়ে দোঁহে ভূতলে শয়ান।
হেনরূপ হেরি' দোঁহে হ'য়ে সীতা শোকে নিমগন,
'হায় আর্য্য পুত্র' বলি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
শোকার্তা বিলাপ-মগ্না অশ্রুমুখী সীতারে তখন
কহিল ত্রিজটা, দেবি, শোকে হেন হ'য়োনা মগন,
জীবিত তোমার ভর্তা, জেনো আর জীবিত লক্ষ্মণ।
প্রধান কারণ তা'র আছে যাহা কহিব এখন।
হে বৈদেহী, রঘুবর হ'লে হেথা নিহত সমরে,
হেথায় পুষ্পকরথ করিত না বহন তোমারে।
বিধ্বস্ত উদ্যমহীন হয় সৈন্য, কর্ণধার বিনে
সলিলে তরণী সম, নায়ক নিহত হ'লে রণে।

কিন্তু হের অয়ি সীতে, স্থির মনে কপি সৈন্যগণ,
রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী রামে ওই করিছে রক্ষণ।
হে মৈথিলী, মিথ্যা কভু বলি নাই, বলিব না আর,
লভেছ চরিত্রগুণে স্থান তুমি হৃদয়ে আমার।
সুমহৎ চিহ্ন আরো হে মৈথিলী কর দরশন,
সৌন্দর্য্য, চেতনাহীন এ দোঁহারে, করেনি' বর্জন,
প্রাণহীন জন সীতে, হয় জেনো বিকৃত আনন।
মন হ'তে এবে তুমি দুঃখ শোক কর পরিহার,
রাঘব নহেন মৃত, লক্ষ্মণ নহেন মৃত আর।
'কথা তব সত্য হোক' কহিলেন সীতা, অনন্তর
ত্রিজটা পুষ্পকে তাঁরে লঙ্কা পুনঃ আনিল সত্বর।

আসিয়া অশোক বনে, রাম লক্ষ্মনের কথা
মনে সীতা করিয়া স্মরণ,
হ'লেন বিকল, হয় বনেতে আহতবক্ষ
বাণেবিদ্ধ হরিণী যেমন।

১১। রামের খেদোক্তি—সুগ্রীবের রামানুরাগ

শরপাশে বদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন শায়িত ধরায়
শোণিত আপ্লুত দেহে, ফেলি' শ্বাস ভুজঙ্গের প্রায়
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, রয়েছেন বেষ্টিয়া দু'জনে
কপীশ্বর আর যত কপি বীর, শোকাকুল মনে।
শর বিদ্ধ দেহ, তবু স্থৈর্য্যে আর বলে অতুলন
রঘুবর, ধীরে অতি লভিলেন চেতনা তখন।
হেরিলেন, দেহ নিজ রক্তাপ্লুত, পতিত লক্ষ্মণ।

কহিলেন রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করি' মাতৃনাম
কপিকুলপরিবৃত শোকে-দুঃখে ম্রিয়মান রাম,
আজি আমি লক্ষ্মণেরে হেরিতেছি শায়িত ধরায়,
সীতা আর এ জীবনে কিবা কাজ কি কাজ লঙ্কায়।
মিলে ভার্য্যা, মিলে পুত্র, মিলে যে বান্ধব বহুতর
হেন দেশ নাহি হেরি মিলে যথা ভ্রাতা সহোদর।
কৌশল্যা মাতায় মম আর মম সুমিত্রা মাতায়
মাতৃত্বের গৌরবেতে নাহি কিছু প্রভেদ দোঁহায়।
পুত্র নিরীক্ষণ তরে উৎকণ্ঠিতা, বিলাপে মগন
পুত্রহীনা মাতারে সে, কিবা আমি কহিব এখন।
অনার্য্য দুষ্কৃতকারী সে আমারে ধিক্, যা'র তরে
লক্ষ্মণ শায়িত হেথা মৃতসম শরশয্যা পরে।
করিত বিষণ্ণ মোরে আশ্বস্ত যে, হ'য়ে মৃতপ্রায়
আসিতে অক্ষম সে যে, আর্ত মোর পাশেতে হেথায়।
সংগ্রামে রাক্ষসে বহু করেছে যে ভূতলে শায়িত,
সে বীর নিহত হ'য়ে শরজালে, এবে ভূপতিত।
হয়ে রক্তাপ্লুত আর শরাবৃত, এ শরশয্যায়
ভাতিছে লক্ষ্মণ যেন অস্তগামী ভাস্করের প্রায়।
বাণবিদ্ধ হ'য়ে, দেহ সঞ্চালনে অক্ষম লক্ষ্মণ,
কষ্টে অতি পীড়িত সে, চক্ষু তা'র লোহিত বরণ।
অরণ্যে লক্ষ্মণ যথা হ'লো পূর্বে মম অনুগামী,
যমালয়ে সঙ্গে তা'র তেমনি পশিব এবে আমি।
বন্ধুজন প্রিয় সদা, অনুগামী আমার সতত
লক্ষ্মণ, দুর্ভাগ্যে মম অবস্থায় হেন নিপতিত।
করি নাই বিভীষণে রক্ষকুল পতি এ লঙ্কাতে
বাক্য মম পরিণত হবে এবে মিথ্যা প্রলাপেতে।
দৈবেরে লঙ্ঘিতে কভু হে সুগ্রীব নাহি পারে নর,
রাবণের সঙ্গে তুমি নও ভীত করিতে সমর।

সুহৃদের কার্য্য যাহা করেছ সংশয় নাহি তা'য়
হে বীরেন্দ্র এবে তুমি গৃহে ফিরি' যাও পুনরায়।
করেছ মিত্রের কার্য্য মোর লাগি' কপিকুল সবে,
মম অনুমতিক্রমে যথা ইচ্ছা যাও সেথা এবে।

রামের বিলাপ হেন সকরুণ, করিয়া শ্রবণ
করিতে লাগিল যত কপিকুল অশ্রু বিসর্জন।
হেনকালে বিভীষণ যথাস্থানে করি' সংস্থাপিত
বানর-বাহিনী, তথা আসিয়া হ'লেন উপনীত।
হেরি' নীলাঞ্জন সম বিভীষণে, যত কপিগণ
ইন্দ্রজিৎ ভাবি' গেল দূরে দ্রুত সভয়ে তখন।
কহিলেন ধূম্রে সেথা কপীশ্বর, ভাবি' বিভীষণে
ইন্দ্রজিৎ, ভীত সবে, কহ এবে এ বানরগণে
এসেছেন বিভীষণ। ঋক্ষরাজ ধূম্র অনন্তর
আশ্বাসিয়া সে সবারে করিলেন সংযত সত্বর।
বুলায়ে রামের আর লক্ষ্মণের দেহে বিভীষণ
জলসিক্ত হস্ত তাঁর, কহিলেন শোকেতে তখন
কূট যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ, ভ্রাতুষ্পুত্র মম দুরাচার,
করেছে ছলনা করি' হেন দশা আজি এ দোঁহার।
যাঁদের বিক্রমে ছিল প্রতিষ্ঠার আশা এ অন্তরে
আজি তাঁরা ধরাশায়ী এবে মম বিনাশের তরে।
গেল মম রাজ্য-আশা, হ'লো মম বিপন্ন জীবন
হ'লো আর রাবণের পূর্ণ সব বাসনা এখন।

সুগ্রীব তখন তাঁরে কহিলেন করি' আলিঙ্গন,
'কেন হ'লে এত আর্ত, চিত্তস্থির কর বিভীষণ।
লঙ্কার রাজত্ব জেনো লাভ তুমি করিবে নিশ্চয়,
হ'বে না সফলকাম রাবণ বা রাবণ-তনয়।

হে সুষেণ, ত্বরা করি' কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরাম লক্ষ্মণে
করুন প্রেরণ আর প্রেরণ করুন কপিগণে।

পবন-নন্দন বিনে আর সব করুক গমন
কেবল সহায়ে তার রাবণেরে করিব নিধন।

সবান্ধবে রাবণেরে করি' বধ তুষিব শ্রীরামে,
এ লঙ্কা করিতে ভস্ম, একা আমি সক্ষম বিক্রমে।

কেন বা এনেছি বৃথা এ বানর সৈন্য অগণন,
সপুত্রবান্ধব সহ রাবণে করিব প্রদর্শন
একা আমি ক্রোধ মম, তেজে, বীর্য্যে, সৌহৃদ্যেতে আর,
রাম প্রতি দৃঢ় ভক্তি সর্ব্বজন হেরিবে আমার।

মুহূর্ত্তেই কৃতকার্য্য যুদ্ধে সবে নেহারিবে মোরে,
রাবণে বিনাশ করি' দিব সীতা রাঘবের করে,
করিব প্রদান রাজ্য বিভীষণে এ লঙ্কা ভিতরে।

যশস্বী সুগ্রীব বীর ক্রোধ ভরে হেনরূপ
বলদৃপ্ত বাক্যেতে তাঁহার,
করিলেন পুনরায় বানর সৈন্যের মনে
সুবিপুল উৎসাহ সঞ্চার।

১২। নাগপাশ-মোচন—ধূম্রাক্ষবধ

সুগ্রীবের বাক্য শুনি' কহিলেন সুষেণ তখন,
দেবাসুর সংগ্রামেতে পুরাকালে যত দেবগণ
দৈত্য দানবের বাণে যখন হ'লেন নিপীড়িত,
দিব্য ওষধিতে আর মন্ত্রবলে, পুনঃ সঞ্জীবিত
করিলেন বৃহস্পতি, সংজ্ঞাহীন দেবগণে যত।

অমৃত মন্থন হ'লো ক্ষীরোদ সমুদ্রে যেইখানে,
দ্রোণ আর চন্দ্র নামে আছে দুই পর্বত সেখানে।
পরম ওধধি সেই আছে তথা, পবননন্দন
আনিবারে সে ওষধি এবে সেথা করুন গমন।

হেনকালে অকস্মাৎ বেগে বায়ু হ'লো প্রবাহিত,
সবিদ্যুৎ মেঘমালা হ'লো আর আকাশে উদিত।
গিরি হ'লো প্রকম্পিত, উদ্বেলিত সাগরের জল,
পক্ষ সঞ্চালন জাত পবন আঘাতে তরুদল
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে সব সমুদ্রেতে হলো নিপতিত,
সলিল নিবাসী যত সর্পকুল হলো ভয়ে ভীত।
অনন্তর কপিকুল আকাশে করিল নিরীক্ষণ
জ্বলন্ত পাবক সম মহাবল গরুড়ে তখন।
হয়ে মহা ভয়ে ভীত, গরুড়েরে করিয়া দর্শন,
শররূপী সর্প যত ছিল সেথা করিয়া বন্ধন
শ্রীরাম লক্ষ্মণে, ভয়ে ভূগর্ভে করিল পলায়ন।
সম্বর্দ্ধনা করি' দোঁহে, মুছাইয়া দিলেন আনন
নিজ হস্তে বৈনতেয়। হলো দূর নিমেষে তখন
সর্বক্ষত উভয়ের, স্পর্শ আর লভিয়া তাঁহার
বল বুদ্ধি তেজ বীর্য্য, দ্বিগুণিত হলো সে দোঁহার।
কহিলেন হর্ষে রাম গরুড়ে করিয়া আলিঙ্গন,
মুক্ত তব প্রসাদেতে হলো এবে শরের বন্ধন
লভিলাম বলবীর্য্য, হলে প্রাপ্ত মম জনকেরে
লভি যে আনন্দ, তাহা লভিনু নেহারি আপনারে।
হে সুরূপ, কে আপনি, দিব্যমাল্য দিব্য-আভরণে
দিব্যবস্ত্রে সুসজ্জিত, অনুলিপ্ত সুগন্ধ চন্দনে।

কহিলেন আলিঙ্গিয়া রাঘবে, গরুড় হৃষ্টমনে,
হে রাম, গরুড় আমি সখা তব, বন্ধুত্ব-বন্ধনে

এসেছি হেথায় জেনো, মায়াবলে যে শরবন্ধন
করেছিল ইন্দ্রজিৎ, সে বন্ধন করিতে মোচন
অসমর্থ সুরাসুর। তীক্ষ্ণবিষ যত নাগগণ
রাক্ষসী মায়ার বলে শররূপে করিল বন্ধন
তোমা দোঁহে, বার্তা সেই শুনি' ত্বরা এসেছি এখন॥
সে মহা-বন্ধনমুক্ত হলে এবে হে রঘুনন্দন।
স্বভাবতঃ সংগ্রামেতে কূট যোদ্ধা রক্ষকুল যত
সরল প্রকৃতি বীর তোমরা যে হও স্বভাবতঃ।
শত্রুরেও কৃপাশীল রাম তুমি, কভু সে সবারে
নিজতুল্য ভাবি' মনে করিওনা বিশ্বাস সমরে।
বিদায়ের অনুমতি দেহ এবে, জানিতে কারণ
এ সখ্যভাবের মম কৌতূহলী হ'য়োনা এখন,
জানিবে তা' কার্য্যশেষে। প্রদক্ষিণ করি' অনন্তর
রাঘবে, গরুড় ঊর্দ্ধে নভোপথে গেলেন সত্বর।
রাম আর লক্ষ্মণেরে নিরাময় করি' নিরীক্ষণ
বিস্ময়েতে হয়ে মগ্ন, হয়ে আর হৃষ্ট কপিগণ
রাক্ষসের ভয়াবহ ঘোর রবে করিল গর্জন।
ভেরী আর শঙ্খধ্বনি করি' হলো ক্রীড়াতে মগন।
'কিল্' 'কিল্' রবে তথা কেহবা করিল উল্লম্ফন,
কেহ আর চারিদিকে বৃক্ষশাখা করিল ক্ষেপণ।
রক্ষকুলে ভীত করি' ঘোর রবে কপিকুল যত,
যুদ্ধ অভিলাষে সবে লঙ্কা দ্বারে হলো সমাগত।

বানরকুলের সেই মহারবে প্রচণ্ড গর্জন,
রাক্ষস কুলের সহ শুনিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ।
কহিলেন অনন্তর রক্ষকুলে, হও অবগত
শোককালে আনন্দিত কেন হলো কপি সৈন্য যত।

হেরিল তখন তারা প্রাচীরেতে করি' আরোহণ
শরের বন্ধন হতে মুক্ত রাম, মুক্ত যে লক্ষ্মণ।

হেরি' তাহা আসি' তারা নিবেদন করিল রাবণে,
করিলেন ইন্দ্রজিৎ স্পন্দহীন শরের বন্ধনে
যে রাম লক্ষ্মণে রণে, মুক্ত এবে হয়ে রণাঙ্গনে
করিছে ভ্রমণ তারা পাশ মুক্ত গজেন্দ্র বিক্রমে।

কহিলেন চিন্তা আর ক্রোধে ক্ষুব্ধ রাবণ তখন,
যে দোঁহে অব্যর্থ শরে ইন্দ্রজিৎ করিল বন্ধন
মুক্ত হলো এবে তারা, বহু শত্রু করেছে নিধন
তেজোগর্ভ শর যেই হলো তাহা নিস্ফল এখন।

কহিলেন রাক্ষসেন্দ্র ধূম্রাক্ষেরে ক্রোধে অনন্তর
সৈন্যদল লয়ে যাও রাম সহ সংগ্রামে সত্বর।

প্রণমিয়া রক্ষেশ্বরে আনন্দেতে ধূম্রাক্ষ তখন
কহিল বাহিরে আসি' সেনাধ্যক্ষে, আনি' সৈন্যগণ
চল ত্বরা, যুদ্ধার্থীর বিলম্বে কি আছে প্রয়োজন।

সজ্জিত করিল সেনা সেনাধ্যক্ষ, করিল বেষ্টন
ধূম্রাক্ষেরে ভীমাকৃতি রক্ষকুল করিয়া হুঙ্কার,
সহর্ষে যুদ্ধের তরে লয়ে খড়্গ গদা ভল্ল আর
পট্টিশ কুঠার শূল ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গর,
লয়ে আর নানাবিধ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহুতর।

সুদুর্জ্জয় ব্যাঘ্র সম বাহিরিল রক্ষব্যাঘ্র যত
অশ্বে গজে রথে আর কবচেতে হয়ে সুসজ্জিত।

মহাবীর ধূম্রাক্ষ সে রক্ষসৈন্যে হয়ে সুবেষ্টিত,
পশ্চিমে মারুতি যেথা ত্বরা সেথা হলো উপনীত।

বহু দুর্লক্ষণ সেথা গেল দেখা যাত্রাকালে, আর
ভয়ঙ্কর গৃধ্র এক গেল দেখা রথশীর্ষে তার।

রক্তচক্ষু ধূম্রাক্ষেরে যুদ্ধ তরে হেরি’ বহির্গত,
করিল আনন্দধ্বনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী কপিকুল যত।
রাক্ষসে বানরে হলো তুমুল সংগ্রাম অনন্তর
হলো তারা ধরাশায়ী মুষল আঘাতে পরস্পর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কপিকুলে ভীমাকৃতি রাক্ষসেরা যত
ক্রোধেতে করিল বিদ্ধ,—রক্ষকুলে করিল মথিত
বেগবান কপিসৈন্য। করি’ তারা ঘোর গরজন
সুবিশাল শিলা আর বৃক্ষ লয়ে আরম্ভিল রণ।
ব্যাঘ্রাক্রান্ত মৃগ সম হয়ে ত্রস্ত ভয়েতে তখন,
চারিদিকে রক্ষকুল করিতে লাগিল পলায়ন।

হেরি’ তাহা রক্ষশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ ক্রোধে সে রণাঙ্গনে
আরম্ভিল বিনাশিতে যুদ্ধার্থী বানর সেনাগণে।
প্রাসেতে মথিত কেহ, কেহ হলো মুদ্গরে আহত,
কেহ ভিন্দিপালে কেহ পরিঘে পট্টিশে হলো হত।
লয়ে ধনুর্বাণ বীর ধূম্রাক্ষ সে সমর অঙ্গনে,
করি’ বহু শরবৃষ্টি, বধিল বানর সৈন্যগণে।
নেহারিয়া কপিকুলে হতে হেন সংগ্রামে লাঞ্ছিত,
ক্রোধে সেথা শিলাহস্তে মারুতি হলেন উপনীত।
নিক্ষেপিলা অনন্তর শিলা সেই ধূম্রাক্ষের রথে
মারুতি, ধূম্রাক্ষ বীর গদাহস্তে নামিল ভূমিতে।
শিলার আঘাতে রথ হলো চূর্ণ, ধূম্রাক্ষ তখন
হনুমানে মহাবেগে গদাঘাত করিল ভীষণ।
তুচ্ছ করি’ সে প্রহার গিরিশৃঙ্গ পবন-নন্দন
নিক্ষেপিয়া ধূম্রাক্ষেরে করিলেন আঘাত ভীষণ।
সর্বাঙ্গ-বিকল হয়ে ভূমিতলে হলো নিপতিত
ধূম্রাক্ষ আঘাতে সেই, বিচূর্ণিত পর্বতের মত।

ধূম্রাক্ষে নিহত হেরি' অবশিষ্ট যত নিশাচর
বানর-তাড়িত হয়ে ভয়ে লঙ্কা পশিল সত্বর।

১৩। অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্ত বধ।

ধূম্রাক্ষ নিহত শুনি' হয়ে ক্রোধে বিহ্বল রাবণ
কহিলেন, যুদ্ধে দক্ষ দুর্জয় রাক্ষসসৈন্যগণ
অকম্পনে পুরোভাগে লয়ে সবে করুক গমন।
তেজস্বী আদিত্য সম অকম্পন করি' পরাভূত
রাম আর লক্ষ্মণেরে, কপিকুলে করিবে নিহত।
লভি' সে আদেশ, লয়ে নানাঅস্ত্র রক্ষসৈন্যগণ
আসিল সজ্জিত হয়ে, রথেতে আসিল অকম্পন।
অশ্ব তার হলো ভীত, হলো তার সঘনে স্পন্দিত
বামচক্ষু বামবাহু, মেঘে হলো আকাশ আবৃত।
দুর্দ্দিন আগত হলো, খরতর বহিল পবন,
করিল উপেক্ষা তাহা মত্তসিংহ সম অকম্পন।
রক্ষসৈন্যসহ সেই রক্ষবীর চলিল সত্বর
হলো মহাকোলাহল, হলো তাহে বিক্ষুব্ধ সাগর।
বানর-রাক্ষসে হলো ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ তখন
রাম-রাবণের তরে সবে তারা ত্যজিল জীবন।
রাক্ষস-বানর হস্তে ভূমিতল হতে সমুত্থিত
অরুণাভ ধূলিজাল, দশদিক করিল আবৃত।
ধ্বজ চর্ম রথ অশ্ব, পরস্পর আকৃতি দেহের,
ধূলি সমাচ্ছন্ন হয়ে অগোচর হলো নয়নের।
বানরে বানর আর রাক্ষসেরে রাক্ষস তখন
ভ্রান্তিবশে যুদ্ধে সেই আরম্ভিল করিতে নিধন।

সমাকীর্ণ হলো ধরা শত শত শবেতে তথায়,
হলো ধূলি বিদূরিত, হয়ে সিক্ত রুধির ধারায়।
করিল বানর সেনা যুদ্ধে বহু রাক্ষসে নিধন
করিল দ্বিবিদ মৈন্দ নল সেথা, যুদ্ধ অতুলন।

রক্ষকুলে পরাভূত হেরি' ক্রুদ্ধ হয়ে অকম্পন
বানর সৈন্তের মাঝে দ্রুতবেগে আসিল তখন।
শরের আঘাতে তার সংগ্রামে বানর সৈন্যগণ
তিষ্ঠিতে অশক্ত হয়ে সভয়ে করিল পলায়ন।
তখন সহাস্যে বীর হনুমান হলেন ধাবিত
রক্ষবীর পানে সেই, শালবৃক্ষ করি উৎপাটিত।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা ছেদন করিল অকম্পন,
হলেন বিস্মিত অতি হেরি' তাহা, পবন-নন্দন।
করিলেন উৎপাটিত অশ্বকর্ণ বৃক্ষ পুনরায়
মহাবল হনুমান, বিনাশিতে সংগ্রামে তাহায়।
অতি তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী চতুর্দ্দশ বাণেতে তখন
ক্রোধেতে করিল বিদ্ধ হনুমানে, বীর অকম্পন।
করিলেন শিরে তার অশ্বকর্ণ বৃক্ষে হনুমান
আঘাত সবলে, তাহে অকম্পন হারাইল প্রাণ।
হেরি' তারে হত, আর কপিহস্তে হয়ে নিপীড়িত,
ত্যজি' অস্ত্র রক্ষকুল হলো ভয়ে লঙ্কায় ধাবিত।
মুক্তকেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে, ঠেলি' বলে একে অন্যে আর,
ভয়েতে বিবর্ণ মুখে পশ্চাতে চাহিয়া বারবার
নগরে পশিল তারা। চিন্তামগ্ন হলেন রাবণ
হলেন সন্তপ্ত, শুনি' অকম্পন মৃত্যু বিবরণ।

বজ্রদংষ্ট্রে অনন্তর কহিলেন রাবণ তখন,
মহাবল রক্ষকুলে লয়ে কর যুদ্ধেতে গমন

হে বীরেন্দ্র স্বরা তুমি। করেছি যে পূর্বে বহুবার
পরাজিত দেবকুলে, সহায়তা লভিয়া তোমার।
কহিল সে হৃষ্ট মনে, করিব নিহত রক্ষরাজ
কপট সন্ন্যাসী সেই রাম আর লক্ষ্মণেরে আজ,
দুশ্চিন্তা করুন দূর। কহি' কথা এহেন তখন
দিব্যরথে বজ্রদংষ্ট্র, সত্বর করিল আরোহণ।
অথর্ব বেদের মন্ত্র, স্তব আর করি' উচ্চারণ
করিল রাক্ষসকুল বৈজয়ন্তী ক্রিয়া সমাপন
বজ্রদংষ্ট্র শুভতরে। পরস্পরে করি' আলিঙ্গন
ধনুহস্তে অস্ত্রেদক্ষ যুদ্ধপ্রিয় নিশাচরগণ,
হলো সবে বহির্গত করি' অঙ্গে কবচ ধারণ।
ব্যূহমধ্যে মহাশব্দে ধনু তার করি' বিস্ফারণ
মহাবল বজ্রদংষ্ট্র উচ্চহাস্য করিল তখন।
বিকৃত কণ্ঠের স্বর হলো তার, অশ্ব ভূপতিত,
হলো বহু উল্কা পাত, বেগে বায়ু হলো প্রবাহিত।
সে সব উপেক্ষা করি' কহিল সে রক্ষসৈন্যগণে
দেখাব এ বাহুবল এবে আমি সমর অঙ্গনে,
করিব শত্রুর মাংসে আজি আমি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান
হত যত বান্ধবের, আশীবিষ তুল্য মম বাণ
সংগ্রামে অব্যর্থ চির। ভয় এবে করি' বিসর্জন
শত্রুবধ করি' হও রক্ষকুল আনন্দে মগন।
রাক্ষস-বেষ্টিত হয়ে বজ্রদংষ্ট্র হলো বহির্গত,
সুগ্রীবের সৈন্য সব হেরি' তাহা হলো হরষিত।
প্রবেশি সে রক্ষসৈন্যে, রক্ষকুলে করিল নিধন
কপিসৈন্য, কপিকুলে বধিল রাক্ষসসৈন্যগণ।
উঠিল আবর্ত যেন সে চঞ্চল সৈন্য দলে যত
মন্থন কালেতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের আবর্তের মত।

বজ্রদংষ্ট্র-শরজালে প্রবাহিত হলো অনন্তর
ঋক্ষ আর বানরের রক্তস্রোতে নদী ভয়ঙ্কর।

হেনভাবে বজ্রদংষ্ট্র কপিসৈন্য করিছে নিধন
নেহারি' সুগ্রীব বীর করিলেন ক্রোধে আগমন।
পিঙ্গল নয়ন সেই সূর্য্যসুতে করি' দরশন,
রাক্ষসসৈন্যের দল সভয়ে করিল পলায়ন।
বীরশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর বজ্রদংষ্ট্র প্রকাশি' বিক্রম
সুগ্রীবের প্রতি বহু তীক্ষ্ণ শর করিল বর্ষণ।
মুষ্টির আঘাতে ক্রোধে করিলেন সুগ্রীব তখন
হত তার অশ্ব যত। শালবৃক্ষ করি' উৎপাটন
সবেগে নিক্ষেপ আর করিলেন বজ্রদংষ্ট্র পানে,
করিল সে শতখণ্ড বৃক্ষ সেই, তীক্ষ্ণধার বাণে।
লয়ে এক গিরিশৃঙ্গ আসিলেন সুগ্রীব তখন,
গদা লয়ে বজ্রদংষ্ট্র সুগ্রীবে করিল আক্রমণ
করিলেন গিরিশৃঙ্গ কপীশ্বর তাহার উপরে
নিক্ষেপ, আঘাতে সেই ভূপতিত বিকল শরীরে
হলো বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচূর্ণিত পর্বতের প্রায়।
হেরি' তারে নিপতিত, রক্ষকুল পশিল লঙ্কায়।
রণনৈপুণ্যের তার প্রশংসা করিল বহুতর
রক্তাপ্লুত ক্ষত দেহ, ভগ্নবাহু যত নিশাচর।
শুনি' সে বারতা ক্রোধে বহির্গত হলেন তখন
ফেলি' উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, স্বভবন হতে দশানন।
হেরিলেন অনন্তর লঙ্কাপুরী করিয়া ভ্রমণ
রাক্ষসরক্ষিত বহু সৈন্যাবাস রক্ষেন্দ্র রাবণ।
কহিলেন আর বীর প্রহস্তেরে, কর পরাভূত
যুদ্ধে এবে শত্রুসৈন্য লঙ্কা হতে হয়ে বহির্গত।

শুধু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি মম সেনাপতি, আর
নিকুম্ভ ও ইন্দ্রজিৎ সমর্থ বহিতে এই ভার।
বিজয় লাভের তরে সেই তুমি এবে রণাঙ্গনে
যাও লয়ে সৈন্যদল, কর হত কপিসৈন্যগণে।
করিবে বানরসৈন্য তোমার প্রবেশে পলায়ন,
আসিবে তোমার বশে রাম আর লক্ষ্মণ তখন।
বিপদের আছে ভয়, শুভ নহে সুনিশ্চিত আর,
কহ পক্ষে বিপক্ষে বা মত যাহা রয়েছে তোমার।

কহিলেন দশাননে প্রহস্ত, হয়েছে বহুতর
মন্ত্রণা প্রসঙ্গে এই, মন্ত্রীগণে লয়ে রক্ষেশ্বর।
জানিতাম মনে আমি শ্রেয়ঃ সীতা করা প্রত্যর্পণ
নহে হবে যুদ্ধ ঘোর, তাহাই যে হয়েছে এখন।
দানে, মানে, প্রিয় বাক্যে, সমাদর তব বহু মতে
প্রাপ্ত আমি, কিবা তব প্রিয় কার্য্য না পারি সাধিতে।
হে রাজন্, যুদ্ধে আজি বজ্রসম বাণেতে আমার
নিহত বানর মাংসে, পক্ষিকুল করিবে আহার।
দারাপুত্র, ধন, প্রাণ, নাহি চাহি রক্ষিবারে আর,
তব তরে দিব যুদ্ধে আহুতি এ জীবন আমার।
কহি ইহা, সেনাধ্যক্ষে কহিলেন প্রহস্ত তখন
মম সন্নিধানে এবে সৈন্যদলে কর আনয়ন।
লয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বহু, যত রক্ষবীর অনন্তর,
করি' লঙ্কা সমাকীর্ণ বাহিরিয়া আসিল সত্বর।
ব্রাহ্মণের স্বস্তিবাক্য সহ তারা দীপ্ত হুতাশনে
আহুতি প্রদান করি', যুদ্ধেতে আসিল হৃষ্ট মনে।
করি' মন্ত্রপূতঃমাল্য ধনু আর কবচ ধারণ,
মহাবল রক্ষকুল প্রহস্তেরে করিল বেষ্টন।

করি' রাজ-সম্ভাষণ, করি' উচ্চে ভেরী নিনাদিত,
করিলেন আরোহণ প্রহস্ত অস্ত্রেতে সুসজ্জিত
রথে তাঁর, রথ সেই সুনিপুণ সারথি চালিত
মুখর কিঙ্কিনী রবে, বেগগামী অশ্বেতে বাহিত।
নির্ঘোষ রথের সেই মেঘ সম, ধ্বজ উন্নমিত,
সৌন্দর্য্যে প্রদীপ্ত রথ সুবর্ণ-গবাক্ষ সমন্বিত।

সুবিপুল সৈন্যদলে পরিবৃত্ত হয়ে যে তখন
রচি' ব্যূহ পূর্বদ্বারে করিলেন প্রহস্ত গমন।

সহসা করিল মেঘ রথে তাঁ'র রুধির বর্ষণ,
হলো বহু উল্কাপাত, প্রভাহীন হলো গ্রহগণ।

সেনাপতি প্রহস্ত সে দুর্ণিমিত্ত করি' নিরীক্ষণ,
কহিলেন রক্ষসৈন্যে প্রকাশিয়া নিজ পরাক্রম,
কাল যে কালেরও আমি, অগ্নিরেও করিতে দহন
পারি আমি, পারি আর ঘটাইতে মৃত্যুরও মরণ। *

শুনি' প্রহস্তের বাক্য মহোৎসাহে যত নিশাচর,
যুদ্ধ অভিলাষে সবে রণক্ষেত্রে হলো অগ্রসর।

জয় অভিলাষী যত রক্ষকুল তীক্ষ্ণ বাণ আর
ধনু খড়্গ শূল শক্তি গদা ঋষ্টি পরিঘ কুঠার
লয়ে হস্তে, হলো সবে কপিসৈন্য পানেতে ধাবিত
আসিল বানরসৈন্য লয়ে বৃক্ষ-শিলাখণ্ড যত।

শিলাবৃষ্টি, শরবৃষ্টি, করি' সবে যুদ্ধে হয়ে রত
রক্ষকুল কপিকুল, পরস্পরে করিল নিহত।

কপিসৈন্য কেহ শূলে, কেহ হলো কুঠারে আহত
কেহ খড়্গে দ্বিধা হয়ে যন্ত্রণায় হলো আকুঞ্চিত।

---

* কালো ভবেয়ং কালস্য দহেয়মপি পাবকম্
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে।

করি' আর রক্ষসৈন্যে শিলা আর বৃক্ষে নিপীড়িত,
কপিসৈন্য সে সবারে ধরাতলে করিল শায়িত।
রক্ষ আর বানরের সিংহনাদে আর আর্তরবে
ঘোর শব্দ সমুত্থিত হলো সেই ভীষণ আহবে।
প্রহস্তের চারিমন্ত্রী, মহানন্দ আর ধুরন্ধর
সমুন্নদ, কুম্ভধনু, করিল নিহত বহুতর
কপিসৈন্য যুদ্ধে সেই, মহাবীর দ্বিবিদ তখন
প্রহারিয়া গিরিশৃঙ্গ ধুরন্ধরে করিল নিধন।
দুর্মুখ করিল হত সমুন্নদে আর জাম্বুবান
মহানদে, তারবীর বিনাশিল কুম্ভহনু প্রাণ।

বিক্ষোভিত হয়ে তাহে ধনুহস্তে প্রহস্ত তখন
অসংখ্য বানরসৈন্য করিলেন সংগ্রামে নিধন।
প্রলয় কালের ক্ষুব্ধ সীমাহীন সাগরের মত
সে বিশাল বাহিনীতে হলো মহা-আবর্ত উত্থিত।
পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষে হয় ধরা লোহিত যেমন
বৈশাখে,—রুধির ধারে হলো ধরা লোহিত তেমন।
হেরি' বহু কপিসৈন্য করিছেন প্রহস্ত সংহার
মহাবীর নীল তাঁরে করিলেন বৃক্ষেতে প্রহার।
করিলেন সে আঘাতে ক্রোধে বীর প্রহস্ত তখন
বৃষ্টিধারা সম যত শরধারা নীলে বরিষণ।
সহিলেন শরাঘাত নীলবীর মুদিয়া নয়ন
শরতে সহসা যবে আসে বৃষ্টি, বৃষভ যেমন
না পারি' রোধিতে তাহা সহে, করি' চক্ষুনিমীলন।
ক্ষণপরে ক্রুদ্ধ নীল শালবৃক্ষ করি' উৎপাটন
করিলেন প্রহস্তের অশ্ব সব সেথায় নিধন।
নামিলেন রথ হতে ভূমিতলে প্রহস্ত তখন।

হলেন সংগ্রামে সেই রণাঙ্গনে দুই মহাবীর
পুষ্পিত পলাশ সম বহুক্ষতে রক্তাক্ত শরীর।
মুষল আঘাত নীলে করিলেন ক্রোধে অনন্তর
প্রহস্ত, নীলের তাহে রক্তপাত হলো বহুতর।
নিক্ষেপিয়া প্রহস্তেরে সুবিশাল প্রস্তর তখন
মস্তক তাহার নীল করিলেন সেথা বিদারণ।
বিকল ইন্দ্রিয় হয়ে প্রহস্ত যে হলেন তখন
ছিন্নমূল বৃক্ষ সম ভূপতিত, হারায়ে জীবন।
প্রহস্ত নীলের হস্তে হলে হত রক্ষসৈন্যগণ
ভয়ে ত্রস্ত হয়ে সবে লঙ্কাপুরে করিল গমন।
নায়ক বিহনে যুদ্ধে তিষ্ঠিতে অক্ষম হলো তারা
সেতু ভগ্ন হলে হয় যেমন বিকীর্ণ জলধারা।

১৪। রাবণ-মন্দোদরী

প্রহস্ত হয়েছে হত শুনি' ইহা উদ্ভ্রান্ত রাবণ
কহিলেন রক্ষকুলে, সসৈন্যেতে করেছে নিধন
যারা মম ইন্দ্রজয়ী সেনাপতি প্রহস্তেরে রণে,
অবহেলা করা আর কর্তব্য নহে সে শত্রুগণে।
রক্ষসৈন্য লয়ে আজ যাব আমি নিজেই সমরে
বিনাশিতে শত্রু আর যুদ্ধেতে বিজয় লাভ তরে।
রাম আর লক্ষ্মণেরে অস্ত্রে আমি করিব দহন
কপিসৈন্য সহ, যথা দহে অগ্নি বিশুষ্ক কানন।
কহি' ইহা মহাক্রোধে সমুদ্যত হলেন রাবণ
সসৈন্যে সংগ্রাম তরে, করি' সেই বারতা শ্রবণ
দেবী মন্দোদরী তথা করিলেন ত্বরা আগমন।

রমণী-বেষ্টিত হয়ে লয়ে সঙ্গে বিজ্ঞ মন্ত্রীগণ
মাল্যবান হস্ত ধরি' আসিলেন যথা দশানন
সমাসীন সভাস্থলে। অতিকায় করেছে ধারন
ছত্র সেথা রক্ষেশ্বরে, রূপবতী যত বামাগণ
করিছে তাঁহারে সবে শোভাময় চামর ব্যজন।
ধ্বজে মাল্যে শোভিত সে সুবিশাল সভায় যখন
পশিলেন মন্দোদরী রক্ষেশ্বরে করিতে দর্শন,
প্রদীপ্ত প্রভায় তাঁর উদ্ভাসিত হলো সভাস্থল,
দুধারে সরায়ে দিল লোক যত, বেত্রধারী দল।

প্রহস্তের শোকে আর্ত দশানন, প্রিয়া মহিষীরে
নেহারিয়া, সসম্ভ্রমে করিলেন সম্বর্দ্ধনা তাঁরে।
করি' আর আলিঙ্গন, করিলেন আসন গ্রহণ
লয়ে তাঁরে, অনন্তর কহিলেন একথা তখন।
কহ দেবী, কেন এবে আগমন করেছ এখানে
সঙ্গেতে তোমার কেন হে সাধ্বী, এনেছ মন্ত্রীগণে।
কহিলেন মন্দোদরী, যুক্তকরে এই নিবেদন
তোমার পাশেতে মম, অপরাধ না করি' গ্রহণ
বাক্যে মোর হে রাজেন্দ্র, শোন যাহা কহিব এখন।
শুনেছি হয়েছে লঙ্কা অবরুদ্ধ, শুনেছি আহবে
ধূম্রাক্ষ প্রহস্ত সহ হত বহু রক্ষসৈন্য এবে।
শুনেছি যুদ্ধের তরে নিজে তুমি উদ্যত এখন
বহু চিন্তা করি' তাই হেথায় করেছি আগমন,
তোমার এ যুদ্ধে যাত্রা নহে এবে উচিত রাজন।
করেছেন চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস আর খরে
হত যিনি, করেছেন বালিবধ একমাত্র শরে,
করেছেন বধ যিনি একা বহু রাক্ষসের প্রাণ
সাধারণ ক্ষুদ্র নর নহেন সে দাশরথী রাম।

মারীচ বধের কথা ভাবি' আর শঙ্কা হয় মনে,
পিতৃবাক্যে ভ্রাতাসহ করি' রাম বিচরণ বনে
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরি' আসিলেন দণ্ডক কাননে,
পতিব্রতা ভার্য্যা তার কেনই বা এনেছ এখানে॥
হয়েছে দোষের বহু তোমার এ কার্য্য অকারণে
অনুচিত অতি করা অপরাধ, পতিব্রতা সনে।
নহে যুদ্ধ অভিপ্রেত কহিছেন এই মন্ত্রীগণ,
সতী সেই রামভার্য্যা রামে এবে কর প্রত্যর্পণ॥
করুন গমন তথা মাল্যবান আর অতিকায়,
করেছেন বিভীষণ গমন যে পূর্ব্বেই তথায়।
ইহাদেরে সঙ্গে লয়ে সসম্মানে করি' প্রত্যর্পণ
রামে সীতা, সন্ধিতরে প্রস্তাব করুন বিভীষণ।
ভ্রাতা-পুত্র বিনাশিয়া, করি' ক্ষয় যত আত্মজন
সংশয় আকুল মনে সংগ্রামে কি আছে প্রয়োজন॥
যুদ্ধে সিদ্ধি অনিশ্চিত, কভু শত্রু হয় তাহে হত,
কভু হয় নিজ মৃত্যু, হে রাজেন্দ্র, সন্ধিই সঙ্গত।
এই পুরী, এই কুল, কর্ত্তব্য যে করা রক্ষেশ্বর
রক্ষা এবে, সব হেথা তোমাতেই করিছে নির্ভর।
সীতা সহ রত্ন, বস্ত্র, মণিমুক্তা উত্তম বাহন,
রজত, কাঞ্চন আর করা রামে উচিত প্রেরণ।
আশ্রিতবৎসল রাম ক্ষমাশীল ধর্ম্মপরায়ণ
করিবেন যুদ্ধে সন্ধি, সুপ্রসন্ন হলে তাঁর মন।
যুদ্ধে নিত্য সমুৎসুক ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, অকম্পন,
আর বীর বজ্রদংষ্ট্র, করেছেন কি কার্য্য সাধন।
বানর-কুলের ক্ষতি কি করেছে রক্ষকুল যত,
যুদ্ধে দলপতি কেহ কপিসৈন্যে হয় নাই হত।
এ পুরী বিধ্বংস আর কুলক্ষয় না করি' রাজন,
কহিতেছি হিতবাক্য, রক্ষা মম কর এ বচন।

শুনিয়া প্রিয়ার বাক্য, হস্ত তাঁর করিয়া ধারণ
ফেলি' উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস কহিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ।
মম হিতাকাঙ্ক্ষা করি' যাহা দেবী, কহিলে আমারে,
অপ্রিয় সে বাক্য প্রিয়ে, পশে নাই আমার অন্তরে।
নতি করি' রাঘবেরে, কিরূপে বা রহিব জীবিত
হব ভগ্ন, আমি দেবী, তবুও হব না কভু নত।
ত্রিলোকে নাহিক কেহ জয় যারে করি নাই রণে,
করেছি দেবেন্দ্রে জয় শক্তিহীন করি' দেবগণে।
নত হলে রামপাশে কি কহিবে দেবগণ যত,
হৃততেজ হয়ে আমি কি ভাবে বা রহিব জীবিত।
আনি' রাম-ভার্য্যা করি' বহু দর্প, বহু অহঙ্কার,
বলবীর্য্যহীন সম হব নত কেন বা আবার।
করিও না চিন্তা প্রিয়ে, হব জয়ী জেনো সুনিশ্চিত,
রাম-লক্ষ্মণেরে আর কপিকুলে করিব নিহত।
করিবনা কভু আমি রাম-ভয়ে সীতা প্রত্যর্পণ
হবেনা করিতে সন্ধি রামও আর সম্মত এখন।
সমুদ্র বন্ধন করি', রোধি' লঙ্কা, নিহত আহবে
করি' বহু রক্ষবীরে, কেন সন্ধি করিবে সে এবে।
আমিও চাহিনা আর যুদ্ধে সন্ধি করিতে স্থাপন,
সর্বশত্রু আজি আমি রণক্ষেত্রে করিব নিধন।
মেঘনাদ আদি যত মহাবীর পুত্রগণ হতে
তোমার, নিজেও যম মুক্তি কভু পারে না লভিতে।
যাও গৃহে, থাক সুখে লয়ে যত পুত্রবধূগণ।
কহি ইহা প্রীতিভরে ভার্য্যারে দিলেন আলিঙ্গন।
ফিরি' দেবী মন্দোদরী স্বভবনে গেলেন তখন,
ভাবিয়া যুদ্ধের কথা রহিলেন চিন্তায় মগন।
কহিলেন রক্ষকুলে আহ্বানি' রাবণ অনন্তর,
আন মম রথ সবে করি' এবে সজ্জিত সত্বর।

বীর্য্যবলে দেবরাজে বিজয় করেছি আমি রণে
দীর্ঘকাল পরে এবে যুদ্ধ মম হবে রাম সনে।
বিষ-অগ্নি-সর্পসম যত মম তীক্ষ্ণ বাণ এবে
তূণমুক্ত হয়ে হোক্ রামপানে ধাবিত আহবে।

১৫। রাবণের যুদ্ধ-সজ্জা বর্ণন

কহি' কথা সেই সুবিশাল বপু
দেবেন্দ্র অরাতি রক্ষেন্দ্র রাবণ
করিলেন শ্রেষ্ঠ তুরঙ্গ-যোজিত
অগ্নি প্রভাময় রথে আরোহণ।
রাক্ষস কুলের সিংহনাদে ঘোর
উচ্চ শঙ্খ-ভেরী-পটহধ্বনিতে
স্তবে আর, হয়ে পূজিত রাবণ
চলিলেন রণে নিজ যাত্রাপথে।
মহামেঘ আর গিরিসম দেহ
রক্ষকুলে, হয়ে বেষ্টিত তখন
হলেন শোভিত ভূত পরিবৃত
রুদ্রদেব সম রক্ষেন্দ্র রাবণ।
নগর বাহিরে আসি' অনন্তর
হেরিলেন সেথা গর্জননিরত
সমুদ্রের প্রায় কপিসৈন্যদল
বৃক্ষশিলা লয়ে রণে সমুদ্যত।

গিরিশৃঙ্গ হ'তে দেবকান্তি রাম
রাক্ষসবাহিনী করি' দরশন
কহিলেন, কার নির্ভীক দুর্জয়
সৈন্যদল এই হেরি বিভীষণ।

মহাবল সেই রক্ষসেনামাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ যারা রাক্ষস-প্রধান,
বিভীষণ রামে কহিলেন ক্রমে
করি' সে সবার পরিচয় দান।
আসিছে যেজন হে রাজন ওই
গজেন্দ্র পৃষ্ঠেতে করি' আরোহণ
বীর মহামতি প্রবীরবাহু সে,
নবারুণ সম তাম্রাভ নয়ন।
সিংহাঙ্কিত-ধ্বজা-শোভিত-রথেতে
ইন্দ্রধনু সম ধনু প্রভাময়
করি' প্রকম্পিত আসিন যেজন
ইন্দ্রজিৎ সেই রক্ষেন্দ্র তনয়।
রথারূঢ়, অতি-বিপুল-আকৃতি
অতিকায় ওই মহাধনুর্দ্ধর,
গর্দভবাহনে করিছে গর্জন
তাম্র-চক্ষুবীর, নামে মহোদর।
সান্ধ্যমেঘ সম লোহিত অশ্বেতে
আসীন পিশাচ বজ্র বেগময়,
গজপৃষ্ঠে যেন কালানল সম
মকরাক্ষ নামে খরের তনয়।
নরান্তক ওই অগ্নিবর্ণ রথে
খড়্গধনুর্বাণ লয়ে বিরাজিত,
বীর সুদংষ্ট্রা সে, ঘূর্ণিত নয়ন
ঘোরাকৃতি ভূতগণে যে বেষ্টিত।
দেবান্তক ওই অগ্নিপ্রভ শূল
করি' উত্তোলিত বিরাজে যেজন
হস্তে যার শূল হীরক-খচিত
গজপৃষ্ঠে বীর ত্রিশিরা সেজন।

বিরাজিছে করি' ধনু বিস্ফারিত
কুম্ভবীর ওই জলদ বরণ,
সুবর্ণখচিত পরিঘ ভীষণ
হস্তে যার, বীর নিকুম্ভ সে জন।
সুবর্ণশলাকা-শোভিত সুন্দর
শশাঙ্কধবল ছত্রে সুশোভিত
যে রথ, রাবণ আসিছেন তাহে
যেন রুদ্রদেব ভূত পরিবৃত।
বিন্ধ্যগিরিসম ভীম কলেবর
মস্তকে কিরীট প্রদীপ্ত আনন,
দর্পহন্তা চির ইন্দ্র-কৃতান্তের,
আসিছেন ওই রক্ষেন্দ্র রাবণ।

১৬। রাবণের যুদ্ধ ও পরাজয়

কহিলেন অনন্তর রক্ষকুলে রক্ষেন্দ্র রাবণ,
গৃহদ্বারে পুরদ্বারে সাবধানে রাহবে এখন
লঙ্কায় তোমরা সবে। কহি' ইহা করি' উত্তোলন
মহাধনু, করিলেন বানরসমুদ্র বিদারণ,
সমুদ্রপ্রবাহ করে মহামৎস্য বিদীর্ণ যেমন।
হেরি' দীপ্ত ধনুর্দ্ধারী রাবণেরে যুদ্ধেতে ধাবিত,
হলেন প্রচণ্ড বেগে সুগ্রীব সংগ্রামে উপনীত।
করিলেন বৃক্ষপূর্ণ গিরিশৃঙ্গ করি' উৎপাটন
নিক্ষেপ সুগ্রীব, তাহা খণ্ড খণ্ড করি' দশানন
শরজালে, করিলেন অগ্নিসম বাণে অনন্তর
বিদ্ধ তারে, সে আঘাতে আর্ত্তনাদ করি' ভয়ঙ্কর
হলেন ভূতলশায়ী, অচেতন হয়ে কপীশ্বর।

গবাক্ষ গবয় নীল মৈন্দ আর অঙ্গদ তখন,
হলেন ধাবিত সবে শিলালয়ে যথায় রাবণ।
প্রহার তাদের সেথা করি' ব্যর্থ বহু তীক্ষ্ণ বাণে,
করিলেন দশানন শরে বিদ্ধ বানরেন্দ্রগণে।
সে শর-আঘাতে হলো ভূপতিত কপিবীরগণ,
কপিসৈন্যদলে যত করিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ
নিপীড়িত অনন্তর, করি' বহু বাণ বরিষণ।
নেহারি' রাবণে, ত্বরা আসি' সেথা মারুতি তখন,
কহিলেন দশাননে করি' বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন,
দেবতা অসুর আর দানবে করেছ যুদ্ধে জয়
যেহেতু অবধ্য তুমি সে সবার, কিন্তু আছে ভয়
তোমার বানর হতে। হেরিবেন দেবগণ যত
আজি তুমি সংগ্রামেতে কপিহস্তে হয়েছ নিহত।
সমুদ্যত এই মম হস্তে এবে করিয়া প্রহার,
দেহ হতে প্রাণ আমি বহির্গত করিব তোমার।

শুনি' তাহা করিলেন মুষ্টিতে আঘাত দশানন
বক্ষে তার, বিচলিত হয়ে তাহে পবননন্দন
ক্ষণ তরে, হানিলেন ভীমমুষ্টি রাবণে তখন।
ভূকম্পে পর্বত সম প্রকম্পিত হয়ে সে প্রহারে,
স্থির হয়ে ক্ষণ পরে কহিলেন রাবণ তাহারে।
হে বানর সাধু, সাধু, শ্রেষ্ঠ তুমি বীর্য্যে পরাক্রমে,
শ্লাঘাযোগ্য শত্রু তুমি আমার, এ সমর অঙ্গনে।
কহিলেন হনুমান ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার
এখনো জীবিত তুমি, কর মোরে প্রহার আবার,
হানি' মুষ্টি যমালয়ে জেনো তবে পাঠাব এবার।
করিলেন শুনি' তাহা, হয়ে ক্রোধে আরক্ত নয়ন,
হনুমান বক্ষস্থলে মুষ্টির আঘাত দশানন।

হলেন আঘাতে সেই সংজ্ঞাহীন পবননন্দন,
ধাবিত নীলের পানে দশানন হলেন তখন।
করিলেন বিদ্ধ আর নীল বীরে মর্ম্মভেদী বাণে,
গিরিশৃঙ্গ লয়ে নীল করিলেন নিক্ষেপ রাবণে।
লভি' সংজ্ঞা হেনকালে কহিলেন পবননন্দন,
জান ক্ষাত্রধর্ম তবু ত্যজি' মোরে করিছ এমন
অন্যায় সমর কেন অপরের সনে দশানন।
উপেক্ষিয়া বাক্য তার করিলেন বিদীর্ণ রাবণ
নীলের নিক্ষিপ্ত গিরি শরাঘাতে। নিক্ষেপ তখন
করিলেন বৃক্ষ বহু নীলবীর, শরেতে ছেদন
করি' তাহা, করিলেন শরাঘাত নীলে দশানন।
শরে সেই হয়ে বিদ্ধ নিজদেহ করি' খর্বাকার,
হলেন পতিত নীল মহাবেগে ধ্বজাগ্রে তাঁহার।
লক্ষ্মণ-সুগ্রীব সহ রঘুবর নেহারিয়া তারে,
কভু ধ্বজশীর্ষে, কভু ধনুকাগ্রে, কিরীট উপরে,
হলেন বিস্ময়ে মগ্ন। ক্ষিপ্রগতি হেরিয়া তাহার
হলেন বিস্মিত নিজে দশানন, কপিকুল আর
রাবণে বিভ্রান্ত হেরি' আনন্দেতে করিল চীৎকার।
করি ক্রোধে আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষেশ্বর গ্রহণ তখন
করিলেন ধ্বজাগ্রেতে অবস্থিত নীলে নিরীক্ষণ।
অনন্তর ধনুকেতে বাণ সেই করি' সংযোজিত,
নীলবীরে দশানন করিলেন সে বাণে আহত।
সে বাণ-দহনে নীল ধরাতলে হলেন পতিত।

সংজ্ঞাহীন হেরি' নীলে সংগ্রাম-উৎসুক দশানন,
হলেন ধাবিত তথা অবস্থিত যথায় লক্ষ্মণ।
রাক্ষসেন্দ্র দশাননে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
বানরের সহ যুদ্ধ নহে যোগ্য তোমার রাবণ।

কর রণ মম সনে। কহিলেন ক্রোধে দশানন,
অদৃষ্ট-বশেতে মম দৃষ্টিপথে এসেছ লক্ষ্মন,
মম শরধারে এবে মৃত্যুলোকে করিবে গমন।
কহিলেন প্রত্যুত্তরে দশাননে সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
বীর যারা যুদ্ধে তারা নাহি করে বৃথা আস্ফালন।
ক্ষুদ্রজন সম কেন আত্মশ্লাঘা করিছ এমন,
আছি ধনুর্বাণ হস্তে হেথা এবে কর আগমন।
শুনি' তাহা সপ্তশর করিলেন নিক্ষেপ রাবণ
ক্রোধ ভরে, বাণ সেই করিলেন ছেদন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রতায় হয়ে অতি বিস্মিত রাবণ,
করিলেন পুনরায় সুশাণিত শর বরিষণ।
রাবণের বাণে হয়ে বিচলিত, লক্ষ্মণ তখন
কষ্টে অতি লভি' সংজ্ঞা করিলেন ধনুক ছেদন
রাবণের, হানিলেন তীক্ষ্ণ তিন বাণ অনন্তর
দশাননে, সে আঘাতে হলেন বিহ্বল রক্ষেশ্বর।
হয়ে ছিন্নধনু, হয়ে রক্তধারে সিক্ত-কলেবর,
হানিলেন লক্ষ্মণেরে রুদ্রদত্ত শক্তি, রক্ষেশ্বর।
সে আঘাতে লক্ষ্মণেরে সংজ্ঞাহীন পতিত ভূতলে
নেহারিয়া রক্ষেশ্বর, রথ হতে নামি' ধরাতলে,
চাহিলেন দুই হস্তে ধরি' তারে তুলিতে সবলে।
বিষ্ণু অংশ লক্ষ্মণেরে না পারি' করিতে উত্তোলন,
দুই হস্তে ধরি' তারে ভাবিলেন মনে দশানন,
হয়েছি কৈলাস, মেরু, হিমালয় তুলিতে সক্ষম,
হলাম অশক্ত এ কি লক্ষ্মণেরে তুলিতে এখন।
পবন নন্দন আসি' রাবণের বক্ষেতে তখন
বজ্রসম মুষ্টি হানি' করিলেন আঘাত ভীষণ।
সংজ্ঞাহীন হয়ে তাহে ভূপতিত হলেন রাবণ,
নিলেন লক্ষ্মণে তুলি' রামপাশে পবন-নন্দন।

শত্রুসন্নিধানে অতি গুরুভার ছিলেন লক্ষ্মণ,
মারুতির ভক্তিবলে লঘুকায় হলেন এখন।
লক্ষ্মণেরে করি' ত্যাগ শক্তি-অস্ত্র করিল প্রয়াণ
রাবণের রথে পুনঃ। দশানন লভি' পুনঃ জ্ঞান,
লইলেন হস্তে তুলি' ধনু আর সুশাণিত বাণ।
হেথা ক্রমে ক্ষণপরে সুস্থতর হলেন লক্ষ্মণ,
হেরি' তাহা, হেরি' আর রাবণের প্রচণ্ড বিক্রম,
বানরবাহিনী মাঝে হেরি' বহু বীরেরে নিহত,
রাবণের প্রতি রাম যুদ্ধক্ষেত্রে হলেন ধাবিত।
কহিলেন হনুমান, পৃষ্ঠে মম করি' আরোহণ
হে রাম, দুরাত্মা এই রাবণেরে করুন নিধন।
আরোহিয়া পৃষ্ঠে তার ঐরাবতে দেবেন্দ্রের প্রায়,
রথারূঢ় রাবণেরে হেরিলেন রাঘব তথায়।
বজ্রের নির্ঘোষ সম জ্যানির্ঘোষ করি' অনন্তর,
রাবণে গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন রাম রঘুবর,
তিষ্ঠ এবে রক্ষবীর, করি' মম অপ্রিয় সাধন
হেন মতে, পাবে মুক্তি করি' তুমি কোথায় গমন।
ইন্দ্র, যম, অগ্নি, সূর্য্য, মহাদেব অথবা ব্রহ্মার
শরণ গ্রহণ করি', কিংবা হয়ে প্রধাবিত আর
দিকে দিকে, মুক্তি জেনো নাহি পাবে হস্তেতে আমার।
শুনি' ইহা ক্রোধভরে রাঘববাহন হনুমানে,
করিলেন বিদ্ধ সেথা দশানন বহু তীক্ষ্ণ বাণে
পূর্বের শত্রুতা স্মরি'। হনুমানে বিক্ষত শরীর
হেরি' রাবণের বাণে, ক্রোধে রাম হলেন অধীর।
রাবণসকাশে আসি' তীক্ষ্ণ শরজালে রাম
করিলেন ছেদন তখন,
রথ-চক্রসহ তার রথ, অশ্ব, রথধ্বজ,
ছত্র তার ধবল বরণ।

বজ্রসম শরে আর, সুবিশাল বক্ষে তার,
করিলেন আঘাত রাঘব,
করিলেন পূর্ব্বে যথা দানবেন্দ্রে বজ্রাঘাত,
দানবের সংগ্রামে বাসব।
বহু তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে অটল রহেন সদা
যুদ্ধে যিনি, সেই রক্ষেশ্বর
ত্যজিলেন দীনভাবে ধনু তাঁর, রামবাণে
হয়ে অতি ব্যথায় কাতর।
বিহ্বল নেহারি তারে, অর্দ্ধচন্দ্রবাণ রাম
করি' ত্বরা হস্তেতে গ্রহণ,
করিলেন রাবণের প্রদীপ্ত-অরুণসম
প্রভাময় কিরীট ছেদন।
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ আর নিস্তেজ তপনসম
মুকুট বিহীন দশানন,
হলেন শ্রীহীন সেথা সংগ্রামেতে, রঘুবর
কহিলেন তাহারে তখন।
বধি' মম বহুবীরে মহাসুদুষ্কর কর্ম
আজি তুমি করেছ সাধন,
বিরত হলাম আমি বধিতে তোমারে এবে,
পরিশ্রান্ত করি' নিরীক্ষণ।
রঘুবর বাক্যে সেই হয়ে শোকে অভিভূত,
পশিলেন লঙ্কায় তখন,
কর্ত্তিত-কিরীট আর সারথিতুরঙ্গহীন,
হতমান রক্ষেন্দ্র রাবণ।
আনন্দেতে হলো মগ্ন সর্বদিক সর্বপ্রাণী,
সংগ্রামেতে হেরি' পরাভূত
ইন্দ্র-অরি দশাননে, আনন্দে হলেন মগ্ন
দেবগণ ঋষিগণ যত।

১৭। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরে রামবাণে পীড়িত রাবণ,
বসি' স্বর্ণসিংহাসনে কহিলেন করি' আবাহন
মন্ত্রীগণে, হলো এবে বৃথাই তপস্যা মম যত,
ইন্দ্রতুল্য মোরে এবে মানুষ করিল পরাহত।
কহিলেন ব্রহ্মা পূর্বে, হবে নর ভয়ের কারণ
তোমার হে দশানন, হলো সত্য সেকথা এখন।
বিভীষণ হিতবাক্য এবে মম হতেছে স্মরণ
ভেবেছিনু বিপরীত হয়ে দর্পে উদ্ধত তখন।
কর রক্ষা লঙ্কাদ্বার প্রাচীরেতে করি' আরোহণ,
নিদ্রাগত কুম্ভকর্ণে কর সবে জাগ্রত এখন।
মহাবল কুম্ভকর্ণ সংগ্রামেতে করিবে নিহত
রাম আর লক্ষ্মণেরে, বিনাশিবে কপিসৈন্য যত।
গ্রাম্যসুখে রত মূঢ় কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগন
রহে সদা, এ সঙ্কটে না হলে সে সহায় এখন,
ইন্দ্রতুল্য বলে তার কিবা আর আছে প্রয়োজন।
কুম্ভকর্ণ-গৃহে গেল রক্ষকুল আদেশে রাজার,
লয়ে মাল্য-গন্ধদ্রব্য খাদ্য আর পানীয় সম্ভার।
মহাদ্বারসমন্বিত মনোহর যোজন বিস্তৃত
কুম্ভকর্ণ-মহাগৃহ, বায়ু তথা বহে সুরভিত।
রক্ষকুল যবে তারে আসিল করিতে জাগরিত,
প্রবল নিঃশ্বাসে তার সবে তারা হলো প্রকম্পিত।
বহু কষ্টে পশি' তথা নেহারিল আছেন শায়িত,
ভীষণদর্শন সেই রক্ষব্যাঘ্র হয়ে সুনিদ্রিত।
ঊর্দ্ধোত্থিত রোমরাজি সর্পসম নিঃশ্বাস তাহার
বহিতেছে ভয়ঙ্কর, বিপুল আনন ভীমাকার।

করি' বস্ত্র দৃঢ়ভাবে কটিবদ্ধ, রক্ষবীর যত
আসিল নিদ্রায় মগ্ন কুম্ভকর্ণে করিতে জাগ্রত।
নীলাঞ্জনপুঞ্জসম কুম্ভকর্ণ-সমীপে তখন,
পর্বতপ্রমাণ তারা ভক্ষ্যদ্রব্য করিল স্থাপন।
রাখিল সম্মুখে আনি' বরাহ-হরিণ-মাংসভার,
রক্তপূর্ণকুম্ভ বহু, মদ্য নানা, অন্ন স্তূপাকার।
সাজায়ে বস্ত্রেতে মাল্যে, করি' তারে চন্দন লেপন,
শঙ্খের তুমুল্ ধ্বনি করিল সে নিশাচরগণ।
আরম্ভিল ক্রীড়া আর হয়ে তার দেহে সমুত্থিত,
করিল তুমুল রবে সবে মিলি ভেরী নিনাদিত।

হলো শঙ্খ-ভেরী-পটহ নিনাদে,
বাহ্বাফোটে আর রাক্ষসের যত,
দিগন্ত কম্পিত ত্রিদিব পূরিত,
সহসা বিহঙ্গ হলো ভূপতিত।
রহিলেন ঘুমে কুম্ভকর্ণ তবু,
মুষলে মুদ্গরে মুষ্টিতে প্রহার
করিল তখন রক্ষকুল তারে,
নিদ্রাভঙ্গ তবু হলোনা তাহার।

তখন রাক্ষস যত মহাক্রোধে করিল গর্জন
কেহ বা দংশিল কর্ণে, কেহ বা করিল উৎপাটন
কেশ তার, কেহ আর করি' লৌহমুদ্গর গ্রহণ,
করিল সর্বাঙ্গে তার অবিরত আঘাত ভীষণ।
রহিলেন কুম্ভকর্ণ তথাপি নিদ্রায় অচেতন।
সহস্র মাতঙ্গ আসি', অনন্তর করিল মর্দন
দেহ তার, আরম্ভিল গীতবাদ্য আসি' নারীগণ।
গিরিশৃঙ্গসম দৃঢ়বাহু তার নিক্ষেপি' তখন
হলেন জাগ্রত সেই রক্ষবীর, করি' বিজৃম্ভণ

ব্যাদানি' পাতাল সম ভীমাকৃতি বিকট বদন।
বহিল নিঃশ্বাস যেন প্রলয়ের সংবর্ত পবন।
উত্তপ্ত তাম্রের সম জিহ্বা আর আনন তাহার
ভয়ঙ্কর চক্ষু যেন দীপ্ত মহাগ্রহের আকার।
নিদ্রাভঙ্গে কুম্ভকর্ণ চারিদিকে করি' নিরীক্ষণ
কহিলেন রক্ষকুলে করি' চক্ষু রক্তিম বরণ।
করেছ জাগ্রত মোরে কেন কহ, সামান্য কারণে
কর নাই নিদ্রোত্থিত কভু সবে আমা হেন জনে।
কহিল তাহারা তারে আপনারে করিতে দর্শন
অভিলাষী রক্ষেশ্বর, এবে সেথা করুন গমন।
শয্যা ত্যজি' কুম্ভকর্ণ হ'য়ে স্নাত, প্রচুর ভোজন
করিলেন মদ্যে মাংসে, অন্নে আর শোণিতে তখন।
আহারেতে তৃপ্ত তারে রক্ষকুল করি' নিরীক্ষণ,
প্রণাম করিয়া সবে চারি দিকে করিল বেষ্টন।
কহিলেন কুম্ভকর্ণ করি' সবে আশ্বস্ত তখন,
কেন জাগায়েছ মোরে ভাল তো আছেন দশানন।
মহাভয় উপস্থিত নিশ্চয় হয়েছে সবাকার,
তাই সবে মিলি এবে নিদ্রাভঙ্গ করেছ আমার।
রক্ষেন্দ্রের ভয় যাহা করিব তা' সব বিদূরিত,
করিব আঘাত ইন্দ্রে, বিনাশিব কৃতান্তে নিশ্চিত।
যূপাক্ষ কহিল তারে যুক্ত করে, নহে দেবগণ,
মানুষ হয়েছে এবে রক্ষেন্দ্রের ভয়ের কারণ।
লঙ্কাপুরী আবেষ্টন করেছে বানরকুল সবে,
সীতাহরণেতে ক্ষুব্ধ রাম হতে ভয় হলো এবে।
করেছে বানর এক লঙ্কা দগ্ধ, অক্ষেরে নিহত,
রামহস্তে রক্ষরাজ হয়েছেন রণে পরাভূত।
কহিলেন কুম্ভকর্ণ শুনি' তাহা ঘূর্ণিত নয়নে,
অদ্যই বধিব রামে হে যূপাক্ষ, বধিব লক্ষ্মণে,

বধিব বানর কুলে। যাব শেষে যথায় রাবণ,
রক্ত রামলক্ষ্মণের পান আমি করিব এখন।
যুক্তকরে মহোদর কুম্ভকর্ণে কহিল তখন,
দর্শন উৎসুক ভ্রাতা যথা তব করুন গমন
অগ্রে সেথা, অনন্তর যুদ্ধে শত্রু করুন নিধন।
বাক্যে তার কুম্ভকর্ণ রক্ষকুলে হয়ে সুবেষ্টিত,
চলিলেন পদভরে ধরাতল করি' প্রকম্পিত।
আকারে পর্বতসম, সূর্য্যসম তেজেতে ভীষণ,
মস্তকে কিরীটধারী কুম্ভকর্ণে করি' নিরীক্ষণ,
কপিসৈন্যগণ যত সভয়ে করিল পলায়ন।

মহাকায় কুম্ভকর্ণে রঘুবর করি' দরশন,
কহিলেন বিস্ময়েতে বিভীষণে করি' সম্বোধন,
মস্তকে কিরীট আর পিঙ্গলাক্ষ গিরিসমকায়,
সবিদ্যুৎ-মেঘসম কোন বীরে-নেহারি' লঙ্কায়।
কে সে, যারে হেরি' যত বানর করিছে পলায়ন
মহাভয়ে, দেখি নাই পূর্বে হেন কারেও কখন।
কহিলেন বিভীষণ ইন্দ্র আর কৃতান্তে বিজয়
করিলেন যুদ্ধে যিনি, ইনি সেই বিশ্রবাতনয়
কুম্ভকর্ণ, বীর্য্যশালী অন্য যত রাক্ষস প্রধান
লভি' বর, কুম্ভকর্ণ নিজবলে মহাবলীয়ান।
জন্মমাত্র কুম্ভকর্ণ করিলেন ক্ষুধায় ভক্ষণ
সহস্র সহস্র জীবে, ভক্ষ্য তার হয়ে প্রাণিগণ
অবিরত, মহাভয়ে নিল সবে ইন্দ্রের শরণ।
করিলেন বজ্রাঘাত ক্রুদ্ধ হয়ে বাসব তখন
কুম্ভকর্ণে, করি' তাহে মহাক্রোধে বিকৃত আনন
কুম্ভকর্ণ, করি' আর ঐরাবতদন্ত উৎপাটন,
করিলেন দন্তে সেই দেবরাজে আঘাত ভীষণ।

প্রজাগণে লয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মাপাশে করিয়া গমন,
করিলেন সেথা তার অত্যাচার কাহিনী বর্ণন।
কহিলেন আর, হেন ভক্ষণ করিলে প্রতিদিন
প্রজাকুলে কুম্ভকর্ণ, এ পৃথিবী হবে প্রাণীহীন।
কুম্ভকর্ণে আহ্বানিয়া হেরিলেন স্বয়ম্ভু তখন,
কহিলেন হেরি' তারে, হয়ে অতি বিস্ময়ে মগন,
লোকনাশ তরে তোমা সৃজিলেন পৌলস্ত্য নিশ্চিত,
তুমি হেন বীর যবে হলে লোক হিংসায় উদ্যত
আজি হ'তে সে কারণে মৃত সম রহিবে শায়িত।

ব্রহ্মশাপে কুম্ভকর্ণ ধরাশায়ী হলেন তখন,
হেরি' তারে নিদ্রামগ্ন কহিলেন সন্ত্রস্ত রাবণ,
অকর্ত্তব্য করা প্রভু ফলবান বৃক্ষেরে কর্ত্তিত,
প্রদান এহেন শাপ নিজ পৌত্রে নহে সুসঙ্গত।
হে প্রভু, হবে না ব্যর্থ বাক্য তব রবে সে নিদ্রিত,
নিদ্রা-জাগরণে তার সময় করুন নির্দ্ধারিত।

কহিলেন ব্রহ্মা তারে, কুম্ভকর্ণ রহিবে নিদ্রিত
ছয় মাস, হয়ে পরে একদিন তরে জাগরিত,
করিবে ভক্ষণ হয়ে ক্ষুধার্ত্ত সে, প্রাণী অগণিত।
হয়ে তব পরাক্রমে এবে রাম, বিপন্ন রাবণ,
নিদ্রা হতে কুম্ভকর্ণে করেছেন জাগ্রত এখন।

করিছে বানর যত পলায়ন নেহারি তাহারে,
কুম্ভকর্ণে বাধা তবে দিবে তারা কি ভাবে সমরে।

'জানিও বিশেষ এক যন্ত্র ইহা' একথা এখন
কহিলে বানরকুলে, হবে তারা শঙ্কাহীন মন।

অর্থ যুক্ত বাক্য সেই রঘুবর করিয়া শ্রবণ
কহিলেন নীলবীরে, সৈন্যব্যূহ করি' বিরচন
দলপতিগণে ল'য়ে লঙ্কাদ্বারে রহিবে এখন।

করিলেন রামবাক্যে শরভ ঋষভ হনুমান
নল নীল বালিসুত লঙ্কাদ্বারে সত্বর প্রস্থান।
বৃক্ষ শিলা যত লয়ে অনন্তর,
মিলি' সবে করি' মহাগরজন,
পর্বত সমীপে মেঘমালা সম,
হলো সুশোভিত কপি সৈন্যগণ।

১৮। রাবণ-কুম্ভকর্ণ

মদোন্মত্ত কুম্ভকর্ণ রক্ষকুলে হয়ে সুবেষ্টিত,
চলিলেন রাজপথে গৃহশ্রেণী হতে বরষিত
পুষ্পেতে আবৃত হয়ে, অনন্তর করিয়া গমন
ভ্রাতৃগৃহে, করিলেন রাবণের চরণ বন্দন।
সমুত্থিত হয়ে, তারে করিলেন সহর্ষে রাবণ
আলিঙ্গন, কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট হলেন তখন।
কহিলেন অনন্তর কার ভয়ে জাগালে আমারে,
হে রাজন্ কহ কে বা যাবে আজি কৃতান্ত আগারে।
করিব বিদীর্ণ ধরা, নিপীড়িত যত দেবগণে,
সর্বলোক অধীশ্বর হে রাজন্ হবে ত্রিভুবনে।
কহিলেন বাক্যে তার দশানন হয়ে আনন্দিত,
সুখী তুমি, আছ সুপ্ত দীর্ঘ দিন নহ তাই জ্ঞাত,
রাম হতে ভয় যেই সমুদ্ভূত হয়েছে এখন,
দেবতা দানব দৈত্য হয় নাই ভয়ের কারণ।
নহ অবগত তুমি সীতা আমি করেছি হরণ,
সেহেতু সন্তপ্ত রাম পারাবার করেছে লঙ্ঘন।
সেতু পথে কপিকুল লঙ্কাদ্বারে হয়ে সমাগত,
করেছে পিঙ্গলবর্ণ বন আর উপবন যত।

বহু রক্ষবীরে হত করেছে বানর সৈন্যগণ,
যুদ্ধেতে তাদের ক্ষয় কিছু নাহি করি নিরীক্ষণ।
অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরী, যুদ্ধে যত স্বজন নিহত,
ভয় বিনাশের তরে তোমারে করেছি জাগরিত।
কর রক্ষা লঙ্কা এই হও এবে সহায় ভ্রাতার
দেবাসুরে যুদ্ধে জয় হে বীর করেছ বহু বার।
বিক্রমে তোমার হয়ে সুরক্ষিত জনগন যত
হোক ভয়মুক্ত এবে, কর রামে সসৈন্যে নিহত।
কহিলেন কুম্ভকর্ণ পূর্বে মোরা করেছি দর্শন
যে দোষ মন্ত্রণাকালে, সেই দোষ হয়েছে এখন।
ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট কর নাই কিছুই বিচার,
বলগর্বে মহারাজ চিন্তা কিছু কর নাই আর।
কার্য্যাকার্য্য বিচারিয়া লয়ে যত বিজ্ঞ মন্ত্রীগণ
রাজার উচিত যাহা হিত তাহা করা নির্দ্ধারণ।
অহিতেরে হিত বলি' কহে যেই ধৃষ্ট মন্ত্রীগণ,
সে দুষ্ট মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীগণে উচিত বর্জন।
প্রভুর বিনাশ তরে করিছে যে শত্রুর কৌশলে
হয়ে ভিন্ন মত হেথা, বিপরীত কার্য্য মন্ত্রীদলে।
পর্বতের ছিদ্র হেরি' পশে তাহে যথা পক্ষিগণ,
রাজার নেহারি' ছিদ্র শত্রুকুল প্রবেশে তেমন।
শত্রুরে অবজ্ঞা করি' আত্মরক্ষা না করে যেজন,
স্থানচ্যুতি হয় তার হয় মহা অনর্থে পতন।
কুম্ভকর্ণ বাক্য শুনি' হয়ে ক্রুদ্ধ রক্ষেন্দ্র রাবণ,
কহিলেন কুম্ভকর্ণে করি' মহা ভ্রুকুটি তখন।
আচার্য্য গুরুর সম উপদেশ করিছ প্রদান
নাহি করি' বাক্যশ্রম কর এবে কার্য্যের বিধান।
ভ্রান্তিতে মোহেতে কিংবা বলবীর্য্যে প্রাধান্য কারণ,
ঘটেছে যা' সে কথার আলোচনা বৃথাই এখন।

কর এবে কার্য্য সেই, বর্তমানে যাহা প্রয়োজন
তোমার বিক্রমে এবে কর মম দোষের স্খালন
থাকে যদি ভ্রাতৃস্নেহ, প্রকৃত সুহৃদ সেই জন
বিপন্নজনের হয় বিপদেতে সহায় যেজন।
কহিলেন কুম্ভকর্ণ, পূর্বে আমি শুনেছি রাজন্
নারদের কাছে যাহা কর এবে সেকথা শ্রবণ।
ছয় মাস নিদ্রা অন্তে একদিন প্রবেশি কাননে,
নানাবিধ প্রাণী আমি করিলাম ভক্ষণ সেখানে।
অবশেষে শিলাতলে বসি' সেথা ছিলাম যখন,
হেরিনু আকাশপথে নারদেরে করিতে গমন।
সহসা থমকি' তিনি হেরি' মোরে, হলেন তথায়
অবতীর্ণ,—কহিলাম করি' অভিবাদন তাঁহায়,
হে ব্রহ্মণ্, কোথা হ'তে উপনীত হলেন হেথায়,
করিবেন হেথা হতে পুনরায় গমন কোথায়।
কহিলেন তিনি মোরে, দেবলোকে গিয়াছিনু আজ
দেব সভা মাঝে আমি, হেরিলাম দেবতা সমাজ,
তোমা সবাকার ভয়ে হয়ে সবে মিলিত সেথায়,
রক্ষকুল বধ তরে নিরত আছেন মন্ত্রণায়।
কহিলেন বৃহস্পতি দেবগণে, রাক্ষস রাবণ
ব্রহ্মা হতে লভি' বর হয়ে মহাগর্বিত এখন,
ইন্দ্র আদি দেবগণে সংগ্রামে করেছে পরাভূত,
হরণ করেছে নারী, নৃপকুলে করেছে নিহত।
বিনষ্ট করেছে যজ্ঞ, এবে সেই দুরাত্মা রাবণ
কি উপায়ে হবে হত সেই চিন্তা করুন এখন।
বৃহস্পতি বাক্য শুনি' কহিলেন ব্রহ্মা অনন্তর,
দেব, দৈত্য, রাক্ষসের হবে সে অবধ্য, এই বর
দিয়েছি রাবণে আমি,—আছে তার জীবনের ভয়
নর ও বানর হতে, অন্য আর কারো হতে নয়।

দশরথ পুত্ররূপে জন্ম এবে করুন গ্রহণ
নিজে পদ্মনাভ বিষ্ণু, কপিদেহ ধরি' দেবগণ
বিষ্ণুর সহায় হয়ে রাবণেরে করুন নিধন।
করিলেন অন্তর্ধান কহি' ইহা স্বয়ম্ভূ তখন,
গেলেন ইন্দ্রের হয়ে অনুগামী, যত দেবগণ।

দেবর্ষি নারদ মোরে যথাযথ সর্ব বিবরণ
কহি হেন সবিস্তারে করিলেন ত্রিদিবে গমন।
রামরূপে বিষ্ণু সেই হে রক্ষেন্দ্র, হেথা তোমা সবে
বিনাশিতে সমাগত, তাই মম অভিমত এবে
সংস্থাপন করা সন্ধি রামে সীতা করি প্রত্যর্পণ,
ব্যর্থকাম হয়ে তবে নিরুৎসাহ হবে দেবগণ।
কুম্ভকর্ণ বাক্য শুনি' মৌনভাবে রহি' কিছুক্ষণ,
চিন্তা করি' নিজ মনে কহিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ।

কুম্ভকর্ণ মহাপ্রাজ্ঞ, কর বাক্য শ্রবণ আমার,
কে সে বিষ্ণু, ভীত তুমি হয়েছ এহেন, ভয়ে যার।
দেবদানবের কাছে হও নাই নত, কভু আর
দেবতা বিষ্ণুর কাছে নতি তুমি করনি স্বীকার,
নররূপে তার তবে কেন হলো এ ভয় তোমার।
রাবণ হরণ করি' রামভার্য্যা, করি' দর্প আর,
নত হবে রাম পাশে, হলো বুদ্ধি এহেন তোমার।
শুনেছ যদ্যপি রাম বিষ্ণু সেই, দেবহিত তরে
মানুষ রূপেতে এবে আবির্ভূত ধরণী ভিতরে,
কপিরাজ সুগ্রীবের সে বিষ্ণু কি লয়েছে শরণ,
কহ সে বিষ্ণু কি হেন বীর্য্যহীন, যাহে সে এখন
করেছে ঋক্ষের আর বানরের আশ্রয় গ্রহণ।
অহো, হীনযোনি সনে সখ্য তার বটে সুশোভন।

অথবা নির্বীর্য্য বটে বিষ্ণু সেই, বামন আকারে
করেছিল পুরাকালে মহাসুর বলির দুয়ারে
ভিক্ষা যে ত্রিপাদ ভূমি, সখ্য তার চাহিছ এখন
সসাগরা ধরাদাতা যজ্ঞব্রত বলিরে বন্ধন
করিল যে ছলনায়, উপকারীহন্তা যেইজন,
এবে শত্রুগণে তার রক্ষা বটে করিবে সেজন।
তোমাসহ স্বর্গে পূর্বে পরাজিত করিনু যখন
দেবগণে, বিষ্ণুর সে বিষ্ণুত্ব কি ছিল না তখন।
যারে কর ভয়, এলো কোথা হতে সে বিষ্ণু এখন।
শরীর রক্ষার্থে নিজ, হেন বাক্য কহিছ নিশ্চিত,
ক্লীবত্বের কাল নহে যুদ্ধকাল এবে উপনীত।
ব্রহ্মা হতে প্রাপ্ত বরে ত্রিলোক করেছি বশীভূত,
হীনবীর্য্য রাম পাশে কেন এবে হব আমি নত।
যাও, কর সুরাপান, কর তুমি শয্যায় শয়ন,
তোমারে শায়িত হেরি' বধিবে না রাম বা লক্ষ্মণ।
করিব সংগ্রামে আমি রাম আর লক্ষ্মণে নিহত,
বিনাশিব কপিকুলে, বিনাশিব দেবগণে যত।
বিষ্ণুঅনুচর সহ বিষ্ণুরেও করিব নিধন,
হও চিরজীবী, কর স্বস্থানেতে প্রস্থান এখন।

ক্রুদ্ধ রাবণের হেন খেদবাক্য করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন কুম্ভকর্ণ প্রদানিয়া সান্ত্বনা তখন,
ত্যজি ক্রোধ হও স্থির হে রক্ষেন্দ্র, বধিব এখন
তারে আমি, যে তোমার সন্তাপের হয়েছে কারণ।
উচিত আমার বলা হিতবাক্য সর্বঅবস্থায়,
বন্ধুভাবে ভ্রাতৃস্নেহে তাই হেন বলেছি তোমায়।
স্নেহশীল বন্ধু সম কালোচিত কর্তব্য পালন
অবশ্য করিব আমি, যুদ্ধে শত্রু করিব নিধন।

সংগ্রামে সুদক্ষ আমি যুদ্ধে একা করিব গমন,
অতুলন জয় চাহি তোমা লাগি' করিতে অর্জন।
পূর্বে মম হলে মৃত্যু, যদি রাম করেবা নিধন
তোমারে, সন্তাপ মোর নাহি হবে ভুগিতে রাজন্।
হে রক্ষেন্দ্র, এবে আর করিওনা আদেশ অপরে,
আমিই করিব বধ শত্রু যত সংগ্রাম ভিতরে।
ইন্দ্রও অক্ষম হবে যুদ্ধে মোরে করিতে বিজয়,
এ দুই বাহুতে মম পারি ইন্দ্রে বধিতে নিশ্চয়।
নাশিতে তোমার শত্রু আজি আমি উদ্যত এখন,
আমি বিদ্যমানে কেন চিন্তাদগ্ধ হতেছ এমন।
বধিব লক্ষ্মণে রামে, হনুমানে সুগ্রীবেরে আর,
প্রতিজ্ঞা আমার এই হে রাজন্, সম্মুখে তোমার।

কুম্ভকর্ণ বাক্য শুনি' আনন্দিত হলেন রাবণ,
পুনর্জন্ম হলো বলি' ভাবিলেন মনেতে তখন।
কহিলেন অনন্তর, পরাক্রমে সৌহৃদ্যেতে আর,
কেহ মম নাহি হেথা কুম্ভকর্ণ, সমান তোমার।
যাও কর শত্রুজয়, যাও লয়ে সৈন্যদল যত,
তোমার যুদ্ধেতে একা যাত্রা নহে বিচারসম্মত।
কহি' ইহা রাক্ষসেন্দ্র করিলেন স্বহস্তে তখন,
সূর্য্যপ্রভাময় মণি কুম্ভকর্ণদেহেতে বন্ধন।
কবচ, অঙ্গুলিত্রাণ, মহামূল্য হস্তআভরণে,
ইন্দুশুভ্র হারে আর সাজাইয়া দিলেন যতনে।
মহাবল কুম্ভকর্ণ নতশিরে প্রণমি' রাবণে,
করি' আর আলিঙ্গন, চলিলেন সমর অঙ্গনে।
করিলেন অনন্তর সুবিশাল রথে আরোহণ,
শুভাশীষ করি' তারে দিলেন বিদায় দশানন।

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে হলেন নির্গত,
ছত্রেতে শোভিত হয়ে, হয়ে পুষ্পবর্ষণে আবৃত।
মহাপরাক্রান্ত বীর কুম্ভকর্ণ-সঙ্গেতে তখন,
অস্ত্রহস্তে ভীমাকৃতি রক্ষকুল করিল গমন।
গতিশীল রথে তার গৃধ্র আসি' হলো নিপতিত,
বাম চক্ষু, বাম বাহু, হলো তার সঘনে স্পন্দিত।
হলো উল্কাপাত, হলো বায়ু স্তব্ধ, তপন স্তিমিত।
মৃত্যুর প্রভাবে হয়ে মোহাচ্ছন্ন, দুর্লক্ষণ যত
অবহেলি কুম্ভকর্ণ, লঙ্কা হতে হলেন নির্গত।

১৯। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু

পুরী বহির্গত হয়ে করিলেন মহাগরজন
মহাবল কুম্ভকর্ণ। ভীষণ সে গর্জনে তখন
হলো প্রতিধ্বনিময় মহার্ণব, পর্বত কম্পিত,
ভীমচক্ষু কুম্ভকর্ণে নেহারিয়া কপিকুল যত,
চারিদিকে দ্রুত সবে করিতে লাগিল পলায়ন।
হেরি তাহা কহিলেন সে সবারে অঙ্গদ তখন।

ভুলি' বীর্য্য, ভুলি' বংশ, হয়ে আত্মবিস্মৃত এমন,
হীনজনসম ভয়ে কোথায় করিছ পলায়ন।
এস সবে ফিরে এস, কেন চাহ রক্ষিবারে প্রাণ,
যেখানে হবেনা মৃত্যু বল হেন আছে কোন্ স্থান।
সংগ্রামেতে মৃত্যু শ্রেয়ঃ মৃত্যু যবে হবে একদিন,
জীবন যে মৃত্যুতুল্য হলে আত্মবশ্যতা বিহীন।
এস ফিরে কপিকুল, পরাক্রম করি' প্রকাশিত,
মহাবিভীষিকা এই আমরা করিব বিদূরিত।

বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধরি' বৃক্ষশিলা লয়ে অগণন,
ফিরি' তারা রণাঙ্গনে অবস্থান করিল তখন।
করিল সকলে আর কুম্ভকর্ণে প্রহার ভীষণ।
কুম্ভকর্ণগাত্রে পড়ি' শিলা সব হলো বিচূর্ণিত,
বৃক্ষ যত হয়ে ভগ্ন ভূমিতলে হলো নিপতিত।
দহে বন অগ্নি যথা, সে বানরসৈন্য অগণন,
করিলেন কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে মথিত তেমন।
কুম্ভকর্ণহস্তে হয়ে প্রহৃত বানরসৈন্যগণ,
এসেছিল যেই পথে, সে পথে করিল পলায়ন।
আরোহিল বৃক্ষে কেহ, কেহ বা করিল সন্তরণ
সমুদ্রে, করিল কেহ গুহামাঝে আশ্রয় গ্রহণ।

কহিলেন বালিসুত, কি হবে করিলে পলায়ন,
মৃত্যু হতে পাবে ত্রাণ, বল কোথা করিলে গমন।
ফিরি' যত কপিবীর কর সবে সংগ্রাম এখন।
কর ভয় পরিহার, এবে সবে রহিলে জীবিত
ভীরুঅপবাদ লয়ে, হবে জেনো সবার ধিক্কৃত।
হব যুদ্ধে ধরাশায়ী, কিংবা আর বধি' শত্রুদলে
সংগ্রামে, করিব মোরা মহাকীর্তি অর্জন সকলে।
অঙ্গদ কহিলে হেন, ভীত সেই কপিদল যত,
কহিল তাহারে সবে বাক্য এই বীরবিগর্হিত।

নিশাচর কুম্ভকর্ণ পরাজিত করেছে ভীষণ।
আমাসবে, হেথা হতে সকলে করিব পলায়ন।
থাকিবার নহে কাল, প্রিয়বস্তু মোদের জীবন।
ভীত সে বানরকুলে করিলেন অঙ্গদ তখন
প্রত্যাবৃত্ত পুনরায়, কহি' বহু আশ্বাস বচন।

কহি' বীরত্বের কথা, প্রকাশিয়া শৌর্য্য বীর্য্য যত
সে সবার, করিলেন যথাস্থানে আনিয়া স্থাপিত।
করি' মৃত্যুপণ, করি' জীবনের আশা বিসর্জন,
উৎসাহে বানর যত হলো রত সংগ্রামে তখন।

সুবিশাল বৃক্ষ আর গিরিশৃঙ্গ করি' উৎপাটন,
কুম্ভকর্ণ পানে হলো ধাবিত বানরসৈন্যগণ।
মহামেঘপুঞ্জে করে মহাবায়ু বিদীর্ণ যেমন,
করিলেন কুম্ভকর্ণ সে সবারে বিদীর্ণ তেমন।

সুবিশাল শিলা যত অনন্তর করি' উত্তোলন,
হলো দ্রুত প্রধাবিত কুম্ভকর্ণ পানেতে তখন
অঙ্গদ কুমুদ নীল জাম্ববান বিনত চন্দন,
গবাক্ষ দ্বিবিদ নীল, যূথপতি এই নয় জন।

মিলি' তারা একযোগে শিলা সব করিল প্রহার
কুম্ভকর্ণে, খণ্ড খণ্ড হলো সব গাত্রে পড়ি' তার।
হলো সে শিলাতে রথ বিচূর্ণ, সারথি হত আর।

রথ হতে শূল হস্তে সলম্ফে হলেন উৎপতিত
মহাবেগে কুম্ভকর্ণ, যেন গিরি পক্ষসমন্বিত।
ক্রোধভরে অনন্তর করি' সেই শূল উত্তোলন,
শত্রু-সৈন্য কুম্ভকর্ণ লাগিলেন করিতে নিধন।
ষোড়শ, বিংশতি, ত্রিংশ বানরেরে করিয়া গ্রহণ
দুইবাহুপাশে তাঁর, লাগিলেন করিতে পেষণ।
বলবান্ মত্তহস্তী ধ্বংস যথা করে নলবন,
করিলেন কপিসৈন্য কুম্ভকর্ণ মর্দিত তেমন।

ক্রোধে আনি' শৈলশৃঙ্গ, করিলেন প্রহার তখন
হনুমান কুম্ভকর্ণে, শূলে তার বক্ষ বিদারণ
করিলেন কুম্ভকর্ণ। করি' তাহে শোণিত বমন,

করিলেন হনুমান মেঘ সম মহাগরজন।
ঋষভ শরভ নীল গবাক্ষ, আসিয়া অনন্তর
বৃক্ষে আর শিলাখণ্ডে করিল প্রহার ভয়ঙ্কর
কুম্ভকর্ণে, ভাবি' তাহা যেন মাত্র গাত্রপরশন,
করিলেন কুম্ভকর্ণ ঋষভে বাহুতে আলিঙ্গন।
সে বাহুপীড়নে তার, করিল সে শোণিত বমন।
হানিলেন ভীমমুষ্টি শরভ গবাক্ষ আর নীলে
মহাবল কুম্ভকর্ণ, প্রচণ্ড সে আঘাতে সকলে
রক্তাক্ত দেহেতে হলো ধরাতলে শায়িত সেথায়
সমর-অঙ্গন মাঝে, কর্তিত পলাশবৃক্ষ প্রায়।

হেরি' যূথপতিগণে নিপতিত, কপিকুল যত
সহস্রে সহস্রে হলো কুম্ভকর্ণপানে প্রধাবিত।
গিরিসম মহাকায় কুম্ভকর্ণদেহে আরোহণ,
করি' যত কপিকুল, নখে দন্তে মুষ্টিতে ভীষণ
লাগিল করিতে তারে মিলি' সবে প্রহার তখন
সহস্র বানরে সেথা রক্ষব্যাঘ্র হয়ে সুবেষ্টিত,
বহুবৃক্ষ সমাবৃত গিরিসম হলো বিরাজিত।
দুই মহাভুজে তার অনন্তর করি' আকর্ষণ
সে সবারে ক্রোধভরে, লাগিলেন করিতে ভক্ষণ
কুম্ভকর্ণ, সর্পকুলে করে গ্রাস গরুড় যেমন।
রক্তে-মাংসে কুম্ভকর্ণ করি' ভূমি ক্লেদাক্ত তখন,
প্রদীপ্ত কালাগ্নিসম করিতে লাগিলা বিচরণ।
বজ্রধারী ইন্দ্রসম, পাশহস্তে কৃতান্তের প্রায়,
শোভিলেন শূলহস্তে কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে সেথায়।
হয়ে যত কপিকুল নেতৃহীন, যূথভ্রষ্ট আর,
বিকৃতকণ্ঠেতে সবে মৃত্যুভয়ে করিল চীৎকার।

রক্তেসিক্ত কুম্ভকর্ণে কহিলেন সুগ্রীব তখন,
করেছ দুষ্কর কার্য্য, বহুবীরে করেছ নিধন।
লভেছ পরম যশ করি' যত বানর ভক্ষণ,
কর সহ্য হে রাক্ষস, মম এই আঘাত এখন।
সুবিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন করি' অনন্তর,
করিলেন কুম্ভকর্ণে সে বৃক্ষে প্রহার কপীশ্বর।

হলো ভগ্ন বৃক্ষ সেই পড়ি' তার বিশাল বক্ষেতে,
প্রভাময় দীপ্ত শূল হানিলেন সুগ্রীবে বধিতে
কুম্ভকর্ণ। কপীশ্বর করি' লম্ফে সে শূল ধারণ
করিলেন বলে ভগ্ন, জানুতে করিয়া সংস্থাপন।
উৎপাটিয়া গিরিশৃঙ্গ হানিলেন সুগ্রীবে তখন
কুম্ভকর্ণ, সে আঘাতে সুগ্রীব হলেন অচেতন।
করিল আনন্দধ্বনি হেরি' তাহা নিশাচরগণ।
বিকল সুগ্রীবে লয়ে করিলেন লঙ্কায় গমন
কুম্ভকর্ণ, পুরবাসী পুষ্পমাল্য করিল বর্ষণ।
বহু কষ্টে অনন্তর লভি' সংজ্ঞা সুগ্রীব তখন,
ভাবিলেন হয় যাহে ইষ্ট' তাই করিব সাধন।
ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হয়ে কপীশ্বর সহসা তখন,
কুম্ভকর্ণ কর্ণদ্বয় করিলেন নখাগ্রে ছেদন।
দন্তে করি' ছিন্ন নাসা, করিলেন পার্শ্ব বিদারণ।
রক্তাপ্লুত কুম্ভকর্ণ আর্তনাদ করিয়া ভীষণ,
সুগ্রীবে ভূতলে ফেলি' লাগিলেন করিতে পেষণ।
অকস্মাৎ মহাবেগে ভূতলে পতিত কপীশ্বর,
আকাশে উত্থান করি' রাম পাশে গেলেন সত্বর।
লঙ্কা হতে কুম্ভকর্ণ বহির্গত হলেন তখন,
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত নেত্রে, দীপ্ত যেন হুত হুতাশন।

ভক্ষণ করিতে যত কপিকুলে আরম্ভিলা আর,
রক্ত আর মেদ হলো মুখ হতে বিনিঃসৃত তার।
মৃতপ্রায় কপিকুল নিল আসি' রামের শরণ,
সমুত্থিত হয়ে রাম করিলেন ধনুক ধারণ।
লক্ষ্মণের সহ আসি' হেরিলেন, শোণিতে আপ্লুত
কুম্ভকর্ণ কপিগণে অন্বেষিয়া, হতেছে ধাবিত।
ঘিরি' তারে চারিদিকে রক্ষকুল করেছে বেষ্টন,
লেলিহান জিহ্বা তার করিতেছে শোণিত লেহন।
মহাতেজা রক্ষশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণে করি' নিরীক্ষণ,
নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র করিলেন ধনু বিস্ফারণ।
সে ধনুনির্ঘোষ শুনি' কুম্ভকর্ণ গেলেন তখন
রামচন্দ্র সন্নিধানে। হেনকালে বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ
করিলেন বিদ্ধ তারে সপ্ত শর করিয়া বর্ষণ।
অবহেলি' লক্ষ্মণেরে রামপানে হলেন ধাবিত
কুম্ভকর্ণ, পদভরে ধরাতল করি' প্রকম্পিত।
কহিলেন রাম তারে ধনুহস্তে আছি এইখানে,
তোমার কৃতান্তরূপে হে রাক্ষস, জেনো ইহা মনে।
কহিলেন কুম্ভকর্ণ অট্টহাস্য করিয়া তখন
বিরাধ মারীচ নহি, নহি বালি খর বা দূষণ,
জেনো আমি কুম্ভকর্ণ। এ লৌহমুদ্গর হের এবে,
করেছি মুদ্গরে এই জয় যত দেবতা দানবে।
নাসাকর্ণ হীন বলি' করিওনা অবজ্ঞা আমারে,
তোমার বিক্রম যাহা প্রদর্শন কর তাহা মোরে।
শুনি' তার বাক্য রাম হানিলেন বজ্রতুল্য যত
তীক্ষ্ণ শর গাত্রে তার, তাহে সে হলোনা বিচলিত।
করিলেন শরে যেই বালিবধ, সপ্ততাল আর
ভেদে রাম, ব্যথা তাহে অনুভব হলোনা তাহার।

বারিধারা সম করি' গ্রহণ সে শরধারা যত,
করিলেন কুম্ভকর্ণ মুদ্গরেতে সব প্রতিহত।
দিব্য অস্ত্র পুনঃ রাম করিলেন তাহারে বর্ষণ,
মুদ্গর স্খলিত তার হলো সেই অস্ত্রেতে তখন।
অস্ত্রহীন কুম্ভকর্ণ আরম্ভিল করিতে সংহার
কপিসৈন্যে পদাঘাতে, হানি' আর ভীমমুষ্টি তার।
শোণিতাক্ত কুম্ভকর্ণ রণাঙ্গণে করি' বিচরণ,
বানর রাক্ষস যত আরম্ভিল করিতে ভক্ষণ।
কহিলা লক্ষ্মণ, হয়ে রক্তগন্ধে মত্ত অতি এবে,
করিছে ভক্ষণ হের কুম্ভকর্ণ, শত্রু মিত্র সবে,
নির্বিচারে, নাহি বুঝি' কে বানর, কে রাক্ষস আর,
কর সব কপিবীর আরোহণ দেহেতে তাহার।
গুরুভার প্রপীড়িত হয়ে তবে পড়িয়া ভূতলে,
পারিবে না দুরাচার নাশিতে অপর কপিকুলে।
শুনি' লক্ষ্মণের বাক্য, গয় নীল অঙ্গদ শরভ
কুমুদ গবয় আর গবাক্ষ সুবাহু, মিলি' সব,
হৃষ্ট মনে কুম্ভকর্ণ-দেহেতে করিল আরোহণ,
হয়ে ক্রুদ্ধ সে সবারে করিলেন নিক্ষেপ তখন
কুম্ভকর্ণ মহাবেগে হস্তীর পালক দলে যত,
নিক্ষেপ ধরণীতলে দুষ্ট হস্তী করে যেই মত।
হেরি' রাম হেনভাবে নিক্ষিপ্ত সে যূথপতিগণে,
অসীম প্রভাবশালী বলি' তারে জানিলেন মনে।
মহাস্ত্র বায়ব্য হানি' করিলেন রাঘব তখন,
মুদ্গর সহিত তার বাহু এক সে অস্ত্রে ছেদন।
কপিসৈন্য মাঝে হয়ে গিরিশৃঙ্গসম নিপতিত
সমুদ্গর হস্ত সেই, বহুসৈন্য করিল নিহত।
করি' আর্তনাদ, করি' অন্য হস্তে দ্রুত উৎপাটিত,
শালবৃক্ষ, কুম্ভকর্ণ রাম পানে হলেন ধাবিত।

সে হস্ত তাহার রাম করিলেন ইন্দ্রাস্ত্রে কর্তন,
করিলেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে দুই চরণ ছেদন।

হস্তপদহীন হয়ে ব্যাদানি' বড়বাসম
মুখ তার, করি' গরজন,
হলেন রামের পানে প্রধাবিত কুম্ভকর্ণ,
চন্দ্রপানে রাহুর মতন।
করিলেন শরে রাম পূরিত আনন তার,
না পারি' করিতে উচ্চারণ
বাক্য তাহে, কুম্ভকর্ণ হলেন মূর্চ্ছিত সেথা
করি' শব্দ কষ্টেতে তখন।
ব্রহ্মদণ্ডসম আর কালসম, শক্রঘাতী,
বেগে যেন পবনের প্রায়,
সুপুঙ্খ অরুণপ্রভ তীক্ষ্ণ ঐন্দ্রশর রাম
করিলেন গ্রহণ তথায়।

বিধূম অনলসম, বজ্রসম দেবেন্দ্রের
শর সেই, হয়ে বিমোচিত
রঘুবর হস্ত হতে গেল চলি', দশদিক্
স্বপ্রভায় করি' উদ্ভাসিত।
মহাগিরিশৃঙ্গসম কুম্ভকর্ণশির, তাহে
রাজে দীপ্ত কুণ্ডল সুন্দর,
দন্ত তাহে সুপ্রকট, সে শির ছেদন সেথা
করিলেন রাম রঘুবর।
ছেদন যেমন যুদ্ধে করিলেন বৃত্রশির
পুরাকালে দেব পুরন্দর।

মহানাদ করি' বীর কুম্ভকর্ণ হলেন পতিত,
হলো সে দেহের ভারে বহু কপিসৈন্য সেথা হত।
হলো তার ভূপতনে মহার্ণব বিক্ষুব্ধ ভীষণ,
প্রকম্পিত হলো আর লঙ্কাপুরে প্রাচীর তোরণ।
হেরি' তারে নিপতিত, বিক্ষিপ্ত ভূষণ হেরি' তার,
বিকৃত কণ্ঠেতে যত রক্ষকুল করিল চীৎকার।
যুদ্ধেতে অজেয় চির কুম্ভকর্ণে, করিয়া নিহত,
প্রহৃষ্ট হলেন রাম হলো হৃষ্ট কপিকুল যত।

২০। নরান্তক দেবান্তক-মহোদর-ত্রিশিরা-মহাপার্শ্ব বধ

কুম্ভকর্ণ হত শুনি' আসি' যত নিশাচরগণ,
রাক্ষসেন্দ্র রাবণেরে করিল সে বারতা জ্ঞাপন।
মহাবল কুম্ভকর্ণ হত যুদ্ধে, করিয়া শ্রবণ,
শোকেতে সন্তপ্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন রাবণ।
রক্ষবীর অতিকায় দেবান্তক নরান্তক আর
ত্রিশিরা, বিহ্বল হলো শোকে, শুনি' পিতৃব্যসংহার।
হত ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, করি' এই বারতা শ্রবণ
মহাপার্শ্ব মহোদর হলো দোঁহে শোকে নিমগন।
ধীরে ধীরে কষ্টে অতি, সংজ্ঞালাভ করি' অনন্তর,
করিলেন দীনভাবে করুণ বিলাপ রক্ষেশ্বর।
হা বীর হা শত্রুজয়ী কুম্ভকর্ণ, ত্যজিয়া আমারে,
দৈববশে এবে তুমি গেলে চলি' কৃতান্ত আগারে।
এবে আমি জীবন্মৃত, যার বলে হই নাই ভীত
দেব ভয়ে, আজি মম সে দক্ষিণবাহু নিপতিত।
বজ্রনিষ্পেষণে কভু হও নাই যে তুমি ব্যথিত,
সে তুমি রামের বাণে কেন হলে ভূতলে শায়িত।

রাজ্যে নাহি কার্য মম, কি করিব সীতা লয়ে আর,
কুম্ভকর্ণহীন হয়ে নাহি স্পৃহা জীবনে আমার।
ভ্রাতৃহন্তা রামে যুদ্ধে না পারিলে করিতে নিধন,
মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ মম, বৃথাই যে এ মম জীবন।
ভ্রাতৃহীন হয়ে মম জীবনেতে নাহি প্রয়োজন,
যথায় অনুজ মম, তথা আজি করিব গমন।
কুম্ভকর্ণ, হত তুমি, কিভাবে করিব আমি তবে
বরুণে, কৃতান্তে, আর মহাবল ইন্দ্রে জয় এবে।
পূর্বশত্রু মোরে, তারা উপহাস করিবে এখন,
সে কথা সফল হলো, যে কথা কহিল বিভীষণ,
ধর্মনিষ্ঠ বিভীষণে হেলায় করেছি বিতাড়িত,
সেই কর্মফলে এবে হেন শোকে হয়েছি পতিত।
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যু শুনি' করিলেন রক্ষেন্দ্র রাবণ,
করুণ বিলাপ হেন হয়ে শোক-সন্তপ্ত তখন।
হেরিলেন যেন আর সন্নিকট নিজের মরণ।

ত্রিশিরা শ্রবণ করি' রাবণের বিলাপবচন,
কহিল হে রক্ষেশ্বর, নিগ্রহ করিতে ত্রিভুবন
শকতি রয়েছে তব, কেন বা এহেন ভাবে তবে
প্রাকৃতজনের সম শোকমগ্ন হয়েছেন এবে।
হব আমি মহারাজ, রণাঙ্গনে নির্গত এখন,
বিনাশিব শত্রু তব নাশে সর্প গরুড় যেমন।
ত্রিশিরার হেনবাক্যে আসিল সংগ্রাম বাসনায়,
দেবান্তক, নরান্তক, মহাবল বীর অতিকায়:
সাজায়ে ভূষণে নানা, আলিঙ্গন করি' পুত্রগণে,
আশীর্বাদ করি' সবে, দশানন পাঠালেন রণে।
রক্ষিতে কুমারগণে মহাপার্শ্ব আর মহোদর,
বীর ভ্রাতৃদ্বয়ে এই সঙ্গেতে দিলেন রক্ষেশ্বর।

হয়ে অস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে তারা করিল গমন,
অনুগামী হলো যত সশস্ত্র রাক্ষস-সৈন্যগণ।
হস্তী-অশ্বসমাকুল, মুখরিত কিঙ্কিনীর রবে
রাক্ষসবাহিনী সেই, কপিকুল হেরিল আহবে।

হেরি সে রাক্ষসসৈন্য, শিলাখণ্ড করি' উত্তোলন,
কপিকুল মুহুর্মুহু আরম্ভিল ভীষণ গর্জন।
কালান্তক যম সম কপিসৈন্য সমর-অঙ্গনে
হানিয়া পর্বত-শৃঙ্গ বধিল রাক্ষসসৈন্যগণে।
বিদীর্ণ করিল অস্ত্রে রক্ষসৈন্য কপিকুলে যত,
মুহূর্তে, সে রণাঙ্গনে হলো ভূমি শোণিতে প্লাবিত।
বৃক্ষেতে, প্রস্তরে, খড়্গে, গদাতে, মুদ্গরে অগণন,
হত রক্ষ-কপি-দেহে, রণাঙ্গন হলো সুদুর্গম।
বায়ুসম বেগগামী তুরঙ্গেতে করি' আরোহণ
বানরসৈন্যের মাঝে নরান্তক পশিল তখন।
সমুদ্র-প্রবাহ মাঝে নদীস্রোত প্রবেশে যেমন।
একা সেই যমসম নরান্তক, কপিসৈন্য যত
সূর্যসম দীপ্ত প্রাসে ভূতলে করিল নিপাতিত।
কহিল অঙ্গদ তার সম্মুখেতে আসিয়া তখন,
ক্ষুদ্র যত কপি সনে কেন তুমি করিতেছ রণ
বজ্রসম প্রাস এবে কর মম বক্ষেতে ক্ষেপণ।
নরান্তক প্রাসে তার অঙ্গদেরে করিল প্রহার,
হলো ভগ্ন পড়ি' তাহা বজ্রসম বক্ষেতে তাহার
গিরিশৃঙ্গসম মুষ্টি অনন্তর করি' উত্তোলন,
হানিল অঙ্গদবীর নরান্তক বক্ষেতে তখন।
সে মুষ্টি-আঘাতে হয়ে জীর্ণবক্ষ, শোণিতে প্লাবিত,
বজ্রে ভগ্ন গিরি-সম নরান্তক হলো ভূপতিত।

দেবান্তক মহোদর আর বীর ত্রিশিরা তখন,
হলো মহাক্রুদ্ধ শুনি' নরান্তক বধ বিবরণ।
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া আসিল সেথায় মহোদর,
শোকার্ত ত্রিশিরা আর দেবান্তক আসিল সত্বর।
করিল অঙ্গদে তারা তিন বীর হয়ে সম্মিলিত
আক্রমণ, বালিসুত কিছু তাহে হলোনা ব্যথিত।
মহোদর রাক্ষসের হস্তী করি' মুষ্টিতে ভীষণ,
আহত অঙ্গদ বীর, করি' তার দন্ত উৎপাটন,
করিল দন্তেতে সেই দেবান্তকে আঘাত তখন।
বাত্যাক্ষুব্ধ বৃক্ষ-সম হলো অঙ্গ বিহ্বল তাহার
সে আঘাতে। ক্ষণপরে হয়ে স্থির, পরিঘ প্রহার
করিল সে অঙ্গদেরে, ত্রিশিরা করিল বিদ্ধ আর
বাণে তারে। অঙ্গদেরে হেরি' তিন বীরেতে বেষ্টিত,
নীল আর হনুমান তথায় হলেন উপনীত।
হস্তেতে পরিঘ লয়ে দেবান্তক করিল গমন
মারুতি সমীপে দ্রুত, হেরি' তাহা পবননন্দন,
করিল মস্তকে তার বজ্রসম মুষ্টিতে প্রহার,
মুষ্টির আঘাতে সেই মস্তক বিদীর্ণ হলো তার।
প্রভাহীন হলো চক্ষু, জিহ্বা আর হলো বিলম্বিত,
প্রাণহীন হয়ে ভূমে দেবান্তক হলো নিপতিত।

দেবান্তক হলে হত মহোদর ক্রোধেতে তখন,
রণক্ষেত্রে নীলবীরে শরজাল করিল বর্ষণ।
সবৃক্ষপর্বত এক দ্রুত নীল করি' উৎপাটন,
আসি বেগে, মহোদর-মস্তকেতে করিল ক্ষেপণ।
হস্তীসহ মহোদর সে আঘাতে হয়ে নিষ্পেষিত,
বিগত-জীবন হয়ে রণক্ষেত্রে হলো নিপতিত।

পিতৃব্যে নিহত হেরি' মারুতিরে ত্রিশিরা তখন,
ক্রোধেতে করিল বিদ্ধ তীক্ষ্ণ শর করিয়া বর্ষণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমান নখেতে করিল বিদারণ
ত্রিশিরার অশ্ব যত, করে সিংহ গজেন্দ্রে যেমন।
যমতুল্য শক্তি-অস্ত্র হস্তে তার লয়ে অনন্তর,
পবননন্দন পানে নিক্ষেপিল ত্রিশিরা সত্বর।
উল্কাসম দীপ্ত সেই শক্তি-অস্ত্র করিয়া গ্রহণ,
সবলে করিল ভগ্ন শক্তি সেই, পব নন্দন।
খড়্গ উত্তোলন করি' বিদ্ধ তাহা করিল তখন
ত্রিশিরা মারুতিবক্ষে, খড়্গ সেই পবননন্দন
ত্রিশিরার হস্ত হতে মহাক্রোধে করিয়া গ্রহণ,
ত্রিশিরার তিন শির একে একে করিল ছেদন।
সকুণ্ডল প্রভাময়, ত্রিশিরার শির সেই যত
ভূতলে পতিত হলো নভঃচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত।

মেদে, মাংসে, রক্তে লিপ্ত গদা লয়ে হস্তেতে তখন,
মহাপার্শ্ব প্রধাবিত হলো যথা কপিসৈন্যগণ।
করিল গদাতে সেই মহাপার্শ্ব ঋষভে প্রহার,
বহিল শোণিতস্রোত, হয়ে বক্ষ বিদীর্ণ তাহার।
লভি' সংজ্ঞা ক্ষণপরে, সলম্ফেতে ঋষভ তখন
সবলে সে গদা, তার হস্ত হতে করিল গ্রহণ,
করিল গদাতে আর মহাপার্শ্বে প্রহার ভীষণ।
প্রচণ্ড সে গদাঘাতে বজ্রে ভগ্ন পর্বতের মত,
রক্ষেন্দ্র রাবণভ্রাতা মহাপার্শ্ব হলো নিপতিত।
মহাপার্শ্ব হলে হত যুদ্ধে সেই, রক্ষিতে জীবন
অস্ত্র ত্যজি' রক্ষকুল সভয়ে করিল পলায়ন।

২১। অতিকায় বধ

মহাবীর অতিকায় ইন্দ্রতুল্য ভ্রাতৃগণে যত,
উভয় পিতৃব্যে আর, নেহারিয়া সংগ্রামে নিহত,
সূর্যসম প্রভাময় রথে করি' ক্রোধে অবস্থান,
কপিযূথপতি মাঝে সংগ্রামে হলেন ধাবমান।

স্বনাম কীর্তন করি', সিংহনাদে জ্যানির্ঘোষে আর,
কপিসৈন্যে অতিকায় করিলেন ভীতির সঞ্চার।

ত্রিবিক্রম বিষ্ণুসম মূর্তি তার করি' নিরীক্ষণ,
পরস্পর গাত্রলগ্ন হলো ভয়ে কপিসৈন্যগণ।

ভয়ে ত্রস্ত হয়ে সবে নিল তারা রামের শরণ,
রথারূঢ় অতিকায়ে হেরিলেন রাঘব তখন।

হলেন বিস্মিত রাম অতিকায়ে করি' নিরীক্ষণ,
কহিলেন অনন্তর বিভীষণে করি' সম্বোধন।

কে সে গিরিতুল্য ওই ধনুর্দ্ধারী পিঙ্গল-নয়ন,
সহস্র-তুরঙ্গ-যুক্ত রথেতে করিছে আগমন।

কহিলেন বিভীষণ, বীর এই রাবণ-নন্দন,
পুত্র ধন্যমালিনীর। অশ্ব, গজ, রথ আরোহণ,
ধনু সঞ্চালনে আর মন্ত্রণায়, রাজনীতিজ্ঞানে,
ভেদে, সামে, দানে শ্রেষ্ঠ, সুবিখ্যাত অতিকায় নামে।

বাসবের বজ্র আর বরুণের পাশ, তার শরে
করেছে সে প্রতিহত পূর্বে রাম, সংগ্রাম ভিতরে।

সত্বর সযত্নে এবে করুন ইহার প্রতিকার,
করিবে বানরসৈন্য ধ্বংস এবে বাণে সে তাহার।

ধনুর্বিস্ফারণ করি' অতিকায় প্রবেশি' তখন
কপিসৈন্য মাঝে সেথা, করিলেন মহা গরজন।

অঙ্গদ শরভ নীল মৈন্দ আর কুমুদ তখন,
হলেন ধাবিত ত্বরা লয়ে বৃক্ষ-শিলা অগণন।
শরধারা বরষিয়া অস্ত্রবিদ্ বীর অতিকায়,
বৃক্ষ-শিলাখণ্ড সেই করিলেন ছেদন তথায়।
কপিবীরগণে যেন মৃগগণে ক্রুদ্ধ সিংহপ্রায়,
করিলেন সন্ত্রাসিত বলদর্পে বীর অতিকায়।
কপিসৈন্য মাঝে যারা যুদ্ধে সেথা নাহি হলো রত,
রহিলেন সে সবারে অস্ত্রাঘাত করিতে বিরত
রক্ষশ্রেষ্ঠ অতিকায়। আসি' আর রাম-সন্নিধানে
কহিলেন গর্বভরে, ধনু হস্তে রয়েছি এখানে।
সাধারণ জন সনে জেনো আমি করিবনা রণ,
আছে যার শক্তি কর মম সনে সংগ্রাম এখন।
শুনি' ক্রোধে ধনু লয়ে করিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
সম্মুখে আসিয়া তার সুবিশাল ধনু আকর্ষণ।
ভীষণ সে জ্যা-নির্ঘোষে হয়ে মহা-বিস্মিত তখন,
কহিলেন অতিকায় তীক্ষ্ণ শর করিয়া গ্রহণ।
সৌমিত্রি, বালক তুমি, নাহি বল নাহি পরাক্রম,
যমতুল্য আমা সনে কেন চাহ করিবারে রণ।
কালাগ্নি করোনা ক্ষুব্ধ, ফিরে যাও ত্যজি' ধনুর্বাণ,
নিবৃত্ত না হও যদি মম হস্তে হারাইবে প্রাণ।

তখন লক্ষ্মণ তারে কহিলেন, বীর নাহি হয়
বাক্যে কেহ, বিক্রমের এবে তুমি দাও পরিচয়
আছি ধনুর্বাণ হস্তে। বর্ষিলেন লক্ষ্মণে তখন
তীক্ষ্ণ শর অতিকায়, করিলেন বাণেতে লক্ষ্মণ
ব্যর্থ তাহা, ধনু তাঁর পুনরায় করি' আকর্ষণ,
হানিলেন তীক্ষ্ণবাণ অতিকায়-ললাটে লক্ষ্মণ।

হলেন কম্পিত তাহে অতিকায়, কহিলেন আর,
শ্লাঘাযোগ্য শত্রু তুমি, শরক্ষেপ উত্তম তোমার।
কালদণ্ড-সম এক বাণ পুনঃ করিয়া গ্রহণ,
অতিকায়ে বাণ সেই করিলেন নিক্ষেপ লক্ষ্মণ।
করিলেন অতিকায় সৌরঅস্ত্র নিক্ষেপ তখন,
দুই বাণ পরস্পরে আকাশে করিল বিদারণ।
অনন্তর হয়ে ক্রমে প্রভাহীন আর ভস্মীভূত,
ভূতলে আকাশ হতে বাণ সেই হলো নিপতিত।
ঐষিকাস্ত্র অতিকায় করিলেন নিক্ষেপ তখন,
ইন্দ্রাস্ত্রে ছেদন তাহা করিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
যাম্যঅস্ত্র করিলেন নিক্ষেপ তখন অতিকায়,
লক্ষ্মণ বায়ব্যঅস্ত্রে করিলেন নিপাতিত তায়।
বধিবারে অতিকায়ে অনন্তর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
সর্পতুল্য শররাজি করিলেন সত্বর বর্ষণ।
হীরকভূষিত তার কবচেতে হয়ে নিপতিত,
হলো ভগ্ন লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত সে শররাজি যত।

আসি' বায়ু কাণে কাণে কহিলেন তখন তাহায়,
হে লক্ষ্মণ, ব্রহ্মদত্ত অভেদ্য কবচে অতিকায়
আচ্ছাদিত। কর তুমি তারে এবে ব্রহ্মাস্ত্রে নিধন,
করিলেন নমুচিরে পূর্বে ইন্দ্র নিহত যেমন।

পবনের বাক্য শুনি' করিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
ব্রহ্মাস্ত্র অশনিতুল্য অতিকায়ে নিক্ষেপ তখন।

প্রদীপ্ত অনলসম ব্রহ্মাস্ত্র সে বেগবান্,
অতিকায় করি' নিরীক্ষণ,
কুঠার মুষল শূল তীক্ষ্ণ শররাজি আর,
করিলেন বহু বরিষণ।

মহাশক্তিশালী সেই অস্ত্র যত তীক্ষ্ণ ধার,
ব্যর্থ করি' ব্রহ্মাস্ত্র তখন
বীর অতিকায় শির, ভূষিত কিরীটে চারু,
অকস্মাৎ করিল ছেদন।
হত-অবশিষ্ট যত রক্ষকুল অনন্তর
করি' ত্বরা লঙ্কায় গমন,
রক্ষবীরকুল আর অতিকায়-বধবার্তা
রক্ষেশ্বরে করিল জ্ঞাপন।

২২। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ও হনুমানের ওষধি আনয়ন

শোকেতে হলেন আর্ত, হলেন বিহ্বল দশানন,
করি' সেই নিদারুণ আত্মজন-বিনাশ শ্রবণ।
বুদ্ধিহত হয়ে আর রুদ্ধবাক্ হলেন তখন।
শোকের প্রবাহে হেন মগন নেহারি' রক্ষেশ্বরে,
রক্ষশ্রেষ্ঠ পুত্র তাঁর ইন্দ্রজিৎ কহিলেন তাঁরে।
"হে তাত, হে রাক্ষসেন্দ্র, নহে কাল শোকের এখন,
জীবিত যে ইন্দ্রজিৎ। রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
বাণে মম বিদ্ধ হয়ে ভূমিতলে করিবে শয়ন
যুদ্ধে আজি, এবে মোর এ প্রতিজ্ঞা করুন শ্রবণ
কহি ইহা ইন্দ্রজিৎ করিলেন রথে আরোহণ।
ধনু, প্রাস অসিধারী স্পর্দ্ধারত বহু অনুচর,
কেহ গজে, কেহ অশ্বে, সঙ্গে তার চলিল সত্বর।
ভেরীর নিনাদে ঘোর ইন্দ্রজিৎ হয়ে সম্বর্দ্ধিত,
শঙ্খ আর ইন্দুসম শুভ্র ছত্রে হলেন শোভিত।
সূর্যসম তেজে তার লঙ্কাপুরী হলো উদ্ভাসিত।

সুবিপুল সৈন্যদলে সুবেষ্টিত পুত্রে দশানন,
বহির্গত হতে হেরি' কহিলেন তাহারে তখন,
হে পুত্র, হে মহারথী, যুদ্ধে জয় করেছ বাসবে,
নিশ্চয় বধিবে তুমি দীন এই মানুষ রাঘবে।
রাবণের জয়াশীষ অনন্তর করিয়া গ্রহণ,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে করিলেন সত্বর গমন
বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ। আসি' সেথা রাবণ-নন্দন,
করিলেন যথাবিধি হুতাশনে আহুতি অর্পণ।
নির্ধূম, আহুতিদীপ্ত সে অনলশিখায় তখন,
প্রকাশিত হলো ক্রমে বিজয়ের সর্ব সুলক্ষণ।
আহুতি গ্রহণ সেথা করিলেন হয়ে সমুত্থিত
আপনি স্বর্ণাভ অগ্নি। করিলেন আর মন্ত্রঃপূত
ধনু-শর-রথ নিজ ইন্দ্রজিৎ। ভয়েতে চঞ্চল
হলো তাহে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা আকাশমণ্ডল।
করিলেন ইন্দ্রজিৎ নভোচারী রথে আরোহণ,
হলেন যুদ্ধেতে আসি' সুদুর্জয় ব্রহ্মাস্ত্রে তখন।
সহসা অদৃশ্য হয়ে করিলেন শর বরিষণ
কপিসৈন্যে ইন্দ্রজিৎ, বর্ষে মেঘ সলিল যেমন।
মায়াতে অদৃশ্য তারে কেহ নাহি দেখিল নয়নে,
সূর্যপ্রভা আচ্ছাদিত হলো তার শর বরিষণে।
অগ্নিপ্রভ বাণে তার হয়ে বিদ্ধ কপিশ্রেষ্ঠ যত,
ছিন্ন-বৃক্ষ সম সবে ভূমিতলে হলো নিপতিত।
হয়ে বিদ্ধ কপিদল মর্মভেদী তীক্ষ্ণবাণে তার,
চাহিয়া আকাশ পানে আর্তরবে করিল চীৎকার।
করিলেন ইন্দ্রজিৎ শূলে প্রাসে সুশাণিত বাণে,
বিদ্ধ সেই রণাঙ্গণে সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমানে।
সুষেণ গবাক্ষ গয় জ্যোতির্মুখ মৈন্দ সূর্যানন,
নল নীল পাবকাক্ষ দধিমুখ ঋষভ চন্দন।

সম্পাতি কুমুদ ধূম্র পনশ কেশরী জাম্ববান,
গোমুখ দ্বিবিদ আর শতবলি আদি বলবান
কপিবীরশ্রেষ্ঠগণে, স্বর্ণপুঙ্খ তীক্ষ্ণধার শরে,
করিলেন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ বিক্ষত সমরে।
করিলেন অনন্তর বজ্রতুল্য শর অগণন,
রাম আর লক্ষ্মণেরে ইন্দ্রজিৎ, যুদ্ধে বরিষণ।

বৃষ্টিধারে গিরি সম, শরধারে সমাচ্ছন্ন রাম,
কহিলেন হে লক্ষ্মণ, ব্রহ্মাস্ত্র সহায়ে অবিরাম,
বিনাশিছে ইন্দ্রজিৎ, যত বীর কপিসৈন্য গণে,
মায়াতে অদৃশ্য দেহ অস্ত্রধারী ইন্দ্রজিতে রণে
কেমনে বধিব আজি। মনে হয় অস্ত্রেতে তাহার
অচিন্ত্য প্রভাব এবে আবির্ভূত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার।
সর্বদিক রক্ষবীর আবৃত করেছে শরে তার,
সহিব উভয়ে মিলি ভীষণ এ শরের প্রহার
হত যত কপিশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রজিৎ আজি রণাঙ্গনে
লভিয়া বিজয়লক্ষ্মী, প্রদান করিবে দশাননে।
হলেন শরেতে তার অনন্তর শ্রীরামলক্ষ্মণ
মৃতসম। ইন্দ্রজিৎ করিলেন আনন্দে গর্জন।
করি' যত কপিসৈন্যে যুদ্ধে সেই, বিষাদে মগন,
লঙ্কাপুরে ইন্দ্রজিৎ করিলেন সহসা গমন।
কহিলেন দশাননে, রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
হয়েছে নিহত আজি। বাক্য তার করিয়া শ্রবণ,
সন্তাপ বর্জন করি' করিলেন সহর্ষে তখন,
মহারথ বীরপুত্রে সম্বর্দ্ধনা রক্ষেন্দ্র রাবণ।

অস্ত্রেতে হলেন বিদ্ধ রাম আর লক্ষ্মণ যখন
যুদ্ধে সেই, হলো যত কপিসৈন্য বিমূঢ় তখন।

কহিলেন বিষণ্ণ সে সৈন্যগণে হেরি' বিভীষণ,
করিওনা ভয়, নহে বিষাদের সময় এখন।
করিলেন ইন্দ্রজিতে অব্যর্থ এ মহাস্ত্র প্রদান
আপনি স্বয়ম্ভূ, তাই রাখিতে সে শরের সম্মান
হলেন বিবশ হেন যুদ্ধে এবে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাহে বিষাদের হেন বল এবে কি আছে কারণ।
বিভীষণ বাক্য শুনি' কহিলেন পবন-নন্দন,
অস্ত্রাহত সৈন্য মাঝে যাহাদের রয়েছে জীবন,
করিব উভয়ে মোরা সে সবারে আশ্বস্ত এখন।

মশাল হস্তেতে সেই রজনীতে উভয়ে তখন,
ভীষণ সে রণাঙ্গনে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।
হেরিলেন চারিদিকে নিপতিত পর্ব্বত-আকার
বানর-বাহিনী যত। ছিন্ন হস্ত ছিন্ন উরু আর
বিচ্ছিন্ন লাঙ্গুল হতে, রক্তস্রোত হতেছে নির্গত,
সমুজ্জ্বল অস্ত্র যত চারিপাশে রয়েছে পতিত।
সুগ্রীব অঙ্গদ নীল শরভ ঋষভ মহাবল,
দ্বিবিদ কেশরী মৈন্দ পনস প্রঘস আর নল,
বিনত চন্দন রম্ভ সম্পাতি সুষেণ জাম্ববান,
জ্যোতির্ম্মুখ, দধিমুখ, আর যত বানর-প্রধান
নিপতিত রণাঙ্গনে। করেছে ভূতলশায়ী সবে
দিবসের শেষ ভাগে ইন্দ্রজিৎ, সে ঘোর আহবে।
হেরিলেন ভয়াবহ বিধ্বস্ত সে বাহিনী দু'জনে,
হেরিলেন শত শত শরে বিদ্ধ বীর জাম্ববানে।
কহিলেন বিভীষণ আসি' তার সম্মুখে তখন,
হে আর্য্য হে ঋক্ষরাজ, দেহে তব আছে তো জীবন।
শুনি' তার কথা করি' বহুকষ্টে বাক্য উচ্চারণ
কহিলেন জাম্ববান, তোমারে চিনেছি বিভীষণ

তোমার কণ্ঠের স্বরে। হে রক্ষেন্দ্র তীক্ষ্ণ শরধারে
হয়ে অতি নিপীড়িত, চোখে আমি না হেরি তোমারে।
আজি এই রণাঙ্গনে কপিশ্রেষ্ঠ পবন-নন্দন,
জীবিত কি আছে প্রাণে, কহ মোরে সেকথা এখন।
কহিলেন বিভীষণ, রাম আর লক্ষ্মণের কথা
না জিজ্ঞাসি' সুধালেন মারুতির কেন বা বারতা।
রাঘব সুগ্রীব আর অঙ্গদে না করি' প্রদর্শন,
স্নেহ তব, দেখালেন স্নেহ তারে কেন বা এমন।
কহিলেন জাম্ববান, হনুমান থাকিলে জীবিত,
সৈন্যদলে সব জেনো আছে বেঁচে হলেও নিহত,
মারুতি নিহত হলে জীবনেও হব মোরা মৃত।
সম্মুখেতে আসি' তার সবিনয়ে প্রণমি' তখন,
করিলেন নিজ নাম উচ্চারণ পবননন্দন।
শুনি' তাহা পুনর্জন্ম যেন লাভ করি' জাম্ববান,
কহিলেন হনুমানে হে কপীন্দ্র, নাহি শক্তিমান
তোমার সমান কেহ। কর হৃষ্ট কপিসৈন্যগণে,
করি' শল্যহীন তুমি অস্ত্রে বিদ্ধ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে যাও তুমি পবন-নন্দন,
গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে, তথায় করিবে দরশন,
সুউচ্চ কাঞ্চনময় ঋষভ নামেতে গিরিবর
হে বীর, সেখানে আর নেহারিবে কৈলাশ শিখর।
সেই দুই পর্বতের মধ্যভাগে, ওষধিমণ্ডিত
ওষধিপর্বত এক নেহারিবে দীপ্তপ্রভান্বিত।
হেরিবে সে গিরিশিরে আলোকিত করিয়া ধরণী,
আছে চারি মহৌষধি, নাম তার মৃতসঞ্জীবনী,
সুবর্ণকরণী আর সন্ধানী ও বিশল্যকরণী
সে সব ওষধি লয়ে শীঘ্র হেথা আন হনুমান,
সকল বানরকুলে কর তুমি জীবন প্রদান।

জাম্ববান-বাক্য শুনি' নিজ বলে হলেন পূরিত
হনুমান, জলবেগে পরিপূর্ণ সমুদ্রের মত।
দেবগণে প্রণমিয়া মহাবল পবন-নন্দন,
রঘুপতি রাম তরে শ্রেয়ঃ কর্ম করিতে সাধন,
মহালম্ফে আকাশেতে সমুত্থিত হলেন তখন।
লঙ্ঘি' মৎস্যসমাকুল সাগর, মারুতি অনন্তর,
গেলেন সত্বর চলি' রাজে যথা গিরি হিমবর।
সুচারু শিখর বহু, বহু গুহা, বহু প্রস্রবণ,
ঋষিসমাকুল আর পুণ্যময় বহু তপোবন
হেরিলেন সে পর্বতে। হেরিলেন সেথা অনন্তর,
কৈলাস ঋষভ মাঝে মহৌষধি-পূর্ণ গিরিবর।
ওষধি সন্ধান সেথা করিলেন পবননন্দন,
কামরূপী যত সেই মহৌষধি অদৃশ্য তখন
হলো হেরি' হনুমানে। সবেগে তখন কপিবর,
করিলেন উৎপাটিত প্রদীপ্ত সে পর্বত-শিখর।
করিলেন অনন্তর নভোপথে সবেগে গমন,
শোভিলেন সেথা যেন চক্রধারী বিষ্ণুর মতন।
সে গিরিশিখর সহ হনুমানে হেরিল যখন
কপিকুল, হর্ষধ্বনি সবে তারা করিল তখন।
আনন্দে গর্জন করি' হনুমান, হলেন সত্বর
নিপতিত কপিসৈন্যে, লয়ে সেই পর্বত-শিখর।
মহাওষধির গন্ধে, হলো দেহ বেদনাবিহীন
রাম আর লক্ষ্মণের, হলো ত্বরা সর্বক্ষত লীন।

কপিসৈন্যদল আর নিশাঅবসানে যেন
নিদ্রা হতে হলো জাগরিত,
হনুমানস্তুতি গান করি' তারা উচ্চরবে,
হলো সেথা সহসা উত্থিত।

২৩। বজ্রকণ্ঠ-সকম্পন-শোণিতাক্ষ-প্রজঙ্ঘ-যূপাক্ষ, কুম্ভ ও নিকুম্ভ বধ।

অনন্তর কপীশ্বর কহিলেন পবননন্দনে,
কুম্ভকর্ণ হত যুদ্ধে, হত আর সমর অঙ্গনে
রাবণ তনয় যত। যদিও হয়েছি নিপীড়িত,
তবু যুদ্ধ-তরে মোরা আবার হয়েছি সমুত্থিত।
রাবণ-বধের তরে করা এবে উচিত গমন
লঙ্কাপুরে। উল্কাহস্তে শ্রেষ্ঠ যত কপিবীরগণ
চারিদিক হতে হোক লঙ্কাপুরে ধাবিত এখন।

সূর্যঅস্তে নিশাকালে সুগ্রীব আদেশে অনন্তর,
উল্কাহস্তে কপিকুল লঙ্কা-পানে হলো অগ্রসর।
মশাল হস্তেতে তারা লঙ্কাপুরী করিল বেষ্টন,
করিল প্রাচীর হতে রক্ষকুল দ্রুত পলায়ন।
লঙ্কাদ্বারে, রাজপথে, হর্ম্যে আর প্রাসাদে তখন,
করিল প্রদান অগ্নি হর্ষভরে যত কপিগণ।
রাক্ষস-কুলের সেথা শত শত গৃহ অগণন,
করিতে লাগিল দগ্ধ, প্রজ্জ্বলিত হয়ে হুতাশন।
মণিবিমণ্ডিত গৃহ, রত্নে তার গবাক্ষ খচিত,
দহন করিল অগ্নি, বার বার হয়ে প্রজ্জ্বলিত।
স্ত্রী-পুরুষ আর্তনাদে হলো পূর্ণ ধরণী তখন,
বাহিরিল যুদ্ধ-তরে দগ্ধদেহ নিশাচরগণ।
নেহারিয়া সে সবারে, কপিকুল করিল গর্জন,
হলেন মারুতি সহ বহির্গত শ্রীরামলক্ষ্মণ।

করিলেন রঘুবীর আচ্ছাদিত পৃথিবী গগন,
বৃষ্টিধারা সম যেন শরধারা করি' বরিষণ।
রামের নিক্ষিপ্ত শরে, হুতাশনে দগ্ধ হয়ে আর,
হলো বহু গৃহ আর পুরদ্বার পতিত লঙ্কার।
বাণেতে আহত আর অগ্নিদগ্ধ রক্ষকুল যত,
আর্তনাদ করি' সবে চারিদিকে হলো প্রধাবিত।
বানরেন্দ্র সুগ্রীবের আদেশে বানরবীর যত,
লঙ্কাদ্বারে আসি' সবে যুদ্ধ তরে হলো উপনীত।
কহিলেন কপীশ্বর, যুদ্ধরাত্রি হলে সমাগত,
রাজাজ্ঞা লঙ্ঘিবে যেবা জেনো তারে করা হবে হত।
পুরদ্বারে কপিকুলে অবস্থিত নেহারি' রাবণ,
ক্রোধভরে রক্ষকুলে করিলেন এ আজ্ঞা তখন
যুদ্ধক্ষেত্রে সবে মিলি' কর এবে সত্বর গমন।

রাবণপ্রেরিত হয়ে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকুল যত,
অস্ত্রেতে সজ্জিত হয়ে লঙ্কা হতে হলো বহির্গত।
পতঙ্গেতে অগ্নিসম কপিসৈন্যে হলো নিপতিত
রক্ষকুল। কপিসৈন্য দৃঢ়মুষ্টি করি' সমুদ্যত,
লয়ে বহু বৃক্ষ হলো রক্ষ-সৈন্য মাঝে নিপতিত।
প্রহার করিছে এবে যেইজন, করিছে প্রহারে
জর্জরিত তারে আসি অন্যজন। দংশন একেরে
করিছে যে, অন্য কেহ আসি সেথা, দংশিছে তাহারে।
রাক্ষস-বানরসৈন্য পরস্পরে করি আবেষ্টন,
হলো ভূতাবিষ্টসম রত ঘোরসংগ্রামে তখন।
বহুবীর হলো হত সে মহা-সংগ্রামে ভয়ঙ্কর,
বালিপুত্রে বজ্রকণ্ঠে হলো ঘোর সম্মুখ সমর।
বজ্রকণ্ঠ অঙ্গদেরে গদাঘাতে করিল আহত,
অঙ্গদ করিল তারে গিরিশৃঙ্গ প্রহারে নিহত।

ভ্রাতারে নিহত হেরি' রথেতে আসিয়া সকম্পন,
অঙ্গদে করিল বিদ্ধ বহুশর করি' বরিষণ।
সকম্পন-হস্তধৃত খড়্গ করি' সলম্ফে গ্রহণ,
অঙ্গদ খড়্গেতে সেই কণ্ঠ তার করিল ছেদন।
লৌহগদা লয়ে তথা শোণিতাক্ষ আসিয়া তখন,
অঙ্গদে করিল সেই গদাঘাতে প্রহার ভীষণ।
প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ দোঁহে অঙ্গদে করিল আক্রমণ।
'মুষ্টি হানি' অঙ্গদেরে প্রজঙ্ঘ করিল প্রকম্পিত,
অঙ্গদ প্রজঙ্ঘ-শির মুষ্টিতে করিল বিদারিত।
যূপাক্ষের সহ আর শোণিতাক্ষ সহ অনন্তর,
আরম্ভিল মৈন্দ আর দ্বিবিদ, সংগ্রাম ভয়ঙ্কর।
শোণিতাক্ষে তীক্ষ্ণ নখে দ্বিবিদ করিল বিদারিত,
বাহুর পীড়নে মৈন্দ, যূপাক্ষেরে করিল নিহত।
শ্রেষ্ঠ বীরগণে যত হেরি' হত রক্ষসৈন্যগণ,
কুম্ভকর্ণ-পুত্র বীর কুম্ভ-পাশে করিল গমন।
সে সব রাক্ষসসৈন্যে কুম্ভবীর প্রদানি' আশ্বাস,
করিল সঙ্কল্প যুদ্ধে নিজ বল করিতে প্রকাশ।
রণক্ষেত্রে পশি' বেগে ধনু তার করি' আকর্ষণ,
সর্পতুল্য শররাজি লাগিল সে করিতে বর্ষণ।
ক্রোধাবিষ্ট মৈন্দ তারে যুদ্ধে বহু হানিল প্রস্তর,
শিলা আর শরবৃষ্টি পরস্পরে হলো বহুতর।
শোভিল কুম্ভের ধনু, শরসহ ইন্দ্রধনু প্রায়,
শরে তার হয়ে বিদ্ধ হলো মৈন্দ শায়িত ধরায়।
ভ্রাতা মৈন্দে বিকলাঙ্গ নেহারিয়া দ্বিবিদ তখন,
হলো বেগে প্রধাবিত হস্তে শিলা করিয়া গ্রহণ।
সপ্তশরে কুম্ভবীর বৃক্ষ সেই করি' দ্বিখণ্ডিত,
সুপুঙ্খ অপর শরে দ্বিবিদেরে করিল আহত।

অচেতন হয়ে তাহে দ্বিবিদ পড়িল ভূমিতলে,
অঙ্গদ আসিল বেগে ভূপতিত নেহারি' মাতুলে।
লয়ে এক শালবৃক্ষ নিক্ষেপিল বালির নন্দন,
সপ্তশরে কুম্ভবীর বৃক্ষ সেই করিল ছেদন।
অগ্নিতুল্য বাণ কুম্ভ পুনরায় করিল বর্ষণ,
অঙ্গদ অশনি সম বাণে সেই, হলো অচেতন।

তাহে জাম্ববান আর সুষেণ হয়ে যে ক্রোধান্বিত,
কুম্ভকর্ণ-পুত্র বীর কুম্ভপানে হলেন ধাবিত।
করি শর-বৃষ্টি কুম্ভ সে দোঁহে করিল নিবারিত।
লঙ্ঘিতে সে শরধারা না পারিল বানরেন্দ্রগণ,
ঊর্মি যথা নাহি পারে বেলাভূমি করিতে লঙ্ঘন।
হেরি' কপিবীরগণে কুম্ভশরে রণে প্রতিহত,
সুগ্রীব কুম্ভের পানে সিংহসম হলেন ধাবিত।
সম্বোধিয়া কুম্ভবীরে কপীশ্বর কহিলেন আর,
আশ্চর্য তোমার বল, পরাক্রম অদ্ভুত তোমার।
মহাবীর তুমি কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ সম বীর্যবান,
ধনুর্বাণে ইন্দ্রজিৎ, প্রতাপেতে রাবণ সমান।
নানা অস্ত্র প্রয়োগেতে দেখায়েছ ক্ষিপ্রতা তোমার,
করেছ ভূতলশায়ী মম বহু বীরগণে আর।
নিন্দাভয়ে করি নাই যুদ্ধে শ্রান্ত তোমারে নিধন,
হে বীর, বিশ্রাম-অন্তে বল মম হেরিবে এখন।
দম্ভপূর্ণ বাক্য সেই সুগ্রীবের করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধে কুম্ভ হলো দীপ্ত, হয় ঘৃতে অনল যেমন।
সুগ্রীব-সম্মুখে কুম্ভ যুদ্ধ তরে আসিল সত্বর,
আরম্ভ সংগ্রাম ঘোর পরস্পরে হলো অনন্তর।
পুনঃ পুনঃ ফেলি' শ্বাস মত্ত দুই গজেন্দ্র যেমন,
বাহু-পাশে হলো বদ্ধ একে অন্যে করি' আকর্ষণ।

পদভরে সে দোঁহার বসুন্ধরা হলো অবনত,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে জলনিধি হলো বিক্ষোভিত।
সবেগে নিক্ষেপ কুম্ভে করিলেন সমুদ্র-মাঝারে
সুগ্রীব, উত্থিত তাহে হলো জল উর্দ্ধে চারিধারে
তথা হতে উঠি' দ্রুত কুম্ভবীর আসিয়া সমরে,
হানিল সুগ্রীব-বক্ষে বজ্রমুষ্টি মহাক্রোধ ভরে।
সুগ্রীবের দেহে তাহে রক্তধারা হলো প্রবাহিত,
অস্থিরাশি হলো তার সে মুষ্টির প্রহারে চূর্ণিত।
করিলেন অনন্তর বদ্ধ করি' ভীমমুষ্টি তার,
মহাবল কপীশ্বর কুম্ভবক্ষে সে মুষ্টি প্রহার।
সংজ্ঞাহীন হয়ে তাহে হলো কুম্ভ পতিত ধরায়,
আকাশ-বিচ্যুত দীপ্ত লোহিত মঙ্গল গ্রহ প্রায়।
কপীশ্বর হস্তে যবে হলো ঘোর সংগ্রামে নিহত
কুম্ভবীর, হলো ধরা গিরিনদীসহ প্রকম্পিত।
রক্ষসৈন্য যত আর হলো সবে মহাভয়ে ভীত।

ভ্রাতারে নিহত হেরি' ক্রোধানলে দহিয়া তখন,
করিল নিকুম্ভবীর দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন।
লয়ে যমদণ্ড সম লৌহের পরিঘ হস্তে তার,
বদন ব্যাদান করি' ঘোর রবে করিল চীৎকার।
রাক্ষস বানর যত ভয়ে তাহে হলো নিস্পন্দিত,
কেবল মারুতি তার সম্মুখে হলেন উপনীত।
নিকুম্ভ সবেগে তার সমুজ্জ্বল পরিঘ তখন,
মহাবীর হনুমান বক্ষমাঝে করিল ক্ষেপণ।
বক্ষে পড়ি' মারুতির হলো ভগ্ন সে পরিঘ তার,
করিলেন হনুমান নিকুম্ভেরে মুষ্টিতে প্রহার।
হনুমানে হস্তে ধরি' উত্তোলন করিল তখন
নিকুম্ভ, করিল তাহে হর্ষধ্বনি রক্ষসৈন্যগণ।

নিগৃহীত হয়ে হেন হস্তে তার, পবন-নন্দন
নিকুম্ভের পার্শ্বদেশে আরম্ভিল করিতে দংশন।
মুক্ত তার হস্ত হতে অনন্তর করি' আপনারে,
বক্ষে পড়ি' নিকুম্ভের নিষ্পেষিত করিলা তাহারে
হনুমান, করি' আর নিকুম্ভের গ্রীবা আবর্তিত,
করিলেন শির তার মারুতি সবলে উৎপাটিত।
নিহত করিলে রণে নিকুম্ভেরে পবননন্দন,
রামের বিপুল সৈন্য হলো মহা আনন্দে মগন।

২৪। মকরাক্ষ বধ—মায়াসীতা

কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত, করি' এই বারতা শ্রবণ.
ক্রোধে আর শোকে অতি অভিভূত হলেন রাবণ।
বহুক্ষণ করি' চিন্তা, আহ্বান করিয়া অনন্তর,
খরপুত্র মকরাক্ষে, কহিলেন রাক্ষস-ঈশ্বর।
বহু-সৈন্য-পরিবৃত হয়ে তুমি কর কপিগণে
হত যুদ্ধে, কর হত রামে আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণে।
বীর্যে তুমি খর-তুল্য, পরাক্রম অমিত তোমার.
দিব্যাস্ত্রে নিপুণ তুমি, দক্ষ মায়া প্রদর্শনে আর।
রাবণের বাক্য শুনি বলদৃপ্ত মকরাক্ষ বীর,
'যথা আজ্ঞা' বলি হর্ষে তথা হতে হলেন বাহির।
অনন্তর মকরাক্ষ কহিলেন রক্ষসৈন্যগণে
এস সবে সঙ্গে মোর, যুদ্ধ তরে যাব রণাঙ্গনে।
রাম-লক্ষ্মণেরে আর কপিকুল সহ কপীশ্বরে,
মম শ্রেষ্ঠ শরজালে হত আজি করিব সমরে।

মকরাক্ষ বাক্য শুনি' সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্যগণ,
চলিল সংগ্রামে, তারে হর্ষভরে করিয়া বেষ্টন।

চারিদিকে শত শত শঙ্খ ভেরী হলো নিনাদিত,
সিংহনাদে, বাহ্বাস্ফোটে, মহাশব্দ হলো সমুত্থিত।
রণসম্ভারেতে পূর্ণ দিব্যরথে করি' আরোহণ,
শোভিলেন মকরাক্ষ রৌদ্রদীপ্ত মেঘের মতন।
হস্তভ্রষ্ট হলো কশা মকরাক্ষ-সারথির, আর
হলো ভূপতিত সেথা সহসা রথের ধ্বজা তার।
হলো অশ্ব শক্তিহীন, অবহেলি' রক্ষবীর যত
দুর্লক্ষণ সব সেই যুদ্ধতরে হলো বহির্গত।
মকরাক্ষে বহির্গত হেরি' যত কপিসৈন্যগণ,
যুদ্ধ অভিলাষে সবে সবেগে করিল আগমন।
বৃক্ষ, শিলা-খণ্ড আর পরিঘ-শূলেতে অবিরত,
বানর-রাক্ষসকুল পরস্পরে করিল আহত।
তীক্ষ্ণশরে, ভিন্দিপালে, মকরাক্ষ করিল পীড়ন
কপিসৈন্যে, তাহে তারা সভয়ে করিল পলায়ন।
করিল বিজয়গর্বে সিংহনাদ রক্ষসৈন্যগণ।

হেরি রাম কপিকুলে এহেন করিতে পলায়ন,
করিলেন রক্ষসৈন্য শরজালে আবৃত তখন।
কহিল নেহারি' তাহা মকরাক্ষ, কোথা সেই রাম,
জনস্থানে পূর্বে মম পিতার যে বিনাশিল প্রাণ।
সে দুর্বুদ্ধি রাম আর লক্ষ্মণেরে করিব নিধন,
শোণিতে তাদের আজি স্বজনের করিব তর্পণ।
রাম আর লক্ষ্মণেরে অনন্তর করি' নিরীক্ষণ,
ধনু-হস্তে মকরাক্ষ কহিলেন একথা তখন।
তিষ্ঠ রাম, মম সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর তুমি এবে,
তোমারে সুতীক্ষ্ণ শরে হত আজি করিব আহবে।
দণ্ডক-অরণ্যে মম জনকেরে করেছ নিধন,
বিবর্দ্ধিত ক্রোধ মম করি' এবে সে কথা স্মরণ।

ক্ষুধার্ত্ত সিংহের যথা কাম্য মৃগ, তুমিও তেমন
কাম্য মম, ভাগ্যবশে দৃষ্টিপথে এসেছ এখন।
কহিলেন রাম তারে, দণ্ডকে করেছি আমি হত
তোমার জনক খরে, আর সব রক্ষকুলে যত।
তোমারেও জেনো আমি যুদ্ধে আজি করিব নিহত।
করিছ মূর্খের সম কেন হেন শ্লাঘা অশোভন,
সংগ্রামে বিজয় কেহ বাক্যবলে লভেনা কখন।

রাম আর মকরাক্ষ পরস্পরে সেথা অনন্তর,
সমপরাক্রমে হলো সংগ্রাম আরম্ভ ঘোরতর।
শরজালে সে দোঁহার সর্বদিক হলো সমাবৃত,
করিলেন মকরাক্ষ ছেদন রামের শর যত।
করি' মকরাক্ষ-ধনু ক্রোধেতে ছেদন অনন্তর,
করিলেন সারথিরে নারাচেতে বিদ্ধ রঘুবর।
করিলেন চূর্ণ তার রথ সেথা হানি' বহুশর।
রথহীন মকরাক্ষ শূলহস্তে নামিয়া ভূতলে,
ক্রোধে সেই দীপ্তশূল হানিলেন রাঘবে সবলে।
প্রদীপ্ত সে শূল রাম তীক্ষ্ণবাণে করিয়া ছেদন,
করিলেন পাবকাস্ত্র সংযোজিত ধনুকে তখন।
রামের নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রে হয়ে আহত ভীষণ,
হলেন বিদীর্ণ-বক্ষ মকরাক্ষ বিগত-জীবন।

মকরাক্ষ হত রণে শুনি' বার্তা মহাক্রোধভরে,
পশিলেন ইন্দ্রজিৎ রণক্ষেত্রে সংগ্রাম ভিতরে।
সুদুর্জয় ইন্দ্রজিৎ সূর্যসম প্রভাময় বাণে,
করিলেন বিমথিত সংগ্রামে বানরসৈন্যগণে।
অস্ত্রেতে বিদীর্ণদেহ হতজ্ঞান কপিবীরগণ,
শোণিতাক্তদেহে সবে করিতে লাগিল পলায়ন।

বাণে বিদ্ধ হয়ে কেহ আর্তস্বরে করিল চীৎকার,
ভূপতিত হলো কেহ হারাইয়া জীবন তাহার।
কেহ বৃক্ষশাখে, কেহ পর্বতে করিল আরোহণ,
কেহ বা সলম্ফে দ্রুত বনমাঝে করিল গমন।
বানর সৈন্যের দল করি' হেন মথিত সমরে,
রণজয়ী ইন্দ্রজিৎ পশিলেন লঙ্কা-অভ্যন্তরে।
মায়াময়ী সীতামূর্তি রথে তথা করি' সংস্থাপন,
যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ করিলেন পুনঃ আগমন।
লঙ্কা হতে ইন্দ্রজিতে নেহারিয়া হতে বহির্গত,
ক্রোধেতে বানরকুল যুদ্ধ-তরে হলো সমুদ্যত।
বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ হনুমান করি' উত্তোলন,
কপিসৈন্য-পুরোভাগে করিলেন ত্বরা আগমন।

হেরিলেন হনুমান রাবণির রথের উপরে
একবেণীধরা দীনা, উপবাসে কৃশা জানকীরে।

ভাবিলেন হেরি' সেই শোকমগ্না বিষণ্ণা সীতায়,
দুরাত্মার মনে এবে না জানি কি আছে অভিপ্রায়।

হলেন ধাবিত তথা দ্রুত অতি পবননন্দন,
খড়্গহস্তে ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করিল তখন।

অনন্তর 'রাম' 'রাম' রবে অতি বিলাপে মগন,
সে মায়াসীতার কেশ ইন্দ্রজিৎ করিল ধারণ।

ইন্দ্রজিৎ-হস্তে ধৃত জানকীরে করি' নিরীক্ষণ,
অশ্রু বিসর্জন করি' কহিলেন পবননন্দন।

রে নৃশংস পাপাশয়, দুরাত্মা অনার্য ক্ষুদ্রমতি,
করিও না এবে তুমি কার্য হেন বিগর্হিত অতি।

গৃহ হতে, রাজ্য হতে, রাম হতে বিচ্ছিন্ন সীতায়,
বিনা অপরাধে কেন বধিতে করেছ অভিপ্রায়।

যায় যথা নারীহন্তা, অবধ্যের বধকারী আর,
করিবে সে প্রেতলোক ভোগ তুমি প্রাণান্তে তোমার।
কহি ইহা হনুমান কপিসৈন্যে হয়ে পরিবৃত,
ক্রোধে ইন্দ্রজিৎপানে রণক্ষেত্রে হলেন ধাবিত।
কহিল নেহারি' তাহা ইন্দ্রজিৎ, এসেছ এখানে
রাঘব সুগ্রীব আর তুমি যেই সীতার কারণে,
তোমার সম্মুখে এবে করি' সেই সীতারে নিহত,
করিব লক্ষ্মণ আর রাম সহ তোমা সবে হত।
নারীহত্যা অনুচিত কহিছ আমারে হনুমান,
সে কার্য সঙ্গত যাহা শত্রুকুলে করে পীড়া দান।
কহি ইহা ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণ খড়্গে ক্রন্দন নিরত
মায়াময়ী সীতা সেই নিজহস্তে করিল নিহত।
ছিন্নদেহে মায়াসীতা ভূমিতলে হলো নিপতিত।
ক্রোধে আর শোকে লয়ে শিলা এক পবননন্দন,
ইন্দ্রজিৎ রথ পানে করিলেন সবেগে ক্ষেপণ।
সারথি নেহারি' তাহা রথ লয়ে গেল দূরান্তরে,
শিলা সেই ব্যর্থ হয়ে প্রবেশিল ভূগর্ভ ভিতরে।

অনন্তর মহাকায় ভীমাকৃতি কপিকুল যত,
বৃক্ষে আর গিরিশৃঙ্গে, রক্ষকুলে করিল আহত।
বানর রাক্ষস সহ, রাক্ষসেরা বানরের সনে,
দেব ও দানব সম হলো রত ঘোরতর রণে।
বহু রক্ষসৈন্যে রণে হনুমান করিলেন হত,
যুদ্ধ হতে পলায়ন করিল রাক্ষসসৈন্য যত।
কহিলেন অনন্তর কপিকুলে পবননন্দন,
বলক্ষয়ে নাহি কাজ ক্ষান্ত হও কপিবীরগণ।
ত্যজিয়া প্রাণের মায়া যাঁর তরে করিতেছ রণ,
জনকনন্দিনী সেই হয়েছেন নিহত এখন।

রাম-সুগ্রীবেরে এবে সীতাবধ করিব জ্ঞাপন
করিব পালন শেষে আদেশ যা' লভিব তখন।
কহি' ইহা সৈন্যগণে, করিলেন সসৈন্যে প্রস্থান,
সমরঅঙ্গন হতে মন্থর গতিতে হনুমান।
হেরি তাহা ইন্দ্রজিৎ হৃষ্টমনে করিয়া গমন
নিকুম্ভিলা যজ্ঞভূমে, করিলেন যজ্ঞ-আয়োজন।

কপিসৈন্যদল সহ দুঃখভরে করিয়া গমন
রামচন্দ্র-সন্নিধানে কহিলেন পবন নন্দন।
যুদ্ধে রত ছিনু যবে আসি' মম সম্মুখে তখন,
খড়্গাঘাতে ইন্দ্রজিৎ জানকীরে করেছে নিধন।
বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্তচিতে হয়ে অতি শোকাকুল মন,
হে রাম, এসেছি হেথা সে বারতা করিতে জ্ঞাপন।
হনুমান বাক্য শুনি' হয়ে রাম শোকেতে মূর্চ্ছিত,
ছিন্নমূল বৃক্ষ সম ধরাতলে হলেন পতিত।
হনুমান নীল নল আর যত কপিবীরগণ,
চারিদিক হতে সবে রামেরে করিল আবেষ্টন।
অগ্নিদগ্ধবন-সম দুঃখে দগ্ধ রাঘবে সকলে,
করিতে লাগিল সিক্ত পদ্মোৎপল সুবাসিত জলে।

দুঃখভরে করি' রামে দুই বাহুপাশে আলিঙ্গন,
যুক্তিযুক্ত বাক্য এই কহিলেন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
শুদ্ধপথে অবস্থিত জিতেন্দ্রিয় আপনারে যবে,
রক্ষিতে অক্ষম ধর্ম, ধর্ম সেই নিরর্থক তবে।
যদ্যপি থাকিত ধর্ম নরকেতে পশিত রাবণ,
ধর্মনিষ্ঠ আপনার দুঃখভোগ হত না এমন।
হে রাঘব করে যদি অধার্মিক ধার্মিকে পীড়ন,
অধর্ম বিনাশে ধর্মে, করিবে কি কার্যসংসাধন

সে বিনষ্ট ধর্ম তবে। অথবা করিবে নির্যাতন
পাপাত্মা ধার্মিকে, ইহা হয় যদি বিধির লিখন,
তবে বিধি আপনি সে পাপাচারে আছেন মগন।

ধর্ম সত্য হলে দুঃখে মগ্ন নাহি হত পুণ্যবান্,
তব হেন অবস্থায় ধর্ম সত্য না হয় প্রমাণ।
দুর্বলে ত্যজিয়া ধর্ম করে যদি সবলে আশ্রয়,
তবে সে মর্যাদাহীন ধর্ম কভু সেবাযোগ্য নয়।
বিক্রমের গুণরূপে ধর্ম যদি গণ্য হয় তবে,
করুন আশ্রয় সেই বলবীর্য ধর্ম ত্যজি এবে।
'সত্যবাক্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম' এই যদি তব অভিপ্রায়,
কেন না দিলেন বাধা মিথ্যাচারে নিরত পিতায়।
দানই পরম ধর্ম যদি এই মত আপনার,
রাজ্য পরিত্যাগ করি' করেছেন উচ্ছেদ তাহার।
গিরিশ্রেণী হতে যথা বিনির্গত হয় নদী যত,
নানাস্থান হতে তথা বহু অর্থ হলে সমাহৃত,
দান আদি ক্রিয়া যত অর্থে সেই হয় সম্পাদিত।
গ্রীষ্মেতে বিনষ্ট হয় ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ যেমন
সর্বকার্য হয় নষ্ট অর্থহীন নরের তেমন।
করে সুখঅভিলাষে পাপাচার ধনহীন জন,
অন্তরেতে হয় তার শুভকর্মে দ্বেষের সৃজন।
অর্থ যার তারি জোটে মিত্র ও বান্ধব, সে-ই আর
পুরুষ নামেতে বাচ্য, পণ্ডিত সে অর্থ আছে যার।
অর্থ যার আছে সে-ই কুলশ্রেষ্ঠ, সে-ই গুণবান্,
অর্থ যার সে-ই শুধু পরাক্রান্ত আর বুদ্ধিমান্।
অর্থ পরিত্যাগে যত দোষ তাহা কহিনু এখন,
রাজ্য ত্যাগ কালে তব হয় নাই সে চিন্তা তখন।

তব বনবাসে পিতা করিলেন প্রাণ বিসর্জন,
প্রাণাধিকা সীতা তব রাক্ষসেতে করিল হরণ।
ইন্দ্রজিৎ হতে তব অসহ্য এ দুঃখের বিধান,
করিব শৌর্যেতে মম, হে রাঘব করুন উত্থান।

হেনরূপ বাক্য রামে কহিছেন লক্ষ্মণ যখন,
আসিলেন বিভীষণ যথাস্থানে করি' সংস্থাপন
সৈন্যগণে। হেরিলেন রামপাশে হয়ে উপনীত,
কপিবীরগণ আর লক্ষ্মণেরে দুঃখে অভিভূত।
হেরিলেন রামে সেথা লক্ষ্মণের ক্রোড়েতে মূর্চ্ছিত।
কহিলেন বিভীষণ, 'একি হেরি,' দুঃখেতে তখন
কহিলেন বিভীষণে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লক্ষ্মণ।
মারুতির কাছে শুনি' ইন্দ্রজিৎ করেছে নিধন
বৈদেহীরে, রঘুবর হয়েছেন মূর্চ্ছিত এমন।
কহিলেন বিভীষণ বলেছেন মারুতি যে কথা,
সমুদ্রশোষণ সম অসম্ভব জেনো সে বারতা।
জানি আমি সীতা-প্রতি রাবণের যাহা অভিপ্রায়,
কভু নাহি করিবেন দশানন নিহত সীতায়।
দান, মান, ভেদসৃষ্টি, কিংবা অন্য উপায়ে কখন,
সমর্থ নহেক কেহ সীতারে করিতে দরশন।
দেখায়েছে ইন্দ্রজিৎ মায়া বলে সীতার নিধন,
বানর-সৈন্যের মনে নিরাশা করিতে উৎপাদন।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম সে করিছে রাম এবে,
সমাপ্ত না হতে তাহা সসৈন্যেতে যাব তথা সবে।
হে রাম, করুন এবে মিথ্যা এই সন্তাপ বর্জন,
শোক হেরি' আপনার মোহাচ্ছন্ন হবে সৈন্যগণ।
সংগ্রামে অজেয় হয় করে যবে যজ্ঞ-সমাপন
ইন্দ্রজিৎ, দেবগণও হন সবে শঙ্কিত তখন।

শুনি' ইহা চিন্তা আর শোকে মগ্ন রাম অনন্তর,
কহিলেন ধীরে ধীরে, বাক্য তব রাক্ষস ঈশ্বর,
করি নাই অন্তরের ব্যাকুলতা বশেতে শ্রবণ,
বলুন আবার মোরে। কহিলেন পুনঃ বিভীষণ,
তব আজ্ঞামত আমি সৈন্যদল করেছি সজ্জিত,
করেছি যে দলপতি প্রতি-সৈন্যদলে নিয়োজিত।
বলেছেন যাহা রাম মারুতি, মায়াতে প্রদর্শন
করেছে তা' ইন্দ্রজিৎ, শোক তব করুন বর্জন।
হে রাম, লক্ষ্মণবীর নিকুম্ভিলা করুন গমন
আমা সবাকার সহ, ইন্দ্রজিতে করিতে নিধন।
নাহি' হতে যজ্ঞ শেষ যে তারে করিবে আক্রমণ
বধিবে সে ইন্দ্রজিতে, বিধাতার এই নির্দ্ধারণ।

বিভীষণ বাক্য শুনি' কহিলেন লক্ষ্মণে রাঘব,
ইন্দ্রজিৎ-মায়াবল অবগত আছি আমি সব।
করে যবে ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষে রথে বিচরণ
মেঘাচ্ছন্ন সূর্যসম, নেহারিতে তাহারে তখন
কেহ নাহি পারে কভু, হে লক্ষ্মণ বাণেতে তোমার,
কর বধ তারে আজি, যজ্ঞ শেষ না হতে তাহার।
কহিলেন স্পর্শ করি' রাঘবের চরণ লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রজিতদেহভেদ করিবে আমার অগণন
শর আজি, তৃণ রাশি করে ধ্বংস অনল যেমন,
ইন্দ্রজিৎদেহ হবে ধ্বংস মম বাণেতে তেমন।
কহি' ইহা যুদ্ধ তরে চলিলেন সহর্ষে লক্ষ্মণ,
সসৈন্যে গেলেন সঙ্গে হনুমান আর বিভীষণ।
অনন্তর তথা হতে কিছুদূর করিয়া গমন,
ব্যূহস্থিত রক্ষসৈন্য হেরিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।

২৫। ইন্দ্রজিৎ-বধ

কহিলেন বিভীষণ মহাবাহু লক্ষ্মণে তখন,
ভেদ কর ব্যূহ এই, তা'হলে করিবে নিরীক্ষণ,
হে লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতে। বজ্রসম তীক্ষ্ণধার শর,
না হতে সমাপ্ত হোম কর এবে বর্ষণ সত্বর।

বিভীষণবাক্য শুনি' রক্ষ-সৈন্য-ব্যূহেতে লক্ষ্মণ,
ভীমাকৃতি শররাজি লাগিলেন করিতে বর্ষণ।
বৃক্ষ আর শিলা লয়ে ঋক্ষ আর কপিকুল যত,
রাক্ষস-সৈন্যের পানে হলো সবে সহর্ষে ধাবিত।
লয়ে যত তীক্ষ্ণ অসি, শর, শূল, পট্টিশ তখন,
কপিকুল-বধ তরে সমুদ্যত হলো রক্ষগণ।
তুমুল সংগ্রাম হলো কপি আর রক্ষ-সৈন্যে যত,
জলদ নিঃস্বন-সম শব্দে লঙ্কা হলো নিনাদিত।
ভল্লুকবানরহস্তে হয়ে হত সমর-অঙ্গনে,
রাক্ষসকুলের হলো মহাভয় সমুদিত মনে।
নেহারিয়া ইন্দ্রজিৎ নিজসৈন্যে শত্রু নিপীড়িত,
না হতে সমাপ্ত কর্ম ত্বরা করি' হলেন উত্থিত।
বৃক্ষে অন্ধকার সেই স্থান হতে করি' নির্গমন,
অসমাপ্ত রাখি' যজ্ঞ করিলেন রথে আরোহণ।
নেহারিয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান করিছে সংহার
রক্ষকুলে, ইন্দ্রজিৎ কহিলেন সারথিরে তাঁর,
সারথি, চালাও রথ মহাকপি হনুমান পানে,
রক্ষসৈন্য হবে ক্ষয় উপেক্ষা করিলে হনুমানে।

ইন্দ্রজিৎপরিচয় প্রদানিয়া লক্ষ্মণে তখন
কহিলেন বিভীষণ, ইন্দ্রে জয় করিল যে জন
ওই সেই ইন্দ্রজিৎ, রথে তার করি' আরোহণ
হনুমানে বিনাশিতে অভিপ্রায় করেছে এখন।
কর্মে অতুলন ওই ইন্দ্রজিতে করি' বরিষণ
তীক্ষ্ণ শররাজি এবে কর বিদ্ধ বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
কহি' ইহা বিভীষণ লক্ষ্মণেরে লয়ে অনন্তর,
মহাবন-মাঝে এক করিলেন প্রবেশ সত্বর।
দেখায়ে সেথায় এক বটবৃক্ষ নীল মেঘ প্রায়,
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, ভূতগণে প্রদানি' হেথায়
উপহার, করে বীর ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে গমন,
সবার অদৃশ্য তাহে হয়ে করে শত্রু সে নিধন।
না আসিতে ইন্দ্রজিৎ এই বৃক্ষমূলেতে লক্ষ্মণ,
সারথিতুরঙ্গসহ কর তারে নিহত এখন।
ধনুকে আরোপি' গুণ হেরিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
অগ্নিপ্রভ রথেস্থিত বীর ইন্দ্রজিতেরে তখন।
ইন্দ্রজিৎ অনন্তর বিভীষণে নেহারি' সেখানে,
সম্বোধন করি' তারে কহিলেন পরুষ বচনে।

জন্মি' হেথা হলে বৃদ্ধ, ভ্রাতা তুমি পিতার আমার,
পুত্রতুল্য মোর সনে কেন এই শত্রু ব্যবহার
করিছ পিতৃব্য হয়ে। হে দুর্মতি, জাতি ধর্ম আর
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব কিছু সমাদৃত হলোনা তোমার।
হয়েছ শত্রুর ভৃত্য আত্মজন তেয়াগি' এখন,
সাধুজন মাঝে তাই এবে তুমি নিন্দার ভাজন।
স্বজন সহিত বাস, আর শত্রু আশ্রয় গ্রহণ,
হীনবুদ্ধিবশে তার পার্থক্য না বুঝিছ এখন।

যদি বা গুণেতে শ্রেষ্ঠ হয় শত্রু, নির্গুণ স্বজন,
তবুও স্বজন শ্রেয়, পর যে সে পর চিরন্তন।
স্বজনের প্রতি হেন নির্দয়তা বশেতে তোমার
প্রতিষ্ঠা স্বজন মাঝে কভু তুমি লভিবে না আর।
বলেছেন রূঢ়বাক্য কভু যদি জনক আমার
তোমারে, সান্ত্বনা পুনঃ করেছেন প্রদান আবার।
ভালমন্দ না বিচারি' কভু যদি অপ্রিয় বচন,
স্নেহের সম্বন্ধ বশে হে মূঢ়, কহেন গুরুজন,
পুনঃ তারে স্নেহবশে নির্বিচারে করেন পালন।
মিত্রনাশতরে হয় যেইজন শত্রুর আশ্রিত,
ত্যাজ্য সে যে ধান্যগুচ্ছে অবস্থিত শ্যামাকের মত।

ইন্দ্রজিৎ বাক্য শুনি' বিভীষণ কহিলেন তারে,
আমার স্বভাব যাহা জান তাহা, তবুও আমারে
রে অনার্য, কেন এবে রূঢ়বাক্য কহিছ এমন,
হয়েছে অধর্মবশে জ্ঞানলুপ্ত তোমার এখন।
ক্রূরকর্মা রক্ষকুলে জন্ম মম, তবু নরগণে
প্রধান যে সত্ত্বগুণ রাক্ষসদুর্লভ সেইগুণে
গঠিত স্বভাব মম। বিপরীত স্বভাব যাহার
নহি আমি অনুরক্ত সেই মম দুরাত্মা ভ্রাতার।
ঋষিহত্যা, পরধন-পরস্ত্রী-হরণ সদা আর,
যুদ্ধ দেবগণ সনে, ক্রোধ, গর্ব, শত্রুব্যবহার,
এসব দোষেতে যত গুণরাশি হয়েছে আবৃত
পিতার তোমার, যথা হয় গিরি মেঘে আচ্ছাদিত।
করেছি ভ্রাতার ত্যাগ এই সব দোষ হেতু তার,
দুর্বিনীত ধৃষ্ট তুমি, বল ইচ্ছা যা হয় তোমার।
বদ্ধ তুমি কাল পাশে পারিবে না যেতে আর এবে,
বটবৃক্ষমূলে তুমি, প্রাণ আজি হারাবে আহবে।

বিভীষণ-বাক্য শুনি' অতি ক্রোধে রাবণ নন্দন,
কহিলেন রূঢ়বাক্যে ভীমধনু করি' উত্তোলন,
বিভীষণ-লক্ষ্মণেরে, আর যত কপিবীর সবে,
মম যত পরাক্রম কর আজি নিরীক্ষণ এবে।
গরজি' জলদসম শরধারা করিব বর্ষণ,
যবে যুদ্ধে ক্ষিপ্র হস্তে কে রহিবে সম্মুখে তখন?
অনলেতে তৃণ সম দগ্ধদেহ হবে মম বাণে,
করিব প্রেরণ সবে তীক্ষ্ণশরে কৃতান্তভবনে।

শুনি' ইন্দ্রজিৎবাক্য কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
রে দুর্মতি, অর্থহীন বাক্য যত করি' উচ্চারণ,
নিজেরে কৃতার্থ বলি' মনে তুমি ভাবিছ এখন?
যুদ্ধেতে অদৃশ্য থাকি' মোদের করেছ প্রতারিত,
তস্করের পথ সেই নহে কভু বীরজনোচিত।
হের মম পরাক্রম, আত্মশ্লাঘা না করি' এমন
না কহি পরুষ-বাক্য, বিনাশিব তোমার জীবন।
নীরবেতে দহে অগ্নি, দেয় তাপ নীরবে তপন,
বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করে বিনাবাক্যেতে পবন।

শুনি' ইহা ইন্দ্রজিৎ ভীমধনু করি' উত্তোলন,
সুশাণিত শররাজি লাগিলেন করিতে বর্ষণ।
ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সম তেয়াগিয়া নিঃশ্বাস তখন,
ইন্দ্রজিতে তীক্ষ্ণশর হানিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের জ্যানির্ঘোষ ইন্দ্রজিৎ শুনি রণাঙ্গণে,
বিবর্ণবদন হয়ে চাহিলেন লক্ষ্মণের পানে।
কহিলেন হেরি' তারে সে হেন বিষণ্ণ, বিভীষণ,
অবসন্ন ইন্দ্রজিৎ তার সনে সংগ্রাম এখন

কর তুমি হে লক্ষ্মণ। করিলেন লক্ষ্মণ তখন
ইন্দ্রজিতে লক্ষ্য করি' তীক্ষ্ণ যত বাণ বরিষণ।
হয়ে সেই বজ্রসম শরাঘাতে ক্ষণেক অধীর
ইন্দ্রজিৎ, মুহূর্তেই পুনরায় হইলেন স্থির।
লক্ষ্মণের পানে হয়ে প্রধাবিত যুদ্ধেতে তখন
কহিলেন ইজিন্দ্রৎ, রে দুর্মতি, মম পরাক্রম
পড়ে নাকি মনে, যবে পূর্বে তুমি হয়ে পরাজিত
সংগ্রামেতে ভ্রাতাসহ হয়েছিলে ধূলায় লুণ্ঠিত।
না হেরিয়া থাক যদি যুদ্ধে সেই মম পরাক্রম,
তিষ্ঠ তবে মম অগ্রে, এবে তাহা করিবে দর্শন।

লক্ষ্মণে তখন করি' ইন্দ্রজিৎ বিদ্ধ সপ্তবাণে,
তীক্ষ্ণধার দশবাণে করিলেন বিদ্ধ হনুমানে,
শতশর নিক্ষেপিয়া করিলেন বিদ্ধ বিভীষণে।
ইন্দ্রজিতে অনন্তর করি' তীক্ষ্ণ-শর বরিষণ
লক্ষ্মণ, কবচ তার করিলেন বিধ্বস্ত তখন।
জয়লাভে সমুৎসুক পরাক্রান্ত দুই বীরবর,
একে অপরের শরে হলেন আবৃত অনন্তর।
দেহ হতে দু'জনার রক্তধারা হলো বিনিঃসৃত,
প্রস্রবণ হতে যথা বারিধারা হয় প্রবাহিত।
বহুক্ষণ হলো গত যুদ্ধ হেন করি' ঘোরতর,
তবু না হলেন কেহ শ্রান্ত আর সংগ্রামে কাতর।
হেরি দোঁহে যুদ্ধে রত মত্ত দুই মাতঙ্গের প্রায়,
করিলেন অবস্থান বিভীষণ আসিয়া সেথায়
রণক্ষেত্র পুরোভাগে। করি' আর ধনু বিস্ফারণ,
রাক্ষসসৈন্যেতে বহু করিলেন শর বরিষণ।

প্রেরণা সঞ্চার তরে সেথা কপিসৈন্যের মাঝারে
কহিলেন বিভীষণ সম্বোধন করি' সে সবারে।
রাবণের এবে শুধু আছে জেনো প্রধান আশ্রয়,
একমাত্র ইন্দ্রজিৎ, যুদ্ধে সে নিহত যদি হয়
রক্ষেন্দ্রও হবে তবে হত রণে, জানিও নিশ্চয়।
বজ্রদংষ্ট্র অকম্পন ধূম্রাক্ষ প্রহস্তনিশাচর,
কুম্ভকর্ণ অতিকায় নিকুম্ভ ত্রিশিরা বীরবর,
দেবান্তক নরান্তক মহাপার্শ্ব মকরাক্ষ, আর
অন্য যত রক্ষবীরে যুদ্ধে সবে করেছ সংহার।
করেছ তোমরা সবে বাহুবলে সমুদ্র লঙ্ঘন,
গোষ্পদ লঙ্ঘন কর ইন্দ্রজিতে বধিয়া এখন
পুত্রসম ইন্দ্রজিতে বধচেষ্টা অন্যায় আমার
কিন্তু রাম তরে মম অকার্য্য কিছুই নাহি আর।
তুল্যদোষ বধে আর বধের উপায় প্রদর্শনে,
করিতেছি হেন পাপ তবু আমি রামের কারণে।
ভাবি দয়া বিসর্জিয়া রামতরে করিব নিহত
ভ্রাতৃপুত্রে, কিন্তু তারে প্রহারিতে হই সমুদ্যত
যবে আমি, মন মম হয় মহা বিহ্বল তখন,
যুদ্ধে তাই বধ ভারে করিবেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ

লভিয়া উৎসাহ তার বাক্যে সেই, কপি বীরগণ
করিতে লাগিল সবে আনন্দেতে পুচ্ছ আস্ফালন।
করিলেন জাম্ববান ঋক্ষসেনা লয়ে নিপীড়িত
রক্ষসৈন্যে, রক্ষসৈন্য জাম্ববানে করিল বেষ্টিত।
বানররাক্ষসসৈন্যে হলো মহাসংগ্রাম তখন,
পুরাকালে দেবাসুরে হলো মহাসংগ্রাম যেমন।
সে লোমহর্ষণযুদ্ধে হনুমান আর বিভীষণ,
মহাক্রোধে রক্ষকুলে লাগিলেন করিতে নিধন।

যুদ্ধে রত বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ, বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
হানিলেন পরস্পরে তীক্ষ্ণ যত শর অগণন।
গ্রীষ্মশেষে চন্দ্র সূর্য হয় মেঘে আবৃত যেমন,
সমাবৃত শরজালে দোঁহে তাঁরা হলেন তেমন।

যুদ্ধে রত সে দোঁহার অতিক্ষিপ্র হস্তসঞ্চালনে,
হেরিতে নারিল কেহ করিলেন কি ভাবে দু'জনে
তূণ হতে বাণ লয়ে ধনুকেতে স্থাপন-সন্ধান,
গুণ আকর্ষিয়া আর কি ভাবে বা হানিলেন বাণ।
ধনুচ্যুত শরে শরে অন্তরীক্ষ হলো আচ্ছাদিত,
আকাশ ভীষণ হলো অন্ধকারে হয়ে সমাবৃত।
পবন নিশ্চল হলো, তেজহীন হলো হুতাশন,
'হোক শুভ লক্ষ্মণের' কহিলেন যত ঋষিগণ।

রাবণির কৃষ্ণবর্ণ চারিঅশ্ব শরেতে তখন
করি' বিদ্ধ, সারথিরে করিলেন নিধন লক্ষ্মণ।
প্রমাথী-ক্রথন আদি মহাবল কপি চারিজন,
হলো নিপতিত চারি কৃষ্ণ অশ্ব উপরে তখন।
হত করি' অশ্বগণে, করি' আর রথ বিচূর্ণিত,
লক্ষ্মণের পাশে আসি' পুনঃ সবে হলো উপনীত।
অশ্ব হত, রথ ভগ্ন, হেরি' ক্রোধে নামিয়া ভূতলে,
হলেন প্রদীপ্ত বীর ইন্দ্রজিৎ, নিজ তেজোবলে।
রক্ষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সেই মহাসংগ্রামে তখন,
অগ্নিপ্রভ যমদণ্ড করিলেন হস্তেতে গ্রহণ।
ইন্দ্রজিৎহস্তে সেই মহাবাণ নেহারি' লক্ষ্মণ,
কুবেরপ্রদত্ত বাণ করিলেন ধনুকে স্থাপন।
উভয়ের ধনুচ্যুত দুই শর, করিয়া আহত
পরস্পরে, শত খণ্ড হয়ে হলো ভূতলে পতিত।

নিজ নিজ শর হেন প্রতিহত করি' নিরীক্ষণ,
উভয়ে লজ্জিত আর ক্রোধান্বিত হলেন তখন।
ভয়ঙ্কর অস্ত্র এক হস্তে পুনঃ নিলেন লক্ষ্মণ,
অসুরাস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করিলেন নিক্ষেপ তখন।
গগনমণ্ডলস্থিত প্রাণী যত লক্ষ্মণেরে সবে
করিল বেষ্টন আসি' সেই লোমহর্ষণ আহবে।
দেবতা-গন্ধর্ব আর ঋষিগণ সহ পিতৃগণ,
আসিলেন যুদ্ধে সেই লক্ষ্মণেরে করিতে রক্ষণ।
দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্র করিলেন যেই অস্ত্রে রণ,
নিলেন হস্তেতে তাঁর ইন্দ্রদত্ত সে অস্ত্র লক্ষ্মণ।
অনন্তর বাণ সেই ধনুকেতে করি' সংযোজন,
সম্বোধিয়া বাণে সেই কহিলেন সুমিত্রানন্দন,
ধর্মশীল, সত্যসন্ধ, পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আর
দেবভক্ত, পিতৃভক্ত, বীরব্যূহে সংগ্রামে দুর্বার,
ভক্তজনে আর যত প্রাণীগণে অনুকম্পা-রত
হন যদি রাম, তবে কর ইন্দ্রজিতেরে নিহত।
কহি' ইহা ইন্দ্রদত্ত বাণ সেই করি' আকর্ষণ,
লক্ষ্য করি' ইন্দ্রজিতে করিলেন নিক্ষেপ লক্ষ্মণ।
বাণে সেই শিরস্ত্রাণ আর দীপ্তকুণ্ডলে ভূষিত,
ইন্দ্রজিৎ-শির হলো ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত।
ইন্দ্রজিৎস্কন্ধচ্যুত বিশাল সে মস্তক ধরায়,
রক্তস্রোতে গেল দেখা সমুজ্জল সুবর্ণের প্রায়।
সংগ্রামেতে ইন্দ্রজিতে হেরি' হত যত কপিগণ,
করিল আনন্দ-ধ্বনি, বৃত্রবধে যথা দেবগণ।
গন্ধর্বঅপ্সরাসহ অন্তরীক্ষে ঋষিকুল মিলি,
প্রাণীগণ যত আর, আনন্দে দিলেন করতালি।
'ইন্দ্রজিৎ হত' এই বার্তা সবে জানিয়া তখন,
রক্ষকুল চারিদিকে সভয়ে করিল পলায়ন।

কপিহস্তে নিপীড়িত হয়ে কেহ পশিল লঙ্কাতে,
সমুদ্রে পড়িল কেহ, নিল কেহ আশ্রয় পর্বতে।
সূর্য্য অস্ত গেলে যথা নাহি থাকে সূর্যের কিরণ
গেল চলি' রক্ষসেনা ইন্দ্রজিৎনিধনে তেমন।
প্রাণহীন ইন্দ্রজিতে রণাঙ্গনে দেখালো তখন,
যেন অগ্নি তেজহীন, যেন রশ্মিবিহীন তপন।
হেরি লোক-ভয়াবহ ইন্দ্রজিতে সংগ্রামে নিহত,
আকাশ নির্মল হলো আনন্দিত দেবগণ যত।
লক্ষ্মণে বেষ্টিয়া হর্ষে কপিকুল করিল গর্জন,
করিতে লাগিল সবে আনন্দে লাঙ্গুল সঞ্চালন।
সবে মিলি পরস্পরে প্রীতিভরে করি' আলিঙ্গন,
লক্ষ্মণের গুণাবলী সবে মিলি' করিল কীর্তন।

বিভীষণ-মারুতির স্কন্ধে করি' হস্ত সংস্থাপিত
লক্ষ্মণ, সংগ্রামেক্ষত দেহে, হয়ে রুধিরে আপ্লুত,
সঙ্গে তাঁর লয়ে সব মহাবল কপিসৈন্যগণ,
শ্রীরাম-সুগ্রীব-পাশে আসি' হর্ষে প্রণাম তখন
করিলেন রাঘবেরে। কহিলেন রামে বিভীষণ
ইন্দ্রজিৎ-শিরশ্ছেদ করেছেন মহাত্মা লক্ষ্মণ।
হলেন বারতা সেই শুনি' রাম মহা আনন্দিত,
হলেন ব্যথিত আর হেরি' তারে বাণে জর্জরিত।
মস্তক আঘ্রাণ করি' স্নেহভরে করি' আকর্ষণ,
লজ্জানত লক্ষ্মণেরে করিলেন ক্রোড়ে সংস্থাপন।
রাখি' ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে ক্রোড়ে রাম, করি' আলিঙ্গন,
সস্নেহেতে বারবার লাগিলেন করিতে দর্শন।
কহিলেন অনন্তর লক্ষ্মণেরে রাম রঘুবর,
পরমকল্যাণময় কর্ম তুমি করেছ দুষ্কর।

হয়েছি বিজয়ী, যবে ইন্দ্রজিতে বধেছ সমরে,
করেছ দক্ষিণহস্ত রাবণের ছিন্ন এইবারে।
কহিলেন রাম করি' সম্বোধন সুবিজ্ঞ সুষেণে,
হে প্রাজ্ঞ সুষেণ, কর শর হতে বিমুক্ত লক্ষ্মণে।
কর শর-মুক্ত তুমি বিভীষণে, কপিবীরগণে,
সবার সংগ্রামক্ষত দেহ কর সুস্থ সযতনে।
সুষেণ, লক্ষ্মণ আর বিভীষণ সহ কপিগণে,
করিলেন অনন্তর সুস্থ ত্বরা ওষধি প্রদানে।

২৬। রাবণের শোক—রাক্ষসীবিলাপ

হতশেষ, ছিন্নবর্ম, অস্ত্রাঘাতে ক্লান্ত রক্ষকুল,
রাবণসমীপে আসি' হয়ে সবে দুঃখেতে ব্যাকুল
কহিল, হে মহারাজ, বিভীষণসহায়ে লক্ষ্মণ
তব পুত্র ইন্দ্রজিতে সংগ্রামেতে করেছে নিধন।
পুত্র ইন্দ্রজিতের সে বধবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
সংজ্ঞাহীন হয়ে শোকে মূর্চ্ছিত হলেন দশানন।
বহু পরে লভি' জ্ঞান পুত্রশোকে বিকল রাবণ,
করিলেন দীনভাবে হেনরূপ বিলাপ তখন।
হা রাক্ষসসেনাপতি, হা বৎস, হা মহাপরাক্রম
ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণের হলে বশ কি ভাবে এখন।
কালান্তকশরে তুমি ছিলে ভেদ করিতে সক্ষম
মন্দর পর্বত শৃঙ্গ, হে বীরেন্দ্র, কি ছার লক্ষ্মণ।
তোমারে নিহত হেরি' নির্ভয়ে নিদ্রিত হবে এবে,
দেবগণ ঋষিগণ, আর যত লোকপাল সবে।
আজি এই ত্রিভুবন, সকাননাবসুন্ধরা আর,
এক ইন্দ্রজিৎ বিনে শূণ্যময় লাগিছে আমার।

কোথা গেল ত্যজি' তুমি পিতামাতা ভার্যারে তোমার,
ত্যজি' এই লঙ্কাপুরী ধনৈশ্বর্য যৌবরাজ্য আর।
মম মৃত্যু হলে তুমি প্রেতকার্য করিবে আমার,
কার্যকালে এ কি হায়, বিপরীত হলো আজি তার।
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাম এখনও যে রয়েছে জীবিত,
কেন গেলে চলি' মম শল্য নাহি করি' উৎপাটিত।

স্বভাবতঃ ভীমাকৃতি রাবণের মূর্তি অনন্তর
ক্রোধাগ্নিতে হলো ক্রুদ্ধরুদ্রদেব-সম ভয়ঙ্কর।
রাবণের স্বভাবতঃ সুলোহিত যুগল নয়ন,
ক্রোধাগ্নিতে মহাঘোর রক্তবর্ণ করিল ধারণ।
প্রজ্জ্বলিত দীপ হতে অতি উষ্ণ তৈলধারা মত,
উষ্ণ অশ্রুধারা তার নেত্র হতে হলো নিপতিত।
দানবচালিত যন্ত্রে হয় শব্দ ভীষণ যেমন,
মহাশব্দ হলো তার দন্তে দন্ত ঘর্ষণে তেমন।
করিলেন ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত যেদিকে রাবণ,
তথা হতে ভয়ে যত রাক্ষস করিল পলায়ন।
অনন্তর রক্ষকুলে রক্ষেশ্বর করিয়া আহ্বান,
কহিলেন সে সবারে, করি' যুদ্ধে প্রেরণা প্রদান।
সহস্র বৎসর আমি তপস্যা করেছি সুদুষ্কর,
হলেন স্বয়ম্ভু তাহে মম প্রতি প্রসন্ন অন্তর।
তাঁহার বরেতে মম নাহি ভয় সুরাসুর হতে,
প্রদত্ত কবচ তাঁর পারে নাই ইন্দ্রও ভেদিতে।
রণাঙ্গনে গেলে আমি করি' সেই কবচ ধারণ
দেবেন্দ্রেরও নাহি সাধ্য সম্মুখে করিতে আগমন।
দিলেন বিশাল যেই ধনু পূর্বে সুপ্রসন্ন মনে
ব্রহ্মা মোরে, আন তাহা তূর্যধ্বনি সহ এইখানে,
সংগ্রামে করিতে বধ রামে আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণে।

পুত্র মম কপিগণে যুদ্ধেতে করিতে প্রতারিত,
দেখায়ে যে মায়াসীতা করেছিল সে সীতা নিহত,
আজি আমি সত্য সত্য সেই কার্য করিব সাধন,
আত্মতুষ্টিতরে মম বৈদেহীরে করিব নিধন।

কহি' ইহা রক্ষেশ্বর পুত্রশোকে বিহ্বল অন্তরে,
আসিলেন বাহিরিয়া সভা হতে খড়্গ লয়ে করে,
লয়ে আর মন্ত্রীগণে। সুহৃদজনের বাধা যত
উপেক্ষিয়া অবশেষে হলেন ত্বরায় উপনীত,
অশোককানন মাঝে বৈদেহী যথায় অবস্থিত।
ভাবিলেন সীতা, হেরি' খড়্গ-হস্তে আসিতে তাহায়,
আসিছে দুরাত্মা মোরে বধিবারে অনাথার প্রায়।
পতিঅনুগতা মোরে বারবার বলেছে রাবণ
হও মম ভার্যা, আমি করি নাই সে কথা শ্রবণ,
এসেছে নৈরাশ্যবশে মোরে তাই বধিতে এখন।
রাক্ষসকুলের উচ্চ-কোলাহল শুনিলাম এবে,
রাবণ লক্ষ্মণে-রামে হয়তো বা বধেছে আহবে।
অথবা লক্ষ্মণ হস্তে শুনি' ইন্দ্রজিতের নিধন,
এসেছে বধিতে মোরে পুত্রশোকে অধীর রাবণ।
ধিক্ মোরে মম তরে হলো রাম-লক্ষ্মণ নিধন,
করি নাই পূর্বে মোর ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশেতে শ্রবণ
হনুমান বাক্য আমি। করি পৃষ্ঠে আরোহণ তার,
গেলে রামপাশে এবে অনুতাপ হতনা আমার।
হেনকালে দশাননে জ্ঞানী আর সদাচাররত
অবিন্ধ্য নামেতে মন্ত্রী, কহিলেন সুযুক্তিসঙ্গত
বাক্য এই, হে রক্ষেন্দ্র, আপনি যে বিশ্রবা-নন্দন,
কিরূপে এখন তবে হয়ে ক্রোধে ধর্ম বিস্মরণ

বধিবেন বৈদেহীরে। আপনি মনস্বীশ্রেষ্ঠ আর
বেদবিৎ, নারীবধ শোভা নাহি পায় আপনার।
সুদর্শনা রূপবতী বৈদেহীরে করি' নিরীক্ষণ,
ক্রোধ তব যুদ্ধে এবে রাঘবে করুন প্রদর্শন।
রথে আরোহণ করি' রণক্ষেত্রে প্রবেশি' এখন,
ধনু-হস্তে বধি' রামে সীতালাভে হবেন সক্ষম।
কহি' ইহা, বলে ধরি' বীর্যবান্ অবিন্ধ্য তখন
রক্ষেশ্বরে, করিলেন সীতা হতে দূরেতে গমন।
অপূর্ব সৌন্দর্য হেরি' বৈদেহীর রক্ষেন্দ্র রাবণ
করি' ক্রোধ পরিহার, সঙ্গে তাঁর লয়ে মন্ত্রীগণ,
সভাগৃহে পুনরায় উপনীত হলেন তখন।

শ্রেষ্ঠ রক্ষবীরগণে সংগ্রামেতে নেহারি' নিহত,
হলো অতি চিন্তাকুল হতশেষ নিশাচর যত।
পতিহীনা, পুত্রহীনা, শোকাতুরা নিশাচরীগণ,
লাগিল করিতে হেন সকরুণ বিলাপ তখন।
করালআকৃতি বৃদ্ধা শূর্পণখা কেন গেল বনে,
সর্বপ্রাণীহিতেরত মহাপ্রাণ রাম-সন্নিধানে।
গুণবান সুদর্শন মহাতেজা রামেরে কামনা,
কেন বা করিল মনে দুর্মুখী সে সর্বগুণহীনা।
মোদের দুর্ভাগ্যবশে কুরূপা সে রাক্ষসী তখন,
করিল নিন্দিত হেন উপহাস্য কুকার্য সাধন।
নাশিতে দূষণে খরে আর যত রক্ষবীর সবে,
করিল সে পক্ককেশী হেনরূপ ছলনা রাঘবে।
শূর্পণখা তরে হেন করিলেন শত্রুতা রাবণ,
বিনাশিতে রক্ষকুলে করিলেন সীতারে হরণ।

মনেও কামনা কভু দশাননে না করিল সীতা,
বীর রামচন্দ্র সনে হলো শুধু বৃথাই শত্রুতা।
কবন্ধ, ত্রিশিরা, খর, দূষণেরে, নিশাচর আর
চতুর্দশ সহস্রেরে করিলেন রাঘব সংহার।
বালিবধ করি', রাজ্য করিলেন সুগ্রীবে প্রদান,
রাঘবের বীরত্বের হেন বহু রয়েছে প্রমাণ।
রক্ষকুল-হিতকর যুক্তিযুক্ত বাক্য বিভীষণ
কহিলেন যাহা, তাহা রক্ষেশ্বর করিলে শ্রবণ,
হতনা দুঃখেতে দহি' লঙ্কা তবে শ্মশান এমন।
কুম্ভকর্ণ আর প্রিয় ইন্দ্রজিৎ-নিধনেতে তবে
মগ্ন হতে রক্ষেন্দ্রের হতনা এহেন শোকার্ণবে।
অশ্রুজলে ভাসি' আর হয়ে মহা দুঃখে অভিভূত,
করিল বিলাপ হেন সকরুণ, নিশাচরী যত।

লঙ্কাতে বিলাপ হেন শোনা গেল প্রতি ঘরে ঘরে,
মম পুত্র মম ভ্রাতা, মম পতি নিহত সমরে।
রথ অশ্ব হস্তী সহ, লক্ষ লক্ষ রক্ষসৈন্য গণে,
মহাবীর রামচন্দ্র করেছেন হত রণাঙ্গনে।
জীবনের নাহি আশা, হত এবে বীরশ্রেষ্ঠ যত,
দুঃখের নাহিক শেষ কাঁদি তাই অনাথার মত।
ব্রহ্মাদত্তবলে-বলী রাবণের-হস্তে নিপীড়িত
দেবগণ, পুরাকালে করিলেন হয়ে সম্মিলিত
সুপ্রসন্ন রুদ্রদেবে, কহিলেন শঙ্কর তখন,
"আবির্ভূত হবে জেনো রক্ষকুল ক্ষয়ের কারণ
নির্ভয় করিতে আর দেবগণে, নারী একজন।"
সেইতো ক্ষুধিতা নারী সীতা এই, দৈবের প্রেরিত,
ভক্ষিবে রাবণে আর ভক্ষিবে রাক্ষসকুলে যত।

দুর্বিনীত রাবণের দুষ্কার্যে হয়েছে সমাগত,
আমাসবাকার এবে ঘোরতর শোক হেনমত।
প্রলয়েতে মহাকাল-সমতুল্য রামআক্রমণ,
নাহি হেরি হেন কেহ এবে যার লইব শরণ
শোকে আর ভয়ে করি' পরস্পরে আলিঙ্গন
বাহুপাশে নিশাচরী যত,
উচ্চরবে নিদারুণবাক্যেতে বিলাপ সবে
করিতে লাগিল হেনমত।

২৭। বিরূপাক্ষ, মত্ত ও উন্মত্ত-বধ

করুণবিলাপধ্বনি গৃহে গৃহে রক্ষেন্দ্র রাবণ
রাক্ষসীগণের সেই, করিলেন শ্রবণ তখন।
ক্রোধে হয়ে রক্তচক্ষু করি' ওষ্ঠ দন্তেতে দংশন,
কহিলেন অগ্নিসম নেত্রানল বর্ষিয়া রাবণ
রক্ষকুলে, ত্বরা করি' যাও সবে, কহ এইক্ষণে
বিরূপাক্ষ মত্ত আর উন্মত্তেরে আসিতে এখানে।
শুনি' সে আদেশ, সেথা আসি' সেই বীরগণ যত,
যুক্তকরে রাবণের সম্মুখেতে হলো অবস্থিত।
কহিলেন ক্রোধে অতি বিচলিত হয়ে দশানন,
রাম আর লক্ষ্মণেরে যুদ্ধে আজি করিব নিধন।
ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, খর আর প্রহস্ত হত্যার,
লব আজি প্রতিশোধ করি' যুদ্ধে অরাতি সংহার।
ভ্রাতা, পতি, পুত্র যত যুদ্ধে হত হয়েছে যাদের,
শত্রুবধ করি' রণে অশ্রু আমি মুছাব তাদের।

শৃগাল শকুনি আর মাংসভোজী যত প্রাণীগণ,
শত্রুমাংসে সে সবার পরিতৃপ্তি করিব সাধন।
আন শীঘ্র রথ মম, যোদ্ধাগণ হোক্ সুসজ্জিত,
যুদ্ধে মমঅনুগামী হোক এবে নিশাচর যত।
বিরূপাক্ষ আহ্বানিয়া সেনাধ্যক্ষগণে অনন্তর,
কহিল সজ্জিত করি' সৈন্যদলে আনিতে সত্বর।
নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত মহাবল নিশাচরগণ,
করি' উচ্চ সিংহনাদ বাহিরিয়া আসিল তখন।
করিলেন আরোহণ, নিজ তেজে হয়ে উদ্ভাসিত
দশানন, স্বর্ণময়-নরশীর্ষধ্বজে বিভূষিত
অষ্টঅশ্বযুক্ত রথে, সুবর্ণবেদিকা সুশোভিত।
বিরূপাক্ষ মত্ত আর উন্মত্ত আসিয়া অনন্তর,
রাবণ আদেশে রথে আরোহণ করিল সত্বর।
ত্যজিয়া প্রাণের মায়া সিংহনাদ করি বীরগণ,
মিলি' সবে যুদ্ধতরে বাহিরিয়া আসিল তখন।

অনন্তর মহাবল রক্ষকুলে হয়ে সমাবৃত,
ধনু উত্তোলন করি' দ্রুতবেগে হয়ে বহির্গত,
মহারথ দশানন করিলেন সে দ্বারে গমন
অবস্থিত দ্বারে যেই রাম আর সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
প্রভাহীন হলো সূর্য, দশদিক আঁধারে আবৃত,
রুধির বর্ষিল মেঘ, ধ্বজে হলো শকুনি পতিত।
মোহবশে উপেক্ষিয়া সেই সব দুর্লক্ষণ যত,
আত্মবিনাশের তরে রাবণ হলেন বহির্গত।
রথের ঘর্ঘর-রব শুনি' যত রাক্ষসযোদ্ধার,
কপিসৈন্য যুদ্ধ-তরে হলো সবে সজ্জিত আবার।
বৃক্ষ আর শিলা লয়ে আসি' যত কপিবীরগণ,
রণাঙ্গনে রক্ষকুলে আরম্ভিল করিতে নিধন।

লয়ে শূল, শক্তি, গদা, বাণ আর মুষল তখন,
লাগিল করিতে বধ কপিসৈন্যে নিশাচরগণ।
আপনি রাবণ ক্রোধে শরবৃষ্টি করি' নিরন্তর,
কপিসৈন্যগণে যত করিলেন যুদ্ধেতে জর্জর।
রাম তরে প্রাণ দিতে সমুদ্যত কপিবীর যত,
বৃক্ষ-শিলা লয়ে হলো রক্ষেন্দ্রের উদ্দেশে ধাবিত।
অগ্নিজ্বালাময় যত শররাজি করি' বরিষণ,
করিলেন বিদীর্ণ সে কপিসৈন্য, রক্ষেন্দ্র রাবণ।
মহাবল রাবণের শরজালে হয়ে নিপীড়িত,
কেহ হলো ছিন্ন-শির, কেহ হলো সংজ্ঞাবিরহিত।
ছিন্নবাহু হলো কেহ, হলো কারো চক্ষু উৎপাটিত,
সর্বাঙ্গে বিক্ষত কেহ হলো তীক্ষ্ণ শরাঘাতে যত।
সমর-অঙ্গনে সেই রাবণের বাণে নিপতিত
অসংখ্য বানর-দেহে, বসুন্ধরা হলো সমাবৃত।
মহামেঘমালা ভেদি' যায় চলি' পবন যেমন,
বানরসৈন্যের দল রণাঙ্গনে ভেদিয়া তেমন,
যথা রাম দ্রুত তথা অগ্রসর হলেন রাবণ।
কপিসৈন্যে পলায়ন করিতে নেহারি' কপীশ্বর,
হলেন সংগ্রামে রত রণাঙ্গনে আসিয়া সত্বর।
পক্ষিকূলে শিলাবৃষ্টি করে মেঘ কাননে যেমন,
করিলেন রক্ষসৈন্যে শিলাবৃষ্টি সুগ্রীব তেমন,
সে আঘাতে ভূপতিত হলো যত নিশাচরগণ।

হেরি' তাহা বিরূপাক্ষ আসি' সেথা রথেতে তাহার,
সুগ্রীবেরে লক্ষ্য করি' বহু শর করিল প্রহার।
প্রহারের প্রতিশোধে, ক্রোধান্বিত হয়ে কপীশ্বর,
হানিলেন দৃঢ়মুষ্টি বিরূপাক্ষ ললাটে সত্বর।

বজ্রসম সে আঘাতে বেগে রক্ত করিয়া বমন,
হলো বীর বিরূপাক্ষ ভূমিতলে পতিত তখন।
বানর-রাক্ষস-সেনা হেরি' তারে নিহত তথায়,
হলো রণোন্মত্ত, যেন উণ্মত্ত জাহ্নবীধারা প্রায়।
দুই সৈন্যদল সেই একে অন্যে করিয়া নিহত,
হলো নিদাঘেতে শুষ্ক ক্ষীণতোয়া-সরসীর মত।
সমুদ্রে মকর সম মত্তবীর পশিয়া তখন
কপিসৈন্যে, সে সবারে আরম্ভিল করিতে নিধন।
নিরীক্ষণ করি' তথা ছত্রভঙ্গ কপিসৈন্যে যত,
সুগ্রীব মত্তের পানে শিলাহস্তে হয়ে প্রধাবিত,
করিলেন বেগে সেই শিলাখণ্ড নিক্ষেপ তখন।
সুতীক্ষ্ণ বাণেতে তাহা মত্তবীর করিল ছেদন।
লয়ে ভূপতিত এক পরিঘ, সুগ্রীব অনন্তর,
মত্তের রথের অশ্ব করিলেন ছেদন সত্বর।
তাহে মত্তবীর ত্বরা রথ হতে নামি' রণাঙ্গনে,
আরম্ভিল ঘোরতর মুষ্টিযুদ্ধ সুগ্রীবের সনে।
ভূপতিত খড়্গচর্ম হস্তে দোঁহে লয়ে অনন্তর,
একে অপরের পানে হলো তারা ধাবিত সত্বর।
মত্তবীর খড়্গাঘাত করি' মহাচর্মেতে তখন
সুগ্রীবের, খড়্গ সেই লাগিল করিতে আকর্ষণ।
হেনকালে কপীশ্বর অকস্মাৎ করি' উত্তোলন
খড়্গ নিজ, মত্তশির করিলেন সে খড়্গে ছেদন।

মত্ত যবে হলো হত, হানি' বাণ উন্মত্ত তখন,
বৃক্ষ হতে ফলরাশি করে যথা বিচ্যুত পবন,
ভূতলে বিচ্যুত করি' কপিসৈন্য মস্তক তেমন
কহিল, রাক্ষস সৈন্যে রণাঙ্গনে করি' আনন্দিত,
আমাসম শত্রুহন্তা সসৈন্যেতে থাকিতে জীবিত।

তিষ্ঠিতে সমরক্ষেত্রে পারিবে না কপিসৈন্যগণ,
রণে-ভঙ্গ দিয়ে তারা সভয়ে করিবে পলায়ন।
নেহারি' উন্মত্ত-হস্তে কপিসৈন্যে হতে নিপীড়িত
অঙ্গদ সমুদ্রসম মহাবেগে হলেন ধাবিত।
অনন্তর পরিঘেতে করিলেন উন্মত্তে প্রহার,
ভাঙ্গিল ধনুক, হলো শিরস্ত্রাণ পতিত তাহার।
উন্মত্ত পরশু লয়ে অঙ্গদেরে হানিল তখন,
হলেন কাতর তাহে ক্ষণতরে বালির নন্দন।
বজ্রমুষ্টি উত্তোলন মহাক্রোধে করি' অনন্তর,
হানিলেন উন্মত্তেরে সবেগে অঙ্গদ বীরবর।
করিল উন্মত্তবীর সে প্রহারে প্রাণ পরিহার,
রক্ষসৈন্য দলে তাহে হলো মহাবিক্ষোভ সঞ্চার।

২৮। রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল

বিরূপাক্ষ মত্ত আর উন্মত্তেরে নেহারি' তখন
হত যুদ্ধে, সারথিরে কহিলেন ক্রুদ্ধ দশানন,
লঙ্কা অবরোধ করি' মম যত মন্ত্রীগণে, আর
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ অতিকায় প্রহস্তে হত্যার,
সব শোধ করি' বধ রাম আর লক্ষ্মণে এবার।
তারাই যুদ্ধের মূল, প্রশাখা বানরসৈন্যগণ,
মূলের উচ্ছেদ হলে সবে তারা হারাবে জীবন।
রক্ষেশ্বর-রাবণের বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ,
চালনা করিল রথ হর্ষভরে সারথি তখন।
রথের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক করি' নিনাদিত,
রাঘবের পানে দ্রুত দশানন হলেন ধাবিত।

সুবিশাল ধনু তাঁর অনন্তর করি' বিস্ফারণ,
সিংহনাদে নিজ নাম করিলেন ঘোষণা রাবণ।
নেহারিয়া দশাননে, করি' রাম কার্ম্মুক ধারণ,
আকর্ণ সন্ধান করি' করিলেন বাণ বরিষণ।
কহিলেন অনন্তর, ভাগ্যক্রমে এসেছে রাবণ
দৃষ্টিপথে, বধি' তারে সীতা আমি লভিব এখন।
শরজালে করি' ত্রস্ত রক্ষেশ্বর কপিসৈন্যে যত,
অগ্নিপ্রভ বাণ লয়ে রাম পানে হলেন ধাবিত।
যুদ্ধে জয় অভিলাষী রাম আর রক্ষেন্দ্ররাবণ,
সংগ্রাম প্রাণান্তকারী করিলেন আরম্ভ তখন।
রুদ্র ও কৃতান্ত-সম করিলেন যবে বরিষণ
শরধারা দোঁহে তাঁরা, ভয়ে হলো ভীত প্রাণীগণ।
আকাশ বিদ্যুৎময় মেঘে যথা হয় আচ্ছাদিত
গ্রীষ্মশেষে, হলো সেথা শরজালে সে হেন আবৃত।
দোঁহে তাঁরা অস্ত্রবিদ্, দোঁহে তাঁরা সংগ্রামে তৎপর,
দোঁহে যুদ্ধ অনুরক্ত, দোঁহে তাঁরা মহাধনুর্দ্ধর।
ভ্রমিলেন যথা তাঁরা, শরের তরঙ্গ প্রবাহিত
হলো সেথা, বায়ুক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত।
মহাবল রামচন্দ্র করিলেন রাবণে বর্ষণ
গান্ধর্বাস্ত্র, করিলেন প্রতিহত সে অস্ত্র রাবণ।
রাঘবের গান্ধর্বাস্ত্র করি' ব্যর্থ ক্রুদ্ধ দশানন,
মহাঘোর অসুরাস্ত্র করিলেন হস্তেতে গ্রহণ।
মায়াবলে অনন্তর সৃজন করিয়া অগণন
শৃগাল, বায়স, গৃধ্র, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর-বদন
শররাজি, করিলেন রামপানে নিক্ষেপ রাবণ,
ফেলি শ্বাস অবিরত মহাক্রুদ্ধ সর্পের মতন।
আসুরাস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে মহোৎসাহে রাম রঘুবর
দিব্যপাবকাস্ত্র লয়ে করিলেন নিক্ষেপ সত্বর।

অগ্নিমুখ, বাণ বহু, বজ্রসম সূর্যসম আর,
গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, অর্দ্ধচন্দ্রসন্নিভ-আকার
বাণ যত, করিলেন রাঘব নিক্ষেপ বহুবার।
রামের সে হেন নানা শরধারে হয়ে প্রতিহত,
আকাশে বিলীন হলো রাবণ-নিক্ষিপ্ত বাণ যত।
রাম-বাণে রাবণের বাণ ব্যর্থ নেহারি' তখন,
করিল আনন্দভরে উচ্চনাদ কপিসৈন্যগণ।
রাবণ রামের অস্ত্রে নিজ অস্ত্র হেরি' প্রতিহত,
নিক্ষেপিল রৌদ্র নামে অস্ত্র ময়দানবনির্মিত।
দীপ্তিময় প্রাস, গদা, মুষল, মুদ্গর আদি যত
অস্ত্র সব, হলো সেই এক অস্ত্র হতে বহির্গত।
করিলেন গান্ধর্বাস্ত্রে রাঘব সে অস্ত্র নিবারণ,
নিক্ষেপ পৈশাচঅস্ত্র করিলেন রাবণ তখন।
সুবিশাল সমুজ্জ্বল চক্র যত বেগে ভয়ঙ্কর,
সে পৈশাচঅস্ত্র হতে বহির্গত হলো অনন্তর।
করিলেন রঘুবর রণাঙ্গনে অস্ত্রেতে তাঁহার
ছেদন সে চক্র যত, রাবণের অস্ত্র যত আর।

হেনকালে সপ্তশরে করিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ
নরমুণ্ডাকৃতিধ্বজ রক্ষেন্দ্রের, ক্রোধেতে ছেদন
রাবণের সারথির মস্তক কর্তন করি আর,
গজশুণ্ডাকৃতি ধনু করিলেন ছেদন তাঁহার।
রাবণের চারি অশ্ব যেন পর্বতের মত,
মুদ্গর প্রহার করি' বিভীষণ করিলেন হত।
মহাক্রোধে রথ হতে ভূমিতলে নামিয়া তখন,
করিলেন মহাশক্তি বিভীষণে নিক্ষেপ রাবণ।
শক্তি সেই, তিন বাণে করিলেন ছেদন লক্ষ্মণ।

দুর্জ্জয় তেজেতে দীপ্ত শক্তি এক লয়ে অনন্তর
লক্ষ্মণ-সম্মুখে আসি' কহিলেন রাক্ষসঈশ্বর,
করেছ গর্বিত হয়ে বলে নিজ, বিভীষণে ত্রাণ,
তারে ছাড়ি' শক্তি এই তোমার নাশিবে এবে প্রাণ।
অষ্টঘণ্টা-যুক্ত সেই শক্তি ময়দানবনির্মিত,
নিক্ষেপ লক্ষ্মণ-পানে করিলেন হয়ে ক্রোধান্বিত
দশানন, দীপ্ত সেই মহাঅস্ত্র পড়িল তখন
লক্ষ্মণের বক্ষ মাঝে, ভূপতিত হলেন লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণে ভূতলশায়ী রঘুবর করি' নিরীক্ষণ,
ভ্রাতৃস্নেহে সুগভীর বিষাদে হলেন নিমগন।
লক্ষ্মণের বক্ষ হতে সে শক্তি করিতে উৎপাটন
সুগ্রীব অঙ্গদ আর হনুমান হলেন অক্ষম।
মহাবীর্যশালী রাম দুই হস্তে করি উৎপাটন,
শক্তি সেই, করিলেন দ্বিধাভগ্ন সে অস্ত্র তখন।
কহিলেন অনন্তর সুগ্রীবেরে আর হনুমানে
রঘুবর, কর রক্ষা এবে সবে বেষ্টিয়া লক্ষ্মণে।
আজি মম আকাঙ্ক্ষিত বিক্রম করিব প্রদর্শন,
পৃথিবী অ-রাম হবে কিংবা আজি হবে অ-রাবণ।
কহি ইহা ধনুকেতে সংযোজিত করি' রণাঙ্গনে
তীক্ষ্ণবাণ, রঘুবর করিলেন আহত রাবণে।
নারাচ মুষল বহু হানিলেন রামেরে তখন
রাবণ, জলদ যথা জলধারা করে বরিষণ।
দোঁহার নিক্ষিপ্ত শরে মহাশব্দ হলো সমুত্থিত,
জ্যানির্ঘোষে সে দোঁহার প্রাণী সব হলো সন্ত্রাসিত।

২৯। কালনেমি ও হনুমান

ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ রাম সনে করি' অনন্তর,
ত্যজিলেন রণক্ষেত্র পরিশ্রান্ত হয়ে রক্ষেশ্বর।
সুগ্রীবের পাশে আসি' কহিলেন রাঘব তখন,
প্রাণ হতে প্রিয় মম লক্ষ্মণেরে করি' নিরীক্ষণ
শোনিতাক্ত দেহে হেন শক্তিশেলে ভূতলে লুণ্ঠিত,
হয়েছি অধীর আমি, শক্তি মম এবে অন্তর্হিত।
কি হবে বিজয় লভি' প্রাণে মোর কিবা প্রয়োজন,
যদি যুদ্ধে পরাক্রান্ত-ভ্রাতা মম হারায় জীবন।
নাহি কাজ সংগ্রামেতে নাহি কাজ বৈদেহীতে আর,
হেথায় জীবন আজি বিসর্জন করিব আমার।
নিজ ক্রোড়ে করি' রাম লক্ষ্মণের মস্তক স্থাপন,
করিলেন দুঃখে অতি সকরুণ ক্রন্দন তখন।
কহিলেন শোকাকুল রাঘবে সুগ্রীব অনন্তর,
শোক আর বিহ্বলতা বর্জন করুন রঘুবর।
করি' আগমন হেথা বিজ্ঞবৈদ্য সুষেণ এখন.
তব প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে করুন দর্শন।

লক্ষ্মণে পরীক্ষা করি', আসি' তথা সুষেণ তখন,
কহিলেন, লক্ষ্মণের দীপ্তমুখ প্রসন্নয়ন
পদ্মরক্তহস্ত আর এবে রাম করুন দর্শন।
জীবিত সে, মৃতে রূপ দেখা হেন না যায় কখন।
শ্বাসে আর প্রশ্বাসেতে স্পন্দিত হতেছে বক্ষ তার,
করুন হে মহাবাহো শোক তব এবে পরিহার।
বিশল্যকরণী আছে উত্তরেতে গন্ধমাদনেতে,
সৃজিলেন বিভু তাহা সর্বপ্রাণী-রোগ-বিনাশিতে।

হেরিলেও শুধু তাহা শল্যমুক্ত হয় সর্বজন,
শীঘ্র দ্রুতবেগে সেথা কপিকুল করুন গমন।
কহিলেন রঘুবর, সে পর্বতে করিতে গমন,
নাহি হেরি অন্যজন তোমাসম পবননন্দন।
কহিলেন হনুমান, হন যদি জীবিত লক্ষ্মণ
মম প্রাণ বিনিময়ে, দিতে তবে পারি এ জীবন।
কি আর অধিক মোর দ্রুতবেগে করিতে গমন।

কহিলেন মারুতিরে সুষেণ, ত্বরায় আনয়ন
কর সে ওষধি, শোন চিহ্ন তার, কহিব এখন।
পুষ্প তার তাম্রবর্ণ, লতা রক্ত-চন্দনের মত,
সবুজবরণ ফল, পীতবর্ণ পত্র তার যত।
যুক্তকরে অনন্তর করি' সেথা সবারে প্রণাম,
ভেদিয়া পঞ্চমস্তর বায়ুমণ্ডলের, হনুমান
লঙ্কার আকাশে ঊর্দ্ধে করিলেন নির্ভয়ে উত্থান।

নেহারিয়া হনুমানে কহিলেন রক্ষেন্দ্ররাবণ,
ভীমাকৃতি চতুর্মুখ কালনেমি রাক্ষসে তখন।
গিরিগন্ধমাদনেতে যায় ওই পবননন্দন
আনিতে ওষধি এবে। কর তাহে বিঘ্ন সংঘটন।
করিতে বিঘ্নের সৃষ্টি পার যদি কার্যেতে তাহার,
তোমারে অর্দ্ধাংশ তবে দিব এই রাজ্যের আমার।
কর গন্ধমাদনেতে ঋষিরূপে আশ্রম সুন্দর,
হেরিবে পর্বতে সেই সুবিশাল আছে সরোবর।
সেথা সর্ব-প্রাণী-ঘাতী কুম্ভীরিণী করে অবস্থান,
করিবে প্রয়াস হেন যাহে তথা যায় হনুমান।
মরে সে নিশ্চয় যারে কুম্ভীরিণী করে আক্রমণ,
আক্রমণে তার জেনো হনুমান হারাবে জীবন।

লক্ষ্মণের হবে মৃত্যু ওষধির অভাবে তখন,
হলে মৃত্যু লক্ষ্মণের, শোকে রাম হারাবে জীবন।
রামের ঘটিলে মৃত্যু কপীশ্বর রবেনা জীবিত,
হেনরূপে কালনেমি জয় মম হবে সুনিশ্চিত।

যথা আজ্ঞা বলি' আর জয়বাক্য করি' উচ্চারণ,
গন্ধমাদনেতে ত্বরা কালনেমি করিল গমন।
অনন্তর মায়াবলে নিমেষে সে করিয়া নির্মাণ,
সুরম্যআশ্রম সেথা, বল্কল করিল পরিধান।
জ্বালিয়া হোমাগ্নি আর জটা শ্মশ্রু করিয়া ধারণ,
ছদ্মতপস্বীর বেশে জপমালা করিল গ্রহণ।
হেথা বীর হনুমান আসি' গন্ধমাদনে তখন,
বৃক্ষময় আশ্রম সে করিলেন সেথা নিরীক্ষণ।
হেরি' হনুমানে তথা ছদ্মঋষি করি সমুত্থান
কহিল, হে কপিশ্রেষ্ঠ কর এ আশ্রমে অবস্থান।
লহ পাদ্য, লহ অর্ঘ, কর এই আসন গ্রহণ,
মনোহর সরোবর হের ওই করেছি অর্জন
মম উগ্রতপস্যায়। জলপান করিলে ইহার
দীর্ঘকাল কভু জেনো নাহি হয় ক্ষুধার সঞ্চার।
করিলেন জলপান সরোবরে নামিয়া তখন
হনুমান, কুম্ভীরিণী অমনি করিল আক্রমণ
মহাবীর হনুমান করি' তারে বেগে উত্তোলন,
আনি' সরোবর তীরে করিলেন নখে বিদারণ।
কহিল সে কুম্ভীরিণী অন্তরীক্ষে রহি' অনন্তর,
স্বর্গের অপ্সরা আমি গন্ধকালী নামে কপিবর।
শাপগ্রস্ত হয়ে হলো মম এই ভূতলে পতন,
তব হস্তে এবে মম হলো সেই শাপ বিমোচন।

আশ্রমে তখন পুনঃ মারুতি হলেন প্রত্যাগত,
ঋষিরূপী নিশাচর দিল আনি' ফলমূল যত।
করি' চিন্তা কিছুক্ষণ অবয়ব নেহারি' তাহার,
ভাবিলা মারুতি নহে ঋষিসম আকৃতি ইহার।
মূর্তি রাক্ষসের প্রায় ব্যবহারে নেহারি বিকার,
পাঠায়েছে রক্ষেশ্বর হেথা মোরে করিতে সংহার।
বধাকাঙ্ক্ষী এ রাক্ষসে এবে হেথা করিব নিধন।
"রে দুরাত্মা নিশাচর তোরে আমি চিনেছি এখন।"
শুনি' তাহা, ভয়ঙ্কর নিজরূপ করি' প্রদর্শন,
কহিল সে কালনেমি, কোথা আর করিবি গমন
রে বানর, পাঠালেন বধ তোরে করিতে রাবণ।
হব এবে তৃপ্ত, করি' মাংস তোর ভক্ষণ এখন।
তখন বানর আর রাক্ষস দোঁহায় পরস্পর,
হলো বাহুযুদ্ধ আর মুষ্টিযুদ্ধ হলো ঘোরতর।
হয়ে ক্রমে মারুতির বাহুরবন্ধনে নিপীড়িত,
হারায়ে জীবন হলো কালনেমি ভূতলে পতিত।

বৃক্ষলতা সমাবৃত পর্বতে সে মারুতি তখন,
ওষধি সন্ধান করি' লাগিলেন করিতে ভ্রমণ।
না হেরি ওষধি সেই হনুমান বহু অন্বেষণে,
বিলম্বেতে মহাক্ষতি হবে বলি' ভাবিলেন মনে।
দু'বাহুতে অবশেষে গিরিশৃঙ্গ করি' উৎপাটন,
লয়ে সেই শৃঙ্গ ত্বরা করিলেন লঙ্কায় গমন।
সুষেণ সে গিরিশৃঙ্গে আরোহিয়া করি' অন্বেষণ,
লভিয়া ওষধি সেই করিলেন প্রস্তরে পেষণ।
আনি' তাহা অনন্তর নস্যরূপে প্রদান তখন
করিলেন লক্ষ্মণেরে। ঘ্রাণ তার করিয়া গ্রহণ
নিরাময় হয়ে সেথা, সমুত্থিত হলেন লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণেরে সুস্থ হেরি' হয়ে রাম আনন্দে মগন
এস, এস, বলি তারে করিলেন গাঢ় আলিঙ্গন
বাষ্পসমাকুল নেত্রে। কহিলেন আর হনুমানে,
তোমার শক্তিতে আমি ফিরে পুনঃ লভেছি লক্ষ্মণে।
যুদ্ধজয় হত ব্যর্থ ভ্রাতা মম হারালে জীবন,
সীতা আর প্রাণে মম কিছু না থাকিত প্রয়োজন।
রাঘবের হেনরূপ বাক্য সেথা করিয়া শ্রবণ,
লক্ষ্মণ অস্পষ্টবাক্যে কহিলেন রাঘবে তখন।
প্রতিজ্ঞাআবদ্ধ হয়ে বলা নহে উচিত এখন
লঘুবীর্য লোক সম একথা, হে সত্যপরাক্রম।
মম তরে নিরাশায় অভিভূত না হয়ে এমন,
করুন রাবণে বধি' এবে তব প্রতিজ্ঞা পালন।

৩০। রাবণ-বধ

লক্ষ্মণের বাক্য সেই রঘুবর করিয়া শ্রবণ,
রাবণ-বধের তরে করিলেন সঙ্কল্প গ্রহণ।
হয়ে নিজ মায়াবলে অন্তর্হিত সত্বর তখন,
সর্ব-অস্ত্রযুক্ত-রথ করিলেন নির্মাণ রাবণ।
সর্বোত্তম রথ সেই অক্ষে, চক্রে, সুবর্ণে ভূষিত,
সুবিজ্ঞসারথি আর দ্রুতগামী অশ্বসমন্বিত।
আরোহিয়া দশানন রথে সেই আসি' রণাঙ্গনে,
হলেন ধাবিত লয়ে শররাজি, রামচন্দ্র পানে।
দেবতাগন্ধর্ব যত কহিলেন একথা সকলে,
রক্ষেশ্বর আছে রথে, রঘুবর আছেন ভূতলে,
অ-সম এহেন যুদ্ধ। করি' ইন্দ্র সে কথা শ্রবণ,
রথ সহ মাতলিরে করিলেন রাঘবে প্রেরণ।

নবোদিতসূর্য-সম রথ সেই সুবর্ণে চিত্রিত,
বজ্রতুল্য ধ্বজদণ্ড আর শ্রেষ্ঠঅশ্বসমন্বিত,
স্বর্গ হ'তে আসি' ত্বরা রাম পাশে হলো উপনীত।
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, রাম, হনুমান আর বিভীষণ,
হলেন বিস্মিত অতি, রথ সেই করি' নিরীক্ষণ।
কহিলেন তাঁরা সবে অবশ্যই রয়েছে কারণ
এ রথের আবির্ভাবে। প্রতারিত করিতে রাবণ
আমা সবে, হেনরূপ করেছে কি উপায় গ্রহণ।

কহিল মাতলি আসি' যুক্তকরে শ্রীরামে তখন,
এই দিব্যরথ রাম করেছেন দেবেন্দ্র প্রেরণ।
সুশাণিত শক্তিঅস্ত্র, শররাজি, কবচ উত্তম,
বিশাল এ ঐন্দ্রধনু, আপনার জয়ের কারণ
হয়েছে প্রেরিত হেথা। রথে এই করি' আরোহণ
হে রাম, সংগ্রামে আজি রাবণেরে করুন নিধন।
শুনি' সেই কথা রাম, মাতলিরে করি' সম্বর্দ্ধনা,
প্রদক্ষিণ করি' রথ, দেবগণে করিয়া অর্চনা,
বিজয়কামনা করি', করিলেন রথে আরোহণ,
দ্রুত সে রথের অশ্ব মাতলি করিল সঞ্চালন।

পরাক্রান্ত দুই বীর রাম আর রাবণে তখন,
অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধ হলো সেথা আরম্ভ ভীষণ।
রাবণ গান্ধর্ব আর দৈবঅস্ত্র নিক্ষেপিলা যত,
দৈব আর গান্ধর্বাস্ত্রে করিলেন রাম প্রতিহত।
ভয়ঙ্কর সর্প-অস্ত্র করিলেন নিক্ষেপ রাবণ,
করিলেন গরুড়াস্ত্রে রাম সেই অস্ত্র নিবারণ।
হেরি' তাহা রাম প্রতি শরধারা করি' বরিষণ,
মাতলিরে শরে শরে করিলেন বিদ্ধ দশানন।

রথের সুবর্ণধ্বজা রক্ষেশ্বর করি' উন্মূলিত,
ইন্দ্রের তুরঙ্গ যত করিলেন শরেতে আহত।
রাবণ-রাহুর হস্তে রামচন্দ্রে হেরি' নিপীড়িত,
বিভীষণ আর যত কপিবীর হলেন ব্যথিত॥
ঊর্মিমালা-আবর্তনে ধূম্রাচ্ছন্ন সাগর তখন,
ক্রোধে ঊর্দ্ধোত্থিত হয়ে স্পর্শ যেন করিল তপন।
ম্লান হলো সূর্যরশ্মি, ধূমকেতু দিল দরশন।
কহিল অসুর যত যুদ্ধে জয় হোক্ রাবণের,
কহিলেন দেবগণ হোক্ যুদ্ধে বিজয় রামের।

কহিলেন হেনকালে শূল এক লয়ে দশানন,
শূলে এই আজি রাম বিনাশিব তোমার জীবন।
করি' যত যুদ্ধেহত রক্ষবীরে মনেতে স্মরণ,
পুরস্ত্রীগণের আমি অশ্রু আজি করিব মার্জন।
কহি' ইহা শূল সেই করিলেন নিক্ষেপ রাবণ,
করিলেন রাম তাহা ইন্দ্রদত্ত শক্তিতে ছেদন।
রাবণের অশ্ব যত করি' রাম বাণে বিদারিত,
করিলেন রাবণেরে তীক্ষ্ণশর হানি' নিপীড়িত।
হয়ে তাহে মহাক্রুদ্ধ করিলেন রাবণ তখন
বিদ্ধ রামে, ক্ষিপ্রহস্তে করি' বহু বাণ-বরিষণ।
শরজালে সে দোঁহার অন্ধকার হলো রণাঙ্গন,
রহিলেন তাহে সেথা পরস্পর অলক্ষ্য দুজন।

কঠোর বচনে রাম কহিলেন রাবণে তখন,
রে রাক্ষস কুলাধম, ভার্যা মম করেছ হরণ
জনস্থান হতে, তারে অসহায়া করি' নিরীক্ষণ,
কুবেরের ভ্রাতা হয়ে শ্লাঘ্যকাজ করেছ এমন।
হয়ে যত অসহায় ভয়েভীত রাক্ষস-পূজিত,
আপনারে বীর ভাবি' মনে তুমি হয়েছ গর্বিত।

অনাথা নারীর পরে করি' বল প্রকাশ তোমার
কাপুরুষ সম, ভাব বীর বলি' নিজেরে আবার।
দিবসে নিশীথে মম নাহি নিদ্রা, নাহি শান্তি আর,
যাবৎ না মূল আমি উৎপাটন করিব তোমার।
আপনারে বীর বলি' রে দুর্মতি ভাব তুমি মনে,
হয় নাই লজ্জা, হেন চোর সম সীতারে হরণে।
মম সন্নিধান হতে পরাক্রম করি' প্রদর্শন
আনিলে সীতায়, হতে বাণে মম বিগতজীবন।
ভাগ্যবশে রে দুর্মতি, দৃষ্টিপথে এসেছ আমার,
মম তীক্ষ্ণ-শরাঘাতে যমালয়ে যাবে এইবার।
ভূমিতলে নিপতিত তোমার বক্ষেতে গৃধ্রগণ,
মম বাণ-সমুত্থিত-রক্ত পান করিবে এখন।
কহি' ইহা শত্রুহন্তা রাঘব সে সমরঅঙ্গনে,
করিলেন যুদ্ধে বিদ্ধ শরে শরে রক্ষেন্দ্র রাবণে।
সংগ্রামে অক্লিষ্ট, ক্রুদ্ধ রাঘবের হলো অনন্তর,
দ্বিগুণ উৎসাহ আর বলে বীর্য্যে পূরিত অন্তর।
হস্তের ক্ষিপ্রতা আর অস্ত্রবল হলো বিবর্দ্ধিত,
শুভ হেন হেরি' রাম করিলেন অস্ত্রে নিপীড়িত
দশাননে পুনরায়। হয়ে তাহে বিভ্রান্ত তখন,
সমুচিত অস্ত্রক্ষেপে রহিলেন বিরত রাবণ।
হলেন শকতিহীন ধনুক করিতে আকর্ষণ।
রামের নিক্ষিপ্ত যত শর আর অস্ত্রের প্রহার,
যুদ্ধে রাবণের প্রাণে করিল না প্রেরণা সঞ্চার।

সারথি সে হেন ভাব রক্ষেন্দ্রের করি' নিরীক্ষণ,
যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে রথ লয়ে করিল গমন।
কৃতান্ত-প্রভাবে হয়ে মোহাবিষ্ট রক্ষেন্দ্র রাবণ,
কহিলেন মহাক্রোধে সারথিরে এ কথা তখন।

ভাবি' মোরে হীনবীর্য, ভীরু আর পৌরুষবর্জিত,
অবহেলাবশে মম মত নাহি হয়ে অবগত,
শত্রুমধ্য হতে কেন রথ তুমি আনিলে আমার,
বিনষ্ট করিলে মম তেজ, বীর্য, যশোরাশি আর।
করেছ শত্রুর কাছে কাপুরুষ প্রতিপন্ন মোরে,
নিশ্চয় করেছে শত্রু পুরস্কৃত দুর্মতি তোমারে।
করেছ শত্রুর কার্য, থাকে যদি স্মরণে তোমার
মম যত গুণ, তবে যুদ্ধে রথ লহ পুনর্বার।
সারথি কহিল তাঁরে অনুনয়বাক্যেতে তখন,
ভয়ে নহি ভীত আর করি নাই উৎকোচ গ্রহণ
শত্রু হতে, গুণ তব সব মম আছে যে স্মরণে,
করেছি এ হেন কার্য শুধু তব হিতের কারণে।
হে বীরেন্দ্র, অতিশ্রম যুদ্ধেতে দেখেছি আপনার,
হয়েছে রথের অশ্ব পরিশ্রান্ত ঘর্মসিক্ত আর।
যুদ্ধে সুলক্ষণ কিছু পড়ে নাই দৃষ্টিতে আমার।
দেশকাল ইঙ্গিতাদি, সংগ্রামে রথীর বলাবল,
রণাঙ্গনে থাকা শ্রেয়, কিংবা তাহা ত্যাগ সুমঙ্গল,
কখন ফিরিতে পুনঃ হবে যুদ্ধে, এই সব যত,
উচিত যে সারথির সব তাহা থাকা অবগত।
বিশ্রামের তরে তব প্রভুস্নেহে করেছি এমন,
যে আজ্ঞা লভিব এবে তাই আমি করিব পালন।

তুষ্ট হয়ে বাক্যে তার কহিলেন রক্ষেন্দ্র তখন,
হে সারথি, রামপাশে শীঘ্র রথ কর সংস্থাপন।
না করি' নিহত শত্রু, নিবৃত্ত হবে না দশানন।
সারথি রাবণবাক্যে দ্রুত রথ করিল চালিত,
রামের সম্মুখে সেই মহারথ হলো উপনীত।

রাবণের বেগবান রথ সেই সহসা তখন
হেরি' রাম, কহিলেন মাতলিরে করি' সম্বোধন,
আসিছে শত্রুর রথ হে মাতলি, কর নিরীক্ষণ,
দৃঢ়রূপে রশ্মি ধরি' কর রথ চালনা এখন।
বলা কিছু প্রয়োজন নাহি দক্ষ ইন্দ্র-সারথিরে,
স্মরণে আনিতে কার্য কহি ইহা, নহে শিক্ষাতরে।
মাতলি রামের শুনি' বাক্য হেন, হয়ে আনন্দিত,
চালনা করিল রথ, রথচক্র হতে সমুখিত
ধূলিজালে রাবণের মহারথ করি' আচ্ছাদিত।
করি' রক্তবর্ণচক্ষু বিস্ফারিত রক্ষেন্দ্র রাবণ,
করিলেন শরে বিদ্ধ রথেস্থিত রাঘবে তখন।
রাবণের শরাঘাতে মহাক্রুদ্ধ হয়ে রঘুবর,
ইন্দ্রদত্ত মহাধনু করিলেন গ্রহণ সত্বর।
দুই মত্তহস্তীসম পরস্পর বধ-কামনায়,
হলো রাম-রাবণেতে যুদ্ধারম্ভ তখন সেথায়।
অস্ত্রে অস্ত্র বিনাশিয়া নৈপুণ্য করিয়া প্রদর্শন,
শরে শরে অন্তরীক্ষ করিলেন দোঁহে আচ্ছাদন।
রাবণের ধ্বংস আর রামজয় করিয়া সূচিত,
বিষম উৎপাত যত হেনকালে হলো সমুত্থিত।
হয়ে লঙ্কা, রক্তবর্ণ জবাপুষ্প-সন্নিভ-সন্ধ্যায়
সমাবৃত দিবানিশি, গেল দেখা প্রজ্জ্বলিত প্রায়।
রক্ষসৈন্য রাক্ষসেন্দ্রে, কপিসৈন্য রাঘবে তথায়,
দেখিতে লাগিল সবে বিস্ময়েতে চিত্রার্পিত প্রায়।
রণাঙ্গনে রথে সেথা করিলেন দোঁহে বিচরণ,
দুই মহামেঘ সম শরধারা করি' বরিষণ।
হবে জয় ভাবি' রাম, হবে মৃত্যু ভাবিয়া রাবণ,
করিলেন প্রকাশিত যুদ্ধে সেই পূর্ণপরাক্রম।

মুষল, মুদ্গর, চক্র, পরিঘ, অঙ্কুশ অগণন,
অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল আর করিলেন নিক্ষেপ রাবণ।
মহাশস্ত্রময় সেই বৃষ্টিধারা যুদ্ধে অবিরত,
বানরসৈন্যের দলে চারিদিকে হলো নিপতিত।
করিলেন বহুশর ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষেপ তখন,
রাম আর রথ তাঁর লক্ষ্য করি' রক্ষেন্দ্র রাবণ।
সে হেন ক্ষিপ্রতা হেরি' রাবণের রামরঘুবর,
তিক্ষ্ণ যত শররাজি করিলেন সন্ধান সত্বর।
আকাশ আচ্ছন্ন হলো সে শরবর্ষণে নিরন্তর।
রথেস্থিত বীর দোঁহে পরস্পরে করি' নিপীড়ন,
মহাক্রোধে ক্রুরমূর্তি করিলেন যুদ্ধেতে ধারণ।

বহুভাবে রণক্ষেত্রে গতিবিধি করি' অনন্তর,
করিলেন অবস্থান সম্মুখীন হয়ে পরস্পর।
ধনু আকর্ষণ করি' ক্ষুরধার অস্ত্রেতে তখন,
করিলেন দ্রুত রাম রাবণের ধনুক ছেদন।
বর্ষিলেন শরধারা অন্যধনু লয়ে দশানন,
করিলেন ব্যর্থ তাহা অস্ত্র রাম করি' বরিষণ।
বহু শরবরিষণে বসুন্ধরা হলো প্রকম্পিত,
পবন নিশ্চল হলো, সূর্য হলো প্রভাবিরহিত।
দুই মহাবীর-যুদ্ধ সমতুল্য করি' নিরীক্ষণ,
দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি হলেন চিন্তায় নিমগন।
কহিলেন তাঁরা সবে, হোক্ স্থির এই ত্রিভুবন,
আজি রাম যুদ্ধে এই রাবণেরে করুন্ নিধন।

সেই মহারণক্ষেত্রে অস্ত্রবিদ্ রাঘব তখন,
সর্পসম অস্ত্র এক করি' ত্বরা হস্তেতে গ্রহণ,
দেহ হতে রাবণের করিলেন মস্তক ছেদন,
ভূতলে সে ছিন্নশির সর্বলোক করিল দর্শন।

সমতুল্য শির অন্য হলো তাঁর উত্থিত তখন,
ক্ষিপ্রহস্তে রঘুবর করিলেন সে শির ছেদন।
দ্বিতীয় সে শির রাম করি' ছিন্ন, দেখিলেন তাঁর
অন্য শির, ছিন্ন তাহা করিলেন রাঘব আবার।
রাম হস্তে হয়ে ছিন্ন রাবণের শির বারবার
হলো হেন সমুত্থিত, জীবন হলোনা শেষ তাঁর।
মনে মনে রঘুবর ভাবিলেন একথা তখন,
মারীচ দূষণ খরে যে শরেতে করেছি নিধন,
করেছি সুতীক্ষ্ণ যেই শরে আর বালিরে নিহত,
রাবণের দেহে কেন হলো ব্যর্থ সেই শর যত।

কহিল মাতলি রামে হেনকালে, হে রাম এখন,
অজ্ঞজন সম কেন করিছেন হেন আচরণ।
রাবণ-বধের তরে করিলেন যে অস্ত্র প্রেরণ
পূর্বে ব্রহ্মা, অস্ত্রে সেই রাবণেরে করুন নিধন।
মস্তক-ছেদনে রাম রাবণ হবেনা কভু হত,
মর্মস্থল করি' তার বাণে বিদ্ধ, করুন নিহত।
মহর্ষি অগস্ত্য হতে পূর্বলব্ধ ব্রহ্মাস্ত্র তখন,
করিতে রাবণ-বধ করিলেন শ্রীরাম গ্রহণ।
পুঙ্খে বায়ু সে অস্ত্রের, ফলকেতে অগ্নি ও ভাস্কর,
শরীর আকাশময়, গুরুভারে যেন সে মন্দর।
কুবের-বরুণ-ইন্দ্র-কৃতান্ত, সে বাণে অবস্থিত,
স্বতেজে প্রদীপ্ত বাণ, স্বর্ণ আর সুপুঙ্খ ভূষিত।
সধূম কালাগ্নি আর লেলিহান ভুজঙ্গের মত,
অস্ত্র সেই, ভয়াবহ রক্ত আর মেদে নিমজ্জিত।
বেদবিধি অনুসারে মহাস্ত্র সে করি' মন্ত্রঃপূত,
মহাবল রামচন্দ্র করিলেন কার্মুকে যোজিত।

শর সে, ধনুতে রাম করিলেন সন্ধান যখন,
বসুধা কম্পিত হলো, বিচলিত হলো প্রাণীগণ।
করিলেন যবে রাম নিক্ষেপ সে মর্মভেদী বাণ,
বায়ুপথে প্রজ্জ্বলিত হলো তাহা বজ্রের সমান।
অব্যর্থ কৃতান্তসম বাণ সেই, হয়ে নিপতিত
রাবণ-বক্ষেতে, তার হৃদয় করিল বিদারিত।
প্রাণঘাতী রুধিরাক্ত শর সেই করিয়া হরণ
সবেগে রাবণপ্রাণ, ভূগর্ভেতে করিল গমন।
সাধিয়া স্বকার্য পুনঃ তূণীরে করিল আগমন।
বজ্রাহত বৃত্র-সম রাবণ হলেন ভূপতিত
রথ হতে রণাঙ্গনে, গত প্রাণ, তেজ-বিরহিত।
রক্ষেশ্বরে ভূপতিত নেহারি' করিল পলায়ন,
নায়কবিহীন হয়ে মহাভয়ে নিশাচরগণ।

রাবণনিধন আর রামজয় বারতা তখন,
জয়োল্লাসে উচ্চনাদে ঘোষণা করিল কপিগণ।
আকাশেতে হলো ঊর্দ্ধে স্বর্গের দুন্দুভি নিনাদিত,
মহারবে জয়ধ্বনি তথা আর হলো সমুত্থিত,
হলো দিব্য-গন্ধ-বহ সুখময় বায়ু প্রবাহিত।
অন্তরীক্ষ হতে হলো ধরাতলে পুষ্পবরষিত,
হলো রাঘবের রথ আবৃত সে পুষ্পে সুরভিত।
'সাধু, সাধু, সাধু', রবে গগনেতে যত দেবগণ,
করিলেন রামে স্তুতি হয়ে সবে আনন্দে মগন।
সুগ্রীবাদি বন্ধুগণে কহিলেন করি' সম্বোধন
রঘুবর, বলে বীর্যে তোমাদের লভি' অনুক্ষণ
সহায়তা যুদ্ধে আমি, রাবণেরে করেছি নিধন।

কপিকুলে আনন্দিত করি' রাম কহিলেন আর,
কার্যবিবরণ যত শেষবার করিয়া বিস্তার।
রামবাক্যে আনন্দিত হয়ে তারা কহিল সকলে,
রাবণ হয়েছে হত শুধু রাম তব বীর্যবলে।
শক্তি কভু আমাদের নাহি হত করিতে সাধন,
সুদুষ্কর কার্য হেন তব সম হে রঘুনন্দন।
বন্ধুগণ হতে হেন লভি' পূজা লভি' সমাদর,
দেবমাঝে ইন্দ্রসম শোভিলেন রামরঘুবর।
পবন প্রশান্ত হলো, সুপ্রসন্ন দশদিক্
হলো আর নির্মল গগন,
হলো দীপ্ত সূর্যপ্রভা, করিলেন অবস্থান,
স্থির মনে যত দেবগণ।

৩১। মন্দোদরীর বিলাপ—রাবণের অন্ত্যেষ্টি

রাবণে পতিত হেরি' চারিদিকে নিশাচরগণ,
সমুদ্রে, পর্বতে, বনে, সভয়ে করিল পলায়ন।
কেহবা অপত্যস্নেহে লঙ্কাপুরে করিল গমন।
রক্ষকুল-পলায়নে লঙ্কাপুরী হলো বিচলিত,
বালবৃদ্ধ সকলের হাহাকারে হলো যে পূরিত।
ভ্রাতা দশাননে হেরি' রামশরে বিগতজীবন,
করিলেন বিভীষণ শোকে হেন বিলাপ তখন।
সর্বঅস্ত্রে সুনিপুণ, মহাবীর বিক্রমে বিখ্যাত,
মহার্ঘশয়ন যাঁর, হয়ে এবে সে তুমি নিহত,
চন্দনচর্চিতবাহু প্রসারিয়া ভূতলে শায়িত।
উজ্জ্বল মুকুট তব সূর্যপ্রভ, হয়েছে স্খলিত।

বলেছিনু পূর্বে যাহা সংঘটিত হলো তা' এখন,
মোহাচ্ছন্ন হয়ে তুমি বাক্য মম করনি শ্রবণ।
সূর্য যেন ভূপতিত, শশাঙ্ক আবৃত তমসায়।
বারিধারে এবে যেন হলো অগ্নি নির্বাপিত হায়
আজি এই ধরাতলে বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ বিহনে,
কি রহিল অবশেষ বীরশূন্য এ লঙ্কাভবনে।

শোকাকুল বিভীষণে কহিলেন রাম অনন্তর,
চেষ্টাহীন ভাবে কভু প্রচণ্ডবিক্রম রক্ষেশ্বর
হয় নাই হত যুদ্ধে, মহোৎসাহে নিঃশঙ্কঅন্তরে
অবিরত যুদ্ধ করি', পতিত সে হয়েছে সমরে।
সংগ্রামেতে কেহ নাহি হয় চিরবিজয়ী কখন,
হত নিজে হয় বীর, কিংবা করে শত্রুরে নিধন।
বিধাতা নির্দিষ্ট এই ক্ষত্রিয়ের বিধি চিরন্তন।
যুদ্ধে হত ক্ষত্রবীর শোকযোগ্য না হয় কখন।
ইহাই ঘটিবে জানি', ধৈর্য ধরি,' করি' সম্বরণ
শোক তব, এবে যাহা কর্তব্য তা' করুন পালন।
শুনি' রামবাক্য সেই, শোকেতে সন্তপ্ত বিভীষণ
ভ্রাতৃহিত তরে রামে কহিলেন এহেন তখন।

দেবগণ আর ইন্দ্রসহ রণে
হন নাই যিনি কভু পরাজিত,
ভগ্ন আজি তিনি যুদ্ধে তব সনে
বেলাভূমে ভগ্ন সমুদ্রের মত।
রক্ষা মিত্রগণে, ভৃত্যগণে আর,
করেছেন যিনি, ভোগ্যবস্তু যত
করেছেন ভোগ, করেছেন সদা
মিত্রে ধন দান, শত্রুরে নিহত।

বেদান্তবিৎ তপস্বী সাগ্নিক,
বীরশ্রেষ্ঠ যিনি, প্রেতকৃত্য তাঁর,
অনুষ্ঠিত এবে হতে পারে রাম
অনুগ্রহ যদি হয় আপনার।

সকরুণ বিভীষণ-বাক্যে সেই, প্রেতকার্য তরে
আদেশ মহাত্মা রাম প্রদানিয়া, কহিলেন তাঁরে
বিজয়লাভের পরে অবসান হয় শত্রুতার,
কাম্য আর হয় শান্তি, এবে তার করুন সৎকার।
আমারও কর্তব্য তাহা, কর্তব্য যেহেন আপনার।

রাবণ নিহত শুনি' রাবণের পত্নীগণ যত,
শোকাচ্ছন্ন হয়ে হলো অন্তঃপুর হতে বহির্গত।
করাঘাত করি' সবে মস্তকেতে আর বক্ষস্থলে,
ধূলায় ধূসর অঙ্গে, মুক্তকেশে আসিল সকলে।
কবন্ধেতে পরিপূর্ণ, পূর্ণ যত শৃগালে শকুনে,
মহাভয়ঙ্কর সেই, শোণিতে প্লাবিত রণাঙ্গনে।
হা নাথ, হা আর্যপুত্র, বলি' তারা করিয়া ক্রন্দন,
করিতে লাগিল সবে মৃতপতি-দেহ অন্বেষণ।
অনন্তর তেজে দীপ্ত, মহাকায় বীরেন্দ্র রাবণে,
নীলাঞ্জনস্তূপসম পতিত হেরিল রণাঙ্গনে।
নেহারি' পতিরে তারা রণভূমে ধূলায় শায়িত,
ছিন্নবনলতা-সম অঙ্গে তাঁর হলো নিপতিত।

কেহ আলিঙ্গিয়া, কেহ করি' বক্ষে চরণ ধারণ,
বাহুতে বেষ্টিয়া কেহ কণ্ঠ তাঁর, করিল রোদন।
মৃতপতি মুখ হেরি' কেহ হলো শোকেতে মূর্চ্ছিত,
কেহ শির লয়ে অঙ্কে, অশ্রুধারে করিল প্লাবিত।
ভর্তা রাবণেরে হেরি' রণাঙ্গনে বিগত জীবন,
করিতে লাগিল তারা হেনরূপ বিলাপ তখন।

করিলেন পরাজিত ইন্দ্রে আর কৃতান্তে যেজন,
যাঁর ভয়ে ভীত সদা দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষিগণ।
ছিলেন অবধ্য যিনি রাক্ষস, দানব, দেবতার,
অল্পবীর্য নরহস্তে মৃত্যু আজি হলো কি তাঁহার।
সুহৃদগণের যত হিতবাক্য না করি' শ্রবণ,
ঐশ্বর্যগর্বেতে তুমি হয়ে মত্ত, হারালে জীবন।
নিজেরে হে রক্ষেশ্বর, আমা সবে, আর রক্ষকুলে,
করিলে বিনাশ এবে, সীতারে আবদ্ধ করি' বলে।
দীনভাবে রাবণের শোকাকুল পত্নীগণ যত,
অশ্রুপূর্ণনেত্রে, বহু বিলাপ করিল হেনমত।

প্রেয়সী প্রথমাপত্নী রাবণের রাণী মন্দোদরী,
কহিলেন আর্তরবে যুদ্ধে হত পতিরে নেহারি'।
হে রক্ষেন্দ্র, যেই তুমি হলে ক্রুদ্ধ, নিজে সুরপতি
হতেন ক্ষমতাহীন সম্মুখে করিতে অবস্থিতি।
সেই তুমি ক্ষুদ্রনর রামহস্তে পরাজিত রণে,
এ কার্য রামের বলি না হয় বিশ্বাস মম মনে।
রামরূপ বুঝি নিজে করি' বিষ্ণু মায়াতে ধারণ,
আসিলেন অলক্ষ্যেতে বিনাশিতে তোমার জীবন।
রামের বিরোধী হতে নিষেধ করেছি আমি কত,
উপেক্ষা করেছ সব, ফল তার এবে সমাগত।
অভিলাষ হে রক্ষেন্দ্র, অকস্মাৎ তোমার অন্তরে
হলো যে সীতার লাগি', সে কেবল বিনাশের তরে।
ক্রোধের অনলে তার দগ্ধ তুমি হলে একেবারে।
সীতা হতে রূপে শ্রেষ্ঠ তোমার রমণীকুল যত,
অনঙ্গবশেতে তুমি হে রক্ষেন্দ্র, হলে তা' বিস্মৃত।
কিবা কুলে, কিবা শীলে, কি সৌন্দর্যে আমার সমান,
নহে যে মৈথিলী, তুমি মোহবশে হারালে সে জ্ঞান।

শোকতেয়াগিয়া সীতা রামসনে করিবে ভ্রমণ,
ক্ষীণপুণ্য আমি এবে শোকেতে হলাম নিমগন।
হয়ে হায় সুশোভিত, মাল্যে আর বস্ত্রে মনোরম,
সূর্য-প্রভ-বিমানেতে যেই আমি করেছি ভ্রমণ
সতত তোমার সনে, হেরি' বহু দেশ-দেশান্তর,
কৈলাস, সুমেরু আর নন্দনকানন মনোহর,
এ'ব সেই সাধ্বী আমি, চিরতরে হলাম জীবনে
বঞ্চিত সে সব যত সুখভোগে, তোমার বিহনে।
হা রাজন্, সমুজ্জ্বল কিরীটকুণ্ডলে বিভূষিত,
মদিরাচঞ্চলচক্ষু, আর চারুহাস্যেতে মণ্ডিত
আনন তোমার, এবে জীবনান্তে শ্রীহীন বিকৃত।
দুর্ভাগিনী মোর মনে ভাবনা ছিল না কভু যার,
বৈধব্যরজনী সেই সমাগত এখন আমার।
দানবেন্দ্র ময় পিতা, পতি মম রাক্ষসেন্দ্র আর,
পুত্র মম ইন্দ্রজিৎ, ছিল মম এই অহঙ্কার।
সেই আমি বন্ধুহীনা, পতিহীনা হয়ে হায় এবে,
সর্বস্ববঞ্চিত হয়ে মগন হয়েছি শোকার্ণবে।

শত্রুসংহারক তুমি, স্বজনপালক অবিরত,
ভোগে, সুখে, সম্মানেতে মোরে তুমি রেখেছ সতত!
মহার্ঘশয্যায় সদা যেই তুমি রয়েছ শায়িত,
সে তুমি ধরায় কেন ঘুমঘোরে ধূলায় লুণ্ঠিত।

পুত্র ইন্দ্রজিৎ মম যুদ্ধে যবে হারালো জীবন,
তখনি হয়েছি মৃত, পতিহীনা হলেম এখন।

হে রাজন্, সুদুর্জয়-তেজে তুমি ভুবনবিখ্যাত,
ক্রূর সম কেন তবে হলে হেন নারীচৌর্যে রত।

রক্ষকুল ধ্বংসকাল সমাগত, পূর্বে বিভীষণ,
কহিলেন বাক্য এই, হলো সত্য সে কথা এখন।

রাজন্, তোমার যত পত্নীগণ করিছে ক্রন্দন,
তোমার বিয়োগে সবে হয়ে শোকসাগরে মগন।
মহারাজ ওঠ এবে, আছ করি' কেন বা শয়ন,
কর তুমি পুত্রমাতা প্রিয়পত্নী মোরে সম্ভাষণ।
ধিক্ এ হৃদয় মম, গতপ্রাণ নেহারি' তোমায়,
শোকেতে সহস্রখণ্ড এখনও যে হলো না সে হায়।

এহেন বিলাপ করি' অশ্রুধারে ভাসি' অবিরত,
স্নেহেতে বিকলপ্রাণে মন্দোদরী হলেন মূর্চ্ছিত।
শোকার্তা সপত্নী যত, সবে তাঁরে করিয়া ধারণ,
মূর্চ্ছাভঙ্গ করি' তাঁর, সরোদনে কহিল তখন।
ছিলেন অজ্ঞাত দেবী, অবস্থার গতি অনিশ্চিত
রক্ষেন্দ্র, ঐশ্বর্যে এই ধিক্, যাহা চঞ্চল সতত।
ভাগ্যদোষে হন হেন বিপন্ন রাজন্যগণ যত।
কহিলে তাহারা হেন, কাঁদি' উচ্চে, ফেলি' অশ্রুধার,
অধোমুখে মন্দোদরী করিলেন বক্ষ সিক্ত তাঁর।
কহিলেন বিভীষণে রাঘব তখন, নারীগণে
সান্ত্বনা প্রদান করি' সৎকার করুন দশাননে।
কহিলেন বিভীষণ, ক্রূরমতি, ধর্মত্যাগী আর,
পরদারগামী এই ভ্রাতৃরূপী শত্রুরে আমার,
অসমর্থ আমি এবে হে রাঘব করিতে সৎকার।
গুরুজন ইনি মম, তবু যোগ্য নহেন পূজার।
নৃশংস বলিবে মোরে রক্ষকুল, কিন্তু ধরাতলে,
প্রশংসা করিবে বলি' গুণবান, অপর সকলে।
কহিলেন রাম তাঁরে, পাপিষ্ঠ হলেও গুরুজন,
সংগ্রামে হলেও শত্রু, গুরুই যে রহেন তেমন।
হয় যবে জীবনান্ত, হয় তাঁর দোষরাশি যত
ক্ষমাযোগ্য। জয়অন্তে হয় যুদ্ধ সমাপ্ত সতত।

রাবণ যদ্যপি ছিল অধার্মিক মিথ্যাচারে রত,
ছিল তবু মহাবীর, সংগ্রামে তেজস্বী অবিরত।
হয় নাই কভু সে যে ইন্দ্রেরও নিকটে পরাজিত।
বিধিঅনুসারে এবে রাবণের করুন সৎকার,
কার্যে সেই, হে ধর্মজ্ঞ, যশোলাভ হবে আপনার।

অনন্তর বিভীষণ অবিন্ধ্যাদি বিজ্ঞ মন্ত্রীগণে
দিলেন আদেশ, ত্বরা সৎকার করিতে দশাননে।
দিলেন সান্ত্বনা সেথা নারীগণে, করিলেন আর
সলিল তর্পণ যত যুদ্ধে হত জ্ঞাতি ও ভ্রাতার।
সান্ত্বনা প্রদানি' পুনঃ শাস্ত্রবাক্য কহি' বিভীষণ,
ভ্রাতৃদারাগণে যত করিলেন গৃহেতে প্রেরণ।
আদেশ দিলেন রাম চিতাসজ্জা করিতে তখন
রাবণের, কপিকুল চারিদিকে করিয়া গমন,
অগুরুচন্দনকাষ্ঠ সত্বর করিল আহরণ।
আনিলেন বিভীষণ কুশ, ঘৃত, দধি, দুগ্ধভার,
রাবণের অগ্নিহোত্র আনিলেন গৃহ হতে তাঁর।
চন্দনকাষ্ঠেতে করি' চিতাসজ্জা ভৃত্যগণ যত,
পট্টবস্ত্রপরিহিত রক্ষেশ্বরে করিল স্থাপিত।
করিলেন প্রেতকার্য বেদবিৎ সুপণ্ডিতগণ,
করিলেন ঘৃত সেথা অনলে নিক্ষেপ বিভীষণ।
গন্ধে, মাল্যে, নানাদ্রব্যে, রাবণে করিল আচ্ছাদিত,
সন্তপ্তহৃদয়ে ভাসি' অশ্রুজলে, রক্ষকুল যত।
করিলেন বিধিমতে অনলপ্রদান বিভীষণ,
রাবণে দহন করি' জ্বলিতে লাগিল হুতাশন।

৩২। সীতা-সন্নিধানে হনুমান

রাবণ-নিধনে হয়ে আনন্দিত যত দেবগণ,
নিজ নিজ রথে সবে করিলেন স্বস্থানে গমন।
রামের আদেশ লভি' দিব্যরথে করি' আরোহন,
মাতলি উত্থান করি' নভোপথে করিল গমন।
লক্ষ্মণ-সমীপে আসি' কহিলেন শ্রীরাম তখন,
কর অভিষিক্ত এবে এই লঙ্কারাজ্যেতে লক্ষ্মণ,
মম চিরউপকারী অনুরক্ত ভক্ত বিভীষণে,
বিভীষণ-অভিষেক হেরিতে বাসনা মম মনে।
রামের আদেশে লয়ে স্বর্ণঘট লঙ্কায় লক্ষ্মণ,
করিলেন বিভীষণে রক্ষকুল-মাঝেতে তখন
অভিষিক্ত, করি' সেই ঘট হতে সলিল সিঞ্চন।
বিভীষণ-মিত্র আর ভক্ত যাঁরা ছিল লঙ্কাপুরে,
লভিল পরম প্রীতি অভিষিক্ত নেহারি' তাঁহারে।
পুরবাসী রক্ষকুল উপহার দিল হৃষ্ট মনে,
বিবিধ মিষ্টান্ন আর সুবাসিত পুষ্প বিভীষণে।
যত সেই মাঙ্গলিক দ্রব্যভার লয়ে বিভীষণ,
করিলেন রাম আর লক্ষ্মণ-সমীপে নিবেদন।

সম্মুখেতে অবস্থিত হনুমানে করি' অনন্তর
সম্বোধন, কহিলেন বাক্য এই রাম রঘুবর,
মহারাজবিভীষণ-হতে করি' সম্মতি গ্রহণ,
লঙ্কাপুরী মাঝে এবে যাও তুমি পবননন্দন।
কুশলবারতা সেথা করি' তুমি সীতারে জ্ঞাপন,
হে সৌম্য, কহিও তাঁরে যুদ্ধে হত হয়েছে রাবণ।
প্রিয় এই বার্তা করি' হে কপীন্দ্র জ্ঞাপন সীতায়,
প্রত্যুত্তর লয়ে তাঁর ফিরে হেথা এস পুনরায়।

রামবাক্যে হনুমান করি' দ্রুত প্রবেশ লঙ্কায়,
রাবণ আলয় মাঝে হেরিলেন লাঞ্ছিতা সীতায়।
প্রণমি' সেথায় তাঁরে কহিলেন মারুতি তখন,
কুশলে আছেন দেবী, রাম আর সুগ্রীব-লক্ষ্মণ।
'হত শত্রু,' করিলেন রাম এই বারতা প্রেরণ।
বিভীষণ, কপিকুল, লক্ষ্মণের, আর যে আমার
সহায়তা লভি' রাম, করেছেন রাবণে সংহার।
মারুতির বাক্যে সেই অতিহর্ষে তখন সীতার,
অবরুদ্ধ হলো কণ্ঠ, বাক্যস্ফূর্তি হলো না তাঁহার।
কহিলেন হনুমান রয়েছেন হে দেবী, এমন
নিরুত্তর কেন এবে, কেন হেন চিন্তায় মগন,
কহিলেন প্রীতিভরে হনুমানে বৈদেহী তখন,
পতিজয়বার্তা শুভ শুনি' হর্ষে পবননন্দন,
হে সৌম্য, হয়েছি আমি বাক্যহারা, এ প্রিয় বার্তার,
নাহি হেরি তুল্য কিছু ধরণীতে দিতে পুরস্কার।
বহু স্বর্ণ, বহু রত্ন, ত্রিলোকে রাজত্ব কিবা আর,
হে মারুতি, নহে যোগ্য তোমার এ শুভবারত্তার।
অতিহর্ষে কণ্ঠ পুনঃ অবরুদ্ধ হতেছে আমার।

কহিলেন সীতা যবে বাক্য এই, রহি যুক্তকরে
মারুতি সম্মুখে তাঁর, হর্ষভরে কহিলেন তাঁরে।
ভর্তৃজয়ে হরষিত, ভর্তৃহিতেরত আপনার
স্নেহপূর্ণবাক্য এই, বরলব্ধ রত্নরাজি আর
স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তি সম, হয় দেবী, মনেতে আমার।
হে দেবী, করুন পূর্ণ মম এক প্রার্থনা এবার।
রূঢ়বাক্য আপনারে রাক্ষসীরা বিকৃত আনন,
রাবণআদেশে পূর্বে বলেছে যা' করেছি শ্রবণ।

করুন আদেশ এবে করেছে নৃশংসআচরণ
যারা দেবী, সেই সব রাক্ষসীরে করিব নিধন।
করি' ভীমপদাঘাত, বজ্রমুষ্টি হানি' অবিরত,
ছিন্ন করি' নাসাকর্ণ, কেশপাশ করি' উৎপাটিত,
তীক্ষ্ণনখাঘাতে আর, করিব অনর্থ উৎপাদন
সেই সব রাক্ষসীর, পূর্বে যারা করেছে তর্জন।
মৃদু হাস্য করি' সীতা কহিলেন তাহারে তখন,
রাজার আশ্রিত আর বশীভূত এই দাসীগণ,
পালিতে পরের আজ্ঞা বাধ্য সদা, পবননন্দন।
নহে ক্রোধযোগ্য তারা। তর্জন করিতে তারা মোরে
যে রাবণ আদেশেতে, সে রাবণ নিহত সমরে।
ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আছে যেই শ্লোক পুরাতন,
কহিব সে শ্লোক এবে, শোন তাহা পবননন্দন।
পরের পাপেতে কেহ পাপভাগী না হয় কখন,
রক্ষিবে এ শাস্ত্রবিধি, তাই সাধুচরিত্রলক্ষণ।
প্রভুর কর্তৃত্বাধীন হয়ে করে পাপআচরণ
যেজন না হয় দোষী বধযোগ্য পাপেও সে জন।

লোকহিংসারত এই রক্ষকুল পাপপরায়ণ,
উচিত তোমার ত নহে করা কার্য অশোভন।
কহিলা মারুতি দেবী, যোগ্য বটে রামের ভার্যার
আপনার বাক্য এই, রাম পাশে যাইতে এবার
করুন আদেশ মোরে। কহিলেন জানকী তখন
হে কপীন্দ্র বাঞ্ছা মম ভর্তারে করিতে দরশন।
কহিলেন হনুমান, শচী ইন্দ্রে হেরেন যেমন,
শত্রুজয়ী রামে আর্যে করিবেন সেহেন দর্শন।
গেলেন রামের পাশে কহি ইহা, পবননন্দন।

৩৩। রামের সীতা-প্রত্যাখ্যান

রামসন্নিধানে আসি' কহিলেন পবননন্দন,
যাঁর তরে কর্ম্মারম্ভ, ফল সেই কর্ম্মের যেজন,
সে শোকসন্তপ্তা সাধ্বী মৈথিলীরে করুন দর্শন।
বাষ্পাকুল হয়ে সীতা, করি' জয়-বারতা শ্রবণ,
নেহারিতে আপনারে করেছেন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন।
হনুমানবাক্যে রাম চিন্তামগ্ন হলেন তখন,
বাষ্পেতে পূরিত আর হলো তাঁর বিশালনয়ন।
ফেলি' দীর্ঘশ্বাস, করি' ভূমিতলে আনতনয়নে
দৃষ্টিপাত, কহিলেন রাঘব রক্ষেন্দ্র বিভীষণে।
অঙ্গরাগে, আভরণে, স্নানঅন্তে সাজায়ে সীতায়,
মমসন্নিধানে এবে আনয়ন করুন হেথায়।
সীতার নিকটে ত্বরা বিভীষণ আসিয়া তখন,
কহিলেন যুক্তকরে, স্নানঅন্তে হে দেবী, এখন
ভূষণে সজ্জিতা হয়ে যানেতে করুন আরোহণ।
বাসনা রামের এবে আপনারে করিতে দর্শন।
কহিলেন সীতা তাঁরে, হে রক্ষেন্দ্র, ভর্ত্তৃদরশনে
এহেন অস্নাতভাবে যেতে ইচ্ছা হয় মম মনে।
কহিলেন বিভীষণ, করা তব কর্ত্তব্য পালন
হে দেবী, ভর্ত্তার বাক্য। হয়ে তাহে সম্মত তখন,
পতিব্রতা সাধ্বীসীতা করিলেন স্নান সমাপন।
আসিয়া যুবতী যত সবে মিলি' সীতাসন্নিধানে,
সজ্জিত করিল তাঁরে বহুমূল্য বস্ত্র-আভরণে।
অনন্তর বিভীষণ চলিলেন লয়ে বৈদেহীরে,
রক্ষকুলে সুবেষ্টিত বস্ত্রাবৃত শিবিকা ভিতরে।
সহস্র সহস্র তথা কপিকুল আসিল তখন,
কৌতূহলবশে সবে সীতারে করিতে দরশন।

"হলো যে সীতার তরে সেতু মহাসাগরে নির্মিত,
যাঁর তরে রক্ষেশ্বর দশানন হলেন নিহত,
করিল জীবন-পণ যাঁর তরে যত কপিগণ,
স্ত্রীরত্ন বৈদেহী সেই রূপবতী না জানি কেমন।"
চারিদিক হতে শুনি' হেন নানাবাক্য বিভীষণ,
সীতার শিবিকা লয়ে হর্ষ-ভরে করিয়া গমন
চিন্তামগ্ন রাম পাশে, করিলেন সংবাদ জ্ঞাপন।
দীর্ঘদিন রক্ষগৃহে অবস্থিতা সীতা-সমাগম,
শুনি' রাম হর্ষে আর বিষাদেতে হলেন মগন।
কহিলেন অনন্তর বিভীষণে করি' সম্বোধন,
হে রক্ষেন্দ্র, মম পাশে বৈদেহী করুন আগমন।
বিভীষণ তথা হতে সর্বজনে নিতে দূরান্তরে
দিলেন আদেশ, শুনি' আজ্ঞা সেই, ভ্রমি' চারিধারে
বেত্রহস্তে রক্ষোদল, বিতাড়িত করিল সবারে।
চারিদিক হতে সেথা হেন ভাবে হয়ে বিতাড়িত,
গেল চলি' দূরান্তরে রক্ষ, ঋক্ষ, কপিকুল যত।
বিতাড়িত শেষবারে ভীত রাম করি' নিরীক্ষণ,
করিলেন প্রীতিবশে যেতে সবে দূরেতে বারণ।
কহিলেন ক্রোধে আর বিভীষণে এ হেন তখন।

মোরে উপেক্ষিয়া কেন করিছেন সবারে পীড়ন,
দিতে এ উদ্বেগ যত জনগণে হউন এখন
বিরত। ইহারা সবে হয় মম নিজ পরিজন।
জানা তব রাজার যে পুত্রতুল্য হয় প্রজাগণ,
কৌতূহলী এরা সবে মাতারে করুক দরশন।
নারীর প্রাচীর, গৃহ, রাজকৃত-সমাদর আর,
নহে আবরণ কভু, শীলতাই আবরণ তার।

পরীক্ষাসভায়, যজ্ঞে, বিপদে, বিবাহে, স্বয়ম্বরে,
দরশনযোগ্য নারী, প্রথা হেন আছে লোকাচারে।
সংগ্রামের মূল সীতা, বিপন্ন এখন, তাই তাঁর
দর্শনেতে নাহি দোষ, বিশেষতঃ সম্মুখে আমা'র।
শিবিকা ত্যজিয়া এবে বৈদেহী করুন আগমন
পদব্রজে মম পাশে, কপিকুল করুক দর্শন।

সংশয়-আকুল হয়ে রামের সে বাক্যে বিভীষণ,
করিলেন বৈদেহীরে রামের সমীপে আনয়ন।
রামের এ হেন কার্যে ব্যথাতুর হলো সর্বজন,
হলেন লজ্জিত আর চিন্তামগ্ন, সুগ্রীব-লক্ষ্মণ।
রামের কঠোর সেই আচরণে সীতারে সেখানে,
পরিত্যক্ত-পর্য্যুসিত-মাল্য-সম হলো যেন মনে।
লজ্জাতে বিলীনপ্রায় হয়ে নিজদেহে আপনার
অতিসঙ্কুচিতা সীতা, আসিলেন সম্মুখে ভর্তার।
সীতাকে আসিতে সেথা নেহারিল কপিকুল যত
মূর্তিমতা লক্ষ্মী আর দীপ্তসূর্যকিরণের মত।
হলো নারীকুলশ্রেষ্ঠা বৈদেহীরে করি' দরশন,
রূপ-লাবণ্যেতে তাঁর পরমবিস্মিত কপিগণ।
জনসমাকুল সেই সভাতে হলেন অবস্থিতা,
ভর্তৃসন্নিধানে আসি' অশ্রুমুখী লজ্জানত সীতা।
দিব্যরূপা বৈদেহীরে সেথা রাম করি' নিরীক্ষণ,
বাষ্পপূর্ণ লোচনেতে রহিলেন নির্বাক তখন।
সমুদ্রসমান স্নেহে, ক্রোধে আর সমুদ্রসমান,
বিবর্ণআননে রাম করিলেন তথা অবস্থান।
হলেন ব্যাপৃত আর অশ্রু তাঁর সংবরণে রাম।
বলেতে, নির্জন-শূন্য-বনাশ্রম হতে অপহৃতা,
অপাপা, বিশুদ্ধমনা, সর্বদোষবিরহিতা সীতা,
মৃত্যুলোক হতে যেন ধরাতলে পুনঃ সমাগতা।

হেরি' রাম, চিন্তা-লজ্জা-দুঃখে-নত, অনাথার প্রায়।
বৈদেহীরে, রহিলেন বাক্যালাপে বিরত সেথায়।

লজ্জায় সে সভামাঝে করিলেন ক্রন্দন তখন,
'হায় আর্যপুত্র' বলি' রামে সীতা করি' সম্বোধন।
কপিদলপতি যত সে ক্রন্দনে করিল ক্রন্দন,
বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুরোধে রহিলেন নিরত লক্ষ্মণ।
ভর্তার বিকার ভাব অনন্তর করি' নিরীক্ষণ,
শোক ত্যজি' ধৈর্য সীতা করিলেন মনেতে ধারণ।
করি' অশ্রুসংবরণ লাগিলেন নেহারিতে আর,
বিশুদ্ধঅন্তরে সীতা স্নেহভরে আনন ভর্তার।
দেবী বৈদেহীরে রাম হেন ভাবে নেহারি' তথায়,
লাগিলেন শঙ্কাভরে কহিতে আপন অভিপ্রায়।
শত্রু-হস্ত হতে ভদ্রে, তোমারে করেছি সমুদ্ধার,
পৌরুষেতে সাধ্য যাহা সম্পন্ন তা' হয়েছে এবার।
উচ্ছেদ করেছি শত্রু, অপমান ঘুচেছে আমার,
সফল হয়েছে শ্রম, হয়েছে প্রতিজ্ঞারক্ষা আর।
রাক্ষসে করিল মম অসাক্ষাতে তোমারে হরণ,
হয়েছে সে দৈবদোষ দূর মম পৌরুষে এখন।
যে জন আপন তেজে অপমান না করে স্খালন,
অতিক্ষুদ্রচেতার সে, বিফল সকল পরাক্রম।
হয়েছে সফল আজি মারুতির সমুদ্র-লঙ্ঘন,
সসৈন্যেতে সুগ্রীবের সফল হয়েছে পরিশ্রম,
বিভীষণ-শ্রম যত, হলো সব সফল এখন।

রামের সে বাক্য শুনি' হয়ে সীতা উৎফুল্ল লোচন
হরিণীর সম সেথা করিলেন অশ্রুবিমোচন।

হেরি' তাঁরে রাঘবের ক্রোধ পুনঃ হলো বিবর্দ্ধিত,
কহিলেন অনন্তর সুকঠোর বাক্য হেনমত।

কর্তব্য নরের যাহা পরাভব করিতে স্খালন,
তোমারে উদ্ধার করি' সে কর্তব্য করেছি পালন।
বন্ধুগণ সহ মিলি' ক্রোধভরে রণপরিশ্রম
করেছি যা', জেনো ভদ্রে, নহে তাহা তোমার কারণ'।
বিদূরিতে লোকমাঝে অপবাদ, রক্ষিবারে আর
বীরোচিত বৃত্তি মম, নিন্দা দূর করিতে আমার
মহান কুলের, আমি তোমারে করেছি সমুদ্ধার।
সন্দিগ্ধচরিত্রা তুমি, মহামুনিঅগস্ত্য-ধর্ষিত
দক্ষিণ দেশের সম, হয়ে মম সম্মুখেতে স্থিত
নেত্ররোগী সন্নিকটে দীপপ্রায়, করিছ পীড়িত।
দিতেছি সম্মতি ভদ্রে যাও ইচ্ছা যথায় তোমার,
তোমাতে আমার এবে প্রয়োজন কিছু নাহি আর।
উচ্চকুলজাত কোন্ পুরুষ বিকারহীন মনে,
হয় পরগৃহস্থিত পত্নী তার সক্ষম গ্রহণে।
লয়ে অঙ্কে যে তোমারে দুষ্ট ভাবে দেখেছে রাবণ
মম উচ্চবংশে করি সে তোমারে কিরূপে গ্রহণ।
হয়েছি সে যশ প্রাপ্ত পুনঃ এবে, করেছি উদ্ধার
তোমারে যাহার তরে। আসক্তি তোমাতে কিছু আর
নাহি মম, যাও এবে অভিরুচি যথায় তোমার।
লক্ষ্মণ ভরত আর সুগ্রীব অথবা বিভীষণ
যথা ইচ্ছা তথা এবে কর তুমি মন সংস্থাপন।
গৃহে নিজ দিব্যরূপা, মনোরমা তরুণী তোমারে
নেহারি রাবণ সীতে ধৈর্য কভু ধরেনি অন্তরে।

৬৪। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

ভর্তার অশ্রুতপূর্ব বাক্য সীতা শুনি' হেনমত
বিশাল-জনতা-মাঝে, লজ্জায় হলেন অবনত।
হয়ে বাক্যশল্যে সেই নিপীড়িত, বৈদেহী তখন,
গাত্রলীন হয়ে যেন, করিলেন অশ্রুবিসর্জন।
মার্জনা করিয়া পরে অশ্রুধারা প্লাবিত আনন,
কহিলেন ধীরে ধীরে ভর্তারে করিয়া সম্বোধন।

উচ্চকুলজাতা আর উচ্চকুলে পরিণীতা মোরে
হে রাজেন্দ্র, নটী সম দিতে তুমি চাহিছ অপরে।
শ্রুতিবিদারক হেন রূঢ়বাক্য, কেনবা হেথায়
শুনাইছ এবে মোরে হীনজাতি রমণীর প্রায়।
নহি আমি সেইরূপ যাহা তুমি ভাবিছ এখন,
এ মম শপথবাক্যে কর তুমি বিশ্বাস স্থাপন।
আশঙ্কার পাত্র নারী, যোগ্যস্থানে শঙ্কা এ তোমার,
তবু শঙ্কা কর ত্যাগ জান যদি স্বভাব আমার।
করেছে তোমার শত্রু আমার দেহ যে পরশন,
নহে তা' ইচ্ছায় মম, জেনো তার দৈবই কারণ।
যে মন অধীন মম সেই মন রয়েছে তোমার,
পরাধীনগাত্র নহে নিজ বশ, কি করিব তার।
মনেও কভু যে আমি করি নাই তোমারে লঙ্ঘন,
করুন অভয়দান সত্যে সেই, মোরে দেবগণ।
মম শুদ্ধমন আর সংসর্গসংস্পর্শে রহি', মোরে
যদি না চিনিলে তুমি, তবে আমি মৃত চিরতরে।
মম লঙ্কা-বাসকালে হে বীরেন্দ্র পাঠালে যখন
হনুমানে, ত্যাগ মোরে কেন নাহি করিলে তখন।

করেছ আমারে ত্যাগ, হেন বার্তা করিলে শ্রবণ,
হনুমান সম্মুখেতে করিতাম প্রাণ বিসর্জন।
জীবনসংশয় শ্রম তবে হেন হতনা তোমার,
হতনা নিষ্ফল ক্লেশ সুহৃদ জনের তবে আর।
ক্রোধবশীভূত হয়ে লঘুচেতা মনুষ্যের সম
হে নরশার্দ্দুল, শুধু স্ত্রীত্ব-ই দেখিলে তুমি মম।
নামেতে জানকী কিন্তু ভূমিতলে উদ্ভব আমার,
করিলেনা সমাদর সে মোর স্বভাব-শীলতার।
করেছিলে বাল্যকালে পরিণয় বালিকা আমারে,
মম ভক্তিপ্রীতি সব উপেক্ষা করিলে একেবারে।
ক্রন্দননিরতা সীতা হেন বাক্য কহিয়া তখন,
কহিলেন দীনভাবে লক্ষ্মণেরে করি' সম্বোধন।
হে লক্ষ্মণ, কর এবে চিতা তুমি রচনা আমার,
মিথ্যা-অপবাদ লয়ে বাঁচিতে চাহি না আমি আর।
বিশাল জনতা মাঝে করিলেন আমারে বর্জন
ভর্ত্তা সে, ছিলেন যিনি গুণে মম তুষ্ট অনুক্ষণ।

মৈথিলীর বাক্যে সেই হয়ে অতি বিষণ্ণ বদন,
রামের আনন পানে চাহিলেন বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
আকার-ইঙ্গিতে শেষে বুঝিয়া রামের অভিপ্রায়,
করিলেন বিরচন চিতাশয্যা লক্ষ্মণ তথায়।
ক্রোধে, শোকে, বিচলিত রামে বাক্য কহিতে তখন,
চাহিতেও তাঁর পানে, কেহ তথা হলোনা সক্ষম।

অধোমুখেস্থিত রামে প্রদক্ষিণ করি' অনন্তর,
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পানে বৈদেহী হলেন অগ্রসর।
দেবতা-ব্রাহ্মণগণে প্রণমিয়া, আসি' যুক্তকরে
হুতাশন সন্নিধানে, কহিলেন বৈদেহী তাঁহারে।

যদি অতিক্রম আমি করে নাহি থাকি কভু রামে,
কর্মে বাক্যে কিংবা দেহে, অগোপনে অথবা গোপনে।
রাম হতে ভ্রষ্ট যদি নাহি হয়ে থাকে মোর মন,
লোকসাক্ষী অগ্নি মোরে রক্ষা তবে করুন এখন।
প্রণমিয়া অনন্তর রঘুবরে, নিঃশঙ্ক অন্তরে,
বিশালনয়না সীতা পশিলেন অগ্নি-অভ্যন্তরে।
করিলে প্রবেশ সীতা অনলেতে, হলো সমুত্থিত,
সুবিপুল হাহারব রাক্ষস-বানরকুলে যত।
তপ্তস্বর্ণবর্ণা আর তপ্তস্বর্ণভূষণে ভূষিতা,
যজ্ঞের আহুতি সম হুতাশনে পশিলেন সীতা।

শুনি' হাহাকার রাম হয়ে দুঃখে অবসন্ন মন,
করিলেন অবস্থান বাষ্পাকুল নয়নে তখন।
করিলেন আগমন হেনকালে লয়ে পিতৃগণে,
কৃতান্ত, কুবের, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, বরুণ সেখানে।
আসিলেন দশরথ, নভঃপথে প্রদীপ্ত বিমানে
আরোহণ করি' সবে আসিলেন রামসন্নিধানে।
কহিলেন দেবরাজ সুবিশাল ভূষণমণ্ডিত
বাহু করি' উত্তোলন, যুক্তকরে তথা অবস্থিত
রঘুবরে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়ে কেন করিছ এখন,
অগ্নিতে প্রবিষ্টা এই বৈদেহীরে উপেক্ষা এমন।
দেবশ্রেষ্ঠ হয়ে রাম কেন হয়ে আপনা বিস্মৃত,
ভাবিছ সীতারে দুষ্টা, হীনজাতি মানুষের মত।
কহিলে এহেন বাক্য দেবরাজ, শ্রীরাম তখন
কহিলেন যুক্তকরে, দশরথনৃপতি-নন্দন
রাম বলি' জানি মোরে, কি যে সত্যস্বরূপ আমার
হে দেব, বলিতে তাহা শকতি রয়েছে আপনার।

রামের এহেন বাক্যে কহিলেন স্বয়ম্ভু তখন,
সত্য যাহা হে কাকুৎস্থ, কর এবে সে কথা শ্রবণ।
চক্রধারী নারায়ণ তুমি রাম বিষ্ণু সনাতন,
তুমিই অক্ষর ব্রহ্মা, ধর্ম রাম তুমিই পরম।
তুমি ঋক্, তুমি সাম, তুমি যজ্ঞ, তুমিই ওঙ্কার,
তুমিই স্বয়ম্ভু রাম, চন্দ্র-সূর্য নয়ন তোমার।
আদিতে অন্তেতে রাম, সমভাবে তুমি বিরাজিত,
তোমার উৎপত্তি-লয় কভু নহে কাহারও বিদিত।
ত্রিপাদবিক্ষেপে তুমি ত্রিভুবন করি' আক্রমণ,
দিলে রাজ্য ইন্দ্রে, করি' মহাসুর বালিরে বন্ধন।
পরমাত্মা তুমি রাম, শ্রেষ্ঠ মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠতম,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের তুমি হও প্রধান কারণ।
সীতা লক্ষ্মী, তুমি রাম চক্রধারী বিষ্ণু নারায়ণ,
রাবণ-বধের তরে নরদেহ করেছ ধারণ।
দুরাত্মা রাবণে বধি' হে রাম করেছ সম্পাদন
আমাদের কার্য যাহা, যাও সুখে স্বগৃহে এখন।

পিতামহ ব্রহ্মার সে বাক্য রাম করিয়া শ্রবণ,
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে রহিলেন চিন্তায় মগন।
ধূম্রহীন অগ্নি করি' চিতামাঝে সীতারে রক্ষণ,
লয়ে তাঁরে, সমুত্থিত স্বমূর্তিতে হলেন তখন।
তরুণ-অরুণ-সমা, রক্তাম্বরা, কাঞ্চন-ভূষিতা,
সুনীলকুঞ্চিতকেশা, অমলিনমাল্যে সুশোভিতা,
অবিকৃতা মনস্বিনী বৈদেহীরে লয়ে হুতাশন
নিজ অঙ্কে, করিলেন রামের অঙ্কেতে সংস্থাপন।
লোকসাক্ষী অগ্নিদেব কহিলেন রামে অনন্তর,
তোমার মহিষী রাম সীতা এই বিশুদ্ধ অন্তর।

যখন ছিলে না তুমি, অনাথা এ সীতারে তখন,
হরিল নির্জন বনে বলগর্বে গর্বিত রাবণ।
রাক্ষসী-বেষ্টিতা হয়ে, রুদ্ধ হয়ে অন্তঃপুরে তার,
ছিলেন সতত রাম মগ্ন সীতা চিন্তায় তোমার।
বহু প্রলোভনে বহু তিরস্কারে, রক্ষেন্দ্র রাবণে,
তদগত-অন্তর সীতা স্থান কভু না দিলেন মনে।
হে রাম, তোমারে আমি দিতেছি এ আদেশ এখন,
কর এই পাপহীনা শুদ্ধমনা সীতারে গ্রহণ।
গুপ্ত বা অগুপ্ত যাহা সব রাম অগ্নির বিদিত,
সে প্রত্যক্ষদর্শী আমি সীতা শুদ্ধা জানি সুনিশ্চিত।
কহিলে এ হেন অগ্নি, কহিলেন ধর্মপরায়ণ
ধৈর্যশীল রঘুবর, দেবশ্রেষ্ঠ অনলে তখন।

হে দেব, ছিলেন সীতা দীর্ঘকাল রাবণভবনে,
সমুচিত এবে তাঁর লোকমাঝে শুদ্ধি সে কারণে।
শুদ্ধি বিনা নিলে তাঁরে কহিবে আমারে সর্বজন,
"দশরথ-পুত্র রাম মূর্খ আর কামপরায়ণ"।
বৈদেহীর অপযশ, চরিত্রে কলঙ্ক-আরোপণ
মম আর, লোকমাঝে যুগপৎ করেছি স্খালন।
মম-চিত্ত-অনুগামী ভক্তিমতী আমাতে সতত,
অনন্যহৃদয়া সীতা, আমি তাহা আছি অবগত।
সবার বিশ্বাস তরে লোক-সভা-মাঝেতে তখন,
পশিতে অনলে আমি করি নাই সীতারে বারণ।
লঙ্ঘিবারে বেলাভূমি নাহি পারে সমুদ্র যেমন,
সতত আপন তেজে সুরক্ষিতা সীতারে তেমন
লঙ্ঘন করিতে কভু হয় নাই সক্ষম রাবণ।
নিজ কীর্তি বিসর্জিতে কেহ যথা না হয় সক্ষম,
বিশুদ্ধা সীতারে আমি নাহি পারি ত্যজিতে তেমন।

স্নেহাবিষ্ট লোকপাল সবে এবে যে হিতবচন
কহিলেন মোরে, মম করা তাহা কর্তব্য পালন।

কহি বাক্য হেনরূপ বিজয়ী যশস্বী বীর
মহাবল রাঘব তখন,
প্রিয়া বৈদেহীর সহ সম্মিলিত হয়ে তথা
লভিলেন আনন্দ পরম।

৩৫। রামের পিতৃদর্শন—ইন্দ্র হইতে বরলাভ।

শুনি' বাক রাঘবের কহিলেন স্বয়ম্ভূ তখন,
ভাগ্যবশে কার্য হেন হে রাম করেছ সম্পাদন।
করেছে রাবণ হতে সর্বলোক দুঃখভোগ যত,
ভাগ্যবশে যুদ্ধে তুমি সে সব করেছ বিদূরিত।
হের বিমানেতে স্থিত রাজা দশরথেরে এখন,
ছিলেন তোমার পিতা, গুরু আর, নৃলোকে যে জন।
পিতামহবাক্য সেই শুনি' লয়ে লক্ষ্মণে সত্বর,
পিতার চরণ স্পর্শ করিলেন রামরঘুবর।
প্রিয়পুত্র দুইজনে, পুত্রবধূ বৈদেহীরে আর,
হেরি' রাজা দশরথ লভিলেন আনন্দ অপার।
কহিলেন অনন্তর, শোন সত্যবাক্য এ আমার,
স্বর্গও লাগেনা ভাল মম রাম, বিহনে তোমার।
তোমারে পাঠাতে বনে কৈকেয়ী কহিল যাহা মোরে,
সব তাহা গাঁথা রাম, আছে এই আমার অন্তরে।
তোমার মঙ্গল হেরি' হলো মম দুঃখ বিদূরিত,
গৃহে পুনঃ লভি' তোমা, কৌশল্যা হবেন আনন্দিত।

কৃতার্থ সে নরকুল হবে এবে, হেরিবে তোমারে
যারা রাম রাজপদে অভিষিক্ত অযোধ্যানগরে।
ধন্য ধর্মপরায়ণ ভ্রাতা এই লক্ষ্মণ তোমার,
স্বর্গে আর ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত সুযশ যাহার
সীতা শুদ্ধা, আমি পিতা কহিতেছি হে পুত্র তোমারে,
বিগত সন্দেহ হয়ে কর তুমি গ্রহণ তাহারে।
ধার্মিক ভরত সনে বাঞ্ছা করি তোমার মিলন,
পুত্র শত্রুঘ্নেরে মম পিতৃসম করিও পালন।
লক্ষ্মণ সীতায় লয়ে গেলে বনে মম প্রীতি তরে,
সাধুপুত্র তুমি মম সত্যবাদী করেছ আমারে
আমার প্রতিজ্ঞা পালি'। সন্তুষ্ট করেছ দেবগণে,
সংগ্রামে নিহত করি' তুমি রাম রক্ষেন্দ্র রাবণে।
ভ্রাতৃগণ সহ কর দীর্ঘজীবী হয়ে অবস্থান,
অমিতবিক্রম হেন পুত্র যার থাকে বর্তমান,
মরণেও থাকে রাম জীবিত সে আমার সমান।

কহিলেন যুক্তকরে রাম তাঁরে, হয়ে আপনার
প্রীতিপাত্র ধন্য আমি, এবে এই প্রার্থনা আমার,
দিলেন যে অভিশাপ কহি' পূর্বে, পুত্র সহ তার
ত্যজিলাম কৈকেয়ীরে, সে শাপ করুন প্রত্যাহার।
কহিলেন দশরথ, হোক্ তাই, কহ রাম মোরে,
কি আর বাসনা তব। কহিলেন রাঘব তাঁহারে,
শুভদৃষ্টি আপনার থাকে যেন আমার উপরে।
কহিলেন দশরথ লক্ষ্মণেরে সতত তোমার
রাম সুপ্রসন্ন হলে হবে যশ, ধর্মলাভ আর।
সুমিত্রা-হৃদয়ানন্দ হে লক্ষ্মণ, থাকিও সতত
সর্বলোকহিতকারী রামের সেবায় তুমি রত।

যুক্তকরে অবস্থিতা বৈদেহীরে নেহারি সেখানে,
হে পুত্রি, বলিয়া নৃপ কহিলেন মধুর বচনে।
রামকৃত পরিত্যাগে দুঃখ কিছু রেখোনা অন্তরে,
করেছে হিতার্থী হয়ে রাম তাহা বিশুদ্ধির তরে।
করেছ চরিত্রবলে যে দুষ্কর কার্য সম্পাদন,
সকল নারীর যশ হবে ম্লান তাহাতে এখন।
ভর্তৃসেবারত তুমি, কহি আমি তবুও তোমারে,
পরম দেবতা বলি' হে বৈদেহী, জানিও ভর্তারে।
সীতা আর পুত্র দোঁহে হেনবাক্য কহিয়া তখন,
ইন্দ্রলোকে দশরথ করিলেন বিমানে গমন।
কহিলেন দেবরাজ, দশরথ করিলে প্রয়াণ,
তোমার কার্যেতে সবে তুষ্ট মোরা, মম পাশে রাম
লহ আকাঙ্ক্ষিত বর। কহিলেন রাঘব তখন,
হয়ে থাকে যদি দেব মম প্রতি প্রীত তব মন,
করুন প্রদান তবে বর যাহা চাহিব এখন।
মম তরে সংগ্রামেতে নিহত হয়েছে বীর যারা,
তব অনুগ্রহে এবে হে দেব, জীবিত হোক্ তারা।
নীরোগ অক্ষতদেহ বানর-ভল্লুক সৈন্যগণে,
হে দেবেন্দ্র পূর্বসম হেরিতে বাসনা মম মনে।
কহিলেন দেবরাজ, হিতকারী বান্ধব কল্যাণ
করেছ প্রার্থনা, এই প্রার্থনা তোমারি যোগ্য রাম।
নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি হয় নিদ্রা হতে উত্থিত যেমন,
সে হেন উত্থিত হবে বানর-ভল্লুক সৈন্যগণ।
কহি' ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে করিলেন অমৃত বর্ষণ
দেবরাজ, স্পর্শে তার সবে সেথা লভিল জীবন।

বীরশয্যা হতে যত বীরগণ করি' সমুত্থান,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, রাঘবেরে করিল প্রণাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতদেহে নিপতিত কপিসৈন্যগণ,
অক্ষত দেহেতে উঠি, হলো সবে বিস্ময়ে মগন।
প্রীতিভরে দেবরাজ কহিলেন রাঘবে তখন,
অনুরক্তা সীতা সহ কর এবে অযোধ্যা গমন।
নেহারি' তোমার তরে ব্রতকৃশ ভরতে এখন,
অভিষিক্ত হয়ে কর পৌরজন আনন্দবর্দ্ধন।
কহি ইহা করি' ইন্দ্র রাম হতে বিদায় গ্রহণ,
করিলেন বিমানেতে হৃষ্টমনে স্বর্গেতে গমন।
কহিলেন অনন্তর কৃতাঞ্জলি হয়ে বিভীষণ,
হে রাম, সলিল আর অঙ্গরাগ বসন ভূষণ,
মাল্য ও চন্দন লয়ে নিপুণা রমণীকুল যত,
তব স্নান তরে রাম, হেথায় হয়েছে সমাগত।

কহিলেন রাম তাঁরে, মম তরে দুঃখভারে নত,
তপস্যা-নিরত সদা, ধর্ম্মশীল চির-সত্যব্রত,
ভরত বিহনে, হেথা হয়ে স্নাত, বস্ত্রঅলঙ্কার
করা পরিধান এবে নহে কভু সঙ্গত আমার।

করুন উপায় ত্বরা পারি যাহে করিতে গমন
অযোধ্যানগরে আমি, পথ তার অতি সুদুর্গম।

কহিলেন বিভীষণ করিলেন বলেতে গ্রহণ,
উত্তম বিমান যেই কুবেরের, রক্ষেন্দ্র রাবণ,
সূর্যপ্রভ সে বিমানে হে রাঘব করি' আরোহণ,
নির্ভয়অন্তরে এবে অযোধ্যায় করুন গমন।

মম প্রতি বন্ধুভাব মনে তব থাকে যদি তবে,
হেথায় করুন রাম অবস্থান কিছুদিন এবে।

লক্ষ্মণ-বৈদেহী সহ হয়ে হেথা অর্চিত এখন
হে রাঘব, অনন্তর অযোধ্যায় করুন গমন।

কহিলেন রাম তাঁরে, সুমন্ত্রণা লভি' আপনার,
হয়েছি পূজিত আমি, অভিসন্ধি নাহিক আমার
উপেক্ষিতে তব কথা, কিন্তু অতি ব্যগ্র মম মন,
চিত্রকূটে সমাগত ভরতেরে করিতে দর্শন।
অযোধ্যা ফিরাতে মোরে করেছিল প্রার্থনা যখন,
ভরত আনতশিরে, করি নাই প্রার্থনা পূরণ।
মাতা কৌশল্যায় আর বন্ধুগণে নেহারিতে প্রাণ
ব্যগ্র মম, হে রক্ষেন্দ্র আনয়ন করুন বিমান।
আনিলেন সূর্যসম প্রভাময় বিমান তখন,
রাঘবের বাক্য শুনি', ত্বরান্বিত হয়ে বিভীষণ।

৩৬। রামের অযোধ্যা যাত্রা।

কহিলেন রাঘবেরে হেরি' সে বিমান বিভীষণ,
কি আর করিব রাম করুন সে আদেশ এখন।
কহিলেন রাম, এবে ধনরত্ন দানে পুরস্কৃত,
করুন রক্ষেন্দ্র, এই কৃতকর্মা কপিগণে যত।
সঙ্গে লয়ে সে সবারে করেছেন এ লঙ্কা বিজয়,
করেছে সংগ্রাম এরা, নাহি করি' জীবনের ভয়।
শুনি' সেই রামবাক্য, বহু ধনরত্নে অনন্তর,
করিলেন পুরস্কৃত কপিবীরগণে রক্ষেশ্বর।

সীতা আর লক্ষ্মণেরে লয়ে সঙ্গে শ্রীরাম তখন,
করিলেন দ্রুতগামী পুষ্পকবিমানে আরোহণ।
কহিলেন অনন্তর রঘুবর যত কপিগণে,
করেছ মিত্রের কাজ যাও এবে আপন ভবনে।
হে সুগ্রীব, বয়স্যের কর্তব্য যা' করেছ সাধন,
কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরি' এবে কর রাজ্য সুখেতে পালন।

হে রক্ষেন্দ্র বিভীষণ, আপনারে করেছি এখন
প্রদান এ লঙ্কারাজ্য, দেবেন্দ্র অথবা দেবগণ
এই তব লঙ্কা নাহি করিবেন কভু আক্রমণ,
করিতেছি এবে আমি সবারে বিদায় সম্ভাষণ।
পিতৃরাজ্য অযোধ্যায় যেতে পুনঃ বাসনা আমার,
তার লাগি' অনুমতি চাহি আমি হেথায় সবার।
রামবাক্য শুনি' হেন কহিলেন তাঁহারে তখন,
বিভীষণ, কপীশ্বর, আর কপিযূথপতিগণ।
হে রাজেন্দ্র, সঙ্গে তব করি' মোরা অযোধ্যা গমন,
রাজ্য-অভিষেক তব চাহি সবে করিতে দর্শন।
হেরি' সেই অভিষেক প্রণমিয়া কৌশল্যা মাতায়,
ফিরিব সকলে রাম নিজ নিজ গৃহে পুনরায়।
কহিলেন রাম, সবে মম সঙ্গে করিলে গমন,
প্রিয়তম বস্তু লাভ হলো বলে ভাবিব এখন।
হে সুগ্রীব, বিমানেতে ত্বরা করি' কর আরোহণ,
যূথপতিগণে লয়ে। হে রাক্ষসপতি বিভীষণ,
লয়ে সঙ্গে মন্ত্রীগণে বিমানে করুন আরোহণ।
রামের অনুজ্ঞা লভি' তথা হতে হলো অনন্তর,
উত্থিত আকাশ-পথে কুবেরের রথ মনোহর।
পবনচালিত যেন মহাকায় জলদের মত,
পুষ্পকবিমান সেই ঊর্দ্ধে দ্রুত হলো সমুত্থিত।

চারিদিক হেরি' রাম কহিলেন সীতারে তখন,
ত্রিকূট-শিখর-স্থিত লঙ্কা সীতা, কর নিরীক্ষণ।
হের আর রক্তমাংসে কর্দমাক্ত সমর-প্রাঙ্গণ।
হেথায় প্রহস্ত আর কুম্ভকর্ণ হয়েছে নিহত,
ওই সেই স্থান যথা লক্ষ্মণ করেছে নিপাতিত

ইন্দ্রজিতে। হে বৈদেহী, রণাঙ্গনে হারালো জীবন
হেথায় তোমার তরে, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, অকম্পন।
মহাপার্শ্ব, মহোদর, বহু আর রক্ষবীর যত,
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় হয়েছে নিহত।
হলাম আবদ্ধ মোরা মেঘনাদহস্তে নাগপাশে
হেথায়, গরুড়হস্তে লভিলাম মুক্তি অবশেষে।
হের ওই স্থান সীতে, হয়ে যথা রক্ষেন্দ্র রাবণ
নিহত তোমার তরে মম হস্তে, করেছে শয়ন।
সে দুরাত্মা রাবণের হলে মৃত্যু, হেথায় তখন
পত্নী মন্দোদরী তার করেছিল করুণ ক্রন্দন।
সুবেল পর্বত ওই, করিলাম রজনী যাপন
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে যথা মোরা, কর নিরীক্ষণ।
তোমার কারণে হলো সেতু ওই সাগরে নির্মিত,
নলসেতু নামে সীতে রবে তাহা ভুবনে বিদিত।
শঙ্খ-মৎস্যে পরিপূর্ণ সমুদ্র করিছে গরজন,
নাহি' পার, নাহি কূল, হে বৈদেহি, কর নিরীক্ষণ।*
মারুতি তোমার পাশে দৌত্যতরে আসিল যখন,
সুরসা সাগরে হেথা করেছিল বিঘ্ন উৎপাদন।
উঠিল সাগব ভেদি' মারুতির বিশ্রামের তরে
গিরি যেই, হের সেই হিরণ্যাভ নামে গিরিবরে।
করঞ্জ, হিন্তাল, তাল, তমাল বনেতে মনোরম
সুশোভিত ওই দেবী, গহন সমুদ্র-বেলা-বন।**

* পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্।
অপারমিব গর্জন্তং শঙ্খমীনসমাকুলম্।

** এতদ্বেলাবনং দেবী তমালবনশোভিতম্।
হিন্তালতালগহনং নক্তমালসমাকুলম্॥

ছিল কপি-সৈন্যাবাস সমুদ্রের তীরে এইখানে,
আসিলেন যথা সীতে, বিভীষণ মম সন্নিধানে।
করেছিনু সমুদ্রেরে নররূপে করিতে দর্শন,
হেথা আমি তিন রাত্রি কুশাস্তীর্ণ ভূতলে শয়ন।
দর্দুর পর্বত ওই মলয় পর্বত পাদদেশে,
গেলেন মারুতি চলি' যথা হতে লঙ্কার উদ্দেশে।
সুরম্য কিষ্কিন্ধ্যা সীতে, বিচিত্র কাননে সুশোভিত,
হের ওই, যেথা আমি করিলাম বালিরে নিহত।
বালি-বধ করি' আর সুগ্রীবেরে করি' রাজ্যদান,
দীর্ঘ চারি মাস দেবী, করিলাম দুঃখে অবস্থান
তোমার বিরহে হেথা। ওই সেই প্রভায় ভাস্বর
মাল্যবান নামে গিরি, কিষ্কিন্ধ্যার পাশে মনোহর।
কপীন্দ্র সুগ্রীব সহ যথা মম হলো সম্মিলন,
বালিবধ তরে যথা করেছিনু শপথ গ্রহণ।
বহু ধাতুপূর্ণ সেই ঋষ্যমূক পর্বত হেথায়
হের সীতে, অবস্থিত সবিদ্যুৎ জলদের প্রায়।
হের পদ্মে সুশোভিত পম্পা সেই, তীরেতে যাহার
করেছি বিলাপ বহু অয়ি সীতে, বিরহে তোমার।
এ পম্পাসরসী তীরে লভেছিনু দরশন আর
ধর্মশীলা শবরীর, করেছিনু কবন্ধে সংহার।
হের এবে স্থান সেই হে বৈদেহী, যথায় রাবণ
তোমার উদ্ধারকামী জটায়ুরে করিল নিধন।

ওই জনস্থান সেই, যুদ্ধে যথা করেছি সংহার
ত্রিশিরা দূষণে খরে, সকল রাক্ষসসৈন্যে আর।
সে পর্ণকুটির ওই যায় দেখা, রক্ষেন্দ্র রাবণ
যথা হতে অয়ি সীতে, করেছিল তোমারে হরণ।

হের আর স্থান সেই, করেছিল যেখানে লক্ষ্মণ,
শূর্পণখা রাক্ষসীর কর্ণ আর নাসিকা ছেদন।
নির্মলসলিলা ওই গোদাবরী কর নিরীক্ষণ,
কদলীবৃক্ষেতে ঘেরা হের আর অগস্ত্য আশ্রম।
আসিলেন যথা ইন্দ্র, বধিলাম বিরাধে যথায়,
শরভঙ্গ আশ্রম সে, হের সীতে ওই দেখা যায়।

অত্রিপত্নী অনসূয়া অঙ্গরাগ দিলেন তোমায়
যে অত্রিআশ্রমে সীতে সে আশ্রম এবে দেখা যায়।
গিরিশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট হে বৈদেহী, হের এইখানে,
করিতে প্রসন্ন মোরে এসেছিল ভরত যেখানে।
নির্মল সলিলা ওই মন্দাকিনী হের এবে সীতা,
ফলে মূলে জনকের শ্রাদ্ধকার্য করেছিনু হেথা।
কর নিরীক্ষণ ওই ভরদ্বাজ আশ্রম এবার,
সুরম্যা যমুনা নদী, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা আর!
শৃঙ্গবেরপুর সেই হে বৈদেহী, ওই দেখা যায়,
মম সখা গুহরাজ অবস্থান করেন যথায়।
এই যে ইঙ্গুদী সীতে, হয়ে মোরা ভাগীরথী পার,
করেছিনু একরাত্রি অবস্থান মূলেতে যাহার।
মম পিতৃ-রাজধানী হের ওই, এবে পুনরায়
এসেছ অযোধ্যা সীতে, প্রণিপাত কর অযোধ্যায়।

৩৭। ভরত-সন্নিধানে হনুমান

সীতা সনে হেনরূপ কথা নানা কহি' অনন্তর
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে আসিলেন রামরঘুবর।
পঞ্চমী তিথিতে সেথা চতুর্দশবর্ষ শেষে রাম,
ভরদ্বাজপাশে আসি' কহিলেন করিয়া প্রণাম,

কুশল তো অযোধ্যায়, জীবিত তো মম মাতৃগণ,
ভরত স্বকার্যে সেথা আছেন তো রত ভগবন্।
কহিলেন ভরদ্বাজ, শিরে জটা করিয়া ধারণ,
তোমার পাদুকা লয়ে ভরত আছেন সর্বক্ষণ
তোমার প্রতীক্ষা করি'। কুশলে আছেন পরিজন।
হে যুদ্ধবিজয়ী রাম, চীরবাস করি' পরিধান
গেলে যবে বনবাসে, হয়েছিনু দুঃখে ম্রিয়মাণ।
নেহারি' সফলকাম, শত্রুজয়ী হেরি' এবে আর,
হে রাম তোমারে আজি, আনন্দিত অন্তর আমার।
লহ অর্ঘ্য, রহ হেথা, যেও কাল অযোধ্যাভবন
হে রাঘব। নতশিরে গ্রহণ করি' সে আমন্ত্রণ,
প্রীতিভরে নিশি রাম করিলেন সেথায় যাপন।
রজনী প্রভাত হলে কপিকুলে করি' নিরীক্ষণ,
আহ্বানিয়া হনুমানে কহিলেন শ্রীরাম তখন।
যাও অযোধ্যায় কর ভরতেরে কুশল জ্ঞাপন,
সবার কুশল সেথা হও জ্ঞাত পবননন্দন।
শৃঙ্গবেরপুরে হয়ে উপনীত জানাইও আর,
মম প্রাণসম সখা গুহরাজে কুশল আমার।
শুনি' মম শুভ গুহ লভিবেন আনন্দ অপার।
অযোধ্যায় মম বার্তা ভরতেরে কহিবে যখন,
হবেন পরমপ্রীত হে মারুতি, ভরত তখন।
শুনি' সর্ব সমাচার কহিবেন ভরত তোমারে
বাক্য যাহা, হেথা তুমি আসি' তাহা কহিবে আমারে।
মুখভাবে ভরতের, দৃষ্টিপাতে ভাষণে তাহার,
আসিবে মনের ভাব অবগত হয়ে তুমি তার।
হস্তী, অশ্ব, রথ আর সর্ব কাম্যবস্তুতে পূরিত,
পিতৃরাজ্য লভি' কার মন নাহি হয় বিচলিত।

যদি রাজ্যঅভিলাষী হয়ে থাকে এবে তার মন,
করুন ভরত তবে চিরদিন পৃথিবী শাসন।
জানি ভরতের মনে হেন ভাব হয় নাই কভু,
নীতিশাস্ত্র অনুসারে কথা হেন কহিলাম তবু।
হবেনা ভরত কভু ধর্মচ্যুত, ভরতের মন
জানি আমি, মম তরে বিসর্জিতে পারে সে জীবন।,
ভরতের কোন দোষ নাহি কভু, জানি তা' মারুতি,
দোষের সন্ধান তার করাই যে দোষাবহ অতি।
রামবাক্যে হনুমান, করি' ত্বরা গঙ্গাঅতিক্রম,
শৃঙ্গবের পুরে, ধরি' নররূপ, গেলেন তখন।
সেথায় নিষাদপতি গুহপাশে করিয়া গমন,
কহিলেন অনন্তর বার্তা এই পবননন্দন।
করেছেন তব সখা রাম তাঁর কুশল জ্ঞাপন
লক্ষ্মণ বৈদেহী সহ। কথা সেই করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন গুহরাজ হয়ে হর্ষে উচ্ছ্বসিত মন,
কোথা রাম, কোথা সীতা, কোথা আর আছেন লক্ষ্মণ।
আনন্দেতে হয় মগ্ন বারিপাতে বসুধা যেমন,
করেছে এ বাক্য তব আনন্দিত আমারে তেমন।
জানায়ে বারতা যত কহিলেন মারুতি তখন,
ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে করেছেন রজনী যাপন
রঘুবর, হেথা তাঁর লভিলেন আজি দরশন।

সেথা হতে চলি' পথ হেরিলেন আসিয়া তখন
নন্দীগ্রাম সন্নিকটে বৃক্ষরাজি পবননন্দন।
হেরিলেন নন্দীগ্রামে মারুতি পশিয়া অনন্তর,
কৃষ্ণাজিনধারী দীন, ভ্রাতৃশোকে কৃশ-কলেবর
জটাধারী ভরতেরে। সম্মুখেতে করিয়া স্থাপন
রামের পাদুকা সদা, করিছেন পৃথিবী পালন।

সেনাপতি, মন্ত্রী আর শুদ্ধাচারী পুরোহিতগণে
সুবেষ্টিত ভরতেরে, হেরিলেন মারুতি সেখানে।
পৌরজনবৎসল সে রাজপুত্রে ত্যজি কদাচন,
চাহেনা যাইতে দূরে অনুগত যত পৌরজন।
ধর্মশীল ভরতের সম্মুখেতে আসিয়া তখন,
কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁরে কহিলেন পবননন্দন।
যাঁর বনবাসে হেন রয়েছেন শোকেতে মগন,
করেছেন সেই তিনি আপনারে কুশল জ্ঞাপন।
রাবণে নিহত করি', করি' আর সীতারে উদ্ধার,
হয়ে সিদ্ধমনোরথ এসেছেন হেথায় আবার
মহাবীর রাম এবে, সঙ্গে তাঁর লয়ে মিত্রগণে,
লয়ে সঙ্গে যশস্বিনী সীতা আর বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
সমুত্থিত হয়ে ত্বরা করি' প্রিয়বারতা শ্রবণ,
করিলেন হনুমানে ভ্রাতৃপ্রাণ ভরত তখন
আনন্দাশ্রুধারে সিক্ত। কহিলেন হরষেতে আর,
হে সৌম্য, এসেছ তুমি দয়া করি' নিকটে আমার
লয়ে প্রিয় বার্তা হেন, বাঞ্ছা যাহা কহ তা' আমারে,
আকাঙ্ক্ষা করিবে যাহা দিব আমি তাহাই তোমারে।
নেহারিব প্রভু রামে, শুনাইলে আজি তুমি মোরে,
শ্রুতিসুখকর হেন প্রিয়বাক্য বহুদিন পরে।
'জীবিত থাকিলে লোক শতবর্ষ পরেও আবার
লভে সুখ,' প্রবাদ সে হলো এবে প্রত্যক্ষ আমার।
কহ মোরে সবিস্তারে শ্রীরামের বারতা এবার॥
প্রীতিপূর্ণ বাক্য হেন কহিলেন ভরত যখন,
মহৎবৃত্তান্ত যত রাঘবের মারুতি তখন
কহিলেন ভরতেরে। কহিলেন আর হনুমান,
গঙ্গাতীরে আসি' রাম করিছেন এবে অবস্থান

ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে। অবিলম্বে হেথা এইবার,
পুষ্যানক্ষত্রের যোগে লভিবেন দরশন তাঁর।

৩৮। ভরত-মিলন

পরম আনন্দবার্তা হেনরূপ করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে সত্যনিষ্ঠ ভরত তখন
হর্ষভরে, শুদ্ধভাবে এবে যত পুরবাসিগণ,
গন্ধমাল্যে, বাদ্যে আর দেবগণে করুক অর্চন।
সূর্যোদয়ে নগরীর পথ আর গৃহশ্রেণী যত,
সমুড্ডীন পতাকাতে যেন সব হয় সুশোভিত।
সুরভিত পুষ্প যেন রাজপথে হয় বিকীরিত।
সৈন্যদল সহ যত প্রজা আর পুরবাসীগণ,
রাম-সন্দর্শন তরে হেথায় করুক আগমন।
মন্ত্রীগণ সহ ত্বরা এবে যত রাজপত্নীগণ,
রামসন্দর্শন তরে হেথায় করুন আগমন।

বহু অস্ত্রধারী বীর, অশ্ব বহু, লয়ে অনন্তর
করিলেন মন্ত্রীগণ ভরতেরে বেষ্টন সত্বর।
লোকমুখ্যগণ সবে, মাল্যহস্তে নাগরিকগণ,
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আর করিলেন তাঁহারে বেষ্টন।
বন্দিকুলস্তুতি আর শঙ্খরবে হয়ে সম্বর্দ্ধিত,
লয়ে শ্বেতছত্র, লয়ে মনোহর সুবর্ণ ভূষিত
ধবল চামর, করি' রামের পাদুকা সংস্থাপিত
মস্তকে ভরত, যত মন্ত্রীগণ সহ অনন্তর
রাম-অভ্যর্থনা তরে বহির্গত হলেন সত্বর।

মাতা কৌশল্যায় আর সুমিত্রারে করি' সংস্থাপিত
পুরোভাগে তাঁহাদের, দশরথ-পত্নীগণ যত,
করি' যান-আরোহণ সবে মিলি' হলেন নির্গত।

হলো ধরা শঙ্খনাদে, দুন্দুভির নির্ঘোষে ধ্বনিত,
হলো অশ্বখুর আর রথচক্র-শব্দেতে কম্পিত।

নন্দীগ্রামে আসি' হলো সর্বলোক মিলিত যখন,
হনুমানপানে চাহি' কহিলেন ভরত তখন,
উপবাসে কৃশদেহ ভ্রাতা মম চীর-পরিহিত,
আগমন-বার্তা তাঁর শুনি' সবে হেথা উপনীত।

শত্রুজয়ী রামে সেই কেন বল না হেরি এখন,
স্বভাবচাঞ্চল্য নিজ মোরে কি করিলে প্রদর্শন।

কহিলেন হনুমান, আনন্দিত যত কপিগণ
করে কোলাহল ওই, এবে তাহা করুন শ্রবণ।

মনে হয় কপিগণ হতেছে গোমতী নদী পার,
পুষ্পকবিমান ওই দেখা যায় আকাশে এবার।

সবান্ধবে রাবণেরে করি' হত লভিলেন রাম,
কুবেরের প্রসাদেতে ওই দিব্য পুষ্পকবিমান।

আছেন বিমান মাঝে রাম আর জানকী লক্ষ্মণ,
কপিগণ সহ আর আছেন সুগ্রীব-বিভীষণ।

পুষ্পক আসিছে ঊর্দ্ধে আকাশেতে ভাস্করের মত,
হেরি' তাহা হর্ষভরে বাল-বৃদ্ধ-নর-নারী যত,
'ওই রাম', 'ওই রাম' ধ্বনি এই করিয়া তখন,
উচ্চ-কোলাহলে সবে পূরিত করিল দিগঙ্গন।

হস্তী, অশ্ব, রথ হতে ত্বরা সবে নামিয়া ভূতলে,
বিমানে আসীন রামে নেহারিল সেথায় সকলে।

মেরুস্থিত সূর্যসম রথাগ্রেতে স্থিত রঘুবরে,
করিলেন প্রণিপাত ভরত, নেহারি' হর্ষভরে।
কহিল সকলে মিলি' যুক্তকরে নাগরিকগণ,
স্বাগত হে মহাবাহো, স্বাগত হে কৌশল্যানন্দন।
সহস্র হস্তের রাম পৌরজন-অঞ্জলি তথায়,
হেরিলেন অগণিত প্রস্ফুটিত কমলের প্রায়।
রামের অনুজ্ঞা লভি,' অবতীর্ণ হলো অনন্তর,
ধরাতলে বেগগামী হংস-যুক্ত রথ মনোহর
ভরত বিমানে সেই হর্ষভরে করি' আরোহণ,
করিলেন পুনরায় রামে অভিবাদন তখন।
বহুকাল অন্তে রাম ভরতেরে করি' দরশন,
লয়ে তাঁরে নিজ অঙ্কে, করিলেন হর্ষে আলিঙ্গন।
অনন্তর জানকীর করিলেন চরণ-বন্দন
ভরত, আসিয়া আর যথা কপিযূথপতিগণ,
করিলেন সে সবারে হৃষ্টমনে প্রীতিআলিঙ্গন।
মানুষের রূপ ধরি' সুধা'লেন কুশল-বারতা
ভরতেরে, কামরূপী সেই সব কপিগণ সেথা।
কহিলেন বিভীষণে ভরত, হে রক্ষরাজেশ্বর,
তব সহায়েতে রাম করেছেন কর্ম সুদুষ্কর।
রাম আর লক্ষ্মণেরে প্রণমিয়া শত্রুঘ্ন তখন,
সীতাদেবী পাশে আসি' করিলেন চরণ-বন্দন।
করিলেন অনন্তর নতশিরে আসিয়া প্রণাম
শোকতপ্তা জননীরে, পদস্পর্শ করি তাঁর রাম।
সুমিত্রা কৈকেয়ী দোঁহে করি' অভিবাদন জ্ঞাপন,
করিলেন বশিষ্ঠেরে আসি' রাম প্রণাম তখন।

রামের পাদুকা লয়ে নিজহস্তে পরায়ে রামেরে,
কহিলেন যুক্তকরে ধর্মশীল ভরত তাঁহারে।

করিনু আদেশে তব ভয়ে ভয়ে যে রাজ্য গ্রহণ,
সে তব গচ্ছিত রাজ্য করিতেছি এবে প্রত্যর্পণ।
হেরিলাম আপনারে আযোধ্যায় পুনঃ সমাগত,
সার্থক জীবন মম পূর্ণ মম মনোবাঞ্ছা যত।
কোষাগার, সৈন্য আর এ নগরী করুন দর্শন,
তব প্রভাবেতে সব বহুগুণ করেছি বর্দ্ধন।
ভ্রাতৃপ্রাণ ভরতের বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ,
বাষ্পাকুল নেত্র হলো কপিকুল আর বিভীষণ।
লয়ে হর্ষে ভরতেরে নিজঅঙ্কে সসৈন্যে তখন,
ভরত-আশ্রমে রাম করিলেন বিমানে গমন।
অনন্তর শ্রীরামের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে সে বিমান,
করিল উত্তর দিকে কুবেরের আলয়ে প্রয়াণ।
নেহারি' কুবের তারে কহিলেন যাও পুনরায়,
রাম-পাশে, এসো হেথা যবে আমি স্মরিব তোমায়।
আসিল বিমান সেই রাম-পাশে ফিরি' অনন্তর,
শুনি' বার্তা রাম তারে করিলেন বহু সমাদর।

৩৯। রামের রাজ্যাভিষেক

অনন্তর ধর্মশীল ভরত করিয়া আলিঙ্গন
কপীশ্বর সুগ্রীবেরে, কহিলেন তাঁহারে তখন,
ছিলাম হে কপীশ্বর এতদিন ভ্রাতা চারিজন
আপনি পঞ্চম এবে। সৌহৃদ্যেতে হয় সর্বজন
মিত্র সদা, শত্রু আর হয় করি' অনিষ্ট সাধন।
ভরত অগ্রজ রামে কহিলেন যুক্তকরে আর,
পূজাপ্রাপ্ত মাতা মম, রাজ্য প্রাপ্তি হয়েছে আমার,
তব দত্ত রাজ্য এবে তব হস্তে অর্পিনু আবার।

বলবান বৃষ পারে বহিতে যা' দিলেন সে ভার
একাকী আমারে, সেই গুরুভার দুর্বহ আমার।
মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড সম তেজোদীপ্ত আপনারে এবে,
রাজ্যে অভিষিক্ত হেথা দেখুন রাজন্যগণ সবে।
বহুদূর সুবিস্তৃত বিশাল এ রাজ্য আপনার,
করুন গ্রহণ এবে প্রভুরূপে সেই রাজ্যভার।
ভরতের হেনরূপ কথা রাম করিয়া শ্রবণ,
সম্মতি প্রদান করি', করিলেন আসন গ্রহণ।
আসিল সত্বর তথা শত্রুঘ্নের আদেশে তখন,
রামসন্নিধানে যত ক্ষিপ্রহস্ত ক্ষৌরকারগণ।
কপীন্দ্র সুগ্রীব আর ভরত-লক্ষ্মণ-বিভীষণ,
করিলেন অগ্রে তথা একে একে স্নান সমাপন।
ক্ষৌরকার হস্তে করি' জটাভার ছেদন তখন,
করিলেন স্নান রাম, করিলেন অঙ্গেতে ধারণ,
বসন, কুণ্ডল, মাল্য, বহুমূল্য নানা আভরণ।
সুশোভিত হয়ে রাম, হেনভাবে দেবতা সমান,
করিলেন নন্দীগ্রামে ভ্রাতৃগণে লয়ে অবস্থান।
নানা প্রসাধনে আর নানাসাজে সীতারে সজ্জিত,
করিলেন আসি' তথা দশরথ-পত্নীগণ যত।
করিলেন নিজহস্তে সুসজ্জিত সেথায় যতনে
কৌশল্যা, ভরত আদি রঘুবংশধর পত্নীগণে।
অশ্ব-সংযোজিত করি' দিব্যরথ আনিল তখন
সুমন্ত্র, সে রথে রাম করিলেন আসি' আরোহণ।
ভরত নিলেন হস্তে অশ্বরশ্মি, চামর লক্ষ্মণ,
রামের মস্তকে ছত্র করিলেন শত্রুঘ্ন ধারণ।
ভূষণে ভূষিত হয়ে নররূপ ধরি' কপিগণ,
আরোহি' গজেন্দ্র পৃষ্ঠে সঙ্গে তাঁর করিল গমন।

শঙ্খভেরী দুন্দুভির নিনাদেতে করি' অনন্তর
আনন্দিত পুরী সেই, রাঘব হলেন অগ্রসর।
রাম-আগমন বার্ত্তা শুনি' হর্ষে পুরী অযোধ্যাতে
দশরথ-মন্ত্রীগণ, কহিলেন কুলপুরোহিতে'
রাম-অভ্যুদয় তরে করুন সকল আয়োজন,
অভিষেক তরে সর্ব-শুভকার্য করুন এখন।
কহি' ইহা পুরী হতে বহির্গত হয়ে মন্ত্রীগণ,
দীপ্তঅগ্নিসম রামে হেরিলেন সকলে তখন
স্বজন বেষ্টিত হয়ে নগরে করিতে আগমন।
সম্বর্দ্ধনা করি' রামে, রাম হতে লভি' তাঁরা আর
সম্বর্দ্ধনা, সবে মিলি' অনুগামী হলেন তাঁহার।
কহিলেন রঘুবর, সুগ্রীবের সখ্যের বারতা,
কপিকুলকার্য, আর মারুতির প্রভাবের কথা।
বানর-রাক্ষস-বার্তা রামমুখে করিয়া শ্রবণ,
অযোধ্যায় পুরবাসী হলো সবে বিস্ময়ে মগন।
সজ্জিত পতাকামাল্যে, পুষ্পাকীর্ণ পথে সুশোভিত
অযোধ্যায় আসি ক্রমে রাঘব হলেন উপনীত।
পুরনারীগণ যত শ্রীরামেরে কহিল তখন,
তব তরে মাতা তব সন্তাপিত ছিলেন যেমন,
অযোধ্যার পুরবাসী ছিল সবে সন্তপ্ত তেমন।
সূর্যহীন নভঃ আর রত্নশূন্য সাগরের মত,
রামহীন হয়ে রাম, ছিল এই অযোধ্যা সতত।
চতুর্দশ বর্ষ তব বনবাস, পুরবাসীজন
চতুর্দশশত-বর্ষ বলি' মনে করেছে গণন।
পথে পথে বহু রাম হেন ভাবে করিয়া শ্রবণ,
নর-নারী উচ্চারিত প্রীতিভরা মধুর বচন,
আসি পিতৃভবনেতে করিলেন প্রবেশ তখন

কৌশল্যা আঘ্রাণি' শির রাম আর লক্ষ্মণ দোঁহার,
সীতারে অঙ্কেতে লয়ে করিলেন শোকপরিহার।

কহিলেন ভরতেরে রঘুবর, কাঞ্চনে মণ্ডিত
আছে যে ভবন-শ্রেষ্ঠ, অশোকবনেতে অবস্থিত,
বিশ্রাম করুন তাহে সুগ্রীব, করুন বিভীষণ
বিশ্রাম বিশাল রম্য উপাসনা-ভবনে এখন।

কপিদলপতিগণে বাসস্থান দেহ মনোরম।

শুনি' তাহা কপিগণে, সুগ্রীবেরে আর বিভীষণে,
গেলেন ভরত লয়ে সঙ্গে তাঁর, বিশাল ভবনে।

কহিলেন অনন্তর সুগ্রীবেরে ভরত সেখানে,
রাম-অভিষেক তরে আদেশ করুন দূতগণে,
পুণ্যাযোগে অভিষেক হবে কাল নিশি অবসানে।

প্রদানিয়া রত্নময় চারি স্বর্ণকুম্ভ মনোরম,
চারি-কপিশ্রেষ্ঠে তথা, কহিলেন সুগ্রীব তখন,
চারি-সাগরের জল লয়ে হেথা কর আগমন
প্রত্যূষ সময়ে ত্বরা, নাহি হতে উদিত তপন।

সুগ্রীব কহিলে হেন করিলেন আকাশে উত্থান,
সবেগে মারুতি, আর ঋষভ, সুষেণ, জাম্ববান।

দক্ষিণে গেলেন চলি' ঋষভ, উত্তরে হনুমান,
পূর্বেতে সুষেণ আর পশ্চিমসাগরে জাম্ববান।

আসিলেন ফিরি' পুনঃ ত্বরা করি' যূথপতিগণ,
চারিসমুদ্রের জল চারিকুম্ভে করিয়া বহন।

শুভ অভিজিৎক্ষণে পুণ্যাযোগে বিমল প্রভাতে,
বশিষ্ঠ তখন হয়ে পরিবৃত ব্রাহ্মণগণেতে,
সীতাসহ রামে করি' রত্নময় আসনে স্থাপিত,
কহিলেন দ্বিজগণে অনুষ্ঠিতে শাস্ত্র বিধিমত

রাঘবের অভিষেক। অনন্তর বশিষ্ঠ, গোতম,
বামদেব, বিশ্বামিত্র, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন,
করিলেন অভিষিক্ত রঘুবরে সুগন্ধ সলিলে,
দেবরাজে পূর্বে যথা করিলেন দেবতা সকলে।
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ যত, কন্যাকুল, সেনাধ্যক্ষগণ,
করিলেন অভিষিক্ত যথাক্রমে রাঘবে তখন।
করিলেন শ্বেতছত্র শ্রীরামের মস্তকে ধারণ
শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব আর বিভীষণ চামর ব্যজন।
জয়াশীষ সহ স্তব করিলেন যত ঋষিগণ,
মধুর সে রামস্তুতি সর্বলোক করিল শ্রবণ।
করিলেন দান বহু স্বর্ণমুদ্রা, বহু আর গ্রাম,
বহু বস্ত্র-আভরণ, বহু ধেনু, দ্বিজগণে রাম।
মনিময় স্বর্ণহার করিলেন সুগ্রীবে প্রদান,
কেয়ুর হীরকময়, অঙ্গদেরে দিলেন শ্রীরাম।
করিলেন বিভীষণে রাম সেথা প্রদান তখন,
উত্তম কেয়ুর আর দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ।
সীতারে দিলেন রাম চন্দ্রপ্রভাসম মুক্তাহার,
উত্তম বসন আর বহুমূল্য নানা অলঙ্কার।
হনুমান প্রতি সীতা দৃষ্টিপাত করিয়া তখন,
করিলেন মুক্তাহার নিজ কণ্ঠ হতে উন্মোচন।
অনন্তর রাম আর কপিকুল পানে বারবার
করিলেন দৃষ্টিপাত। বুঝি সেই ইঙ্গিত প্রিয়ার
কহিলেন রাম তাঁরে, যার প্রতি তুষ্ট তুমি মনে,
তোমার এ হার এবে হে মৈথিলি, দেহ সেই জনে।
পৌরুষ, বিক্রম, বুদ্ধি যার মাঝে সদা বর্তমান,
করিলেন হার সীতা সে পবননন্দনে প্রদান।
জ্যোস্না-শুভ্র হার সেই হনুমান করি' পরিধান,
শোভিলেন শুভ্রমেঘে আচ্ছাদিত গিরির সমান।

রক্ষ, ঋক্ষ, কপিকুল ছিল যত, হয়ে সম্মানিত,
বহুমানে, লভি' আর ধনরত্ন কাম্য বস্তু যত,
করিল প্রস্থান ক্রমে, হয়ে সবে বিচ্ছেদে ব্যথিত।
নেহারিয়া হনুমানে প্রস্থান উদ্যত রঘুবর,
কহিলেন করি নাই তোমারে উচিত সমাদর
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান, সুমহৎ কর্মসম্পাদন
করেছ সতত তুমি, লহ বর পবন-নন্দন।
কহিলেন হনুমান আনন্দাশ্রু পূরিত নয়নে,
যতদিন রামনাম প্রচারিত রহিবে ভুবনে,
হে দেব, এ দেহে মম ততদিন রহে যেন প্রাণ।
কহিলেন রাম তারে হবে তাই এবে হনুমান।
সাগর, ভূধর, আর বসুন্ধরা রবে যতদিন,
জরা-ব্যাধি হীন হয়ে তরুণ রহিবে ততদিন।
বরদান করি তারে কহিলেন সীতাও তখন,
পাবে তুমি ভোগ্যবস্তু অনায়াসে পবননন্দন।
অমৃতের তুল্য ফল, সুনির্মল বারিরাশি আর,
লভিবে সতত তুমি ইচ্ছামাত্র সম্মুখে তোমার।
শুনি' ইহা হনুমান, 'হোক তাই' বলিয়া তখন,
করিলেন তথা হতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গমন।
নিজ বাসস্থানে যত কপিকুল করিলে প্রস্থান,
চির অনুরক্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে কর পালন লক্ষ্মণ
পিতৃকুল রাজ্য এই, মম সনে মিলিয়া এখন।

হলেন রক্ষিতে তাঁর বাক্য সেই, অসম্মত
সৌমিত্রি, ভরতে অনন্তর
করিলেন অভিষিক্ত, যৌবরাজ্যে অযোধ্যার
মহামতি রাম রঘুবর।

৪০। রামরাজ্য—রামায়ণ-মাহাত্ম্য

রাজকার্যসন্দর্শনে নিষ্ঠাভরে ভ্রাতৃগণ সহ,
আপনি ধর্মাত্মা রাম রহিলেন মগ্ন অহরহ।

পূর্ণ হলো বসুন্ধরা, ধর্মে সদা হয়ে সুরক্ষিত,
হৃষ্টপুষ্ট জনগণে। হলো ধনধান্যেতে বর্ধিত।

দস্যুহীন হলো দেশ, রহিল্না শঙ্কা বিপদের,
রহিলনা সেথা আর অকালেতে মৃত্যু বালকের।

রহিল সন্তোষে সবে, হলো সবে ধর্মপরায়ণ,
ধর্মরত রামে হেরি,' হিংসা সবে করিল বর্জন।

হলো বহু পুত্রবান, রোগ-শোকহীন সবে আর,
হলো শতজীবী, যবে শ্রীরাম নিলেন রাজ্য ভার।

হলো বায়ু সুখস্পর্শ ফলে-ফুলে পূর্ণ তরুগণ,
আরম্ভিল মেঘ তথা যথাকালে করিতে বর্ষণ।

হলো রত প্রজাকুল স্বধর্মেতে, স্বকর্মেতে আর,
হলো ধর্মনিষ্ঠ যবে শ্রীরাম নিলেন রাজ্যভার।

করিলেন রক্ষা রাজ্য হেনভাবে সর্বগুণবান্
সর্বসুলক্ষণ-যুক্ত সর্বধর্মপরায়ণ রাম।

হয়ে রাজ্যঅধিপতি হতশত্রু' মহাযশা রাম,
দক্ষিণা সহিত বহু করিলেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

অশ্বমেধযজ্ঞ রাম, পুণ্ডরীক রাজপেয় আর,
করিলেন অনুষ্ঠান জারুথী তীর্থেতে বহুবার।

অমিতবিক্রম রাম দীর্ঘবাহু প্রিয়দরশন,
লক্ষ্মণে সহায় করি,' করিলেন পৃথিবী পালন।

মহৎ এ আদিকাব্য ধন্যকাব্য বাল্মীকিরচিত,
করে সে রাজন্যগণে বিজয়ী, করে সে বিবর্দ্ধিত
যশ আর আয়ু সদা। পাপে মুক্ত হয় সেই জন,
রামের চরিত এই সুবিচিত্র যে করে শ্রবণ।
শুনি' নরলোকে হেথা শ্রীরামের চরিত সতত,
পুত্রকামী লভে পুত্র, লভে ধন ধনপ্রার্থী যত।
কামনা করিয়া পতি লভে কন্যা পতি মনোরম,
হয় প্রবাসেতে স্থিত প্রিয় যত বন্ধু সমাগম।
শুনি' বাল্মীকির এই সুমধুর কাব্য রামায়ণ,
বাঞ্ছিত সকল বর প্রাপ্ত সদা হয় সর্বজন।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড

১। রাম সন্নিধানে মহর্ষিগণ

লভিলেন রাজ্য রাম রাক্ষস নিধন করি যবে,
আসিলেন অযোধ্যাতে তখন মহর্ষিগণ সবে
করিতে সকলে মিলি রামে অভিনন্দন জ্ঞাপন,
আসিলেন বিশ্বামিত্র, ধৌম্য, কণ্ব, কৌশিক, চ্যবন,
জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, অত্রি, আর অগস্ত্য, গৌতম।

অন্য মুণিগণ সহ। তাঁহাদের লভি দরশন,
যুক্তকরে নতশিরে রঘুবর হয়ে সমুত্থিত,
করিলেন ত্বরা করি আসন নির্দেশ যথোচিত।

সমাদরে রাঘবেন্দ্র পাদ্যঅর্ঘ্য, প্রদানিয়া আর
সমাগত ঋষিকুলে, সুধালেন কুশল সবার।

কহিলেন তাঁরা রামে, কুশলেতে আছি মোরা সবে,
তোমার কুশল রাম ভাগ্যক্রমে হেরিতেছি এবে।

পুত্র পৌত্র আদি সহ রাবণেরে করেছ নিধন,
ভাগ্যক্রমে সীতাসহ করিতেছি তোমারে দর্শন।

ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহ, অন্য ভ্রাতৃগণ সহ আর
মাতৃগণ সহ রাম দরশন লভিনু তোমার।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রাবণেরে হে রাম করেছ পরাজিত,
রাবণে বধিতে রাম, আছে শক্তি তোমার নিশ্চিত,
কিন্তু যুদ্ধে ভাগ্যবশে ইন্দ্রজিৎ হয়েছে নিহত।

শুনি সেই কথা রাম কহিলেন বিস্ময়ে তখন,
মহাবীর কুম্ভকর্ণ, মহাবল রক্ষেন্দ্র রাবণ,
সে সবারে অতিক্রমি, করিছেন কেন এ ভাবেতে,
প্রশংসা সকলে এবে, রাবণ তনয় ইন্দ্রজিতে।

রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন অগস্ত্য তাঁহারে
রাবণ তনয় বীর ইন্দ্রজিৎ-কাহিনী তোমারে
হে রাম কহিব আমি, কহিব বিক্রম কত তার
ছিল রাম, করেছিল কি ভাবে সে অরাতি সংহার।
কিন্তু আগে রাবণের বংশ আর জন্ম বিবরণ,
করেছিল বরলাভ কি ভাবে সে কর তা শ্রবণ।
ব্রহ্মাপুত্র ঋষিবর সত্যযুগে পুলস্ত্য নামেতে
ছিলেন তপস্যারত তৃণবিন্দু নৃপ আশ্রমেতে
সুমেরু পর্বত পাশে। সুরম্য সে আশ্রমে তাঁহার
দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা, অপ্সরারা আর,
ক্রীড়া, নৃত্য, গীতবাদ্যে করিত বিঘ্নের উৎপাদন
তপস্যা নিরত তাঁর, প্রতিদিন করি আগমন।
কহিলেন মুনিবর হয়ে ক্রোধান্বিত অতি,
দৃষ্টিপথে যে আমার আসিবে সে হবে গর্ভবতী।
শুনি তাহা সেথা হতে গেল চলি ভয়ে কন্যা যত,
তৃণবিন্দু কন্যা শুধু ছিল সেই বারতা অজ্ঞাত।
ছিলেন পুলস্ত্য যবে একদিন বেদ পাঠে রত,
আসি সে নির্ভয়ে সেথা কাছে তাঁর হলো উপনীত।
গর্ভের লক্ষণ হলো প্রকাশিত সহসা তখন
দেহে তার, ভয়েতে সে পিতৃপাশে করিল গমন।
কহিলেন নরপতি দুহিতারে করি নিরীক্ষণ,
হয়েছে তোমার দেহ হেনরূপ কিভাবে এখন।

কহিল সে যুক্তকরে, গিয়েছিনু পুলস্ত্য আশ্রমে,
হে পিতঃ একাকী আমি অন্বেষিতে মম সখীগণে।
না হেরিনু সে সবারে সে আশ্রমে, বিপর্যয় আর
হলো হেন দেহে মম নাহি জানি কারণ ইহার॥
রাজর্ষি সে তৃণবিন্দু ধ্যান যোগে সর্ব বিবরণ
হয়ে জ্ঞাত, করিলেন পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন
কন্যা সহ, কহিলেন তাঁরে আর, করুন গ্রহণ,
স্বেচ্ছায় প্রদত্ত মম গুণবতী এ কন্যা এখন।
তপস্যাতে হবে যবে দেহ অতি ক্লান্ত আপনার,
করিবে তখন সেবা হে মহর্ষি এ কন্যা আমার।
দিলেন সম্মতি মুনি সে কথাতে, রহি আশ্রমেতে
পতিরে করিল তুষ্ট কন্যা সেই আপন গুণেতে।
স্বভাব গুণেতে তার হয়ে প্রীত পুলস্ত্য তখন,
কহিলেন পুত্র এক হবে জেনো আমার মতন
হে দেবী, তোমার এবে। বংশধর তোমার আমার
হবে সেই পুত্র ভদ্রে, হবে নাম পৌলস্ত্য তাহার।
শুনেছিলে বেদ তুমি, মম বেদ অধ্যয়ন কালে
বিশ্রবা নামেও আর খ্যাত তাই হবে সে ভূতলে।
হলো পুত্র অনন্তর সে কন্যার বিশ্রবা নামেতে,
পুত্র সেই পিতৃসম হলেন নিরত তপস্যাতে
সত্য বাক্ কর্মে দক্ষ রত সদা বেদ অধ্যয়নে,
সর্বভূতে দয়াশীল বিশ্রবা, হলেন নিজগুণে
জনক পুলস্ত্য সম শুনি সর্ব বারতা তাঁহার,
মহামুনি ভরদ্বাজ করিলেন কন্যা আপনার
সম্প্রদান সমাদরে হস্তে তাঁর, গর্ভে সে কন্যার
হলো বহু গুণবান পুত্র এক মুনি বিশ্রবার॥
দেবর্ষিগণের সহ মিলি ব্রহ্মা দিলেন তখন
বিশ্রবার সমতুল্য পুত্রে সেই নাম বৈশ্রবণ।

দ্বি-সহস্র বর্ষকাল সুকঠোর তপস্যা মগন
রহিলেন নিরন্তর গভীর অরণ্যে বৈশ্রবণ।
পরিতুষ্ট অনন্তর হয়ে ব্রহ্মা কহিলেন তাঁরে,
দেবেন্দ্র, বরুণ, যম, লোকপাল রূপে এ তিনেরে
করেছি সৃজন আমি, লোকপাল চতুর্থ এখন
হবে তুমি মম বরে ধনপতিরূপে বৈশ্রবণ।
লহ এ পুষ্পক রথ দীপ্তিময়, হও তুমি আর
দেবগণ সমতুল্য, হোক বৎস, কল্যাণ তোমার।

কহি ইহা যবে ব্রহ্মা করিলেন স্বস্থানে গমন
ধনপতি বৈশ্রবণ কহিলেন পিতারে তখন,
লভেছি স্বয়ম্ভু হতে বর আমি এবে ভগবন্
কিন্তু ব্রহ্মা মম তরে করেননি স্থান নির্ধারণ।
হবেনা প্রাণীর কোন ক্লেশ যথা বলুন আমারে
সে হেন স্থানের কথা। কহিলেন বিশ্রবা তাঁহারে,
দক্ষিণ সাগর তীরে আছে গিরি ত্রিকূট নামেতে,
ইন্দ্রের অমরা সম পুরী এক আছে সে পর্বতে।
করেছিলা বিশ্বকর্মা লঙ্কা নামে সে পুরী নির্মাণ
রাক্ষসকুলের তরে, সেথা তুমি কর অবস্থান।
করি যত রক্ষকুল মনোহর সে পুরী বর্জন,
বিষ্ণু ভয়ে সবে মিলি রসাতলে করেছে গমন।
জনশূণ্য পুরী সেই, নাহি কোন নৃপতি সেখানে,
হবেনা কাহারো ক্লেশ সেথায় তোমার অবস্থানে।
ধর্মশীল বৈশ্রবণ পিতার সে নির্দেশে তখন
গেলেন সেথায় চলি। রক্ষ বহু করিল গমন
তাঁহার শাসনগুণে অবস্থান করিতে সেখানে,
রহিলেন বৈশ্রবণ লয়ে সবে আনন্দিত মনে।

শুনি তাহা রঘুবর কহিলেন বিস্ময়ে তখন
পুলস্ত্য বংশেতে যত রক্ষকুল লভেছে জনম
শুনেছি ইহাই মোরা, কহিলেন আপনি এখন
অপর বংশেও তারা করেছিল জনম গ্রহণ।
ছিল কি সে রক্ষকুল ভগবন্, বল বিক্রমেতে
শ্রেষ্ঠতর কুম্ভকর্ণ, রাবণ ও প্রহস্তাদি হতে।

রামের সে বাক্য শুনি কহিলেন অগস্ত্য তাঁহারে,
পুরাকালে করি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি, করিলেন পরে
প্রাণীগণে সৃষ্টি তিনি, কহিলেন সে সবারে আর
তোমরা সকলে লহ এ সলিল সংরক্ষণ ভার।
ক্ষুধার্ত ছিলনা যারা তার মাঝে, 'করিব রক্ষণ'
কহিল সে সব প্রাণী, সে সবারে স্বয়ম্ভু তখন
দিলেন রাক্ষস নাম। ছিল আর ক্ষুধিত যাহারা
কহিল 'করিব ক্ষয়' এই কথা ব্রহ্মারে তাহারা।
দিলেন তাদেরে ব্রহ্মা, যক্ষ নাম, রাক্ষসকুলেতে
ছিল দুই বীর ভ্রাতা হেতি আর প্রহেতি নামেতে।
সে দুই ভ্রাতার মাঝে পত্নীবাঞ্ছা ধার্মিক প্রহতি
নাহি করিলেন কভু। যম ভগ্নী ভয়ঙ্করী অতি
ছিল এক ভয়া নামে, করিলেন পত্নীরূপে রাম
গ্রহণ ভয়ারে সেই স্বইচ্ছাতে হেতি যাঁর নাম।
জনমিল অনন্তর ভয়ার গর্ভেতে কালক্রমে
হেতির তনয় এক, বিখ্যাত বিদ্যুৎকেশ নামে।
সালঙ্কটঙ্কটা নামে ছিল কন্যা রাক্ষসী সন্ধ্যার,
বিদ্যুৎকেশের সাথে দিল সন্ধ্যা বিবাহ তাহার।
হলো গর্ভবতী যবে কন্যা সেই, প্রসব তখন
করি গিরিমন্দরে সে, পুনরায় করিল গমন

পতিপাশে। নভোপথে বৃষভ বাহনে যেতে যেতে,
শুনিলেন পরিত্যক্ত সে শিশুর ক্রন্দন পর্বতে
পার্বতী ও মহেশ্বর। হেরি তারে করুণাতে মন
হলো পূর্ণ পার্বতীর, বাক্যে তাঁর শঙ্কর তখন,
বর্ধিত শিশুরে সেই করি সেথা, করিলেন তারে
বয়সেতে পিতৃতুল্য, করিলেন অমর তাহারে।
দিলেন শঙ্কর আর পরিতুষ্ট করিতে উমারে,
অক্ষয়, অব্যয় এক নভোগামী বিমান তাহারে।
সুকেশ নামেতে খ্যাত পুত্র সেই বিদ্যুৎকেশের
লাগিল ভ্রমিতে গর্বে চরাচরে বরেতে শিবের।
গন্ধর্ব গ্রামনী নামে, কন্যা তাঁর নামে দেববতী
করিলেন সম্প্রদান সুকেশেরে, কন্যা রূপবতী
হলেন তাহাতে সুখী। গর্ভে তাঁর হলো বলশালী
তিন পুত্র সুকেশের, মাল্যবান্, সুমালী ও মালী।
হলেন তাঁহারা অতি তেজস্বী, উগ্র ও ভয়ঙ্কর
প্রবল ব্যাধির সম। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন সত্বর।
গেলেন তাঁহারা চলি অনন্তর সুমেরু পর্বতে
হলেন তাঁহারা সেথা নিরত কঠোর তপস্যাতে।
আসি ব্রহ্মা চাহিলেন দিতে বর তাঁদেরে যখন
যুক্তকরে তিন ভ্রাতা কহিলেন ব্রহ্মারে তখন,
চিরজীবী, শত্রুহন্তা, হে প্রভো অজেয় নিরন্তর
হই যেন, থাকি যেন প্রীতিতে আবদ্ধ পরস্পর।
ব্রহ্মা হতে বর সেই লভি তাঁরা নির্ভয়ে তখন,
সুরাসুরগণে যত লাগিলেন করিতে পীড়ন।
বিশ্বকর্মা সমীপেতে অনন্তর আসি তাঁরা সবে
কহিলেন, গৃহরাজি নির্মাণ করুন দেব এবে
আমাসবাকার তরে। কহিলেন তাঁদেরে তখন
বিশ্বকর্মা, সমুদ্রের দক্ষিণেতে পুরী মনোরম

ত্রিকূট পর্বত শৃঙ্গে, ইন্দ্রের আদেশ অনুসারে,
করেছি নির্মাণ আমি লঙ্কা নামে, সে পুরী মাঝারে
নির্ভয়েতে অবস্থান কর সবে তোমরা এখন,
বহু অনুচর সহ সেথা তাঁরা গেলেন তখন।
হৃষ্ট চিত্তে অনন্তর মিলি সেই ভ্রাতা তিনজন
গেলেন করিতে বাস সে লঙ্কা পুরীতে মনোরম।
নর্মদা নামেতে এক গন্ধর্বীর ছিল রূপবতী
কন্যা তিন, সুন্দরী ও কেতুমতী নামে রঘুপতি,
বসুদা নামেতে আর। পরিণয় হলো যথাক্রমে
মাল্যবান, সুমালী ও মালীর সে তিন কন্যা সনে।
মাল্যবান পুত্র হলো একে একে সুন্দরী গর্ভেতে,
বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ ও সুপ্তঘ্ন নামেতে,
যজ্ঞকেতু নামে আর মত্ত ও উন্মত্ত নামে রাম
সপ্তজন, হলো এক দুহিতা সুবেলা তার নাম।
কেতুমতী সুমালীর দশপুত্র হলো যথাক্রমে
প্রহস্ত ও অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ নামে
ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদী, প্রঘস নামে আর
ভাসকর্ণ নামে রাম, চারি কন্যা হলো সে দোঁহার,
রাকা আর পুষ্পোৎকটা, নৈকসী ও কুম্ভীনসী নামে,
মালী আর বসুদার চারিপুত্র হলো যথাক্রমে,
অনল, অনিল, ভীম, সম্পাতি নামেতে রঘুবর,
বিভীষণ মন্ত্রী হয়ে ছিল সেই চারি নিশাচর।
শত শত রাক্ষসেতে পরিবৃত ভ্রাতা তিনজন,
দেবতা ও ঋষিগণে লাগিল করিতে উৎপীড়ন।
সে সবার উৎপীড়নে দেবগণ, ঋষিগণ আর,
প্রণমিয়া মহেশ্বরে হলেন শরণাগত তাঁর।
কহিলেন অনন্তর, স্বয়ম্ভূর বরে ভগবন্
করিছে পীড়ন যত উদ্ধত সুকেশ পুত্রগণ

সর্বজনে নিরন্তর। রক্ষকুলে প্রধান যাহারা,
আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, কহিছে তাহারা।
আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি যম, আমি চন্দ্র আর
আমিই বরুণ, তারা একথা কহিছে বারবার।
বধি সে রাক্ষস কুলে রুদ্রমূর্ত্তি ধরি ভগবন্
অভয় প্রদান যত ভয়ার্ত্তেরে করুন এখন।
কহিলেন মহাদেব পক্ষপাতী হয়ে সুকেশের,
আমার অবধ্য সেই রক্ষকুল, নিহত তাদের
করিবনা আমি কভু, নারায়ণ সমীপে গমন
কর সবে, সে সবারে করিবেন তিনিই নিধন।
মহেশে বন্দনা করি করিলেন গমন তখন
সবে তাঁরা বিষ্ণু পাশে, হলেন সম্মত নারায়ণ
বধিতে রাক্ষসকুলে। করি সেই বারতা শ্রবণ
কহিলেন মাল্যবান সুমালী ও মালীরে তখন,
বলেছেন নারায়ণ দেবগণে, করিবেন হত
আমা সবে, মনে এবে দেখ ভাবি কি করা সঙ্গত।
কহিলেন মাল্যবানে মালী আর সুমালী তখন,
বিষ্ণুর নাহিক দোষ, মূলে এর আছে দেবগণ।
তাদেরি বাক্যেতে বিষ্ণু হয়েছেন বিক্ষুব্ধ এখন,
এবে সেই দেবগণে আমরা করিব আক্রমণ।
এ হেন মন্ত্রণা করি মহাবল রাক্ষসেরা যত,
বহু হস্তী অশ্বসহ যুদ্ধ তরে হলো বহির্গত।
আরোহি উত্তম রথে সহস্র সহস্র নিশাচর
দেবলোক অভিমুখে যাত্রা সবে করিল সত্বর।
দেবদূতগণ হতে করি বিষ্ণু সে বার্তা শ্রবণ
আরোহি গরুড় পৃষ্ঠে বহির্গত হলেন তখন।

২। বিষ্ণু ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, রাবণাদির বিবরণ

তিক্ষ্ণ শর, ধনু আর শঙ্খ, চক্র, অসিতে সজ্জিত,
প্রভু নারায়ণে হেরি রক্ষকুল হলো বিচলিত।
বজ্র সম অগণন শর বিষ্ণু করি বরিষণ,
বহু রক্ষসৈন্য সেথা করিলেন নিহত তখন।
করিলেন বাণ বহু সে সংগ্রাম মাঝেতে বর্ষণ
সুমালী বিষ্ণুরদেহে, করিলেন মস্তক ছেদন
বিষ্ণু তাঁর সারথির। সুমালীর অশ্বগণ যত
সারথিবিহীন রথ ইতস্ততঃ করিল চালিত।
হেনকালে আসি মালী বিষ্ণুপানে হলেন ধাবিত,
করিলেন তাঁরে আর বিদ্ধ সেথা বাণে অগণিত।
আকাশ প্রদীপ্ত করি সূর্য প্রভ চক্রে নারায়ণ
মালীর মস্তক ত্বরা করিলেন ছেদন তখন।
মাল্যবান ক্রোধে অতি বিষ্ণু পাশে আসি অনন্তর,
করিলেন বিষ্ণুদেহে শক্তি এক নিক্ষেপ সত্বর।
উত্তোলন করি তাহা নিজ দেহ হতে নারায়ণ,
মাল্যবান বক্ষমাঝে করিলেন সে শক্তি ক্ষেপণ।
করিল গরুড় আর নিজ পক্ষবায়ু সঞ্চালনে
দূরেতে নিক্ষেপ তারে। বিতাড়িত হেরি মাল্যবানে,
নিজ সৈন্যদলসহ সুমালী গেলেন লঙ্কাপুরে,
গেলেন সেথায় আর মাল্যবান, লজ্জিত অন্তরে।
বিষ্ণু ভয়ে হয়ে ভীত অনন্তর পাতাল ভিতরে,
পশিলেন তাঁরা দোঁহে লয়ে সঙ্গে যত নিশাচরে
পরিত্যাগ করি লঙ্কা। সালঙ্কটঙ্কটা বংশে রাম,
উদ্ভুত সে রক্ষকুল, রাবণ হতে ও বলবান।

হে রাম করেছ যুদ্ধে যে সব রাক্ষসে তুমি হত,
হয়েছিল তারা সবে পুলস্ত্য বংশেতে সমুদ্ভুত।

রাক্ষসকুলেরে রাম নাহি শক্তি করিতে নিধন,
নারায়ণ ভিন্ন রাম, তুমিই সে প্রভু নারায়ণ।
রাক্ষস সুমালী আদি পাতালেতে ছিলেন যখন,
করেন প্রবেশ লঙ্কা ধনেশ্বর কুবের তখন।
কিছুকাল হলে গত সুমালী আসিল ধরনীতে,
লক্ষ্মীসমা রূপবতী কন্যা সহ রসাতল হতে।
হেরিলেন অনন্তর করিছেন পুষ্পকে গমন
কুবের আকাশ পথে, পিতারে করিতে দরশন।
হেরি তাঁরে ভাবিলেন সুমালী, বিশ্রবা মুনিবরে,
করিব প্রদান কন্যা, রক্ষকুল কল্যাণের তরে।
নৈকসী নামেতে সেই দুহিতারে কহিলা তখন
সুমালী, বিবাহযোগ্যা তুমি বৎসে হয়েছ এখন
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবারে কর তুমি পতিত্বে বরণ,
হবে কুবেরের সম তাহলে তোমার পুত্রগণ।
পিতার সে বাক্যে করি বিশ্রবার সমীপে গমন
করিলেন অবস্থান অধোমুখে নৈকসী তখন।
কহিলেন মুনিবর, কেন এই আশ্রমে আমার
হে ভদ্রে এসেছ তুমি, বল মোরে কন্যা তুমি কার।
কহিলা নৈকসী তাঁরে যুক্তকরে জনক আমার
সুমালী, আদেশে তাঁর এসেছি নিকটে আপনার,
নৈকসী আমার নাম, কেন হেথা এসেছি ব্রহ্মণ
হবেন বুঝিতে তাহা তপোবলে নিজেই সক্ষম।
বিশ্রবা ধ্যানস্থ হয়ে কহিলেন, পুত্র কামনায়
এসেছ নিকটে মম, কিন্তু তুমি এসেছ হেথায়
দারুণ-কালেতে এবে, জেনো তাই তোমার গর্ভেতে,
জনমিবে পুত্রগণ ক্রূর কর্মা রাক্ষসরূপেতে।
কহিলেন শুনি তাহা নৈকসী, তনয় দুরাচার,
নাহি করি বাঞ্ছা প্রভু, কৃপাভিক্ষা করি আপনার।

কহিলেন মুনিবর, মম পিতৃকুলের মতন
তোমার কনিষ্ঠ পুত্র হবে ভদ্রে ধর্মপরায়ণ।
কিছুকাল হলে গত, দশগ্রীব, বিশাল বদন,
বিংশ ভুজ, তাম্র ওষ্ঠ, মহাদংষ্ট্র, ভীষণ দর্শন
দারুণ রাক্ষস এক, জনমিলা নৈকসী গর্ভেতে
নীলাঞ্জনসম বর্ণ, বিখ্যাত যে রাবণ নামেতে।
রাক্ষসী সে নৈকসীর গর্ভে রাম হলো অনন্তর
ভীমাকৃতি মহাবল কুম্ভকর্ণ, হলো তারপর
শূর্পণখা নামে খ্যাত কন্যা এক, বিকট আনন,
জনমিলা অবশেষে ধর্মশীল পুত্র বিভীষণ।
প্রাণী উৎপীড়নকারী কুম্ভকর্ণ আর দশানন
হলেন অরণ্য মাঝে কালক্রমে বর্দ্ধিত যখন,
পিতৃপাশে একদিন কুবেরেরে নেহারি তখন
কহিলা নৈকসী পুত্র দশাননে, কর নিরীক্ষণ
তোমার তেজস্বী ভ্রাতা বৈশ্রবণ কুবেরে এখন,
কর চেষ্টা এবে বৎস হতে তুমি তাহার মতন।
কহিলেন শুনি তাহা ঈর্ষান্বিত হয়ে দশানন।
কর তুমি এবে মম এই সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ,
হব ভ্রাতৃতুল্য, কিংবা ততোধিক শ্রেষ্ঠ হব আমি,
মনের সন্তাপ মাতঃ কর দূর মন হতে তুমি।
ভ্রাতৃগণসহ গিয়ে গোকর্ণ আশ্রমে অনন্তর,
...ার তপস্যা করি ব্রহ্মা হতে লভিলেন বর।

কহিলেন অগস্ত্যেরে রঘুবর একথা তখন
কিরূপ তপস্যা তাঁরা করেছিল সেথায় ব্রহ্মণ
বলুন আমারে তাহা। কহিলেন অগস্ত্য তাঁহারে
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ডে পরিবৃত হয়ে চারিধারে

কুম্ভকর্ণ, রহি শীতে সলিলেতে মগন সতত,
বহুবর্ষ সুকঠোর তপস্যাতে ছিলেন নিরত।
দীর্ঘকাল একপদে অবস্থান করি বিভীষণ,
বিশুদ্ধ ভাবেতে অতি তপস্যাতে ছিলেন মগন।
অনন্তর দীর্ঘকাল বেদপাঠ করি অবিরত
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে সদা রহিলেন তপস্যাতে রত।
অনাহারে বহুবর্ষ তপোরত রহি দশানন
করিলেন নব মুণ্ড একে একে আহুতি অর্পণ
অগ্নিমাঝে, অনন্তর সমুদ্যত হলেন যখন
ছেদিতে দশম মুণ্ড, সমাগত হলেন তখন
স্বয়ম্ভূ তাঁহার কাছে, প্রীতিভরে কহিলেন আর,
লহ বৎস দশগ্রীব, বর এবে কাম্য যা তোমার।
কহিলেন যুক্তকরে দশানন, যক্ষ রক্ষগণ,
দেবতা, দানব, দৈত্য যেন মোরে করিতে নিধন
নাহি পারে হে স্বয়ম্ভু, আছে আর মনুষ্যাদি যত,
অন্য প্রাণী, তুচ্ছ আমি ভাবি মনে তাদেরে সতত।
স্বয়ম্ভু দিলেন তাঁরে বর সেই, কহিলেন আর
নব মুণ্ড দশানন হবে পুনঃ উদগত তোমার।
দিতেছি অপর এই বর আমি, নিজ ইচ্ছামত
লভিতে সুন্দর রূপ হবে তুমি সক্ষম সতত।
ব্রহ্মাপাশে বিভীষণ চাহিলেন এ বর তখন
ধর্ম বুদ্ধি হতে যেন ভ্রষ্ট আমি না হই ব্রহ্মণ্।
না হয়েও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় যেন ব্রহ্মাস্ত্রে আমার
জ্ঞানলাভ ভগবন্। করি বাক্য শ্রবণ তাঁহার
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে, হবে তাই বৎস বিভীষণ।
করেও রাক্ষসকুল মাঝে তুমি জনম গ্রহণ
ধর্মপরায়ণ সদা, অমরত্ব প্রদান তোমারে
করিলাম তাই আমি এবে মম ইচ্ছা অনুসারে।

দেবগণ সবে মিলি কহিলেন ব্রহ্মারে তখন
নাহি করিবেন বর কুম্ভকর্ণে প্রদান ব্রহ্মন্।
সপ্ত অপ্সরারে আর দেবেন্দ্রের দশ অনুচরে,
তপস্যা নিরত বহু ঋষিগণে, বহু মানুষেরে
করেছে ভক্ষণ এই কুম্ভকর্ণ, লভিলে এখন
বর তব, করিবে সে পৃথিবীতে সবারে ভক্ষণ।
কহিলেন প্রজাপতি দেবী সরস্বতীরে তখন
বাক্‌স্বরূপিনী হয়ে তুমি বাণী ইহার এখন
কর তাহা, যাহাতে সে দেবকুল বাঞ্ছামত বর,
চাহে সে আমার কাছে। কুম্ভকর্ণ কণ্ঠে অনন্তর
পশিলেন সরস্বতী, চাহিলেন এ বর তখন
কুম্ভকর্ণ, নিদ্রামগ্ন যেন সদা থাকি ভগবন্।
ছয়মাস অন্তে শুধু একদিন হয়ে জাগরিত
হে দেব, ভোজন যেন করি নিজ অভিলাষ মত।
'হবে তাই' কহি ইহা লয়ে সঙ্গে যত দেবগণে,
সরস্বতী সহ আর করিলেন প্রস্থান স্বস্থানে।
নিজবুদ্ধি হয়ে প্রাপ্ত কুম্ভকর্ণ কহিলা তখন,
মোহগ্রস্ত হয়ে আমি কহিলাম কি বাক্য এখন।
কহি ইহা কুম্ভকর্ণ, দুঃখে অতি হয়ে অভিভূত,
করি নিন্দা আপনারে, ভূমিতলে হলেন পতিত।

সুমালী করিলা যবে বরলাভ বারতা শ্রবণ
দৌহিত্রগণের নিজ, সমুত্থিত হয়ে যে তখন
নির্ভয়ে পাতাল হতে, লয়ে সঙ্গে অনুচরগণ,
রাবণ সমীপে আসি করি তাঁরে স্নেহে আলিঙ্গন।
কহিলেন প্রীতিভরে, লভেছ সৌভাগ্যক্রমে এবে
বর তুমি ব্রহ্মা হতে, বাঞ্ছা যা করেছি মোরা সবে।

লঙ্কা অধিকার করি হও এবে লঙ্কা অধীশ্বর,
আমা সবাকার আর প্রভু তুমি হও বীরবর।
কহিলেন দশানন, ধনেশ্বর মম গুরুজন,
নহেক উচিত তব বলা মোরে এহেন বচন।
সুমালী নীরব রহি, পরিবৃত হয়ে বন্ধুগণে
করিলেন অবস্থান সেথায় রাবণ সন্নিধানে।
কিছুকাল হলে গত প্রহস্ত কহিলা রাবণেরে,
ভ্রাতৃপ্রেম বলি কিছু নাহি থাকে বীরের অন্তরে।
অদিতি ও দিতি গর্ভে করি পূর্বে জনম গ্রহণ,
কশ্যপ মুনির পুত্র দেবগণ আর দৈত্যগণ
করেছেন ভ্রাতৃদোহ। ভ্রাতা সর্পগণ সহ তাঁর
অদ্যাপিও গরুড়ের রয়েছে শত্রুতা অনিবার।
কহিলেন দশানন কথা সেই শুনি প্রহস্তের,
মোর হয়ে বল তবে সন্নিধানে গিয়ে কুবেরের
বাক্য এই, রক্ষকুল বাস পূর্বে করিত লঙ্কাতে
গিয়েছিল ত্যজি তারা এ নগরী বিশেষ হেতুতে।
হেথায় করিতে বাস এবে তারা চাহে পুনর্বার,
করুন আমার প্রতি প্রদর্শন প্রীতি আপনার
ধর্ম ও করুন রক্ষা লঙ্কা এবে করি প্রত্যর্পণ।
প্রহস্ত রাবণ বাক্য কহিলেন কুবেরে তখন
লঙ্কাতে গমন করি। ধনেশ্বর কহিলেন তাঁরে
করিব তাহাই আমি রক্ষেন্দ্রের কথা অনুসারে।
কিছুক্ষণ তরে তুমি কর হেথা অপেক্ষা এখন
যাব পিতৃপাশে আমি বার্তা এই করিতে জ্ঞাপন।
কহিলেন অনন্তর করি পিতৃ সমীপে গমন
কুবের বারতা সব। কহিলেন বিশ্রবা তখন
রাবণ পূর্বেই আসি বলেছিল নিকটে আমার
কথা এই, করেছিনু তারে তাহে বহু তিরস্কার।

কিন্তু হয়ে উগ্র অতি লভি বর দুর্মতি রাবণ
মোরেও করেনা ভয় করি তুমি কৈলাসে গমন,
কর বাস সেথা বৎস। আসি লঙ্কা কুবের তখন
কহিলেন প্রহস্তেরে, কহ গিয়ে রাবণে এখন
করিতে এ রাজ্য ভোগ, করি সদা স্বধর্ম পালন
কহি ইহা করিলেন কৈলাসে গমন ধনেশ্বর
ধনজন সহ নিজ। রাবণ গেলেন অনন্তর
রক্ষকুলসহ লঙ্কা, অভিষিক্ত করিল তাঁহারে
নিশাচরগণ যত মিলি সবে লঙ্কা অভ্যন্তরে।

৩। রাবণের বিবাহ ও কৈলাস গমন

রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে লঙ্কাপুরে রক্ষেন্দ্র রাবণ,
করিলা দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্ব হস্তে সমর্পণ
শূর্পণখা নামে ভগ্নী। সম্প্রদান করি ভগিনীরে
রাবণ গেলেন চলি বনমাঝে মৃগয়ার তরে।
ময় নামে দিতি পুত্রে কন্যা সহ হেরি সে কাননে,
কহিলেন, কে আপনি করিছেন ভ্রমণ এখানে
দৈত্য অধিপতি ময় কহিলেন তাঁহারে তখন,
হেমা নামে অপ্সরারে দেবগণ করেন অর্পণ
মম হস্তে, তাঁরে নিয়ে দীর্ঘকাল ছিলাম সুখেতে,
দেবকার্য তরে হেমা অনন্তর গেলেন স্বর্গেতে
ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে। স্বর্ণময় প্রাসাদ নির্মাণ
করেছিনু তাঁর লাগি, কিন্তু তাঁর বিরহেতে প্রাণ
হয়েছে বিকল দুঃখে, গৃহ ত্যজি হেথায় কাননে
এসেছি এখন তাই, নিয়ে এই কন্যা মম সনে।

হেমা গর্ভজাত এই মম কন্যা তরে অন্বেষণ
করিতেছি সর্বরূপে তার যোগ্য সুপাত্র এখন।
কন্যার পিতৃত্ব সদা দেয় দুঃখ সম্মানিত জনে
রহে পিতৃ-মাতৃকুল কন্যা তরে চিন্তান্বিত মনে।
করেছে পুত্র ও মম হেমাগর্ভে জনম গ্রহণ
মায়াবী নামেতে আর দুন্দুভি নামেতে দুইজন।
পরিচয় দিয়ে নিজ কহিলেন রাবণ তখন
পৌলস্ত্য তনয় আমি করেছি হেথায় আগমন
মৃগয়ার তরে এবে। শুনি ময় পুত্র বিশ্রবার
রাবণ, অর্পিতে তাঁরে চাহিলেন দুহিতা তাঁহার।
মন্দোদরী নামে সেই ময় কন্যা গ্রহণ তখন
করিলেন ভার্যারূপে অগ্নি সাক্ষী করি দশানন।
তপোলব্ধ শক্তি-অস্ত্র দান ময় করেন রাবণে,
করেন অস্ত্রেতে সেই দশানন আহত লক্ষ্মণে।
হেন ভাবে লভি পত্নী লঙ্কাপুরে আসি অনন্তর,
নিজ দুই অনুজের বিবাহ দিলেন রক্ষেশ্বর।
বৈরোচন দৌহিত্রী যে বজ্রজ্বালা নামে সুবিদিত,
কুম্ভকর্ণ সহ তাঁর পরিণয় হলো অনুষ্ঠিত।
ছিলেন গন্ধর্বরাজ শৈলুষের সরমা নামেতে
কন্যা এক, হলো তাঁর পরিণয় বিভীষণ সাথে
হলো মেঘনাদ নামে মন্দোদরী পুত্র কালক্রমে
তোমাদের কাছে রাম বিদিত সে ইন্দ্রজিৎ নামে।
জনমি সে করেছিল মেঘ সম নিনাদে ক্রন্দন
মেঘনাদ নাম তাই তাহারে দিলেন দশানন।
ব্রহ্মার প্রেরিত নিদ্রা, অনন্তর হলো সমাগত
কুম্ভকর্ণ সন্নিধানে, সে নিদ্রাতে হয়ে অভিভূত
কহিলেন কুম্ভকর্ণ অগ্রজেরে, সত্বর এখন
শয়নের তরে মম কর গৃহ নির্মাণ রাজন্

নানা রত্ন বিভূষিত সুবিশাল বিচিত্র ভবন,
রাবণ আদেশে হলো তাঁর তরে নির্মিত তখন।
রহিলেন কুম্ভকর্ণ নিদ্রামগ্ন সে গৃহে যখন,
আরম্ভিলা দশানন উৎপীড়ন করিতে তখন
গন্ধর্ব দেবতা ঋষি যক্ষগণে, করি তা শ্রবণ
দূত এক বৈশ্রবণ করিলেন লঙ্কাতে প্রেরণ।
আসি রাবণের পাশে করি অভিবাদন জ্ঞাপন,
কহিল সে, ভ্রাতা তব করেছেন আমারে প্রেরণ,
যে বারতা দিতে, এবে কহিব তা করুন শ্রবণ।
বলেছেন ধনেশ্বর, করেছ যে সব উৎপীড়ন
এতদিন, ত্যজি তাহা কর এবে ধর্ম আচরণ।
হিমালয়ে গিয়ে আমি রৌদ্রব্রত করি অনুষ্ঠান,
ছিলাম করিতে যবে সংযত ভাবেতে অবস্থান।
দেবী রুদ্রাণীরে সেথা অকস্মাৎ করিনু দর্শন
মম বাম চক্ষে আমি, দগ্ধ আর পিঙ্গল বরণ
হলো দেবী প্রভাবেতে চক্ষু সেই, তপস্যার তরে
করিনু গমন তাই অন্য স্থানে সে গিরি শিখরে।
বহু বর্ষব্যাপী মম সুকঠোর উগ্র তপস্যায়
হয়ে তুষ্ট মহেশ্বর কহিলেন একথা আমায়,
করেছ তপস্যা যাহা আমি ভিন্ন অন্য কোন জন
না পারে করিতে হেন কঠোর তপস্যা আচরণ,
হলে মম সখা তাই। দগ্ধ আর পিঙ্গল বরণ
হয়েছে তোমার ওই বাম চক্ষু, এক পিঙ্গেক্ষণ
হবে তাই ধনেশ্বর নাম এক তোমার এখন,
লভি তাঁর সখ্য আমি করিলাম স্বস্থানে গমন।
শুনিলাম অনন্তর করিতেছ পাপ আচরণ
বহু তুমি, হও এবে তাহা হতে নিবৃত্ত রাবণ।

সম্মিলিত হয়ে যত দেবগণ আর ঋষিগণ,
বধের উপায় চিন্তা করিছেন তোমার এখন।

রাবণ কহিলা ক্রোধে শুনি তাহা, রবেনা জীবন,
তোমার ও তার জেনো যে তোমারে করেছে প্রেরণ।
মহেশ্বর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা গর্ব ভরে
চাহিছে ধনাধিপতি শ্রবণ করাতে এবে মোরে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধনেশ্বর গুরুজন, করেছি তাহারে
ক্ষমা তাই এতদিন, করিবনা এবে তাহা তারে।
মম বাহুবলে আমি বিজয় করিব ত্রিভুবন,
চারি লোকপালে আর যমালয়ে করিব প্রেরণ।
কহি ইহা খড়্গাঘাতে করি সেই দূতেরে নিধন
দিলেন রাক্ষসগণে দশানন, করিতে ভক্ষণ।
অনন্তর ক্রোধভরে রথ মাঝে করি আরোহণ
কুবেরে করিতে জয় বহির্গত হলেন রাবণ।
প্রহস্ত, মারীচ, শুক, মহোদর, ধূম্রাক্ষ, সারণ
এই ছয় মন্ত্রী আর রক্ষসৈন্য লয়ে অগণন,
অতিক্রম করি বহু গিরি নদী বন উপবন
কৈলাশ পর্বত মাঝে উপনীত হলেন রাবণ।
কুবেরের আদেশেতে বহির্গত হলো যক্ষগণ,
রক্ষসৈন্য সহ হলো সে সবার সংগ্রাম ভীষণ।
জলাঘাতে তট সম যুদ্ধশ্রান্ত হলো যক্ষ যত,
হস্ত ভ্রষ্ট হয়ে অস্ত্র সে সবার হলো ভূপতিত।

৪। রাবণের কুবের বিজয়, শিবের বরদান

যক্ষশ্রেষ্ঠ মণিভদ্র কুবেরের আদেশে তখন,
বহু যক্ষসেনা সহ করিলেন যুদ্ধে আগমন।

হে রাম যুদ্ধের রীতি যক্ষদের সহজ সরল,
মায়ার আশ্রয় নিয়ে হলো যত নিশাচরদল
যুদ্ধেতে প্রবল সেথা, মণিভদ্রে আহত ভীষণ
করিলেন যুদ্ধে সেই গদার আঘাতে দশানন।
আসি সেই রণাঙ্গনে কহিলেন কুবের তখন
ভ্রাতা রাবণেরে তাঁর, রে দুর্মতি করেছি বারণ
অনুষ্ঠিতে পাপাচার, কর নাই সে কথা শ্রবণ,
ভুগিবে তাহার ফল করি তুমি নরকে গমন।
যুদ্ধ ভয়ঙ্কর অতি হলো সেথা আরম্ভ তখন
কুবের ও রাবণের, করি নানা আকৃতি ধারণ
মায়াবলে দশানন, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আর গদাঘাতে
করিলেন ধনেশ্বরে মস্তকেতে আহত যুদ্ধেতে।
কুবেরে বিজয় করি, করিলেন গ্রহণ রাবণ
হর্ষভরে ধনেশের পুষ্পক বিমান মনোরম।
ভ্রাতা কুবেরেরে করি পরাজিত রক্ষেন্দ্র রাবণ,
কার্তিকের জন্মভূমি শরবনে করিলা গমন।
সেথায় পর্বতে এক চাহিলেন উঠিতে যখন,
পুষ্পক রথের হলো গতিরুদ্ধ সহসা তখন।
কহিলেন দশানন, কেন এই পর্বতে উত্থিত
হলোনা পুষ্পক এই, বাধা প্রাপ্ত হয়েছে নিশ্চিত
কাহারো নিকট হতে এ বিমান কহিলা তখন
ধীমান মারীচ তাঁরে, অপরেরে করে না বহন
পুষ্পক কুবের ভিন্ন, তাই হেথা হয়েছে রাবণ
পুষ্পক বিমান এই হেন ভাবে নিশ্চল এখন।
রাবণ মারীচ যবে এ ভাবে ছিলেন বাক্য রত
শিব অনুচর ক তখন হলেন সমাগত।
কহিলেন আসি তিনি, ক্রীড়ারত আছেন শঙ্কর
এ পর্বতে, হেথা হতে ফিরে তুমি যাও রক্ষেশ্বর।

যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, নাগ, পক্ষী আদি যত প্রাণীগণ
এ পর্বত মাঝে কেহ যেতে কভু না হয় সক্ষম॥
শুনি তা পুষ্পক হতে নামি ত্বরা হয়ে ক্রোধান্বিত,
কে এই শঙ্কর কহি, রাবণ হলেন উপনীত
পর্বতের পাদমূলে, হেরিলেন সেথায় তখন
রয়েছেন অবস্থিত করি নন্দী ত্রিশূল ধারণ।
নন্দীর বানর সম মুখাকৃতি করি দরশন
অবজ্ঞা ভরেতে অতি লাগিলেন হাসিতে রাবণ।
ভগবান নন্দী তাঁরে কহিলেন ক্রোধেতে তখন
নেহারি বানর সম মুখ মম দুর্মতি রাবণ
করিছ মোহের বশে উপহাস এখন আমারে
এ হেন আকৃতি নিয়ে সবংশেতে নাশিতে তোমারে
জন্মিবে বানরকুল। করি হেলা সে কথা রাবণ
শঙ্করে উদ্দেশ করি কহিলেন একথা তখন
পুষ্পকের গতি রুদ্ধ যাঁর তরে হয়েছে এমন,
তাঁহার পর্বত এই উন্মূলিত করিব এখন।
শঙ্কর রাজার সম করিছেন সতত বিহার
কোন্ প্রভাবেতে হেথা, উপস্থিত হয়েছে তাঁহার
ভয়ের কারণ এবে, সে কথা উচিত জানা তাঁর।
কহি ইহা করিলেন রাবণ সে গিরি উত্তোলিত
হস্তে নিজ, তাহে সেথা হলো সেই পর্বত কম্পিত।
সে কম্পনে প্রকম্পিত হলো শিব অনুচরগণ,
পার্বতী কম্পিত হয়ে করিলেন শিবে আবেষ্টন।
দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব লীলাচ্ছলে হে রাম, তখন
পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তাঁর করিলেন সে গিরি দমন।
হলো তাহে গিরি সেই পুনরায় স্বস্থানেতে স্থিত,
রাবণের হস্ত হলো সে গিরির চাপে নিপীড়িত।

সে পীড়নে লাগিলেন আর্তনাদ করিতে রাবণ,
কহিলেন মন্ত্রীগণ, মহাদেবে করুন এখন
স্তুতি এবে দশানন, প্রণিপাত করি নতশিরে,
করিবেন দয়া তবে দয়াশীল শিব আপনারে।

শুনি তাহা নতশিরে করিলেন স্তুতি দশানন
প্রিয় বাক্যে মহাদেবে, হয়ে তুষ্ট শঙ্কর তখন
করি মুক্ত হস্ত তাঁর, কহিলেন করেছি এখন
প্রীতিলাভ এবে আমি শৌর্যে বীর্যে তোমার রাবণ।

হে পৌলস্ত্য, যথা ইচ্ছা কর তুমি সেখানে গমন,
দিতেছি তোমারে আমি অনুমতি রক্ষেন্দ্র রাবণ।

প্রণমি মহেশে, করি আরোহণ পুষ্পকে তখন
লাগিলেন ক্ষত্রকুলে পীড়ন করিতে দশানন
পৃথিবী ভ্রমণ করি। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর যারা
যুদ্ধ করি তাঁর সনে ধ্বংস প্রাপ্ত হলেন তাঁহারা।

বুদ্ধিমান নৃপ যাঁরা বুঝি তাঁরা দুর্জয় রাবণ,
কহিলেন, পরাজিত আমরা হয়েছি দশানন
তোমার নিকটে এবে। হেনভাবে বলেতে গর্বিত
রক্ষেশ্বর, লাগিলেন সবারে করিতে বশীভূত।

৪। বেদবতী, মরুত্ত, অনরণ্য

হেনভাবে দশানন পৃথিবীতে করি বিচরণ
আসি হিমালয়ে, সেথা করিলেন অরণ্যে দর্শন
কৃষ্ণাজিন পরিহিতা কন্যা এক রত তপস্যায়,
অপরূপ দীপ্তিময়ী, সৌন্দর্যেতে দেবমাতা প্রায়।
কহিলেন রূপবতী সে কন্যারে হেরি দশানন,
করিছ কেন বা তুমি বিপরীত হেন আচরণ
যৌবনেতে হে সুন্দরী, অনুপম এ রূপ তোমার
করে মত্ত নরগণে, যোগ্য তুমি নহ তপস্যার।
যারা বৃদ্ধ, তাহাদেরি এ ভাবে তপস্যা শোভা পায়,
তোমার উচিত নহে রত থাকা হেন তপস্যায়।
কার কন্যা তুমি ভদ্রে, ভর্তাই বা কে বল তোমার
করিছ তপস্যা কেন বল মোরে কারণ তাহার।
কহিলেন কন্যা সেই, করি যোগ্য অতিথি সৎকার
রাবণেরে, ঋষিশ্রেষ্ঠ কুশধ্বজ জনক আমার।
বৃহস্পতি পুত্র তিনি, বেদাভ্যাস কালেতে তাঁহার
বাঙ্‌ময়ী রূপেতে হলো জন্ম মোর কন্যারূপে তাঁর,
নাম মম বেদবতী। চাহিলেন যক্ষ রক্ষ আর
দেবতা গন্ধর্ব আদি আসি পিতৃ পাশেতে আমার
বিবাহ করিতে মোরে, প্রত্যাখ্যান করিলেন পিতা
সে সবারে, করি বাঞ্ছা বিষ্ণু তাঁর হবেন জামাতা।
দৈত্যরাজ শম্ভু তাহে হয়ে ক্রুদ্ধ আসি রজনীতে,
নিদ্রিত জনকে মম করে বধ অস্ত্রের আঘাতে।
পতিব্রতা মাতা মোর পতিদেহ করি আলিঙ্গন,
অগ্নিতে প্রবেশ করি করিলেন প্রাণ বিসর্জন।
ছিল পিতৃ-অভিলাষ নারায়ণে করিতে জামাতা,
ভাবি তাহা মনে, আমি তপস্যাতে আছি রত হেথা।

পতি মম নারায়ণ, নাহি হবে পতি অন্যজন,
যাও চলে হেথা হতে এবে তুমি পৌলস্ত্য নন্দন।
কে তুমি জেনেছি আমি, প্রভাবেতে মম তপস্যার
ত্রিলোকের সর্ব-বার্তা আছে জানা সকলি আমার।
কহিলেন রথ হতে নামি সেথা রাবণ তখন
বড়ই গর্বিতা তুমি, মতি তাই হয়েছে এমন।
অপূর্ব সুন্দরী তুমি, বলিওনা একথা এখন,
হতেছে যে অতিক্রান্ত তোমার এ নবীন যৌবন।
লঙ্কাপতি দশগ্রীব আমি ভদ্রে, ভোগ্যবস্তু যত,
মম পত্নী হয়ে এবে কর তুমি ভোগ অবিরত।
কে সে বিষ্ণু, যারে তুমি অভিলাষ করিছ এমন,
মম সম কভু তার নাহি জেনো বৈভব, বিক্রম।
কহিলেন বেদবতী, ত্রিলোকের যিনি অধীশ্বর
বলিও না হেন কথা ভাবি তাঁরে তুচ্ছ রক্ষেশ্বর।
তখন কুন্তল তাঁর করিলেন ধারণ রাবণ
হস্তে নিজ, বেদবতী করিলেন সে কেশ ছেদন
তপোবলে হস্ত তাঁর অসিরূপে করি পরিণত,
কহিলেন অনন্তর, করি ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বালিত,
তোমার হস্তেতে হয়ে নিপীড়িতা এভাবে এখন,
রে অনার্য, নাহি চাহি এবে আমি রাখিতে জীবন।
জনম গ্রহণ করি কন্যারূপে কোনো ধর্মাত্মার,
হব আমি পুনর্জন্মে বিনাশের কারণ তোমার।
কহি ইহা বেদবতী পশিলেন দীপ্ত হুতাশনে,
হেনকালে স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হলো সেইস্থানে।
জনক দুহিতা রূপে হয়েছেন তোমার এখন
ভার্যা সেই বেদবতী, তুমি রাম বিষ্ণু সনাতন।
অনলেতে বেদবতী করিলেন প্রবেশ যখন,
রাবণ গেলেন চলি সেথা হতে অন্যত্র তখন।

উশীরবীজ গিরি মাঝে উপনীত হয়ে অনন্তর,
হেরিলা আছেন সেথা মরুত্ত নামেতে নরবর
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত, বৃহস্পতিকুলে সমুদ্ভূত
সংবর্ত ছিলেন সেথা পৌরোহিত্য কার্যে নিয়োজিত।
মরুত্ত সমীপে আসি দশানন কহিলেন তাঁরে,
কর যুদ্ধ মোর সনে, কিংবা এবে কহ তুমি মোরে
হয়েছ বিজিত তুমি। কহিলেন মরুত্ত তখন
কে তুমি এসেছ হেথা, কহিলেন তাঁহারে রাবণ
বিখ্যাত কুবের ভ্রাতা রাবণেরে নাহি জান তুমি
লভেছি পরম প্রীতি এ কৌতুক বচনেতে আমি।
কুবেরে বিজয় করি করেছি পুষ্পক আহরণ
যে আমি, এ ত্রিভুবনে জ্ঞাত তাঁরে নহে কোন্ জন।
শুনি তাহা রাবণেরে কহিলেন মরুত্ত তখন,
ধন্য তুমি, অগ্রজেরে যুদ্ধে জয় করেছ যখন।
সংগ্রামে ভ্রাতারে করি পরাভূত, করিছ এখন
শ্লাঘা তুমি রে দুরাত্মা, পূর্বে কভু করিনি শ্রবণ
হেন কথা। কহি ইহা করিলেন ধনুক গ্রহণ,
মরুত্ত, সংবর্ত আসি বাধা তাঁরে দিলেন তখন।
কহিলেন তিনি, হবে কুলক্ষয় তোমার এখন
মাহেশ্বর যজ্ঞ এই নাহি যদি কর সমাপন।
যুদ্ধ আর নৃশংসতা করা নহে উচিত তাঁহার
দীক্ষিত যেজন যজ্ঞে, জয় কিংবা পরাজয় আর
অনিশ্চিত সংগ্রামেতে, এ রাক্ষস নিতান্ত দুর্জয়,
যুদ্ধে তারে পরাজিত করা হবে দুঃসাধ্য নিশ্চয়।
শুনি গুরুবাক্য সেই, করি ত্যাগ মরুত্ত তখন
ধনুর্বাণ, করিলেন যজ্ঞস্থল মাঝারে গমন।

রাবণের জয় শুক করিলেন ঘোষণা তখন,
সেথা হতে অনন্তর অন্যস্থানে গেলেন রাবণ।

মরুত্তে বিজয় করি হলেন সংগ্রাম অভিলাষে
উপনীত দশানন শ্রেষ্ঠ যত নৃপতির পাশে।
পুরুরবা, গাধি, গয়, দুষ্মন্ত, সুরথ আদি যত
নৃপতি, হলেন যুদ্ধে দশানন হস্তে পরাভূত।
অনন্তর দশানন অযোধ্যাতে হলে উপনীত
নরপতি অনরণ্য সসৈন্যে হলেন বহির্গত।
প্রহস্ত মারীচ শুক সারণাদি মন্ত্রীগণ যত
রাবণের, একে একে যুদ্ধে সেথা হলো পরাজিত।
আসি নৃপ অনরণ্য রাবণের নিকটে তখন,
লক্ষ্য করি রাবণেরে করিলেন বাণ বরিষণ।
করি ক্রোধে অনরণ্যে করতলে আঘাত তখন
করিলেন রথ হতে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত রাবণ।
কহিলেন আর তাঁরে উপহাস করি দশানন,
করি যুদ্ধ মোর সনে কিবা লাভ করিলে এখন।
করিতে আমার সনে যুদ্ধ কেহ হয়না সক্ষম,
ভোগাসক্ত হয়ে তুমি নহ জ্ঞাত মম পরাক্রম।
কহিলেন মৃতপ্রায় অনরণ্য তখন তাঁহারে,
করিছ গর্বিত হয়ে আত্মশ্লাঘা করি হত মোরে।
কর নাই হে রাক্ষস, যুদ্ধে মোরে তুমি পরাজিত,
এহেন বিপদে আমি কালবশে হয়েছি পতিত।
সুকৃতি আমার যদি থাকে কিছু, প্রজাগণে যদি,
পালন উচিত ভাবে করে আমি থাকি নিরবধি।
তবে এ ইক্ষ্বাকু বংশে তেজস্বী নৃপতি একজন,
লভি জন্ম করিবেন প্রাণে বধ তোমারে রাবণ।

কহি ইহা অনরণ্য করিলেন প্রাণ বিসর্জন,
অনন্তর সেথা হতে অন্যস্থানে গেলেন রাবণ।

৫। কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, বালী ও রাবণ

মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের কথা সেই করিয়া শ্রবণ
মৃদু হাস্য করি রাম কহিলেন তাঁহারে তখন।
জগৎ কি বীরশূণ্য সে সময়ে ছিল ভগবন্,
যেহেতু হননি কভু পরাজিত রক্ষেন্দ্র রাবণ।
রামের সে কথা শুনি কহিলেন অগস্ত্য তাঁহারে,
যুদ্ধে পরাজয় বার্তা রাবণের কহিব তোমারে
হে রাম এখন আমি, নৃপগণে করি পরাজিত
রাবণ পৃথিবী ভ্রমি একদা হলেন উপনীত
মাহিষ্মতী পুরীমাঝে, হৈহয়গণের অধিপতি
অর্জুন ছিলেন সেই মাহিষ্মতী পুরীতে নৃপতি।
কহিলা রাবণ সেথা মন্ত্রীগণে, কহ নৃপতিরে
এসেছি রাবণ আমি তাঁর সঙ্গে সংগ্রামের তরে
কহিলেন নৃপতির মন্ত্রীগণ নর্মদা নদীতে
গিয়েছেন নরপতি। শুনি তা গেলেন সেথা হতে
বিন্ধ্যাচলে দশানন, নানা মৃগ পক্ষী সমন্বিত
হেরিলেন বিন্ধ্য সেই জলদমালাতে পরিবৃত।
গেলেন সুরম্য সেই বিন্ধ্য গিরি হতে অনন্তর
পবিত্র সলিলা নদী নর্মদার তীরে রক্ষেশ্বর।
নর্মদা পুলিনে নিজ মন্ত্রীগণ সহ দশানন
বসি সুখে প্রীতিভরে করিলেন সে নদী দর্শন।
কহিলেন অনন্তর রক্ষকুলে, নর্মদাতে এবে
করি স্নান, পুষ্পরাজি করুন চয়ন মিলি সবে।

রাবণ কহিলে ইহা, মহোদর, প্রহস্ত, রাবণ
শুক ও সারণ সেথা করিলেন স্নান সমাপন।
রাবণের তরে সবে অনন্তর করি আহরণ
আনিলেন পুষ্পরাজি, করি স্নান রক্ষেন্দ্র রাবণ
করিলেন পুষ্পে সেই শিবের অর্চনা বিধিমত,
বেদীর মাঝারে সেথা শিবলিঙ্গ করি সংস্থাপিত।
নর্মদা তীরেতে যবে পূজারত ছিলেন রাবণ
কিছুদূরে নর্মদাতে ক্রীড়ারত ছিলেন তখন
মাহিষ্মতী পতি কার্তবীর্যার্জুন, সঙ্গে নিয়ে তাঁর
নারীগণে, অনন্তর বুঝিতে শকতি আপনার
সহস্র বাহুতে নিজ নর্মদারে করি আবরণ
করিলেন রোধ তার স্রোতবেগ, সলিল তখন
হলো সেই নর্মদার বিপরীত দিকে প্রবাহিত,
গেল ভাসি স্রোতে সেই রাবণের পুষ্পরাজী যত।
রাবণের আদেশেতে হেতু তার জানিতে তখন
গেলেন পশ্চিমে চলি সেথা হতে শুক ও সারণ;
অর্ধেক যোজন পথ ক্রমে তাঁরা করি অতিক্রম
করিলেন নর্মদাতে কার্তবীর্যার্জুনেরে দর্শন।
সেথায় অদ্ভুত দৃশ্য হেরি তাঁরা করি আগমন
রাবণের পাশে পুনঃ কহিলেন সর্ব বিবরণ।
শুনি তাঁহাদের কথা মন্ত্রীগণ সহ দশানন,
অর্জুন ছিলেন যেথা করিলেন সে স্থানে গমন।
'নাহি ভয়,' কহি ইহা নারীগণে অর্জুন তখন
সুবর্ণ মণ্ডিত গদা করি নিজ হস্তেতে গ্রহণ
রক্ষকুল অভিমুখে মহাবেগে হলেন ধাবিত,
প্রহস্ত মুষল হস্তে নিকটে হলেন উপনীত।

গদা উত্তোলন করি প্রহস্তেরে অর্জুন তখন
করিলেন ভূপাতিত করি ত্বরা আঘাত ভীষণ।
হেরি তাহা সেথা হতে করিলেন ভয়ে পলায়ন
মারীচ, ধূম্রাক্ষ আর মহোদর, শুক ও সারণ।
প্রহস্তে পতিত হেরি, মন্ত্রীগণে হেরি পলায়িত,
রাবণ অর্জুন পানে দ্রুতবেগে হলেন ধাবিত।
অর্জুন সহস্র বাহু, বিংশ বাহু রক্ষেন্দ্র রাবণ
হলো সে দোঁহার মাঝে, যুদ্ধ সেথা আরম্ভ ভীষণ।
যুদ্ধে সেই পরাজিত রাবণ হলেন অনন্তর,
সহস্র বাহুতে তাঁরে করিলেন বন্ধন সত্বর
কার্তবীর্যার্জুন বীর, লয়ে তাঁরে করিলেন আর
প্রবেশ নৃপতি সেই নগরী মাঝারে আপনার।

মহর্ষি পুলস্ত্য করি সে বন্ধন বারতা শ্রবণ,
কার্তবীর্যার্জুন পাশে করিলেন দ্রুত আগমন
পৌত্র প্রতি স্নেহ ভরে। দীপ্তসূর্যসম ঋষিবরে
হেরি নৃপ সসম্ভ্রমে করিলেন বন্দনা তাঁহারে।
কহিলেন অনন্তর, আপনার লভি দরশন,
নরকুলে ইন্দ্রসম শ্রেষ্ঠ আমি হয়েছি ব্রহ্মন্।
হলো মম শুভ অতি, বংশ মম ধন্য হলো আর
করুন আদেশ এবে কি কার্য সাধিব আপনার।
কহিলেন অর্জুনেরে ঋষিবর পুলস্ত্য তখন,
তোমার অতুল বল, তাই বৎস করেছ এখন
পরাজিত দশাননে, যশ তাহে হয়েছে তোমার
সুবিপুল, কর এবে মুক্ত তারে বাক্যেতে আমার।
পুলস্ত্যের সে কথাতে বিনা বাক্যে অর্জুন তখন
করিলেন হৃষ্টভাবে রাবণের বন্ধন মোচন।

অহিংস ভাবেতে আর করি সেথা বন্ধুত্ব স্থাপন
অর্জুন রাবণ সনে করিলেন প্রণতি জ্ঞাপন
পুলস্ত্যেরে, অনন্তর ব্রহ্মাপুত্র পুলস্ত্যের সনে
করিলেন নরপতি বিদায় প্রদান দশাননে।
কার্তবীর্যার্জুন হস্তে পরাজিত হয়ে হেন ভাবে
করেছিলা মুক্তিলাভ রক্ষেশ্বর পুলস্ত্য প্রভাবে।
বীরের হতেও আছে অতি বীর হে রঘুনন্দন,
শত্রুরে ভেবোনা তুচ্ছ চাহ যদি মঙ্গল আপন।

বিজিত শত্রুর হস্তে হয়েও এভাবে দশানন
পৃথিবী ভ্রমণ করি লাগিলা করিতে আবাহন
সংগ্রামেতে বীরগণে, পশি শেষে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে,
যুদ্ধ অভিলাষ করি করিলেন আহ্বান বালীরে
দক্ষিণ সমুদ্রে বালী করিছেন আহ্নিক তখন
বার্তা এই কিষ্কিন্ধ্যাতে করিলেন রক্ষেন্দ্র শ্রবণ।
শুনি তাহা লভিলেন সন্ধ্যারত বালীর দর্শন
দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে, পুষ্পকেতে করি আরোহণ।
পুষ্পক বিমান হতে অনন্তর নামি দশানন,
বালীর পশ্চাৎ দিকে করিলেন নীরবে গমন
পদশব্দ শুনি বালী না ফিরায়ে নয়ন আপন
পশ্চাতে প্রসারি-হস্ত করিলেন রাবণে ধারণ।
অনন্তর করি তারে নিজ কক্ষ মাঝে সংস্থাপন,
পশ্চিম সমুদ্রে বালী উঠি উর্ধে করিলা গমন।
করিলেন বারবার নখে তাঁরে আঘাত রাবণ,
পশ্চাতে ধাবিত তাঁর হলেন রাবণ মন্ত্রীগণ,
কিন্তু নিকটেতে তাঁর যেতে তাঁরা হলেন অক্ষম।
করি সন্ধ্যা উপাসনা সে পশ্চিম সমুদ্রের তীরে
গেলেন কপীন্দ্র লয়ে উত্তর সমুদ্রে রক্ষেশ্বরে।

করি সেথা সন্ধ্যা বালী, পূর্বদিকে সমুদ্রের তীরে
গেলেন আকাশ পথে বহন করিয়া রক্ষেশ্বরে।
পূর্ব সমুদ্রেতে গিয়ে করি বালী আহ্নিক সেথানে
গেলেন কিষ্কিন্ধ্যা মাঝে কক্ষে তাঁর লয়ে দশাননে।
কহিলেন অনন্তর, করি সেথা বিমুক্ত রাবণে,
বিদ্রূপ করিয়া বালী, কোথা হতে এসেছ এখানে।
কহিলেন দশানন হয়ে অতি বিস্মিত তখন
হে কপীন্দ্র মহাবল, নাম মম রক্ষেন্দ্র রাবণ।
তব সম শক্তিধর অন্য আর নাহি কোন জন
দীর্ঘ পথ মোরে হেন অক্লেশে যে করিবে বহন।
করেছি প্রত্যক্ষ আমি শক্তি যাহা আছে আপনার
করুন বন্ধুত্ব এবে সংস্থাপিত সঙ্গেতে আমার।
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি কপীন্দ্র ও রক্ষেন্দ্র তখন
ভ্রাতৃভাবে দোঁহে মিলি করিলেন বন্ধুত্ব স্থাপন।
অনন্তর কিছুকাল করি সেথা যাপন রাবণ
করিলেন হে রাঘব, সেথা হতে অন্যত্র গমন।

৬। রাবণ-যম-নিবাত কবচ

সর্বলোকে অনন্তর সন্ত্রাসিত করি দশানন,
সুপবিত্র বনে এক করিলেন নারদে দর্শন।
কহিলেন তাঁরে সেই দেবর্ষি, হে বিশ্রবা নন্দন,
হয়েছি সন্তুষ্ট অতি নেহারি তোমার পরাক্রম।
হেরি দৈত্য বিমর্দন বিষ্ণুর, ভুজঙ্গ নিপীড়ন
গরুড়ের, হেরি যুদ্ধে তোমার এ উৎসাহ পরম
পরিতুষ্ট আমি বৎস, কিন্তু এবে শোন মোর কথা,
মৃত্যু বশ মানুষের মৃত্যু সদা অনিবার্য হেথা,

বধিছ কেন সে সবে, যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, দেবতার
হে বৎস অবধ্য তুমি, করা নহে উচিত তোমার
ক্লেশদান নরগণে। শুভকার্যে বিরত সতত
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি জরা বিষাদে ও শোকে জর্জরিত,
বিষয়ে আসক্ত যত মানুষেরে কর দরশন,
করে কভু হর্ষে নৃত্য, করে কভু ক্লেশেতে রোদন।
মোহাচ্ছন্ন তারা অতি স্নেহবশ হয়ে স্বজনের,
নহে বিস্ময়ের তাহা, করেছ যে বিজয় তাদের।
কিন্তু যেই যমরাজ প্রাণীগণে করেন নিধন,
হও তুমি সর্বজয়ী করি জয় তাঁহারে এখন।
কহিলেন রক্ষেশ্বর করি হাস্য, যাব ভগবন্
তব বাক্যে, কৃতান্তের মৃত্যু সহ ঘটাতে মিলন।
কহি ইহা, নারদেরে করি অভিবাদন জ্ঞাপন,
গেলেন দক্ষিণ দিকে হৃষ্ট মনে রক্ষেন্দ্র রাবণ।
নারদ অন্তরে নিজ ভাবিলেন এ কথা তখন,
করিবেন কিবা যম যাবে সেথা রাবণ যখন
কৌতূহল অতি মোর হতেছে তা জানিতে এখন,
যমপুরে তাই আমি হেথা হতে করিব গমন।
কহিলেন গিয়ে ত্বরা যমপুরে নারদ তখন
যমরাজে, শোন কেন হেথায় করেছি আগমন।
তোমারে নিজের বশে আনিতে আসিছে দশানন,
কি তুমি করিবে এবে ত্বরা তাহা কর নির্ধারণ।
গেল দেখা হেনকালে এসেছেন অদূরে রাবণ
উদিত সূর্য্যের সম দীপ্ত রথে করি আরোহণ।
যমের আলয়ে আসি হেরিলেন সেথা দশানন
ভুগিছে কর্মের ফল পুণ্য ও পাপের, প্রাণীগণ।
হেরিলেন হয়ে পার বৈতরণী শোণিতে পূরিত,
হতেছে অসংখ্য প্রাণী তপ্ত বালুকাতে নিপতিত।

কৃমি আর কুক্কুরের দংশনেতে করিছে ভীষণ
আর্তনাদ তারা সবে, কোথাও বা করিছে ক্রন্দন
কর্ণ বিদারক বাক্য কহি তারা, হেরিলা রাবণ
হতেছে বিচ্ছিন্ন সেথা অসিপত্র বনে পাপীগণ।

ক্ষুরধার ক্ষারনদী মাঝে, আর নরক রৌরবে,
মাগিছে পানীয় যত ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত পাপী সবে।

হেরিলেন দশানন ইতস্ততঃ হতেছে ধাবিত
মলে ও কর্দমে লিপ্ত শীর্ণ, নগ্ন মর্তবাসী যত।

হেরিলেন সেথা আর ধর্মশীল প্রাণীগণ যত,
পুণ্যবলে গীত বাদ্যে, আমোদে প্রমোদে আছে রত
সুরম্য ভবন মাঝে। রাবণ করিলা নিজ বলে
সে সবারে মুক্ত, যারা নিপীড়িত ছিল কর্মফলে।

করিলেন দশানন প্রেতগণে বিমুক্ত যখন
প্রেত রক্ষকেরা ক্রোধে কাছে তাঁর আসিল তখন।

কোলাহলে তাহাদের চারিদিক হলো প্রপূরিত,
করিল পুষ্পক রথে বহু তারা অস্ত্র বরষিত।

রাবণের মহাবীর মন্ত্রীগণ সেথায় তখন
করিলেন সবে মিলি যুদ্ধ ত্বরা আরম্ভ ভীষণ।

যমের দুর্ধর্ষ সৈন্য রাবণের মন্ত্রীগণ আর
আরম্ভিল নানা অস্ত্রে পরস্পরে করিতে প্রহার।

অনন্তর যুদ্ধে সেই কৃতান্তের অনুচরগণ,
দশাননে লক্ষ্য করি শূল বহু করিল বর্ষণ।

করি পাশুপত অস্ত্র ক্রোধভরে নিক্ষেপ তখন
যমের সে সৈন্যগণে ভূপাতিত করিলা রাবণ।

হয়ে জ্ঞাত পরাজিত হতেছে নিজের সৈন্যগণ,
মহাবল যমরাজ করিলেন রথে আরোহণ।

ত্রিলোক সংহর্তা-মৃত্যু লয়ে হস্তে প্রাস ও মুদগর
দাঁড়াল সম্মুখে তাঁর, জলদগ্নি সম ভয়ঙ্কর
কালদণ্ড, আসি তাঁর পার্শ্বদেশে হলো অবস্থিত,
সারথি চালায়ে রথ সৈন্যমাঝে হলো উপনীত।
মৃত্যু সমন্বিত সেই ভীম রথ করি নিরীক্ষণ
রাবণের মন্ত্রী যত করিলেন ভয়ে পলায়ন।
কিন্তু হেরি রথ সেই কিছু না হলেন বিচলিত
রক্ষপতি দশানন। কাছে ত্বরা হয়ে উপনীত
করিলেন যমরাজ বহু অস্ত্রে বিক্ষত রাবণে,
রাবণ করিলা বহু অস্ত্রক্ষেপ কৃতান্তের পানে।
সপ্তরাত্রি হলো দোঁহে হেন ভাবে সংগ্রাম ভীষণ
হয়ে অতি ক্রুদ্ধ মৃত্যু যমরাজে কহিল তখন।
করুন নিযুক্ত মোরে এ পাপিষ্ঠ রাক্ষসে বধিতে,
জীবিত রহেনা কেহ পড়িলে আমার দৃষ্টি পথে।
কহিলেন যম তারে, রহ স্থির, আমিই এখন
করিব ইহারে বধ, কহি ইহা মৃত্যুরে তখন
করিলেন যমরাজ কালদণ্ড হস্তে উত্তোলন।
এ হেন সময়ে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে সেই স্থানে,
কহিলেন যমরাজে, করিওনা নিহত রাবণে
হে যম, এ কালদণ্ডে, দিয়েছি তাহারে যেই বর
হবে তাহা মিথ্যা তাহে, পূর্বে আমি বলেছি তোমারে
তোমার এ কালদণ্ড অব্যর্থ হবে এ চরাচরে।
না পারিলে দণ্ড এই রাবণেরে করিতে নিধন,
অথবা বধিলে তারে, উভয়তঃ হবে যে এখন
মিথ্যা মোর বরদান, তাই আমি কহি যে তোমারে
কালদণ্ড সংবরণ করি, কর সত্যবাদী মোরে।
কহিলেন যমরাজ শুনি তাহা, আমা সবাকার
আপনিই প্রভু চির, এ দণ্ড আদেশে আপনার

করিতেছি সংবরণ, কিন্তু যদি বধিতে রাবণে
নাহি এবে পারি আমি, রণক্ষেত্র মাঝারে এখানে
কেন তবে রব বৃথা। কহি ইহা কৃতান্ত তখন
লয়ে অশ্ব লয়ে রথ করিলেন অন্যত্র গমন।
গেলে চলি যমরাজ সেথা হতে, করি নিজ নাম
প্রচারিত দশানন করিলেন অন্যত্র প্রস্থান।
সমুদ্র মাঝারে পশি রসাতলে গেলা অনন্তর
বাসুকি রক্ষিত পুরী ভোগবতী মাঝে রক্ষেশ্বর।
আনিয়া সেথায় যত নাগকুলে আপনার বশে
মণিবতী পুরী মাঝে রাবণ গেলেন অবশেষে।
নিবাত কবচ নামে বর প্রাপ্ত যত দৈত্যগণ,
ছিল সেথা অবস্থিত, করিলেন আহ্বান রাবণ
যুদ্ধতরে সে সবারে। হলো সেথা সে সবার সনে
রাক্ষসকুলের যত মহাযুদ্ধ, সমর অঙ্গনে।
বহু অস্ত্রে পরস্পরে করি তারা ক্ষত ও বিক্ষত,
বর্ষাধিক কাল সবে সংগ্রামেতে রহিল নিরত।
জয় কিংবা পরাজয় কারো তবু নাহি হলো রণে,
তখন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সমাগত হলেন সেখানে।
কহিলেন আসি তিনি, তুমিও এসব দৈত্য যত
হে রাবণ, দেবাসুর সকলের অবধ্য সতত।
কর পরস্পর তাই এবে হেথা বন্ধুত্ব স্থাপন
মম অভিলাষ ইহা। হয়ে তাহে সম্মত রাবণ,
অগ্নি সাক্ষী করি সেথা, নিবাত কবচগণ সনে
বন্ধুত্ব স্থাপন করি বর্ষকাল রহিলা সেখানে।
করি শত প্রকারের মায়া বিদ্যা শিক্ষা সেথা হতে
গেলেন রাবণ চলি দৈত্যপুরী অশ্ম নগরীতে।

দৈত্য দশ সহস্রেরে করি সেথা যুদ্ধেতে নিধন
বরুণের রমনীয় পুরী মাঝে গেলেন রাবণ।
কামধেনু সুরভিরে সেথায় হেরিলা রক্ষেশ্বর
হয়েছে উৎপন্ন যার দুগ্ধ হতে ক্ষীরোদ সাগর।
করি প্রদক্ষিণ সেই পরম অদ্ভুত সুরভিরে,
পশিলেন অনন্তর বরুণের পুরী অভ্যন্তরে।

৭। বরুণ-পুরী ও অশ্ম নগরীতে রাবণ

শত শত জলধারে সুবেষ্টিত বরুণ ভবন
শরৎকালের যেন মেঘ সম অতি মনোরম।
বরুণের মন্ত্রীগণে কহিলেন সেথা দশানন,
রাজার নিকটে গিয়ে বল সবে একথা এখন
যুদ্ধ অভিলাষী হয়ে সমাগত হেথায় রাবণ,
করুন সংগ্রাম কিংবা যুক্ত করে বলুন এখন
হয়েছেন পরাজিত। ক্রোধ-ভরে আসিল তখন
সংগ্রাম করিতে সেথা বরুণের পুত্র পৌত্রগণ।
রাবণ ও রাবণের মন্ত্রীগণ সহ অনন্তর
হলো সেথা সে সবার সংগ্রাম আরম্ভ ভয়ঙ্কর।
পরাজিত হলো ক্রমে বরুণ সন্ততি সেথা সবে
কহিলা রাবণ যুদ্ধে বরুণে পাঠাও হেথা এবে।
প্রহাস নামেতে মন্ত্রী বরুণের কহিলা তখন
করেছেন জলেশ্বর ব্রহ্মলোক মাঝারে গমন
শুনিতে সঙ্গীত সেথা, পরাজিত পুত্রগণ তাঁর,
বৃথা পরিশ্রমে এবে প্রয়োজন কি আছে তোমার।
শুনি ইহা নিজ নাম আনন্দেতে করি বিঘোষিত,
বরুণ-আলয় হতে রাবণ হলেন বহির্গত।

রসাতল মাঝে সেথা অশ্ব নগরেতে দশানন
করিলেন পুনরায় রক্ষকুল সহ আগমন।
হেরিলেন আসি সেথা কিছুদূরে আছে অবস্থিত
সমুজ্জ্বল গৃহ এক, স্বর্ণময় স্তম্ভেতে শোভিত।
হেরি তাহা প্রহস্তেরে কহিলেন, কার এ ভবন
হও তাহা অবগত করি সেথা গমন এখন।
প্রহস্ত গিয়ে সে গৃহে, সপ্ত কক্ষ করি অতিক্রম,
অগ্নি শিখা মাঝে এক পুরুষ করিল দরশন।
করিলেন সে পুরুষ উচ্চ হাস্য হেরি প্রহস্তেরে
প্রহস্ত ভয়েতে অতি আসিলেন গৃহের বাহিরে।
কহিলেন অনন্তর রাবণেরে সর্ব বিবরণ,
শুনি তাহা সে ভবনে করিলেন গমন রাবণ।
সেথায় পুরুষ এক কৃষ্ণবর্ণ বিশাল আকার,
দ্বার অবরোধ করি দাঁড়ালেন সম্মুখে তাঁহার।
জিহ্বা ভয়ঙ্কর অতি, চক্ষু অতি রক্তিম বরণ,
শ্মশ্রুতে আবৃত মুখ, হস্তে লৌহ মুদ্গর ভীষণ।
রোমাঞ্চিত হলো দেহ রাবণের নেহারি তাঁহারে,
কহিলেন সে পুরুষ চিন্তামগ্ন হেরি রাবণেরে।
কি চিন্তা করিছ মনে হে রাক্ষস, কহতো আমায়,
বলি সহ যুদ্ধ তুমি করিতে কি এসেছ হেথায়।
শুনি তাহা ধৈর্য ধরি কহিলেন তাঁরে দশানন,
এ গৃহে আছেন যিনি চাহি আমি করিতে এখন
সংগ্রাম তাঁহারি সনে। সে পুরুষ কহিলেন তাঁরে,
বহু গুণান্বিত বলি আছেন এ গৃহ অভ্যন্তরে।
মনে যদি থাকে ইচ্ছা সংগ্রাম করিতে তাঁর সনে,
প্রবেশ তাহলে তুমি হে রাক্ষস কর এ ভবনে।
বলি পাশে অনন্তর উপনীত হলেন রাবণ,
করি হাস্য বলি তাঁরে করিলেন ক্রোড়েতে স্থাপন।

কহিলেন অনন্তর, হেথায় এসেছ দশানন,
কোন্ প্রয়োজনে তুমি কহ মোরে সে কথা এখন।
কহিলা রাবণ, বিষ্ণু করেছেন এ ভাবে বন্ধন
আপনারে শুনেছি তা, পারি আমি করিতে মোচন
এ বন্ধন আপনার। কহিলেন বলি রাবণেরে
করি হাস্য, যে পুরুষে দর্শন করেছ তুমি দ্বারে
তিনিই আপন বশে পূর্ববর্তী দানবগণেরে
করেছেন আনয়ন, করেছেন আবদ্ধ আমারে
তিনিই এ ভাবে হেথা, স্রষ্টা ও পালনকারী আর
সংহারক ত্রিলোকের হে রাবণ, ইনিই সবার।
নিত্য বর্তমান তিনি কি অতীতে কি বা ভবিষ্যতে,
তোমার আমার নাহি শক্তি কিছু তাঁহারে জানিতে।
কহিলা রাবণ আমি যমরাজে করেছি দর্শন,
করেছি যুদ্ধেতে আর জয় সেই কৃতান্তে ভীষণ।
কিন্তু নাহি জানি এই পুরুষের কোনও বারতা,
আপনি আমারে তাই বলুন তাঁহার সব কথা।
বিরোচন পুত্র বলি কহিলেন রাবণে তখন,
ধাতা ইনি ত্রিলোকের, ইনি প্রভু হরি নারায়ণ।
স্থাবর, জঙ্গম যত সব ইনি করেন সংহার,
তিনিই করেন জেনো এ জগৎ সৃজন আবার।
যথা সিংহ পশুগণে, সে ভাবেতে করেন প্রেরণ,
দানবগণেরে যত যমালয়ে ইনিই রাবণ।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ, দনু, মধু ও কৈটভ, বিরোচন,
কংস আর বৃত্র আদি যত সব দানবেন্দ্রগণ
করেছেন পূর্বে যাঁরা স্বর্গভোগ, করি পরাজয়
দেবগণে, এ পুরুষ করেছেন তাঁদেরে বিজয়।
সৃজন পালন ইনি সর্বলোকে করেন সতত,
কালরূপে পুনরায় সে সবারে করেন নিহত।

চক্রধারী হরি ইনি, সর্ববেদ, সর্ব ভূতময়,
সর্বরূপী জ্ঞানী ইনি, ত্রিলোকের গুরু ও অব্যয়।
করেন ইঁহারি ধ্যান, মোক্ষকামী যত মুনিগণ,
ইঁহারে বিদিত হলে হয় সর্বপাপ বিমোচন।
শুনি তাহা সেথা হতে বাহির হলেন দশানন,
কিন্তু পুরুষের সেই কোথাও না লভিলা দর্শন।
করি উচ্চনাদ তাই হয়ে অতি আনন্দে মগন,
গেলেন সে পথে ফিরি, এসেছিলা যে পথে রাবণ।

৮। চন্দ্রলোকে ও বিভিন্ন ঊর্ধ্বলোকে রাবণ

সুমেরু শৃঙ্গেতে গিয়ে করি সেথা রজনী যাপন
চন্দ্রলোক অভিমুখে অনন্তর চলিলা রাবণ।
হেরিলেন পথ মাঝে দিব্য এক রথেতে তখন,
অপ্সরাগণেতে হয়ে বেষ্টিত পুরুষ একজন
শায়িত-সজ্জিত ভাবে, করিছে সে পুরুষে জাগ্রত
চুম্বন প্রদান করি রূপবতী অপ্সরারা যত।
ঋষি পর্বতেরে করি অদূরেতে দর্শন রাবণ
কহিলেন তাঁরে সেথা, করি ওই রথে আরোহণ,
নির্লজ্জ ভাবেতে হেন করিছে গমন কোন জন
অপ্সরা বেষ্টিত হয়ে। কহিলেন রাবণে তখন
ঋষি সেই, করি তুষ্ট স্বয়ম্ভুরে তপস্যা প্রভাবে,
যেতেছেন এ পুরুষ সুখময় দিব্যালোকে এবে।
হেরি অন্য ব্যক্তি এক অন্য রথে কহিলা রাবণ,
করি নৃত্য গীত যত কিন্নরেরা নিতেছে এখন
কাহারে রথেতে ওই। কহিলেন পর্বত তাঁহারে
বীরযোদ্ধা একজন এ পুরুষ, সংগ্রাম ভিতরে

করি বহু শত্রু বধ, প্রাণ নিজ হলো প্রভু তরে
দিতে এঁর বিসর্জন অরাতির অস্ত্রের প্রহারে।
ইন্দ্রের অতিথি হলে কিংবা গেলে অন্য কোন স্থানে,
নৃত্যগীতে সম্বর্ধিত করে সবে ইঁহারে সেখানে।
কহিলা রাবণ পুনঃ হেরি এক অন্য পুরুষেরে
কে এ ব্যক্তি দীপ্তিময়, মুনিবর কহিলেন তাঁরে
স্বর্ণরথে স্থিত ওই পুরুষ, সুবর্ণ বিতরণ
করি বহু, হয়েছেন সুসজ্জিত এভাবে এখন।
কহিলেন দশানন শুনি তাহা, বলুন এখন,
করিবেন মোর সাথে হে মহর্ষি যুদ্ধ কোন্‌জন।
কহিলেন মুনিবর, স্বর্গার্থী ইঁহারা দশানন,
নহেন যুদ্ধার্থী কেহ, যুবনাশ্ব পুত্র অরিন্দম
মান্ধাতা নামেতে নৃপ আসিছেন হেথায় এখন
সপ্তদ্বীপ করি জয়, তাঁর সঙ্গে কর তুমি রণ।
গর্বিত, ত্রিলোক খ্যাত মান্ধাতারে নেহারি তখন
সুসজ্জিত বিমানেতে সেথায় করিতে আগমন,
কহিলা রাবণ তাঁরে, কর তুমি যুদ্ধ মোর সনে,
কহিলেন নৃপ সেই, বাঁচিতে বাসনা যদি মনে
নাহি থাকে কর যুদ্ধ। দুজনাতে আরম্ভ তখন
হলো যুদ্ধ ঘোরতর, হলো অস্ত্র আঘাতে ভীষণ
ক্ষত ও বিক্ষত দেহ সে দোঁহার, হলো প্রাণীগণ
কম্পিত নেহারি তাহা, শঙ্কিত হলেন দেবগণ।
ধ্যান যোগে মুনিবর পুলস্ত্য ও গালব তখন
অবগত হয়ে সব করিলেন দ্রুত আগমন।
করি তিরস্কার তাঁরা রাবণে ও নৃপ মান্ধাতারে
সে ঘোর সংগ্রাম হতে করিলেন নিবৃত্ত দোঁহারে।
মান্ধাতা-রাবণ মাঝে করি শেষে বন্ধুত্ব স্থাপন
করিলেন দোঁহে তাঁরা হৃষ্ট মনে স্বস্থানে গমন।

অনন্তর দশানন উর্ধে দশ সহস্র যোজন
বায়ুপথ মাঝে যথা বহু হংস করে বিচরণ,
গেলেন সেথায় চলি, উর্ধ হতে উর্ধেতে গমন
করি ক্রমে ক্রমে রাম, করিলেন দর্শন রাবণ
ত্রিবিধ মেঘের স্থান, বহু সিদ্ধ চারণগণেরে
ভূতগণে, বিনায়কে, গঙ্গা আর দিগগজগণেরে।
নেহারি গরুড় আর সপ্তর্ষি নিবাস অনন্তর
যেখানে আকাশ গঙ্গা সেখানে গেলেন রক্ষেশ্বর।
হেনভাবে উঠি ক্রমে উর্ধে আশীহাজার যোজন,
চন্দ্র মণ্ডলেতে গিয়ে উপনীত হলেন রাবণ।
হয়ে সেথা চন্দ্রমার শীতল কিরণে নিপীড়িত
পীড়ন করিতে চন্দ্রে করিলেন নারাচ উদ্যত।
এ হেন সময়ে ব্রহ্মা ত্বরা সেথা হয়ে উপনীত
কহিলেন রাবণেরে, চন্দ্রে এই কোরোনা পীড়িত
হেন ভাবে হে রাবণ, দ্যুতিময় এ চন্দ্র সতত
জগৎ মাঝারে এই হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাণীদের যত।
করিব তোমারে এক মন্ত্র এবে প্রদান রাবণ
নাহি হয় মৃত্যু তার মন্ত্র এই যে করে স্মরণ।
প্রাণ-নাশ শঙ্কা যদি হয় কভু করিও তখন
অক্ষমালা হস্তে নিয়ে মন্ত্র এই জপ দশানন।
অষ্টাধিক শত নাম শিবের প্রদান অনন্তর
করি ব্রহ্মা রাবণেরে, কহিলেন জপ রক্ষেশ্বর
করিলে এ শুভ নাম হয় সর্ব পাপ বিমোচন,
সতত শরণ প্রাপ্ত হয় যত শরণার্থীগণ।

পশ্চিম সমুদ্রে আসি অনন্তর করিলা রাবণ
দ্বীপমাঝে সেথা এক দীপ্তিময় পুরুষে দর্শন।

কহিলা রাবণ তাঁরে মোর সনে সংগ্রাম এখন
কর তুমি, করিলেন ভূপাতিত রাবণে তখন।
ভুজবলে সে পুরুষ, তারপরে পাতাল ভিতরে
পশিলেন সেথা হতে। দশানন উঠি ক্ষণপরে
কহিলেন মন্ত্রীগণে, হে প্রহস্ত, হে শুক সারণ
হেথা হতে সে পুরুষ গেছে চলি কোথায় এখন।
কহিলেন মন্ত্রীগণ তখন একথা রক্ষেশ্বরে,
করেছেন সে পুরুষ প্রবেশ এ গহ্বর ভিতরে।
নির্ভয় অন্তরে পশি সে গহ্বর মাঝারে তখন,
বহু বীর পুরুষেরে করিলেন দর্শন রাবণ।
স্বর্ণে রত্নে কেয়ূরেতে, রক্ত মাল্যে হয়ে বিভূষিত
করিছেন আনন্দেতে সবে তাঁরা নৃত্য অবিরত।
দেখেছিলা পূর্বে যেই দীপ্তিময় পুরুষে রাবণ
ছিলেন তাঁহারি তুল্য সেথায় সে সব বীরগণ।
তেজস্বী ও চতুর্ভুজ সে সবার, হেরিলা রাবণ
সমতুল দেহাকৃতি, সমতুল বেশ ও বরণ।
সে সব পুরুষে হেরি, দশানন হয়ে রোমাঞ্চিত,
সে সবার মাঝ হতে সত্বর হলেন বহির্গত।
সেথা হতে আসি পুনঃ অন্যত্র হেরিলা দশানন,
আছেন পুরুষ এক করি শয্যা মাঝারে শয়ন।
শুভ্র-শয্যা মাঝে সেই করি হস্তে চামর ধারণ
দিব্য বস্ত্র পরিহিতা রূপসী রমণী একজন
রয়েছেন উপবিষ্টা করি সেই দেবীরে দর্শন
গেলেন ধরিতে তারে নিজ হস্তে রক্ষেন্দ্র রাবণ।
চাহি রাবণের দিকে শায়িত সে পুরুষ প্রবর
করিলেন উচ্চ হাস্য, পতিত হলেন রক্ষেশ্বর
দগ্ধ হয়ে তেজে তাঁর, ছিন্নমূল বৃক্ষের মতন,
কহিলেন সে পুরুষ হও তুমি উত্থিত রাবণ,

রক্ষনীয় তুমি সদা ব্রহ্মা বাক্যে, হবেনা মরণ
সেহেতু তোমার এবে, কর তুমি প্রস্থান এখন।
কহিলা রাবণ, হয়ে রোমাঞ্চিত দেহে সমুত্থিত
অগ্নি তুল্য কে আপনি, কোথা হতে হয়ে সমুদ্ভূত
করিছেন অবস্থান, বলুন আমারে তাহা এবে,
কহিলেন সে পুরুষ, মেঘ সম সুগম্ভীর রবে।
মম পরিচয় লভি হবে কিবা তোমার এখন,
করিবনা শীঘ্র আমি হে রাবণ তোমারে নিধন।
কহিলেন সে পুরুষে যুক্তকরে রাবণ তখন
ব্রহ্মাদত্ত বর কেহ পারিবেনা করিতে লঙ্ঘন।
কিন্তু যদি হয় মোর মৃত্যু কভু, হস্তে আপনার
হয় যেন মৃত্যু প্রভু, যশস্কর হবে তা আমার।
মুনিবর অগস্ত্যেরে কহিলেন রাম অনন্তর,
বলুন মহর্ষি মোরে কেবা সেই পুরুষ প্রবর।
কহিলেন মুনিবর, ভগবান কপিল সেজন,
নাহি করিলেন তিনি ক্রুদ্ধভাবে রাবণে দর্শন,
ভস্মীভূত হে রাঘব সেহেতু হননি দশানন।
করি সেথা অবস্থান হয়ে কিছু স্থির অনন্তর,
গেলেন সে স্থান হতে মন্ত্রীগণ পাশে রক্ষেশ্বর।

৯। রাবণ-শূর্পণখা-ইন্দ্রজিৎ-কুম্ভীনসী

অগ্রসর সেথা হতে হয়ে রাম, রক্ষেন্দ্র রাবণ,
পথ মাঝে নানাস্থানে লাগিলেন করিতে হরণ
রূপসী পত্নী ও কন্যা, নৃপ, ঋষি, দৈত্য, দানবের,
যক্ষ, রক্ষ, নর, নাগ আর যত অসুরগণের,

করি বধ সে সবার আত্মীয় স্বজনগণে যত,
অশ্রুজলে তাঁহাদের হলো তাঁর বিমান প্লাবিত।
দীর্ঘকেশী, রূপবতী স্ত্রীগণ সে কাঞ্চন বরণ
হলেন বিভ্রান্ত অতি শোকে, দুঃখে, ভয়েতে তখন।
মনেতে স্মরণ করি মাতা, পিতা, বালক পুত্রেরে,
বিলাপ তাঁহারা সবে করিলেন আকুল অন্তরে।
কহিলেন তারা, হায় আমা বিনে পুত্রের আমার
হবে কি অবস্থা এবে, পিতা ও মাতা যে মম আর
হবেন শোকেতে মগ্ন, মোরে হায় না হেরি এখন,
পতি বিয়োগেতে রবে কি ভাবেতে এ মম জীবন।
সর্বাধিক দুষ্কার্য এ দুরাত্মার, পরস্ত্রী ধর্ষণ,
স্ত্রীলোকই সে হেতু হবে এ পাপীর মৃত্যুর কারণ।
সাধ্বী যত রমনীর শাপবাক্য শুনি হেন মত,
রাবণ নিষ্প্রভ ভাবে লঙ্কাতে হলেন উপনীত।
শূর্পণখা ভগ্নী তাঁর ভূপতিত হয়ে হেন কালে
কহিল আরক্ত নেত্রে রাবণেরে ভাসি অশ্রুজলে,
করেছ নিধন যেথা কালঞ্জয় নামে দৈত্যগণে,
করেছ নিহত মম প্রাণাধিক পতিরে সেখানে।
সম্পর্কেই শুধু ভ্রাতা, কার্যে তুমি শত্রু যে আমার,
আমার বৈধব্যে এই, লজ্জা কিছু নাহিক তোমার।
সান্ত্বনা প্রদান করি কহিলেন রাবণ তাহারে,
কোরোনা রোদন তুমি, ভয় কিছু রেখোনা অন্তরে।
সন্তুষ্ট দানে ও মানে সদা আমি রাখিব তোমারে,
রণে মত্ত হয়ে আমি চিনি নাই তোমার পতিরে।
যাও তুমি নিকটেতে মাতৃস্বসা তনয় খরের,
ভ্রাতা সেই, হয়ে প্রভু নিশাচর চৌদ্দ সহস্রের,
তোমার আদেশ যাহা করিবে তা সতত পালন·
দণ্ডক অরণ্যে থাকি, যাবে তার সঙ্গেতে দূষণ

সেনাপতি হয়ে তার। গেল খর দণ্ডকে তখন,
সঙ্গে তার শূর্পণখা দণ্ডকেতে করিল গমন।

করি ভগিনীরে নিজ হেনভাবে আশ্বস্ত রাবণ
করিলেন নিকুম্ভিলা নামে এক উদ্যানে গমন
লঙ্কাপুরী মাঝারেতে, হেরিলেন সেথা রক্ষেশ্বর,
শত শত যূপ আর নানারূপ বেদী মনোহর।
কমণ্ডলু ধারী আর কৃষ্ণবর্ণ অজিনে আবৃত
নিজ পুত্র মেঘনাদে হেরিলেন সেথা অবস্থিত।
আলিঙ্গন করি তাঁরে করিলেন জিজ্ঞাসা রাবণ
করিতেছ তুমি বৎস, কোন কার্য হেথায় এখন।
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ গুরু শুক্র কহিলেন রাবণে তখন
সপ্ত যজ্ঞ মেঘনাদ করেছেন সম্পন্ন রাজন্।
অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব,
বহু স্ববর্ণক আর মাহেশ্বর নামে যজ্ঞ সব।
করেছেন মেঘনাদ, পশুপতি হতে বহু বর
হয়েছেন প্রাপ্ত তিনি করি নানা যজ্ঞ রক্ষেশ্বর।
লভেছেন কামচারী নভোগামী রথ মনোমত,
আর যে তামসী মায়া, হয় যাহে আঁধার উদ্ভূত।
সে মায়াবলেতে যুদ্ধে জানিতে তাঁহার গতিবিধি
সুরাসুর আদি কারো কভু নাহি থাকিবে শকতি।
সুদুর্জয় মহাধনু, শত্রুঘাতী বহু তীক্ষ্ণ শর,
অক্ষয় তূণীর আর লভেছেন তিনি রক্ষেশ্বর।
হেন সব বর লভি মেঘনাদ যজ্ঞেতে এখন
আছেন অপেক্ষা করি লভিতে পিতার দরশন।
কহিলা রাবণ, মোর ইন্দ্র আদি শত্রুগণে যত
এ ভাবে অর্চনা করা হয় নাই কভু সুসঙ্গত।

শোন বৎস মেঘনাদ, না জেনে করেছ এবে যাহা
চল মোর সঙ্গে তুমি পরিত্যাগ করি এবে তাহা।

পুত্র সহ অনন্তর স্বভবনে পশি দশানন,
পুষ্পক বিমান হতে করিলেন নিম্নে আনয়ন
নানা ধনরত্ন সহ বাষ্পাকুল বহু রমণীরে,
হেরি তাহা ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন তাঁরে।

নিজগুণ, নিজকুল-বিনাশক কার্য সম্পাদন
করি হেন, হয়েছেন পরাজিত নিজেও রাজন্।

সুন্দরী পরস্ত্রী যত করেছেন বলে আনয়ন,
এদিকে লঙ্কাতে আসি মধু দৈত্য করেছে হরণ
কুম্ভীনসী ভগিনীরে। কহিলেন শুনি তা রাবণ
নাহি বুঝিতেছি কিছু কে সে মধু, কহ তা এখন।

কহিলেন বিভীষণ, মাল্যবান মোদের মাতার
জ্যেষ্ঠতাত, কুম্ভীনসী দুহিতা তাঁহার দুহিতার।

হে রক্ষেন্দ্র হয় তাই মাতৃস্বসা গর্ভে সমুদ্ভূত
ভগিনী সে আমাদের, ছিল যবে যজ্ঞকার্যে রত
মেঘনাদ, জলমাঝে তপস্যাতে ছিলাম নিরত
যবে আমি, আসি হেথা রক্ষকুলে করি পরাভূত
দুরাচার মধু দৈত্য, করেছে যে হরণ তখন,
মোদের ভগ্নীরে সেই। করেছেন পরস্ত্রী হরণ
সে পাপ কার্যের ফল হলো তব ভুগিতে এখন
ইহলোকে এ জগতে, হে রাজন্ করুন শ্রবণ।

কহিলেন দশানন, ক্রোধে অতি, কর সুসজ্জিত
রথ মোর, হোক্ এবে সুসজ্জিত বীরগণ যত।

সংগ্রামে মধুরে সেই করি আমি নিধন এখন,
যুদ্ধ অভিলাষে শেষে ইন্দ্রলোকে করিব গমন।

সসৈন্যেতে অনন্তর পশিলেন রাবণ যখন
মধুপুরে, কুম্ভীনসী ভ্রাতৃপাশে করি আগমন
কহিল মস্তক নিজ করি তাঁর চরণে স্থাপন,
ভর্তারে আমার তুমি হে রাজন্ কোরোনা নিধন।
কহিলেন দশানন, আছে ভর্তা তোমার এখন
কোথায়, তা বল মোরে, করিবনা তাহারে নিধন
তোমা প্রতি স্নেহ বশে। কহ তুমি তোমার ভর্তারে
যাব স্বর্গ জয় তরে এবে আমি সঙ্গে নিয়ে তারে।
কহিল জাগ্রত করি নিদ্রামগ্ন মধুরে তখন
বুদ্ধিমতী কুম্ভীনসী, এসেছেন ভ্রাতা দশানন
দেবলোক জয় তরে সহায়তা লভিতে তোমার,
করিতে সাহায্য তাঁরে যাও এবে নিকটে তাঁহার।
শুনি তাহা গিয়ে মধু সমাদর করিল তখন
যথোচিত রক্ষেশ্বরে, সম্মানিত হয়ে দশানন,
করিলেন একরাত্রি গৃহে তার আনন্দে যাপন।
নিশি অন্তে সেথা হতে করি গিরি কৈলাসে গমন,
করিলেন অবস্থান সৈন্যসহ রক্ষেন্দ্র রাবণ।

১০। রম্ভা—নলকুবর—ইন্দ্রলোক

দিবাশেষে অনন্তর হলো চন্দ্র উদিত যখন,
হলো অস্ত্রধারী যত সৈন্যদল নিদ্রিত তখন।
সে হেন সময়ে বসি পর্বতের শিখরে রাবণ,
চারিদিকে নানাদৃশ্য লাগিলেন করিতে দর্শন।
সুরম্য কদম্ব আর মনোহর কর্ণিকার বনে,
সুবিমল চন্দ্রালোকে সুশোভিত পর্বতে সেখানে,
পুষ্পের সৌরভ বহি স্নিগ্ধ বায়ু হলো প্রবাহিত
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি গেল শোনা অপ্সরার যত।

কাম বশীভূত হয়ে বারবার নিঃশ্বাস তখন
করি ত্যাগ, দশানন করিলেন চন্দ্র দরশন।
অপ্সরাকুলেতে শ্রেষ্ঠা রম্ভারে যে করিতে গমন
হেরিলেন হেনকালে দিব্যমাল্য, দিব্য প্রসাধন,
সুনীল বসনে আর সুসজ্জিতা, রূপে মনোরম,
অপ্সরা রম্ভার হস্ত করিলেন ধারণ রাবণ।
কহিলেন অনন্তর করিতেছ কোথায় গমন
কাহার বাসনা তুমি হে সুন্দরী, করিতে পূরণ।
আমা হতে যোগ্যতম ব্যক্তি বল কেবা আছে আর,
হোক্ সে ইন্দ্র কি বিষ্ণু, হোক বা সে অশ্বিনী কুমার।
'আমারে ভজনা কর' এ প্রার্থনা করিছে এখন
বিনয়ে তোমার কাছে ত্রিভুবন পতি দশানন।
কম্পান্বিত দেহে রম্ভা তখন কহিল রক্ষেশ্বরে,
পুত্রবধূ আমি তব, অনুচিত বলা হেন মোরে।
কহিলা রাবণ, মম পুত্রের কি ভার্যা রম্ভা তুমি,
পুত্রবধূ বলি মনে যেহেতু ভাবিব মনে আমি।
কহিল অপ্সরা রম্ভা, পুত্রবধূ ধর্ম অনুসারে
হই আমি আপনার, করেছেন আহ্বান আমারে
তব ভ্রাতা কুবেরের পুত্র, নলকুবর নামেতে,
চলেছি এখন আমি তাঁরি সনে সম্মিলিত হতে।
আছেন প্রতীক্ষা করি তিনি মোর, আমারো অন্তরে
নাহিক আসক্তি কিছু তাঁরে ভিন্ন অন্য কারো তরে।
নহেক উচিত করা পুত্রের এ বিঘ্ন উৎপাদন,
সাধু জনোচিত পথে হে রক্ষেন্দ্র, করুন গমন।
করুন আমারে ত্যাগ, মাননীয় আপনি আমার,
মোরেও পালন করা সতত উচিত আপনার।
কহিলেন রক্ষেশ্বর, কহিলে যে পুত্রের আমার
বধূ তুমি, নহে ঠিক কথা এই হে রম্ভা তোমার।

বধূ শুধু হয় সেই থাকে শুধু এক পতি যার,
স্বর্গের অপ্সরা তুমি, পতি কেহ নাহি অপ্সরার।
কম্পিতা রম্ভার সেই, করি বাক্য উপেক্ষা তখন
করিলা গ্রহণ তারে বলে নিজ মোহান্ধ রাবণ।
লভি মুক্তি অবশেষে, হয়ে অতি লজ্জাতে আনত,
নলকুবরের পাশে গিয়ে রম্ভা হলো নিপতিত
নতশিরে পদে তাঁর, ঘটেছে যা কহিল সে আর,
কম্পিত দেহেতে সেথা, যুক্তকরে নিকটে তাঁহার।
শুনি তাহা হয়ে ক্রুদ্ধ করি হস্তে সলিল গ্রহণ,
করিলা কুবের পুত্র অভিশাপ প্রদান তখন
কহি ইহা রাবণেরে, করেছে তোমার অনিচ্ছাতে
ধর্ষণ তোমারে ভদ্রে রক্ষেশ্বর, যদি এ ভাবেতে
করে অনিচ্ছুক কোন রমণীরে পুনঃ সে ধর্ষণ,
শতধা বিদীর্ণ তবে হবে তার মস্তক তখন।
অভিশাপ বার্তা সেই দশানন হয়ে অবগত
অনিচ্ছুক রমণীরে ধর্ষণেতে রহিলা বিরত।

কৈলাস পর্বত হতে অনন্তর গেলেন রাবণ
ইন্দ্রলোক মাঝারেতে সঙ্গে তাঁর নিয়ে সৈন্যগণ।
সে বার্তা শ্রবণ করি, সুসজ্জিত হতে দেবগণে
কহি ইন্দ্র, হয়ে ভীত গেলেন বিষ্ণুর সন্নিধানে।
বিষ্ণুর সমীপে আসি কহিলেন দেবেন্দ্র তাঁহারে
হে বিষ্ণু, এসেছে এবে দশানন সংগ্রামের তরে।
তব সম ত্রিভুবনে কেহ আর নাহিক হেথায়,
তব সহায়তা ভিন্ন আর কিছু না হেরি উপায়।
কহিলেন ইন্দ্রে বিষ্ণু ব্রহ্মার বরেতে সুরক্ষিত
রাবণেরে দেবাসুর পারিবেনা করিতে নিহত।

সংগ্রাম তাহার সঙ্গে আমিও না করিব এখন,
সময় আসিবে যবে বধ তারে করিব তখন।
করি ভয় পরিত্যাগ, সম্মিলিত হয়ে দেবগণ
রক্ষেন্দ্র রাবণ সনে হোক যুদ্ধে নিরত এখন।
শোনা গেল অনন্তর কোলাহল নিশি অবসানে
রাবণ সৈন্যের যত, হলো আর আরম্ভ সেখানে
দেবসৈন্যে, রক্ষসৈন্যে যুদ্ধ ঘোর, শুক ও সারণ,
মহাপার্শ্ব, মহোদর, মারীচ, প্রহস্ত, অকম্পন,
জম্বুমালী, মহানাদ, বিরূপাক্ষ আদি বীরগণে
সুমালী বেষ্টিত হয়ে পশিলেন আসি রণাঙ্গনে।
বিখ্যাত অষ্টম বসু সাবিত্র নামেতে মহাবল,
পুষ্প আর ত্বষ্টা আদি মহাবীর দেবসৈন্য দল
করিলা আরম্ভ যুদ্ধ, নানা অস্ত্রে করিল আহত,
আসি সেথা রক্ষকুল, সংগ্রামেতে দেবসৈন্যে যত।
মিলি দেবসৈন্যগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে রক্ষসৈন্যগণে
করিল নিহত বহু, অনন্তর সুমালীর সনে
হলো বসু সাবিত্রের যুদ্ধ ঘোর আরম্ভ সেখানে।
করি ভীম গদাঘাতে সুমালীর মস্তকে তখন,
সাবিত্র যুদ্ধেতে সেই করিলেন তাহারে নিধন।
বসু হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সুমালীরে হত নেহারিয়া,
আসিলেন হয়ে ক্রুদ্ধ, মেঘনাদ রথে আরোহিয়া
আসিলা আরোহি রথে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তখন,
আসিলেন দেবগণ জয়ন্তেরে করি আবেষ্টন।
রাবণ তনয়ে আর সারথিরে তাঁহার সেখানে,
করিলেন বিদ্ধ যুদ্ধে জয়ন্ত, সুতীক্ষ্ণ বহু বাণে।
মহাবল মেঘনাদ করি বহু বাণ বরিষণ,
করিলেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তেরে বিদ্ধ যে তখন,
করিলেন তিনি আর মায়াবলে আঁধার সৃজন।

কি রাক্ষস, কি দেবতা, হয়ে ভ্রমে চিনিতে অক্ষম
একে অন্যে, আরম্ভিল ইতস্ততঃ করিতে ভ্রমণ।
এ হেন সময়ে আসি দৈত্যরাজ পুলোমা নামেতে,
জয়ন্তেরে লয়ে সঙ্গে পশিলেন পাতাল পুরীতে।
দৈত্যেন্দ্র পুলোমা সেই, জয়ন্তের মাতামহ রাম,
দেবেশ ইন্দ্রের পত্নী শচীর পৌলোমী তাই নাম।

লাগিলেন দেবগণ পলায়ন করিতে যখন
রথে আরোহিয়া ইন্দ্র আসিলেন সেখানে তখন।
রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্য, মরুৎগণ আর,
নানা অস্ত্র সহ সবে আসিলেন সঙ্গেতে তাঁহার।

আসিলেন হেনকালে দশানন করি আরোহণ
রথে তাঁর, করি আর পুত্র মেঘনাদে নিবারণ,
হলেন যুদ্ধেতে রত। গেলা চলি যুদ্ধক্ষেত্র হতে
মেঘনাদ, হলো যুদ্ধ আরম্ভ রাক্ষসে দেবতাতে।

হেরি দেবগণ হস্তে হতে বহু রক্ষ সৈন্যে হত
কহিলা রাবণ কর হে সারথি, রথ এ চালিত
দেবসেনা অভ্যন্তরে, করি যম ভবনে প্রেরণ
মম তীক্ষ্ণ শরে আজি দেবগণে, নিজেই এখন,
হব আমি সুনিশ্চয়, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র, যম।

সারথি শুনি সে কথা দ্রুতবেগে করিল চালিত
শক্র সৈন্য মাঝারেতে বেগগামী অশ্বগণে যত।

রাবণের অভিপ্রায় বুঝি মনে দেবেন্দ্র তখন
কহিলেন দেবগণে, কর সবে কৌশলে এখন
জীবিত ভাবেতে বন্দী রক্ষেশ্বরে, বরেতে গর্বিত
এ রাক্ষসে করা বধ জেনো এবে হবে সাধ্যাতিত।

এহেন সময়ে পশি দেবসৈন্য মাঝে দশানন,
অবিরত শর বহু লাগিলেন করিতে বর্ষণ।

নিজ সৈন্যদল যত লয়ে ইন্দ্র সঙ্গেতে তখন
চারিধার ঘিরি সেথা করিলেন রাবণে বেষ্টন।
রাবণে বেষ্টিত হেরি যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষসেনা যত
কহিল চীৎকার করি, হায় মোরা হলাম নিহত।
ক্রোধে প্রজ্জলিত হয়ে, করি সেই চীৎকার শ্রবণ
মেঘনাদ দ্রুত সেথা করিলেন রথে আগমন।
পশুপতি হতে প্রাপ্ত মায়াবলে হয়ে উৎসাহিত
মেঘনাদ অনন্তর ইন্দ্রপানে হলেন ধাবিত,
কিন্তু রহিলেন তিনি যুদ্ধেতে ইন্দ্রের অলক্ষিত।

করি বিদ্ধ মেঘনাদ মায়াতে ইন্দ্রের সারথিরে,
গেলেন ইন্দ্রেরে লয়ে অদৃশ্য ভাবেতে বহুদূরে।

অনন্তর ইন্দ্রে সেথা করি মায়াবলেতে বন্ধন,
নিজ সৈন্যদল মাঝে করিলেন ইন্দ্রে আনয়ন।

এদিকে সমরাঙ্গণে ক্রোধ ভয়ে যত দেবগণ,
লাগিলেন রাবণেরে শর বহু করিতে বর্ষণ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মেঘনাদ ক্লান্ত অতি হেরি রাবণেরে,
কহিলা আহ্বানি তাঁরে আসি তাঁর দৃষ্টির গোচরে।

হে পিতঃ হয়েছি মোরা যুদ্ধে জয়ী, দেবতাগণেরে
করেছি বিচূর্ণ দর্প, দেবসৈন্য আর ত্রিলোকের
প্রভু যিনি, এবে আমি করেছি বন্দী সে দেবেন্দ্রেরে
করুন সম্ভোগ এবে এ ত্রিলোক ইচ্ছা অনুসারে,
যুদ্ধে আর নাহি কাজ। করি তার সে বাক্য শ্রবণ
গেলেন অন্যত্র চলি ইন্দ্রহীন হয়ে দেবগণ।

কহিলা রাবণ শুনি পুত্রের সে প্রিয় বাক্য সব
সমাদরে, হে আমার মহাবীর বংশের গৌরব
পুত্রশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ, পরাক্রম করি প্রকাশিত
মহাবলশালী ইন্দ্রে যুদ্ধেতে করেছ পরাজিত।

দেবতাগণেও আর পরাজিত করেছ যুদ্ধেতে,
তোমার হয়েছে জয়, হবে এবে বেষ্টিত সৈন্যেতে,
রথ মাঝে লয়ে ইন্দ্রে কর লঙ্কাপুরীতে গমন,
মন্ত্রীগণ সহ মম যাব সেথা আমিও এখন।
গেলেন ইন্দ্রেরে লয়ে মেঘনাদ আপন ভবনে,
নিজ নিজ গৃহে যেতে বলিলেন রক্ষসৈন্যগণে।
মেঘনাদ হস্তে ইন্দ্র এ ভাবেতে হলে পরাজিত,
দেবগণ ব্রহ্মা সহ লঙ্কাতে হলেন উপনীত।
পুত্র আর ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাবণে সেখানে,
আকাশেতে রহি ব্রহ্মা কহিলেন মধুর বচনে।
তোমার পুত্রের যুদ্ধে তুষ্ট আমি বৎস দশানন,
তোমা সম আছে তার দক্ষতা ও অতুল বিক্রম।
অথবা তোমারো চেয়ে বেশী তার আছে তা রাবণ,
ইন্দ্রজিৎ নামে তাই সুবিখ্যাত হবে সে এখন।
কর তুমি মহাবাহু, মুক্তি দান এবে দেবেন্দ্রেরে,
দেবতাগণের বল দিতে কিবা হবে তার তরে।
কহিলা তখন তাঁরে ইন্দ্রজিৎ, যদি মুক্তিদান
করি ইন্দ্রে, হবে তবে অমরত্ব করিতে প্রদান
মোরে দেব। কহিলেন করি ব্রহ্মা সেকথা শ্রবণ
অমরত্ব লাভ কভু পারেনা করিতে প্রাণীগণ।
কহিলেন স্বয়ম্ভুরে ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রমুক্তি তরে,
পারে হতে সন্ধি যাহে এবে কহি আপনারে।
অগ্নির অর্চনা নিত্য করি আমি, আহুতি অর্পণ
মন্ত্র সহ অগ্নিমাঝে করি যবে করিব গমন
যুদ্ধে আমি, পরাজয় যেন মম না হয় তখন।
কিন্তু যথাবিধি মম যজ্ঞ সেই সমাপ্ত অগ্নিতে
না করি যুদ্ধেতে গেলে, হই যেন বিজিত যুদ্ধেতে।

লভে অমরত্ব দেব, লোক সব তপস্যা বলেতে,
হে প্রভো, লভিব আমি অমরত্ব নিজ বিক্রমেতে।
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে হবে তাই, গেলেন তখন
বিমুক্ত দেবেন্দ্র সহ স্বর্গলোকে যত দেবগণ।

১১। ইন্দ্র ও অহল্যা

অনন্তর একদিন হেরি ইন্দ্রে চিন্তাতে মগন
কহিলেন প্রজাপতি, কর তুমি মনেতে এখন
হে ইন্দ্র, তোমার এক অতীতের দুষ্কার্য স্মরণ।
করিলাম যবে আমি প্রজা সৃষ্টি, বর্ণে আকৃতিতে
রূপে আর, সৃষ্টি সবে করিলাম সমান ভাবেতে।
করিলাম সর্বশেষে ভিন্নরূপে সে সবার হতে
সৃজন অঙ্গনা এক অতুলন রূপে ও গুণেতে।
করিলাম হে দেবেন্দ্র, প্রদান অহল্যা নাম তারে,
করেছিলে বাঞ্ছা তুমি পত্নী রূপে লভিতে তাহারে।
কিন্তু করিলাম আমি জিতেন্দ্রিয় তাপস প্রধান
মহামুনি গৌতমেরে ভার্যারূপে সেই কন্যা দান।
অনন্তর করি তুমি গৌতমের আশ্রমে গমন
করেছিলে একদিন অহল্যারে সেথায় ধর্ষণ।
গৌতম হয়ে তা জ্ঞাত অভিশাপ দিলেন তোমারে
কহি ইহা, শত্রু হস্তে হবে বন্দী এ দুষ্কার্য তরে।
কদাচার হে দুর্মতি এবে যা করিলে প্রবর্তিত,
করিবে তাহাই এবে এ জগতে নরগণ যত।
যে অধর্ম হবে তাহে ভুগিবে অর্ধেক ফল তার
পাপাচারী, অপরাধ হবে ভোগ করিতে তোমার।

করিলে যে হেতু তুমি এ হেন অধর্ম প্রবর্তিত,
স্থায়ী ভাবে ইন্দ্র পদে সে হেতু রবেনা অবস্থিত।
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব যদি লভে কভু অপরেও আর
তাহারো হবেনা তাহা স্থায়ী, অভিশাপেতে আমার।
কহি ইহা, মুনিবর কহিলেন করি তিরস্কার
অহল্যারে, যাও তুমি ত্যজি এই আশ্রম আমার।
রে পাপিষ্ঠা হলে তুমি চঞ্চল যে রূপের গর্বেতে,
সঞ্চারিত হবে এবে রূপ সেই অন্যের মাঝেতে।
মুনিবর গৌতমেরে কহিলেন অহল্যা তখন,
আপনার রূপ ধরি ইন্দ্র মোরে করেছে ধর্ষণ
আমার অজ্ঞাত ভাবে, ইচ্ছা অনুসারেতে আমার
হে প্রভু ঘটেনি ইহা, কৃপা ভিক্ষা করি আপনার।
কহিলেন মুনিবর, করিবেন যবে আগমন
রামরূপ ধরি বিষ্ণু বনে এই, বিমুক্ত তখন
হবে তুমি পাপ হতে লভি হেথা দরশন তাঁর,
হবে আর মম সনে সম্মিলিত তুমি পুনর্বার।
অহল্যা একান্ত মনে করি বহু নিয়ম পালন,
কঠোর তপস্যা অতি করিলেন আরম্ভ তখন।
কহি ইহা, পুনরায় কহিলেন স্বয়ম্ভু ইন্দ্রেরে,
শত্রু হস্তে বন্দী তুমি হয়েছিলে এ দুষ্কার্য তরে।
বিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি তুমি হে ইন্দ্র এখন,
নিষ্পাপ ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে কর স্বর্গেতে গমন।
হে ইন্দ্র, তোমার পুত্র জয়ন্ত সংগ্রাম ক্ষেত্র হতে
হয় নাই নিরুদ্দিষ্ট, আছে সে পুলোমা ভবনেতে।
স্বয়ম্ভুর কথা শুনি করি ইন্দ্র যজ্ঞ সমাপন,
করিলেন পুনরায় দেবলোক মাঝারে গমন।

ইন্দ্রজিৎ বলবীর্য কহিলাম হে রাম এখন,
দেবেন্দ্র-বিজেতা যিনি কি করিবে তাঁরে অন্যজন।
শুনি অগস্ত্যের কথা, কহিলেন রাম ও লক্ষ্মণ,
কপি আর রক্ষকুল, কি আশ্চর্য এই বিবরণ।

১২। হনুমানের পূর্ব বৃত্তান্ত

কহিলেন সবিনয়ে অগস্ত্যেরে রাম অনন্তর,
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ বীর্যেতে অতুল মুনিবর,
তবু মনে হয় মম হনুমান সম বলবান
নহেন তাঁহারা দোঁহে, বিক্রম, দক্ষতা, নীতিজ্ঞান,
ধৈর্যাদি গুণের যত আশ্রয় সতত হনুমান।
লঙ্ঘি পূর্বে পারাবার, বৈদেহীর লভি দরশন,
আশ্বাস প্রদান তাঁরে করি বীর পবন নন্দন,
করিলেন লঙ্কাপুরে একা বহু রাক্ষস নিধন,
রাবণে সম্ভাষি শেষে করিলেন নগরী দহন।
ইন্দ্র, কি কুবের, বিষ্ণু, কিংবা যম, করিনি শ্রবণ,
করেছেন কার্য হেন, করেছেন মারুতি যেমন।
হতনা সমর্থ কভু এনে দিতে বারতা সীতার,
সুগ্রীবের সখা এই হনুমান বিনে কেহ আর।
কেন তবে হনুমান সুগ্রীবের প্রীতি কামনায়
নাহি করিলেন যুদ্ধে বালীরে দহন তৃণ প্রায়।

কহিলেন মুনিবর অগস্ত্য, শাপের প্রভাবেতে
নিজ বল হনুমান হন নাই সক্ষম বুঝিতে।
করেছেন বাল্যকালে অবিশ্বাস্য যে কার্য সাধন
মারুতি, কহিব তাহা, কর রাম সে কথা শ্রবণ।

সুমেরু পর্বত মাঝে করিতেন মারুতির পিতা
কেশরী শাসন রাজ্য, ছিল রাম পত্নী সুবিখ্যাতা
অঞ্জনা নামেতে তাঁর, উৎপাদন করেন পবন
গর্ভে সেই অঞ্জনার পুত্র এক হে রঘুনন্দন।
তনয়ে প্রসব করি গেলা চলি বন অভ্যন্তরে
জননী অঞ্জনা যবে বনফল আহরণ তরে,
ক্ষুধা আর পিপাসাতে হয়ে অতি কাতর তখন,
পবননন্দন সেই লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
সে হেন সময়ে সূর্য আকাশেতে হলেন উদিত
রক্তজবা পুষ্প সম, এক লম্ফে হলেন উত্থিত
মারুতি তখন ঊর্ধে, ভাবি সূর্যে ফল মনোহর,
ধরিতে সূর্যেরে সেই ধাবিত হলেন অনন্তর।
তুষার শীতল হয়ে বহিলেন পবন তখন
রক্ষিতে পুত্রেরে নিজ। ঊর্ধে বহু সহস্র যোজন
উত্থিত হলেও শিশু, রহিলেন বিরত তপন
দহন করিতে তাঁরে ভাবি শিশু, ভাবি মনে আর,
বহু কার্য সুসম্পন্ন হবে পরে শক্তিতে তাঁহার।
ভাস্করে ধরিতে ঊর্ধে হনুমান গেলেন যেদিন,
সূর্যে গ্রহণের তরে গেল সেথা রাহুও সেদিন।
করেছেন সূর্য রথ পরশন মারুতি তখন
হেরি তা, করিল রাহু ভয়ে অতি দ্রুত পলায়ন।
আসি শেষে ইন্দ্র পাশে কহিল সে, ক্ষুধা শান্তি তরে,
দিয়ে মোরে চন্দ্র সূর্য কেন এবে দিলেন অপরে।
নির্দিষ্ট সময়ে আজ গিয়ে সূর্যে গ্রহণের তরে,
হেরিলাম অন্য কেহ করেছে গ্রহণ ভাস্করেরে।
হলেন বাহির ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহি তখন,
রাহুও করিল ত্বরা দেবেন্দ্রের অগ্রেতে গমন।

আসিল যখন রাহু সূর্য পাশে, ফল ভাবি তারে,
গেলেন মারুতি দ্রুত সূর্যে ছাড়ি ধরিতে তাহারে।
তখন ভয়েতে রাহু উচ্চ রবে করিল চীৎকার
ইন্দ্র, ইন্দ্র, ইন্দ্র বলি, 'ভয় কিছু নাহিক তোমার'
কহি ইহা দেবরাজ সেথায় হলেন উপনীত,
ঐরাবতে ফল ভাবি তার পানে হলেন ধাবিত
মারুতি, দেবেন্দ্র তাঁরে করিলেন বজ্রেতে আহত।
হলো বাম হনু তাহে ভগ্ন তাঁর, হলেন পতিত
পর্বত উপরে তিনি, বায়ু তাহে হয়ে ক্রোধান্বিত
করিলেন আপনারে সর্বপ্রাণী হতে সংহরণ
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে তাহে কাষ্ঠ প্রায় হলো প্রাণীগণ।
হয়ে ধর্ম বিবর্জিত যজ্ঞ আদি ক্রিয়া বিহনেতে,
লাগিল তাহারা যেন নিবাস করিতে নরকেতে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে প্রজাগণ কহিল তখন,
বায়ুরোধ দুঃখ এই মোচন করুন ভগবন্।

শুনি তা গেলেন সেথা প্রজাপতি নিয়ে প্রজাগণে
বজ্রাহত পুত্রে নিয়ে অবস্থিত পবন যেখানে।

ব্রহ্মারে দর্শন করি পুত্র সহ হয়ে সমুত্থিত,
শোকার্ত পবন তাঁর চরণে হলেন নিপতিত।

সে শিশু পুত্রেরে ব্রহ্মা করিলেন হস্তে পরশন,
জলসিক্ত শস্য সম অমনি সে লভিল জীবন।

সমবেত দেবগণে কহিলেন স্বয়ম্ভু তখন,
তোমাদের নানাকার্য এ শিশু করিবে সম্পাদন
কর এ শিশুরে তাই বর সবে প্রদান এখন।

কহিলেন দেবরাজ, হনু ভগ্ন মম বজ্রাঘাতে
হয়েছে ইহার তাই বিখ্যাত সে হবে এ জগতে

হনুমান নামে সদা, দিতেছি অপর বর আর
আজ হতে অবধ্য সে হবে এই বজ্রের আমার।
কহিলেন দিবাকর আমার তেজের শতাংশের
একাংশ দিলাম আমি এ শিশুরে সকল শাস্ত্রের
দিব জ্ঞান পরে আমি, হবে যবে শাস্ত্র অধ্যয়নে
নিরত সে, হবে তাহে বাগ্মীরূপে খ্যাত সে ভুবনে।
একে একে অনন্তর দিলেন শিশুরে নানা বর
বরুণ, কুবের, যম, বিশ্বকর্মা আর মহেশ্বর।
কহিলেন পবনেরে হয়ে হৃষ্ট স্বয়ম্ভু তখন,
তোমার এ পুত্র হবে চিরদিন অজেয় পবন।
অরাতির ভয়প্রদ, মিত্রের অভয় প্রদ আর
হবে এই হনুমান, রামের সংগ্রামে অনিবার
রাবণ বধের তরে নানা কার্য করি সম্পাদন
হবে যত দেবতার সতত সে প্রীতির ভাজন।

বহু বর হেনভাবে করি লাভ হলেন মারুতি,
বয়োবৃদ্ধ সহ রাম ক্রমে ক্রমে বলবান অতি।
নানাভাবে অত্যাচার লাগিলেন করিতে তখন,
মহর্ষিগণের যত আশ্রমেতে পবন নন্দন।
ঋষিগণ তাই তারে শাপ এই দিলেন তখন
যে বল আশ্রয় করি উৎপীড়িত করিছ এমন
আমা সবে, হবে তুমি বল সেই বিস্মৃত এখন।
মিত্র কার্য তরে যদি কেহ কভু করায় স্মরণ
তবে তাহা পুনরায় হবে জ্ঞাত পবন নন্দন।
ঋষিদের শাপে সেই হয়ে শান্ত মারুতি তখন
লাগিলেন মৃদুভাবে আশ্রমে করিতে বিচরণ।
ছিলেন বানরপতি ঋক্ষরজা নামে একজন
বালী ও সুগ্রীব নামে ছিল তাঁর যুগল নন্দন।

হলে পরলোকগত ঋক্ষরজা মন্ত্রীগণ তাঁর,
বালীরে করিল রাজা, সুগ্রীবেরে যুবরাজ আর।
হলো সুগ্রীবের সাথে সুগভীর বন্ধুত্ব তখন
মারুতির, জানা তাঁর নাহি ছিল বিক্রম আপন
বালী আর সুগ্রীবের যুদ্ধকালে, হে রঘুনন্দন।
বিক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, চাতুর্যে, মাধুর্যে, ধৈর্যগুণে,
হনুমান হতে শ্রেষ্ঠ কেহ আর নাই এ ভুবনে।
করেছেন সুবিশাল গ্রন্থ হস্তে পবন নন্দন
শিক্ষালাভ বাসনায় পূর্ব হতে পশ্চিমে গমন।
কহিলাম মারুতির হে রাম সকল বিবরণ,
করিব আমরা সবে হেথা হতে প্রস্থান এখন।
করিলেন অনন্তর নিজ নিজ স্থানেতে গমন,
রাম হতে যথাবিধি পূজা প্রাপ্ত হয়ে মুনিগণ।

১৩। জনক, সুগ্রীব ও অন্যান্যদের বিদায় গ্রহণ

বশিষ্ঠাদি ঋষি আর মন্ত্রীগণ সহ অনন্তর
নানা মন্ত্রণাতে রত রহিলেন রাম রঘুবর
রহি রাজসভা মাঝে নানা জনপদ অধীশ্বর
নৃপগণ, সুগ্রীবাদি বীর্যশালী বহু কপিবর
মন্ত্রী চতুষ্টয় সহ রক্ষপতি বিভীষণ আর,
করিলেন অবস্থান সে সভাতে সম্মুখে তাঁহার।
অযোধ্যার অধিবাসী আসি বহু সে সভা মাঝারে
করিলেন অবস্থান, করি অভিবাদন রামেরে।
প্রতিদিন সভামাঝে হেন ভাবে করি অবস্থান
জনগণ তরে কার্যে রত সদা রহিলেন রাম।

কিছুকাল হলে গত করিলেন স্বরাজ্যে গমন
জনক মিথিলাপতি, যাত্রাকালে দিয়ে বহু ধন
করিলেন রাম তাঁরে অশেষ সম্মান প্রদর্শন।
জনক মধুর ভাষে সম্ভাষণ করি রঘুবরে,
তাঁহার প্রদত্ত ধন করিলেন প্রত্যর্পণ তাঁরে।
প্রিয় সখা কাশীরাজ প্রতর্দনে করি অনন্তর
আলিঙ্গন প্রীতিভরে বিদায় দিলেন রঘুবর।
প্রীতি সম্ভাষণ রাম করি অন্য নরপতিগণে,
সুখ্যাতি তাঁদের বহু করিলেন মধুর বচনে।
কহিলেন রামে যত নৃপকুল হয়ে আনন্দিত
মোদের সৌভাগ্যে রাম হয়েছেন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত।
প্রীতি আপনার প্রতি আমাদের রয়েছে যেমন,
আমাদের প্রতি প্রীতি আপনার রহুক তেমন।
করিলেন অনন্তর যাত্রা যত নরপতিগণ,
সহস্র সহস্র অশ্ব মাতঙ্গেতে করি আরোহণ
ভরতের আবাহনে সসৈন্যেতে আসি অযোধ্যায়,
ছিলেন সকলে তাঁরা হতে যুদ্ধে রামের সহায়।
সে সব নৃপতি যত বল আর দর্প সমন্বিত,
কহিলেন, হয়েছিনু শেষক্ষণে বৃথা উপনীত,
হেথা মোরা, যথাকালে অযোধ্যাতে হলে সমাগত,
হতো নৃপগণ হস্তে রক্ষকুল নিশ্চয় নিহত।
সমুদ্র পারেতে গিয়ে সম্মুখেতে হয়ে উপনীত
রাম আর লক্ষ্মণের, হতাম সুখেতে যুদ্ধে রত।
করি অনন্তর সবে নিজ নিজ রাজ্যেতে গমন,
বহু অশ্ব, রথ, হস্তী, বহু রত্ন, বহু আভরণ,
প্রেরণ রামের তরে করিলেন নরপতিগণ।
করিলেন রাম তাহা প্রদান সুগ্রীব বিভীষণে,
আর যুদ্ধ সহচর বানর ও নিশাচরগণে।

অঙ্গদ ও হনুমানে কাছে রাম নিয়ে অনন্তর
কহিলেন সুগ্রীবেরে, তোমার সুপুত্র কপীশ্বর
অঙ্গদ, সুমন্ত্রী আর তোমার মারুতি কপিবর।
তোমারে মন্ত্রণা দিয়ে, আর বহু কল্যাণ সাধন
করি মম, হয়েছেন এবে এঁরা সম্মান ভাজন।
নিজ অঙ্গ অলঙ্কার উন্মোচন করি অনন্তর,
অঙ্গদ ও মারুতিরে পরায়ে দিলেন রঘুবর।
করি শেষে প্রীতিভরে দৃষ্টিপাত কহিলেন রাম,
মহাবল নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, জাম্ববান,
সুষেণ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, আর অন্য যূথপতিগণে
সম্ভাষিয়া সমাদরে মনোরম মধুর বচনে,
বন্ধু মম, ভ্রাতা মম, দেহ সম তোমরা আমার,
সর্ব বিঘ্ন হতে মোরে তোমরাই করেছ উদ্ধার।
লভি তোমাদের সম সুহৃদ, সুগ্রীব কপিবর
হয়েছেন ধন্য অতি। কহি ইহা দান রঘুবর
করিলেন সে সবারে বস্ত্র ও ভূষণ মনোহর।
করি মধুপান আর ফলমূল, মাংসাদি ভক্ষণ,
ভল্লুক, বানর আর রক্ষকুল করিল তখন
অযোধ্যাতে শীত ঋতু সবে মিলি আনন্দে যাপন।

কহিলেন অনন্তর সুগ্রীবেরে করি সম্বোধন
রঘুবর, হে সুগ্রীব, করি তুমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন
নির্বিঘ্নে পালন রাজ্য কর সেথা, কপিবীরগণে
করিও সতত তুমি নিরীক্ষণ প্রীতিপূর্ণ মনে।
কহিলেন বিভীষণে রঘুপতি, থাকি অবিরত
ধর্মপথে হে রাজন্, হও লঙ্কা শাসনেতে রত।
করি সদা প্রীতিভরে মোরে আর সুগ্রীবে স্মরণ,
করিও মোদের প্রতি হে রাজন্ স্নেহ প্রদর্শন।

রামের প্রশংসা সবে বারবার করিল তখন
সমবেত কপিকুল ঋক্ষগণ আর রক্ষগণ।
কহিল তাহারা, তব স্বয়ম্ভুর সম রঘুবর
বিক্রম, মাধুর্য, বুদ্ধি। মারুতি প্রণমি অনন্তর
কহিলেন রামে, মম তব প্রতি যেন অনুক্ষণ
থাকে স্নেহ, থাকে আর অবিচল ভক্তি হে রাজন্।
যতদিন পৃথিবীতে রাম কথা রবে প্রচারিত
বাঞ্ছা মম ততদিন হে বীরেন্দ্র, রহিতে জীবিত।
কহিলেন রাম তাঁরে স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন,
তোমার নিশ্চয় হবে কপিবর, এ বাঞ্ছা পূরণ।
যতদিন রবে লোক এ জগতে, প্রচলিত রবে
রাম বার্তা ততদিন, জেনো আর তোমারো থাকিবে
কীর্তি আর দেহ সদা বর্তমান ততদিন ভবে,
তোমার শরীর এই জরাগ্রস্ত কভু নাহি হবে।
কহি ইহা করি রাম নিজ কণ্ঠ হতে উন্মোচিত
প্রভাময় হার এক বৈদূর্য মণিতে বিমণ্ডিত
পরায়ে দিলেন তাঁরে, তাহে যেন জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত
কাঞ্চন গিরির সম মারুতি হলেন শোভান্বিত।
করি রামে সবে মিলি একে একে প্রণাম তখন
বাষ্পাকুল নয়নেতে ঋক্ষ, রক্ষ, আর কপিগণ,
করিল বিষাদ ভরে নিজ নিজ গৃহেতে গমন।
করি ঋক্ষ, রক্ষ আর কপিগণে বিদায় প্রদান,
ভ্রাতৃগণ সহ রাম করিলেন সুখে অবস্থান।

অনন্তর একদিন মধুর আকাশ বাণী রাম
শুনিলেন হেনরূপ, কুবেরের পুষ্পক বিমান,
আমি রাম, এবে আমি হেথায় করেছি আগমন
কুবেরের আদেশেতে আপনারে করিতে বহন,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে মোরে হে রাঘব করুন গ্রহণ।

কহিলেন রাম তাঁরে কুবেরের আদেশেতে যবে
এসেছ বিমান শ্রেষ্ঠ, দোষ কিছু নাহি হবে তবে
করিলে গ্রহণ আমি, কহি ইহা করি রাম তারে
সুগন্ধি ধূপেতে আর পুষ্পেতে অর্চনা সমাদরে
কহিলেন কর তুমি নিজ স্থানে গমন এখন,
এসো হেথা মোর পাশে যবে আমি করিব স্মরণ
শুনি তাহা রথ সেই স্বস্থানেতে করিল গমন।

পুষ্পক বিমান যবে গেল চলি ভরত তখন
কহিলেন রঘুবরে, আপনার রাজত্বে এখন
করিছে নীরোগ দেহে অবস্থান সকলে সতত
জীর্ণদেহ বৃদ্ধ যারা তাহারাও রহিছে জীবিত,
মনোমত পুত্রলাভ করিছে রমণীগণ যত।
পুষ্টিলাভ করি সদা করিতেছে বাস জনগণ,
পুরবাসী অযোধ্যার আছে অতি আনন্দে মগন।
করিছেন ইন্দ্রদেব যথাকালে সলিল বর্ষণ
সুখস্পর্শ হয়ে হেথা বহিছে শীতল সমীরণ।
কহিছে নগরে আর জনপদ মাঝেতে এখন
হে রাজন্. সর্বলোক, লভি যেন নৃপতি এমন
চিরদিন মোরা সবে। আনন্দিত হলেন তখন
করি রাম প্রিয় ভ্রাতা ভরতের সে বাক্য শ্রবণ।

১৪। অযোধ্যাতে সীতার অপবাদ

করিলেন অনন্তর সেথা হতে রাম রঘুবর
গমন অশোক বনে। ছিল সে কাননে মনোহর
চম্পক, অশোক, লোধ্র, কালীয়ক, চন্দন, অগুরু,
পুন্নাগ, মধুক, অনীপ, র্জুন, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু,
পনস, কদলী, জম্বু, সপ্তপর্ণ, বকুল, মন্দার,
কোবিদার বৃক্ষরাজী, ছিল বহু লতাগুল্ম আর।
পত্রে পুষ্পে বিমণ্ডিত আম্রবৃক্ষে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
ছিল তা মনোজ্ঞ অতি, ছিল পূর্ণ বিহঙ্গমগণে।
নির্মল সলিল আর পদ্মে পূর্ণ ছিল মনোহর
মণিময় সোপানেতে সুশোভিত নানা সরোবর।
ছিল সেথা নানা স্থান সবুজ তৃণেতে আচ্ছাদিত,
ছিল মনোহর নানা গৃহ ও আসন অবস্থিত।
বসিলেন পশি রাম সুবিস্তীর্ণ সে অশোক বনে
শোভাময় পুষ্পাকীর্ণ সুবিচিত্র কম্বল আসনে।
অনন্তর করি রাম বাহুযুগে ধারণ আদরে,
পবিত্র মৈরেয় মধু করালেন পান বৈদেহীরে,
করান অমৃত পান দেবরাজ যেমন শচীরে।
বিশুদ্ধ সুপক্ক মাংস আর নানা ফল ভৃত্যগণ
রামের ভোজন তরে সেথায় করিল আনয়ন।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা রূপসী রমণীগণ যত,
রাম আর বৈদেহীরে নৃত্যেতে করিল আনন্দিত।
এ হেন ভাবেতে সেথা করি মনোরঞ্জন সীতার
করিলেন শীত ঋতু রঘুবর আনন্দে বিহার।
পূর্বাহ্ণে ধর্মানুসারে পৌরকার্য করি সম্পাদন,
করিতেন শেষে রাম অন্তঃপুর মাঝারে গমন।

সীতা ও প্রভাতে পূর্বে দেবকার্য ঠিক সম্পাদিত,
করিতেন আসি শেষে সেবা তাঁর শ্বশ্রূগণে যত।
সুসজ্জিত অনন্তর হয়ে সীতা বিচিত্র বসনে,
বিবিধ ভূষণে আর, আসিবেন রাম সন্নিধানে।
কিছুকাল হলে গত জানকীরে করি নিরীক্ষণ
কহিলেন রাম তাঁরে, সমাগত তোমার এখন
অপত্য লাভের কাল, অভিলাষ তোমার অন্তরে
থাকে যদি কিছু তবে হে বৈদেহী, কহ তা আমারে।
কহিলেন সীতা তাঁরে হাসি মৃদু, করেন যাপন
যে সব আশ্রম মাঝে ফলমূল ভোজী ঋষিগণ
গঙ্গাতীরে, ইচ্ছা মম করি আমি সে সব দর্শন,
অন্ততঃ একটি নিশি চাহি সেথা করিতে যাপন।
কহিলেন রাম তাঁরে তপোবন মাঝারে এখন
জানিও করিবে তুমি হে বৈদেহী অবশ্য গমন।
কহি ইহা হয়ে রাম বহির্গত সেই গৃহ হতে
পশিলেন অনন্তর প্রাসাদের অপর কক্ষেতে।

উপবিষ্ট হলে রাম কক্ষে সেই বন্ধুগণ যত
আবেষ্টন করি তাঁরে হলো নানা প্রসঙ্গেতে রত।
বিজয়, সুমন্ত্র, ভদ্র, কশ্যপ, পিঙ্গল, আদি সবে
কহিলেন করি হাস্য নানা কথা সেথায় রাঘবে।
কহিলেন রঘুবর, নগর ও গ্রামবাসীগণ
করে আলোচনা মোর কি ভাবেতে কহ তা এখন।
সীতার বিষয় নিয়ে কহে কথা কি ভাবেতে তারা
মম যত ভ্রাতা মাতা বিষয়েতে কি কহে তাহারা।
কৃতাঞ্জলি হয়ে ভদ্র কহিলেন রামেরে তখন,
শুভাশুভ দুভাবেই কথা সবে কহে হে রাজন্।

কহিলেন রাম, কহে অযোধ্যা মাঝারে জনগণ
যাহা কিছু, কহ মোরে যথাযথ ভাবে তা এখন।
শুনি তাহা শুভ যাহা তাহাই করিব সম্পাদন,
অশুভ বিষয় যাহা অবশ্য তা করিব বর্জন।
কহিলেন ভদ্র রামে, শুনি তাঁর সে কথা তখন
পথে ও প্রাঙ্গনে এই অযোধ্যার মাঝেতে রাজন
সর্বত্র কহে যা সবে কহি তাহা, করুন শ্রবণ।
কহে তারা করি সেতু সমুদ্রে বন্ধন রঘুবর,
দেবাসুর সকলের সাধ্যাতিত কর্ম সুদুষ্কর
করেছেন সম্পাদিত, বানর ভল্লুকগণে যত
আনি বশে, করেছেন রাবণেরে সসৈন্যে নিহত।
দুর্ধর্ষ রাবণে বধি করেছেন উদ্ধার সীতারে,
অকীর্তি অগ্রাহ্য করি এনেছেন স্বগৃহে তাঁহারে।
করিল রাবণ যাঁরে ক্রোড়ে তুলি হরণ বনেতে
না জানি কি সুখ রাম লভেন সে সীতা সংসর্গেতে
রাক্ষসের বশ হয়ে লঙ্কাপুরে অশোক কাননে
ছিলা যিনি, কেন রাম ঘৃণা তাঁরে না করেন মনে।
নৃপতি করেন যাহা, করে তাই যত প্রজাগণ,
হবে পত্নীদের দোষ আমাদেরো সহিতে এখন।
সীতার বিষয়ে হেন কথা নানা সতত রাজন্
বলে যত পুরবাসী, বলে যত পল্লীবাসীজন।
শুনি সে অপ্রিয় বাক্য, হয়ে দুঃখে কাতর তখন
কহিলেন রাম, ইহা সত্যই কি কহে জনগণ।
আসি রাম সন্নিধানে নতশিরে সকলে তখন,
কহিলেন সত্য ইহা, একথাই কহে সর্বজন।
সবার নিকট হতে হেনরূপ কথা শুনি রাম,
সুহৃদগণেরে তাঁর করিলেন বিদায় প্রদান।

কহিলেন অনন্তর দৌবারিকে রাঘব তখন
লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নেরে কর আনয়ন।
রাম বাক্যে তাঁহাদের গৃহে গৃহে করি সে গমন,
একে একে সে সবারে রাম আজ্ঞা করিল জ্ঞাপন।
বিনীত ভাবেতে আসি রামের সমীপে ভ্রাতৃগণ
রাহুগ্রস্ত চন্দ্র আর অস্তগত সূর্য্যের মতন
নিষ্প্রভ বিষণ্ণ অতি হেরিলেন রামের আনন,
হেরি রাম ভ্রাতৃগণে করিলেন অশ্রু বিসর্জন।
স্নেহভরে অনন্তর সে সবারে করি আলিঙ্গন
কহিলেন রঘুবর, তোমরাই মহাবীরগণ
আমার সর্ব্বস্ব সবে, তোমরাই আমার জীবন,
তোমাদেরি তরে আমি করিতেছি এ রাজ্য পালন।
শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান তোমরা হে নরশ্রেষ্ঠগণ,
কহিব যা, সবে তাহা সমর্থন করিও এখন।
রামের এ হেন কথা শুনি তাঁরা উদ্বিগ্ন মনেতে,
কহিবেন কিবা রাম লাগিলেন সে কথা ভাবিতে।
সজল নয়নে রাম কহিলেন এ কথা তখন,
করিছে আরোপ দোষ, মন্দ বুদ্ধি যত জনগণ
সীতার চরিত্রে এবে, মর্ম্মস্থল হতেছে আমার
ছিন্ন তাহে, জন্মি আমি বংশেতে ইক্ষ্বাকু মহাত্মার,
দোষ যুক্তা হলে সীতা করেছি কি গ্রহণ আবার।
নির্জন কানন হতে করেছিল হরণ সীতারে
যে রাবণ, সংগ্রামেতে বধ আমি করেছি তাহারে।
সীতা যে নিষ্পাপ শুদ্ধা, অগ্নি আর যত দেবগণ
তোমার সমক্ষে সবে বলেছেন সে কথা লক্ষ্মণ।
সীতার বারতা সব জানে অন্তরাত্মা ও আমার,
নিয়ে তারে তাই আমি অযোধ্যাতে এসেছি আবার।

করিছে যে জনগণ এবে হেন নিন্দা ঘোরতর
হয়েছে শোকেতে তাহে অভিভূত আমার অন্তর।
রহে যতকাল যার অকীর্তি বিশ্বেতে প্রচারিত
তাহার নরকবাস ততকাল হয় সুনিশ্চিত।
অকীর্তি অধম, আর কীর্তি শ্রেষ্ঠ সংসারে সতত
কীর্তিতে বিরাজে ধর্ম, কীর্তিই লোকেতে প্রশংসিত।
শুধুই সীতারে নহে, হয়ে লোক অপবাদে ভীত,
তোমাদেরো পারি আমি পরিত্যাগ করিতে নিশ্চিত।
মগন হয়েছি আমি সুগভীর শোক সাগরেতে,
ইহার অধিক দুঃখ কিছু আর না হেরি জগতে।
প্রভাত সময়ে কাল সুমন্ত্রের রথেতে লক্ষ্মণ
বৈদেহীরে নিয়ে তুমি অন্যস্থানে কর বিসর্জন।
গঙ্গার অপর পারে তমসার তীরে মনোরম
মহামুনি বাল্মীকির আছে এক পবিত্র আশ্রম।
সেথা নির্জনেতে তুমি রেখে এস সীতারে লক্ষ্মণ,
তোমার করিতে হবে অবশ্য এ আদেশ পালন।
হবে সে অপ্রিয় মোর প্রতিবাদ এ মম কথার
করিবে যেজন এবে, নিয়ে এই প্রসঙ্গ সীতার।
বলেছেন সীতা মোরে গঙ্গাতীরে আশ্রম দর্শন
করিতে চাহেন তিনি কর তাঁর সে বাঞ্ছা পূরণ।
বাষ্পাকুল নয়নেতে কহি রাম বাক্য হেন মত,
রহিলেন উপবিষ্ট হয়ে ভ্রাতৃগণেতে বেষ্টিত।

১৫। সীতা বর্জন—বাল্মীকি

কহিলেন সুমন্ত্রেরে রজনী প্রভাত হলো যবে
লক্ষ্মণ বিশুষ্ক মুখে, রথ হেথা নিয়ে এসো এবে
সুসজ্জিত করি তুমি, নিয়ে যেতে হবে বৈদেহীরে,
পুণ্যকর্মা ঋষিদের আশ্রমে রাজাজ্ঞা অনুসারে।
সুমন্ত্র আনিলে রথ কহিলেন সীতারে লক্ষ্মণ,
হে দেবী, এসেছি আমি ঋষিদের আশ্রমে এখন
নিয়ে যেতে আপনারে। নানা রত্ন বসন ভূষণ
নিয়ে সীতা লক্ষ্মণেরে কহিলেন আনন্দে তখন,
মুনিপত্নীগণে ইহা দান আমি করিব লক্ষ্মণ,
কহি ইহা করিলেন বৈদেহী রথেতে আরোহণ।
কহিলেন পথে সীতা, হেরিতেছি অশুভ লক্ষণ
নানা রূপ এবে আমি হে সৌমিত্রি, দক্ষিণ নয়ন
হতেছে স্পন্দিত মম, গাত্র মোর হতেছে কম্পিত,
নিয়ে রাম ভ্রাতৃগণে, নিয়ে আর জনগণে যত
আছেনতো কুশলেতে। কহিলেন বৈদেহী যখন
কথা এই, হয়ে এলো অবসান দিবস তখন।
গোমতী তীরেতে এক আশ্রমেতে করি অনন্তর
বাস তাঁরা রজনীতে, প্রভাতে হলেন অগ্রসর
রথে আরোহণ করি। দ্বিপ্রহরে আসিল যখন
ভাগীরথী তীরে রথ, করিলেন রোদন তখন
লক্ষ্মণ হেরি সে নদী, কহিলেন বৈদেহী তাঁহারে
এসেছি এখন মম অভীপ্সিত জাহ্নবীর তীরে,
এ হেন সময়ে কেন করি তুমি এ ভাবে ক্রন্দন,
আনন্দের মাঝে মোরে বিষাদিত করিছ এমন,
রাম বিরহেতে তুমি শোকার্ত কি হয়েছ লক্ষ্মণ।
প্রাণের অধিক মম প্রিয় রাম, হই নাই আমি
তবুও বিষণ্ণ হেন, যেরূপ হয়েছ এবে তুমি।

গঙ্গা পারে নিয়ে মোরে, ঋষিদের আশ্রম দর্শন,
করাও লক্ষ্মণ তুমি, প্রদান বস্ত্র ও আভরণ
করি আমি, করি আর প্রণাম ও বন্দনা সবারে
এক রাত্রি রহি সেথা, যাব ফিরে অযোধ্যা নগরে।
নিষাদ চালিত এক তরণীর মাঝারে তখন
করিলেন আরোহণ সীতা সহ সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
রথ সহ সুমন্ত্রেরে রাখি তীরে, তরণী যোগেতে
হলেন উত্তীর্ণ তাঁরা জাহ্নবীর দক্ষিণ কূলেতে।
অনন্তর তীরে তাঁরা অবতীর্ণ হলেন যখন,
ভাসি অশ্রু সলিলেতে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন,
করেছেন আর্য রাম নিয়োগ যে লোক বিগর্হিত
কার্যে মোরে, তার চেয়ে এবে মোর মৃত্যুই বাঞ্ছিত।
হউন প্রসন্ন দেবী, ক্রোধ যেন না হয় এখন
আমার উপরে তব, কহি ইহা হলেন লক্ষ্মণ,
ভূপতিত, কহিলেন হয়ে সীতা উদ্বিগ্ন তখন,
কহ মোরে কেন তুমি বিচলিত হয়েছ এমন।
বাষ্প অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন লক্ষ্মণ তাঁহারে
শুনেছেন মহারাজ লোকমুখে সভার মাঝারে
নিদারুণ অপবাদ রটনা করিছে জনগণ
আপনার, করেছেন ত্যাগ তিনি সে হেতু এখন
সাধ্বী আপনারে দেবী, লোকনিন্দা ভয় বিনে আর,
নাহি অন্য কোনরূপ হে জানকী কারণ ইহার।
রাজাজ্ঞাতে যাব আমি গঙ্গাতীরে রাখি আপনারে,
মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির রমনীয় আশ্রমের ধারে।
বাল্মীকি পরম সখা পিতা দশরথের আমার,
করুন হেথায় দেবী বাস এবে পাদমূলে তাঁর।
একাগ্রচিত্তেতে সদা করি রামে হৃদয়ে স্মরণ,
পাতিব্রত্য ধর্ম দেবী, করি অবলম্বন এখন,

ব্রত উপবাস আদি সতত পালন করি আর
করুন যাপন হেথা, শুভ তাহে হবে আপনার।

লক্ষ্মণের কথা শুনি শোকে অতি হয়ে অভিভূত,
জনক নন্দিনী সীতা ভূতলে হলেন নিপতিত।
লভি সংজ্ঞা অনন্তর, কহিলেন ভাসি অশ্রুধারে,
কি পাপ করেছি আমি পূর্বজন্মে, নাজানি কাহারে
করেছি বিচ্ছিন্ন আমি পতি হতে, তাই আমি এবে
হয়েও পবিত্রা সাধ্বী, পরিত্যক্তা হলাম এ ভাবে।
পূর্বে বনবাস কালে রাম সহ করেছি যাপন,
কি ভাবেতে হেথা আমি একাকিনী রহিব এখন।
কেন করিলেন মোরে ত্যাগ রাম, যবে মুনিগণ
করিবেন প্রশ্ন এই, দিব কিবা উত্তর তখন।
রাজবংশ লোপ যদি নাহি হত ত্যজিলে জীবন
করিতাম তবে আমি জাহ্নবীতে প্রাণ বিসর্জন।
হে সৌমিত্রি হেথা এবে রাজার আদেশ অনুসারে
করি মোরে পরিত্যাগ, অযোধ্যাতে যাও তুমি ফিরে।
জানাইও গিয়ে সেথা মোর হয়ে প্রণাম আমার
মম শ্বশ্রূগণে যত, ধর্মশীল নৃপতিরে আর
কহিও একথা মোর, হে নৃপ করিও নিরীক্ষণ
পুরবাসী জনগণে সদা নিজ ভ্রাতার মতন।
পৌরজনগণে তুমি সতত করিও সুশাসন,
ইহাই পরম ধর্ম, ইহাতেই সুযশ পরম।
করিনা আমার তরে দুঃখ আমি হে নৃপ এখন,
তোমারে করিছে নিন্দা মোর তরে পুরবাসীগণ
করি দুঃখ তারি তরে। পরিত্যাগ করি হেন ভাবে
লোক নিন্দা ভয়ে মোরে, করিওনা শোক তুমি এবে।

মম কোন দোষে নহে, শুধু লোক নিন্দার কারণে
হয়েছি বর্জ্জিত আমি, দুঃখ তাই নাহি মম মনে।
আমার এ সব কথা রামে তুমি কহিও লক্ষ্মণ,
ঋতুকাল এবে মোর অতিক্রান্ত হের তা এখন।
কহিলে এহেন সীতা, করিলেন তাঁহারে লক্ষ্মণ
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ নীরবেতে, করিয়া রোদন।
তরী যোগে অনন্তর সমুত্তীর্ণ হয়ে পরপারে
লক্ষ্মণ আরোহি রথে, পশ্চাতে চাহিয়া বারেবারে,
লাগিলেন নেহারিতে ধরাতলে লুণ্ঠিতা সীতারে।

মুনিবালকেরা সেথা বৈদেহীরে নেহারি তখন,
মুনিবর বাল্মীকির সন্নিধানে করিল গমন।
কহিল তাহারা আর প্রণিপাত করি তারা সবে,
মূর্তিমতী লক্ষ্মী সমা নারী এক আসি হেথা এবে
ব্যাকুল ভাবেতে অতি করিছেন কাতর ক্রন্দন,
নিকটেতে গিয়ে তাঁর দর্শন করুন ভগবন্।
করি সীতা সন্নিধানে মুনিবর গমন তখন
কহিলেন সুমধুর বাক্যে তাঁরে করি সম্বোধন,
দশরথ পুত্রবধূ, প্রিয়তমা পত্নী তুমি আর
রামের, দুহিতা তুমি মিথিলেশ জনক রাজার।
স্বাগত হে পতিব্রতা, বারতা তোমার সব আমি
আছি জ্ঞাত যোগবলে, জানি আমি নিষ্পাপ যে তুমি।
দূর কর চিন্তা বৎসে, সন্নিকটে আশ্রমের মম,
আছেন তাপসীগণ, তাঁরা সবে বান্ধবীর সম
তোমারে গ্রহণ করি করিবেন যতনে পালন,
সন্তাপ বর্জন করি এবে সীতা কর আগমন।
যুক্তকরে নতশিরে করি তাঁরে প্রণাম তখন
কহিলেন সীতা, আমি তাহাই করিব ভগবন্।

গেলেন বাল্মীকি মুনি নিয়ে সাথে সীতারে তখন
তাপসীগণের পাশে, কহিলেন তপস্বিনীগণ
প্রণমিয়া যুক্তকরে, কি আদেশ করিব পালন
মোরা সবে আপনার, এবে তা বলুন ভগবন্।
কহিলেন মুনিবর, রামপত্নী শুদ্ধা পতিব্রতা
সীতা ইনি, হয়েছেন বিনা দোষে পতিবিবর্জিতা।
আমার করিতে হবে এবে হেথা ইঁহারে পালন
পরম স্নেহেতে সবে কর এই সীতারে গ্রহণ।
আদরে সীতারে তাঁরা করিলেন গ্রহণ তখন,
করিলেন মুনিবর পুনঃ নিজ আশ্রমে গমন।
নেহারি আশ্রম মাঝে বৈদেহীরে করিতে গমন,
কহিলেন সারথিরে হয়ে অতি শোকার্ত লক্ষ্মণ
হবে সীতা নির্বাসনে দুঃখ এবে কত না রামের,
সাধ্বী পত্নী ত্যাগ হতে বেশী আর কি আছে দুঃখের।
নিশ্চয় দৈবের বশে এ বিচ্ছেদ রাম ও সীতার,
করা দৈব অতিক্রম এ জগতে দুঃসাধ্য সবার।

শুনি লক্ষ্মণের কথা কহিলেন সুমন্ত্র তাঁহারে,
করিওনা হে লক্ষ্মণ, দুঃখ তুমি মৈথিলীর তরে।
করিবেন ভোগ রাম সুখ নানা, দুঃখও তেমন
করিবেন ভোগ বহু, এ কথা পূর্বেই বিপ্রগণ
বলেছেন হে লক্ষ্মণ, করিবেন সীতা ও তোমারে
ভরত শত্রুঘ্নে আর ত্যাগ রাম, তোমার পিতারে
মহর্ষি দুর্বাসা পূর্বে কথা এই বলেন যখন,
আমি ও বশিষ্ঠ মুনি করি তাহা শ্রবণ তখন,
তোমারে সে সব কথা হে লক্ষ্মণ বলিব এখন।
ছিলেন করিতে বাস পূর্বে এক বরষাকালেতে,
যখন দুর্বাসা মুনি পবিত্র বশিষ্ঠ আশ্রমেতে,

একদা তোমার পিতা সে সময়ে গেলেন সেথায়
কথা প্রসঙ্গেতে শেষে সুধালেন মুনি দুর্বাসায়,
কি গতি বংশের মম ভবিষ্যতে হবে ভগবন,
বাঞ্ছা এবে করি আমি কথা সেই করিতে শ্রবণ।
কহিলেন মুনিবর, রহিবেন রাম অযোধ্যার
অধিপতি দীর্ঘকাল, সুখী সমৃদ্ধ হবে তাঁর
অনুগামীগণ সবে এ কথাও কহিলেন পরে,
বিশেষ হেতুতে রাম ত্যজিবেন সীতা ও তোমারে।
শাসন পালন রাজ্য করি বহু সহস্র বৎসর
করি আর সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ বহুতর,
করিবেন ব্রহ্মলোকে রাঘব গমন অনন্তর।
করেছি শ্রবণ আমি কথা এই মুনি দুর্বাসার,
বলেছেন হে লক্ষ্মণ মুনিবর ইহাও আবার,
নহে অযোধ্যাতে রাম, অন্য কোন রাজ্যের ভিতরে
করিবেন অভিষিক্ত সীতার যুগল তনয়েরে।
এ সব বারতা তুমি হয়ে জ্ঞাত কোরোনা লক্ষ্মণ
সীতা ও রামের তরে হেন ভাবে সন্তাপ এখন।

১৬। রাম ও লক্ষ্মণ, নৃগ ইত্যাদির কথা

কেশিনী নদীর তীরে করি নিশি যাপন তখন,
লক্ষ্মণ প্রভাতে উঠি করিলেন অযোধ্যা গমন।
হেরিলেন প্রবেশিয়া প্রাসাদ মাঝারে অনন্তর
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সেথা উপবিষ্ট রাম রঘুবর।
কহিলেন প্রণমিয়া দীনভাবে লক্ষ্মণ তাঁহারে,
আপনার আদেশেতে সুপবিত্রা জনক সুতারে
করি পরিত্যাগ আমি বাল্মীকি আশ্রমে গঙ্গাতীরে,
এসেছি অযোধ্যা পুনঃ আপনার কাছে এবে ফিরে।

শোক এই পরিত্যাগ হে রাঘব করুন এখন
কালের ইহাই গতি, ধৈর্য এবে করুন ধারণ।
সর্ব সঞ্চয়ের হয় ক্ষয় হেথা, হয় বিচ্ছেদেতে
অবসান মিলনের, উন্নতির হয় পতনেতে
অন্ত সদা, হয় আর জীবনের অন্ত মরণেতে।
লোক অপবাদ ভয়ে করেছেন বর্জন সীতায়
রহিলে শোকার্ত হেন, অপবাদ হবে পুনরায়।

কহিলেন লক্ষ্মণেরে, করি রাম সে কথা শ্রবণ,
তোমা সম বুদ্ধিমান বন্ধু অতি দুর্লভ লক্ষ্মণ।
রাজকার্য সম্পাদনে চারিদিন ছিলাম বিরত
হয়েছি সন্তপ্ত তাহে, এবে মম মন্ত্রীগণে যত,
পুরোহিতে, প্রজাকুলে, কার্যার্থী পুরুষ নারীগণে,
হে বীর, আহ্বান করি আন তুমি মম সন্নিধানে।
হন সেই নরপতি মরণান্তে নরকে পতিত,
প্রতিদিন পৌরকার্য না করেন যিনি সম্পাদিত।
পুরাকালে নৃগ নামে নৃপতি ছিলেন একজন,
করেন পুষ্কর তীর্থে বিপ্রগণে প্রদান লক্ষ্মণ
যশস্বী নৃপতি সেই, সবৎসা ও সুবর্ণ মণ্ডিত
দুগ্ধবতী কোটি ধেনু, সে সবার সঙ্গেতে মিশ্রিত
হয়েছিল গাভী এক বৎস সহ, ছিল একজন
দরিদ্র ও উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের, সে গাভী লক্ষ্মণ।
নানা স্থানে খুঁজি বিপ্র অবশেষে হেরিলেন তারে,
গৃহে এক ব্রাহ্মণের কনখল দেশ অভ্যন্তরে।
শীর্ণবৎসা, অনাদৃতা সে গাভীরে আহ্বান যখন
করিলেন বিপ্র সেই, কাছে তাঁর গেল সে তখন।

কহিলেন অন্য বিপ্র, গাভী এই নৃগ নৃপবর,
করেছেন দান মোরে। সে দুই ব্রাহ্মণে অনন্তর
হলো। সেই গাভী নিয়ে আরম্ভ কলহ ঘোরতর।
গেলেন তাঁহারা শেষে রাজদ্বারে নৃগের সন্ধানে,
কিন্তু বহুদিন তাঁরা অবস্থান করেও সেখানে,
না লভি দর্শন তাঁর দিলেন এ অভিশাপ তাঁরে
হে নৃপ, দর্শন তুমি নাহি দিলে কার্যার্থীগণেরে,
হয়ে তাই কৃকলাস থাক বহু সহস্র বৎসর
সবার অদৃশ্য হয়ে ভূপতিত, নর কলেবর
ধরি বিষ্ণু জন্মিবেন বাসুদেব নামেতে যখন
যদুবংশে, শাপমুক্ত হবে তাঁর প্রভাবে তখন।
কহি ইহা, করি তাঁরা অন্য এক ব্রাহ্মণেরে দান
গাভী সেই, করিলেন সেথা হতে অন্যত্র প্রস্থান।
কার্যার্থীর বিবাদেতে হয়েছিল অনিষ্ট এমন,
আমার সম্মুখে তাই আন তুমি সবারে লক্ষ্মণ।
শুনি রাম বাক্য সেই কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
অল্প দোষে নৃপতির কিরূপে ব্রাহ্মণ দুইজন
দিলেন সে গুরুশাপ, হে কাকুৎস্থ করি তা শ্রবণ,
করিলেন কিবা নৃগ মোরে তাহা বলুন এখন।
কহিলেন রাম, নৃগ হয়ে অতি দুঃখিত লক্ষ্মণ
আহ্বানি অমাত্যগণে কহিলেন একথা তখন
মহা অভিশাপ মোরে দিয়েছেন দ্বিজ দুইজন,
কুমার বসুরে সবে অভিষিক্ত করুন এখন
রাজ্যে এই, শিল্পীগণ নির্মাণ করুক অনন্তর
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি নিবারণকারী মনোহর
সুখস্পর্শ গর্ত তিন, সে সবেতে করিব যাপন
ততদিন, নাহি হয় যতদিন শাপ বিমোচন।

অনন্তর দিয়ে নানা উপদেশ তনয় বস্তুরে
শাপ ভোগ তরে নৃগ পশিলেন গর্ত অভ্যন্তরে।

কহিলেন পুনরায় রঘুবর ভ্রাতা লক্ষ্মণেরে,
অন্য এক উপাখ্যান এবে আমি কহিব তোমারে।
নিমি নামে পুত্র এক ছিলেন ইক্ষ্বাকু মহাত্মার
দ্বাদশ তনয় নিমি ইক্ষ্বাকুর, বীর্যশালী আর
ধর্ম পরায়ণ অতি, গৌতম আশ্রম সন্নিধানে
করেন নির্মাণ তিনি পুরী এক বৈজয়ন্ত নামে।
সে পুরী নির্মাণ করি করিলেন সেথা অনন্তর
বৃহৎ যজ্ঞের এক আয়োজন নিমি নৃপবর।
করিলেন আমন্ত্রণ যজ্ঞে তিনি পিতা ইক্ষ্বাকুরে,
করিলেন ঋষিশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে অত্রি ও ভৃগুরে,
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠে আর তাঁহার যে যজ্ঞেতে বরণ,
কহিলেন নৃপতিরে কথা এই বশিষ্ঠ তখন,
যজ্ঞেতে পূর্বেই ইন্দ্র করেছেন বরণ আমারে,
রহ মম প্রতীক্ষায় হে নৃপতি, কিছুকাল তরে।
বশিষ্ঠের বাক্যে সেই নাহি করি অপেক্ষা তখন,
মহর্ষি গৌতমে নৃপ করিলেন যজ্ঞেতে বরণ।
সমাপ্ত ইন্দ্রের যজ্ঞ হলো যবে, করি আগমন
যজ্ঞভূমে নৃপতির করিলেন বশিষ্ঠ দর্শন,
ঋত্বিক রূপেতে হোম করিছেন যজ্ঞেতে গৌতম।
নেহারিতে নৃপতিরে রহিলেন বশিষ্ঠ সেথায়
সরোষে প্রতীক্ষা করি, অভিভূত ছিলেন নিদ্রায়
সে সময়ে নরপতি, না লভি তাঁহার দরশন
ক্রোধ ভরে মুনিবর শাপ এই দিলেন তখন,
পূর্বে আবাহন করি দেখা মোরে দিতেছনা এবে,
তোমার থাকিতে হবে সেই হেতু অশরীরি ভাবে।

জাগরিত হয়ে নৃপ শুনি সেই শাপ বিবরণ,
কহিলেন বশিষ্ঠেরে, সুপ্ত আমি ছিলাম তখন,
অজ্ঞাত ছিলাম আমি সব বার্তা, তবু ক্রোধভরে
হেন গুরু অভিশাপ হে ব্রহ্মর্ষি দিলেন আমারে।
দেহ বিবর্জিত হয়ে আপনিও সে হেতু এখন
করিবেন ত্রিলোকেতে বায়ুভূত হয়ে বিচরণ।
ক্রোধ ভরে একে অন্যে অভিশাপ দিয়ে হেনমত,
হলেন বিপ্র ও নৃপ উভয়েই দেহ বিবর্জিত।
স্বয়ম্ভুর কাছে গিয়ে কহিলেন বশিষ্ঠ তখন,
কৃপা করি অন্য দেহ প্রদান করুন ভগবন্।
কহিলেন ব্রহ্মা, কর বরুণ ও মিত্রের তেজেতে
প্রবেশ, তোমার হবে অযোনিজ শরীর তাহাতে
বরুণ আলয়ে গিয়ে হেরিলেন বশিষ্ঠ তখন
মিত্র ও আছেন সেথা। হয়ে ক্রুদ্ধ একদা লক্ষ্মণ
করেন সে মিত্রদেব প্রদান এ শাপ উর্বশীরে
তোমার থাকিতে হবে নরলোকে কিছুকাল তরে।
বুধ পুত্র পুরুরবা শাপগ্রস্তা উর্বশীর পতি
হলেন মনুষ্য লোকে, আয়ু নামে পুত্র মহামতি
জন্মিল তাঁদের এক, হন শ্রান্ত দেবেন্দ্র যখন
বজ্রাঘাত করি বৃত্রে, আয়ু পুত্র নহুষ তখন
রহি স্বর্গে দীর্ঘকাল ইন্দ্ররাজ্য করেন শাসন,
উর্বশী শাপান্তে পুনঃ স্বর্গলোকে করেন গমন।

শুনি সেই উপাখ্যান কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
লভিলেন কি ভাবেতে দ্বিজ আর নৃপ দুইজন
নিজ নিজ দেহ পুনঃ মোরে তাহা বলুন এখন।
কহিলেন রঘুবর মিত্র আর বরুণ লক্ষ্মণ
করেন নিক্ষেপ তেজ কুম্ভে এক, লভেন জনম

সে তেজে অগস্ত্য পূর্বে, সে তেজেই পশি অনন্তর,
লভি দেহ জন্ম লাভ করেন বশিষ্ঠ মুনিবর।
করিলেন হেন ভাবে জন্মলাভ বশিষ্ঠ যখন
কুল পুরোহিত তাঁরে করিলেন ইক্ষ্বাকু তখন।
কহিলাম মুনিবর বশিষ্ঠের বারতা লক্ষ্মণ,
নিমির দেহের কথা কহি এবে কর তা শ্রবণ।
প্রাণহীন নিমি দেহ মাল্যে গন্ধে করি বিভূষিত,
করিলেন ঋষিগণ ভূপতির যজ্ঞ বিধি মত।
যজ্ঞ শেষ হলে পরে কহিলেন নিমির আত্মারে
তুষ্ট হয়ে দেবগণ, বল বর কি দিব তোমারে।
রাজর্ষি নিমির আত্মা কহিলেন একথা তখন,
চাহি সর্ব প্রাণীনেত্রে নিবাস করিতে দেবগণ।
কহিলেন দেবগণ হবে তাই, করিবে এখন
বায়ুভূত হয়ে তুমি সর্বজীব নেত্রে বিচরণ।
তোমার সে বিচরণে চক্ষুতে নিমেষ বারেবারে
ফেলিবে সকল প্রাণী, হে রাজন্ বিশ্রামের তরে।
গেলে চলি দেবগণ কহি ইহা, যত ঋষিগণ
লাগিলেন সবে মিলি নিমি দেহ করিতে মন্থন।
জন্মিলেন তাহে মিথি, উদ্ভূত হলেন মথনেতে
নাম তাই মিথি তাঁর, দেহহীন নিমি বংশ হতে
সমুদ্ভূত যাঁরা, তাঁরা খ্যাত সবে বিদেহ নামেতে।
শাপে মুনি বশিষ্ঠের, শাপে নৃপ নিমির লক্ষ্মণ
ঘটেছিল যাহা আমি কহিলাম সে সব এখন।

লক্ষ্মণ কহিলা রামে শুনি সেই আখ্যান তাঁহার,
ক্ষত্রবীর হয়ে নিমি যজ্ঞেতে দীক্ষিত হয়ে আর
কেন নাহি করিলেন বশিষ্ঠেরে ক্ষমা প্রদর্শন।

কহিলেন রাম তাঁরে ক্ষমাগুণ মানুষে লক্ষণ
সর্বত্র না যায় দেখা, ছিল গুণ সেরূপ যাঁহার
শোন এবে মোর কাছে বিস্তারিত বিবরণ তাঁর।
করেছিল কি ভাবেতে হয়ে সত্বগুণ অনুগামী
দমন দুঃসহ ক্রোধ যযাতি, কহিব তাহা আমি।
নহুষ তনয় নৃপ যযাতির ছিলেন দুজন
পরমা রূপসী ভার্যা, বৃষপর্বা দুহিতা যেজন
শর্মিষ্ঠা নামেতে, তিনি প্রিয়তমা ছিলেন রাজার,
অন্য ভার্যা দেবযানী প্রিয়া নাহি ছিলেন তাঁহার।
শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু প্রিয় অতি ছিলেন রাজার
নিজের স্বভাব গুণে, জননীর প্রভাবেতে আর।
দেবযানী পুত্র যদু হয়ে অতি দুঃখিত তাহাতে,
কহিলেন জননীরে জন্মি শুক্রাচার্যের গৃহেতে
দুঃখ অপমান এত সহিছেন কেনবা এভাবে,
করুন প্রবেশ মাতঃ, মম সঙ্গে অনলেতে এবে।
হলে দুঃখ সহ্য তব ক্ষমা সব করুন এখন
আমি সহিবনা তাহা, ত্যাগ আমি করিব জীবন।
পুত্রের কাতর বাক্যে দেবযানী অতি ক্রোধভরে
করিলেন মনে মনে স্মরণ আপন জনকেরে।
দুহিতার অভিপ্রায় শুক্রাচার্য হয়ে অবগত
দেবযানী সন্নিকটে সত্বর হলেন সমাগত।
কহিলেন দেবযানী এবে আমি ত্যজিব এ প্রাণ,
অনলে প্রবেশ করি, কিংবা করি উগ্র বিষ পান।
না করি সম্মান কিছু, করি শুধু অবহেলা পিতঃ
দিতেছেন দুঃখ অতি নরপতি আমারে সতত।
শুনি দুহিতার বাক্য নরপতি অতি ক্রোধভরে
দিলেন এ অভিশাপ নহুষ নন্দন যযাতিরে

করিছ যযাতি তুমি অপমান কন্যারে আমার,
জরাজীর্ণ এবে জেনো হবে তাই শরীর তোমার।
দিয়ে হেন অভিশাপ কন্যারে আশ্বস্ত করি আর
ভার্গব গেলেন চলি পুনরায় স্বস্থানে তাঁহার।
অভিশাপে জরাগ্রস্ত হয়ে নৃপ যযাতি তখন
তনয় যদুরে তাঁর কহিলেন এ কথা লক্ষ্মণ,
হে ধর্মজ্ঞ, জরা মম কর তুমি গ্রহণ এখন।

হয়নি ভোগেতে মম তৃপ্তি লাভ, দেহেতে তোমার
করি সংক্রামিত জরা, তৃপ্ত এবে করিব আমার
ভোগের বাসনা আমি, তোমা হতে গ্রহণ আবার,
করিব এ জরা মম হলে তৃপ্ত বাসনা আমার।

কহিলেন যদু তাঁরে, হে নৃপ পুরুই আপনার
প্রিয় পুত্র, করুক সে গ্রহণ তব এ জরা ভার।

সর্ব বস্তু হতে তব সদা আমি রয়েছি বঞ্চিত,
ভোগ্য বস্তু যাঁরে নিয়ে করেছেন ভোগ অবিরত
এ জরা সে নিক এবে, কহিলেন যযাতি তখন,
করেছ রাক্ষস তুমি পুত্র রূপে জনম গ্রহণ।

হয়ে মম পুত্র মোরে অপমান করিলে এমন
তোমার বংশেতে তাই রক্ষকুল লভিবে জনম,
চন্দ্র বংশ হতে তারা হবে ভ্রষ্ট। কহি ইহা তারে
কহিলেন অনন্তর নরপতি তনয় পুরুরে
হে পুত্র গ্রহণ কর এবে তুমি এ জরা আমার,
কহিলেন পুরু তাঁরে যুক্তকরে, করি আপনার
আদেশ পালন আমি হব অনুগৃহীত এখন,
হব ধন্য, নরপতি জরা তাঁরে দিলেন তখন।

জরামুক্ত হয়ে নৃপ করিলেন প্রজাকুলে তাঁর,
পালন সুদীর্ঘকাল, করিলেন বহু যজ্ঞ আর।

কহিলেন অনন্তর নৃপবর তনয় পুরুরে
আমার গচ্ছিত জরা কর এবে প্রদান আমারে।
করেছ পালন মম আজ্ঞা তুমি, এ রাজ্য এখন
তুমিই করিবে লাভ। করিলেন স্বর্গেতে গমন
যযাতি কহি এ কথা, লাগিলেন করিতে তখন
প্রতিষ্ঠানপুরে রহি রাজ্য পুরু করিতে শাসন।
ক্রৌঞ্চবরপুরে গিয়ে করি যদু রাজত্ব স্থাপন
সহস্র সহস্র উগ্র রাক্ষসেরে দিলেন জনম।
ক্ষাত্র ধর্ম অনুসারে করেছিলা গ্রহণ লক্ষ্মণ
যযাতি ভার্গব শাপ, কিন্তু নিমি হননি সক্ষম
গ্রহণ করিতে শাপ সেভাবেতে, বলিলাম এবে
সকল আখ্যান আমি, থাকে সর্ব কার্যেতে যে ভাবে
দৃষ্টি মম, দোষ আর কিছু যেন না হয় লক্ষ্মণ
আমার উচিত হবে সেইরূপ করা আচরণ।

১৭। কুক্কুর ও ব্রাহ্মণ—গৃধ্র ও পেচক

কহি ইহা অনন্তর করি রাম রজনী যাপন,
গেলেন প্রভাতকালে পৌরকার্য করিতে দর্শন।
বসি ধর্মাসনে, হয়ে নীতিবিদগণে পরিবৃত
কহিলেন লক্ষ্মণেরে, আহ্বান কার্যার্থীগণে যত
কর এবে হে সৌমিত্রি, হেরিলেন লক্ষ্মণ তখন
গিয়ে দ্বারদেশে, সেথা কার্যার্থী নাহিক কোন জন।
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি নাহি ছিল রামের রাজ্যেতে,
নাহি ছিল আধিব্যাধি, ছিল ধরা পূর্ণ শস্যাদিতে।
নাহি হত রামরাজ্যে শিশু যুবা অথবা প্রৌঢ়ের
অকালেতে মৃত্যু কভু। 'রাম রাজ্যে কার্যার্থীজনের

নাহি মিলে দরশন,' কহিলেন এ কথা রামেরে
লক্ষ্মণ আসিয়া যবে, কহিলেন তখন তাঁহারে
প্রফুল্ল অন্তরে রাম, সমুচিত শাসন প্রভাবে
অধর্ম থাকিতে কভু নাহি পারে, রাজ ভয়ে সবে
করে রক্ষা পরস্পরে, তবুও করিতে অন্বেষণ
কার্যার্থীগণেরে পুনঃ কর তুমি গমন লক্ষ্মণ!
হেরিলেন সেথা হতে গিয়ে দ্বারে লক্ষ্মণ আবার,
বাহিরে কুকুর এক চীৎকার করিছে বারবার।
নেহারি কুক্কুরে সেই কহিলেন লক্ষ্মণ তাহারে
প্রয়োজন কি তোমার আসি তাহা কহ রঘুবরে।
কহিল সে, হয়ে আমি হীনজীব না পারি লক্ষ্মণ
দেবগৃহে, বিপ্রগৃহে, রাজগৃহে করিতে গমন,
সম্মতি না দিলে রাম যেতে সেথা পারিনা এখন।
লক্ষ্মণ করুণা বশে পশি পুনঃ রাজ ভবনেতে
কহিলেন রঘুবরে, হে রাজন্ এসেছে দ্বারেতে
এবে সারমেয় এক হয়ে প্রার্থী, করি তা শ্রবণ
কহিলেন রাম, তারে আন মম নিকটে এখন।
আসিল কুক্কুর সেই, ছিল ক্ষত মস্তকে তাহার
কহিলেন রাম তারে, চাহ কিবা নিকটে আমার
বল তাহা নির্ভয়েতে। কহিল সে, আমারে রাজন্
প্রহার সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
করেছেন অকারণে। আদেশেতে রামের তখন
দৌবারিক বিপ্রে সেই, সভাতে করিল আনয়ন।
কহিলেন রাম, কেন করেছেন প্রহার এমন
হে বিপ্র, কুক্কুরে এই, কহিলেন ব্রাহ্মণ তখন
ছিলাম ক্ষুধার্ত হয়ে ভিক্ষা তরে করিতে ভ্রমণ,
পথরোধ করি মম ছিল এই কুক্কুর রাজন্।

কহিলাম বারবার পথ হতে সরিতে ইহারে,
গেলনা সে সরি' তাই প্রহার করেছি ক্রোধভরে।
করুন প্রদান দণ্ড দোষী মোরে, রাজদণ্ড এবে
লভিলে হে নৃপ, মোর নরকের ভয় নাহি রবে।
সভাসদগণে রাম করিলেন্ জিজ্ঞাসা তখন
বলুন আমারে সবে কিবা আমি করিব এখন
বশিষ্ঠ, কাশ্যপ আদি ঋষিগণ আর মন্ত্রীগণ,
কহিলেন দণ্ডনীয় হে রাঘব, নহেন ব্রাহ্মণ
কহেন শাস্ত্রজ্ঞ যত। কহিলেন তাঁহারা আবার
শাসন করিতে সবে রাজার রয়েছে অধিকার।

কহিলে তাঁহারা ইহা, সারমেয় কহিল তখন,
সদয় আমার প্রতি হয়ে যদি থাকেন রাজন্
করিবেন অন্তরের অভিলাষ পূরণ আমার
এই অভিপ্রায় যদি হে নৃপতি থাকে আপনার
কুলপতি পদ তবে কালঞ্জরে করুন প্রদান,
এ ব্রাহ্মণে, করিলেন সে ইচ্ছা পূরণ তার রাম।

সহর্ষে সর্বার্থসিদ্ধ হস্তী পৃষ্ঠে করি আরোহণ
গেলেন সেথায় চলি। কহিলেন যত মন্ত্রীগণ
দণ্ড নহে বর এই করা হলো প্রদান এখন।

কহিলেন রঘুবর, নহেন কিছুই অবগত
আপনারা অর্থ এর, এ কুকুর আছে সব জ্ঞাত।

কহ তুমি হে কুকুর এবে সব, সর্ব বিবরণ
বিস্তারিত ভাবে সেথা কহিল সে এ ভাবে তখন।

কুলপতি কালঞ্জরে পূর্বে আমি ছিলাম রাজন্,
দেবদ্বিজ সেবা আর সকলের কল্যাণ সাধন
করিতাম সদা আমি, করিতাম প্রদান সবারে
যার যা উচিত প্রাপ্য, পঞ্চ যজ্ঞ সমাপ্তির পরে

অবশিষ্ট রহিত যা করিতাম তাহাই ভোজন,
ছিলাম বিনয়ী আর সুচরিত্র, তবুও এখন
হয়েছি এ দশা প্রাপ্ত, নহে করা উচিত রাজন্
কুলপতি পদ এই কোনো কালে কাহারো গ্রহণ।
কহি ইহা রঘুবরে সেথা হতে কুক্কুর তখন
গিয়ে বারানসী ধামে আরম্ভিল প্রায়োপবেশন।

দীর্ঘকাল হতে এক পেচক করিত বাস বনে
আপন আলয় মাঝে, একদিন আসিয়া সেখানে
পাপমতি গৃধ্র এক, করিল কলহ সঙ্গে তার,
কহি তারে বারে বারে, হে পেচক এ গৃহ আমার।
গেল অনন্তর তারা রাম পাশে বিচারের তরে,
গিয়ে সেথা দুষ্ট গৃধ্র একথা কহিল রঘুবরে,
পূর্বকৃত গৃহ মম বাহুবলে করেছে হরণ
এ পেচক, এবে মোরে পরিত্রাণ করুন রাজন্।
কহিলে এ কথা গৃধ্র, কহিল সে পেচক তখন
আমার বৃত্তান্ত এবে মহারাজ করুন শ্রবণ।
পশি মোর গৃহে গৃধ্র বাধা এবে দিতেছে আমারে,
যেতে সেথা, করিতেছি সবার শাসক আপনারে
নিবেদন বার্তা মম। করি রাম আহ্বান তখন
মন্ত্রীগণে, কহিলেন সে সবারে সর্ব বিবরণ।
করিলেন অনন্তর রঘুবর জিজ্ঞাসা গৃধ্রেরে
করেছ নির্মাণ তুমি কবে গৃহ কহ তা আমারে।
কহিল সে, নরগণ করিতেছে বাস পৃথিবীতে
যে সময় হতে রাম, গৃহ মোর সে সময় হতে।
কহিল পেচক রামে, উৎপন্ন হয়েছে পৃথিবীতে
যে সময় হতে বৃক্ষ, গৃহ মোর সে সময় হতে।

শুনি তাহা রঘুবর কহিলেন যত সভাসদে
সে সভা সভাই নহে বৃদ্ধগণ নাহি যে সভাতে।
তাঁহারা নহেন বৃদ্ধ, না কহেন যাঁরা ধর্মকথা,
নাহি যাহে সত্য তাহা নহে ধর্ম, আছে কপটতা,
যাহাতে নহে তা সত্য, নাহি রহি নীরবে এখন
ভাবিছেন সত্য যাহা, বলুন তা সভাসদগণ।
কহিলেন মন্ত্রীগণ, পেচক গৃহের অধিপতি
নহে গৃধ্র, অভিমত মোদের ইহাই নরপতি।
প্রমাণ স্বরূপ হবে আপনার কার্য হে রাজন
নৃপতিই শ্রেষ্ঠ গতি, নৃপতিই ধর্ম সনাতন।
কহিলেন রঘুবর, পুরাণে আছে এ বিবরণ,
ছিল পূর্বে শুধু জল, একমাত্র বিষ্ণুই তখন
ছিলেন সলিল পূর্ণ সে অর্ণবে নিদ্রায় মগন
লক্ষ্মী আর ব্রহ্মাণ্ডকে করি নিজ জঠরে ধারণ।
বিষ্ণু নাভিপদ্ম হতে অনন্তর হয়ে সমুদ্ভূত
করিলেন সৃষ্টি ব্রহ্মা একে একে নিজ মনোমত
পৃথিবী, পবন, বৃক্ষ, পর্বত ও জীবগণে যত।
বিষ্ণু কর্ণমূল হতে লভি জন্ম দানব দুজন
মধু ও কৈটভ নামে, করিল ব্রহ্মারে আক্রমণ।
বিকট রবেতে ব্রহ্মা করিলেন চীৎকার তখন,
করিলেন চক্রে বিষ্ণু সেই দুই দানবে নিধন।
প্লাবিত তাদের মেদে হলো ধরা, শোধিত ধরারে
করি বিষ্ণু, করিলেন বৃক্ষে নানা পূরিত তাহারে।
অতএব পেচকের গৃহ ইহা, নহে তা গৃধ্রের
পরস্ব গ্রহণ কারী পাপী গৃধ্র, যোগ্য সে দণ্ডের।
তখন আকাশবাণী হলো এই, গৃধ্রে এই রাম
কোরোনা নিধন এবে, ছিল এর ব্রহ্মদত্ত নাম

পূর্ব জন্মে, সত্যবাদী পবিত্র স্বভাব নরপতি
ছিলেন তখন ইনি, আসিলেন ক্ষুধাতুর অতি
বিপ্র এক গৃহে এঁর, সমাদরে করিলেন তাঁরে
আহার্য প্রদান নৃপ, হেরি মাংস সে খাদ্য মাঝারে,
ক্রোধে বিপ্র, 'হও গৃধ্র' বলি শাপ দিলেন রাজারে।
কহিলেন ব্রহ্মদত্ত হে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতে আমার,
হয়েছে প্রদত্ত ইহা, অনুগ্রহ যাচি আপনার।
কহিলেন বিপ্র সেই, জন্মিবেন ইক্ষ্বাকু বংশেতে
রাম নামে রাজা এক, হবে তুমি তাহার স্পর্শেতে
শাপমুক্ত। শুনি তাহা করিলেন গৃধ্রে পরশন
রঘুবর, গৃধ্ররূপ করি ত্যাগ নৃপতি তখন
হয়ে সুপুরুষ এক, কহিলেন শাপের আমার
হলো অবসান এবে হে রাম, প্রসাদে আপনার।

১৮। লবণাসুরের বিবরণ

দৌবারিক অনন্তর রামেরে করিল নিবেদন,
ঋষিগণ সহ দ্বারে এসেছেন মহর্ষি চ্যবন
আপনারে মহারাজ হেথা এবে করিতে দর্শন।
আনিতে সে ঋষিগণে আজ্ঞা রাম দিলেন তখন
আসি সেই ঋষিগণ তীর্থজল ফলমূল আর
সবে মিলি সমাদরে রামেরে দিলেন উপহার।
আসনেতে অনন্তর উপবিষ্ট হলেন যখন
তাঁরা সবে যুক্তকরে কহিলেন রাঘব তখন
এসেছেন কেন হেথা মোরে তাহা বলুন এখন।
আদেশ পালনকারী সদা আমি সর্ব তাপসের
এ জীবন, এই রাজ্য, সব মোর ব্রাহ্মণগণের।

কহিলেন ঋষিগণ হয়ে হৃষ্ট শুনি বাক্য তাঁর,
কথা এই সর্ব ভাবে যোগ্য রাম হয়েছে তোমার।
কার্যের গুরুত্ব বুঝি অন্য সব নরপতি যত,
প্রদান করিতে কোন প্রতিশ্রুতি ছিলেন বিরত।
এখন তুমিই শুধু করিলে এ প্রতিশ্রুতি দান
আমাদের অভিপ্রায় কিছু নাহি জ্ঞাত হয়ে রাম।
শুনি তাঁহাদের কথা কহিলেন রাঘব তখন
বলুন হে ঋষিগণ কোন্ কার্য করিব এখন।
কহিলেন শুনি তাহা ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন,
কহিতেছি তাহা রাম মোদের যা ভয়ের কারণ।
হিরণ্যকশিপু পৌত্র মধু নামে ধর্ম পরায়ণ
মহাসুর একজন সত্যযুগে ছিলেন রাজন্।
ছিলেন বদান্য তিনি, ব্রাহ্মণেতে ভক্তি ছিল তাঁর,
দেবগণ সঙ্গে ছিল অনুপম সদ্ভাব তাঁহার।
তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি রুদ্রদেব কহিলেন তাঁরে,
দিয়ে দিব্য শূল এক, এ মহাস্ত্র দিলাম তোমারে।
করিবেনা বিরোধিতা যতকাল দেব দ্বিজ সনে
ততকাল রবে ইহা হে মধু, তোমার সন্নিধানে।
তোমারে করিলে কেহ আক্রমণ, এ শূল তাহারে
করি ধ্বংস, পুনরায় আসিবে তোমার কাছে ফিরে।
কহিলেন রুদ্রে মধু, ভগবন্ দিন এই বর
এ শূলের অধিকারী হবে মম সর্ব বংশধর।
কহিলেন রুদ্রদেব, এ শূল হবেনা সকলের,
তোমার তনয় শুধু অধিকারী হবে এ শূলের।
তাহার হস্তেতে এই মহা অস্ত্র রহিবে যখন,
হবে সে জগতে এই সকলের অবধ্য তখন।
লভি বর রুদ্র হতে করিলেন মধু অনন্তর
নির্মাণ বিশাল এক প্রভাময় গৃহ মনোহর।

ছিল পত্নী তাঁর রাম কুম্ভীনসী, সে পত্নী গর্ভেতে
দুরাচার পুত্র এক জনমিল লবণ নামেতে।
দুর্বিনীত সে পুত্রের অনুষ্ঠিত নানা পাপাচারে
হলেও দুঃখিত মধু, কিছু নাহি বলিতেন তারে।
অবশেষে করি মধু শূল নিজ প্রদান পুত্রেরে
ত্যজিলেন ইহলোক, সে অবধি করিছে সবারে,
বিশেষতঃ ঋষিগণে, লবণ পীড়ন নিরন্তর,
শূলের প্রভাবে আর দুষ্ট বুদ্ধি বশে রঘুবর।
বহু নৃপ সন্নিধানে গিয়েছেন ভীত ঋষিগণ
হয়ে শরণার্থী, কিন্তু অভয় প্রদান কোনজন
করেননি সে সবারে, হয়েছে নিহত দশানন
সবান্ধবে রাম হস্তে, শুনি তাহা হেথায় এখন
পরিত্রাণ আশা করি মোরা সবে এসেছি রাজন্।
মধুবনে করে বাস সে লবণ, আহার সতত
করে সে সকল জীবে, তাপসগণেরে বিশেষতঃ।
নিষ্ঠুর অতি সে রাম, বহু সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী আর
মৃগগণে, নরগণে প্রতিদিন করে সে আহার।
কহিলেন রাম, সেই রাক্ষসেরে করিব নিধন
করুন অন্তর হতে ভয় দূর হে ব্রাহ্মণগণ।
করিলেন ভ্রাতাগণে জিজ্ঞাসা রাঘব অনন্তর
লবণে বধিতে এবে বল কেবা হবে অগ্রসর।
রামের সে কথা শুনি কহিলেন ভরত তখন,
করিতে নিহত তারে আমারেই করুন প্রেরণ।
শত্রুঘ্ন সে কথা শুনি কহিলেন প্রণমি রামেরে,
আগমন প্রতীক্ষায় তব প্রভু, সন্তপ্ত অন্তরে
মোদের মধ্যম ভ্রাতা করি জটা বল্কল ধারণ
করেছেন নন্দীগ্রামে বহু ক্লেশ ভোগ অনুক্ষণ।

আমাসম অনুচর উপস্থিত রয়েছে যখন,
পুনঃ ক্লেশ করা তাঁর নাহি হবে উচিত এখন।
কহিলেন রঘুবর করি তাঁর সে কথা শ্রবণ,
মম আজ্ঞা হে শত্রুঘ্ন কর তবে তুমিই পালন।
করিব মধুর রাজ্যে অভিষিক্ত তোমারে এখন,
কৃতবিদ্য বীর তুমি, হবে রাজ্য স্থাপনে সক্ষম।
রাজবংশ করি নাশ, পুনরায় নগরী স্থাপন
যে জন করেনা সেথা, নরকেতে করে সে গমন।
করি তুমি মধুপুত্র পাপমতি লবণে নিধন
ধর্ম অনুসারে রাজ্য কর তুমি সতত শাসন।
বলিওনা কিছু এবে প্রত্যুত্তরে, আদেশ জ্যেষ্ঠের
উচিত পালন করা হে শত্রুঘ্ন সদা কনিষ্ঠের।
কহিলে এ হেন রাম কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন
লজ্জা অবনত মুখে, এ জগতে ধর্ম কি রাজন্
জ্ঞাত তাহা সব তব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমানে এবে,
হতে পারে মহারাজ অভিষিক্ত কনিষ্ঠ কি ভাবে।
কিন্তু তব আজ্ঞা হবে অবশ্যই করিতে পালন
বলেছি যা' তার তরে করি ক্ষমা প্রার্থনা এখন।
নহেক উচিত করা প্রতিবাদ জ্যেষ্ঠের কথার,
কহিবনা আপনারে এবে আমি কোন কথা আর,
চির আজ্ঞাবহ ভৃত্য মহারাজ আমি আপনার।
লক্ষ্মণ ও ভরতেরে কহিলেন ভরত তখন
অভিষেক দ্রব্য যত আন হেথা সত্বর এখন।
অভিষেক অনন্তর সুসম্পন্ন হলো বিধিমত
শত্রুঘ্নের, হলো তাহে হৃষ্ট অতি পুরবাসী যত।
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে রঘুবর একথা তখন
দিতেছি অব্যর্থ এই দিব্য বাণ তোমারে এখন,
এ বাণে শত্রুঘ্ন তুমি লবণেরে করিও নিধন।

আহার সংগ্রহ তরে যায় যবে বাহিরে লবণ
শিবের প্রদত্ত শূল রেখে যায় গৃহেই তখন।
বাহিরে ভ্রমণ করি লবণ আসিবে যবে ফিরে,
গৃহে না পশিতে সে কোরো যুদ্ধে আহ্বান তাহারে।
পারিবে বধিতে তারে শূলহীন রবে সে যখন,
হস্তেতে রহিলে শূল হবে জেনো অবধ্য লবণ।
অশ্ব চারি সহস্র ও রথ দুই সহস্র এখন
যাবে সঙ্গে হে শত্রুঘ্ন, যাবে শত মাতঙ্গ উত্তম।
পর্যাপ্ত সৈনিকদল, দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আর,
হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ তুমি নিয়ে যাও সঙ্গেতে তোমার।
পুরস্কৃত করি, আর সমাদর করি যথোচিত
সৈন্যদলে সদা তুমি রাখিও তোমার বশীভূত।
যথাস্থানে সৈন্যগণে সংস্থাপিত করি বীরবর,
লবণের পাশে তুমি যেয়ো একা নিয়ে ধনুঃশর।
যাবে যে যুদ্ধের তরে যেন তাহা না জানে লবণ,
সেরূপ ভাবেতে তুমি কাছে তার করিও গমন।
গ্রীষ্ম অতিক্রান্ত হয়ে বর্ষা যবে হবে সমাগত,
করো তুমি সে সময়ে মধু পুত্র লবণে নিহত।
ঋষিগণ সঙ্গে এবে সৈন্যদল করুক গমন,
গ্রীষ্ম অবসানে তারা জাহ্নবী করিবে অতিক্রম।
রাম বাক্যে গম্য স্থানে করি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ,
রহিলেন একমাস অযোধ্যায় শত্রুঘ্ন তখন,
অনন্তর রাম হতে করিলেন বিদায় গ্রহণ।

১৯। বাল্মীকি আশ্রমে শত্রুঘ্ন, কুশ লবের জন্ম

শত্রুঘ্ন পথেতে করি একে একে ত্রিরাত্রি যাপন,
করিলেন মুনিবর বাল্মীকির আশ্রমে গমন।
কহিলেন গিয়ে সেথা বাল্মীকিরে শত্রুঘ্ন তখন
যুক্তকরে, চাহি অদ্য হেথায় থাকিতে ভগবন্।
কহিলেন মুনিবর করি তারে সাদরে গ্রহণ
রঘুবংশজাতদের নিজস্থান জেনো এ আশ্রম।

সমাদর বাল্মীকির লভি নানা, শত্রুঘ্ন তখন
হলেন পরম তৃপ্ত ফলমূল করিয়া ভক্ষণ।

করিলেন মুনিবরে শত্রুঘ্ন জিজ্ঞাসা অনন্তর
আশ্রম সমীপে ওই যজ্ঞ দ্রব্য কার মুনিবর।
কহিলেন তিনি, পূর্বে ছিলেন বংশেতে তোমাদের,
সৌদাস নামেতে খ্যাত পুত্র এক নৃপ সুদাসের।
যুদ্ধে দক্ষ, যজ্ঞশীল, সদা প্রজা শাসনে তৎপর,
দাতা আর ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন সৌদাস নৃপবর।

নৃপতি সৌদাস সেই একদিন গিয়ে মৃগয়াতে,
ব্যাঘ্ররূপী দুইজন রাক্ষসেরে পেলেন দেখিতে।

অরণ্য মাঝারে বহু মৃগ তারা করিছে ভক্ষণ,
হতেছে অরণ্য তাহে মৃগশূণ্য, করি তা দর্শন
করিলেন বধ ক্রোধে সৌদাস রাক্ষস একজন।

অপর রাক্ষস আসি কহিল নৃপতি সৌদাসেরে,
করেছ নিধন তুমি হে নৃপতি মম সহচরে।

প্রতিফল একদিন পাবে এর জেনো সুনিশ্চিত
রে পাপিষ্ঠ, কহি ইহা সে রাক্ষস হলো অন্তর্হিত।

নৃপতি সৌদাস সেই করিলেন বহুকাল পরে
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ আমার এ আশ্রমের ধারে

বশিষ্ঠের সহায়তা হয়ে প্রাপ্ত, সমাপ্ত যখন
হলো যজ্ঞ নৃপতির, কহিল সে রাক্ষস তখন
বশিষ্ঠের রূপ ধরি, যজ্ঞ শেষ হয়েছে তোমার
আমাকে আমিষ সহ অন্ন তুমি করাও আহার।
রাজাজ্ঞাতে পাচকেরা গেল তাহা করিতে রন্ধন,
পাচক বেশেতে পুনঃ আসি সেই রাক্ষস তখন
কহিল মনুষ্য মাংস দিয়ে নৃপে, এনেছি এখন
স্বাদু হবিষ্যান্ন সহ স্বাদু এই আমিষ রাজন্।
পত্নী মদয়ন্তীসহ বশিষ্ঠেরে দিলেন যখন
সে আমিষ নরপতি, বুঝিলেন বশিষ্ঠ তখন,
নরমাংস সে আমিষ, ক্রোধে তিনি তাই নৃপতিরে
দিলেন এ অভিশাপ, নরমাংস দিয়েছ আমারে
হে নৃপতি হবে জেনো খাদ্য এবে ইহাই তোমার,
হবেনা অন্যথা এর। প্রণমিয়া তাঁরে বারবার
পত্নী সহ নরপতি কহিলেন কারণ ইহার।
রাক্ষস পাচক রূপে প্রতারিত করেছে রাজারে
হয়ে তাহা অবগত কহিলেন বশিষ্ঠ তাঁহারে
বলেছি যা নাহি শক্তি মিথ্যা তাহা করিতে এখন
কিন্তু এবে বর এক করিতেছি প্রদান রাজন্
দ্বাদশ বরষ অন্তে হবে এই শাপ বিমোচন।
বিনা দোষে শাপগ্রস্ত হয়ে নৃপ জল নিয়ে করে,
হলেন উদ্যত ক্রোধে, অভিশাপ দিতে বশিষ্ঠেরে,
পত্নী মদয়ন্তী তাঁর করিলেন বারণ তাঁহারে।
জল সে নিক্ষেপ নৃপ করিলেন চরণ উপরে।
কৃষ্ণবর্ণ হলো তাহে নৃপতির যুগল চরণ,
সে হেতু কল্মাষপাদ নাম তাঁরে দিল সর্বজন।
রাজ্যলাভ পুনরায় করি সেই শাপ অবসানে,
লাগিলেন নরপতি পালন করিতে প্রজাগণে।

দেখিছ এখন যাহা সন্নিকটে এই আশ্রমের
হে শত্রুঘ্ন, যজ্ঞস্থান ইহা সেই নৃপ সৌদাসের।

শত্রুঘ্ন যে রজনীতে বাল্মীকির পর্ণ কুটিরেতে
করিতেছিলেন বাস করিলেন সেই রজনীতে
প্রসব যুগল পুত্র বৈদেহী, বাল্মীকি সন্নিধানে
আসি মুনি বালকেরা শুভ বার্তা দিল হৃষ্ট মনে।
শুনি তাহা হয়ে সুখী কুশগুচ্ছ করিয়া গ্রহণ,
মন্ত্রপুত করি তাহা কহিলেন বাল্মীকি তখন
করা হোক এ কুশের অগ্রভাগ দিয়ে সুমার্জিত
পূর্বজাত শিশুটিরে, কুশ নামে হবে সে বিদিত।
যে শিশু জন্মেছে পরে অধোভাগ দিয়ে এ কুশের
হোক সে মার্জিত, হবে লব নাম সেই কনিষ্ঠের।
করিলাম শিশু দোঁহে নাম যেই প্রদান এখন,
এ নামেই সর্বস্থানে খ্যাতি তারা করিবে অর্জন।
মাঙ্গলিক ধ্বনিসহ সীতার প্রসব বিবরণ
রজনীর অর্ধভাগে শুনিলেন শত্রুঘ্ন যখন,
শুনিলেন নাম গোত্র, শুনিলেন রাম নাম আর,
কহিলেন 'কি সৌভাগ্য' সহর্ষে তখন বারবার।
অনন্তর রাত্রি সেই ক্রমে যবে হলো অবসান
শত্রুঘ্ন প্রভাতকালে করিলেন সত্বর উত্থান।
মহর্ষি বাল্মীকি হতে করি শেষে বিদায় গ্রহণ
তাঁহার আশ্রম হতে করিলেন বাহিরে গমন।
একে একে সপ্ত রাত্রি অবস্থান করি পথে পথে,
পশিলেন অবশেষে চ্যবন মুনির আশ্রমেতে।
রহি সেই আশ্রমেতে হলো রাত্রি প্রভাত যখন,
মুনিবর চ্যবনেরে কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন,

মহাসুর লবণের কত বল কত পরাক্রম
করি অভিলাষ আমি সে কথা শুনিতে ভগবন্।
কহিলেন মুনিবর লবণের অদ্ভুত কর্মের
বিবরণ সংখ্যাতীত, তার মাঝে ইক্ষ্বাকু বংশের
নৃপ মান্ধাতার কথা এবে আমি কহিব তোমারে,
ছিলেন মান্ধাতা সেই বলে বীর্যে খ্যাত চরাচরে।
বিজয় করিতে স্বর্গ হলো ইচ্ছা মনে মান্ধাতার,
হলেন শঙ্কিত ইন্দ্র যুদ্ধের উদ্যোগ হেরি তাঁর।
কহিলেন মিষ্টবাক্যে দেবরাজ তাঁহারে তখন
না করি পৃথিবী জয় কেন হেথা এসেছ রাজন্,
অসঙ্গত ইহা অতি। কহিলেন মান্ধাতা তাঁহারে
হে ইন্দ্র, শাসন মম নাই কোথা ধরনী ভিতরে।
কহিলেন দেবরাজ, মধুবনে রাক্ষস লবণ
করে বাস হে মান্ধাতা, মানেনা সে তোমার শাসন।
শুনি তা লজ্জিত হয়ে পৃথিবীতে করি আগমন
করিলেন নরপতি মধুবনে সসৈন্যে গমন।
পাঠালেন অনন্তর দূত সেথা লবণ ভবনে,
করিল লবণাসুর দূতে সেই ভক্ষণ সেখানে।
দূতের বিলম্ব হেরি গিয়ে ত্বরা সসৈন্যে তখন
করিলেন নৃপবর লবণেরে যুদ্ধে আবাহন।
করি হাস্য, করি আর দিব্যশূল হস্তেতে গ্রহণ
করিল নিক্ষেপ তাহা মান্ধাতার উদ্দেশে লবণ।
সৈন্য ও বাহন সহ মান্ধাতারে করি ভস্মীভূত
শূল সেই হলো পুনঃ লবণের কাছে উপনীত।
হে শত্রুঘ্ন, শক্তি হেন সে শূলের আছে অতুলন,
কিন্তু কল্য যেও তুমি নিরস্ত্র সে রহিবে যখন,
পারিবে তখন তারে অবশ্যই করিতে নিধন।

২০। শত্রুঘ্নের লবণাসুর বধ

পুরী অভ্যন্তর হতে পরদিন প্রভাতে লবণ
হলো যবে বহির্গত আহার করিতে অন্বেষণ,
শত্রুঘ্ন গমন করি মধুবনে সেই অবসরে
করিলেন অবস্থান, ধনু হস্তে নগরীর দ্বারে।
সহস্র নিহত প্রাণী নিয়ে সাথে আসিল লবণ
দ্বিপ্রহরে পুরদ্বারে, করি সেথা শত্রুঘ্নে দর্শন
কহিল সে, কি করিবে এ ধনুক দিয়ে নরাধম,
তোমা সম অস্ত্রধারী বহু আমি করেছি ভক্ষণ।
লবণ কহিলে ইহা কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন,
রামের অনুজ আমি, দশরথ নৃপতি নন্দন।
কর তুমি মোর সনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, কহিল লবণ,
আসিতেছি অস্ত্র লয়ে কর তুমি অপেক্ষা এখন।
কহিলেন তারে বীর শত্রুঘ্ন, জীবিত অবস্থাতে
পারিবেনা যেতে তুমি এবে মম দৃষ্টিপথ হতে।
শত্রুরে সুযোগ দেয় এ জগতে নির্বুদ্ধি যেজন,
এ জগতে সবে তারে বলে থাকে পুরুষ অধম।
করিল নিক্ষেপ ক্রোধে শত্রুঘ্নের উপরে তখন
উৎপাটন করি বহু মহাবৃক্ষ অসুর লবণ,
শত্রুঘ্ন সে সব বৃক্ষ করিলেন অস্ত্রেতে ছেদন।
মস্তকেতে শত্রুঘ্নের আঘাত করিল ক্রোধভরে
লবণ বৃক্ষেতে এক, সে আঘাতে ভূতল মাঝারে
শত্রুঘ্ন মূৰ্চ্ছিত হয়ে সহসা হলেন ভূপতিত
লবণ নেহারি তাহা শত্রুঘ্নেরে ভাবিল নিহত।
অবজ্ঞা ভরেতে তাই না করি সে শূল আনয়ন,
পূর্ব সংগৃহীত খাদ্য গেল ত্বরা করিতে গ্রহণ।

শত্রুঘ্ন সে হেন কালে পুনরায় লভিলেন জ্ঞান,
করিলেন জ্ঞান লভি নগরীর দ্বারে অবস্থান।
প্রদীপ্ত অব্যর্থ বাণ গ্রহণ করিয়া অনন্তর,
করিলেন ধনুকেতে যোজনা শত্রুঘ্ন বীরবর।
কালাগ্নির তুল্য সেই দিব্য শর করি নিরীক্ষণ
হলো প্রাণীগণ যত ভীত অতি, স্বয়ম্ভু তখন
কহিলেন দেবগণে, বিষ্ণু তেজোময় মহাবাণে
শত্রুঘ্ন হস্তেতে হবে লবণ নিহত রণাঙ্গনে,
যাও তা হেরিতে সবে। গেলেন তখন দেবগণ
সবে মিলি নেহারিতে রণাঙ্গনে লবণ নিধন।
শত্রুঘ্ন ধনুক তাঁর আকর্ণ করিয়া বিস্ফারিত
করিলেন মহাবাণে লবণের বক্ষ বিদারিত।
লবণে নিহত করি বাণ সেই হলো উপনীত
শত্রুঘ্নের কাছে পুনঃ, বজ্রাহত পর্বতের মত
অসুর লবণ সেই ভূমিতলে হলো নিপতিত।
লবণ নিহত হলে হেন ভাবে সমর অঙ্গনে,
শূল তার রুদ্রদত্ত গেল ফিরি রুদ্র সন্নিধানে।
আকাশ মণ্ডল হতে দেবগণ আর ঋষিগণ,
করিলেন শত্রুঘ্নেরে সবে মিলি প্রশংসা তখন।

২১। শত্রুঘ্নের অযোধ্যা গমন

লবণ নিহত হলে ইন্দ্র আদি দেবগণ সবে
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে, বর বীর লহ তুমি এবে
আমাদের কাছ হতে। কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন,
মধুর পুরীতে এই এবে যেন হয় দেবগণ

সমৃদ্ধ নগরী এক। কহিলেন দেবগণ যত,
হবে তাই, হবে তাহা মধুরা (১) নামেতে সুবিখ্যাত।
গেলে চলি দেবগণ, আনি সৈন্য শত্রুঘ্ন সেখানে
করিলেন সে সবারে নিয়োজিত নগর নির্মাণে।
দ্বাদশ বৎসরে হলো সে বিশাল নগরী নির্মিত
অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুরী যমুনার তীরে অবস্থিত।
সরোবর, উপবন, আর বহুজন সমন্বিত
স্বর্গসম পুরী হেরি শত্রুঘ্ন হলেন আনন্দিত।
দ্বাদশ বর্ষের শেষে অযোধ্যাতে করিতে গমন
হলো ইচ্ছা শত্রুঘ্নের, করি তাই রথে আরোহণ
অনুচরগণ সহ, শত্রুঘ্ন হলেন অগ্রসর
পশিলেন পথ মাঝে বাল্মীকি আশ্রমে মনোহর।
কহিলে শত্রুঘ্নেরে মিষ্ট বাক্যে বাল্মীকি তখন,
করেছ দুষ্কর কর্ম করি তুমি লবণে নিধন।
বহু প্রচেষ্টাতে রাম করেছেন নিহত রাবণে,
সহজেই হে শত্রুঘ্ন বধ তুমি করেছ লবণে।
কহি ইহা, করি স্নেহে মস্তক আঘ্রাণ মুনিবর
শত্রুঘ্নের, করিলেন অতিথি সৎকার অনন্তর।
আহার সমাপ্ত হলে করিলেন শ্রবণ তখন
শত্রুঘ্ন আশ্রমে সেই রামায়ণ গান মনোরম।
শুনি সুমধুর গান নানা তাল লয় সমন্বিত
বাষ্পাকুল নয়নেতে, শত্রুঘ্ন হলেন বিমোহিত।
ঘটেছিল পূর্বে যাহা করি ঠিক তাহাই শ্রবণ
লাগিল কহিতে সেথা শত্রুঘ্নের অনুচরগণ
কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, কোথা মোরা রয়েছি এখন,
একি মায়া, একি মোরা করিতেছি স্বপ্ন দরশন।

(১) এই মধুরাই পরবর্তী কালে মথুরা নামে খ্যাত হয়

বিস্ময়েতে শত্রুঘ্নেরে তাহারা কহিল অনন্তর
মুনিবর বাল্মীকিরে জিজ্ঞাসা করুন বীরবর
কাহার রচিত ইহা। কহিলেন শত্রুঘ্ন তখন
অনুচিত হবে মোর করা কিছু জিজ্ঞাসা এখন।
আশ্চর্য ঘটনা হেন হয়ে থাকে বহু সংঘটিত
আশ্রম মাঝারে সদা, করা প্রশ্ন হবে অসঙ্গত।

শত্রুঘ্ন বিনিদ্র রহি রজনীতে আশ্রম মাঝারে
রামায়ণ গান সেই লাগিলেন ভাবিতে অন্তরে!
রজনী প্রভাতে করি যুক্তকরে বিদায় গ্রহণ
বাল্মীকির কাছ হতে, করিলেন রথে আরোহণ
করি পথ অতিক্রম অযোধ্যাতে পশি অনন্তর
গেলেন আছেন যথা অবস্থিত রাম রঘুবর।
করি প্রণিপাত তাঁরে কহিলেন করি সম্বোধন
আদেশ পালন তব করি আমি এসেছি রাজন্।
লবণে নিহত করি করেছি নগরী প্রতিষ্ঠিত,
হয়েছে সেথায় থাকি দ্বাদশ বরষ এবে গত।
আপনার কাছ হতে যেতে আর চাহিনা সেথায়,
থাকিতে চাহিনা প্রভু মাতৃহীন বালকের প্রায়।
কহিলেন রাম তাঁরে স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন,
হয়োনা বিষণ্ণ তুমি হে শত্রুঘ্ন, নরপতিগণ
না হন কুন্ঠিত কভু বিদেশেতে করিতে যাপন।
কর রাজ্য রক্ষা তুমি, দরশন করিতে আমারে
হে বীর, আসিও তুমি মাঝে মাঝে অযোধ্যা নগরে
রামের আদেশে করি পঞ্চরাত্রি বাস অযোধ্যায়
শত্রুঘ্ন গেলেন চলি মধুরা পুরীতে পুনরায়।

২২। শম্বুক বধ

ভরত লক্ষ্মণে লয়ে অযোধ্যা মাঝারে অনন্তর
রাজ্য পালনেতে রত রহিলেন রাম রঘুবর।

জনপদ বাসী এক বৃদ্ধ বিপ্র কিছুকাল পরে
মৃত এক বালকেরে সংস্থাপিত করি নিজ ক্রোড়ে
আসিলেন রাজদ্বারে কহিলেন সরোদনে আর
হেরিতেছি মৃত এবে একমাত্র পুত্রেরে আমার
পূর্ব জনমের মোর কোন্ পাপে, হে পুত্র এখন
হারালে জীবন হায় প্রাপ্ত তুমি না হতে যৌবন।

তোমার জননী আর আমি বৎস ত্যজিব জীবন
তোমার শোকেতে এবে, কহি নাই অসত্য বচন
করি নাই হিংসা কভু করি নাই পর নিপীড়ন।

কোন্ পাপে পুত্র মোর পিতৃকার্য না করি এখন
এ হেন অকালে তুমি যমালয়ে করিলে গমন।

নিশ্চয় রামের কোন পাপেতে ঘটিল রাজ্যে তাঁর
এ হেন অকাল মৃত্যু, না করিলে পুত্রেরে আমার
জীবিত এখন রাম, পত্নী সহ করিব এখন
হেথা রাজদ্বারে এই, আমার এ প্রাণ বিসর্জন।

ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হয়ে রাম থাকুন সুখেতে
ভ্রাতৃগণে লয়ে তাঁর দীর্ঘজীবী হয়ে অযোধ্যাতে
মোদের হলোনা সুখ করি বাস রামের রাজ্যেতে
নৃপতি অসাধু হলে মৃত্যু হেন হয় অকালেতে।

হতেছে দুষ্কার্য কিছু নগরে বা গ্রামেতে এখন
রাজার দোষেতে, তাই শিশু মৃত্যু হয়েছে এমন।
শুনি সে বিলাপ রাম হয়ে অতি দুঃখিত তখন
করিলেন মন্ত্রী আর পুরোহিতগণে আবাহন।

মুনি বশিষ্ঠের সহ আসিলেন সেথায় তখন
গৌতম, নারদ আর মার্কণ্ডেয় আদি মুনিগণ।
যোগ্য সমাদর সহ মুনিগণে করিয়া গ্রহণ,
কহিলেন শোকাতুর বিপ্রের সকল বিবরণ।
শুনি তাহা কহিলেন মুনিবর নারদ তখন,
কহিতেছি আমি রাম, এ অকাল মৃত্যুর কারণ।
ছিলেন সকল লোক ত্রেতাযুগে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ
তপস্যা নিরত আর দীর্ঘায়ু ছিলেন সর্বজন।
ত্রেতা যুগ অনন্তর যবে আসি হলো উপনীত,
হলেন ক্ষত্রিয়কুল সে সময়ে তপস্যাতে রত।
বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন সমান শক্তিমান
না ছিল বৈশিষ্ট্য কিছু এক হতে অপরের রাম।
চাতুর্বর্ণ্য হলো তাই সংস্থাপিত বিভেদ বুঝাতে,
অধর্ম ও একপাদ তখন আসিল পৃথিবীতে।
বিপ্র ও ক্ষত্রিয় শুধু করিতেন তপস্যা ত্রেতাতে,
বৈশ্য আর শূদ্র ছিল নিরত তাঁদের শুশ্রূষাতে।
হয়েছে দ্বিতীয় পাদ অধর্মের আগত এখন
দ্বাপর যুগের সহ, তপস্যা করিছে বৈশ্যগণ
এ যুগেতে, কিন্তু নাহি অধিকার শূদ্রের রাজন
তপস্যায় দ্বাপরেতে, সেই হেতু তপস্যা এখন
পারেনা করিতে তারা, কলিযুগ আসিবে যখন,
তপস্যা করিতে শূদ্র অধিকার লভিবে তখন।
দুষ্টবুদ্ধি শূদ্র কেহ করিছে তপস্যা আচরণ
রাজ্যে এই, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েছে এখন
এ বিপ্রের পুত্র তাই, করি নিজ রাজ্যেতে ভ্রমণ
সে দুষ্কার্যে বাধা দান হবে নৃপ করিতে এখন

কহিলেন লক্ষ্মণেরে করি রাম সে কথা শ্রবণ
হে লক্ষ্মণ কর তুমি ব্রাহ্মণেরে আশ্বস্ত এখন।
কর গন্ধ দ্রব্য ময় তৈল পূর্ণ পাত্রেতে স্থাপন
মৃত বালকের দেহ, যেন তাহা না হয় লক্ষ্মণ
বিকৃত বা নষ্ট কভু কর সেই ব্যবস্থা এখন।
কহি ইহা, আনিলেন পুষ্পক রথেরে রঘুবর
মনেতে স্মরণ করি, আরোহি সে রথে অনন্তর
উত্তর, পশ্চিম, পূর্বে গেলেন করিতে অন্বেষণ,
নাহি করিলেন কিছু দুষ্কার্য সেথায় নিরীক্ষণ।
দক্ষিণ দিকেতে শেষে করিলেন গমন যখন
হেরিলেন একজন তপস্বীরে সেথায় তখন।
বৃহৎ সরসী তীরে অধোমুখে রহি লম্বমান,
কঠোর তপস্যারত সে তপস্বী, হেরিলেন রাম।
কহিলেন তাঁরে রাম, ধন্য তুমি হে তাপসবর,
দাশরথি রাম আমি, দাও মোরে প্রশ্নের উত্তর।
কোন্ জাতি কহ তুমি, রয়েছ কি নিরত হেথায়,
স্বর্গলোক লাভ তরে এ হেন কঠোর তপস্যায়।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিংবা শূদ্র, যথাযথ ভাবে
যাহা সত্য, হে সুব্রত, তাহা তুমি কহ মোরে এবে।
ছিলেন তপস্বী সেই অধোমুখে স্থিত যে ভাবেতে,
কহিলেন, রহি সেথা সে ভাবেই, শম্বুক নামেতে
শূদ্র আমি, কহিবনা আমি রাম অসত্য বচন,
দেবলোক লাভ তরে করিতেছি তপস্যা এমন।
শুনি সেই কথা রাম করি দীপ্ত খড়্গ উত্তোলন
শূদ্র তপস্বীর সেই করিলেন মস্তক ছেদন।
হলো বহু পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গ হতে সেথায় তখন,
আসি রাম সন্নিধানে কহিলেন যত দেবগণ
প্রীতিভরে, দেবকার্য হে রাম করেছ সম্পাদন
উত্তম রূপেতে তুমি, শূদ্র এই হলোনা সক্ষম

তোমার কার্যেতে এই, স্বর্গলোকে করিতে গমন,
হে রাম মোদের কাছে কর বর প্রার্থনা এখন।
কহিলেন রঘুবর বর এই চাহি দেবগণ
মৃত বিপ্র পুত্র সেই লাভ পুন করুক জীবন।
কহিলেন দেবগণ শম্বুকেরে করেছ নিহত
যবে রাম, সেই ক্ষণে বিপ্র পুত্র হয়েছে জীবিত।
যাব মোরা মুনিবর অগস্ত্যের আশ্রমে এখন
আমাদের সঙ্গে কর হে রাম তুমিও আগমন।

২৩। অগস্ত্য ও রাম

দেবতাগণের বাক্যে তাঁহাদের সঙ্গেতে তখন
করিলেন রঘুবর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন।
করিলেন মুনিবর যথোচিত পূজা দেবগণে,
সম্ভাষণ করি তাঁরে দেবগণ আনন্দিত মনে
গেলেন স্বধামে চলি, করিলেন প্রণাম তখন
মহর্ষি অগস্ত্যে রাম করি তাঁর নিকটে গমন।
নেহারিয়া রামে সেথা করি তাঁরে বহু সমাদরে
গ্রহণ অগস্ত্য মুনি কহিলেন, লভেছি তোমারে
সৌভাগ্য বশেতে রাম, বলেছেন দেবগণ মোরে
হে রাম, করেছ তুমি জীবিত ব্রাহ্মণ বালকেরে
বধি শূদ্র তপস্বীরে, করি আজ রজনী যাপন
আমার আশ্রমে রাম, প্রাতে কাল করিও গমন।
বিশ্বকর্মা বিনির্মিত এই সব দিব্য অলঙ্কার
ধারণ এখন তুমি কর রাম দেহেতে তোমার।
করিলে দানেতে প্রাপ্ত দ্রব্য যত দান পুনরায়,
হয় সুমহৎ ফল, আজি ইহা দিতেছি তোমায়।

বিধি অনুসারে আমি, কর তুমি গ্রহণ এখন
আমার প্রদত্ত এই সমুজ্জ্বল নানা আভরণ।
কহিলেন রঘুবর করি তাহা গ্রহণ তখন
হয়েছি উৎসুক আমি হে মহর্ষি করিতে শ্রবণ
লভেছেন কোথা হতে এইসব অপূর্ব ভূষণ।

কহিলেন মুনিবর, ইহার সকল বিবরণ
কহিতেছি আমি রাম, কর তাহা শ্রবণ এখন।
মৃগ পক্ষী শূণ্য এক মহারণ্য শতেক যোজন
ছিল পূর্বে ত্রেতাযুগে, তপস্যাতে ছিলাম মগন
সেথা আমি, একদিন ভ্রমি সেই অরণ্য মাঝারে
পশিনু নির্জন এক আশ্রমেতে সরোবর তীরে।
করি আমি সে আশ্রমে সেইদিন রজনী যাপন
সরোবর সন্নিকটে করিলাম প্রভাতে গমন।
সুপুষ্ট অম্লান এক শব আমি হেরিনু সেখানে,
কেন হেথা এই শব বিস্ময়েতে ভাবিলাম মনে।
হংসযুক্ত মনোরম রথ এক আসিল তখন,
রথে সেই স্বর্গবাসী পুরুষ ছিলেন একজন।
মৃদঙ্গ ও বীণা সহ সুভূষিতা অপ্সরারা যত
করিছে নৃত্য ও গীত রথ মাঝে রহি অবস্থিত।
নেহারিনু সে পুরুষ রথ হতে নামি অনন্তর,
করিলেন মাংস সেই শবের ভোজন রঘুবর।
অনন্তর সরোবরে করিলেন যবে আচমন
তখন তাঁহারে আমি কহিলাম করি সম্বোধন,
হে সৌম্য রূপেতে তুমি দেবতুল্য, তবুও এখন
করিছ কেন বা হেথা বিগর্হিত আহার এমন।

কহিলেন সে পুরুষ করি মোর সে কথা শ্রবণ
যুক্ত করে, নাহি মম শক্তি কিছু করিতে বর্জন
হে ব্রহ্মর্ষি কার্য এই, সুদেব নামেতে নরপতি
পিতা মম, নৃপ সেই ছিলেন বিদর্ভ অধিপতি।

জন্মিলাম দুই পুত্র দুই পত্নী গর্ভেতে তাঁহার
শ্বেত নাম মম, আর ছিল ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার
সুরথ নামেতে খ্যাত, মৃত্যু যবে হলো জনকের
পুরবাসীগণ মোরে করিল নৃপতি বিদর্ভের।
বহুবর্ষ হলে গত তপোবনে করিনু গমন
বিদর্ভের রাজ্যভার করি ভ্রাতা সুরথে অর্পণ।
সরোবর তীরে এই ত্রিসহস্র বর্ষ অবিরত
রহিলাম মুনিবর সুকঠোর তপস্যাতে রত,
সর্বোত্তম ব্রহ্মলোক করিলাম লাভ অনন্তর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা কিন্তু মম দূর নাহি হলো মুনিবর।
কহিলাম স্বয়ম্ভুরে কোন কর্মফলে ভগবন্
হতেছি কাতর আমি ক্ষুধা আর তৃষ্ণাতে এমন।
কোথা এবে পাব খাদ্য, কহিলেন স্বয়ম্ভু তখন
নিজ শব মাংস তুমি কর নিত্য আহার এখন।
তপস্যাতে রহি রত নিজে শুধু করেছ আহার
কর নাই তুমি কভু সাধু কিংবা অতিথি সৎকার
ফলমূল করি দান, ক্ষুধা তৃষ্ণা রয়েছে এমন
তারি ফলে, কর তুমি নিজ মাংস আহার এখন।
যখন অগস্ত্য মুনি করিবেন হেথা আগমন,
করিবেন মুক্ত তিনি ইহা হতে তোমারে তখন।
করিতেছি সে অবধি এ নিন্দিত আহার্য ভোজন
ক্ষয় তবু এ শবের হয় নাই কিছু ভগবন্।

হে ব্রহ্মর্ষি, ধন বস্ত্র, নানা ভোজ্য, নানা আভরণ
করিতেছি আপনারে হেথা আমি প্রদান এখন।
আমার উদ্ধার তরে করি এবে এ সব গ্রহণ
অনুগ্রহ মোর প্রতি হে প্রভু করুন প্রদর্শন।
শুনি সেই কথা আমি করিলাম সে দান গ্রহণ
হলো পূর্ব শব দেহ নৃপতির বিনষ্ট তখন।
করিলেন অনন্তর হর্ষে নৃপ স্বর্গেতে গমন
দিয়েছেন মোরে রাম তিনিই এ সব আভরণ।

২৪। দণ্ডকারণ্যের বিবরণ

অগস্ত্যের কথা শুনি হয়ে রাম বিস্ময়ে মগন
করিলেন অগস্ত্যেরে পুনরায় জিজ্ঞাসা তখন,
ছিলেন করিতে শ্বেত যে বনে তপস্যা ভগবন
কেন ছিল সেই বন মৃগ পক্ষী বিহীন তখন।
কহিলেন মুনিবর, সত্যযুগে ছিলেন ভূপতি
দণ্ডধর মনু রাম, ছিলেন ইক্ষ্বাকু মহামতি
পুত্র তাঁর, করি মনু পুত্রে সেই রাজ্যেতে স্থাপন,
কহিলেন অনন্তর, রাজবংশ করি প্রবর্তন
কর রক্ষা প্রজাগণে, দিও শাস্তি অপরাধী জনে,
শাস্ত্র অনুসারে পুত্র, দণ্ড তুমি দিও সাবধানে।
ইক্ষ্বাকুর হলো রাম শত পুত্র, কনিষ্ঠ যেজন,
মূঢ় ও অকৃতবিদ্য ছিলেন সে নৃপতি নন্দন।
দণ্ড প্রাপ্ত হতে হবে একদিন নিশ্চয় ইহার
ভাবি ইহা, নরপতি রাখিলেন দণ্ড নাম তাঁর।

শৈবল ও বিন্ধ্য এই দুই গিরি মাঝে অনন্তর
দেশে এক, করিলেন রাজা সেই পুত্রে নৃপবর,
স্থাপিলেন সেথা দণ্ড মধুমন্ত নামেতে নগর।
করি আর শুক্রাচার্যে পুরোহিত পদেতে বরণ,
লাগিলেন সুখে দণ্ড রাজ্য সেই করিতে পালন।

একদা মন্দাত্মা দণ্ড চৈত্র মাস মাঝে মনোরম,
করিলেন রমনীয় শুক্রাচার্য আশ্রমে গমন।
অনুপম রূপবতী শুক্রকন্যা অরজারে সেথা
হেরি দণ্ড কহিলেন, হে সুন্দরি শোন মোর কথা।
হয়েছি বিমুগ্ধ অতি এবে আমি নেহারি তোমারে,
কে তুমি, কাহার কন্যা, সবিস্তারে কহ তা আমারে।
কহিলা অরজা, আমি জ্যেষ্ঠা কন্যা শুক্রের রাজন্
আমার তিনিই গুরু, বাঞ্ছা মোরে করিলে এখন
মম পিতৃপাশে তুমি কর নৃপ প্রার্থনা আমারে,
অন্যথা ক্রোধেতে তাঁর দগ্ধ তুমি হবে চিরতরে।
কহিলেন তাঁরে দণ্ড করি শিরে অঞ্জলি স্থাপন
হতেছে তোমার তরে প্রাণ মম বিদীর্ণ এখন।
করিওনা কালক্ষয়, অনুগ্রহ কর তুমি মোরে
মরণ তোমার লাগি হয় যদি, তবুও তোমারে
করিব গ্রহণ আমি, কহি ইহা করিলা ধর্ষণ
কম্পমানা অরজারে করি দণ্ড সবলে ধারণ।
আসিলেন শুক্রাচার্য শিষ্যসহ আশ্রমে যখন
হেরিলেন অরজারে অতি দীনা মলিনা তখন।
জ্ঞাত হয়ে সব কথা হয়ে অতি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত,
কহিলেন শুক্রাচার্য অনুগামী শিষ্যগণে যত।
অগ্নি শিখা সম দীপ্ত অরজারে করি পরশন
করেছে দুর্মতি দণ্ড যে মহা পাতক আচরণ,

সে হেতু প্রচণ্ড ধূলি সপ্ত রাত্রি করি বরিষণ
করিবেন ধ্বংস ইন্দ্র সর্ববিধ স্থাবর জঙ্গম
দণ্ডের রাজত্ব মাঝে, তোমরা আশ্রমবাসীগণ
দণ্ডের রাজত্ব হতে কর অন্য রাজ্যেতে গমন।
কহিলেন শুক্রাচার্য অনন্তর কন্যা অরজারে
সংযত ভাবেতে তুমি কর বাস আশ্রম ভিতরে
সরোবর তীরে এই, তোমার নিকটে রবে যারা,
ধূলি বরষণে সেই, নাহি হবে নিহত তাহারা।
পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে দুঃখে অতি কাতর অন্তরে,
অরজা করিতে বাস গেলেন কানন অভ্যন্তরে।
শুক্রাচার্য অনন্তর করিলেন অন্যত্র গমন,
দণ্ডক অরণ্য হলো ধ্বংস ধূলিবৃষ্টিতে তখন।
বিন্ধ্য আর শৈবলের মধ্যবর্তী সে স্থান এখন
দণ্ডের পাপের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এমন।
দণ্ডক অরণ্য নামে স্থান সেই এবে সুবিখ্যাত,
করেন দণ্ডক বনে তপস্যা তপস্বীগণ যত
জনস্থান বলি তাই অন্য নাম আছে দণ্ডকের
হে রাম দণ্ডকারণ্য বাসস্থান তপস্বীগণের।

২৫। বৃত্র বধের বিবরণ

অগস্ত্যের বাক্য অন্তে করি সেথা রজনী যাপন
প্রভাতে প্রণমি তাঁরে করিলেন অযোধ্যা গমন
রঘুবর পুনরায় রথ মাঝে করি আরোহণ।
ভরত ও লক্ষ্মণেরে আলিঙ্গন করি সমাদরে
কহিলেন রাম, আমি অযোধ্যা এসেছি এবে ফিরে,
ব্রাহ্মণের কার্য করি উত্তম রূপেতে সম্পাদন,
শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয় চাহি আমি করিতে এখন।

করি চিন্তা এ বিষয়ে তোমাদের কিবা অভিমত
কহ তা আমারে এবে, কহিলেন তখন ভরত,
যুক্ত করে রঘুবরে, আপনার রয়েছে সতত
সমগ্র বসুধা মাঝে হে রাঘব, যশ প্রতিষ্ঠিত।
যে ভাবেতে দেবগণ দর্শন করেন স্বয়ম্ভূরে,
করেন সকল নৃপ দর্শন সেভাবে আপনারে।
করে মনে আপনারে পিতৃতুল্য যত প্রজাগণ,
আপনিই পৃথিবীতে প্রাণীদের আশ্রয় পরম।
করিবেন কি প্রকারে আপনি সে যজ্ঞ সম্পাদিত
হবে যাহে পৃথিবীতে নৃপগণ সকলি নিহত।
পরাক্রান্ত বীর যারা এ যজ্ঞেতে হবে সব হত,
তব বশবর্তী ধরা ধ্বংস করা হবে অসঙ্গত।
হয়ে আনন্দিত করি ভরতের সে বাক্য শ্রবণ,
কহিলেন রাম তাঁরে স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন।
যুক্তিযুক্ত কথা তুমি হে ভরত বলেছ আমারে
তোমার কথাতে এই প্রীতি লাভ করেছি অন্তরে।
ত্যজিলাম তোমার এ সমুচিত কথা অনুসারে
ছিল যেই অভিলাষ মনে মম রাজসূয় তরে।

কহিলেন শুনি তাহা সৌমিত্রি লক্ষ্মণ অনন্তর
নিষ্পাপ আপনি, তবু আপনারে কহি রঘুবর,
সর্বপাপ নাশ কারী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন
শাস্ত্র বিধি অনুসারে হে রাজন করুন এখন।
হয়েছিল দেবেন্দ্রের ব্রহ্ম হত্যা পাপ বিমোচন
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, এই কথা করেছি শ্রবণ।
বৃত্র নামে দিতি পুত্র পুরাকালে ছিলেন বিখ্যাত,
গুণেতে তাঁহার ছিল অনুরক্ত প্রজাগণ যত।
ছিলেন বদান্য তিনি বুদ্ধিমান ধর্মপরায়ণ,
ন্যায় অনুসারে তিনি করিতেন পৃথিবী শাসন।

বহুকাল পরে করি জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজত্ব প্রদান,
তপস্যার তরে তিনি করিলেন অরণ্যে প্রস্থান।
হয়ে তাহে ভীত ইন্দ্র কহিলেন বিষ্ণুরে তখন,
ধর্মজ্ঞ ও বলবান বৃত্রে এবে করিতে শাসন
নাহিক শকতি মম, তপস্যাতে শক্তি বৃদ্ধি তার
শক্তি বৃদ্ধি, রবে তবে বশ সবে সতত তাহার।
হে বিষ্ণু দেবতাগণে অনুগ্রহ করুন এখন
বৃত্রেরে নিহত করি মহাকার্য করুন সাধন।
কহিলেন কথা সেই শুনি বিষ্ণু যত দেবগণে
বৃত্রের সঙ্গেতে আমি আছি বদ্ধ বন্ধুত্ব বন্ধনে।
তাই আমি নিজে তারে পারিবনা করিতে নিহত,
কহিব উপায় সেই বৃত্র এবে হবে যাহে হত।
ত্রিধা করি তেজ মম এক ভাগ দিব দেবেন্দ্রেরে,
করিব দ্বিতীয় ভাগ সংস্থাপন বজ্রের ভিতরে।
অপর তৃতীয় ভাগ ভূতলেতে করিবে গমন,
তবেই বধিতে বৃত্রে দেবরাজ হবেন সক্ষম।
গেলেন তখন ইন্দ্র সঙ্গে লয়ে দেবগণে যত,
যেখানে ছিলেন বৃত্র সুকঠোর তপস্যাতে রত।
করিলেন বজ্র ইন্দ্র বৃত্র পানে নিক্ষেপ তখন,
হলো তাহে ভূপতিত হয়ে বৃত্র বিগত জীবন।
অন্যায় ভাবেতে বৃত্রে করি হত সশঙ্কিত মনে
বহুদূরে গিয়ে ইন্দ্র রহিলেন অতি সংগোপনে।
কিন্তু দেবেন্দ্রের বজ্রে নেহারিয়া নিহত বৃত্রেরে,
ব্রহ্ম হত্যা পাপ গিয়ে আশ্রয় করিল দেবেন্দ্রেরে।
কহিলেন দেবগণ আসি বিষ্ণু সমীপে তখন
হয়েছে নিহত বৃত্র, কিন্তু এবে করিছে পীড়ন
ব্রহ্ম হত্যা পাপ ইন্দ্রে, করুন এখন নারায়ণ
সেই পাপ হতে তাঁর মুক্তির উপায় নির্ধারণ।

কহিলেন বিষ্ণু ইন্দ্র অশ্বমেধ করি সম্পাদন
করুন অর্চনা মোরে, হবে তাহে পাপ বিমোচন।
বিষ্ণুর সে কথা শুনি দেবগণ গেলেন সেখানে
ভয়েতে বিবশ হয়ে দেবরাজ ছিলেন যেখানে।
ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত ইন্দ্রে সেথা করি নিরীক্ষণ
অশ্বমেধ যজ্ঞ তরে করিলেন সর্ব আয়োজন।
হলেন দীক্ষিত ইন্দ্র যজ্ঞে সেই, সমাপ্ত যখন
হলো যজ্ঞ, ব্রহ্ম হত্যা দেবগণে কহিল তখন,
কোথা এবে যাব আমি, কহিলেন তারে দেবগণ
হও তুমি ব্রহ্ম হত্যা চারি ভাগে বিভক্ত এখন।
হয়ে চারি ভাগ সেই ব্রহ্ম হত্যা কহিল তখন,
এক ভাগে বর্ষাকালে চারিমাস করিব যাপন
দর্প বিনাশিনী রূপে পরিপূর্ণা নদীর মাঝারে,
রহিব দ্বিতীয় ভাগে অনুর্বরা ভূমির ভিতরে।
করিব তৃতীয় ভাগে অবস্থিতি নারীর মাঝারে
প্রতিমাসে ঋতুকালে, পীড়িত নির্দোষ ব্রাহ্মণেরে
করিবে যে চতুর্থাংশ যাবে মোর তাহার ভিতরে।
কহিলেন দেবগণ হবে তাই, হলো অনন্তর
অশ্বমেধ যজ্ঞ অন্তে দেবেন্দ্রের প্রসন্ন অন্তর।
এ হেন প্রভাব যেই অশ্বমেধ যজ্ঞের রাজন্
সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এখন করুন সম্পাদন।

২৬। ইল ও বুধ—পুরুরবার জন্ম

কহিলেন রাম, তুমি বৃত্রের এ বধ বিবরণ
আর অশ্বমেধ ফল কহিলে যা সত্য তা লক্ষ্মণ,
আমিও কহিব এক পূর্ব কথা, কর তা শ্রবণ।

ছিলেন তনয় এক প্রজাপতি পুত্র কর্দমের
ইল নামে, ইল সেই ছিলেন নৃপতি বাহ্লীকের।
একদিন চৈত্র মাসে পশিলেন অরণ্য ভিতরে,
অনুচরগণ সহ নৃপ ইল, মৃগয়ার তরে।
বহু পশু বধ করি অনন্তর গেলেন সেখানে
শঙ্কর পার্বতী সহ অবস্থিত ছিলেন যেখানে।
সর্ব অনুচরগণ সহ করি শিব স্ত্রীরূপ ধারণ,
পার্বতীর ইচ্ছামত ক্রীড়ারত ছিলেন তখন।
অনুচরগণ সহ ইল পশিলেন যখন সেখানে
হলেন স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত লয়ে সর্ব অনুচরগণে।
দুঃখেতে কাতর নৃপ শঙ্করের নিলেন শরণ,
সহাস্যে শঙ্কর তাঁরে কহিলেন একথা তখন,
পুরুষত্ব বিনে আর কিবা চাহ বল তা এখন।
মহাদেব হতে কিছু আশা নাহি লভি নরপতি,
জানালেন পার্বতীরে আপনার পরম দুর্গতি।
কহিলেন হরপ্রিয়া, মহাদেব করেছেন দান
অর্ধ বর, অপরার্ধ আমি এবে করিব প্রদান।
কভু হবে নর আর কভু বা রমণী হবে তুমি
তোমার বাসনা হলে বর এই দিতে পারি আমি।
কহিলেন ইল, রব একমাস রমণী রূপেতে,
পরবর্তী মাস দেবী, রহিব পুরুষ আকৃতিতে
চাহি এই বর আমি। কহিলেন পার্বতী তখন
হবে তাই, নররূপ লাভ তুমি করিবে যখন,
সে সময়ে নারী ভাব হবে তুমি বিস্মৃত রাজন্।
আবার রমণী রূপ ধারণ করিবে তুমি যবে,
তোমার পুরুষ ভাব বিস্মৃত তখন তুমি হবে।
সে অবধি একমাস ইলা নামে রমণী রূপেতে
রহি নৃপ, রহিলেন পর মাস নর আকৃতিতে।

নারীরূপ লাভ করি ইল নৃপ প্রথম মাসেতে
লয়ে নারীরূপ ধারী অনুচরগণেরে সঙ্গেতে
পশি বনে হেরিলেন সরোবর অতি মনোরম,
সোম পুত্র বুধে আর করিলেন সেথা দরশন,
সলিল মাঝারে তিনি তপস্যাতে ছিলেন মগন।
হেরি বুধে লয়ে ইলা স্ত্রীরূপিনী যত সঙ্গীগণে
করিলেন আলোড়িত সরোবর সলিল সেখানে।
নেহারি ইলারে বুধ ভাবিলেন একথা তখন
অপরূপ রূপবতী হেন আর করিনি দর্শন।
না হলে অপর কারো ভার্যা ইনি পারি আমি তবে
গ্রহণ করিতে এই রূপসীরে ভার্যা রূপে এবে।
ভাবি ইহা সুধালেন অনুচরীগণেরে তাঁহার
কেন এসেছেন ইনি এবে হেথা, ভার্যা ইনি কার।
কহিল তাহারা সবে কর্ত্রী ইনি আমা সবাকার,
হয়নি বিবাহ, তাই ভর্তা কেহ নাহিক ইঁহার।
শুনি তাহা জ্ঞাত বুধ হলেন সকল বিবরণ
আবর্তনী বিদ্যা বলে, সহচরী গণেরে তখন
কহিলেন বুধ, যাও ওই গিরি মাঝারে এখন।
ফলমূল ভোজী হয়ে কর বাস সে পর্বতে এবে
কিম্পুরুষ নারী হয়ে, ভর্তা সেথা তোমরা লভিবে।
বুধের সে কথা শুনি গেল সেই সহচরী গণ
সেথা হতে দূরে যবে, কহিলেন সহাস্যে তখন
আসি বুধ ইলা পাশে, শশধর জনক আমার
হে সুন্দরি, জেনো আমি অতি প্রিয় তনয় তাঁহার।
প্রীতিপূর্ণ নয়নেতে হেরি মোরে ভজনা এখন
কর তুমি, ইলা তাঁরে কহিলেন একথা তখন।
হলাম তোমার বশ, তোমার বাসনা অনুসারে,
শুনি তাহা হর্ষে বুধ করিলেন গ্রহণ তাঁহারে।

অতীত বৈশাখ মাস হলো যবে, শয্যায় তখন
জাগরিত হয়ে ইল, হেরিলেন তপস্যা মগন
রয়েছেন সরোবরে চন্দ্র পুত্র, নারী ভাব আর
ছিলনা তখন মনে নররূপী সে ইল রাজার।
সুধালেন বুধে তাই, লয়ে মম সহচর গণে
করেছিনু আগমন কিছু আগে এ গভীর বনে,
কেন এবে সে সবারে নিরীক্ষণ না করি এখানে।
কহিলেন বুধ, ছিল তোমার যে অনুচরগণ,
শিলাবর্ষণেতে তারা হত সবে হয়েছে রাজন্।
হেথায় আশ্রয় নিয়ে হয়েছিলে নিদ্রাতে মগন,
ফলমূল ভোজী হয়ে কর এবে হেথায় যাপন।
কহিলেন নৃপ ইল হয়ে অতি দুঃখিত তখন,
অনুচরগণ বিনে নাহি চাহি বাঁচিতে এখন।
যশস্বী ধার্মিক পুত্র শশবিন্দু নামেতে আমার,
আমা বিহনেতে এবে রাজ্যেতে লভিবে অধিকার।
সুখে অবস্থিত মম অনুচর পত্নীগণে সবে
পারিবনা জানাতে এ অশুভ বারতা আমি এবে।
কহিলেন বুধ তুমি বাস হেথা কর সংবৎসর,
শুভ যাতে হয় তাহা হে নৃপ, করিব অনন্তর।
শুনি তাঁর কথা নৃপ রহিলেন সেথায় তখন
একমাস নারীরূপে, করি অন্য মাসেতে ধারণ
নররূপ হলো যবে নয় মাস গত অনন্তর,
করিলেন প্রসব সে নারীরূপী ইল নৃপবর,
পুরুরবা নামে পুত্র, আনি সেই তনয়ে তখন
বুধের হস্তেতে ইলা করিলেন সাদরে অর্পণ।
বর্ষ অন্তে পুনঃ ইল নররূপ লভিলা যখন,
তপঃসিদ্ধ মুনিগণে করিলেন আহ্বান তখন

চন্দ্রের তনয় বুধ। সংবর্ত্ত, অরিষ্টনেমি আর
ভার্গব, চ্যবন আদি আসিলেন নিকটে তাঁহার।
কহিলেন সে সবারে কথা এই বুধ অনন্তর
করেছেন যে অবস্থা লাভ এবে ইল নৃপবর
আছেন তা অবগত আপনারা যত ঋষিগণ,
প্রতিকার হয় যাতে ইহার তা করুন এখন।
এ হেন সময়ে লয়ে সঙ্গে তাঁর অন্য ঋষিগণে
মহর্ষি কর্দম আসি উপনীত হলেন সেখানে।
কহিলেন তিনি সবে, হবে শুভ করিলে এখন
নৃপতি ইলের তরে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন।
নাহি পারিবেন কেহ শিব বিনে করিতে উদ্ধার
নৃপতি ইলেরে এই, অশ্বমেধ অতি প্রিয় তাঁর
করিব সে যজ্ঞ এবে মন তুষ্ট করিতে তাঁহার।
বুধের আশ্রম পাশে করিলেন সকলে তখন,
শিবের সন্তোষ তরে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন।
যজ্ঞ শেষ হলে পরে করিলেন ইল নৃপবরে
পুরুষত্ব দান পুনঃ মহাদেব প্রসন্ন অন্তরে।
বাহ্লীক ত্যজি সে ইল, মধ্যপ্রদেশেতে অনন্তর
করিলেন সংস্থাপন প্রতিষ্ঠান নামেতে নগর।
হলেন বাহ্লীক রাজা জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দু তাঁর,
নৃপতি হলেন নৃপ প্রতিষ্ঠান নগরে তাঁহার।
অনন্তর ইল যবে করিলেন স্বর্গেতে গমন,
পুরুরবা প্রতিষ্ঠানে নরপতি হলেন তখন।
হে ভরত, হে লক্ষ্মণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভাবেতে,
পুরুষত্ব প্রাপ্ত পুনঃ ইল নৃপ হন এ ভাবেতে।

২৭। অশ্বমেধ যজ্ঞ—কুশ ও লব

কহি ইহা ভ্রাতৃগণে কহিলেন রাম পুনরায়
বশিষ্ঠ ও বামদেব, জাবালি ও কশ্যপে হেথায়
আন করি আবাহন। শুনি তাঁর সে কথা লক্ষ্মণ
করিলেন তাঁহাদেরে রাম পাশে ত্বরা আনয়ন।

যজ্ঞ তরে রাঘবের বাঞ্ছা সেই করিয়া শ্রবণ
'সাধু' 'সাধু' বলি তাঁরে করিলেন প্রশংসা তখন
সমাগত বিপ্র যত। হেন ভাবে সম্মতি সবার
করি লাভ লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম পুনর্বার,
সুগ্রীবের নিকটেতে কর দূত প্রেরণ এখন,
অঙ্গদ ও হনুমান আর যত শ্রেষ্ঠ কপিগণ
সবার সহিত তিনি হেথায় করুন আগমন।

কর তুমি বিভীষণে যজ্ঞেতে আসিতে আমন্ত্রণ,
রক্ষকুল সহ তিনি হেথায় করুন আগমন।

আছেন হিতার্থী মম নৃপ যত পৃথিবী ভিতরে
কর সবে নিমন্ত্রণ যজ্ঞ মোর দর্শনের তরে।

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি আর ধর্মশীল যত দ্বিজগণে
কর নিমন্ত্রণ তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।

নৈমিষ অরণ্য মাঝে গোমতীর তীরেতে এখন,
সুবিশাল যজ্ঞ ভূমি কর তুমি নির্মাণ লক্ষ্মণ।

বহন বিবিধ দ্রব্য করি এবে যাক পশু যত,
দাও আর স্বর্ণমুদ্রা যজ্ঞ তরে প্রয়োজন মত।

ভরত সবার অগ্রে যজ্ঞ স্থলে করুন গমন,
বিক্রেতা বিপণি সহ বাল বৃদ্ধ পুরবাসীজন
যাক এবে সঙ্গে তাঁর, বিপ্রবৃন্দ শিল্পীবৃন্দ আর,
পাচক, নর্তক, নট গমন করুক সঙ্গে তাঁর।

কুমারীগণেরে আর নারীগণে অন্তঃপুর হতে
মাতৃগণ সহ মম কর তুমি প্রেরণ যজ্ঞেতে
সীতার কাঞ্চনী মূর্তি কর যজ্ঞ ভূমিতে প্রেরণ
দীক্ষার কালেতে মম মূর্তি সেই রহিবে লক্ষ্মণ।
এ সব সঙ্গেতে লয়ে হে লক্ষ্মণ এখন সত্বর
যজ্ঞভূমি অভিমুখে ভরত হউন অগ্রসর

যজ্ঞের ব্যবস্থা যবে হলো শেষ, অতি সুলক্ষণ
কৃষ্ণ বর্ণ অশ্ব এক করা হলো মোচন তখন।
সুগ্রীব পবিত্র ভাবে লয়ে নিজ কপিকুলে যত
রহিলেন বিপ্রদের ভোজ্য পরিবেষনেতে রত।
রাক্ষসগণের সহ বিভীষণ হয়ে অবহিত
উগ্রতপা ঋষিদের রহিলেন সেবাতে নিরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সেই, লক্ষ্মণের নির্দেশে তখন
হলো সম্পাদিত, যেন দেবেন্দ্রের যজ্ঞের মতন।
'পান ও ভোজন কর' সদা এই শব্দ সমুত্থিত
হতেছিল সে মহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবিরত।
ছিলেন যজ্ঞেতে সেই উপস্থিত অতি বৃদ্ধ যত
মুনিগণ, হেরি যজ্ঞ তাঁরা সবে হলেন বিস্মিত।
নৃপেন্দ্র রামের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ অবিরত
হলো বর্ষকাল ব্যাপি উত্তম ভাবেতে অনুষ্ঠিত।

মহর্ষি বাল্মীকি মুনি যজ্ঞ সেই দর্শনের তরে
আসি সেই যজ্ঞ ভূমে ঋষিদের আশ্রম ভিতরে
করিলেন অবস্থান অনন্তর করি আবাহন
কহিলেন লবকুশে মিলি এবে তোমরা দুজন
কর রামায়ণ গান করি নানা স্থানেতে ভ্রমণ।

ঋষিদের আশ্রমেতে, ব্রাহ্মণগণের গৃহে আর
সাধারণ পথ মাঝে, ভবনেতে সকল রাজার,
গৃহ দ্বারে সকলের অযোধ্যায় জন সমাজেতে,
কর রামায়ণ গান তোমরা পরম আনন্দেতে।
এনেছি যা ফলমূল তাই শুধু করিও আহার,
তোমরা কাহারো কাছে কোরোনা প্রার্থনা কিছু আর।'
শুনিতে এ রামায়ণ রাম যদি করেন আহ্বান
তোমরা তাঁহার কাছে করিও এ রামায়ণ গান।
পূর্বে উপদেশ আমি তোমাদের দিয়েছি যে ভাবে,
প্রত্যহ বিংশতি সর্গ তুজনেতে গাহিও সে ভাবে।
সবারে শুনাবে ইহা, এ জগৎ রবে যতদিন,
এই রামায়ণ গান এ জগতে হবে ততদিন।
জন্মিবেন ভবিষ্যতে বুদ্ধিমান কবিগণ যত,
করিবেন এই গান তাঁরা সবে প্রচার সতত।
স্বল্প মাত্র ধন লোভ কেহ কভু না রাখিও মনে,
ফলমূলাহারী হয়ে কোরো বাস সতত আশ্রমে।
যদি পরিচয় রাম জিজ্ঞাসা করেন তোমাদেরে
'বাল্মীকির শিষ্য মোরা' শুধু ইহা বলিও তাঁহারে।
সুমধুর বীণা যোগে এবে বৎস, তোমরা তুজন,
মহারাজ সমীপেতে করিও গান এ রামায়ণ।
নরপতি হন জেনো পিতৃতুল্য ধর্মতঃ সবার,
নাহি করি অবহেলা গাবে গান সম্মুখে তাঁহার।
প্রভাতে আগামীকল্য সমাহিত হয়ে হৃষ্ট মনে
করিও তোমরা গান সুমধুর ভাবে তুইজনে।

রজনী প্রভাত হলে স্নান হোম করি সমাপন
বাল্মীকির আজ্ঞামত করি নানা স্থানেতে গমন,
লাগিলেন কুশলব গাহিতে বাল্মীকি রামায়ণ।

শুনি বীণাধ্বনি সহ সে দোঁহার সুমধুর গান
হলেন শুনিতে তাহা সমুৎসুক রঘুপতি রাম।
অবসর সময়েতে সর্বজন মাঝারে তখন
সমাদর করি রাম করিলেন দোঁহে আনয়ন।
সভামাঝে অবস্থিত ঋষিগণ আর নৃপগণ,
আগ্রহেতে সে দোঁহারে লাগিলেন করিতে দর্শন।
কহিলেন তাঁরা সবে বিম্ব হতে প্রতিবিম্ব প্রায়,
রামের সদৃশ যেন হেরিতেছি ভ্রাতা দুজনায়।
জটা ও বল্কল ধারী না হলে এ ভ্রাতা দুইজন,
পার্থক্য রামের হতে যেতনা করিলে নির্ধারণ।
গাহিলেন তাঁরা সেথা বিংশ সর্গ রামায়ণ হতে,
বহু স্বর্ণমুদ্রা রাম কহিলেন সে দোঁহারে দিতে।
ভরত হলেন দিতে মুদ্রা সেই উদ্যত যখন,
কহিলেন কুশ লব, বনবাসী মোরা দুইজন
বন্য ফলমূল ভোজী, সুবর্ণেতে নাহি প্রয়োজন।
শুনি তা বিস্মিত সেথা সভাতে হলেন সর্বজন।
কহিলেন রাম, কহ কাব্য এই রচিত কাহার,
রচিত যাঁহার ইহা বল কোথা নিবাস তাঁহার।
কহিলেন কুশলব, বাল্মীকির সহ আগমন
করেছি আমরা হেথা, মোরা তাঁরি শিষ্য দুইজন।
এ কাব্য রচিত তাঁর, ইচ্ছা যদি হয় হে রাজন,
অবসরকালে তবে কাব্য এই করুন শ্রবণ।
গেলেন বাল্মীকি পাশে কহি ইহা ভ্রাতা দুইজন,
কহিলেন রাম, আহা কি সুন্দর গান মনোরম।

২৮। সীতার পাতাল প্রবেশ

অনন্তর লয়ে যত মুনি আর নৃপগণে রাম
শুনিলেন বহুদিন মধুর সে রামায়ণ গান।
বুঝিলেন রঘুবর করি চিন্তা মনেতে তখন,
সীতার তনয় সেই কুশ আর লব দুইজন।
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে বুঝি তাহা, কর আনয়ন
মহর্ষি বাল্মীকি সহ হেথা তুমি সীতারে এখন।
মহামুনি বাল্মীকির অনুমতি লয়ে সভামাঝে
করুন প্রমাণ সীতা পবিত্রতা সকলের কাছে।
বাল্মীকি মুনির আর জানকীর কিবা অভিপ্রায়
এ প্রমাণ বিষয়েতে জানি তাহা জানাও আমায়।
প্রভাতে আগামী কল্য আসি হেথা এ রাজসভাতে
করুন শপথ সীতা আমার ও সবার সাক্ষাতে।
রামের সে অভিপ্রায় করিলেন শ্রবণ যখন,
কহিলেন শত্রুঘ্নেরে মুনিবর বাল্মীকি তখন।
কহিলে যা হবে তাই স্ত্রীজাতির পতিই দেবতা,
বলেছেন যাহা রাম করিবেন তাই এবে সীতা।
বাল্মীকির কথা সেই জ্ঞাত রাম হলেন যখন,
ঋষি ও নৃপতিগণে কহিলেন সহর্ষে তখন
সীতার শপথ কাল করিবেন সকলে শ্রবণ,
সাধু সাধু রব তাহে করিলেন সেথা সর্বজন।

রজনী প্রভাত হলে যজ্ঞভূমি মাঝারেতে রাম,
আনিলেন ঋষিগণে সমাদরে করিয়া আহ্বান।
বশিষ্ঠ ও বামদেব, বিশ্বামিত্র, জাবালি, ভার্গব,
দুর্বাসা, অগস্ত্য, গর্গ, চ্যবনাদি মুনিগণ সব
অন্য মুনিগণ সহ করিলেন সেথা আগমন,
করিলেন আগমন বহু শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ।

মহাবল রক্ষকুল, মহাবল কপিকুল যত,
পৌরজন যত আর সেথা সবে হলো সমাগত।
ছিলেন তাঁহারা যবে সীতার শপথ প্রতীক্ষায়,
তখন সীতারে লয়ে আসিলেন বাল্মীকি সেথায়।
বাষ্পাকুল নেত্রে সীতা ধ্যান রামে করি অনুক্ষণ
আসিলেন মুনিবর বাল্মীকির পশ্চাতে তখন
অধোমুখে যুক্তকরে, হেরি সেই সুব্রতা সীতারে
মহর্ষি বাল্মীকি সহ, হলো সেই সভার ভিতরে
সমুত্থিত সাধুবাদ। কহিলেন বাল্মীকি তখন
নিষ্পাপ ও পতিব্রতা সীতা এই, হে রঘুনন্দন,
সেকথা জেনেও তুমি করেছিলে তাঁহারে বর্জন।
করিবেন সীতা আজি হেথা এবে প্রমাণ প্রদান
বিশুদ্ধি বিষয়ে নিজ, অনুমতি দাও তুমি রাম।
কহিতেছি সত্য আমি সীতার এ পুত্র দুইজন
তোমারি যুগল পুত্র, সত্য ইহা হে রঘুনন্দন।
দশম তনয় আমি হে রাম মহর্ষি প্রচেতার,
কহি নাই মিথ্যা কভু, জেনো এরা তনয় তোমার।
সীতা যে বিশুদ্ধা অতি, দেহ মন পবিত্র তাঁহার
জ্ঞাত হয়ে তাহা, তাঁরে রেখেছিনু আশ্রমে আমার।
পতিব্রতা এ সীতারে সুচরিতা জেনেও তখন,
করেছিলে রঘুবর লোকনিন্দা ভয়েতে বর্জন।
আপনার নির্দোষিতা করিবেন প্রমাণ এখন
জনক নন্দিনী সীতা এ সভাতে হে রঘুনন্দন।
যে প্রিয়তমারে তুমি লোক ভয়ে করেছ বর্জন
শুদ্ধা তিনি, করিতেছি ইহা আমি ঘোষণা এখন।
যুক্তকরে রাম তাঁরে কহিলেন করি তা শ্রবণ
কথা তব সত্য সব আমি তাহা জানি ভগবন্।

দেবগণ সমক্ষেতে লঙ্কাপুরে শপথ যখন
করিলেন সীতা, তাঁরে এনেছিনু গৃহেতে তখন।
জেনেও নিষ্পাপ সীতা, লোকনিন্দা ভয়েতে তাঁহারে,
করেছিনু ত্যাগ দেব, ক্ষমা এবে করুন আমারে।
পুত্র মম কুশলব জানি তাহা, সবার মাঝারে
শুদ্ধা প্রতিপন্না সীতা স্থান মম লভুন অন্তরে।
রামের সে কথা শুনি ব্রহ্মা সহ সর্ব দেবগণ,
নাগ, যক্ষ, ঋষিকুল করিলেন সেথা আগমন।
বহি চারিদিক হতে সুখস্পর্শ সুরভি পবন,
দেবতা ও জনগণে আনন্দিত করিল তখন।
কাষায় বসনা সীতা সর্বজনে করি দরশন
অধোমুখে যুক্ত করে কহিলেন একথা তখন,
রাম ভিন্ন অন্যে যদি মনে নাহি দিয়ে থাকি স্থান,
ধরনী ভূগর্ভে তবে স্থান মোরে করুন প্রদান।
রামের অর্চনা যদি করে আমি থাকি অবিরাম,
ধরনী ভূগর্ভে তবে স্থান মোরে করুন প্রদান।
সত্য যদি বলে থাকি রাম ভিন্ন নাহি কারো স্থান
মনে মম, তবে ধরা স্থান মোরে করুন প্রদান।
করিলে শপথ সীতা হলো সেথা উত্থিত তখন
ভূমিতল হতে এক সিংহাসন অতি মনোরম।
দিব্য রত্নধারী আর দিব্য দেহ যত নাগগণ
করেছে সে সিংহাসন তাহাদের মস্তকে ধারণ।
সেথা হতে ধরাদেবী বৈদেহীরে করি সম্ভাষণ
সিংহাসন মাঝে সেই বসালেন যতনে তখন।
হেরি সীতা পশিছেন পাতালে বসি সে সিংহাসনে,
করিলেন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি সহর্ষে সেখানে।
সাধুবাদ সমুত্থিত হলো অন্তরীক্ষেতে তখন,
ধন্য তুমি হে বৈদেহী, কহিলেন যত দেবগণ।

যজ্ঞস্থলে সমাগত মুনিগণ আর নৃপগণ,
হলেন নেহারি তাহা সুগভীর বিস্ময়ে মগন।
ভূতলে পাতালে আর অন্তরীক্ষে সর্ব দেবগণ
রোমাঞ্চিত হলো সবে দৃশ্য সেই করি দরশন।
হাহাকার ধ্বনি সেথা সমুত্থিত হলো অনন্তর
সর্বজনগণ মাঝে, নতশিরে রহি রঘুবর
দণ্ড কাষ্ঠ হস্তে ধরি লাগিলেন করিতে রোদন,
কহিলেন অনন্তর ক্রোধে আর শোকেতে তখন,
লক্ষ্মীরূপা বৈদেহীরে অন্তর্হিতা করি দরশন,
সুগভীর শোকে অতি মগ্ন আমি হয়েছি এখন।
মহা সমুদ্রের ধারে লঙ্কা হতে এনেছি সীতারে,
ধরা অভ্যন্তর হতে এবে আমি আনিব তাঁহারে।
হে দেবী বসুধা, তুমি সীতা মোরে কর প্রত্যর্পণ,
তা না হলে ক্রোধ মম জেনো এবে করিবে দর্শন।
জনক কর্ষণ করি যজ্ঞভূমি, গর্ভেতে তাহার
লভিলেন বৈদেহীরে, শ্বশ্রূ তুমি সে হেতু আমার।
কর প্রত্যর্পণ সীতা, নহে দাও তোমার ভিতরে
স্থান মোরে, রব সেথা লয়ে আমি সঙ্গে বৈদেহীরে।
ফিরায়ে না দাও যদি অবিকৃত ভাবেতে সীতারে
ক্রোধ ভরে তবে এবে ধ্বংস আমি করিব তোমারে।
কহিলেন আসি সেথা ক্রুদ্ধ রামে স্বয়ম্ভু তখন,
হয়োনা দুঃখিত, কর পূর্বরূপ মনেতে স্মরণ।
সে সব কহিতে আমি নাহি পারি সভাতে এখন,
কহিতেছি যাহা, এবে কর তুমি সে কথা শ্রবণ।
রামায়ণ গান হবে এই সভা মাঝারে যখন
হবে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাত সব বারতা তখন।
করেছ যা সুখ দুঃখ ভোগ তুমি, ভবিষ্যতে আর
ঘটিবে যা, করেছেন মহর্ষি বাল্মীকি কাব্যে তাঁর

বর্ণনা সে সব কথা, হয়ে স্থির হে রাম এখন,
উত্তরকাণ্ডের তুমি কর সর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ।
কহি ইহা রঘুবরে, সেথা হতে স্বয়ম্ভু তখন
দেবতাগণেরে লয়ে করিলেন স্বর্গেতে গমন।
গেলে চলি দেবগণ বাল্মীকিরে কহিলেন রাম
হোক্ কল্য ভগবন্ যজ্ঞভূমে রামায়ণ গান।
অনন্তর করি যত [illegible]ণে বিদায় প্রদান
কুশলবে লয়ে সঙ্গে যজ্ঞভূমে পশিলেন রাম।

২৯। রামের যজ্ঞানুষ্ঠান—ভরতের গন্ধর্ব বিজয়

যজ্ঞভূমে পশি রাম, মুনিগণে করি আনয়ন
কহিলেন পুত্র দোঁহে, কর গান তোমরা এখন।
উভয়ে উত্তরকাণ্ড লাগিলেন গাহিতে তখন
সুমধুর বীণাযোগে, মুগ্ধ তাহে হলো সর্বজন।
যজ্ঞ সেই বিধিমত শেষ যবে হলো অনন্তর,
হলেন সীতার শোকে বিচলিত রাম রঘুবর।
সকল জগৎ হলো শূণ্যময় মনেতে তাঁহার,
শোকাশ্রু আপ্লুত হয়ে শান্তি তাঁর রহিলনা আর।
সমাগত সর্বজনে দান তিনি করি বহু ধন,
সীতা স্মৃতি লয়ে প্রাণে করিলেন অযোধ্যা গমন।
নাহি করি রঘুবর গ্রহণ অপর ভার্যা আর,
রাখিতেন যজ্ঞ মাঝে কাঞ্চনের প্রতিমা সীতার।
অশ্বমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, গোসবাদি যত
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাম দীর্ঘকাল রহিলেন রত।
ঋক্ষ, রক্ষ, কপিকুল, আর অন্য নরপতি যত,
রাম প্রতি অনুরক্ত রহিলেন সকলে সতত।

বর্ষণ পর্জন্যদেব করিতেন নিয়মিত কালে,
ছিলনা দুর্ভিক্ষ, ছিল প্রজাগণ নীরোগ সকলে।
ছিলনা অকালমৃত্যু, নাহি ছিল অধার্মিক জন
রামরাজ্যে, ছিল সুখে গ্রামে ও নগরে প্রজাগণ।
যথাকালে হয়ে নিজ পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত,
রামমাতা যশস্বিনী কৌশল্যা হলেন স্বর্গগত।
বহু ধর্মকার্য করি কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দুজনে
গেলেন স্বর্গেতে শেষে, কৌশল্যা ও তাঁহারা সেখানে
মহারাজ দশরথ সহ সবে হয়ে সম্মিলিত,
লভিয়া উত্তম স্থান স্বর্গেতে হলেন প্রতিষ্ঠিত।
মাতৃগণ উদ্দেশেতে করিলেন যথাকালে রাম,
ব্রাহ্মণগণেরে যত নানা ভাবে সুপ্রচুর দান।

কেকয় রাজ্যের নৃপ যুধাজিৎ কিছুকাল পরে
পাঠালেন রাম পাশে পুরোহিত মহর্ষি গার্গ্যেরে।
বহু উপহার লয়ে ত্বরা করি হয়ে অগ্রসর
করিলেন সসম্মানে গ্রহণ তাঁহারে রঘুবর।
করিলেন অনন্তর রঘুবর জিজ্ঞাসা তাঁহারে
এসেছেন কেন তিনি, কহিলেন গার্গ্য রঘুবরে,
সিন্ধু নদের রাম দুই তীরে গন্ধর্বগণের
আছে রাজ্য, পুত্রগণ করে বাস সেথা শৈলুষের।
বলেছেন যুধাজিৎ, সে সবারে করি পরাজিত
কর সেথা তুমি রাম, দুইটি নগরী সংস্থাপিত।
কহিলেন রাম তাঁরে, হে ব্রহ্মর্ষি তক্ষ ও পুষ্কর
এই দুই পুত্র সহ ভরত হবেন অগ্রসর
করিতে সংগ্রাম সেথা, করি হত সে গন্ধর্বগণে
করিবেন দুটি পুরী সংস্থাপিত ভরত সেখানে।

করি শেষে পুত্রদ্বয়ে সে দুই পুরীতে প্রতিষ্ঠিত,
হবেন অযোধ্যা মাঝে মম পাশে পুনঃ উপনীত।
ভরত তনয় দ্বয়ে সঙ্গে তাঁর লয়ে অনন্তর
কেকয় রাজ্যের পানে সসৈন্যে হলেন অগ্রসর।
ভরত কেকয় রাজ্যে করিলেন প্রবেশ যখন
হলেন তাঁহার সাথে যুধাজিৎ মিলিত তখন।
সম্মিলিত হয়ে দোঁহে সসৈন্যে হলেন অগ্রসর
যুদ্ধ অভিলাষ করি দ্রুত অতি গন্ধর্ব নগর।
সকল গন্ধর্ব হলো সিংহনাদ করি বহির্গত,
করি বর্ম পরিধান, নানা অস্ত্রে হয়ে সুসজ্জিত।
সপ্তরাত্রি ব্যাপি হলো ঘোরতর সংগ্রাম সেখানে,
কোন পক্ষ করিলনা জয়লাভ তবু সে সংগ্রামে।
ভরত সংবর্ত নামে অস্ত্র এক নিক্ষেপ তখন
করিলেন ক্রোধ ভরে, হলো তাহে সে গন্ধর্বগণ
হত সবে, করিলেন সে গন্ধর্ব দেশেতে তখন,
ভরত সুরম্য অতি দুইটি নগর সংস্থাপন।
দিলেন পুষ্করাবতী, তক্ষশিলা, নাম তিনি আর
সেই দুই নগরীর, দিলেন সে দু দেশের ভার
পুষ্করে, তক্ষেরে সেথা, করিলেন পুষ্করাবতীতে
নিবাস পুষ্কর, আর তক্ষশীলা নগরী মাঝেতে
করিলেন বাস তক্ষ, সে দুই নগরী মনোরম
ছিল সুশোভিত নানা উদ্যান ও প্রাসাদে উত্তম।
পুত্রদ্বয়ে সংস্থাপিত করি সেথা পঞ্চ বর্ষ পরে
ভরত রামের পাশে আসিলেন অযোধ্যা নগরে।

কহিলেন অনন্তর রঘুবর আহ্বানি লক্ষ্মণে
তোমার অঙ্গদ আর চন্দ্রকেতু তনয় দুজনে
চাহি রাজ্য মাঝারেতে অভিষিক্ত করিতে এখন,
কর তুমি হেন স্থান অন্বেষণ, যেখানে লক্ষ্মণ,

আশ্রম নিবাসী আর প্রজাদের পীড়া উৎপাদন
করি মোরা নাহি যেন হই কোন দোষের ভাজন।
রামের সে কথা শুনি কহিলেন ভরত তখন
কারু পথ দেশ অতি উপদ্রবহীন মনোরম।
অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু তরে সেই দেশেতে এখন
করুন আপনি দুই সুরম্য নগরী সংস্থাপন।
অঙ্গদীয়া নামে আর চন্দ্রকান্তা নামেতে তখন
করিলেন রাম সেথা রম্য দুই নগরী স্থাপন।
অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু দুইজনে সেথা অনন্তর
করিলেন প্রীতিভরে প্রতিষ্ঠিত রাম রঘুবর।
অঙ্গদের সঙ্গে বাস অঙ্গদীয়া মাঝেতে লক্ষ্মণ
করিলেন সংবৎসর, চন্দ্রকেতু সঙ্গেতে যাপন
করিলেন সংবৎসর ভরত, দুজনে অনন্তর
আসিলেন অযোধ্যায় ছিলেন যথায় রঘুবর।
ভরত লক্ষ্মণ সহ করি রাম সতত তখন
নানা কার্য অযোধ্যাতে, করিলেন জীবন যাপন।

৩০। রাম সন্নিধানে কাল—লক্ষ্মণ বর্জন

বহু বর্ষ অনন্তর হলে গত অযোধ্যা মাঝারে
মুনিবেশ ধরি কাল কহিলেন আসি রাজদ্বারে,
প্রয়োজন বশে আমি হেথায় করেছি আগমন
এ কথা রামের কাছে ত্বরা এবে কর নিবেদন।
দূত আমি মুনি শ্রেষ্ঠ ঋষি অতিবলের লক্ষ্মণ,
এসেছি দেখিতে রামে, তাঁরে ইহা জানাও এখন।
কহিলে রামেরে তাহা, কহিলেন লক্ষ্মণে তখন
রঘুবর, কর তুমি মুনিবরে হেথা আনয়ন।

অগ্নিসম দীপ্তিময় সে তপস্বী শ্রেষ্ঠেরে লক্ষ্মণ
আনিলেন রাম পাশে, করি বহু সম্মান তখন
সুধালেন রাম তাঁরে কি তাঁহার আছে প্রয়োজন।
কহিলেন তিনি রামে কথা এবে আমরা এখন
কহিব যা, যেন তাহা শ্রবণ না করে কোনজন
যদি কেহ শোনে তাহা, কিংবা করে মোদেরে দর্শন,
বধিবে তাহারে তবে কর এই প্রতিজ্ঞা রাজন্।
'হবে তাই,' বলি রাম লক্ষ্মণেরে করি আবাহন
কহিলেন, দৌবারিকে দাও তুমি বিদায় এখন।
কর অবস্থান দ্বারে শুধু তুমি, মোরা দুইজন
কহিব যা হেথা, তাহা কেহ যেন না করে শ্রবণ।
মুনিবর সহ মোরে দেখিবে যে, অথবা যে জন
শুনিবে মোদের কথা বধ্য মম হবে সে লক্ষ্মণ।
রাখি দ্বারে লক্ষ্মণেরে, কহিলেন রাম অনন্তর,
আমাদের সব কথা গুপ্ত এবে রবে মুনিবর।
কহিলেন তিনি রামে, করেছেন স্বয়ম্ভু প্রেরণ
যে কথা কহিতে মোরে, হে রাজন কর তা শ্রবণ।
সর্বসংহারক কাল আমি রাম, এ দেহ ধারণ,
করি আমি মায়াবলে সমাগত হয়েছি এখন।
বলেছেন পিতামহ, করেছিলে যেই অঙ্গীকার
লোক রক্ষা তরে তুমি, পূর্ণ তাহা হয়েছে তোমার।
যখন শয়ান পূর্বে ছিলে তুমি মহা অর্ণবেতে,
তখন সৃজন মোরে করেছিলে নাভি পদ্ম হতে।
করি উৎপাদিত মোরে জগৎ সৃষ্টির সর্ব ভার
করেছিলে নিখিলেশ সমর্পণ উপরে আমার।
মম মনোভাব শেষে হয়ে জ্ঞাত হে প্রভু তখন
প্রজাকুলে রক্ষা তরে করেছিলে বিষ্ণুত্ব গ্রহণ।

রাবণের হস্তে যবে প্রজা সব হলো উৎপীড়িত,
তখন বধিতে তারে ধরনীতে হলে সমাগত।
মনুষ্য লোকেতে এবে থাকিবার কাল আপনার
হয়েছে সম্পূর্ণ রাম সন্নিধানে সর্বদেবতার
হয়েছে যাবার কাল, রাজ্য এই করিতে পালন
থাকে যদি ইচ্ছা মনে, কর তবে হেথায় যাপন।
বলেছেন ব্রহ্মা ইহা, বলেছেন ইহাও আবার
থাকে যদি অভিপ্রায় যেতে দেবলোকেতে তোমার,
অসুরের চিন্তা দূর হবে তবে সর্ব দেবতার।
কহিলেন রাম, তুমি ব্রহ্মাবাক্যে এসেছ যখন,
এ বিষয়ে বিচারের আর মম নাহি প্রয়োজন।
বলেছেন ঠিক ব্রহ্মা, পূর্বে আমি দেবগণে যত
সংরক্ষণ তরে সদা ছিলাম নিরত অবিরত।

ছিলেন কহিতে যবে কথা এই তাঁহারা দুজন
আসিলেন রাজদ্বারে মহামুনি দুর্বাসা তখন।
কহিলে তিনি সেথা লক্ষ্মণেরে, করাও দর্শন
এবে মোরে রঘুবরে, আছে মম অতি প্রয়োজন।
কহিলেন শুনি তাহা লক্ষ্মণ, বলুন ভগবন্
কিবা কার্য আছে তব, আমি তাহা করিব সাধন।
কার্যান্তরে ব্যস্ত রাম হে মহর্ষি আছেন এখন,
করুন অপেক্ষা হেথা ক্ষণকাল তরে ভগবন্।
শুনি তাহা ক্রোধে অতি কহিলেন দুর্বাসা তাঁহারে,
এই মুহূর্তেই তুমি মম কথা জানাও রামেরে।
তা না হলে রামে আর ভরতে, তোমারে, শত্রুঘ্নেরে,
রাজ্যবাসী জনগণে, তোমাদের সন্তান গণেরে
দিব আমি অভিশাপ, এবে আমি হয়েছি অক্ষম,
করিতে আমার এই সুদুর্জয় ক্রোধ সংবরণ।

লক্ষ্মণ শুনি সে কথা ভাবিলেন হউক মরণ
শুধু মোর, নাহি যেন হয় সব বিনষ্ট এখন।
দুর্বাসার বার্তা তাই রাম পাশে দিলেন লক্ষ্মণ,
বিদায় প্রদান রাম করিলেন কালেরে তখন।
আসি শেষে মুনি পাশে করি অভিনন্দন তাঁহারে,
কহিলেন কি বা তব প্রয়োজন বলুন আমারে।
কহিলেন মুনিবর অনশন সহস্র বৎসর
হে রাম করেছি আমি, হয়ে এবে ক্ষুধাতে কাতর
এসেছি তোমার কাছে, মোরে তুমি করাও ভোজন,
করিলেন অন্নদান রাম তাঁরে করি তা' শ্রবণ।
সে অমৃত তুল্য অন্ন মুনিবর করিয়া ভোজন
সাধুবাদ দিয়ে রামে করিলেন আশ্রমে গমন।
তখন কালের কথা করি রাম অন্তরে স্মরণ,
মস্তক আনত করি দুঃখেতে হলেন নিমগণ।
বিষণ্ণ নেহারি রামে কহিলেন লক্ষ্মণ তখন
নাহি করিবেন দুঃখ মোর তরে এ ভাবে এখন।
করি এবে বধ মোরে সত্য তব করুন পালন,
সত্যভ্রষ্ট হলে লোক করে থাকে নরকে গমন।
বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণে করি রাম আহ্বান তখন
করিলেন সে সবারে জ্ঞাপন সকল বিবরণ।
শুনি সে বারতা, রামে কহিলেন বশিষ্ঠ তখন,
তোমার সহিত হবে লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ এখন।
লক্ষ্মণে বর্জন করি কর তুমি প্রতিজ্ঞা পালন,
তা না হলে হবে জেনো ধর্মলোপ তোমার রাজন্।
ভ্রাতৃগণ প্রতি তুমি স্নেহশীল তবুও এখন
কর তুমি স্থির ভাবে কর্তব্য যা তাহাই পালন।
তোমারে পাঠায়ে বনে শোকে অতি প্রাণ বিসর্জন
করিলেন দশরথ, তুমি তাহা করেছ দর্শন।

তুমিও সে ভাবে রাম করি এবে লক্ষ্মণে বর্জন
করেছ প্রতিজ্ঞা যাহা, কর সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
কহিলেন সভামাঝে লক্ষ্মণেরে রাঘব তখন,
ধর্ম বিপর্যয় যেন নাহি হয়, সে হেতু এখন
করিলাম পরিত্যাগ আজি আমি তোমারে লক্ষ্মণ
সাধুদের পক্ষে জেনো সমতুল্য বধ ও বর্জন।
শোকেতে অধীর রাম কহিলেন এ কথা যখন
লক্ষ্মণ ব্যাকুল প্রাণে করিলেন প্রস্থান তখন।
সরযূ নদীর তীরে গিয়ে ত্বরা করি আচমন,
নিঃশ্বাস ও সর্বেন্দ্রিয় করিলেন নিরোধ লক্ষ্মণ।
সনাতন পরব্রহ্মে করিলেন ধ্যান তিনি আর,
করিলেন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি মস্তকে তাঁহার।
অদৃশ্য ভাবেতে করি সশরীরে গ্রহণ তাঁহারে,
আসি নিজে ইন্দ্রদেব সানন্দে নিলেন স্বর্গপুরে।
বিষ্ণুর চতুর্থ অংশে সমাগত নেহারি সেখানে
করিলেন দেবগণ পূজা তাঁরে আনন্দিত মনে।

৩১। রামের মহাপ্রস্থান

লক্ষ্মণে বর্জন করি হয়ে রাম শোকে অভিভূত,
কহিলেন মন্ত্রিগণে বশিষ্ঠে ও পৌরজনে যত,
অযোধ্যা মাঝারে করি অভিষিক্ত ভরতে এখন
করিব প্রস্থান আমি, অভিষেক দ্রব্য আনয়ন
কর অবিলম্বে সবে, লক্ষ্মণের হব অনুগামী
করেছি ইহাই স্থির সুনিশ্চিত ভাবে এবে আমি।
রামের সে কথা শুনি ভূমিতলে করি অবনত
মস্তক মৃতের মত, নিপতিত হলো প্রজা যত।

বিষণ্ণ অন্তরে অতি কহিলেন ভরত তখন,
চাহিনা করিতে হেথা রাজ্য ভোগ হে রঘুনন্দন
আপনারে বিনে আমি, অভিষিক্ত করুন কুশেরে
দক্ষিণ কোশলে এবে, অভিষিক্ত করুন লবেরে
উত্তর কোশল মাঝে, বলুক শত্রুঘ্নে দূতগণ
স্বর্গের উদ্দেশ্যে মোরা করিতেছি গমন এখন।
ভূপতিত প্রজাগণে হেরি সেথা বশিষ্ঠ তখন
কহিলেন রামে, বৎস কর তুমি হেথা নিরীক্ষণ
এ সব প্রজারে যত, কোরোনা অপ্রিয় কার্য এবে
এ সবার তুমি রাম। করি রাম উত্থাপিত সবে
কহিলেন স্নেহ ভরে, কি করিব তোমাদের তরে
বল তাহা, প্রজাগণ কহিল তাঁহারে যুক্তকরে
যে পথে আপনি প্রভু করিবেন গমন এখন
আমরাও সবে মিলি পথে সেই করিব গমন।
পুরবাসী তরে যদি থাকে স্নেহ আপনার মনে,
ভার্যা পুত্র সহ তবে যাব মোরা আপনার সনে।
দৃঢ় অভিপ্রায় রাম সে সবার হয়ে অবগত,
কহিলেন হবে তাই, অনুরক্ত প্রজাগণে যত।
দক্ষিণ কোশলে কুশে, উত্তর কোশল মাঝে রাম
অভিষিক্ত করি লবে, করিলেন সে দোঁহারে দান
বহু অশ্ব হস্তী আর বহুধন, দূত অনন্তর
শত্রুঘ্ন সমীপে রাম করিলেন প্রেরণ সত্বর।
তিন দিন তিন রাত্রি পথ তারা করি অতিক্রম
শত্রুঘ্নের পাশে সবে মধুরাতে করিল গমন।
কহিল শত্রুঘ্নে তারা করি ত্যাগ অযোধ্যা এখন
রাম ও ভরত এবে করিবেন স্বর্গেতে গমন।
কুলক্ষয় সমাগত বুঝি তাহা শত্রুঘ্ন তখন,
পুরোহিতে, প্রজাগণে, করিলেন সে বার্তা জ্ঞাপন।

করিলেন অভিষিক্ত সুবাহু নামেতে পুত্রে তাঁর
মধুরাতে, করিলেন শত্রুঘাতী নামে পুত্রে আর
প্রদান বৈদিশ রাজ্য, করি তিনি ভাগ সৈন্যগণে
দুই ভাগে, করিলেন প্রদান তনয় দুইজনে।
করি তিনি সেথা হতে অযোধ্যা গমন অনন্তর
কহিলেন রামে, আমি করেছি সঙ্কল্প রঘুবর
হতে তব অনুগামী। সঙ্কল্পেতে দৃঢ় শত্রুঘ্নেরে
হেরি রাম, করিলেন অনুমতি প্রদান তাঁহারে।

অনন্তর আসি যত ঋক্ষ রক্ষ আর কপিগণ
কহিল, আমরা রাম, তব সঙ্গে করিব গমন।
সান্ত্বনা প্রদান করি সে সবারে মধুর বচনে
কহিলেন রঘুবর, রক্ষকুলপতি বিভীষণে,
যতদিন লোক সব জীবিত রহিবে বিভীষণ,
ততদিন রহি লঙ্কা রাজ্য তুমি করিবে পালন।
করেছি লঙ্কাতে আমি বন্ধুরূপে তোমারে স্থাপন,
কর রক্ষা প্রজাগণে, বাক্য মোর কোরোনা লঙ্ঘন।
কহিলেন হনুমানে যতদিন রবে প্রচারিত
কথা মম লোক মাঝে, ততদিন রহিবে জীবিত।
রহিবে জীবিত জেনো মৈন্দ আর দ্বিবিদ দুজন
পৃথিবী মাঝারে এই যতকাল রবে জনগণ।
হবে ধর্মশীল সদা তোমাদের পুত্র পৌত্র যারা,
মানুষের ভাষা কিন্তু পারিবেনা বলিতে তাহারা।

রজনী প্রভাত হলে পুরোহিতে কহিলেন রাম,
ব্রাহ্মণ বেষ্টিত হয়ে অগ্রে মম অগ্নি দীপ্যমান

করুক গমন এবে, বাজপেয় ছত্র যত আর
হউক নির্গত সব অগ্রভাগে এখন আমার।
করিলেন সুসম্পন্ন বশিষ্ঠ সকল অনুষ্ঠান,
ক্ষৌমবস্ত্র অনন্তর করিলেন পরিধান রাম।
হস্তদ্বয়ে নিয়ে কুশ, ব্রহ্মচারী বেশে রঘুবর,
গৃহ হতে নীরবেতে বাহির হলেন অনন্তর।
পদ্ম নিয়ে হস্তে লক্ষ্মী বাম পার্শ্বে ছিলেন তাঁহার,
ধরাদেবী দক্ষিণেতে, অগ্রেতে সংহার শক্তি আর।
মনুষ্যের রূপ ধরি সর্ব অস্ত্র গেল সঙ্গে তাঁর,
গেলেন সঙ্গেতে বেদ, গায়ত্রী, ওঙ্কার, বষট্কার
ব্রাহ্মণ রূপেতে সবে। ঋষি ও পণ্ডিতগণ আর
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে অনুগামী হলেন তাঁহার।
বিপ্র ও অমাত্য কুল, অন্তঃপুর বাসিনীরা যত,
ভৃত্য আর পৌরজন সঙ্গে তাঁর হলো বহির্গত।
উজ্জ্বল বেশেতে যত ঋক্ষ, রক্ষ, আর কপিগণ,
লাগিল করিতে সবে রাম সহ করিতে গমন।
পশু পক্ষী আদি যত গেল সবে সঙ্গেতে তাঁহার,
অযোধ্যা মাঝারে কোন প্রাণী নাহি দেখা গেল আর।

অর্দ্ধেক যোজন পথ অতিক্রম করি অনন্তর,
পবিত্র সলিলা নদী সরযূর তীরে রঘুবর
করিলেন আগমন, আসিলেন সঙ্গেতে তাঁহার
অযোধ্যার পৌরজন, আসিলেন মন্ত্রিগণ আর।
স্বয়ম্ভু দেবতা আর ঋষিগণে হয়ে পরিবৃত,
অসংখ্য বিমান সহ সেখানে হলেন উপনীত।
সুরভিত সুখা বহ বায়ু সেথা হলো প্রবাহিত,
করিলেন পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গ হতে দেবগণ যত।

তূর্য ধ্বনি মাঝে রাম লাগিলেন করিতে তখন,
হয়ে লোক পরিবৃত, সরযূর তীরে বিচরণ!
রহি অন্তরীক্ষ মাঝে কহিলেন স্বয়ম্ভু তাঁহারে
লভিলাম মোরা এবে সৌভাগ্যের বশেতে তোমারে।
তোমার সঙ্গেতে বিষ্ণু লয়ে তুমি যত ভ্রাতৃগণে,
আপন স্বরূপে এবে কর আসি প্রবেশ এখানে।
বৈষ্ণবী তনুতে কিংবা ব্রহ্ম স্বরূপেতে সনাতন,
যাহাতে বাসনা, কর তাহাতেই প্রবেশ এখন।
তুমিই সবার প্রভু, নাহি তাহা জানে অন্যজন
আমি ভিন্ন, ইচ্ছামত দেহ এবে করুন ধারণ।

শুনি স্বয়ম্ভুর কথা চিন্তা রাম করি মনে মনে,
বৈষ্ণব তেজের মাঝে পশিলেন লয়ে ভ্রাতৃগণে
সশরীরে, করিলেন দেবগণ পূজা সে সবারে
সাধুবাদ সবে মিলি করিল প্রদান চারিধারে।
মহাতেজশালী বিষ্ণু কহিলেন ব্রহ্মারে তখন,
মম প্রতি স্নেহবশে সঙ্গেতে এসেছে সর্বজন,
চাহি স্থান সে সবার। কহিলেন স্বয়ম্ভু তখন,
সন্তানক নামে লোকে বাস তারা করিবে এখন।
বানর ভল্লুক যত লভেছিল যে যে দেব হতে
নিজ দেহ, এবে তারা পশিবে সে সব দেবতাতে।
শুনি তা সরযূ তীরে গোপ্রতার তীর্থেতে গমন
করি তারা সরযূর মাঝে সবে পশিল তখন।

করিল সরযূনীরে যারা সেথা দেহ সমর্পণ,
নরদেহ ত্যজি তারা বিমানে করিল আরোহণ।

স্থাবর জঙ্গম আর হীন যোনি যত প্রাণীগণ
সূর্য সম দীপ্তিময় দেহ তারা লভিল তখন,
ত্যজি প্রাণ সরযূতে স্বর্গে তারা করিল গমন।
স্বর্গেতে স্থাপন করি সে সবারে মহামতি রাম,
দেবতাগণের সহ করিলেন আনন্দে প্রস্থান।
বন্ধু পুত্র আদি সহ ঋষিগণ আর দেবগণ
করিলেন সবে মিলি বিষ্ণু স্তব সকলে শ্রবণ।
মুনিবর বাল্মীকির মধুর এ কাব্য রামায়ণ
দিবা অবসানে সবে প্রতিদিন করেন শ্রবণ।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	বিপ্রপ্রিয়ং	বিপ্রপ্রিয়
২	১৮	কালত্রয়জ্ঞস্তচ্ছ্ত্বা	কালত্রয়জ্ঞস্তচ্ছ্রুত্বা
৩	১০	অস্পূয়া - রহিত,	অস্যূয়া - রহিত,
৮	১২	পৌরজানপদাগমম্।	পৌরজনপদাগমম্।
১২	১৮	সুগ্রীববচনাদ্ধত্বা	সুগ্রীববচনাচ্ছ্রুত্বা
১৮	১৭	রুবোদার্ত্তা	রুরোদার্ত্তা
১৯	২০	শাস্বতী	শাশ্বতী
২০	২৩	ক্রেঞ্চীমবধীৎ	ক্রৌঞ্চমবধীঃ
২৪	২২	বীভসে	বীভৎস
৩৮	১৮	ব্যকার্পটু	বাক্যপটু
৪০	১৫	ত্যাজিল	ত্যজিল
৪১	১৪	গন্ধর্বাদি	গন্ধর্বাদি
৪৫	১৫	ব্যাক্ত	ব্যক্ত
৫৭	৫	দিয়ে	দিয়া
৭১	৪	তঁরা	তাঁরা
৭১	১০	অন্	অপ্
৮৫	২২	তপোবনে	তপোবলে
৯১	১৩	রাঅ	আর
৯১	১৮	সস্থানে	স্বস্থানে
১০৩	২৭	পুথু	পৃথু
১০৪	৮	বংশধব	বংশধর
১১১	৪	প্রিতৃঋণ	পিতৃঋণ
১১২	৬	মিই	তুমিই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১২	১৯	চারী	চারি
১২৪	২	কৈকেরী	কৈকেয়ী
১২৫	১০	ভ্রাত্রিগণে	ভ্রাতৃগণে
১২৮	১০	রহিলেন	রহিলে
১২৮	১৯	এখন	তখন
১৩০	১৬	কার	কাহার
১৩৫	২৬	গজে, করে	গজে সদা করে
১৩৬	১৩	আধায়	আধার
১৪৯	১৫	হবে	এবে
১৪৯	২১	জিতেন্দ্রিত	জিতেন্দ্রিয়
১৫২	৩	স্বনাতন	সনাতন
১৫২	২৬	হবে কেন	হবে তবে কেন
১৬৫	২৬	বৃদ্ধের	বৃদ্ধ
১৭৯	১৪	উদ্বেলি	উদ্বেলিত
১৮৩	৮	করেছে	কহিছে
১৮৬	১১	সর্নিলা	স্যন্দিতা
১৮৬	২৪	ইস্গুদী	ইঙ্গুদী
১৮৬	২৬	ইস্গুদী	ইঙ্গুদী
২০৫	১০	ভৎসনা	ভর্ৎসনা
২১১	১	১১১	২১১
২১৪	১৩	আর্ত্ত অতি কৌশল্যা	আর্ত্ত কৌশল্যা
২১৪	২১	মন	মম
২২৬	৩	লক্ষ্মণ	শত্রুঘ্ন
২২৭	২৩	হিতাহি	হিতাহিত
২৩১	১৫	গভীর	উপেক্ষা
২৪২	১২	পঞ্চশন	পঞ্চশত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৪	২০	ইস্নুদী	ইঙ্গুদী
২৪৫	৩	অনুচরগণ করিলেন	অনুচরগণ সহ করিলেন
২৪৭	১৭	শত্রু ভাবে	শত্রু ভাব
২৫১	৯	বস	বসন
২৫২	২	সৈন্য ও বাহ	সৈন্যগণ সহ
২৫৪	৬	বনবাঝে	বনমাঝে
২৬৩	১২	ইস্নুদী	ইঙ্গুদী
২৬৪	৫	ইস্নুদী	ইঙ্গুদী
২৬৪	৮	ইস্নুদী	ইঙ্গুদী
২৭৯—৩৩৫	১	অযোধ্যাকাণ্ড	অরণ্যকাণ্ড
২৮০	৩	যে	সে
২৮১	২৭	করার	করাব
২৯৮	৪	মেঘরূপী	মেষরূপী
৩০০	৮	অনস্তর	অনন্তর
৩০০	২৪	নারি	নারী
৩০২	২৩	কন্যা	কন্যা
৩০৫	৩	হরেছে	হয়েছে
৩১০	৫	নির্ধন	নিধন
৩১৭	২	সাল	শাল
৩২০	১২	সাল	শাল
৩২৪	১৫	দোঁহে ধ্বংস	দোঁহে হবে ধ্বংস
৩২৫	২	অনস্তর	অনন্তর
৩২৫	২৬	স্পহা	স্পৃহা
৩২৭	৯	মম	আজি
৩২৮	২	অনস্তর	অনন্তর
৩৩২	১৭	স্তন	স্তন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩২	১৯	করি	করী
৩৩৫	১২	রক্তবর্ণ	রক্তবস্ত্র
৩৩৫	২১	গুনে	গুণে
৩৩৭	২৮	আয়	, আর
৩৩৯	২৩	করিতে	করিলে
৩৩৯	২৫	আমারে	তাঁহারে
৩৪০	২৪	মহাবল শালী	মহাবলশালী
৩৪৫	১১	রাম	বাম
৩৪৭	১৪	কশোক	শোক
৩৪৮	১০	শদ্মপূর্ণ	পদ্মপূর্ণ
৩৪৯	১৯	র্নিধীর্য্য	নির্বীর্য্য
৩৫২	৮	বিচূাণত	বিচূর্ণিত
৩৫৩	৮	কষ্টেতে	জটায়ু
৩৫৩	৯	সে	যে
৩৫৪	৬	হুহাশনে	হুতাশনে
৩৬৫	৯	মাত্র	জাত
৩৮৫	৭	কপাশ্বর	কপীশ্বর
৩৮৫	২৮	কহিলেন	কহিলেনা
৩৮৬	১১	দুই	হুই
৩৮৯	১২	আয়	আর
৩৮৯	১৫	শুভার্থি	শুভার্থিনী
৩৯১	৮	তারাব	তারার
৩৯৫	২৯	সন্তাপি	সন্তাপিত
৩৯৭	১৯	এ	হে
৩৯৮	২০	হত	হবে
৪০৭	৬	তাঁহার বীর হবে	তাঁহার, বীর, হবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১১	২৪	কাপ	কোপ
৪১৬	২	অনস্তর	অনন্তর
৪১৯	৮	বড় বাগ্নি	বাড়বাগ্নি
৪২২	১৮	বাহ্লাক	বাহ্লীক
৪২৫	১৭	কাপগণ	কপিগণ
৪৩৫	১৩	হতে	হলে
৪৫২	২৬	শিল	ছিল
৪৫৪	১৯	বদ্ধিমান	বুদ্ধিমান
৪৫৪	২১	কেত	কেহ
৪৬২	২৩	ব্যাপী	বাপী
৪৬৯	১৯	যে	সে
৪৭৩	৫	মুষ্ঠি	মুষ্টি
৪৭৪	১৮	জণ্মে	জন্মে
৪৭৫	১৪	ত্রিজটা আমি,	ত্রিজটা, আমি
৪৭৯	২	রজনার	রজনীর
৪৮০	১৫	করেছেত	করেছেন
৪৮১	৪	বর্ষাকাল	বহুকাল
৪৮১	২৪	করেছে কাল	করেছে সে কাল
৪৮২	১৬	কন্দর্পেয়	কন্দর্পের
৪৮৮	২৯	কেহ	কেন
৪৯৩	১৪	তীক্ষ্মসার	তীক্ষ্ণ শর
৪৯৯	১৫	শুধই	শুধুই
৫০১	১০	করি	করিতে
৫১২	২১	কেহ	যথা
৫২১	৫	বিষ্ট	বিনষ্ট
৫২১	৭	সংরক্ষণ	সুবিপুল

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৭	১০	নাহি হবে	নাহি আর হবে
৫২৮	২০	নিপীড়ি	নিপীড়িত
৫২৮	২২	মম	মোরে
৫৩৫	৬	হয়েছে	হয়েছেন
৫৪১	১১	মমুদ্রের	সমুদ্রের
৫৪৪	১৬	বিদারিত	বিদারিতে
৫৪৮	১২	পলায়ণ	পলায়ন
৫৪৮	২৭	বিদ্যুজ্জিবে	বিদ্যুজ্জিহ্বে
৫৬	২	অনস্তর	অনন্তর
৫৫৯	৯	বিস্ময়েতে	বিস্ময়েতে
৫৫৯	১২	হিস্তাল	হিন্তাল
৫৫৯	২৫	স্তম্ভেতে	স্তম্ভেতে
৫৬১	৩	রা,ব	রাঘব
৫৬১	৮	পন্ধর্ব	গন্ধর্ব
৫৬৬	২	যোর	ঘোর
৫৯৩	১২	আসিন	আসীন
৫৯৪	১৬	রাহবে	রহিবে
৫৯৪	১৬	কশীশ্বর	কপীশ্বর
৫৯৯	১১	হস্তেতে	হস্তেতে
৫৯৯	২১	পরিশ্রান্ত	পরিশ্রান্ত
৬১৩	৯	বিদীণ	বিদীর্ণ
৬৫৫	২৩	লজ্জানত	নতশির
৬৫৭	২	গেল	গেলে
৬৬৪	১১	প্রধাবি	প্রধাবিত
৬৬৭	২৩	যেন পর্বতের	যেন চারি পর্বতের
৬৭৯	৯	তিক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯৩	১৮	শেষবারে	সে সবারে
৭০০	১১	বালিরে	বলিরে
৭১২	২২	লভিলেন	লভিবেন
৭২৫	৯	মুণিগণ	মুনিগণ
৭৩৫	২০	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
৭৩৭	১৭	আর	ব্রহ্মা
৭৩৮	১২	ভ্রাতৃদোহ	ভ্রাতৃদ্রোহ
৭৪১	১৩	হিমলয়ে	হিমালয়ে
৭৪২	১৯	কৈলাশ	কৈলাস
৭৪৭	১৬	কুণ্ডল	কুন্তল
৭৬৩	২৪	মূনিবর	মুনিবর
৭৬৯	১৮	জনমাঝে	বনমাঝে
৭৭০	১১	বুদ্ধিমতী	বুদ্ধিমতী
৭৭৪	২৬	সাধ্যাতিত	সাধ্যাতীত
৭৭৬	৩	হবে	হয়ে
৭৭৬	১৩	এবে কহি	এবে তাহা কহি
৭৭৬	২৪	করি।	করি
৭৭৭	২৫	অপরাধ	অপরাদ্ধ
৭৮২	১৭	বয়োবৃদ্ধ	বয়োবৃদ্ধি
৭৮৩	৭	ধুর্যে	মাধুর্যে
৭৮৮	৬	র্জুন	অর্জুন
৭৮৯	২	রিক	করি
৭৮৯	৫	আসিবেন	আসিতেন
৭৯০	১০	সাধ্যাতিত	সাধ্যাতীত
৭৯০	২৫	নতশিবে	নতশিরে
৭৯১	১৪	শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান	শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯৫	৭	পূর্ব জণ্মে	পূর্বজন্মে
৭৯৮	৭	সুখী সমৃদ্ধ	সুখী ও সমৃদ্ধ
৮০১	১৩	যে	সে
৮০৩	১৫	বায়ুভূত	বায়ুভূ´ত
৮০৪	১৭	নরপতি	ঋষিবর
৮২২	১৪	কহিলে	কহিলেন
৮২২	১৬	প্রচেষ্ঠা	প্রচেষ্টা
৮২৬	৩	আস্বস্ত	আশ্বস্ত
৮৩৪	৭	শক্তিবৃদ্ধি	হলে হবে
৮৩৬	১৯	বহিলেন	রহিলেন
৮৪৩	১১	করিলে	করিতে
৮৪৩	১৭	বিস্মিত	বিস্মিত
৮৫৩	১৭	কহিলে	কহিলেন
৮৫৪	১৫	নিমগণ	নিমগন
৮৫৮	২৬	সুখা বহ	সুখাবহ